সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার

সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার

৮

বাণভট্ট

প্রধান উপদেষ্টা
ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ
ডঃ মুরারিমোহন সেন / জ্যোতিভূষণ চাকী / তারাপদ ভট্টাচার্য / ডঃ রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল।

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার

নির্বাহী সম্পাদক / প্রসূন বসু

নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই মে, ১৯৮০

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯
এবং
তুষার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৬ বিধান সরণী / কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

বিক্রয় মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা

SANSKRITA SAHITYASAMBHAR
Vol. VIII.

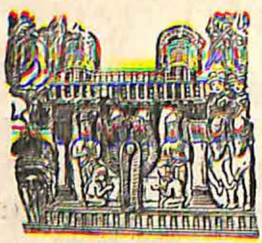
প্রধান উপদেষ্টার কথা

বিশ্বের বিখ্যাত ক্লাসিক সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণ বর্তমান যুগের একটি উল্লেখযোগ্য দাবী। সেই কারণেই রাশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলি একে অন্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া স্বদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

সংস্কৃত আধুনিক বহু ভারতীয় ভাষারই উৎস—যে বিস্ময়কর সম্পদ সংস্কৃত সাহিত্যে সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা মাতৃভাষায় প্রতিফলিত দেখিতে কাহার না সাধ হয়! কেবল আত্মতৃপ্তির কথা বলিতেছি না, আমার মনে হয়, 'নবপত্র প্রকাশন'-এর এই ব্রতপালন বাঙলা ভাষাকেই সমৃদ্ধ ও শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। আশা ও আনন্দের কথা, হাজার বছরের সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষান্তরীকরণের এই ব্যাপক উদ্যম সমগ্র ভারতে এই প্রথম। আমি মনে করি, ইহা এক সুমহৎ জাতীয় কর্তব্যপালন। একথাও আমার মনে হইয়াছে, সম্প্রতি সংস্কৃত ভাষাকে বিলুপ্ত করিবার জন্য যে হাস্যকর অপচেষ্টা চলিয়াছে, 'নবপত্রে'র সংস্কৃত-সাহিত্য প্রকাশনা তাহার বিরুদ্ধে এক প্রদীপ্ত প্রতিবাদ।

যে গভীর আগ্রহে গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ আমাদের এই প্রচেষ্টাকে অভ্যর্থনা জানাইয়াছেন, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি—বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের যে সকল কবি-কর্ম সুধীজন কর্তৃক অভিনন্দিত অথচ স্থানাভাবে পরিকল্পিত আটটি খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই, সেই সব কাব্য ও নাটক আরও দশটি খণ্ডে আমরা প্রকাশ করিব।

শ্রীগৌরীনাথশাস্ত্রী



সূচীপত্র

সংকেত—

তু.—তুলনীয় ; দ্র.—দ্রষ্টব্য ; পা.—পাঠান্তর ; আ.—আক্ষরিক অনুবাদ

প্রকাশকের নিবেদন

সংস্কৃত-সাহিত্যসম্ভারের অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হলো। আজ আমরা ধন্য। এই খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের বিশাল প্রতিশ্রুতি পালনে সক্ষম হলাম। আমাদের প্রথম যাত্রাপথের শেষ। শুরু হলো দ্বিতীয় যাত্রা। প্রার্থনা, নতুন এই যাত্রাপথ শুভ হোক।

লোডশেডিং সেই পুরাতন ভৃত্যের মতোই আমাদের চিরসাথী—'ছাড়ালে না ছাড়ে'। কাজেই সেই পুরাতন কাহিনী বলে লাভ নেই। নতুন উপসর্গ একটি জুটেছে—কাগজের অত্যন্ত অভাব; মানে দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় করেও পাওয়া যাচ্ছে না। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি আমাদের সমস্ত বাস্তব বুদ্ধিকে পরাজিত করেছে; সমস্ত পরিকল্পনাকে অতিক্রম করেছে। তবে যে আদর্শ নিয়ে নেমেছিলাম—তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আপনাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা। এ ছাড়া আমাদের সম্বল কিছু নেই। কিন্তু এই সম্বল আশ্রয় করেই আমরা আগামী দশটি খণ্ডের পরীক্ষান্তেও উত্তীর্ণ হবো—এ আশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি।

এই প্রকাশনার ব্যাপারে পরিচিত বা অপরিচিত সকলের কাছেই আমি ঋণী—শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশেই সে-ঋণ শোধ হয় না। এই অভিযানের কর্ণধার পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী—তাঁর সস্নেহ ও জাগ্রত দৃষ্টি অক্ষয় কবচের মতো আমাদের ঘিরে রয়েছে, তাঁর উদ্দেশে জানাই সশ্রদ্ধ নমস্কার। অনুবাদকর্মে ও অন্যান্য রূপ পরিকল্পনায় ঘনিষ্ঠ সহায়করূপে যাঁদের পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জগবন্ধু ইনস্টিটিউশনের ভাষা শিক্ষক জ্যোতিভূষণ চাকী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও চারুচন্দ্র কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রীডার সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুরারিমোহন সেন, লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল—এঁরা আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। এই খণ্ড প্রকাশনায় আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন অধ্যাপিকা রত্না বসু, শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী, শ্রীমতী লক্ষ্মী সাহা, শ্রীমতী মল্লিকা ঘোষ—এঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

অনুবাদিকা

বাণভট্ট : কাদম্বরী : শ্রীমতী গৌরী ধর্মপাল

বাণভট্ট

কাদম্বরী



ভূমিকা

কবিজীবনী

বংশের আদিকাহিনী থেকে শুরু করে পূর্বপুরুষদের কথা, এবং জন্ম থেকে শুরু করে হর্ষচরিত-রচনা পর্যন্ত আত্ম-কথা বাণভট্ট বলেছেন তাঁর হর্ষচরিত কাব্যের প্রথম দুটি উচ্ছ্বাস এবং তৃতীয়ের কিছুটা জুড়ে। পিতৃ-পিতামহের কিছু পরিচয় কাদম্বরীর ভূমিকা-শ্লোকগুলিতেও দিয়েছেন। যে সংস্কৃত সাহিত্যে ভাস কালিদাসের মতো মহাকবিদের পর্যন্ত শুধু নামটুকু ছাড়া আর সবই অনুমান, সেখানে এ-জিনিস দুর্লভ।

শাপভ্রষ্টা সরস্বতী এবং চ্যবন-সুকন্যার পুত্র দধীচ—এঁদের প্রেমজ পুত্র সারস্বতের অভিন্নহৃদয় সখা ও ভ্রাতৃব্য (cousin) বৎস হলেন বাণের পূর্বপুরুষ।

সারস্বতের জন্মের পর সরস্বতী শাপমুক্ত হয়ে পুত্রকে সর্ববিদ্যা বরদান করে স্বর্গে চলে যান। বজ্রাহত দধীচ তাঁর এক ব্রাহ্মণ ভ্রাতার পত্নী মুনিকন্যা অক্ষমালার হাতে পুত্রকে সঁপে দিয়ে বনবাসী হন। বৎস অক্ষমালার ছেলে। সারস্বতের সঙ্গে একই দিনে তাঁর জন্ম। দুই ভাই একসঙ্গে বড় হলেন। তারপর সারস্বত তাঁর অনায়াসলব্ধ বিদ্যা বৎসকে দান করে, তাঁর বিবাহ দিয়ে, তাঁর জন্য প্রীতিকূট ('চূড়ান্ত' ভালোবাসা) নামে একটি নিবাস তৈরি করে দিয়ে পিতার কাছে বনে চলে গেলেন। এই বৎস থেকে শুরু হলো বাৎস্যায়ন বংশের।

এই বংশের মানুষেরা ছিলেন সুশিক্ষিত সদাচারী সজ্জন। বেদজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ যাজ্ঞিক ইতিহাসবিদ্, সেই সঙ্গে আবার কবি[1] সুবক্তা বিদগ্ধপরিহাসনিপুণ, এমন কি নৃত্যগীতবাদ্যেরও মর্মজ্ঞ। অর্থাৎ শাস্ত্র ও শিল্পকলা—এ দুয়ের বিরল সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর বংশে। সেই সঙ্গে ছিল যথেষ্ট ধন। আর শুধু শিক্ষিত সুরসিক নয়, মানুষ হিসেবেও এঁরা ছিলেন উঁচুদরের—সদয় আশ্রিতবৎসল, সর্বভূতে মৈত্রীসম্পন্ন। বাণ এঁদের বলেছেন গৃহমুনি, অর্থাৎ সদ্‌গৃহস্থের সদ্‌গুণ এবং মুনির চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে।

এই বংশের কুবের হলেন বাণের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা। গুপ্তবংশের রাজাদের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তিনি। তাঁর বাড়ির শুকসারীদের পর্যন্ত মুখস্থ ছিল বেদ, পদে পদে ছাত্রদের উচ্চারণের ভুল ধরে তাদের অপ্রস্তুতের একশেষ করত তারা। এবং এ ধারা অন্তত বাণ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, কেননা তিনিও স্বচক্ষে দেখেছেন, অধ্যাপকের মধ্যাহ্নবিশ্রামের অবসরটুকুতে শুকসারীরা ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছে।[2]

কুবেরের চারটি পুত্র—অচ্যুত, ঈশান, হর আর পাশুপত। পাশুপতের একমাত্র পুত্র অসাধারণ খ্যাতিমান্ অধ্যাপক ও অসংখ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহাত্মা অর্থপতি হলেন বাণের পিতামহ। তাঁর এগারোটি পুত্রের মধ্যে অষ্টম হলেন বাণের গুণবান্ যাজ্ঞিক যশস্বী পিতা চিত্রভানু।

হিরণ্যবাহু বা শোণনদের পশ্চিম তীরে—ভাগীরথী সেখান থেকে এক-দেড় দিনের হাঁটাপথ—ব্যাৎস্যায়ন বংশের আদি ভদ্রাসন প্রীতিকূটকে কেন্দ্র করে আস্তে আস্তে গড়ে উঠলো তপোবনের মতো একটি গ্রাম—ব্রাহ্মণাধিবাস। এইখানে চিত্রভানুর ব্রাহ্মণী রাজ-

দেবীর কোলে ৬০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে জন্ম নিলেন বৃদ্ধপিতার শেষ-বয়সের সন্তান—বাণ।

বাণ যখন শিশু, মা মারা গেলেন সম্ভবত প্রসব-জনিত অসুখেই। বৃদ্ধ পিতা মায়ের মতো স্নেহে মানুষ করতে লাগলেন মা-হারা ছেলেকে। মায়ের অভাব মেটাতে আর ছিলেন পিসীমা মালতী।

যথাকালে উপনয়ন ইত্যাদি হলো। নিয়মমাফিক পড়াশোনা সাঙ্গ করে সমাবর্তন করেছেন, বছর চোদ্দ বয়স—এমন সময় অশীতিপর বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু হলো। বাণ আক্ষেপ করে বলেছেন, বাবা তখনও অ-দশমী-স্থ, অর্থাৎ আয়ুর দশম দশকে পা দেন নি।[৩]

কিশোর বাণ পিতৃশোকে অস্থির হয়ে পড়লেন। বাড়িতে টিঁকতে পারেন না, ঘুরে ঘুরে বেড়ান। আস্তে আস্তে হয়ে উঠলেন স্বেচ্ছাচারী, অবিনয়ী, দুর্দান্ত। বালকের কৌতূহল এবং যৌবনারম্ভের অধীরতা তাঁকে পেয়ে বসল। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নানান দুষ্টুমিতে দিন কাটাতে লাগলেন।

অতিশয় বিচিত্র ছিল তাঁর বন্ধুর দলটি। দলে ছিল তাঁর দুই পারশব[৪] ভাই চন্দ্রসেন আর মাতৃষেণ কবি ঈশান বেণীভারত ও বায়ুবিকার, দুই বিদ্বান্ বারবাণ আর বাসবাণ, দুই চারণ অনঙ্গবাণ আর সূচীবাণ, ওঝা ময়ূরক, তাম্বূল-দায়ক চণ্ডক, পুঁথি-পাঠক সুদৃষ্টি, কথক জয়সেন। আর ছিল লিপিকার, স্যাকরা, চিত্রশিল্পী, পুতুলের কারিগর, মৃদঙ্গ বাজিয়ে, দর্দুর-বাজিয়ে, গায়ক, বাঁশি-বাজিয়ে, গানের শিক্ষক, নর্তক, নর্তকী, অভিনেতা, সৈরন্ধ্রী, জুয়াড়ী—কে নয়? সেই সঙ্গে ছিল জৈন ক্ষপণক বীরদেব, শৈব বক্রঘোণ. মন্ত্রসাধন করাল, ধাতুবাদ-বিদ্ বিহঙ্গম, ঐন্দ্রজালিক চকোরাক্ষ, গুপ্তধন-পাগলা লোহিতাক্ষ[৫], প্রৌঢ়া কাষায়ধারিণী বিধবা চক্রবাকিকা, পরিব্রাজক তামচূড় এবং আরো অনেকে।

সব-বয়সের সব-পেশার এই বিচিত্র দলটি নিয়ে বাণ একদিন বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন দেশান্তর দেখার কৌতূহলে।

অনেক বচ্ছর ধরে দেশে দেশে ঘুরলেন বাণ। দেখলেন বড় বড় সব রাজবাড়ি। রইলেন অনবদ্য বিদ্যায় উজ্জ্বল কত গুরুকুলে। বসলেন কত গুণীদের বৈঠকে। মিশলেন ধীমান্ বিদগ্ধদের মণ্ডলীতে। কত বছর যে এভাবে ঘুরেছিলেন, বাণ তা বলেন নি। তাঁর এ-সময়কার অভিজ্ঞতার কথাও খুঁটিয়ে কিছুই বলেন নি। কিন্তু সন্দেহ নেই, এই অকথিত প্রায়-অজানা অধ্যায়টিতেই মানুষ ও প্রকৃতি দর্শনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাঁর কবিচিত্ত। হয়ত তাঁর অন্তর্জীবনে ঘটেছে সেই গভীর ঘটনা যা তাঁকে মহাকবি করেছে, যা কখনোই সম্ভব হ'তো না, যদি তিনি বংশের ধারা অনুসরণ করে চিরাচরিত বিদ্যাচর্চায় দিন কাটাতেন।

নিজের কৃতিত্ব সম্পর্কে বাণ সম্পূর্ণ নীরব, তবু অনুমান করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, এই সময়েই বিকশিত হয়েছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, কোন্ রচনার মাধ্যমে তা আজ আর জানার কোন উপায় নেই, তবে তা কাদম্বরীও নয়, হর্ষচরিতও নয়, কেননা এ দুটিই হর্ষের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে লেখা। সে-প্রতিভার সৌরভ আকৃষ্ট করেছিল স্বয়ং মহারাজ হর্ষের ভাই কৃষ্ণকে, যিনি ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় ছাড়াই দূর থেকেই বাণের গুণগ্রাহী হয়ে পড়েছিলেন, আর ঈর্ষান্বিত করেছিল বহু রাজানুগ্রহজীবী

হোমরা-চোমরাকে, যাঁরা বাণের বিরুদ্ধে মহারাজ হর্ষের কান ভাঙাতে শুরু করেছিলেন।

বাণ ততদিনে ফিরে এসেছেন ব্রাহ্মণাধিবাসে। শান্ত হয়ে গেছে তাঁর অস্থিরতা। বিয়ে করে সংসারী হয়ে সুখে বাস করছেন প্রীতিকূটে। এমন সময় দারুণ গ্রীষ্মের এক অপরাহ্ণে মেখলক নামে এক বার্তাবহ এসে উপস্থিত হলো রাজ-ভ্রাতা কৃষ্ণের বার্তা নিয়ে—

দূরে থাকলেও আপনি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষবৎ। নিষ্ফলা গাছের মতো আপনি শুধু আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, এ আমার মনঃপূত হচ্ছে না। আপনার শৈশবচাপল্যের সুযোগ নিয়ে কিছু দুর্জন আপনার নামে মহারাজকে যা নয় তাই বলছে, মহারাজও অনেকের মুখে একই কথা শুনতে শুনতে তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। আমরা মহারাজকে জানিয়েছি, অল্পবয়সে সবারই ওরকম একটু-আধটু হয়। মহারাজও তা স্বীকার করেছেন। অতএব আপনি অবিলম্বে চলে আসুন রাজকুলে।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে বাণ অনেক ভাবলেন। রাজসেবা করি নি কখনো, সেবার কাকু-কৌশল জানি না, রাজবল্লভদের সঙ্গেও পরিচয় নেই, অথচ নিষ্কারণ-বন্ধু কৃষ্ণের এই অনুরোধ। যাক, যা করেন ঠাকুর ত্রিপুরারি। পরদিন সকালে রওনা হলেন বাণ।

প্রথম দিন গরমের মধ্যে অতিকষ্টে চণ্ডীর বন[৩] পেরিয়ে মল্লকূট গ্রামে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁর অভিন্নহৃদয় ভাই ও বন্ধু জগৎপতির আতিথ্যে রাত কাটালেন। পরের দিন ভাগীরথী পেরিয়ে যষ্টিগ্রহক নামে এক ছোট্ট বন-গ্রামে রাত কাটিয়ে তার পরের দিন মণিতার নগরের কাছে অজিরবতী নদীর ধারে হর্ষের স্কন্ধাবারে পৌঁছলেন। উঠলেন রাজভবনের অনতিদূরে।

স্নান-খাওয়া বিশ্রাম সেরে মেখলকের সঙ্গে বাণ চললেন রাজদর্শনে। সময়—বেলা তিনটে। কাল—৬১৮ ও ৬৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন গ্রীষ্মঋতু (দ্রষ্টব্য, কবি-সময়)।

রাজভবনের জমকালো দেউড়িতে তাঁকে রেখে এগিয়ে গেল মেখলক! খানিকপরে ফিরে এল এক দীর্ঘদেহী পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে। সে হলো মহারাজ হর্ষের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এক দৌবারিক—নাম পারিযাত্র। পারিযাত্র জানাল, মহারাজ দর্শন দেবেন। তার সঙ্গে বাণ চললেন। প্রথমে মন্দুরার পর মন্দুরা, কত রকমের কত রঙের ঘোড়া। তারপর মহারাজের প্রিয় হাতি হস্তিরাজ দর্পশাত। তারপর ভূপাল-সঙ্কুল তিনটি মহল পেরিয়ে চতুর্থ মহলে ভুক্তাস্থানমণ্ডপে[৫] দেখলেন হর্ষকে—অসাধারণ এক পুরুষ। দেখে আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত বাণের চোখে জল এল। এগিয়ে গিয়ে স্বস্তিবাচন করলেন। ঠিক সেইসময় উত্তরদিক থেকে মধুর অপরবক্ত্রছন্দে মাহুত গেয়ে উঠল—হে করিশিশু, চঞ্চলতা ত্যাগ কর। মুখ নিচু করে বিনয়-ব্রত আচরণ কর। এই গুরু অঙ্কুশ তোমার চাঞ্চল্য সহ্য করবে না।

রাজা ফিরে তাকালেন। দেখলেন বাণকে। গিরিগুহাগত সিংহের নাদের মতো গম্ভীর ধ্বনিতে আকাশ ভরে দিয়ে বললেন—এই কি সেই বাণ? দৌবারিক বললে, আজ্ঞে মহারাজ, ইনিই তিনি। রাজা পেছন ফিরে মালব-রাজপুত্রকে বললেন—ইনি একটি মহাভুজঙ্গ।

সভা নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভেঙে বাণ বললেন—লোকে নানারকম রটিয়ে থাকে। কিন্তু যাঁরা মহান্, তাঁদের উচিত যথার্থদর্শী হওয়া। আমি সোমপায়ী বাৎস্যায়ন ব্রাহ্মণ। বেদ-বেদাঙ্গ-শাস্ত্র পড়েছি। বিবাহ করে সংসারী হয়েছি। কা মে ভুজঙ্গতা?[৪] শৈশবে যে চাপল্য করেছি, তার জন্যে আমি অনুতপ্ত, কিন্তু সে চাপল্য

নির্দোষ। এখন, সুগতের মতো শান্ত-মনা, মনুর মতো সমাজ-ব্যবস্থাপক, কৃতান্তসম দণ্ডধর আপনি যখন শাসন করছেন এই পৃথিবী, তখন কে আর মনে মনেও অবিনয় আচরণ করবে? যথাসময়ে আপনি নিজেই জানতে পারবেন আমাকে।

বাণ চুপ করলে রাজা শুধু বললেন, আমি এইরকম শুনেছিলাম। সম্ভাষণ আসনদান ইত্যাদি কোন অনুগ্রহই দেখালেন না। শুধু অমৃতবৃষ্টির মতো দৃষ্টি দিয়ে তাঁকে অভিষিক্ত করে যেন হৃদয়ের প্রীতির কথা বলতে লাগলেন। তারপর সূর্যাস্তের সময় হলো দেখে রাজাদের বিদায় দিয়ে অন্দরে চলে গেলেন।

বাণ বেরিয়ে এলেন। দিন তখন নিবে আসছে। ঝকঝকে কাঁসার মতো কোমল রোদ্দুর চারিদিকে। ক্রমশ হিজলের মঞ্জরীর মতো লাল-লাল কিরণ ছড়িয়ে দিতে লাগলেন অস্ত-পাহাড়ের মুকুট সূর্য। অজিরবতীর তীর করুণ হয়ে উঠল শোকার্ত চক্রবাক-বধূর কূজনে। তারপর আস্তে আস্তে সন্ধ্যার লাল সমুদ্রে ডুবে গেল লাল টুকটুকে সূর্য-নৌকাটি। রাত-শবরীর মাথার ঝুঁটির মতো অন্ধকার নামতে লাগল। ঘড়-ঘড় শব্দে জানান দিয়ে বন্ধ হতে লাগল পুরদ্বার। অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপগুলি আলো ছড়াতে লাগল ভাবী দিনের অঙ্কুরের মতো। বাণ নিবাসস্থানে ফিরে গেলেন।

পরের দিন শিবির থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন বাণ, থাকতে লাগলেন বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে, যতদিন না হর্ষ নিজেই প্রসন্ন হয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তখন আবার তিনি গেলেন রাজ-ভবনে। কিছুদিনের মধ্যেই রাজার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। গুণমুগ্ধ রাজা সম্মান, প্রেম, বিশ্বাস, ধন, নর্ম এবং ক্ষমতার চরম চূড়ায় বসিয়ে দিলেন তাঁকে।

বেশ কয়েক বছর পরে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে ব্রাহ্মণাধিবাসে এসে তাঁদের অনুরোধে বাণ লেখেন হর্ষচরিত। আর কাদম্বরী লিখতে শুরু করেন সম্ভবত ব্রাহ্মণাধিবাসে আসার আগে অথবা ফিরে গিয়ে।

এই হলো সংক্ষেপে বাণের জীবন-কথা। কিন্তু কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে। এমন কি তা যদি কবির নিজলিখিত হয়, তা হলেও না। কবি অন্তরঙ্গতম-ভাবে থাকেন শুধু তাঁর কাব্যে, তাঁর বাণী-সত্তার অঙ্গে অঙ্গে তন্তুতে তন্তুতে।

কবি-কৃতি

অসমাপ্ত গদ্যকাব্য কাদম্বরী নিঃসন্দেহে বাণের শ্রেষ্ঠ রচনা। এছাড়া বাণের অন্য প্রসিদ্ধ রচনাটি হলো শ্রীহর্ষের আংশিক জীবন-কথা নিয়ে লেখা আটটি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত গদ্যকাব্য হর্ষচরিত। প্রথমটি কথা, দ্বিতীয়টি আখ্যায়িকা।

এই দুই শ্রেণীর গদ্যকাব্যের মধ্যে স্বরূপত কোন ভেদ আছে বলে মনে করেন না কাব্যাদর্শ-লেখক প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী। কেননা আখ্যায়িকার ভাগগুলির নাম হবে উচ্ছ্বাস এবং তার মধ্যে বক্ত্র-অপরবক্ত্র ছন্দের কিছু শ্লোক থাকবে; আর কথায় উচ্ছ্বাস ভাগ থাকবে না, এবং মধ্যে মধ্যে আর্যা-ছন্দের শ্লোক থাকবে—এ ভেদ একান্তই বাহ্য এবং ভঙ্গুর। অন্যান্য আলঙ্কারিকরাও কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে এমন কোন ভেদ দেখাতে পারেন নি, যাতে বলা চলে এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই শ্রেণীর গদ্যরচনা। কার্যত দেখা যাচ্ছে, কাদম্বরী-কথা হলো কল্পিত কথাবস্তুকে ভিত্তি করে রচিত কাব্যোপন্যাস। আর আখ্যায়িকা হর্ষচরিত হলো একজন সত্যিকার নায়কের জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্য।

সম্ভবত বাণের-পূর্ববর্তী অভিধানকার অমরও তাই বলছেন—প্রবন্ধকল্পনা কথা, আখ্যায়িকা উপলব্ধার্থা। অর্থাৎ কথার বস্তু হবে কল্পিত, আর আখ্যায়িকার—সত্যঘটনা।

এ দুটি প্রসিদ্ধ গদ্যকাব্য ছাড়া বাণ লিখেছিলেন একটি পদ্যকাব্য—চণ্ডীশতক। শতক-কাব্য হলো একটি বিষয়ের ওপর রচিত ১০০টি শ্লোক। বাণ যে দেবী চণ্ডিকার ভক্ত ছিলেন, তার বহু নিদর্শন কাদম্বরীর যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া চণ্ডীশতকের বহু শ্লোক অলঙ্কারের গ্রন্থে এবং সূক্তিসংগ্রহে বাণের নামে উদ্ধৃত হয়েছে। এই দুটি প্রমাণ থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে, চণ্ডীশতক বাণেরই রচনা।

কাদম্বরী-কথা

প্রথমে কুড়িটি শ্লোকের একটি ভূমিকা—মঙ্গলাচরণ, সহৃদয় ভাবকের প্রশংসা, মৎসরী ভাবকের নিন্দা, কথাকাব্য-প্রশস্তি, বংশপরিচয় এবং ভণিতা। তারপর কাব্য শুরু হচ্ছে। কাব্যটি অসমাপ্ত রেখেই মারা যান বাণভট্ট। পরে এটি সম্পূর্ণ করেন তাঁর পুত্র ভূষণভট্ট বা পুলিন্দ বা পুলিন। এইজন্য বাণের রচিত অংশটিকে পূর্বভাগ এবং ভূষণের রচিত অংশটিকে উত্তরভাগ বলা হয়। পূর্ব ও উত্তরভাগ মিলিয়ে কাদম্বরী-কাব্যের তিনটি পর্ব—

প্রথম পর্ব—কথামুখের মধ্যে শূদ্রক বর্ণনা থেকে শুরু করে শুক বৈশম্পায়নের আত্মকাহিনীর আগে পর্যন্ত। এ অংশটি কবি বলছেন নিজমুখে। তার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে—

দ্বিতীয় পর্ব—কথামুখের মধ্যে শুকের আত্মকাহিনী, কথারম্ভের আগে পর্যন্ত। এটি শুক বলছে শূদ্রককে তার নিজের জবানিতে। তার মধ্যে আবার অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে—

তৃতীয় পর্ব—জাবালির কথারম্ভ। এটি জাবালি বলছেন সমবেত মুনিপরিষদ্‌কে। সেটি আবার শুক বলছে শূদ্রককে।

কাহিনীটি বাণ কিভাবে শেষ করতেন জানি না। তবে ভূষণের উক্তি থেকে মনে হয়, তিনি পিতারই মূল পরিকল্পনা অনুসরণ করেছেন। খুঁটিনাটিতে হয়ত কিছু ইতর-বিশেষ হতে পারে। যাই হোক, পূর্ব ও উত্তরভাগ মিলিয়ে কাদম্বরী হলো দুজোড়া নায়ক নায়িকার যথাক্রমে দুই ও তিন জন্মব্যাপী প্রেমের কাহিনী। জন্মান্তর অবশ্য শুধু নায়কদেরই ঘটেছে, নায়িকাদের নয়। জাবালির গল্পের শেষে ভূষণ কাহিনীকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ শুকের আত্মকাহিনীতে। শূদ্রক সভায় আগমন পর্যন্ত আত্মকাহিনী শুককে দিয়ে বলিয়ে আবার ফিরে এসেছেন প্রথম পর্বে। তখন দেখা গেছে গল্পের শ্রোতা এবং বক্তা – এরাই গল্পের সেই একজোড়া নায়ক।

গল্পটি সংক্ষেপে এই—

বিদিশার রাজা অসাধারণ রূপবান্ ও দিগ্বিজয়ী মহাবীর রাজচক্রবর্তী শূদ্রক। ভোগসুখে তাঁর রুচি নেই, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গান-বাজনা মৃগয়া সাহিত্য-গোষ্ঠী আমোদ-আহ্লাদ ইত্যাদিতে দিন কাটান। একদিন তাঁর সভায় এল এক চণ্ডাল-কন্যা এক অদ্ভূত শুকপাখি নিয়ে তাঁকে উপহার দিতে। শুকের নাম বৈশম্পায়ন। তার কথাবার্তা আচার আচরণ সবই অসাধারণ বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত মানুষের মতো। কৌতূহলী রাজা

শুকের আত্মকাহিনী শুনতে চাইলেন। শুক বলল—

ভারতবর্ষের মধ্যিখানে বিন্ধ্যাটবী। সেখানে অগস্ত্যাশ্রমের কাছে এক সুন্দর সরোবর, নাম তার পম্পা। সেই পম্পার তীরে এক বিশাল শিমুলগাছে শুকদের বাসা। সেইখানে বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে একটি কোটরে সে থাকত। মা-মরা ছেলেটিকে বাবা পরম স্নেহে মানুষ করছিলেন। একদিন সকালবেলা শুকেরা রোজকার মতো বাসা ছেড়ে খাবার খুঁজতে চলে গেছে, এমন সময় এক শবরবাহিনী এসে শিকার করে বন তছনছ করে ফেলল। বহু পশুপাখি মারা পড়ল। তারা চলে যাওয়ার পর তাদের দলের এক নৃশংস বুড়ো শবর—সে মাংসের ভাগ পায় নি—শিমুলগাছে চড়ে কচি কচি শুকছানাদের হত্যা করল। বৈশম্পায়নের বাবা বাধা দিতে গেলে তাঁকেও সে ঘাড় ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। বাবার ডানার মধ্যে লুকিয়ে ছিল বৈশম্পায়ন, সে ও বাবার সঙ্গে মাটিতে পড়ল। কি ভাগ্যি এক ডাঁই শুকনো পাতার ওপর পড়ায় প্রাণে বেঁচে গেল। দারুণ পিপাসায় ছট্ফট্ করতে করতে কোনরকমে সে পম্পার দিকে এগোতে লাগল। সেই মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে দেখতে পেয়ে মুনিকুমার হারীত তাকে তুলে নিয়ে এলেন আশ্রমে। সেই আশ্রমের প্রধান তাঁর বাবা ত্রিকালদর্শী জাবালি মুনি শুককে দেখেই বললেন, 'নিজেরই অবিনয়ের ফল ভোগ করছে এ।' এ কথায় মুনিদের সবার কৌতূহল হলো। তাঁদের অনুরোধে জাবালিঠাকুর বলতে শুরু করলেন শুকের পূর্ব-পূর্ব জন্মের কাহিনী—

উজ্জয়িনীতে তারাপীড় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী এবং অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন শুকনাস নামে এক অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ। রাণী বিলাসবতী পুত্রকামনায় দিনরাত ব্রত-মানত পুজা-আচ্চা করছেন, এমন সময় রাজা একদিন ভোরবেলা স্বপ্ন দেখলেন, বিলাসবতীর মুখে প্রবেশ করছে পূর্ণিমার চাঁদ। একই সময়ে শুকনাসও স্বপ্ন দেখলেন, এক দিব্যদর্শন ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নী মনোরমার কোলের ওপর রাখছেন একটি প্রস্ফুটিত পুণ্ডরীক অর্থাৎ শ্বেতপদ্ম। এরপর যথাসময়ে রাণীর একটি পুত্র হলো। রাজা নাম রাখলেন চন্দ্রাপীড়। একই দিনে মনোরমারও একটি পুত্র হলো, তার নাম রাখা হলো বৈশম্পায়ন।

চন্দ্রাপীড় আর বৈশম্পায়ন—দুজনে হয়ে উঠল অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সিপ্রার তীরে রাজা ছেলের জন্য একটি বিদ্যাভবন তৈরি করালেন। সেখানে দশ বছর ধরে সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস ও আয়ত্ত করে চন্দ্রাপীড় বৈশম্পায়নকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এল ষোল বছর বয়সে, ইন্দ্রায়ুধ নামে বাবার পাঠানো একটি অসাধারণ অশ্ব-রত্নে চড়ে।

রাজভবনের মধ্যে তার জন্য একটি নতুন বাড়ি তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন তারাপীড়। সেখানে বৈশম্পায়ন ও অন্যান্য রাজপুত্র-বন্ধুদের সঙ্গে চন্দ্রাপীড় দিন কাটাতে লাগল। ইতিমধ্যে তার মা রাণী বিলাসবতী তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন একটি কিশোরী মেয়েকে তার তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী করে—নাম তার পত্রলেখা! সে কুলুতের রাজকন্যা। কুলুত জয় করে অনাথ ছোট্ট রাজকন্যাটিকে তারাপীড় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, রাণীমা তাকে মেয়ের মতো স্নেহে যত্নে বড় করেছেন। এই পত্রলেখা হয়ে উঠল চন্দ্রাপীড়ের অভিন্নহৃদয়া সখী।

কিছুদিন পরে রাজা চন্দ্রাপীড়কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। অভিষেকের পরেই চন্দ্রাপীড় বিপুল বাহিনী নিয়ে বেরোল দিগ্বিজয়ে—বলা বাহুল্য, সঙ্গে রইল

বৈশম্পায়ন ও পত্রলেখা। তিন-বছর-ব্যাপী দিগ্বিজয়ের শেষে কৈলাসের কাছাকাছি সুবর্ণপুর নামে কিরাতদের নগরটি জয় করে বিশ্রামের জন্য শিবির ফেলল।

একদিন ইন্দ্রায়ুধে চড়ে চন্দ্রাপীড় একা বেরিয়েছে, এমন সময় হঠাৎ দেখে, একজোড়া কিন্নর। তাদের ধরার জন্যে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল চন্দ্রাপীড়। কিন্তু ধরতে তো পারলই না, উলটে এসে পড়ল শিবির থেকে অনেকদূরে এক অচেনা জায়গায়।

বিপদে পড়েও অবশ্য দিশাহারা হলো না সে। জলের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়ল এক অপরূপ সুন্দর সরোবরের তীরে। নাম তার অচ্ছোদ। সেই অচ্ছোদ-সায়রে ইন্দ্রায়ুধকে চান করিয়ে, জল খাইয়ে, ঘাস দিয়ে, নিজেও আকণ্ঠ জল খেল। তারপর পদ্মপাতার বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল।

একটু বিশ্রাম হয়েছে, এমন সময় শোনে, সরোবরের উত্তর তীর থেকে ভেসে আসছে অতি মনোহর অলৌকিক গানের সুর। তখনি উঠে পড়ে ইন্দ্রায়ুধে চড়ে চন্দ্রাপীড় চলতে শুরু করল তার অনুসরণ করে। চলতে চলতে এসে পড়ল এক শিবমন্দিরে। দেখল, ঠাকুরের সামনে বসে ভক্তিগদ্গদস্বরে গান করছে এক শ্বেতবর্ণা তপঃক্লিষ্টা দিব্যদর্শনা সুন্দরী।

গান শেষ হলে মেয়েটি চন্দ্রাপীড়কে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে গেল তার সাধন-গুহায়, এবং চন্দ্রাপীড়ের প্রশ্নের উত্তরে কাঁদতে কাঁদতে বলল নিজের করুণ কাহিনী।

তার বাড়ি হেমকূটে। গন্ধর্বরাজ হংস ও তাঁর রাণী অপ্সরা গৌরীর একমাত্র কন্যা সে। অসাধারণ ফর্সা রঙের জন্য বাবা তার নাম রেখেছিলেন মহাশ্বেতা। একদিন চৈত্রমাসে ভরা বসন্তে সে মায়ের সঙ্গে এসেছিল এই অচ্ছোদ-সায়রে চান করতে। সখীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছে এর তীরবর্তী বনভূমির অপরূপ শোভা, এমন সময় ভেসে এল এক অপূর্ব সৌরভ। একটু পরেই সামনে দেখে, মূর্তিমান্ বসন্তের মতো এক মুনিকুমার তাঁর কানে এক অচেনা পুষ্পমঞ্জরী, তারই ঐ সৌরভ। দুজনের দুজনকে দেখে 'ভাবে ভরল তনু'। মহাশ্বেতার প্রশ্নের উত্তরে মুনিকুমারের সখা কপিঞ্জল জানালেন বন্ধুর পরিচয়—অপরূপ রূপবান্ মহর্ষি শ্বেতকেতুর দর্শনমাত্রে বিহ্বল লক্ষ্মী দেবীর তাৎক্ষণিক পুত্র সে, নাম তার পুণ্ডরীক। তার কানে ঐ পারিজাত-মঞ্জরীটি পরিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং নন্দন বন-লক্ষ্মী।

কপিঞ্জলের বলা শেষ হলে পুণ্ডরীক এগিয়ে এসে, 'এটি যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে এই নাও'—বলে মঞ্জরীটি স্বহস্তে পরিয়ে দিল মহাশ্বেতার কানে। পরাতে গিয়ে খসে পড়ে গেল তার জপমালা, মহাশ্বেতা সেটি ধরে ফেলে নিজের গলায় পরে নিল। তারপর দাসীর তাড়ায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও অচ্ছোদে চান করতে চলল। এদিকে কপিঞ্জল বন্ধুর অসংযমে ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে তিরস্কার করতে লাগল। তখন পুণ্ডরীক এগিয়ে এসে রাগের ভান করে মহাশ্বেতার কাছে জপমালা ফেরত চাইতে, সে নিজের একাবলী হারটি গলা থেকে খুলে নিয়ে তার প্রসারিত হাতে সমর্পণ করল।

প্রাসাদে ফিরে এসে সারাটা দিন তার কাটল পুণ্ডরীকের ধ্যানে বিভোর হয়ে। ইতিমধ্যে তার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী তরলিকা এসে চুপি-চুপি তাকে দিল বল্কলের টুকরোর ওপরে লেখা পুণ্ডরীকের চিঠি—

এ-প্রেম আমার মানসের হাঁস
দূরে বহুদূরে নিয়ে গেছ তুমি টেনে

আশা দিয়ে দিয়ে, মৃণালশুভ্র মুক্তালতার
লুব্ধ আকর্ষণে।

এ-চিঠি মহাশ্বেতাকে দিশেহারা করে দিল। সন্ধের মুখে কপিঞ্জল জপমালা ফেরত চাইবার ছলে এসে মহাশ্বেতার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে সলজ্জভাবে নিবেদন করল প্রেমার্ত পুণ্ডরীকের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। মহাশ্বেতা কিছু বলার আগেই রাণী গৌরী দেবী মেয়েকে দেখতে আসছেন শুনে কপিঞ্জল তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, এবং 'আমার সখার প্রাণরক্ষা করুন' এই ব্যাকুল আবেদন জানিয়ে চলে গেল।

এরপর চাঁদ উঠল। মহাশ্বেতা যেমন ছিল তেমন বেশে, মাথার ওপর একটি রক্তাবগুন্ঠন জড়িয়ে তরলিকাকে সঙ্গে নিয়ে সবার অলক্ষিতে বেরিয়ে চলল অচ্ছোদ-সায়রের উদ্দেশে। প্রথম পা বাড়াতেই কেঁপে উঠল তার ডান চোখ! একি অলক্ষণ!

অচ্ছোদে পোঁছতেই রাতের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে ভেসে এল কপিঞ্জলের বিলাপ। ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল মহাশ্বেতার। চিৎকার করে কেঁদে উঠে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখল—

চন্দ্রকান্তমণির একটি শিলাতলে, তারই দেওয়া হারটি বুকে ধরে মরণঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে পুণ্ডরীক। মহাশ্বেতা উন্মাদিনী হয়ে হাহাকার করতে লাগল।

তারপর সহমরণের সঙ্কল্প করে মহাশ্বেতা যখন তরলিকাকে চিতা সাজাতে বলল, তখন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। চন্দ্রমণ্ডল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন এক দিব্যপুরুষ, 'বৎস মহাশ্বেতা, প্রাণত্যাগ কোরো না, এর সঙ্গে তোমার আবার মিলন হবে' বলে পুণ্ডরীকের দেহটিকে তুলে নিয়ে উড়ে গেলেন আকাশে। কপিঞ্জলও 'শয়তান, আমার বন্ধুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?' বলে তাঁর পিছু-পিছু ধাওয়া করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই থেকে মহাশ্বেতা তপস্বিনী। পুণ্ডরীকেরই বল্কল কমণ্ডলু ও জপমালা নিয়ে শিবের আরাধনায় রতা। সঙ্গে আছে শুধু তরলিকা।

কাহিনী শেষ করে মহাশ্বেতা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। চন্দ্রাপীড় তাকে অনেক সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়ে জিগ্যেস করল, 'তরলিকাকে দেখছি না কেন? সে কোথায়?'

মহাশ্বেতা জানাল, গন্ধর্বরাজচক্রবর্তী চিত্ররথ ও মদিরার একমাত্র মেয়ে তার প্রাণসমা সখী কাদম্বরী তার দুঃখে কাতর হয়ে 'বিয়ে করব না' বলে বেঁকে বসায় তার মা-বাবা বিশেষ অনুরোধ করে পাঠিয়েছিলেন মহাশ্বেতাকে। তাই সে তরলিকাকে হেমকূটে পাঠিয়েছে।

পরদিন ভোরে এসে উপস্থিত হলো তরলিকা, সঙ্গে তার কাদম্বরীর বীণাবাহক ও বার্তাবহ গন্ধর্বকিশোর কেয়ূরক। কেয়ূরক কাদম্বরীর অনুযোগ-ভরা উত্তর মহাশ্বেতাকে জানাতে, মহাশ্বেতা স্থির করল, সে নিজেই যাবে কাদম্বরীকে বুঝিয়ে বিয়েতে রাজী করাতে। চন্দ্রাপীড়কেও সে অনুরোধ করল তার সঙ্গে যেতে। চন্দ্রাপীড় রাজী হলো।

হেমকূটে পোঁছে যার-পর-নাই রূপসী কাদম্বরীকে দেখে মুগ্ধ হলো চন্দ্রাপীড়। কাদম্বরীও অসাধারণ রূপবান রাজকুমারকে দেখামাত্র আকৃষ্ট হলো। কাদম্বরীর আতিথ্যে চন্দ্রাপীড় একটি দিন ও রাত কাটাল ক্রীড়াপর্বতের রতনকুটিরে, তার মধুর স্বভাব ও পরিহাসনৈপুণ্যে সবার মন জয় করে। কাদম্বরী তাকে উপহার পাঠাল শেষ নামে অতি উজ্জ্বল একটি হার! পরদিন ভোরবেলা কাদম্বরীর কাছে বিদায় নিয়ে চন্দ্রাপীড়

অচ্ছোদের তীরে এসে দেখে, ইন্দ্রায়ুধের খুরচিহ্ন অনুসরণ করে সেখানেই এসে শিবির ফেলেছে তার সৈন্যবাহিনী। তাকে দেখে সবাই আশ্বস্ত ও আনন্দিত হলো। বৈশম্পায়ন ও পত্রলেখাকে চন্দ্রাপীড় জানাল কাদম্বরীর কথা, রাত কাটাল কাদম্বরীর চিন্তায়।

পরদিন কেয়ূরক এসে উপস্থিত হলো কাদম্বরীর পাঠানো কয়েকটি ছোট্ট উপহার নিয়ে, আর জানাল কাদম্বরীর উৎকণ্ঠা এবং অসুস্থতার কথা। তাই শুনে ব্যস্ত হয়ে চন্দ্রাপীড় তখুনি ইন্দ্রায়ুধে চড়ে পত্রলেখাকে নিয়ে চলে গেল হেমকূট।

কাদম্বরী অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে হিম-গৃহে। পরিচারিকারা নানারকমের শীতল উপচার দিয়ে তার পরিচর্যা করছে। এ যে প্রেমের অসুস্থতা, তা মনে মনে বুঝেও চন্দ্রাপীড় নিঃসংশয় হতে পারল না। রাজকীয় শিষ্টাচার ও বক্রোক্তির আড়ম্বরে পরস্পরের মন-জানাজানি আর হলো না। কাদম্বরীর অনুরোধে পত্রলেখাকে তার কাছে রেখে চন্দ্রাপীড় একা ফিরে এল শিবিরে। এসেই পেল বাবার চিঠি—'অনেকদিন তোমাকে দেখি না, পত্রপাঠ চলে এসো।' পিতার আদেশ শিরোধার্য করে চন্দ্রাপীড় সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিল। বৈশম্পায়নকে বলল, বাহিনী নিয়ে ধীরে-সুস্থে আসতে। আর সৈন্যাধ্যক্ষ মেঘনাদকে বলল, 'কেয়ূরক পত্রলেখাকে পৌঁছে দিতে এলে তার মুখে কাদম্বরীকে জানিও আমার ক্ষমা প্রার্থনা।'

যাত্রা করার পর পথে পড়ল চণ্ডীর বন। সেইখানে চণ্ডীবাড়ির পূজারী এক বৃদ্ধ দ্রাবিড় সাধু। উদ্ভট চেহারা এবং আচার-ব্যবহার। চন্দ্রাপীড়ের বিরহাকুল চিত্ত খানিকক্ষণের জন্য আরাম পেল তার হাবভাব দেখে এবং তার সঙ্গে আলাপ করে। সেখানে একরাত কাটিয়ে আবার সে রওনা হলো উজ্জয়িনীর পথে।

উজ্জয়িনীতে তার অতর্কিত আগমনে সবাই আনন্দে আত্মহারা। তারাপীড় ও বিলাসবতী হাতে চাঁদ পেলেন। চন্দ্রাপীড় কিন্তু বাইরে ঠাট বজায় রাখলেও ভেতরে ভেতরে সবসময় উন্মনা হয়ে রইল। কিছুদিন পরে পত্রলেখা এসে উপস্থিত হলো মেঘনাদের সঙ্গে। তার কাছ থেকে নিভৃতে চন্দ্রাপীড় শুনল কাদম্বরীর প্রেমদশার বিবরণ।

এই বিবরণের মাঝখানেই অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে বাণভট্টের লেখনী। ভূষণভট্টের লেখা উত্তরভাগের সংক্ষিপ্তসার অনুবাদের পরে সংযোজিত হলো।

কাদম্বরী-কথার উৎস

যে কল্পিত কাহিনীকে অবলম্বন করে বাণ রচেছেন তাঁর কাদম্বরী, সেটি তিনি পেলেন কোথা থেকে?

প্রচলিত অনুমান, বৃহৎকথা থেকে। কবি গুণাঢ্যের পৈশাচী ভাষায় লেখা এই অতি বৃহৎ গল্পের বইটি তখন যে অতিশয় জনপ্রিয় ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। উজ্জয়িনীর বাসিন্দাদের বাণ বর্ণনা করেছেন 'বৃহৎকথা-কুশল' বলে। তাঁর নিজেরও সম্ভবত এটি আগাগোড়া পড়া ছিল, কেননা তাঁর উপমার মধ্যে বারেবারেই ঝিলিক দিয়ে উঠেছে বৃহৎকথার গল্প।

বৃহৎকথা অনেকদিন আগেই লুপ্ত হয়েছে। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী (একাদশ শতাব্দী) ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগর (একাদশ শতাব্দী) বৃহৎকথার কিছু গল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে, কিন্তু যে-বৃহৎকথা থেকে তাঁরা উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন, সেটি

গুণাঢ্যের লেখা মূল বইটি নয়, সেটি হলো কাশ্মীরী বৃহৎকথা নামে আর একটি গল্প-সংগ্রহ, যার সব গল্প গুণাঢ্যের নয়। এরকম অনিশ্চিত অবস্থায় একাদশ শতাব্দীতে লিখিত কথাসরিৎসাগরের রাজা সুমনা-র গল্পটিকে সপ্তম শতাব্দীতে লেখা কাদম্বরী-কাহিনীর উৎস বলে গ্রহণ করা অসম্ভব। কেননা—

১। রাজা সুমনার গল্পটি গুণাঢ্যের বৃহৎকথায় ছিল কিনা তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

২। নেপালে প্রাপ্ত বুধস্বামীর বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ (৮ম/৯ম শতাব্দী) কথাসরিৎ-সাগর ও বৃহৎকথামঞ্জরীর চেয়ে প্রাচীনতর ও বেশি মূলানুগ। তার মধ্যে সুমনা-র গল্পটি নেই। তবে পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণটি নিশ্চিত নয়।

৩। গল্পটির প্রথমার্ধের সঙ্গে বাণলিখিত পূর্বভাগের কাহিনীর আশ্চর্য মিল। কিন্তু বাণপুত্র-লিখিত উত্তরভাগের সঙ্গে এর উত্তরার্ধের অনেক গরমিল। কাহিনীটি যদি অবিকল গুণাঢ্যেরই হবে, তাহলে ভূষণের আর সোমদেবের উপসংহার মিলল না কেন?

৪। বাণ ভূমিকায় নিজেকেই এই অদ্বিতীয় কথার রচয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন। রচয়িতা হিসেবে গুণাঢ্যের নাম এখানে বা পরে ইসারা-ইঙ্গিতেও কোথাও করেন নি। অন্যের রচনার নকল করে যারা কবি নাম কিনতে চায়, তাদের যিনি চোর বলে ধিক্কার দিয়েছেন[৯] তিনি গুণাঢ্যের কাছে তাঁর এতবড় ঋণ স্বীকার করবেন না—এটা খুবই অস্বাভাবিক। তাঁর পুত্রও উত্তরভাগের ভূমিকায় পিতাকেই কাহিনীর বীজ-বপ্তা বলে উল্লেখ করেছেন[১০]।

৫। কাদম্বরী-কাব্য-রহস্য, যা পরের পরিচ্ছেদে আলোচিত হলো।

সুতরাং কাহিনীটি বাণের কল্পিত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রায় ষোল আনা। তবু যদি অণুপরিমাণ সন্দেহের অবকাশ থাকে, তাহলে বলব, কাহিনী যারই হোক, তার কাব্য-রূপটি সম্পূর্ণ বাণের নিজস্ব। কাহিনীর কঙ্কাল তিনি যদি কোথাও থেকে নিয়েও থাকেন, তাহলে তাতে তিনি জুড়েছেন রক্তমাংসমেদমজ্জা প্রাণ আত্মা, যেমন করেছেন কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে, রবীন্দ্রনাথ শ্যামা-চণ্ডালিকায়, সেক্‌স্‌পীয়র তাঁর নাটক-মালায়।

কাদম্বরী-কাব্য-রহস্য

মহারাজাধিরাজ হর্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাঁর বন্ধুত্বলাভ বাণের জীবনের একটি বড় ঘটনা। যে দুটি কাব্য দিয়ে বাণ আজকের পাঠকের কাছে পরিচিত, সেই হর্ষচরিত এবং কাদম্বরী এই ঘটনার পরে লেখা।

হর্ষচরিত কখন লিখেছেন, বাণ সেকথা নিজেই বলেছেন। রাজসম্মান পেয়ে ব্রাহ্মণাধিবাসে আত্মীয়বন্ধু সন্দর্শনে এসে তাঁদের অনুরোধে তিনি মুখে মুখে বলতে আরম্ভ করেন হর্ষের চরিতকথা। পরে লেখার সময় তার মধ্যে যোগ করেছেন আত্মজীবনী অংশটুকু, কেননা 'শ্রূয়তাম্' (শোনো তাহলে) বলে যখন তিনি হর্ষের গল্প আরম্ভ করছেন, তখন তাঁর হর্ষচরিত কাব্যের দুটি উচ্ছ্বাস ও তৃতীয় উচ্ছ্বাসের এক-তৃতীয়াংশ শেষ হয়ে গেছে।

হর্ষচরিত যে হর্ষের সম্পূর্ণ জীবনকথা নয়, আংশিক মাত্র—সেকথা বাণ নিজেই

বলেছেন। পিতৃব্য-পুত্র শ্যামলের অনুরোধের উত্তরে তিনি বলেছেন, ১০০টা আয়ু থাকলেও হর্ষদেবের আশ্চর্য চরিতকথা বলে শেষ করা যাবে না। তবে অংশত যদি শুনতে চাও তো আমি প্রস্তুত। প্রথমত হর্ষ তখনো জীবিত, কাজেই জীবন-কথা সম্পূর্ণ করার প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিতীয়ত, হয়ত হর্ষ-রাজ্যশ্রী মিলনকথা পর্যন্ত লেখার পর রাজার আহ্বানে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছে। পরে আর সময় পান নি, বা ইচ্ছে হয় নি। তৃতীয়ত, হয়ত ঐ পর্যন্ত লিখেই তিনি কাব্যটিকে সমাপ্ত করে দিয়েছেন। তাই হর্ষচরিতকে ঠিক অসমাপ্ত বলা যায় না।

কাদম্বরী-কাব্যের রচনাকাল এবং অসমাপ্তির প্রশ্নটি কিন্তু এত সোজা নয়।

কাদম্বরী যে হর্ষের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে লেখা হয়েছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ আছে—

১। রাজা শূদ্রকের মধ্যে হর্ষের ছায়া পড়েছে। দুজনেই রমণীবিমুখ, পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী। কাব্যপ্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়, বীণাবাদী। আত্মনঃ প্রিয়ং বীণামিব শ্রিয়মপি শিক্ষয়ন্তমু—বলেছেন হর্ষ সম্পর্কে। বর্ণনার মধ্যে কিছু ভাষাগত মিলও চোখে পড়ে[১১]।

২। বিদ্যালাভান্তে চন্দ্রাপীড় যখন বাড়ি ফিরছে, সেসময় রাজভবনের যে এলাহি বর্ণনা আছে, তা কোন বিপুল ঐশ্বর্যশালী ও ক্ষমতাশালী সম্রাটের ছাড়া হতে পারে না। এরকম সম্রাট বাণের সময়ে হর্ষ ছাড়া আর কে?

৩। ঐখানে তারাপীড়ের অধীনস্থ সামন্তবৃন্দের যে বর্ণনা আছে, তা-ও মনে হয় হর্ষেরই বংশবদ সামন্তদের। কেননা তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ নরপতি-কৃত কাব্যের সুভাষিতগুলির তারিফ করছিলেন (পৃঃ ৮০)। রত্নাবলী, নাগানন্দ ও প্রিয়দর্শিকা— এই তিনটি নাটক হর্ষের রচিত বলে প্রসিদ্ধ। কাব্যরচনা রাজাদের স্বাভাবিক কার্য-কলাপের মধ্যে পড়ে না। কাজেই নরপতি-কৃত কাব্য—এ বিশেষভাবে হর্ষের প্রতিই ইঙ্গিত।

বাণের নিজের উক্তি থেকেই জানা যায় যে হর্ষের সঙ্গে সাক্ষাতের আগে বাণ তাঁর রাজভবন বা রাজসভা কোনোটাই দেখেন নি।

৪। হর্ষচরিতে বাণ লিখেছেন হর্ষের প্রিয়হাতি বিপুলকায় বারণেন্দ্র দর্পশাতের কথা। এর কথা বাণ আগে শুনেছিলেন, চোখে দেখলেন প্রথম যেদিন হর্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছেন সেদিন। দেখে এত অভিভূত হলেন যে সেখান ছেড়ে নড়তেই পারছিলেন না, দৌবারিক পারিযাত্র 'দর্পশাতকে পরে আবার দেখবেন, আগে তো হর্ষদেবকে দেখুন' বলে জোর করে তাঁকে নিয়ে গেল। এই দর্পশাত তাঁর মনে যে বিস্মিত অনুভূতি এনে দিয়েছিল, তারই 'একটুকু ছোঁয়া' পাই কাদম্বরীর গন্ধমাদনে (পৃঃ ৭৯)। গন্ধমাদন দর্পশাতেরই ছোট্ট স্কেচ, বামনাবতার।

এদিকে আবার রাজভবনের বর্ণনায় বাণ বলেছেন, সেখানকার লোকেরা কাদম্বরীর রসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে করতে দিশেহারা হয়ে যায়। এই কথাটির আগে-পরে তিনি চন্দ্রাপীড়, শ্বেতকেতু, হেমকূট প্রভৃতি কাদম্বরী-কাব্যের পাত্র ও স্থানের নাম করেছেন কৌশলে (পৃঃ ৮৪-৮৫)। তার থেকে বোঝা যায় কাদম্বরী মানে শুধু মদিরা নয়, কাদম্বরী-কাব্য-মদিরা।

কাদম্বরী যদি বাণ হর্ষ-সাক্ষাৎকারের আগে লিখে থাকেন, তাহলে তার মধ্যে রাজা,

রাজসভা রাজভবন, রাজহস্তী ইত্যাদির ছায়া পড়ে কি করে? আর যদি পরে লিখে থাকেন, তাহলে রাজবাড়ির লোকেরা কাদম্বরী-সুধাপানে আত্মহারা হয় কি করে?

এ সমস্যার সমাধান একমাত্র হতে পারে যদি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে হর্ষের বিশেষ প্রসাদভাজন হয়ে রাজধানীতে বাস করার সময়েই—ব্রাহ্মণাধিবাসে আত্মীয়-সাক্ষাৎকারে আসার আগে অথবা ফিরে গিয়ে—তিনি কাদম্বরী লিখতে আরম্ভ করেছিলেন এবং পড়ে শোনাচ্ছিলেন, যা শুনে বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল শ্রোতারা এবং সমাপ্ত হবার আগেই কাদম্বরী-কাব্যের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

এই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তার পরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। হর্ষচরিত ও কাদম্বরী দুটিই যদি রাজ-সাক্ষাতের পরে লেখা, তাহলে তিনি কিসে এত বিখ্যাত হলেন যে তাঁকে নিয়ে রাজার অন্তরঙ্গ মহলে পর্যন্ত কানাকানি শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁকে রাজার বিদ্বেষভাজন করে তোলার অপচেষ্টা চলছিল? এবং রাজভ্রাতা কৃষ্ণের মতো ব্যক্তি না দেখেই তাঁর গুণগ্রাহী এবং হিতৈষী হয়ে পড়েছিলেন? যদি তাঁর অসাধারণ কাব্য-প্রতিভার জন্য এ সমাদর হয়ে থাকে, তাহলে কী সে কারণ? বাণ তাঁর আত্মকথায় এসব কথা সম্পূর্ণ চেপে গেলেন কেন? আত্মপ্রশংসা এড়াতে?

যাই হোক, পুত্র ভূষণ বলেছেন, মৃত্যু এসে ছেদ টেনে দিল বাবার কাদম্বরী-কাব্যে। কিন্তু মনে হয়, শুধু মৃত্যু নয়, আরো গভীরতর, নিগূঢ়তর কোন কারণ আছে এ-কাব্যের অসমাপ্তির। সেটি হলো, সম্ভবত কাদম্বরী-কাব্য কবির প্রচ্ছন্ন অন্তর্জীবনী। এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কবি-মনীষী হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী রচনা করেছেন একটি আশ্চর্য উপন্যাস—'বাণভট্টের আত্মকথা'। আমি তাঁর অত্যন্ত সঙ্গত অনুমানের অনুকূলে কয়েকটি যুক্তি দিচ্ছি—

১। বৃদ্ধপিতার শেষ বয়সের সন্তান শুক বৈশম্পায়নের জন্ম, তার জন্মে মায়ের মৃত্যু এবং বৃদ্ধপিতা কর্তৃক অসীম স্নেহে শুকের প্রতিপালন (পৃঃ ২২)—এ ঘটনাগুলি বাণের জীবনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

২। শুক বৈশম্পায়নের পূর্বজন্ম শুকনাস-পুত্র বৈশম্পায়ন-রূপে। নামের ঐক্যও লক্ষণীয়। বৈশম্পায়নের জন্ম-সংবাদ বার্তাবহ এইভাবে ঘোষণা করেছে—'রেণুকার যেমন (পরশু)রাম, তেমনি মনোরমার একটি পুত্র হয়েছে' (পৃঃ ৬৬)। বাণের মতো মহাকবি নবজাতকের জন্মের আনন্দ-সংবাদ ঘোষণা করতে আর কোন উপমা খুঁজে পেলেন না, মাতৃহন্তা পরশুরাম ছাড়া? এ বাণের আত্ম-জীবনের ইঙ্গিত ছাড়া আর কি? তাঁর জন্মই মায়ের মৃত্যুর কারণ—এ আক্ষেপ তো ভোলবার নয়।

৩। বৈশম্পায়নের পূর্বজন্ম পুণ্ডরীক-রূপে। পুণ্ডরীকও বাবা শ্বেতকেতুর কাছে মানুষ, বাণের মতোই। মা লক্ষ্মীদেবী এখানে মৃতা নন, কিন্তু গতা। পুত্রকে মানুষ করার কোন দায়িত্ব তিনি নেন নি। পরলোকগতা জননীর প্রতি একি বাণের প্রচ্ছন্ন অভিমান?

৪। জরৎ (বুড়ো)—বিশেষণটি—এবং সেই সঙ্গে তার প্রতিশব্দ জীর্ণ বৃদ্ধ পরিণত জরঠ ইত্যাদি—বাণভট্টের বড়ই প্রিয় এবং বহুপ্রযুক্ত। সত্যিসত্যিই যেখানে বৃদ্ধের বর্ণনা করছেন যেমন জরৎ অন্ধতাপস, জাবালির উপমান জরৎ কল্পতরু, সূতিকাগৃহের জরৎ ছাগ, বুড়ো কঞ্চুকীর উপমান জরৎ সিংহ, অস্তোন্মুখ চাঁদের উপমান বৃদ্ধহংস—এগুলি ছাড়াও যখন-তখন কারণে-অকারণে তিনি জরৎ-শব্দটি এবং তার

প্রতিশব্দগুলি প্রয়োগ করেন। যেমন জরৎ-পারাবত-পক্ষ-ধূসর আকাশ, জীর্ণ শফরের (বুড়ো পুঁটিমাছ) পেটের মতো ধূসর, জরৎ বানরের কেশরের মতো কপিল, জরঠ মৃণাল-দণ্ডের মতো ধবল ধূলি। হর্ষচরিতেও বীচি-ঝমঝম জরৎ করঞ্জবনের মতো ঘণ্টা-টুংটাং উটের সারি, জরৎ-কৃকবাকু-চূড়ার (বুড়ো মোরগের ঝুঁটি) মতো লাল সূর্য। তাঁর মতো চির তরুণ মনের তথা রসদৃষ্টির অধিকারীর পক্ষে এ বড় আশ্চর্য! মনে হয়, এ রহস্যের মূল তাঁর বৃদ্ধ পিতার মধ্যে। বাবাকে বাণ বৃদ্ধ অবস্থায়ই দেখেছেন। এ-সংসারে বাবার চেয়ে আপনার আর কেউ ছিল না তাঁর। সেই বৃদ্ধ বাবার রূপ তাঁর চোখে বড় সুন্দর ছিল। জরঠ কিশলয়ের মতো প্রতিহারীর হাতের পাতা—এ যেন বাবারই জরাজীর্ণ হাতের কোমল স্পর্শের বর্ণনা। বাণ যখন বই লিখেছেন, তখন যেন তাঁর অবচেতন থেকে বৃদ্ধ পিতার জরাশুভ্র স্নেহসিক্ত মূর্তিটি যখন-তখন ভেসে উঠেছে উপমান হয়ে।

৫। আলঙ্কারিকরা বলেন, এবং কাব্যের নামকরণ, কাহিনীতে চন্দ্রাপীড়ের ব্যাপ্তি ইত্যাদি ছদ্মবেশ পরিয়ে বাণও সর্বপ্রযত্নে মনে করাতে চেয়েছেন যে তাঁর কাব্যটির নায়ক-নায়িকা হলো চন্দ্রাপীড় কাদম্বরী। কিন্তু তাঁর কবিহৃদয়ের সমস্ত দরদ তিনি নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছেন যে-কাহিনীর মধ্যে, তা হলো মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীকের প্রেম-কাহিনী। এবং এ কাহিনী শেষ হবার পর বাণের লেখনীমুখে আর সেই আলৌকিক রসধারা প্রবাহিত হয় নি।

এই কাহিনীই কাদম্বরী কাব্যের মর্মস্থান, জনমস্থান—বিচিত্র পত্রভঙ্গ-ভঙ্গুর চিত্র-শালাবৎ বিশ্বরূপধর বিশাল কাব্যমন্দিরের নিভৃত মণিকোঠা। এখানে সন্তর্পণে পা ফেলতে হয়, পাছে পদশব্দে চাপা পড়ে হৃদয়ের শিশিরের নিঃশব্দ পতনশব্দ। এখানে সমালোচকদের লেখনী বিমূঢ়, স্তব্ধ। সহৃদয়ের রসাস্বাদনও এখানে নেই। আছে শুধু তন্ময়ীভাব, মরণাহত পুণ্ডরীকের বেদনার অতল নৈঃশব্দ্যে তলিয়ে যাওয়া।

এ কাহিনী সত্তার অন্তম প্রেম-তন্তুকে গিয়ে স্পর্শ করে। শুধু স্পর্শ করে না, বাজিয়ে তোলে অশ্রুত অপার্থিব রাগিণী। যে রাগিণী শুনে মুগ্ধ মন 'ইন্দ্রিয়ায়ুধে' চড়ে গীতধ্বনি অনুসরণ করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হয় এক অতীন্দ্রিয় নিভৃত মন্দিরে, যেখানে সমাজ-সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব। হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব করে সেই চিরবিরহবিধুর চিরমিলনমধুর ভৃঙ্গমুখরিত বাসকসজ্জিত বিদ্যুদ্বিলসিত-মেঘ-বিস্ফূর্জিত অনন্তবর্ষণ বৃন্দাবন।

পুণ্ডরীকের বেদনা যেন এক অতলস্পর্শ স্তব্ধ হাহাকার, যেন পুটপাকে গলে-যাওয়া বজ্রমণির পারা। মনে পড়িয়ে দেয়, বুঝি ছাড়িয়ে যায় গ্যেটের Sufferings of young werther-কে। গভীরতম প্রেমের বেদনারসে সিক্তাভিষিক্ত এই কাহিনীই কবির আসল বক্তব্য। যেন মহাকবি কালিদাসের 'ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি'-র কাব্য-ময় ব্যাখ্যান, নিদর্শন, ভাষ্য। চন্দ্রাপীড়ের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন, মিলন একটা জন্মে কোনরকমে ঘটে যায়, কিন্তু বিরহ চলে সহস্র সহস্র জন্ম ধরে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে চলেছে পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতার অবিনশ্বর মৃত্যুহীন প্রেম। তারাই এ-কাব্যের প্রচ্ছন্ন নায়ক-নায়িকা।

এ প্রেমের পাশে কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়ের প্রেম অতি সাধারণ মামুলি ব্যাপার। প্রথমটি বৈষ্ণব পদাবলীর গোত্রের। দ্বিতীয়টি বাৎস্যায়ন-গোত্রীয়। যদি প্রথম কাহিনীটি তিনি

আদৌ না লিখতেন, তাহলে হয়ত বা দ্বিতীয়টি ভূষণের উপসংহার সমেত উৎকৃষ্ট বলে গণ্য হতো। কিন্তু ওটির পাশে এটি একেবারেই ফিকে হয়ে গেছে, মেকি হয়ে গেছে, নকল হয়ে গেছে।

কাদম্বরী-কাব্যের মধ্যে দুটি মহল আছে। অন্দরমহলে মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক। বাইরের মহলে চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরী—অলঙ্কারের ছটা, বর্ণনার ঘটা। যেমন বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বীচির মতো হিমঘরের এলাহি ব্যাপার, হার-উপহার পাঠানো, সভঙ্গভাষিত অর্থাৎ কায়দা করে দ্ব্যর্থক ভাষায় কথা বলা ইত্যাদি॥ কিন্তু এত আড়ম্বরের মধ্যেও যে-কথাটা কিছুতেই চাপা পড়ে নি, বরং আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হলো—প্রেমের নিগূঢ় লক্ষণে হীন কাদম্বরী-প্রসঙ্গ।

মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীক প্রথম দর্শনেই পরস্পরের আত্মার আত্মীয়। মহাশ্বেতার প্রেমে পুণ্ডরীকের মানসিকভাবে তো বটেই, শারীরিকভাবে পর্যন্ত সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ ঘটেছে। সে ডুবেছে, মরেছে। চব্বিশ ঘণ্টাও কাটে নি, তারই মধ্যে প্রেমের দশম দশায় পেঁৗছে গেছে সে। অপরপক্ষে চন্দ্রপীড় কাদম্বরীর রূপ দেখে আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু প্রেমে পড়ে নি। নিজে তটস্থ (objective) থেকে কাদম্বরীর হাবভাব বিচার করে দেখছে সে। তার মন দ্বিধাগ্রস্ত, সংশয়ের দোলায় দুলছে। প্রিয়ার দেওয়া একছড়া হারটি বুকে নিয়ে মরণঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে পুণ্ডরীক। আর কাদম্বরীর দেওয়া সাগর-সেঁচা সাতরাজার ধন অত্যাশ্চর্য শেষ-হারখানি চন্দ্রাপীড় শয্যায় ফেলে চলে গেছে, সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা মনেও পড়ে নি. পরে মহাশ্বেতাকে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে কেয়ূরকের হাতে!

আরো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রমাণ আছে। পুণ্ডরীকের তিনটি জন্ম. তিন জন্ম ধরেই সে মহাশ্বেতার প্রেম-ভিখারী। চন্দ্রাপীড়েরও তিনটি জন্ম—চন্দ্রপুরুষ, চন্দ্রাপীড় ও শূদ্রক। তার মধ্যে দুটি জন্মে সে প্রেমের বেদনা অনুভব করেছে, তিন জন্ম ধরে নয়। আর চন্দ্রাপীড়ের মৃত্যু হয়েছে প্রেমের বেদনায় নয়, বন্ধুর শোকে।

কাদম্বরী বর্ণনায় দুবার ব্যবহৃত একটি চমৎকার উপমা হর্ষচরিতে দধীচের দূতী মালতীর বর্ণনাতেও আংশিকভাবে ব্যবহার করেছেন বাণ (দ্র. প্রসঙ্গ-কথা, কথারম্ভ, ৩১২)। অর্থাৎ কাদম্বরী অসাধারণ সুন্দরী, অনঙ্গমোহিনী, কিন্তু সে নিয়মমাফিক নায়িকা—কবির আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রচনা-করা নয়। মহাশ্বেতা কিন্তু অদ্বিতীয়া, অনন্যা।

মহাশ্বেতার মূর্তি পাঠকের মনে যে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঞ্চার করে, তার কোন তুলনা নেই। মহাশ্বেতা একটি পূর্ণ নিটোল চরিত্র। কাদম্বরী কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা খাপছাড়া। তার কথা-বার্তায় ও আচার-আচরণে প্রচুর অসঙ্গতি। মহাশ্বেতাকে সে কেয়ূরকের মুখে যে বার্তাটি পাঠিয়েছে তার কৃত্রিমতা খট করে কানে ধাজে, বিশেষ করে মহাশ্বেতার ঐ অকৃত্রিম সরলতার পর। তারপর যখন হেমকূটের প্রাসাদে সখী-পরিবৃতা হয়ে তাকে শৃঙ্গারাশ্রিত হাস্য-পরিহাস ও আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত দেখি, তখন সে কৃত্রিমতা আরো নিঃসংশয় হয়ে ওঠে।

মহাশ্বেতার সৌন্দর্য তার চরিত্রের দীপ্তি। সে-দীপ্তি তার সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্য-বর্ণনাকে ছাড়িয়ে গেছে। মহাশ্বেতা কবির হৃদয়-সমুদ্র মন্থন করা অমৃত। কাদম্বরীর সৌন্দর্য দেহজ। কাদম্বরী—বাণভট্ট নিজেই বলেছেন—মদিরা। এক এক সময় মনে

হয়, কাদম্বরী যেন বাণভট্টের মোহিনী নারী-বর্ণনার একটি উপলক্ষ্য মাত্র। পাঠক মন দিয়ে পড়লে দেখবেন, হঠাৎ-হঠাৎ এক-একটি কষ্টকল্পনা বা মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্য এসে কাদম্বরীর রূপ, উক্তি এবং চরিত্রকে কৃত্রিম করে তুলেছে। এক এক সময় মনে হয়, কাদম্বরী অনন্যসাধারণ রূপসী, ধনীর আহ্লাদী আদুরে--দুলালী। বাণভট্ট তাকে যা আঁকতে চাইছেন, সে তা নয়। অথবা সে যা নয়, তাকে তাই আঁকতে চেষ্টা করছেন। নায়িকা যে !

প্রাসাদের ছাদ থেকে তার চন্দ্রাপীড়-দর্শন তরল ব্যবহারের চরম উদাহরণ। অথচ পরে যখন সে চন্দ্রাপীড়কে দেখতে পেল, বাণ বলছেন, তার অসাধারণ গাম্ভীর্যে মুগ্ধ হলো চন্দ্রপীড়। এককথায় প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে যে চন্দ্রাপীড়ের উদ্দেশে নাকি মন হারাল, তার সে মন-হারানোর কোন চিহ্নই দেখি না পরের দিন সকালে—নিশ্চিন্ত মনে পান-খাওয়া কালো ঠোঁট ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে উল্টে-পাল্টে আয়না দেখছে ! মানে, বর্ণনা যাচ্ছে একদিকে, আর মানুষটা যাচ্ছে আর একদিকে।

কাদম্বরী-চন্দ্রাপীড়-প্রসঙ্গ পড়ার সময় কেবলই মনে হয়, আসর মাত হয়ে গেছে, আর জমবে না। পোড়া মাটিতে ফসল আর ফলবে না। সেই তন্ন-তন্ন বর্ণনা, সেই অসাধারণ পরিপাটি, সেই বহু-অর্থোজ্জ্বলা শব্দাবলী, সবই আছে, অথচ কি যেন নেই।

মনে হয়, বাণের কাব্যলক্ষ্মী কাদম্বরীর শ্রীমণ্ডপে ঢোকার রাস্তার মুখে তাঁর অলঙ্কার-গুলি—হয়ত বা চলন-বলনগুলিও—খুলে রেখে স্বয়ং অন্তর্হিতা হয়েছেন। নদী-বেণিকাজলপ্রবাহবৎ সে অলঙ্কারদ্যুতি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, চমৎকৃত করে—কিন্তু কোথায় সেই লেখার জাদু ? সেই আশ্চর্য সম্মোহন ? সেই হৃদয়ের কাঁদন ? সেই দেশকালপাত্র ভাষার সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়ে দ্রবীভূত কবিচিত্ত—সহৃদয়চিত্তের সম্পূর্ণ একাকার ?

তাই মনে হয়, বাণ নিজেই শুক তথা বৈশম্পায়ন তথা পুণ্ডরীক। বিশাল শাল্মলীর নিভৃত কোটরে যেমন শুকের বাসা, তেমনি করে বিশাল কাদম্বরী-কাব্যের ডালপালা দিয়ে সঙ্গোপনে ঢেকে-ঢুকে রেখেছেন তাঁর নিভৃত ভালবাসাটিকে। দ্বিবেদীজী কল্পনা করেছেন, মহাশ্বেতা তাঁর জীবন-নায়িকা কোন শ্বেতাঙ্গিনী, যাঁর সঙ্গে তাঁর গভীরতম আত্মিক মিলন ঘটেছিল, কিন্তু সামাজিক মিলন ঘটে নি।

তা যদি হয়, তাহলে বলতে হবে, কবি ইচ্ছে করেই অসমাপ্ত রেখেছেন তাঁর জীবন-কাব্য কাদম্বরী, শ্রীঅরবিন্দের সাবিত্রীর মতো। মৃত্যু শুধু বহিরাগত আকস্মিক কারণা-ভাস মাত্র। তিনি যেন মরে বেঁচেছেন। কেননা, মহাশ্বেতার কথা লেখার পর তাঁর লেখনী প্রেম-চিত্রণে আর অগ্রসর হতে চায় নি, তাঁর প্রেরণার নির্ঝরিণী অচ্ছোদের তীরে মহাশ্বেতার সাধন-গুহাটি ছেড়ে আর এক পা-ও নড়তে চায় নি।

মনে হয়, বাণ যেন তাঁর রাজ-বন্ধু হর্ষকে আর নিজেকে নিয়ে একটি কল্পোপন্যাস শুরু করেছিলেন। একটু করে লিখতেন আর শোনাতেন। তাই গল্পের বক্তা শুক বৈশম্পায়ন তিনি নিজেই। বৈশম্পায়ন নামটি রেখেছেন সম্ভবত রাজা জনমেজয়কে যিনি মহাভারত শোনাচ্ছেন সেই ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়নের নামানুসারে। তাঁর জনমেজয় হলেন দিগ্বিজয়ী ব্রহ্মচর্য-ব্রতী শ্রীহর্ষ, যাঁর কল্পরূপ হলেন রমণীবিমুখ তরুণ শূদ্রক। আর তাঁর মহাভারত হলো কাদম্বরী-কথা। ভূমিকায় 'অতিদ্বয়ী' কথা বলতে তিনি কি এই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন যে লোকে মহাভারত-রামায়ণ ফেলে তাঁর বই পড়বে ?

কাদম্বরী হয়ত শুধুই কল্পনা—রূপটুকু ছাড়া। আর সে রূপ হয়ত তখনকার প্রসিদ্ধা কোন পুরসুন্দরীর। আর মহাশ্বেতা? মহাশ্বেতা বাণভট্টের জীবন-নির্যাস, জীবন-নায়িকা, কাব্য-পুরুষী।

কবি-সময়

ইতিহাসে হর্ষের কয়েকটি তারিখ মোটামুটি নির্দিষ্ট। জন্ম ৫৯০ খৃষ্টাব্দে। থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ ৬০৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ বছর বয়সে। প্রয়াগের প্রথম মহাদান ৬১৮ খৃষ্টাব্দে কেননা ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ তাঁকে দেখেছেন পঞ্চবার্ষিক ষষ্ঠ মহাদানের অনুষ্ঠানে।[১২] অর্থাৎ মহাদান অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিপরীতক্রমে ৬৪৩, ৬৩৮, ৬৩৩ ৬২৮, ৬২৩ ও ৬১৮ খৃষ্টাব্দে। হর্ষের রাজত্ব শেষ হয় ষষ্ঠ মহাদানের চার বছর পরে ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে।

প্রথম মহাদানের সময় হর্ষের বয়স তাহলে ২৮ বছর।

বাণ যখন হর্ষকে দেখেন, তখন তাঁর যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি কথা আছে—জীবিতাবধি-গৃহীত-সর্বস্বদান-দীক্ষা-চীরেণ ইব হারমুক্তাফলানাং কিরণ-নিকরেণ প্রাবৃত-বক্ষঃস্থলম্। অর্থাৎ তাঁর হারের মুক্তা থেকে যে ছটা বেরোচ্ছে সেটি যেন আজীবন সর্বস্বদানের যে সঙ্কল্প করেছেন, তার চীরবস্ত্রের মতো। তার মানে প্রয়াগের মহাদান ঘটেছে এই সাক্ষাতের আগে। কিন্তু কত-তম? দীক্ষা কথাটি এখানে ইঙ্গিতবহ। দীক্ষা প্রথম আরম্ভের সূচক। প্রথম দানের সময়ই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, পরের দানগুলি সেই দীক্ষা বা সঙ্কল্পের উদ্‌যাপন।

সুতরাং বাণের সঙ্গে হর্ষের সাক্ষাৎ ঘটেছে প্রথম মহাদানের কিছুকাল পরে। হর্ষের বয়স তখন ২৯ থেকে ৩২-এর মধ্যে। আর একটি উপমাতেও হর্ষের প্রয়াগ-প্রবাহ-স্রোতে স্নানের উল্লেখ করেছেন। তাতেও মনে হয় ঘটনাটি সম্প্রতি ঘটেছে (প্রয়াগ-প্রবাহ-বেণিকা-বারিণা ইব আগত্য স্বয়ম্ অভিষিচ্যমানম্)।

আরো প্রমাণ আছে।

হর্ষবর্ণনা পড়ে যে ছবিটি ভেসে ওঠে, তা কোন প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের নয়, যুবকের। তাঁর রূপ, হাবভাব—সবই যুবজনোচিত। তিনি কৃষ্ণকেশ। হর্ষই যে শূদ্রক একথা আগে বলেছি। এখন বলছি, হর্ষই চন্দ্রাপীড়। কারণ—

(১) হর্ষ ১৬ বছর বয়সে রাজ্য পেলেন। চন্দ্রাপীড়ও ১৬ বছর বয়সে পড়াশোনা সাঙ্গ করে বিদ্যামন্দির থেকে রাজপুরীতে এসে কিছুদিন বাদে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলো।

(২) চন্দ্রাপীড়ের দিগ্বিজয়-প্রস্থানের জীবন্ত বর্ণনাটি। মহারাজাধিরাজ হর্ষ ছাড়া ঐসময় ঐরকম বিপুলবাহিনী নিয়ে জয়যাত্রা—যার সাক্ষী বাণ—আর কার দ্বারা সম্ভব?

(৩) চন্দ্রাপীড় এবং হর্ষের অসাধারণ দৈহিক সৌন্দর্য বোঝাতে একই মন্তব্য করেছেন—

(ক) বারবিলাসিনীনাং সাভিলাষৈঃ…অবলুপ্যমান ইব দৃষ্টিপাতৈঃ।

(কাদম্বরী, অনুবাদ পৃ ৮৬)

(খ) বারবিলাসিনীভির্বিলুপ্যবান-সৌভাগ্যম্ ইব সর্বতঃ।

(হর্ষচরিত, দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস)

(৪) রমণী সম্পর্কে সংযম হর্ষ-চরিত্রের অনন্যরাজসাধারণ বৈশিষ্ট্য। হর্ষচরিতে গৃহীত-ব্রহ্মচর্য, প্রতিপন্ন-অসিধারা-ব্রত ইত্যাদি বিশেষণে তা স্পষ্ট হয়েছে। কিংবদন্তীর সাক্ষ্যও এর অনুকূল। হর্ষের প্রতিচ্ছায়া শূদ্রককে তাই বাণ রমণী-বিমুখ রূপেই কল্পনা করেছেন। চন্দ্রাপীড়ও রমণী-উন্মুখ নয়। রমণী সম্পর্কে তারও একটি নির্লিপ্ত নির্মোহ ভাব লক্ষ্য করা যায়। পত্রলেখার সঙ্গে আশ্চর্য সখিত্বের সম্পর্ক এর প্রথম দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মহাশ্বেতার সঙ্গে তার বিকারহীন ভ্রাতৃ-তুল্য সহজ ব্যবহার। তৃতীয় দৃষ্টান্ত স্বয়ং কাদম্বরীর সম্পর্কে তার 'তট-স্থ' ভাব। সে আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু ভেসে যায় নি।

অর্থাৎ, বাণ যেমন নিজেকে তিনভাগ করে একজন্মে পুণ্ডরীক, একজন্মে মন্ত্রিপুত্র বৈশম্পায়ন, আর এক জন্মে শুঝে বৈশম্পায়ন করেছেন, তেমনি হর্ষকেও দু-ভাগ করে একজন্মে চন্দ্রাপীড়, আর এক জন্মে শূদ্রক করেছেন।

এখন দেখা যাক, হর্ষ-সাক্ষাৎকারের সময় বাণের নিজের বয়স কত।

বাণ আর হর্ষ যে সমবয়সী ছিলেন, তার অনুকূলে দুটি যুক্তি আছে।

(১) হর্ষের সঙ্গে তাঁর যে বন্ধুত্ব হয়েছিল, সেটা সমবয়সীদের মধ্যে হয়। বাণ হর্ষচরিতের দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসের শেষে বলছেন, স্বল্পৈরেব চ অহোভিঃ পরমপ্রীতেন প্রসাদজন্মনো মানস্য প্রেম্ণো বিস্রম্ভস্য দ্রবিণস্য নর্মণঃ প্রভাবস্য চ পরাং কোটিমানীয়ত নরেন্দ্রণ, অল্পদিনের মধ্যেই পরমপ্রীত মহারাজ প্রসন্নতার ফলস্বরূপ সম্মান প্রেম বিশ্বাস ধন নর্ম এবং ক্ষমতার চরম চূড়ায় বসিয়ে দিলেন বাণকে। অর্থাৎ শুধু ধন-মান নয়, প্রেম, বিস্রম্ভ এবং নর্ম অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদ। প্রিয়বন্ধু বাণের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল হর্ষের পার্শ্ববর্তী বেত্রাসনে। (ঐ, তৃতীয় উচ্ছ্বাস)

(২) বাণের কল্প-রূপ বৈশম্পায়ন এবং হর্ষের কল্প-রূপ চন্দ্রাপীড়ের জন্ম একই দিনে।

বাণ নিজের সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে। চোদ্দ বছর বয়সে পিতৃহারা হয়ে অসহ্য শোকের প্রতিক্রিয়ায় বাণ দেশান্তরী হলেন। তখন তার পনের-যোল বছর বয়স হবে, কেননা বাণ বলেছেন নব-যৌবনের অস্থিরতা তাঁকে পেয়ে বসল। তারপর দীর্ঘদিন দেশে দেশে ঘুরলেন। এই দীর্ঘদিন কতদিন বাণ তা বলেন নি, বলেছেন 'মহতঃ কালাত্' বহু বহু দিন পরে জন্মভূমিতে ফিরে 'চিরদর্শনাত্' অনেকদিনের অদর্শনের পর ছোটবেলার বন্ধুদের দেখে আত্মীয়স্বজনদের পেয়ে মোক্ষসুখ অনুভব করেছিলেন। তাঁরাও বাণকে পেয়ে উৎসবের মতো হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এই দীর্ঘদিনকে যদি ১২ বছর ধরি, তাহলে বাণ প্রীতিকূটে ফিরলেন ২৭/২৮ বছর বয়সে। ১২ বছর ধরার কারণ হলো, বহু রাজকুল দেখা, বহু গুরুকুলে বাস করা, বহু গুণী-বিদগ্ধজনের সঙ্গে মেলামেশা—এ দু-পাঁচ বছরে হয় না। অশান্ত মন শান্ত হয়ে 'বংশোচিতা বৈপশ্চিতী প্রকৃতি' ফিরে পেতে তাঁর একযুগ লেগেছিল, এটা ভাবা অসঙ্গত নয়।

প্রীতিকূটে ফিরে বাণ বিবাহ করে সংসারী হয়ে সুখে বাস করতে লাগলেন। এরপর রাজভ্রাতা কৃষ্ণের আহ্বান এল। বাণ গেলেন হর্ষ-সাক্ষাতে। প্রত্যাবর্তন এবং রাজ-সাক্ষাতের মধ্যে যদি ২/৪ বছরের ব্যবধান ধরি, তাহলে বাণেরও বয়স তখন ২৯ থেকে ৩২-এর মধ্যে।

সুতরাং বয়সে দুজনে যে খুবই কাছাকাছি ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পুরোপুরি একবয়সী হওয়াও বিচিত্র নয়, বরং খুবই সম্ভব।

দুজনের মধ্যে আরো মিল রয়েছে। একজন রাজচক্রবর্তী। একজন কবিরাজচক্রবর্তী। দুজনেই জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরে অসাধারণ যশের অধিকারী। হর্ষের অনন্য-সাধারণ দৈহিক সৌন্দর্য ছিল। বাণও সম্ভবত রূপবান ছিলেন। কেননা, প্রথমত তাঁর কল্পরূপ পুণ্ডরীক পরমসুন্দর, দ্বিতীয়ত তাঁর বন্ধু-বান্ধবীদের তালিকাটি দেখে মনে হয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমতো রূপও নিশ্চয় ছিল, যা এতগুলি বিভিন্ন চরিত্র, পেশা ও বয়সের নরনারীকে একটি চোদ্দ-পনের বছরের কিশোরের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল যে তাকে কেন্দ্র এবং নায়ক করে একসঙ্গে সবাই দেশান্তরী হলেন।

বাণভট্ট এবং হর্ষবর্ধন পরস্পরের গুণমুগ্ধ অনুরক্ত ঘনিষ্ঠ সমবয়সী বন্ধু। বাণভট্ট নিজের জীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য মনে করেন হর্ষের জীবন। তাই হর্ষ-চরিত শুরু করেছেন আত্ম-চরিত দিয়ে। আর কল্প-কাব্য কাদম্বরীও বুনেছেন দুটি জীবনের সুতো দিয়ে। হর্ষ-চরিতে হর্ষ প্রধান। কাদম্বরীতে তিনি প্রধান। কিন্তু প্রচ্ছন্ন। নায়ক রেখেছেন হর্ষ তথা চন্দ্রাপীড়কেই।

অর্থাৎ বাণের দুটি বিখ্যাত কাব্যই নিজেকে এবং হর্ষকে নিয়ে লেখা।

বাণ ও তাঁর কাদম্বরী

১

বাক্‌পতিরাজ বাণভট্ট কবিদের কবি, লেখকদের লেখক। দুই অর্থে। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লেখকদের তিনি একজন। আর লেখকদের তিনি গুরু। কেমন করে দেখতে হয়, অনুভব করতে হয়, লিখতে হয়, তাঁর লেখার প্রতি ছত্রেই শিক্ষানবীশ লেখক তার সন্ধান পাবেন।

বাণভট্ট অজস্র সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে। রাজসম্মানের কথা তিনি নিজেই বলেছেন হর্ষচরিতে। কাদম্বরীতেও কৌশলে বলেছেন রাজপুরীতে কাদম্বরীর সমাদরের কথা। আর তাঁর মৃত্যুর পরে পুত্র ভূষণ বলছেন, ঘরে ঘরে চলেছে আমার বাগীশ্বর মহাত্মা পিতার অর্চনা। কাদম্বরী-মদিরা-পানে মত্ত সমস্ত জন।

পরবর্তীকালের বিদগ্ধমহল বাণকে যে-সমস্ত শিরোপা দিয়েছেন[১৩] তার মধ্যে তিনটি উদ্ধৃত করছি। একটি হলো—বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্, বাণ এঁটো করে দিয়েছেন সব। অর্থাৎ জগতে এমন কিছু নেই যার রসাস্বাদন করেন নি বাণ বা রসাত্মক বাক্যে তাকে উচ্চারণ করেন নি। দ্বিতীয়টি হলো—প্রাগল্ভ্যম্ অধিকম্ আপ্তুং বাণী বাণো বভুব (গোবর্ধন, আর্যাসপ্তশতী ১৭) আরো বেশি প্রগল্‌ভ হবার জন্যে বাণীই বাণ হয়েছেন। তৃতীয়টি নাট্যকার জয়দেবের প্রশস্তি—হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ, (প্রসন্নরাঘব ১।২২) বাণ হলেন কবিতা-কামিনীর হৃদয়বাসী প্রেমের দেবতা। এর সঙ্গে যোগ করি দ্বিবেদীজীর প্রশস্তি, যা তিনি ভট্টিনীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—আর্য, আপনি এই আর্যাবর্তের দ্বিতীয় কালিদাস (বাণভট্টের আত্মকথা, পৃ ৯৭)।

এবং—

বাণ পড়ে সহৃদয়ের চিত্ত যে অলৌকিক রসে আপ্লুত হয়, যে-পুলক যে-বিস্ময় তাকে

ছুঁয়ে যায় অদেখা-অজানা নন্দন-লোকের এক এক ঝলক হাওয়ার মতো, তার কথা ভাবলে মনে হয়—এর কোনটিই অত্যুক্তি নয়।

২

যাণের চিত্তভূমি এক আশ্চর্য রঙীন কল্পলোক। কাদম্বরী সেই কল্পলোকের এক বর্ণাঢ্য মিছিলের মন্দ-ছন্দে তোলা রঙীন কথাচিত্র—(slow-motion technicolor)!

বাণভট্টের চোখ চোখ নয়, এক আশ্চর্য প্রিজ্‌ম্। এক-একটি বর্ণনায় প্রতি বাক্যে, প্রতি কথায়, প্রতি বর্ণে, প্রতি বর্ণের অবকাশে অবকাশে রং। বর্ণনা (description) তো নয়, যেন বর্ণনা (painting)। রঙের হোলি। হাজার-রঙের ইন্দ্রধনু। রূপের রং, ভাবের রং, হৃদয়ের রং। দীর্ঘনিশ্বাস পর্যন্ত রঙীন! রং আর ফুরোয় না। দেখা আর ফুরোয় না। প্রতি অণুতে রূপ। রূপ লাগি আঁখি ঝুরে। এক অঙ্গে কত রূপ! রূপের সহস্রদল। রূপের মধ্যে রূপ। রূপের গান্ধে রূপ ভেস্যে যায়। প্রস্তুতে-অপ্রস্তুতে উপমেয়ে-উপমানে একাকার রূপময় বিশ্বভুবন।

রাঙা পাতায় ছাওয়া বিন্ধ্যের বনস্থলী। ঠিক যেন, রাঙা পায় রাঙা আলতা পরে বনদেবীরা চলাফেরা করেন তো?—সেই আলতার রসে মাখামাখি। আভা-আভা রংটি দেখে আর কোন ছবি মনে পড়ে কি? কেন পড়বে না? সুরার নেশায় রাঙা কেরলিনীর কোমল গাল?

অগস্ত্যাশ্রমের লতা-কিশলয়গুলিই বা অমন অদ্ভুত লাল কেন? এমনটি তো সচরাচর দেখা যায় না? হবে না? সেই পঞ্চবটীতে থাকার সময় সীতা যখন ফুল তুলতেন, নুয়ে নুয়ে পড়ত এই সব লতার পুষ্পিতাগ্রা শাখাগুলি, তখন তাদের পাতায় পাতায় সীতামায়ের রাঙা করতলখানির ছোঁয়া লেগে গিয়েছিল যে! সে রাঙাপরশ কি কোনদিন মুছে যাবার? সে পুলক কি নিরবধি কাল ধরে রঙে রঙে চমকে চমকে উঠবে না?

তপোবনের গাছগুলির ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠছে অগ্নিহোত্রের ধূমলেখা। রংটি কেমন? না, রাসভ-রোম-ধূসর, গাধার লোমের মতো ছাই-ছাই। কেমন লাগছে দেখতে? না, উঁচু-উঁচু বিশাল গাছগুলি তো বনদেবতাদের প্রাসাদ, তাদের আলসেয় যেন নড়ছে-চড়ছে উড়ছে-ঘুরছে দলে দলে ছাই-রঙা পায়রা। গাছ ছাড়িয়ে আরো ওপরে উঠল ধোঁয়া। এবার দেখ তো কেমন লাগে? বাঃ, ঠিক যেন ধর্মের বিজয়-নিশান—অধর্মকে গো-হারান হারিয়ে দিয়ে শান্ত ধীর ছন্দে উড়ছে উড়ছে উড়ছে।··· আরো ধোঁয়া, আরো ধোঁয়া। বিরাট আশ্রমে কত তপস্বী, কত যজ্ঞাগ্নি, সবাই সন্ধের মুখে অগ্নিহোত্রে বসেছেন, প্রতিটি গাছকে ঘুরে ঘুরে পাক দিয়ে দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। অস্পষ্ট ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট দেখলেন দেখালেন বানভট্ট—তপোবনের গাছগুলিও তপস্বী! বল্কল তো তারা পরেই ছিল। ফলমূলও ধরেছিল, যেটুকু বাকি ছিল সেটুকু পূর্ণ করে দিল এই ধোঁয়া—কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয়!

মুনির করুণা দশনজ্যোতির মতো উজ্জ্বল শাদা ধবধবে। অভিশাপ কখনো ভোমরা-কালো। কখনো নীলপদ্মের আভার মতো শ্যাম-ছায়া। ভালোবাসার রঙে গোধূলি-আকাশ রঙীন করে দিয়ে আস্তে আস্তে ডুবে যায় কমলিনীর অনুরাগে রাঙা সূর্য। আবার ওঠে। চুনির শলা দিতে তৈরি ঝাঁটার মতো কিরণ দিয়ে আকাশের বিরাট উঠোন

ঝাঁট দেয় আর ঝাঁট দেয়, তারাফুলগুলি নিচে পড়ে যায়, হাজার হাজার ঝিনুক হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সমুদ্র-বেলায়।

কি সব ছবি !

সবুজ ডানা মেলে উড়ে গেল শুকেরা, যেন আকাশ-পুকুরে ছড়িয়ে গেল একরাশ পানা। শবরসৈন্যদল এগিয়ে আসছে যেন ভূমিকম্পে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসছে কষ্টিপাথরের থামের পর থাম। শিমুলগাছের মাথায় ওগুলি কী? তুলো? না, না, বোধহয় মাথার ওপর দিয়ে যেতে যেতে সূর্যের ঘোড়াদের কষ বেয়ে ঝরে পড়ছে তাল তাল ফেনা। শত শত সমবেত রাজার রত্নাভরণের রঙীন দ্যুতি কেমন? না, নীলকণ্ঠের রংচঙে পাখার ক্ষুদে ক্ষুদে পালকগুলি কেউ যেন ছড়িয়ে দিল আকাশময়, যেন হঠাৎ পেখম ছড়িয়ে উড়ে যাচ্ছে শত শত ময়ূর, যেন আকাশময় ফুটে উঠল হাজার হাজার ইন্দ্রধনু।

বাণের বাক্—বাঁশবনে কানা হয়ে ঘুরি অবাক্ ডোম, যে বাঁশই নিই, বেজে ওঠে রূপের বাঁশি—

হাজার ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল শাল্মলী তরু! ঠিক যেন হাজার বাহু মেলে দাঁড়িয়ে আছেন নটরাজ। এখনি ঝড় উঠবে, নড়ে উঠবে ডালপালা, নাচ শুরু হবে।

জাবালিঠাকুরের হাড়-পাঁজরা-বের-করা উঁচু-নিচু বুকের ওপর দিয়ে নেমে এসেছে ধবধবে পৈতে! ঠিক যেন গঙ্গার হাওয়ায় ঢেউ-ভাঙা জলে ভাসছে একগাছি পদ্মডাটার সুতো।

গাছের মাথায় মাথায় দিনশেষের পাখির মতো এসে বসল রোদ। গেরুয়া জলপ্রপাতের মতো পাটকিলে রোদ পদ্মের বন ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের গা বেয়ে যেন বুনো হাতির দল। আকাশপথে যেতে যেতে দিনলক্ষ্মীর পায়ের চুনীর নূপুরটির মতো খসে পড়ল সূর্য।

এক এক সময়ে মনে হয়, পত্রগুলি উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁর ভবঘুরে জীবনের প্রকৃতি-দর্শনের গোপন সঞ্চয় উজাড় করে ঢেলে দেওয়ার এক একটি পাত্র শুধু। একটু একটু করে চাঁদ উঠছে, অন্ধকার রাত্রির মুখের ওপর এসে পড়ছে চাঁদের আলো, বাকি সর্বাঙ্গ অন্ধকার—এই ছবিটিকে টাঙিয়ে দিলেন; কোথায়? চণ্ডালকন্যার মুখে। শ্যামা মেয়ের কানে-পরা গজদন্তের মাকড়িটি যেন চাঁদ। তার সুডৌল চিকন শ্যামলো গালে তার আভাটি চিকচিক করছে, বাকি অঙ্গ শ্যামা নিশীথিনী। আবার মনে হয়, এ তো যেমন-তেমন করে যেখানে-সেখানে টাঙিয়ে দেওয়া ছবি নয়। তাঁর অপরূপ-বর্ণী চোখের টানে আপনিই ঠিক জায়গায় ভেসে উঠেছে ঠিক ছবি—একটুও বেমানান নয়।

৩

বর্ণনার রাজা তিনি। এক বর্ণনা দু-বার নেই। শূদ্রকের প্রথম বর্ণনাটি মোটা মোটা তুলির টান। দূর থেকে একজন নামডাক-ওয়ালা রাজার সম্বন্ধে যেমন শোনা যায় সত্যোক্তি-অত্যুক্তি মিশিয়ে, ঠিক তেমনটি। তারপর দ্বিতীয় বর্ণনা চণ্ডালকন্যার চোখ দিয়ে। কাছ থেকে। অনভ্যস্ত চোখের রঙীন-বিস্ময়-ভরা শক্তিশালী অণুবীক্ষণে জমকালো সভায় জমকালো আসনে আসীন রূপবান রাজার রূপ—শুধু আপাদমস্তক

নয়, আনখশিখ—খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখা। যেন এক এক জায়গায় লেন্সটি ধরা হচ্ছে, আর রূপের ফোয়ারা শতধারে উছলে উছলে পড়েছে। কালো মেয়ের কাল্যে রূপ বর্ণনায় যেমন কালোর ফোয়ারা। তেমনি শাদা মেঘের শাদা রূপ বর্ণনাতেও অফুরন্ত শাদার ফোয়ারা, ধবল-শিলাতল-প্রতিঘাত-উৎপতন-ফেনিল শ্বেতপ্রপাত। ইয়ত্তা ধবলিম্নঃ, ধবলিমার শেষকথা।

কতবার কতরকম করে চাঁদ-ওঠা। কখনো ধবধবে আকাশখানি ধোঁয়া সিল্ক-সিল্ক বল্কলের মতো পরে তারা স্ত্রীদের নিয়ে উঠছে সূর্যের মৃত্যুসংবাদে বিষণ্ণ বৈরাগী চাঁদ। কখনো সে যেন মহাবরাহের দংষ্ট্রামণ্ডল, জোৎস্নায়-ভেসে-যাওয়া সৃষ্টির দুধসায়র থেকে আস্তে আস্তে তুলে ধরছে পৃথিবীকে। কখনো অন্ধকার-চন্দ্রশেখরের ঝাঁকড়া জটার মাথায় উঠছে চূড়ামণি হয়ে। কখনো পুষ্পধনুর একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের একমাত্র ছত্রটি হয়ে ছেয়ে ফেলছে নিখিলভুবন প্রেম-লাবণ্যে। কখনো অমৃতের ধুলোর ধুলোটের মতো জ্যোৎস্নায় গুঁড়োয় ঢেকে ফেলেছে চরাচর। কখনো সিংহের মতো কর-নখরে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে অন্ধকারের হাতিটার কুম্ভ, আর গজমোতিগুলো গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিচ্ছে আকাশময়, তার নাম জ্যোৎস্না।

পম্পা আর অচ্ছোদ। দুটিই সরোবর, কিন্তু দুটি দু-রকম। পম্পা মর্ত্যভূমির। অচ্ছোদ দিব্যভূমির। পম্পার গায়ে ধরিত্রী-মার মাটির গন্ধ। অচ্ছোদের জলে হিমালয়ের ছায়া।

সেইরকম তপোবনের, উজ্জয়িনীর আর হেমকূটের সূর্যাস্ত-সন্ধ্যা। তপোবনের সন্ধ্যা সম্ভবত কৃষ্ণপক্ষের। দেরি করে চাঁদ উঠেছে। উজ্জয়িনীর সন্ধ্যা অমাবস্যার অথবা ঘোর কৃষ্ণপক্ষের, চন্দ্রোদয় নেই। হেমকূটের মহাশ্বেতা-বর্ণিত জ্যোৎস্নার-প্লাবন-ডাকা সর্বনেশে সন্ধ্যা কি পূর্ণিমার?[১৪]

জাবালির তপোবনে নামছে কপিলা সন্ধ্যা—আকাশে একটি-দুটি লাল তারা। যেন দিনশেষে আশ্রমে ফিরছে লাল-তারা কপিলা গাইটি। ধীরে ধীরে সন্ধ্যারাগে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ, যেন পশ্চিম সমুদ্রের তীর থেকে লাফ দিয়ে উঠে আসছে অজস্র লাল আঁকশি বাড়িয়ে একটি টুকটুকে প্রবালের লতা। মনে হয়, আর কি কখনো কবে এমন সন্ধ্যা হবে। সন্ধ্যা যদি বা হয়, এমন ধূলি আর কখনো হবে কি? বিশ্বচরাচর-ঢেকে-ফেলা এতো ধূলি নয়, এ তাঁর কল্পনার রঙীন রেণুর ঝড়ে রাঙা ধূসর গোধূলি।

বাণভট্টের কানও কান নয়, একটি অণু-শ্রবণ যন্ত্র। তাতে শঙ্খকাহল পটহ দুন্দুভি বীণা, সারসের ক্রেঙ্কার, কুররীর অব্যক্তমধুর কূজন, ভোমরার গুঞ্জন, মেয়েদের আভরণ-ঝঙ্কার—এ সব তো ধরা পড়েই তা ছাড়া ভাঙা রাজসভার হট্টগোলের মধ্যে আলাদা আলাদা করে ধরা পড়ে মণির মেঝেতে প্রণামরত রাজাদের মুকুটের ঘষা-লাগার শব্দ, চামর-ঢুলুনিদের ঝুমঝুম নূপুরের ক্রমশ মিলিয়ে-যাওয়া আওয়াজ, এমনকি রত্ন-স্তম্ভের গায়ে কেয়ূরের আঁচড়ের ধ্বনিও।

গল্পের মাটি ধরে ধীরে ধীরে দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে শম্বুক গতিতে এগিয়ে চলেছে এমনি সব বর্ণনা। অথবা বলি, বর্ণনারই মাটি ধরে কচ্ছপের মতো গুটি-গুটি করে এগিয়ে চলেছে গল্প। দেখার মতো কিছু থাকলেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, ঘুরে ঘুরে দেখছে, শুঁকছে, চুকছে, তন্ন-তন্ন করে আস্বাদন করতে-করতে পৌঁছে যাচ্ছে ব্রহ্মাস্বাদে, অণুর মধ্যে বৃহতে, বৃহতের মধ্যে অণুতে। ধবধবে ছাতাটি, যেন দুধসায়রের

ফেনায় শাদা বাসুকির হাজার ফণা-মাথাটি, যেন জ্যোতির্মণ্ডল-পরিবৃত পূর্ণচাঁদ, যেন দশাননের বাহুদণ্ডে ধরে-থাকা রৌদ্রকরোজ্জ্বল-তুষারবৃত কৈলাস ! মাথায় রাঙা সাজ, উদয়-পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠে এল—ও কে ? সূর্য ? না, হাতি। দিনের শুঁড় বাগিয়ে সূর্য-হাতি।

কাদম্বরীর দুনো রস—গল্পরস, কাব্যরস। গল্পটি ঝিনুকের কৌটো, তার মধ্যে মুক্তা-লাবণ্যে টলটল করছে গুচ্ছ গুচ্ছ কবিতা। পাঠকের গল্পরস-পিপাসা বাণ তৃপ্ত করেন নি। আর কাব্যরস-পিপাসা ? তাই বা তৃপ্ত করেছেন কই ? অমৃতের পিপাসা তো চির-অতৃপ্ত।

৪

কাদম্বরী-কাব্য ও কবির পরিচয় বাণ নিজেই কথাচ্ছলে দিয়েছেন কয়েকবার। প্রথম হলো, কাদম্বরীর ভূমিকায় কথাকাব্যের প্রশস্তি-মূলক দুটি শ্লোক—৮ ও ৯। তার মধ্যে দুটি কথা বিশেষ লক্ষণীয়—১) রসের টানে আপনি দানা বাঁধবে শব্দ, আর ২) শ্লেষ হবে নিরন্তর। দ্বিতীয়ত বলছেন, উৎকৃষ্ট কবির গদ্য কেমন হবে ? না, তাতে বর্ণ-মালার বিচিত্র সমাবেশে ফুটে উঠবে কতরকমের নতুন নতুন অর্থের ঐশ্বর্য। আবার বলেছেন সুকুমার কাব্য কেমন হবে ? না, প্রকৃতিকে এবং মানুষকে সম্পূর্ণ নতুন ঢঙে দেখিয়ে দেবে, যা অন্যের কল্পনার বাইরে। চতুর্থত বলছেন, কবির মনোভূমি কেমন হয় ? না, শত শত উদ্দাম কল্পনার জনমস্থান, কী না কল্পনা করে ?[১৫]

অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কবির কাব্যে থাকবে শব্দের ঐশ্বর্য, অর্থের ঐশ্বর্য, কল্পনার ঐশ্বর্য। কাদম্বরীতে সবই আছে। আছে সেই দুর্লভ সমাবেশ, যার কথা তিনি বলেছেন হর্ষ-চরিতের ভূমিকায়—অভিনব কল্পনা, অ-গ্রাম্য বর্ণনা, অক্লিষ্ট শ্লেষ (এর অবশ্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ঘটেছে), লীলানৃত্য-চঞ্চল গাঢ়বন্ধ সার্থক শব্দাবলী এবং সর্বোপরি স্ব-প্রকাশ অনাড়ষ্ট রস।[১৬]

অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য তাঁর কল্পনাশ্রী-মণ্ডিত, অর্থের ঐশ্বর্যে ভরপুর ভাষা। তাঁর উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর 'অন্তর মাঝে বসি অহরহ' মুখ হতে ভাষা কেড়ে নিয়ে নিজের ভাষায় বলে চলেছেন তিনি, যেখানে বর্ণনা সেখানে তো বটেই, এমন কি যেখানে সংলাপ সেখানেও। পাত্র-পাত্রীরা সবাই বাণেরই বহুরূপ। সবাই কবি, মহাকবি—তরলিকাও। কপিঞ্জল প্রেমার্ত পুণ্ডরীকের অবস্থা কিছুটা যেন নিজের ভাষায় বলতে শুরু করে-ছিলেন, কিন্তু বাণ মাঝখানে এসে তাঁর কথা 'অচ্ছিদ্য' (কেড়ে নিয়ে) নিজের ভাষায় বলতে শুরু করলেন, আর কি সে ভাষা ! শব্দে-অর্থে অর্ধনারীশ্বর।

অত্যুক্তি যে কত বড় অলঙ্কার, তা বোঝা যায় বাণ পড়লে। এমন অনুভূতিও আছে, এমন দৃশ্যও আছে, যা বলে বলে শেষ করা যায় না। এমন রসিকও আছেন, যিনি বলে বলে শেষ করতে পারেন না—যিনি প্রতি সান্তেই অনন্ত-দর্শী প্রতি রূপেই বিশ্বরূপ-দর্শী। তাঁর যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে, তাঁহা তাঁহা সৃষ্টি স্ফুরে। এক একটি দৃশ্যকে, ব্যক্তিকে, ঘটনাকে ঘিরে এক একটি রস-লোক। তখন অত্যুক্তিই হয়ে ওঠে স্বভাবোক্তি। মনের সেই অবস্থার ভাষাই হলো অত্যুক্তি, তাকে জবড়জং বা বাড়াবাড়ি বলে ঠেললে কি হবে ? যেমন, পুণ্ডরীক-দর্শনে মহাশ্বেতার ভাব—স্তম্ভিতেব, লিখিতেব,

উৎকীর্ণেব, সংযতেব, মূর্ছিতেব……পড়তে পড়তে অলঙ্কার হয়ে ওঠে কাব্য-সরস্বতীর অঙ্গদ্যুতি, অঙ্গদ্যুতি হয়ে যায় প্রাণ, প্রাণ হয়ে যায় আত্মা।

৫

প্রতিভার বুঝি বিশ্লেষণ হয় না। কেননা, প্রতিভা দেয় রসানুভূতি—যা ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর অখণ্ড অবিভাজ্য অবিশ্লেষ্য। কিন্তু প্রতিভার একটি অভিন্নহৃদয়া সহচরী আছে—চন্দ্রাপীড়ের যেমন পত্রলেখা—যেটি শয়নে স্বপনে জাগরণে ছায়ার মতো তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। তার নাম ব্যুৎপত্তি, অর্থাৎ নানান বিষয়ে জ্ঞান। এর বিশ্লেষণ চলে। বাণের এদিকটিও বিস্ময়কর। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অধ্যাপনা ইত্যাদির জন্য বিখ্যাত বংশের উত্তরাধিকার তিনি পুরোমাত্রায় পেয়েছেন। তখনকার ভাস-কালিদাস-গুণাঢ্য-সুবন্ধু-হরিচন্দ্র-সাতবাহন-প্রবরসেন-আঢ্যরাজে গমগম সাহিত্যজগতের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়েছেন প্রাণ ভরে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন কবি। ভবঘুরে জীবনে অনেক বিদগ্ধগোষ্ঠীতে তিনি বসেছেন, মিশেছেন, থেকেছেন অনেক গুরুকুলে। এক একসময় মনে হয়, তাঁর এক-একটি কথা যেন কবিবন্ধুর সঙ্গে আলোচনার এক-একটি টুকরো। যেমন মহাশ্বেতার বর্ণনায়—অসমস্তপদবৃত্তিমিব অদ্বন্দ্বাম্, আর্যামিব সমুপাত্ত-যতিগণোচিতমাত্রাম্। তাঁর সময় সুভাষিত-বলাবলি ছিল রেওয়াজ, একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।

রামায়ণ মহাভারত পুরাণ আর বৃহৎকথা—এই চারিটি স্বর্ণখনিতে তাঁর ছিল অবাধ আনাগোনা। এ-সোনা দিয়ে তৈরি তাঁর অলঙ্কার। বানরদের চেঁচামেচিতে অস্থির রাজবাড়ির উপমা হলো বানরকাহিনী পূর্ণ রামায়ণ। চন্দ্রপীড়ের দিগ্বিজয়-প্রস্থান তাঁকে মনে করিয়ে দেয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের হুলস্থুল। কাদম্বরীর মধ্যে তিনি দুবার মহাভারত পাঠ করিয়েছেন, একবার মহাকাল-মন্দিরে, যা শুনে বিলাসবতী সন্তানহীনতার ব্যথা নতুন করে অনুভব করলেন। আর একবার হেমকূটের প্রাসাদে নারদকন্যার মুখে। অগস্ত্যাশ্রমের বর্ণনায় এঁকেছেন রামসীতার বনবাসের মধুর-করুণ ছবি।

সমুদ্রমন্থনের গল্পটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। তিনি যেন এটিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে, সমাসে ভরে, অজস্র চুমকির মতো ছড়িয়ে দিয়েছেন কাদম্বরীর সর্বাঙ্গে। তাছাড়া তাঁর বিশেষ প্রিয় হল প্রলয়ের গল্প, বরাহ ও নৃসিংহ অবতারের গল্প, মদন-ভস্মের গল্প, কৃষ্ণ-বলরাম-কাহিনী ইত্যাদি। শিব তাঁর ইষ্টদেবতা। দেবী চণ্ডিকারও ভক্ত তিনি। তাঁর উপমার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণেই ঝিলিক দিয়ে ওঠে শিবের হাসি, জটা-বিহারিণী গঙ্গা, মাথায় চাঁদ, চণ্ডিকার খড়্গ, ত্রিশূল, রাঙা চরণ। অন্ধকার-চন্দ্রশেখরের কুণ্ডলীকৃত জটা থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে গঙ্গাবতরণ করে জ্যোৎস্না। চণ্ডালমেয়ের আলতা-পরা পা দুখানি টুকটুক করে যেন মহিষাসুরের রক্তে লাল দেবীর চরণ। উজ্জয়িনীর সুধা-ধবলিত অট্টালিকাগুলি যেন নৃত্য-চঞ্চল শিবের অট্টহাস্য। শবর-সেনাপতি ভ্রূকুটি যেন দেবীর ত্রিশূলের দাগ, আর তার মহিষ-রক্ত-রঞ্জিত শরীর যেন মহিষাসুরের রক্তমাখা দেবীর খড়্গ।

জ্যোতিষশাস্ত্র এবং হয়ত জ্যোতির্বিদ্যায়ও তাঁর দখল ছিল[১৭]। অজস্র উপমায় ও বর্ণনায় তার প্রমাণ আছে। কৃত্তিকা, অশ্লেষা, শ্রবণা, ভরণী, চিত্রা, মৃগশিরা, মূলা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া-পূর্বষাঢ়া ইত্যাদি রাশিচক্রের তারা, চাঁদের রাশিচক্র-ভ্রমণ, সূর্যের

বিবিধ গতি, সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ, তৎসম্পর্কিত সূক্ষ্ম গণনা, মহাগ্রহদশা ইত্যাদির উল্লেখ আছে কাদম্বরীতে। তাছাড়া আকাশ দেখতেও তিনি ভালবাসতেন। তাঁর হৃদ্‌-গগনই যে শুধু কল্পনার তারাফুলে ছাওয়া তাই নয়, বহির্গগনও তিনি দেখেছেন চোখ মেলে প্রাণ ভরে। দেখেছেন সপ্তর্ষি, ধ্রুব, অগস্ত্য, ত্রিশঙ্কু। দেখেছেন পুণ্ডরীকের কানের পারিজাত-মঞ্জরীর মতো কৃত্তিকা-তারার ঝুমকোটি। দেখেছেন সন্ধেবেলা আকাশে কেমন বাহার দিয়ে ওঠে কালপুরুষ, ছায়াপথের আবছায়ার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায় মুলা-ঝকঝকে বৃশ্চিক রাশি।

পশু-পাখি-গাছপালার নিপুণ পর্যবেক্ষণের প্রমাণ পাই কাদম্বরীতে। বাণের সব থেকে প্রিয় পশু বোধ হয় হাতি। তাঁর রচনারীতির মতোই অলঙ্কৃত ধীরগামী মহিমান্বিত রাজহস্তী এবং বুনোহাতি দুই-ই তিনি খুঁটিয়ে বর্ণনা করেছেন বারবার। তাঁর বর্ণনার উপমান হতেও হাতি সবসময় প্রস্তুত। চামরের সাজ পরা হাতির মতো সূর্য, হাতির মতো অন্ধকার, পাহাড়ের পথ বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকা হাতির দলের মতো পড়ন্ত রোদ। সিংহ, ঘোড়া এ দুটিও তাঁর প্রিয়। অশ্বরাজ ইন্দ্রায়ুধের বর্ণনাটি অদ্ভুত। এ ছাড়াও যখনই যেটি বর্ণনা করেছেন, সেটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কঙ্কোলগাছের ডাল ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে ছটফটের একশেষ বানরগুলো, আমের পাতা ডাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে হয়রান করছে রাজবাড়ির ভৃত্যদের। উড়ন্ত টিয়ার ঝাঁক, তাদের অজাতপক্ষ কচি বাচ্চাগুলি, ক্লান্তিতে গলা-ঝুলে পড়া পাখি, বনভূমির মধ্যে হঠাৎ হাওয়ায় ওড়া করঞ্জা ফুল, ধূসর-পেট পুঁটিমাছ—কি দরদ দিয়েই দেখেছেন। সবই হয়ে গেছে তাঁর চিত্তভূমির পলিমাটি।

ইতর প্রাণীকেও তিনি মানুষের মতো বিশেষণ দেন। তাঁর 'বুড়ো হাঁসের মতো চাঁদ' ইত্যাদি মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দের 'রোগা শালিক'কে। আর অপূর্ব সুন্দর ভোরের পটভূমিকায় বীভৎস শবর-মৃগয়া যেন জীবনানন্দের 'শিকার' কবিতাটি। 'কুরর-কামিনীর' অব্যক্ত মধুর কূজনের সঙ্গে ধনুটঙ্কারের তুলনা—তাঁর অসীম অনুকম্পার এক অনন্য উদাহরণ।

বাণভট্টের প্রথম-জীবন ভদ্র সামাজিকের গণ্ডীবদ্ধ নিয়মানুবর্তী জীবন ছিল না। আত্মীয়-বন্ধু-হিতৈষীদের উপহাস শিরোধার্য করে তিনি অন্তঃপুরুষের তাড়নায় পথে বেরিয়ে ছিলেন। এই পথ-চলা জীবন তাঁকে দিয়েছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের 'সাহিত্য' (=সহিত-তা) অর্থাৎ গভীর সান্নিধ্য, ঘনিষ্ঠতা, নিবিড় আত্মীয়তা। এই সাহিত্যেরই ফসল তাঁর সাহিত্য। রাজরাজেন্দ্র শূদ্রকের মাণিক্য-দ্যুতিচ্ছুরিত জমকালো সভায় তিনি এনে হাজির করেছেন এক চণ্ডালের কুঁয়ারীকে—কুণ্ঠিত পদসঞ্চারে নয়, প্রগল্‌ভ সপ্রতিভ দ্বিধাহীন পদক্ষেপে। সে-মেয়ের কালো রূপের এমনই দীপ্তি যে সভাস্থ সমস্ত রাজন্যবর্গকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে, রমণীবিমুখ শূদ্রককেও বলতে হয়েছে, আশ্চর্য! এই চণ্ডালমেয়ের আনা শুকের মুখে তাঁর গল্প শুরু হয়েছে রাজ-গৃহে। সাহিত্যের স্পর্শমণির ছোঁয়ায় চণ্ডাল-পল্লী শুক-সমাজ শাল্মলী প্রাণ-পরিবার লতা-বৃক্ষ-বনস্পতিময় বিন্ধ্যের অরণ্যানী রাজপ্রাসাদ সব একাকার হয়ে গেছে। শবরমৃগয়া, শবরসৈন্য এবং শবরসেনাপতি মাতঙ্গের বর্ণনা, তথা শবরচরিত্রসমালোচনা—এসবও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের ফল। তমাল-তরু বা পম্পা-সরোবরের বর্ণনাও তিনি শবর-পুলিন্দ-সুন্দরীদের কথা ভোলেন নি। তাঁর

প্রতিভার অচ্ছোদ-পম্পা-সায়র যেমন সিদ্ধাঙ্গনা নিষিপ্ধাঙ্গনাদেরও প্রসাধন-স্বর্ণে ঝিকমিক চিকমিক ঝলমল করছে। এমন কি তিনি তাঁর ছেলের—যাঁরা পোশাকী নাম ভূষণভট্ট—নাম রেখেছিলেন পুলিন্দ বা পুলিন। এতেই প্রমাণ হচ্ছে তাঁর অনার্যজনপ্রিয়তা। এখন যেমন কেউ কেউ শখ করে ছেলেমেয়ের নাম রাখেন ম্যাক্স বা সোনিয়া বা মোনালিসা বা সুরাইয়া, কিন্তু জেনেশুনে কেউ কি রাখবেন মাতঙ্গ বা কালকেতু বা একলব্য বা সুরসা ?

এ-ও লক্ষণীয়, বাণভট্টের বংশে দুজন ছিলেন শূদ্রানী মাতার সন্তান। এঁদের নাম চন্দ্রসেন ও মাতৃষেণ। বন্ধুদের তালিকায় বাণ সাদরে এঁদের উল্লেখ করেছেন 'পারশব ভ্রাতা' বলে। এঁদের সঙ্গে বাণের বিশেষ সম্পর্ক বা হৃদ্যতা ছিল, কেননা পরে বাণের গৃহেই চন্দ্রসেনকে দেখি। মেখলকের আগমন-সংবাদ চন্দ্রসেনই তাঁকে দিয়েছেন, এবং তিনিও চন্দ্রসেনকেই বলেছেন তাঁর আহারাদির ব্যবস্থা করতে।

৬

বাণভট্ট মানুষটি ছিলেন-অসাধারণ কৌতুকী। লম্বা লম্বা সমাসের ঘন দাড়িগোঁফের জঙ্গলের মধ্যে থেকে উঁকি দিচ্ছে কত যে একটুখানি মুচকি হাসি, চমকে দিচ্ছে কত যে হো হো অট্টহাসি, সে শুধু জানেন তাঁর অন্তর্যামী কাব্যপুরুষই/কাব্যপুরুষী! মানুষ তো বটেই, এমন কি পশু-পর্যন্ত তাঁর কৌতুকের পাত্র। মুনি ঋষি দেবতা কাউকে ছেড়ে কথা কন নি।[১৮]

অমন নিষ্ঠুর শিকারের মধ্যেও হঠাৎ একটুকরো কৌতুক—কৌলেয়ক-কুটুম্বিনী, কুকুর-গিন্নী! দাঁতের ওপর শুঁড়টি তুলে দিয়ে, চোখ দুটি আধ-বুজিয়ে গন্ধমাদন গান শুনছে। তপোবনে বাচ্চা হাতিরা পদ্মডাঁটার সুতো মনে করে টানাটানি করছে সিংহ-মশায়ের কেশর, আর তিনিও সেটি দিব্বি চক্ষু বুজিয়ে উপভোগ করছেন!

গাছে তুলে দিয়ে হঠাৎ মই কেড়ে নেন বাণ। তারাপীড়ের সুদীর্ঘ মহিমান্বিত বর্ণনার পর উপসংহার কি? না, ফূর্তি করতেন! পত্রলেখার অমন চমৎকার রূপটি দেখতে দেখতে পাঠক যখন বিভোর তখন হঠাৎ বলে বসলেন, মেয়েটি বড্ড বেশি পান খায়, তাই ঠোঁট দুটি কালো মেরে গেছে। কেয়ূরকের বেলাতেও তাই। এমন কি কাদম্বরীর বেলাতেও তাই। স্বহস্তে নায়িকাকে বসিয়ে দেওয়ার এমন দৃষ্টান্ত আর আছে কি?

এই পৃথিবীর দ্বিতীয় ব্রহ্মা, দ্বিতীয় সূর্য স্বয়ং ভগবান্-জাবালিরও রেহাই নেই তাঁর হাত থেকে। হতে পারে তিনি মহাশক্তিধর সিদ্ধপুরুষ, তা বলে তাঁর গাল দুটি যে তোবড়ানো, কানের মধ্যে অ্যাত্তো বড় বড় লোম, এবং চোখের পাতা প্রায় নেই বললেই চলে—তা তো আর অস্বীকার করা যায় না। আর তাঁর 'দিব্য' কৌতুকের তো অন্তই নেই। গরুড়বাহন শেষ-শয্যাশায়ী নারায়ণের গরুড়-চড়া এবং নোনাজলে সাপের বিছানায় শোওয়া যে দুটি মোটেই-সমর্থন-করা-যায়-না নেশা-মাত্র, এবং ত্রিভুবন-বিখ্যাত কৌস্তুভ-মণিটি যে একটুকরো পাথর ছাড়া আর কিছু নয়, মাথার চাঁদটির জন্য চন্দ্রশেখর যে রীতিমত গর্বিত, ষড়ানন কার্তিকের বিখ্যাত ছটি মুখ যে কোন বাহাদুরির ব্যাপারই নয়, বরং তাঁর রীতিমত লজ্জিত হওয়া উচিত এরকম বিদঘুটে কিম্ভুত চেহারার জন্যে, যেমন হওয়া উচিত চতুর্থ অবতার স্বয়ং শ্রীনৃসিংহ দেবের, এমন কি গণপতির হাতি-মুখের

গাল বেয়ে যে মদধারা পড়ে, এসব তথ্য বাণ পড়েই প্রথম জানা যায়। আর লক্ষ্মী-ঠাকরুণ! আহা বাণের হাতে পড়ে তাঁর কি দুর্দশা![১৯] রামের বিশেষণ দিচ্ছেন, তার মধ্যেও লক্ষ্মীর প্রতি একটু মুচকি হেসে কটাক্ষ—দশবদন-লক্ষ্মী-বিভ্রম-বিরামো রামঃ, সেই যে-রামের হাতে দশাননের লক্ষ্মীর ছলা-কলার অবসান ঘটেছিল! শুকনাসের উপদেশ-ভর্তি এমন সব ব্যঙ্গ-কৌতুক—লক্ষ্মী, মদান্ধ রাজারা এবং তাঁদের খোশামুদে ধূর্ত মোসাহেবদের নিয়ে। লক্ষ্মী নাকি রাজাদের ভুরু-কুঁচকোনর পাঠ নেওয়ার সঙ্গীতভবন!

তাঁর কাব্যে অন্তঃপুরিকারা রগড় করে মহারাজের চলন-বলন নকল করে, বুড়ো কঞ্চুকীদের মুখে আলতা মাখিয়ে রঙ্গ করে রাজ-শিশু, বুড়ো পুরুতের সঙ্গে বুড়ি দাসীর বিয়ে দিয়ে বসন্তোৎসবের আনন্দে মাতে জনপদবাসী, রাজধানী এবং রাজবাড়ির লোকেদের একটি প্রধান গুণ হলো পরিহাস-নৈপুণ্য, শুকসারীও পরিহাস-নিপুণ, এমন কি—একটি শুকের নামই হলো পরিহাস।

কাব্য-প্রবেশ ও অনুবাদ-প্রসঙ্গ

কাদম্বরী পড়ার মেজাজ আলাদা।

গল্প একটা আছে বলেই—এবং খুবই আশ্চর্য সে-গল্পের গাঁথুনি-বুনুনি—যে সেই গল্পটাকে তাড়াহুড়ো করে শেষ করে ফেলতে হবে, এমন প্রতিশ্রুতি বাণভট্ট পাঠককে কোথাও দেন নি। এবং সে যুগের পাঠক—অর্থাৎ শ্রোতা—তাঁর কাছে সে প্রতিশ্রুতি চায়ও নি। তিনি যা লিখতে বসেছেন, তা হলো কাব্য, কাব্যে-গাঁথা উপন্যাস, তবে সে-কাব্যের ভাষা মাপা ছন্দের পদ্য নয়, অমিত ছন্দের গদ্য—এই মাত্র তফাত। রঘুবংশ যেমন একনিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায় না, তেমনি কাদম্বরীও যাবে না, এটা পাঠককে ধরেই নিতে হবে। বললে চলবে না, 'এই যে শবর-সেনাপতি মাতঙ্গ—এর এত লম্বা বর্ণনার দরকারটা কী ছিল? মূল কাহিনীর সঙ্গে এর তো বিশেষ কোন যোগ নেই। অল্পে সারলেই হতো।' একটি বিরাট স্থাপত্যে বা ভাস্কর্যে যেমন প্রতিটি মূর্তিই, প্রতিটি অংশই গড়তে হয় অনেক যত্ন নিয়ে, নিখুঁত করে, ঠিক তেমনি করেই কাদম্বরী রচেছেন বাণভট্ট। তাঁর কবিচিত্ত যখন যাকে আঁকড়ে ধরছে, তার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার সমস্ত শিল্প-নৈপুণ্য, বৈদগ্ধ-বিলাস নিয়ে সে-চিত্তের নিত্যসহচরী প্রতিভা-প্রপাতিনী! যতক্ষণ না তার খেলা শেষ হয়, কি হয়েছে, অপেক্ষা করবে গল্প। অত তাড়া কিসের?

কাহিনীর সোনার জমিতে কত নক্সার কত বিচিত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য করতে করতে চলেছেন কবি-উর্ণবাভ-স্রষ্টা বাণ। সৃষ্টি করে চলেছেন নিজের ভেতর থেকে এক স্বপ্নের ভুবন। সেই বাণলোকে ঢোকার আগে বাণের ভাষা আর ভঙ্গির সঙ্গে একটু পরিচয় করে নেওয়া দরকার।

শব্দ-বংশীর বিমুগ্ধ হরিণী বাণ। সেই বংশী-ধ্বনিতে আত্মহারা হয়ে 'হারিণা প্রসভং হৃতঃ' তিনি কোথা থেকে কোথায় চলেছেন। অথবা শব্দই যেন মায়ামৃগী—তার পেছনে ছুটেছেন সহস্রবাণ হয়ে বাণ। অথবা শব্দই যেন বাণ (তীর)—সেই বাণে আমূলবিদ্ধ হয়ে তাঁর হৃদয় সহস্রবর্ণ ফোয়ারা হয়ে সহস্রধারে উৎসারিত হচ্ছে। এই হলো তাঁর শ্লেষের রহস্য।

কথায় কথায় পাতায় পাতায় শ্লেষ। এক একটা শব্দের এবং শব্দগুচ্ছের বিচিত্র

অর্থকলাপ যেন তাঁকে পেয়ে বসে, এবং সেই ময়ূরটাকে তিনি নাচাতে থাকেন উপমায়, বিরোধাভাসে, পরিসংখ্যায়, উভয়ান্বয়ে।

উদাহরণ দিই। চণ্ডালমেয়ের উপমা দিতে দিতে বললেন 'অরণ্যভূমিম্ ইব অক্ষত-রূপসম্পন্নাম্'। পাঠক হোঁচট খেল। মেয়েটি অক্ষত-রূপসম্পন্না অর্থাৎ নিখুঁত রূপসী হতে পারে, কিন্তু বনভূমি তো তা নয়? বাণ বললেন, তোমার অভ্যস্ত-শব্দরূপ-দর্শী চোখটাকে একটু নাড়া দাও। দিতেই ক্যালিডোস্কোপের বদলে-যাওয়া নক্সার মতো শব্দের আর একটা নক্সা ফুটে উঠল—অক্ষতরু-উপসম্পন্নাম্। বনে থাকে অক্ষতরু, বয়ড়া গাছ। আর এ মেয়েটি হলো নিখুঁত রূপের ডালি। শব্দের টানে দুজনেই অক্ষতরূপসম্পন্না।[২০] এ হলো সভঙ্গ শ্লেষ, অর্থাৎ শব্দটিকে দুবার দুরকম করে ভাঙতে হবে। সেরকম আছে অভঙ্গ শ্লেষ। যেমন বিন্ধ্যাটবীর বর্ণনায় বললেন 'বিরাটনগরী ইব কীচকশতাবৃতা', যেন বিরাটের রাজধানী, যেখানে থাকত একশ কীচক। কিন্তু বিন্ধ্য-বনে তো একশ কীচক থাকে না। তবে? কীচক মানে এক বিশেষ ধরনের বাঁশ যার মধ্যে দিয়ে হাওয়া বইলে শব্দ হয়, এরকম শত শত বাঁশে ভর্তি বিন্ধ্যের বনভূমি। সংস্কৃত সমাসের সুবিধে নিয়ে 'শত' শব্দের একবার অর্থ হলো একশত, আর একবার শত শত। আবার এক সমাস, একই পদ-সমষ্টি, কিন্তু অনেকরকম ব্যাস—তার থেকেও জন্ম নিয়েছে কত শ্লেষ, যেমন কৃত-কৃষ্ণসার-বিষাণ-কণ্ডূয়ন (পৃ ১১৬)।

এরকম উদাহরণ অজস্র। তখনকার দিনের পাঠক মানে ছিল শ্রোতা -এটা মনে রাখলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সে শব্দ দেখত না, শুনত।

বিরোধাভাস বাণের অতিপ্রিয় একটি অলঙ্কার। ধাঁধার মতো। প্রথমে মনে হবে উল্টোপাল্টো কথা, তারপর দেখা যাবে ঠিকই আছে। যেমন উজ্জয়িনীর বর্ণনা করতে করতে বললেন 'রক্তবর্ণা অপি সুধাধবলা', তার রংটা লাল, তবু চুনকামে শাদা! কি করে হয়? রক্তবর্ণা শব্দের অর্থটি পালটে নিতে হবে, মানে হবে অনুরক্ত-বর্ণা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সব ক'টি বর্ণ পরস্পর মিলে-মিশে থাকে উজ্জয়িনীতে।

পরিসংখ্যা তাঁর আর একটি প্রিয় অলঙ্কার। জাবালির আশ্রমে 'মূলানাম্ অধোগতিঃ' অধোগতি হত শুধু শেকড়গুলোরই বাসিন্দাদের নয়। অধোগতি শব্দের দুটি অর্থ। একটি মাটির নিচে যাওয়া, একটি অধঃপতন।

উভয়ান্বয়ও অজস্র আছে। যেমন 'নব-নলিন-দল-সম্পুট-ভিদি কিঞ্চিদ্ উন্মুক্ত-পাটলিম্নি' (অনুবাদ, পৃ ৬)—কিঞ্চিৎ শব্দটি দুটিকেই যাবে। তার মধ্যে কিছু আবার শ্লিষ্ট। যেমন 'অধরীকৃতসর্বস্নেহেন'।[২১]

কাদম্বরী হাতে নিয়ে প্রথমেই যেটি চোখে পড়ে. সেটি হলো এর সমাসবাহুল্য আর দূরান্বয়। মনে হয়, এই জঙ্গল ভেদ করব কি করে? তারপর একটু ঠাহর করলেই দেখা যায়, ওটা তাঁর রচনার একটা ভঙ্গিমাত্র। আসলে এক-একটি সমাস এক-একটি ছদ্মবেশী বাক্য। যেন গানের এক-একটি তান, সুরটা ক্রমশ ফুটছে। যেন ওস্তাদের তুলির এক-একটি আঁচড়, ছবিটা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। সেই সব বিশেষণ-হয়ে-যাওয়া সমাস-সম্পুটিত বাক্যগুলির শেষে অনেক দূরে হাসিমুখে অপেক্ষা করে আছে মূল বিশেষ্যটি, আর পাঠকের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতর্পণ ঘটিয়ে তার মধ্যে একে একে এসে মিলে যাচ্ছে বিশেষণগুলি তাদের ডালপাল ফুলফলসমেত, যেন তান-কর্তব সেরে স্থায়ীতে ফিরে এল সুর। যেন দল-উপদল-মেলা এক-একটি পদ্মশ্রী। কাদম্বরী সেই

সব শতদলের মেলা, মালা। ফুটে আছে, ভাসছে, দুলছে অনির্বচনীয় রসের অচ্ছোদ-সরসীনীরে।

বাণের এই রচনারীতির আলঙ্কারিক নাম হলো পাঞ্চালী। আবার মাঝে মাঝে ,ব্যবহার করেছেন বৈদর্ভী রীতি—ছোট্ট ছোট্ট বাক্য, সমাস আছে কি নেই, মনে হয়, হঠাৎ যেন ফাঁকা মাঠে এলুম। যেন জমকালো সাজ-পরা করেনুকার পিঠে ফুরফুর করে উড়ছে পতাকার আঁচলটি। আসলে পাঞ্চালী নয়, বৈদর্ভী নয়, গৌড়ী নয়—বাণের রীতি বাণেরই নিজস্ব—'বাণী'।

সেই বাণীতে কান পাততেই শুনতে পেলুম বাণের গলা—বাণ কথা কইছেন বাংলা-দেশের জংলা-মেঠো-বন-পাহাড়ী সুরে। অর্থাৎ বাণের গম্ভীর-ললিত সংস্কৃতে এমন শব্দ কমই আছে, যার ঠিক পাটা প্রতিশব্দটি চলিত বাংলায় নেই। এমন কি গেঁয়ো যা দাসী-বাংলাতেও বাণের ভাব অনায়াসে প্রকাশ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তো.চলিত-বাংলার ঐশ্বর্য বাণকেও ছাড়িয়ে যায়। যেমন 'সসম্ভ্রম'-এর বদলে হন্তদন্ত, ত্রস্তে-ব্যস্তে, আর্থোবিথে, শশব্যস্তে, ধড়মড়িয়ে ইত্যাদি।

অর্থাৎ? লুকিয়ে আছে মাতৃভাষা সব ভাষারই অন্তরে। বিশেষ করে সে ভাষা যদি হয় বাণের মতো.মহাকবির. সর্বগামিনী সর্বান্তর্যামিনী-ভাষা। আর সে মাতৃভাষাটি হয় বাংলার মতো কোন অনন্তভাবময়ী অফুরন্ত শব্দ-সম্পদ-শালিনী অক্ষয় নিঝরিণী অথবা কোন ত্রিলোক-ছাওয়া কল্পতরু, যার তলায় গিয়ে আঁচল পেতে দাঁড়ালেই শিশির-টুপটাপ শিশির টুপটাপ ঝরে পড়ে কত রকমের শব্দ—তৎসম, অর্ধ-তৎসম, দিশী, বিদেশী, শহুরে, গেঁয়ো, রূপকথা-মোহ-মোহ, ছেলেমানুষি, বুড়োমানুষি, মেয়েলি, পুরোন, নতুন, পুরোনতুন।

সেই সব শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বাণের পরিদৃশ্যমান পদাবলীর ফাঁকে ফাঁকে আবার উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল অদৃশ্য সব শব্দ। যেমন—শিকারের বর্ণনায় 'সরভস-সারমেয়-বিলুপ্যমানাবয়বানায়ম্'—এখানে অর্থ হলো সরভস-ধাবিত-সারমেয়…। পত্রলেখায় বর্ণনায় 'বহল-তাম্বুল-কৃষ্ণিমা…'-র অর্থ হলো 'বহল-তাম্বুল-চর্বণ-কৃষ্ণিমা…'. উভয়ান্বয়ের কথা আগেই বলেছি। আর শ্লেষ তো আছেই। দিবসকর-বারণ মানে শুধু সূর্য-হাতি নয়, দিবস-কর-দিবসকর-বারণঃ, অর্থাৎ দিনের শুঁড় বাগানো সূর্য-হাতি।

আবার একই শব্দের অনেকগুলো অর্থ, সবগুলিই খাটে। যেন একটি শব্দকে ভাঙতেই বেরিয়ে পড়ল একরাশ শব্দ। 'বিবর' থেকে আবডাল হাঁ, চিড়, ফোকর। 'ক্ষুভিত' থেকে কম্পিত, তরঙ্গিত, বিক্ষুব্ধ। এমন কি, যদিও জানা কথা, তবু চোখে পড়ে না, বহুবচনের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে একবচনেরা। তাই 'পাদপাঃ' মানে শুধু অনেক গাছ নয়, গাছ আর গাছ আর গাছ। 'ত্র্যম্বক-পাদ-পাংশবঃ' ভাঙলে পাওয়া যায় ত্র্যম্বক-পদধূলি আর আর ত্র্যম্বক-পদধূলি আর ত্র্যম্বক-পদধূলি। কোথাও আবার শব্দার্থের মধ্যেই দ্বিরুক্তি রয়েছে। যেমন 'অনুগম্যতাম্' পেছন-পেছন যা—বললে হয় না। বলতে হয়, ধাওয়া কর্ ধাওয়া কর্।

এ সমস্ত লক্ষ্য করতে করতে অনুবাদ হয়ে দাঁড়াল সংস্কৃত ও বাংলা শব্দে-শব্দে বাগ্‌ভঙ্গিতে-বাগ্‌ভঙ্গিতে জোড় মেলানোর সহজ-কঠিন খেলা। ফল দাঁড়াল এই ধরনের—

কৌতুকাধিক রাগ—নেশা। বৈদগ্ধ্যবিলাস—মুন্সিয়ানা। কুমতি-মনো-মোহ-বিলসিত—গোঁয়াতুর্মি। অভিনিবেশ—চাড়। দিবসকর-মরীচি বা আশিশিরকিরণ-দীধিতি—রোদ। অখিলমন্ত্রিমণ্ডলপ্রধান অমাত্য—প্রধানমন্ত্রী। পরিণীত. নিঃশেষপীত—চোঁ করে সবটা, আচ্ছা করে, খেয়েছিল। মুহূর্তম্ ইব—ঘণ্টাখানেক। উচিত কর্তব্য=অভ্যস্ত কর্তব্য>কর্তব্যটি। তাং ব্যসনিতাম্=সেই নেশা>নেশাটি। অনবরত উৎসব—লেগেই আছে বারোমাসে তেরো পার্বণ মেলা মোচ্ছব। পরিহরতি—চৌহদ্দি মাড়ায় না। অকান্ডে—কথা নেই বার্তা নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি। কোথাও কোথাও তো বাংলা বাগ্-ভঙ্গি সশরীরে উপস্থিত সংস্কৃতে—যেমন পত্রপাঠ, বয়ে গেছে।[২২]

শুধু শব্দ কেন, প্রত্যয়কেও কি বাদ দেওয়া যায় অনুবাদে? যেমন কুতুহলিনী। এখানে ইনি-প্রত্যয় শুধুই 'আছে'—অর্থে নয়, 'প্রচুর-আছে' এই অর্থে। অর্থাৎ মেয়েটির যে শুধু কৌতুহল আছে তাই নয়, কৌতুহলে একেবারে মরে যাচ্ছে সে, চন্দ্রাপীড়কে দেখবে বলে।

বাংলা ভাষারীতির টানে কোথাও সর্বনামের জায়গায় বিশেষ্য এসেছে, কোথাও বিশেষ্যের জায়গায় সর্বনাম। অনেক জায়গায় অসমাপিকা ক্রিয়ায় জায়গায় সমাপিকা ক্রিয়া।

লিখিত কাব্যভাষা শেষ পর্যন্ত কী? হৃদয়-প্রবাহে ভাসমান কয়েকটি শব্দখণ্ড বৈ তো নয়। সে শব্দমালা যতই রমণীয় হোক, তার থেকেও রমণীয় হলো ঐ অন্তঃসলিল, যার তরঙ্গে সে ভাসছে রক্তপ্রবাহে রক্তকণিকার মতো। অনুবাদকের কর্তব্য বড় কঠিন। তাকে ঐ লিখিত শব্দ ধরে ডুব দিতে হবে ঐ চিৎ-প্রবাহে, ছোট ছোট তানে সন্তত ঐ মহা-তানে। শুধু শব্দশঃ অনুবাদে তো ঐ প্রবাহ, ঐ ঐকতান ধরা পড়বে না। আবার যা লিখিত নেই, অনুবাদে সেটি প্রকাশ পেলে পাঠক ভ্রূকুঞ্চিত করে বলবেন, কই এ তো ঠিক অনুবাদ হয় নি। কোন্ কথা, কোন্ ভাব কবির চিৎ-তরঙ্গ-প্রবাহের (চিত্ত-রঙ্গ-প্রবাহের) মধ্যে ছিল, আর কোনটা ছিল না, কোন্ অণু বাদ গেল, আর কোনটি অনুবাদ হলো—তার বিচার করবে কে? বিচার করতে পারে একমাত্র সহৃদয়ের তন্ময়ীভূত চিত্তই। বিশেষ করে মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীকের কাহিনীতে শব্দের সমস্ত বাঁধ ভেঙে দুকূল ভাসিয়ে বয়ে গেছে এই হৃদয়-স্রোত।

উপসংহার

১৮৫৪ সালে কাদম্বরীকে বাংলায় প্রথম নিয়ে আসেন পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন। তিনি নিজেই বলেছেন তাঁর বইটি কাদম্বরী 'অবলম্বনে' লেখা বর্ণনা-বর্জিত গল্পটি মাত্র, 'অবিকল অনুবাদ' নয়।[২৩] তাই তাঁর লেখায় আমরা শুধু কাহিনীটুকুই পাই, কবিকে নয়।

মহাকবি বাণভট্টকে প্রথম বাংলায় নিয়ে এলেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, যাঁর কয়েক টুকরো কাদম্বরী অনুবাদ এখনো এক-এক কুচি কমলহীরের মতো জ্বলজ্বল করছে অনুবাদ-সাহিত্যের আকাশে। বাণের প্রতিভার একটি অন্তরঙ্গ ছবিও তিনি বাঙালী পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন তাঁর ঐ 'কাদম্বরী-চিত্র' প্রবন্ধে। তাঁর অতলসন্ধানী কবিদৃষ্টির

স্বচ্ছ আলোয় উজ্জ্বল এ প্রবন্ধটি চিরদিনই বাণ-রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র হিসেবে গণ্য হবে।

তাঁর আদেশে বাংলায় কাদম্বরীর অনুবাদে প্রথম হাত দিলেন প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। কিন্তু তাঁর অনুবাদটিও সম্পূর্ণ নয়, অনেকাংশে খণ্ডিত। এবং ভাষাশিল্পে হৃদয়গ্রাহী বলে 'মহাজন'-প্রশংসা অর্জন করলেও এটির মধ্যে প্রমাদের বাহুল্য এবং বৈচিত্র্য বড়ই পীড়াদায়ক।

শ্রীমতী সি. এম. রিডিং-এর ইংরিজি অনুবাদ[২৪] ভাবময় ভাষার সৌন্দর্যে মনোহর; কিন্তু এটিও সম্পূর্ণ অনুবাদ নয়, খণ্ডিত। ইংরিজিতে আক্ষরিক-সাবধান সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন মনীষী মোরেশ্বর রামচন্দ্র কালে। এঁর এবং পণ্ডিতপ্রবর হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সম্পাদিত কাদম্বরীর সাহায্য পদে পদে গ্রহণ করেছি।[২৫]

কিন্তু বাণভট্টের চিত্তলোকের অন্তরতম গভীরে যদি কেউ যথার্থই প্রবেশ করে থাকেন, বাণ-বাণীর কাদম্বরী-সুধায় কেউ যদি যথার্থই মজে থাকেন, তাহলে সেই সমানধর্মা কবি হলেন হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী। বাণ ও তাঁর বাণীর মধ্যে নিজেকে ও নিজের বাণীকে লীন, তন্ময়, একাকার করে দিয়ে, এমন কি বাণকথিত আত্মজীবনীও এদিক-ওদিক করে তিনি যে আশ্চর্য উপন্যাসটি সৃষ্টি করেছেন তার নাম আগেই বলেছি—'বাণভট্টের আত্মকথা'।[২৬] কথা ও আখ্যায়িকার, সত্য ও কল্পনার আশ্চর্য সমাহার এই উপন্যাস-কাব্যটি পড়ে মন বলে ওঠে, 'কবি, তব মনোভূমি বাণের মরমস্থান। প্রীতি-কূট চেয়ে সত্য জেনো।'

কিছু বলা হলো। কিছু বাকি রইল।

উপসংহারে বলি বাণভট্টের একটি অদ্ভুত স্বপ্নের কথা। মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্বপ্নদ্রষ্টাদের স্বপ্ন-দর্শনের অন্ত নেই। কেউ একে বলছেন সত্যযুগ, কেউ বলছেন স্বর্গরাজ্য, কেউ বলছেন দিব্যজীবন, কেউ বলছেন—

হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।

বাণভট্টের কল্পনায় ভবিষ্যতের এই পঞ্চম যুগটি হলো সত্যযুগ তথা নারীযুগ তথা প্রেমযুগ।[২৭] ভারতবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ, নর ও কিন্নর, ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য, জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিবন্ধনের প্রেম-সূত্র তাঁর মহাশ্বেতা। তাঁকে তিনি দেখেছেন সেই আগামী যুগের প্রমদা-রূপিণী বীজকলা-রূপে।

তাই তাঁর অন্তর্জীবনীকার দ্বিবেদীজী মহাশ্বেতা (ভট্টিনী)-র মুখে বসিয়েছেন এই কথাগুলি—'একটা জাতি অন্য জাতিকে ম্লেচ্ছ মনে করে, একজন লোক অন্যকে নীচ মনে করে, ইহার চেয়ে অশান্তির কারণ আর কি হইতে পারে ? ভট্ট ! আপনি এমন হউন যে নরলোক হইতে কিন্নরলোক পর্যন্ত ব্যাপ্ত একই রাগাত্মক হৃদয়, একই করুণায়িত চিত্ত হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারেন।' (বাণভট্টের আত্মকথা, পৃ: ২৪১)

নারীযুগ প্রসঙ্গে 'আত্মকথা' থেকে একটি খণ্ডিত উদ্ধৃতি দিই—

মহামায়া—হাঁ কন্যা, নারীহীন তপস্যা সংসারের মস্ত বড় ভুল। এই ধর্মকর্মের বিশাল আয়োজন, সৈন্য-সংগঠন ও রাজ্য-ব্যবস্থাপন—সকলই ফেন-বুদ্বুদের মতো বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কারণ ইহাতে নারীর সহযোগিতা নাই। এই সব উদ্যোগ-

আয়োজন সংসারে কেবল অশান্তি সৃষ্টি করিবে।

ভট্টিনী—তাহা হইলে মা, মেয়েরা যদি সৈন্যদলে ভর্তি হইতে আরম্ভ করে অথবা রাজত্বের উত্তরাধিকার পায়, তবে এই অশান্তি দূর হইয়া যাইবে ?

মহামায়া—আমি নারীর দেহপিণ্ড কোন মহত্ত্বপূর্ণ বস্তু বলিয়া স্বীকার করি না। আমি নারীতত্ত্বের কথা বলিতেছি রে। সেনাদলে যদি নারীর দেহপিণ্ড গিয়া দল ভরতি করে, তাহা হইলে যতক্ষণ উহাতে নারীতত্ত্বের প্রাধান্য না থাকিবে ততক্ষণ অশান্তি জমিতেই থাকিবে।

ভট্টিনী—আমি বুঝিতে পারি নাই।

মহামায়া—তুমি কি এই মাংসপিণ্ডকে স্ত্রী অথবা পুরুষ মনে কর ? না সরলে; তাহা নয়। যেখানে নিজে নিজেকে উৎসর্গ করিবার, নিজেকে নিজে বলি দিবার ভাবনা প্রধান, সেখানেই নারী। যেখানে কোথাও দুঃখ-সুখের লক্ষধারায় নিজেকে দলিত দ্রাক্ষাসম নিঙাড়িয়া অন্যকে তৃপ্ত করিবার ভাবনা প্রবল, সেখানেই আছে নারীতত্ত্ব, শাস্ত্রীয় ভাষায় শক্তিতত্ত্ব। আজকার ধর্ম-কর্মের আয়োজন, সৈন্য-সংগঠন, রাজ্যবিস্তার—উহাতে অন্যের জন্য আত্মবলির ভাবনা নাই। তাই উহা কটাক্ষে ভাসিয়া যায়। উহা ফেন-বুদ্বুদের মতো অনিত্য, সৈকতসেতুর মত অস্থির, জলরেখার মতো নশ্বর। যতক্ষণ উহাতে অন্যের জন্য আপনা হইতেই আপনাকে ঢালিয়া দেওয়ার ভাবনা আসিবে না, ততক্ষণ উহার পরিবর্তন নাই। যতক্ষণ উহাকে পূজাহীন দিবস ও সেবাহীন রাত্রি অনুতপ্ত না করে, ততক্ষণ উহার মধ্যে নারীতত্ত্বের অভাব থাকিবে এবং ততক্ষণ উহা শুধু অন্যের দুঃখের কারণই হইবে। (ঐ পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪। আরো দ্রষ্টব্য ঐ পৃ ৭৫)।

প্রেমযুগের স্বপ্ন দেখতে দেখতেই মারা গেছেন বাণভট্ট। দর্শিতং মুখং মন্মথ-যুগাবতারেণ, ঐ নেমে আসছে প্রেম-যুগ, ঐ উঁকি দিল তার মুখ—বলছেন, কাব্যের একেবারে শেষের দিকে। তারপর কাদম্বরীর মুখ দিয়ে মরণের কথাটি উচ্চারণ করানোর পরেই মরণ এসে হরণ করেছে তাঁর লেখনী।

বাণভট্ট অমর। অমর তাঁর কাদম্বরী-কথা। অমর তাঁর হৃদয়-প্রীতিকূট-নিবাসিনী মহাশ্বেতা। অমর তাঁর প্রতিভার অচ্ছোদসরোবর, যার অতল গভীর নীরে ছায়া ফেলেছে ত্রিভুবন ত্রিকাল আকাশ।

উল্লেখপঞ্জী

১। এই কবিত্বের উত্তরাধিকার যে অন্তত বাণের অধস্তন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত বর্তমান ছিল, তার প্রমাণ আমাকে জানিয়েছিলেন শ্রীমতী চিত্ররেখা গুপ্ত। Mandkila Tal Inscription (বিক্রম সংবৎ ১০৪৩)-এর প্রশাস্তিকার কবি বিমলমতি নিজের পরিচয় দিয়েছেন মহাকবি বাণের সপ্তম পুরুষ বলে।

২। শুকসারিকা-আরব্ধ-অধ্যয়ন-দীয়মান-উপাধ্যায়-বিশ্রান্তি-সুখানি—হর্ষচরিত, দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

৩। তার মানে, মৃত্যুকালে পিতার বয়স ছিল ৮১ থেকে ৯০-এর মধ্যে। অর্থাৎ, সম্ভাব্যতার দিক থেকে পিতার ৬৭ থেকে ৭৬ বছর বয়সের মধ্যে বাণের জন্ম।

৪। পিতা ব্রাহ্মণ, মা শূদ্রা। কেউ মনে করেন এঁরা ছিলেন বাণেরই বৈমাত্রেয় ভাই। কেউ মনে করেন খুড়তুতো-জাঠতুতো।

৫। চণ্ডিকা-মন্দিরের পূজারীর চরিত্র-কল্পনায় এদের ছায়াপাত বেশ লক্ষ্য করা যায়।

৬। কাদম্বরীর চণ্ডিকা-বন।

৭। আহারের পরে রাজা যেখানে দর্শন দেন, সেই সভাঘর।

৮। দুটি অর্থ—১) কিসে দেখলেন আমার ভুজঙ্গ-ত্ব? ২) কে হয়েছে আমার ভুজংগতা, অর্থাৎ হস্তগৃতা বা বাহুবন্ধা?

৯। অন্য-বর্ণ-পরাবৃত্ত্যা বন্ধচিহ্ন-নিগূহনৈঃ।
অনাখ্যাতঃ সতাং মধ্যে কবিশ্চৌরো বিভাব্যতে॥
(হর্ষচরিত, প্রথম উচ্ছ্বাস, শ্লোক ৬)

১০। বীজানি গর্ভিত-ফলানি বিকাশভাঞ্জি বপ্তৈব যান্যুচিত-কর্মবলাৎ কৃতানি।
উৎকৃষ্ট-ভূমি-বিতাতানি চ যান্তি পুষ্টিং তান্যেব তস্য তনয়েন তু সংহৃতানি॥
(কাদম্বরী, উত্তরভাগ, শ্লোক ৮)
উৎসের প্রশ্নটি নিয়ে সবিস্তরে আলোচনা করেছেন ডঃ হৃষীকেশ বসু 'কাদম্বরী ও গদ্য-সাহিত্যে শিল্প-বিচার' গ্রন্থে (১৯৬৮, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত গ্রন্থমালা—২)।
পণ্ডিতপ্রবর বিধুশেখর শাস্ত্রী লিখছেন, 'সপ্তদশ শতকের মার্কণ্ডেয় স্বকীয় প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রাকৃতসর্বস্বে পৈশাচী-প্রাকৃতের উদাহরণে বৃহৎকথার কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যখন ১৭শ শতকে এই গ্রন্থ ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে, তখন কোন দিন ইহা পাওয়া যাইতেও পারে, ইহা আশা করা যায়। (ভূমিকা, কাদম্বরী, প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর)।

১১। কুনৃপতিসহস্রসম্পর্ককলঙ্কম্ ইব ক্ষালয়ন্তী—কাদম্বরী।
কুনৃপতিসম্পর্ককালীং কালেয়ীং স্থিতিং শরৎসময়ম্ ইব উপপাদয়দ্ভিঃ—হর্ষচরিত।

১২। দ্রষ্টব্য পৃ 115-116, The History and Culture of the Indian People (Vol. III), The Classical Age, Ed. R.C. Majumder, Bharatiya Vidya Bhavan.

১৩। পুরো তালিকা দ্রষ্টব্য—A Literary Study of Banbhatta, নীতা শর্মা (1968, Pub. Munshiram Manoharlal, Delhi).

১৪। পূর্ণিমা হলে অদ্ভুত জ্যোৎস্না-বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়। পুণ্ডরীকের মৃত্যুর চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যাও মেলে।

১৫। প্রসঙ্গ-কথা, কথারম্ভ ১০৪, ১১৩, ৩১৮ দ্রষ্টব্য।

১৬। নবোঽর্থো জাতিরগ্রাম্যা শ্লেষোঽক্লিষ্টঃ স্ফুটো রসঃ।
বিকটাক্ষরবন্ধশ্চ কৃৎস্নমেকত্র দুর্লভম্॥ হর্ষচরিত, ভূমিকা ৮।
এখানে বিকট মানে লীলায়মান। যস্মিন্ সতি নৃত্যন্তীব পদানি ইতি জনস্য বর্ণভাবনা ভবতি তদ্ বিকটত্বং, লীলায়মানত্বম্।

১৭। প্রসঙ্গ-কথা, শূদ্রকের আত্মকাহিনী ৭৮, কথারম্ভ ১১২, ১৬০ দ্রষ্টব্য।

১৮। প্রসঙ্গ-কথা, কথামুখ ৬, কথারম্ভ ৭২, ৭৫, ১৭৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১৯। প্রসঙ্গ-কথা, কথারম্ভ ১২৪, ১৫০ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

২০। যেখানে উপমান-উপমেয়ের সাম্য শুধুই শব্দগত—এই ধরনের শ্লিষ্ট উপমাগুলিই বাণ-রচনার পাঠক-হোঁচট অংশ। এসব ক্ষেত্রে মূল রচনাটিকে পাশাপাশি রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

২১। প্রসঙ্গ-কথা, শুকের আত্মকাহিনী ২৫-২৬।

২২। চন্দ্রাপীড় হেমকূট থেকে ফেরার পর তারাপীড়ের চিঠি দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গ-কথা, কথারম্ভ ৩৫৯ দ্রষ্টব্য।

২৩। পরে এই অনুবাদটিকে পরিবর্ধন করেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

২৪। ১৯০৬ সালে প্রথম প্রকাশিত। এঁর আগে P. Peterson ১৮৮৩ সালে এবং পরে P.V. Kane ১৯২০ সালে কাদম্বরী ইংরিজিতে সম্পাদনা করেন। P.V. Kane সম্পাদিত (১৯১৭) দুর্লভ হর্ষচরিতের সংস্করণটি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি ডঃ শিবানী দাশগুপ্তের সৌজন্যে।

২৫। Banas Kadambari (Purvabhaga) A Literal Eng. Translation, Bombay, 1924.
Banas Kadambari (Purvabhaga), with commentary, Notes and Introduction—M.R. Kale, Bombay, 1914.
কাদম্বরী—সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সমেত, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, (চতুর্থ সংস্করণ, ১৮৭২ শকাব্দ)।

২৬। অনুবাদক, প্রিয়রঞ্জন সেন। সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৫৮।

২৭। প্রসঙ্গ-কথা, কথারম্ভ ২৩৫ দ্রষ্টব্য।

সুভাষিত

বাণের সময়ে সুভাষিত বলা নাগরিক বৈদগ্ধ্যের অঙ্গ ছিল। উজ্জয়িনীর বাসিন্দাদের অনেক গুণের মধ্যে একটি হলো, তারা সুভাষিতব্যসনী—সুভাষিতে তাদের নেশা। অভিজাতদের অবসরবিনোদনের একটি উপায় ছিল সুভাষিতগোষ্ঠী, সুভাষিতের আসর। কাদম্বরীর প্রাসাদে বিনোদিনী কন্যাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল সুভাষিত-পাঠিকা, আবৃত্তি করতে পারত সুন্দর সুন্দর উক্তি।

আর বাণ নিজে তো সুভাষিতের রাজা। বিশেষ করে শুকশাবক বৈশম্পায়নের আত্মবিচার, শুকনাসের উপদেশ (পৃ ৯৩—১০০), মহাশ্বেতাকে চন্দ্রাপীড়ের সান্ত্বনা, কাদম্বরী-দর্শনে চন্দ্রাপীড়ের আত্মবিশ্লেষণ (পৃ ১৭২) ইত্যাদি অংশগুলি সুভাষিতে ভর্তি। শুকনাস-উপদেশের প্রায় সবটাই সুভাষিত। চন্দ্রাপীড়ের আত্মবিশ্লেষণের অনুচ্ছেদটিও। তাই এ দুটি প্রায় বাদ দিয়ে অন্যান্য অংশ থেকে কয়েকটি নির্বাচিত হলো ভাবানুবাদ সহ। আক্ষরিক অনুবাদ প্রদত্ত পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১। অতিকষ্টাসু দশাসু অপি জীবিতনিরপেক্ষা ন ভবন্তি খলু জগতি প্রাণিনাং বৃত্তয়ঃ (৩১)—
যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

২। অনুভবে চ কো বিকল্পঃ ? (১৫২)—
চোখ-কান প্রমাণ।

৩। অনায়তস্বভাবভঙ্গুরাণি সুখানি, আয়তস্বভাবানি চ দুঃখানি (১৫৩)—
সুখ ফুরোয় আসতে না আসতে, দুঃখ কিছুতেই চায় না যেতে।

৪। অপ্রতিপাদ্যা হি পরস্বতা সজ্জনবিভবানাম (১৭৪)—
লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন।

৫। অলীকাভিমানোন্মাদকারীণি ধনানি (৯৫)—
টাকার গরমে ধরা সরা।

৬। অবিতথফলা হি প্রায়ো নিশাবসানসময়দৃষ্টা ভবন্তি স্বপ্নাঃ (৬০)—
ভোরের স্বপ্ন প্রায়ই মিছে হয় না।

৭। অহো জগতি জন্তূনাম্ অসমার্থিতোপনতানি আপতন্তি বৃত্তান্তান্তরাণি (১২০)—তু॰ আমরা চকিত অভাবনীয়ের ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত (শেষের কবিতা)।

৮। অহো দুর্নিবারতা ব্যসনোপনিপাতানাম্ (১২৩)—
বিপদের বন্যা ঠেকানো যায় না।

৯। আত্মকৃতানাং হি দোষাণাং নিয়তমনুভবিতব্যং ফলম্ আত্মনৈব (১০৯)—
নিজের কর্মফল নিজেকেই ভুগতে হয়। As you sow so you reap.

১০। আত্মেচ্ছয়া ন শক্যম্ উচ্ছ্বসিতুম্ অপি (১৫৩)—
নিশ্বাসটিও নিজের ইচ্ছেয় পড়ে না।

১১। আশয়া হি কিমিব ন ক্রিয়তে ? (১৫০)—
আশায় মানুষ কী না করে ?

১২। উদারজনাদরো হি বহুমানম্ আরোপয়তি (১৮১)—
গুণিজনের কদরে গৌরব বাড়ে।

১৩। কথমপি একস্মিন্ জন্মনি সমাগমঃ, জন্মান্তরসহস্রাণি চ বিরহঃ প্রাণিনাম্ (১৫৩)—
একজন্মে কোনমতে ঘটে তো মিলন। বিরহ বহিয়া চলে সহস্র জনম॥

১৪। কালো হি গুণাশ্চ দুর্নিবারতাম্ আরোপয়ন্তি মদনস্য সর্বথা (১২৮-১২৯)—
দিনে-গুণে বাড়ে প্রেম।

১৫। কিমিব হি দুষ্করম্ অকরুণানাম্ (৩০)—
নিষ্ঠুরের অসাধ্য কিবা ?

১৬। চন্দনপ্রভবো ন দহতি কিম্ অনলঃ ? (৯৪)—
চন্দনের আগুন কি পোড়ায় না ?

১৭। ধনম্…ন কস্য চিত্ নাকাঙ্ক্ষণীয়ম্ (৮৪)—
টাকা কে না চায় ?

১৮। ধীরা হি তরন্তি আপদম্ (১৫৩)—
ধৈর্য ধরে, বিপদ্ তরে।

১৯। ন চ তাদৃশী ভবতি যাচমানানাং যাদৃশী দদতাং লজ্জা (১৭৫)—
প্রার্থীর চাইতে দাতার লজ্জা বেশি।

২০। ন হি কিঞ্চিত্ ন ক্রিয়তে হ্রিয়া (১৩৬)—
লজ্জায় মানুষ কী না করে ?

২১। ন হি শক্যং দৈবম্ অন্যথাকর্তুম্ অভিযুক্তেনাপি (৫৭)—
দৈবের লিখন হাজার চেষ্টায়ও খণ্ডানো যায় না
অথবা, জ্ঞানীপুরুষও খণ্ডাতে পারে না।

২২। নাস্তি খলু অসাধ্যং নাম তপসাম্ (১২২)—
তপস্যার অসাধ্য কিছু নেই।

২৩। নাস্তি খলু অসাধ্যং নাম ভগবতো মনোভুবঃ (১৩৯)—
কন্দর্পঠাকুরের অসাধ্য কিছু নেই !

২৪। নাস্তি জীবিতাদন্যদ্ অভিমততরম্ ইহ জগতি সর্বজন্তুনাম্ (৩১)—
প্রাণের থেকে প্রিয়তর আর কিছু নেই।

২৫। প্রভবতি হি ভগবান্ বিধিঃ (১৫৩)—
বিধি বলবান্।

২৬। বলবতী চ নিয়তিঃ (১৫৩)—
নিয়তি বলবান্।

২৭। বহুপ্রকারাশ্চ সংসারবৃত্তয়ঃ, চিত্রং চ দৈবম্ (১৫২)—
তু. There are more things in Heaven and Earth Horatio ..
(Hamlet, Act. I)

২৮। বহুভাষিণো ন শ্রদ্দধাতি লোকঃ (১৮০)—
তু. সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর। (ভারতচন্দ্র)

২৯। বিপদ্ বিপদং সম্পত্ সম্পদম্ অনুরধ্নাতি (৬৭)—
(এটিকে 'লোকপ্রবাদ' বলে উল্লেখ করেছেন)
বিপদ্ বিপদের পিছু-পিছু, সম্পদ্ সম্পদের পিছু-পিছু আসে।

৩০। সর্বথা ন কশ্চন ন স্পৃশন্তি শরীরধর্মাণম্ উপতাপাঃ (১২৩)—
শরীর থাকলেই ভোগান্তি আছে।

৩১। সুখম্ উপদিশ্যতে পরস্য (১৩৯)—
পরকে উপদেশ ঝাড়া খুব সহজ।

গৌরী ধর্মপাল

কাদম্বরী

যিনি অনাদি জন্মবিহীন, যাঁ হতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়
যিনি ঋগ্-যজু-সামময়
যিনি বিশ্বপ্রসবে রাজসিক, যিনি সাত্ত্বিক রক্ষণে
যিনি বিশ্ববিলয়ে তামসিক—নমঃ সেই ত্রিগুণাত্মনে ॥ ১

জয় বাণাসুর-শিরে সাগ্রহে ধৃত ত্র্যম্বক পদধূলি
জয় দশানন—চূড়ামণিচয়-জোড়া ত্র্যম্বক পদধূলি
জয় দেবাসুরেন্দ্র-কেশাগ্রশায়ী ত্র্যম্বক পদধূলি
জয় জন্মমৃত্যুচক্রবিনাশী ত্র্যম্বক পদধূলি ॥ ২

জয় জয় নারায়ণ
দূর হতে যাঁর মর্মবিদার দৃষ্টি ক্রোধে-অরুণ
শুধু একবার মাত্র শত্রুবক্ষ-লক্ষ্যে হানা
সে-বুক করল—আপনা-আপনি যেন বিদীর্ণ ভয়ে—
রক্তের মত রাঙা ॥ ৩

মুকুট-মাল্য-ধারী-মৌখরি-বৃন্দ-কৃতার্চন
ভবর্রে দুটি চরণকমলে নম।
সামন্তরাজমুকুটচক্রে-রচা উঁচু বেদিকায়—
পাদপীঠে যার রাঙা অংগুলিগুলি লুটোপুটি খায় ॥ ৪

*

কি ভয়ংকর! শুধু শুধু শত্রুতা!
মুখে লেগে আছে দিনরাত কটুকথা!
যেন বড় সাপ—মুখে বিষ, বাপ্, কি অসহ্য বলার না
—সে দুর্জনকে ভয় হয় বল কার না? ৫

গালি পাড়ে, কালি দেয়, হানে মার মর্মন্তুদ কি যে খল।
কালি-মেড়ে-দেওয়া ঝনঝন যেন বন্ধন-শৃঙখল।
পদে পদে মন কাড়ে সজ্জন 'সাধু সাধু' সাধু-বাণীতে
পায় পায় সুর যেন সুমধুর রতন-নূপুরখানিতে ॥ ৬

সুন্দর কথা মন কাড়ে কোথা, গলা দিয়ে নামে কই
দুষ্টু লোকের? রাহু অক্ষম অমৃত-গলাধঃকরণে।
সজ্জন তার অন্তরে ধরে তাই
বক্ষে যেমন নারায়ণ অতিনির্মল মহারতনে ॥ ৭

*

রসেতে আপনি কথারা বেঁধেছে দানা
চমক দিচ্ছে নিপুণ আলাপ মধুর লীলাবিলাস—
কি নেশা ধরায় মনে অভিনব কথা!

যেন নববধূ, লীলা মৃদুমধু, কাঁপা-কাঁপা মধুভাষ
ভালোবেসে বঁধু-শয়নে স্বয়মাগতা । ৮

উপমা-দীপক-উজল, চমক প্রতিপদে প্রতিবিষয়ে
মাঝে মাঝে জাতি সুন্দর অতি, জমাটবুনোট শ্লেষে—এ
কাকে না চমৎকৃত করে কথা-মালা ?
ঝকঝকে ছোট প্রদীপের মতো চাঁপাকলি দিয়ে গড়া
সেরা মালতীর যেন সুনিবিড় বড় বড় গোড়ে মালা ? ৯

*

যেন ব্রহ্মার অংশ স্বয়ং; বাৎস্যায়নের বংশে
ছিলেন কুবের নামে এক ব্রাহ্মণ ।
সজ্জনেদের অগ্রণী, সারা জগৎ গাইত গুণ
কত গুপ্ত যে পাদপঙ্কজে করেছিল অর্চন ॥ ১০

ছিল তাঁর মুখ বিগতকলুষ নিয়ত বেদাভ্যাসে
মুখমধ্য-সে কষা সোমরসে; শুচি ঠোঁট পুরোডাশে ।
তাকে সুন্দর করেছিল সব শাস্ত্রগুলি ও স্মৃতি
বাস করতেন সে-মুখেতে সদা স্বয়ং সরস্বতী ॥ ১১

পঞ্জরে পঞ্জরে তাঁর ঘরে শুক আর সারীদের
বেদ সমস্ত ছিল মুখস্থ আউড়ে অবিশ্রাম ।
প্রত্যেক পদে অপ্রস্তুত ছেলেরা তাদের কাছে
ভয়ে কাঁটা হয়ে আওড়াত সুরে গাইত যজুঃসাম ॥ ১২

তাঁর থেকে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ অর্থপতির জন্ম হল
ভুবন-অণ্ড হতে হিরণ্যগর্ভ জন্মেছিল
যেমনটি, চাঁদ উঠেছিল মহা-দুধসমুদ্র হতে;
জন্ম পক্ষীরাজ গরুড়ের বিনতার উদরেতে ॥ ১৩

সকালবেলা যেন কানে-পরা নব চন্দন দল
ভোরে প্রতিদিন নবীন নবীন ছাত্রশিষ্যদল
শুনত শ্রবণে কি যে একমনে বুঝিয়ে-বলাটি তাঁর
বিশাল শাস্ত্র—দিন দিন হত যশঃশ্রী বিস্তার ॥ ১৪

যথাবিধি দক্ষিণা-দান; মাঝে গনগন মহাবীর,
যূপ যেন হাত—অগুনতি যাগে স্বর্গজয়ী হেলায় ।
যেন তারা হাতি, খেয়ে যথারীতি, শোভিত মদধারায়,
শুঁড় যূপ হেন; করে চনবন পিঠে মহা মহাবীর । ১৫

তাঁর পুত্রেরা সব সেরা সেরা, শাস্ত্রে বেদে বিলাস,
ক্ষমার নিধান, উঁচু মন-প্রাণ । তাঁদের মধ্যে কালে
স্ফটিক-উপল-সম নির্মল পুত্র চিত্রভানু
পেলেন স্ফটিকে-যেন-ঝকঝকে গিরিকুলে কৈলাস ॥ ১৬

তিনি মহাত্মা, নিষ্কলঙ্ক চাঁদের কলার মত
নির্মলদ্যুতি তাঁর গুণগুলি রটেছিল দূর দূর।
শত্রুরও বুকে পথ করে ঢুকেছিল তারা—ঠিক যেন
নরসিংহের দীর্ঘ নখাঙ্কুর ।। ১৭

দিগ্‌বধূদের ভালে আঁকাবাঁকা চুল,
বেদ-বৌটির কানে তমালের কচিকিসলয়-দুল—
যজ্ঞের কালো-কালো ধোঁয়া হয়ে জড়
করেছিল তাঁর আপন যশকে কিন্তু শুভ্রতর ।। ১৮

হোমের শ্রমের স্বেদজল ফোঁটা-ফোঁটা
মুছিয়ে দিতেন বীণাপাণি তাঁর হাত দিয়ে আধ-ফোটা
পদ্মের মতো। হয়েছিল পূত—শুভ্র সপ্তধাম
যশঃ কিরণ-বিকিরণে তাঁর। তাঁর সুত বাণ নাম—।। ১৯

বুদ্ধিটি তার কাঁচা নিতান্ত, জানে না মুন্সীয়ানা,
মন-ভরা-মোহ-মহান্ধকারে কানা,
কণ্ঠে জড়ানো কুণ্ঠা, সরে না কথা—
সে-দ্বিজ রচেছে জুড়ি মেলা ভার অদ্বিতীয় এ কথা ।। ২০

× × × × × × × × × × × × কথামুখ × × × × × × × × × × × ×

এক ছিলেন রাজা।

পাকদৈত্যবিজয়ী আরেক ইন্দ্র যেন। ভর্তা ছিলেন পৃথিবীর, মেখলার মত যাকে ঘিরে আছে চার সমুদ্রের মালা। এমন রাজা একজনও ছিলেন না, যিনি তাঁর আদেশ মাথা পেতে নিতেন না। পরাক্রমে এবং প্রীতিতে তিনি বশ করেছিলেন তাঁর প্রতাপানুরক্ত সমস্ত সামন্তরাজবৃন্দকে[১]। রাজচক্রবর্তীর সমস্ত লক্ষণ ছিল তাঁর দেহে। বিষ্ণু যেমন পদ্ম-হস্তে ধরেন শঙ্খ-চক্র-লাঞ্ছন, তেমনি তাঁরও করকমলে দেখা যেত শঙ্খ-চক্র চিহ্ন। শিবের মত তিনি ছিলেন জিতকাম, কন্দর্প-দর্পহারী।[২] কার্তিকের শক্তি-অস্ত্রটির মত তাঁরও শক্তিকে ঠেকাতে পারত না কেউ। পদ্মসম্ভব ব্রহ্মা যেমন রাজহংস-মণ্ডলকে করেছেন তাঁর বিমান, তেমনি তিনিও রাজহংস-মণ্ডলকে করেছিলেন বি-মান—হতমান। সমুদ্রের মত তিনি ছিলেন লক্ষ্মীর জন্মভূমি; গঙ্গাপ্রবাহের মত ভগীরথের পথের পথিক[৩]। সূর্যের যেমন প্রতিদিনই উদয় হয়, তেমনি তাঁরও অভ্যুদয় হচ্ছিল দিন-কে-দিন। মেরুপর্বতের মত তাঁরও পাদচ্ছায়া ছিল নিখিলভুবনশরণ।

তিনি ছিলেন দিকহস্তীর মত, কেননা অবিশ্রাম চলত তাঁর দান; সেই দানকালে গৃহীত উৎসর্গ-জলে সিক্ত হয়েই থাকত তাঁর কর, দিক্‌হস্তীরও তো কর সিক্ত হয়ে থাকে অনবরত ঝরতে-থাকা দান-জলে—মদধারায়। একেবারে তাক-লাগানো ছিল তাঁর কাণ্ডকারখানা। যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন কত যে। সমস্ত শাস্ত্রের ছিলেন দর্পণ, সকল

কলার খনি, গুণগ্রামের ভদ্রাসন, কাব্যসুধারসের উৎস; মিত্রমণ্ডলের উদয়-শিখর,[৪] শত্রুকুলের অমঙ্গল ধূমকেতু। উদ্যোক্তা ছিলেন কত না মজলিস-সভা-সমিতির। আশ্রয় ছিলেন রসিকদের। কোন ধানুকীই পাত্তা পেত না তাঁর কাছে। দুঃসাহসীদের সর্দার। বিদগ্ধদের অগ্রণী। গরুড় যেমন বিনতার, তেমন ছিলেন বিনত জনের আনন্দ। বেনপুত্র পৃথু যেমন ধনুষ্কোটি দিয়ে সমুৎসারিত করেছিলেন তাঁর শত্রু সমস্ত কুলপর্বতকে[৫] তেমনি তিনিও করেছিলেন কুলপর্বত-সম তাঁর অখিল শত্রুকুলকে।

রাজার নাম শূদ্রক।

শুধুমাত্র (নরসিংহ শূদ্রক—এই) নাম দিয়েই সমস্ত শত্রুর হৃদয় বিদীর্ণ করে এবং একমাত্র বিক্রম দিয়েই সমস্ত ভুবন অধিকার করে তিনি যেন বাসুদেবকে উপহাস করতেন, কেননা একটিমাত্র শত্রুর হৃদয় বিদীর্ণ করার জন্যে তাঁকে ঘটা করে (ঐ বিদঘুটে) না-মানুষ না-সিংহ রূপ ধারণ করতে হয়েছিল; আর ত্রিভুবনকে ক্লিষ্ট করতে তাঁর লেগেছিল তিন তিনটি বি-ক্রম—পদক্ষেপ।[৬]

আগেকার হাজার হাজার দুর্বৃত্ত রাজার সংস্পর্শে আসার ফলে শ্রী-অঙ্গে যে কালিমা লেগেই ছিল অনেক অনেকদিন ধরে; সেটি তাঁর ধারাজল-সম নির্মল কৃপাণধারে ধুয়ে নিতেই যেন সেখানে দীর্ঘকাল বাসা বেঁধে ছিলেন রাজশ্রী।

যিনি নিজদেহে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন; এবং যিনি সর্বদেবময়, সেই ভগবান নারায়ণেরই তিনি ছিলেন অনুকরণ, কেননা তাঁর মনে বাস করতেন ধর্ম, ক্রোধে যম, অনুগ্রহে কুবের, প্রতাপে বহ্নি, বাহুতে পৃথিবী, নয়নে শ্রী, রসনায় সরস্বতী, মুখে চন্দ্র, বলে বায়ু; বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, রূপে মদন এবং তেজে সর্বলোকপ্রসবিতা সবিতা।

হাতিদের প্রশস্ত শুঁড় থেকে ঝরতে-থাকা মদজল ধারার বৃষ্টিতে ঘনিয়ে-ওঠা ঘোর সমরনিশায়; সুদক্ষ যোদ্ধাদের চওড়া-বুকে-আঁটা হাজার হাজার বর্মের ঘনান্ধকারের মাঝখান দিয়ে অভিসারিকার মত তাঁর কাছে আসতেন রাজলক্ষ্মী—একবার নয়, বারবার, যেন তাঁর কৃপাণের টানে; মদমত্ত হাতিদের প্রশস্ত কুম্ভ বিদীর্ণ করতে করতে বড় বড় গজমোতি আটকে যেত যে-কৃপাণে, মনে হত যেন তাঁর দৃঢ়মুষ্টির নিষ্পেষণে তার ধার নিঙড়ে বেরিয়ে এসে জলের ফোঁটার মত লেগে গিয়ে তাকে দন্তুর করে তুলেছে।

স্বামিহীনা শত্রু-সুন্দরীদেরও অন্তরে তাপ জন্মিয়ে দিবানিশি দাউ দাউ জ্বলত তাঁর প্রতাপ-বহ্নি; যেন ভস্ম করে ফেলতে চায় তাদের হৃদয়ে (স্মৃতি হয়ে) থাকা পতিদেরও।

জগজ্জয়ী সেই রাজার পৃথিবী-পরিপালন-কালে প্রজারা বর্ণ-সংকর ঘটাত, রং মেশাত শুধু ছবি-আঁকার সময়। কেশগ্রহণ করত শুধু প্রেমের খেলায়। তাদের-আঁট-বাঁধুনি ছিল শুধু কাব্য-রচনে, চিন্তা ছিল শুধু শাস্ত্রে, বিরহ ছিল শুধু স্বপ্নে। সোনার দণ্ড শুধু ছাতায়, কাঁপন ছিল পতাকাতেই, রাগ-বিলাস গানেতেই, মদ-বিকার করীতেই। গুণচ্ছেদ হত; জ্যা ছিঁড়ত শুধু ধনুতে। জাল-পথ ছিল শুধু জানলায়। কলঙ্ক ছিল শুধু চাঁদে কৃপাণে আর বর্মে, দূত পাঠানো হত শুধু প্রেমের ঝগড়ায়। শূন্যঘর থাকত শুধু পাশা-দাবার ছকে[৭]।

তাঁর ভয় ছিল শুধু পরলোকে, বক্রতা ছিল শুধু অন্তঃপুরিকাদের (ঢেউ-খেলানো, কোঁকড়া) চুলে, বাচালতা ছিল শুধু নূপুরে। কর-পীড়ন শুধু বিবাহেই; অশ্রুপাত শুধু অবিশ্রান্তযজ্ঞাগ্নির ধোঁয়াতেই। কশাঘাত করা হত শুধু ঘোড়াদেরই। ধনুর্ধ্বনি উঠত শুধু মদনের[৮]।

সে-রাজার রাজধানী ছিল বিদিশা নগরী—যেন কলিকালের ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকা সত্যযুগ। এত বিস্তীর্ণ, যেন তিন ভুবনের জন্মভূমি।

তাকে ঘিরে বয়ে যেত বেত্রবতী-নদী। স্নানরত মালবিকাদের স্তন-তটে আছড়ে পড়ে খান-খান হয়ে যেত তার ঊর্মি-মালা। স্নান-করতে-নামানো জয়হস্তীদের মাথার সিঁদুরে অকালসন্ধ্যা ঘনাত তার জলে। আর তার তটভূমি মুখরিত করে মদমত্ত কলহংসেরা ঝাঁকে ঝাঁক ডাক দিত প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক।

সেই বিদিশায় দিনের পর দিন সুখে বাস করতেন তরুণ রাজা। সমগ্র পৃথিবী নিঃশেষে জয় করার ফলে রাজ্যচিন্তাভার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি ছিলেন দিব্যি নিশ্চিন্তে, যেন হাতের বালাটির মতই অনায়াসে ভুবনভার বহন করে। অন্যান্য দ্বীপ থেকে আসতেন কত রাজা, পর পর মুকুট দিয়ে সাদরে স্পর্শ করতেন তাঁর চরণদুখানি, যেন (প্রণামে-গাঁথা) একখানি মালা।

তাঁকে ঘিরে থাকতেন নির্লোভ অনুরক্ত বুদ্ধিমান সদাজাগ্রত অনেক কুল-ক্রমাগত মন্ত্রী। প্রজ্ঞায় তাঁরা দেবগুরু বৃহস্পতিকেও উপহাস করতেন। রাজনীতিশাস্ত্র বারংবার আলোচনা করে তাঁদের চিত্ত হয়েছিল একেবারে মালিন্যলেশহীন।

তিনি আমোদ-প্রমোদ করতেন একদল রাজপুত্রের সঙ্গে। তারা ছিল যেন তাঁরই ছায়া। বয়সে বিদ্যায় ভূষণে সমান। অভিষিক্ত রাজাদের বংশে জন্ম। সব ক'টি কলার অনুশীলনে বুদ্ধি পরিপক্ব। অত্যন্ত সপ্রতিভ[৯]। কোন সময় কি করতে হবে ঠিক জানত। প্রেমেভরা মন। পরিহাসে নিপুণ—কিন্তু সে পরিহাস গ্রাম্য নয়। আকার-ইঙ্গিত দেখে মনের কথা বুঝে নিত। ভাল লিখত—কাব্য, নাটক, গল্প, আখ্যায়িকা। চমৎকার ছবি-আঁকার হাত। ব্যাখ্যায় এবং আরো কত শত কাজে নিপুণ। অত্যন্ত কঠিন এবং মাংসল কাঁধ উরু এবং বাহু; তাই দিয়ে কতবার যুদ্ধে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল মদমত্ত শত্রুদের মাতাল হাতিগুলোর হাওদা, যেন সিংহের বাচ্চা। যদিও তারা রস[১০] পেত শুধু বিক্রমেই, তবু ব্যবহারে ছিল বিনয়ী।

একে নবীন যৌবন, তায় অমন রূপ, কিন্তু হলে হবে কি; অতিরিক্ত বিজয়স্পৃহা এবং রাশভারী স্বভাবের ফলে ভোগ-সুখের প্রতি কেমন যেন বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর; যদিও মন্ত্রীরা চাইতেন তাঁর রতিতে রতি; কেননা সন্তান চাই যে। মেয়েদের তিনি মনে করতেন তৃণের মত অসার, কি হাল্কা স্বভাব ওদের, কি সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দিন কাটায় ওরা[১১]।

যদিও তাঁর অন্তঃপুর-ভরা ছিল লাবণ্যবতী বিনয়বতী কুলবতী হৃদয়হারিণী অনেক রমণী; যারা রূপে এবং হাবে-ভাবে মদনপ্রিয়া রতিরও ঢং-ঢাং চটক-চমককে দুয়ো

দিতে পারত; তবু বনিতাসম্ভোগসুখ থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি দিন কাটাতেন বন্ধু-পরিবৃত হয়ে—

কখনো গান-বাজনায় বাজাতেন ঘর্ঘরিকা,[১২] (মাথা ঝাঁকানোর ফলে) কানের মণিকর্ণপুর কেঁপে-কেঁপে ঝনঝনিয়ে উঠত; রত্নবলয় দুলিয়ে-দুলিয়ে নিজেই আরম্ভ করে দিতেন মৃদঙ্গ বাজাতে।

কখনো মৃগয়ায়—অনবরত শরবর্ষণ করে করে শূন্য করে ফেলতেন বন।

কখনো আহ্বান করতেন বিদগ্ধগোষ্ঠী—রচনা করে চলতেন কবিতার পর কবিতা।

কখনো করতেন শাস্ত্রালাপ। কখনো শুনতেন গল্প; আখ্যায়িকা; ইতিহাস; পুরাণ। কখনো উপভোগ করতেন ছবি। কখনো বাজাতেন বীণা। দেখতে-আসা মুনিজনের চরণসেবা করেতন কখনো। কখনো জিগ্যেস-টিগ্যেস করতেন অক্ষরপুস্তক[১৩], মাত্রাচ্যুতক[১৪], বিন্দুমতী[১৫], গূঢ়চতুর্থপাদ[১৬] এবং ধাঁধা।

যেমন দিন, তেমন রাতও তাঁর কাটত ঐ বন্ধুদের সঙ্গে। তাঁরা সুরু করে দিতেন নানান রকমের খেলা এবং হাসি-তামাশা; ওস্তাদ ছিলেন ঐ সবেতে।

একদিন।

কচি কচি পদ্মকুঁড়ির জড়ানো পাপড়িগুলি একটু ফাঁক করে সবে কিছুদূরে উঠেছেন সূর্য্যিঠাকুর, তাঁর গোলাপী আভা একটু ফিকে হয়ে এসেছে, রাজা বসে আছেন সভায়; এমন সময় তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল প্রতীহারী[১৭]—যেন মূর্তিমতী রাজ্যাধিদেবতা। সাপ-ঝুলন্ত চন্দনলতার মত ভীষণ-অথচ-সুন্দর চেহারা, কেননা বাঁ-পাশে ঝুলছে একটি তরবারি যা মেয়েদের কখনো থাকে না। প্রগাঢ় চন্দনের প্রলেপে ধবধব করছে বুক; যেন মন্দাকিনীর জলে ডুবডুবন্ত ঐরাবতের কুম্ভ দুটি জেগে আছে। যেন মূর্তিমতী রাজাজ্ঞা, সে-আজ্ঞা (সভাস্থ) রাজাদের মাথায় করে বহন করাতে করাতে এল তাঁদের মুকুটমণিতে প্রতিফলিত হতে থাকা আপন প্রতিবিম্বের ছলে। রাজহংসের মত শুভ্রবসন পরণে; যেন সে শরৎকাল, আকাশ শাদা করে দিয়ে উড়ে চলেছে রাজহংসের দল। যেন পরশুরামের কুঠারের ধার, বশ করেছে সমস্ত রাজমণ্ডলকে। হাতে তার বেত্রলতা,[১৮] সে যেন বেতের-লতায়-ছাওয়া বিন্ধ্যের বনস্থলী।

হাঁটু গেড়ে বসে পদ্মের মত হাত দুখানি মাটিতে রেখে সে বলল সবিনয়ে—

দেব, দক্ষিণাপথ থেকে এক চণ্ডালকন্যা এসেছেন। দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। ত্রিশঙ্কু যখন স্বর্গে উঠছিলেন, তখন ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের হুঙ্কারে তাঁর রাজলক্ষ্মী যে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন, ইনি যেন তিনি। সঙ্গে তাঁর খাঁচার মধ্যে একটি শুকপাখি। তিনি জানাচ্ছেন—

পৃথিবীর যেখানে যত রত্ন আছে সমুদ্রের মতই তার একমাত্র আধার হলেন মহারাজ। এ পাখিও এক আশ্চর্য পাখি, সারা পৃথিবীর রত্ন। তাই একে সঙ্গে নিয়ে এসেছি মহারাজের চরণমূলে, মহারাজের দর্শনের আনন্দ পেতে চাই।

এটি শোনার পর এখন মহারাজ যা করেন।

এই বলে সে থামল।

রাজার কৌতূহল হল। কাছাকাছি ছিলেন যে-সব রাজন্য, তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে আদেশ করলেন, ক্ষতি কি, নিয়ে এস।

রাজা একথা বললে পর প্রতীহারী উঠে গিয়ে নিয়ে এল সেই চণ্ডাল-কুমারীকে।

সে প্রবেশ করে দেখতে পেল রাজাকে—

হাজার রাজার মধ্যিখানে বসে আছেন, কুলপর্বতগুলি যেন বজ্র-ভয়ে একত্র জড় হয়ে ঘিরে ধরেছে সোনার পাহাড় সুমেরুকে। অজস্র রত্নখচিত আভরণের ঝকমক-ঝলমলানিতে গা-ঢাকা দিয়েছে গা; যেন হাজার হাজার ইন্দ্রধনুতে আট-দিক-ঢেকে-যাওয়া একখানি মেঘলা দিন। বসে আছেন চন্দ্রকান্তমণির পর্যঙ্কে এক অনতিবৃহৎ চাঁদোয়ার নিচে। সে-চাঁদোয়ার রেশমী কাপড়টি আকাশগঙ্গার পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনার মত শাদা, চারদিকে চারটি মণিখচিত ডাঁটিতে সোনার শিকলি দিয়ে বাঁধা, নিচে ঝুলছে বড় বড় মুক্তোর ঝালর। চামর ঢুলছে কত শত—ডাঁটিগুলি সব সোনার। বাঁ পা-টি রেখেছেন স্ফটিকের এক (গোল) পাদ-পীঠে—সে যেন চাঁদ, তাঁর উজ্জ্বল মুখের অফুরন্ত লাবণ্যের কাছে হার মেনে লুটিয়ে পড়েছে পায়ে। নীলার মেঝের (নীল) দ্যুতির ছোঁয়া লেগে তাঁর পায়ের নখের আলোর রাশি কালো হয়ে যাচ্ছে, যেন প্রণত শত্রুর দীর্ঘ-নিঃশ্বাসেরই কালিমায় মলিন হয়ে যাচ্ছে তারা—তাইতে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে। সভা আলো করে তিনি বসে আছেন যেন নারায়ণ। আসন থেকে ঠিকরে-পড়া চুনির আভায় লাল হয়ে গেছে তাঁর দুটি উরু, সদ্যমর্দিত মধুকৈটভের রক্তে লাল হয়ে যাওয়া নারায়ণেরই উরুর মত।

পরণে দুখানি পট্টবাস, অমৃতের ফেনার মত ধবধবে। আঁচলায় গোরোচনা দিয়ে হংসমিথুন আঁকা, চারু চামরের হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ছে। অতি-সুগন্ধি চন্দনের অনুলেপনে বুকখানি শাদা, তার ওপর কুঙ্কুমের ছাপ[১৯]; যেন (বরফ-শাদা) কৈলাস-পাহাড়ের গায়ে এখানে-ওখানে এসে পড়েছে বালসূর্যের (রাঙা) আলো। মুখখানিকে ঘিরে রয়েছে একটি মুক্তমালা, যেন তাকে আর একটি চাঁদ মনে করে ঘিরে ধরেছে তারার দল। বাহু দুটি ঘিরে দুটি নীলার কেয়ূর—সে কি অতিচঞ্চলা রাজলক্ষ্মীকে বেঁধে রাখার শৃঙ্খল? না চন্দনগন্ধলুব্ধ দুটি ভুজঙ্গ? দুই কান থেকে ঈষৎ ঝুলে আছে দুটি পদ্ম। টিকোলো নাক। ফোটা শ্বেতপদ্মের মত চোখ। পালিশ-করা সোনার পাটার মত চওড়া পৃথিবী-জোড়া রাজ্যের অভিষেক-জলে পবিত্র, অষ্টমীর চন্দ্রকলার মত কপালটি; মাঝখানে ছোট্ট লোমের ঘূর্ণি। গন্ধে ম' ম' মালতীফুলের শেখর মাথায়; যেন বিহানবেলায় অস্তাচলের চূড়ায় ছড়িয়ে-থাকা এক গুচ্ছ তারা। আভরণের দীপ্তিতে সারা অঙ্গ উজ্জ্বল-পিঙ্গল, যেন মহাদেবের (চোখের) আগুনে জ্বলছে মদন। কাছে দাঁড়িয়ে ঘিরে আছে বারবধূর দল, যেন সেবা করতে এসেছে দিগ্‌বধূরা। ঝকঝকে মণির মেঝেতে পড়েছে তাঁর সমস্ত দেহের প্রতিবিম্ব, বসুন্ধরা যেন ভালবেসে হৃদয়ে ধরে আছেন পতিকে।

(চণ্ডালের মেয়ে অবাক হয়ে দেখল)—

রাজার অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছেন রাজলক্ষ্মী, তাঁকে তিনি প্রতিজনের ভোগ্য করে তোলা সত্ত্বেও তিনি শুধু তাঁরই আছেন। অসংখ্য পরিজন তাঁর, তবু তিনি অদ্বিতীয়। যুদ্ধের হাতি-ঘোড়া কত যে আছে তার লেখাজোখা নেই, তবু তাঁর সহায় শুধু কৃপাণ। আছেন এক জায়গাতেই, তবু সমগ্র ভুবন ব্যস্ত করে আছেন। আসনে

ভর দিয়ে বসে আছেন, তবু নির্ভর তাঁর ধনুতেই। ইন্ধন যোগাবে যারা সেই শত্রুকুলকে নিঃশেষে উচ্ছেদ করেছেন, তবু ধগধগ জ্বলছে তাঁর প্রতাপের আগুন। বিশাল লোচন, কিন্তু দৃষ্টি অতি সূক্ষ্ম। বিশাল দুটি দোষা (ভুজ), তবু সর্বগুণাধার। কু (পৃথিবী)-পতি তবু প্রেমাস্পদ সমস্ত ভার্যার। অনবরত করে চলেছেন দান, কিন্তু মাথাটি ঘোরে নি; (যেন তিনি এক আশ্চর্য হাতি, যে মাতাল না হয়েই অবিশ্রাম ঝরিয়ে চলেছে মদধারা)। সুনির্মল চরিত্র, তবু কৃষ্ণ-চরিত্র। কর নেই, তবু করে ধরে রেখেছেন সমস্ত পৃথিবী।[২০]

দেখে—

দূর থেকেই রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সে তার লালটুকটুকে পদ্মের পাপড়ির মত কোমল হাতে, মুখের কাছটা ক্ষয়ে যাওয়া একটি বাঁশের লাঠি দিয়ে রত্নবলয় ঝনঝনিয়ে সভার মেঝেতে একবার আঘাত করল। করতেই (সভাস্থ) সমস্ত রাজন্যবর্গ একসঙ্গে রাজার মুখের থেকে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে ঘুরে তাকালেন; যেন তালের শব্দে[২১] একসঙ্গে ঘুরে তাকাল বুনো হাতির দল।

'দূর থেকে দেখুন' এই কথা বলে, প্রতীহারী যখন তাকে দেখিয়ে দিলে, তখন রাজা তাকে দেখলেন; তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেই থাকলেন, চোখে আর পলক পড়ে না।

তার সামনে ভদ্দরলোকের মত কাপড়-চোপড় পরা শুভ্র-বসন একটি পুরুষ। বয়েস হয়েছে, তাই মাথাটি শাদা। চোখ এবং চোখের কোণা রক্তপদ্মের মত টকটক করছে লাল। যৌবন চলে গেছে, তবু অনবরত ব্যায়াম করার ফলে শরীরের গাঁট-টাঁট আলগা হয় নি। চণ্ডাল বটে, কিন্তু চেহারায় খুব একটা হিংস্র ভাব নেই।

পেছন-পেছন আসছে উস্কো-খুস্কো চুল[২২] একটি চণ্ডাল-বালক, হাতে একটি খাঁচা—সোনার শলা দিয়ে তৈরি হলে হবে কি ভেতরের শুকপাখিটির রঙে সবুজ হয়ে গিয়ে মনে হচ্ছে যেন পান্নার।

সেই শ্যামা মেয়ে—সে যেন ভগবান বিষ্ণুর মোহিনী-সাজ, অসুরদের দখল থেকে অমৃত চুরি করে নেওয়ার সময় ধারণ করা সেই অপরূপ ছদ্মবেশটি। যেন ইন্দ্রনীল মণির একটি চলন্ত পুতুল।[২৩] গোড়ালি পর্যন্ত ঝোলা নীল কঞ্চুকে তার শরীরখানি ঢাকা, ওপরে রক্তাংশুকের অবগুণ্ঠন, নীলপদ্মের বনে যেন এসে পড়েছে (এক ঝলক) গোধূলির রাঙারোদ। একটি কানে পরা গজদন্তের আভরণের আভায় তার সুডৌল গালটি একটু ফর্সা দেখাচ্ছে, যেন উদীয়মান চাঁদের জ্যোৎস্না-মাখা রাত্রির মুখখানি, অর্থাৎ কিনা প্রথম-রাত। ঈষৎ-পিঙ্গল গোরোচনা দিয়ে কপালে তৃতীয় নয়নের মত করে এঁকেছে একটি তিলক, যেন মহাদেবের দেখাদেখি কিরাতবেশধারিণী ভবানী।

সে মেয়ে যেন (স্বয়ং) লক্ষ্মী, নারায়ণের বুকে থাকতে থাকতে তাঁর শরীরের রং লেগে রংটি একটু ময়লা হয়ে গেছে। যেন রতি, কালো হয়ে গেছে হর-কোপানলে পুড়তে থাকা মদনের ধোঁয়ায়। যেন যমুনা, পালিয়ে এসেছে মত্ত বলরামের হলাকর্ষণের ভয়ে[২৪]। পদ্মের মত পা দুখানি পল্লবিত[২৫] করেছে প্রচুর গাঢ় আলতায় রাঙিয়ে রাঙিয়ে, যেন সদ্য-মর্দিত-মহিষাসুর-রক্তে রক্তাক্তচরণা কাত্যায়নী।

তার (পায়ের) লালচে আঙুলের রঙে রাঙা হয়ে গেছে তার নখের জেল্লা, মনে হচ্ছে মণিখচিত মেঝের অতি কঠিন স্পর্শ সইতে না পেরে সে যেন কচিপাতা ভেঙে ভেঙে মাটিতে ফেলে ফেলে তার ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছে।

নূপুর-মণির ঈষৎ-পিঙ্গল ছটার ফোয়ারায় ঝলমল করছে তার শরীর, যেন বিধাতাকে নস্যাৎ করতে তার জাতটি শুধরে দেবার জন্যে তার দেহটি জড়িয়ে ধরেছেন আগুন-ঠাকুর, যিনি তার রূপ দেখেই টলেছেন।

তার জঘন ঘিরে একটি কাঞ্চী-দাম, যেন মাতঙ্গ অনঙ্গের মাথায় একটি সাতাশ-মুক্তোর-মালা[২৬] যেন রোমরাজির লতার তলায় একটি আলবাল। বেশ বড় বড় মুক্তোর ঝকঝকে একটি মালা গলায় জড়ানো, যমুনা-(সই) ভেবে তার গলা কি জড়িয়ে ধরেছে গঙ্গাজল ?

ফোটা শ্বেতপদ্মের মত চোখ, যেন সে শরৎকাল[২৭]—চোখের মত চারিদিকে ফুটে উঠেছে শাদা পদ্ম।

মাথায় মেঘের মত ঘননিবিড় কালো চুলের রাশ, যেন সে বর্ষা—মেঘই যার কেশজাল।

চন্দনের কচিপাতা দিয়ে রচেছে মাথার চুড়ো, যেন সে চন্দনপল্লবে-সাজা মলয়পাহাড়ের ঢাল।

বিচিত্র সব শ্রবণাভরণে (কানের গয়নায়) সেজেছে, যেন সে তারার মালা—চিত্রা-শ্রবণা-ভরণীতে সাজানো।

লক্ষ্মীর হাতে যেমন শোভা পায় কমল, তেমনি তারও হাতে কমলের মত শোভা।

মূর্ছার মত সে—কেড়ে নেয় মন।

ঘুমের মত সে—জড়িয়ে ধরে চোখ।

অক্ষতরু—উপসম্পন্না (অক্ষতরু-যুক্ত) বনভূমির মতই সে, অক্ষত-রূপ-সম্পন্না, রূপে কোন খুঁত নেই।

অ-কুলীন, অ-মর্ত্যবাসিনী স্বর্গের মেয়ের মত সে, অ-কুলীন, অনভিজাত[২৮]।

সে যেন মাতঙ্গকুলদূষিতা বনের কমলিনী—চণ্ডালকুলদূষিতা[২৯]।

সে যেন অধরা—তাকে ছোঁয়া যায় না।

সে যেন ছবি—শুধুমাত্র তাকিয়ে তাকিয়ে দেখাই সার।

মধুমাসের পুষ্পোৎসব সে—জাতি নেই[৩০]।

যেন অনঙ্গের ফুলে-গড়া সরু ধনুকটি—মুঠি দিয়ে ধরা যায় মাঝখানটি।

যেন অলকা-ঝলমলানো কুবেরের ঐশ্বর্যলক্ষ্মী—অলকে ঝলমল।

সদ্য উদ্ভিন্নযৌবনা।

অপরূপ রূপসী।

তাকে দেখে রাজার বিস্ময় জাগল, মনে হল—

বিধাতার একি অস্থানে রূপ-রচনার পরিশ্রম! কেননা, জগতের সমস্ত রূপরাশিকে টিটকিরি দেয় এমন-রূপের ডালি এ-মেয়ে তিনি যদি গড়লেনই, তবে এমন অছুত জাতে তাকে জন্ম দিলেন কেন, যে তাকে ছোঁয়াও যাবে না, পাওয়াও যাবে না—সে-গুড়ে বালি ?

বোধহয় পাছে চাঁড়াল-জাতকে ছুঁলে আবার কোত্থেকে কি হয়ে যায়, এই ভয়ে প্রজাপতি এ-মেয়েকে না-ছুঁয়েই গড়েছেন। নইলে এমন নিটোল লাবনি কেমন করে হয়? হাত দিয়ে টেপাটেপি করলে কি আর অঙ্গে অঙ্গে এমন কান্তি হত?

ধিক বিধাতাকে, একশবার ধিক—বেমানান জোড় মেলাতে ওস্তাদ! দেখ দেখি, এমন সুন্দর চেহারা, তবু দেখলে ভয় করে। জাতটা যে নৃশংস। পীরিত করলে নিন্দে হবেই। যেন অসুরদের রাজলক্ষ্মী, সুন্দরী হলেও ভয়ঙ্করী, দেবতাদের ধিক্কার দিচ্ছে সবসময়[৩১]।

রাজা এই সব ভাবছেন, এমন সময় সেই কিশোরী এসে কর্ণপল্লবটি ঈষৎ ঝুঁকিয়ে বেশ সপ্রতিভ মহিলার মত তাঁকে প্রণাম করল।

প্রণাম সেরে মণিময় মেঝেতে সে বসল, আর সেই পুরুষটি সেই পাখিটিকে খাঁচাশুদ্ধুই নিয়ে রাজার কাছে একটু এগিয়ে এসে তাঁকে নিবেদন করে বলল—

দেব, কোন শাস্ত্রের কোন কথা এর জানতে বাকি নেই। রাজনীতির প্রয়োগে কুশল। ইতিহাস-পুরাণের গল্প কি চমৎকার করে যে বলতে পারে। গানের শ্রুতিগুলি সব জানে। কাব্য নাটক গল্প আখ্যায়িকা—সাহিত্যের কোন জিনিসটি না পড়েছে; রচনাও করেছে নিজে অগুণতি। (এদিকে আবার) খুব রগুড়ে, কইয়ে-বইয়ে। বীণা বলুন, বাঁশি বলুন, মৃদং বলুন, প্রত্যেকটি বাজনার এমন সমজদার আর পাবেন না। নাচ হচ্ছে—দেখে বলে দেবে কেমন নাচ, কি বৃত্তান্ত। ছবি-আঁকায় ওস্তাদ। জুয়ো খেলতে দড়। প্রেমের ঝগড়ায় গোঁসা হলে মানিনীর রাগ পড়বে কেমন করে, সে রাস্তাও এ বাতলে দিতে পারে চমৎকার। হাতি ঘোড়া মেয়ে পুরুষ—লক্ষণ জানে। সারা পিথিমির রতন-পারা এই শুকপঙ্খী—

এর নাম বৈশম্পায়ন।

মহারাজ তো সমুদ্দুর, সব রতনের আধার—এই মনে করে আমাদের সর্দারের মেয়ে মহারাজের ছিচরণমূলে একে নিয়ে এসেছেন। এটি এখন আপনারই (আ, আপন করে নিন, অর্থাৎ গ্রহণ করুণ)।

এই বলে রাজার সামনে খাঁচাটি রেখে সে সরে দাঁড়াল।

সরে দাঁড়াতেই সেই বিহঙ্গ-রাজ রাজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ চরণটি তুলে প্রতিটি বর্ণ এবং স্বর নির্ভুল রেখে সুস্পষ্ট ভাষায় জয়-শব্দ উচ্চারণ করে রাজার উদ্দেশে আর্যাছন্দে[৩২] এই শ্লোকটি পাঠ করল—

হিয়াজোড়া শোক সেই তো আগুন, তার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে,
চোখের ধারায় নেয়ে,
ছেড়েছে আহার, মুক্তার হার কোথা পড়ে কোনখানে[৩৩]—
বুক-জোড়া তব শত্রু-নারীর যেন
রত ব্রত-আচরণে॥

রাজা তো আর্যা শুনে অবাক। কাছেই অত্যন্ত দামী সোনার আসনে বসেছিলেন

ব্রাহ্মণ প্রধানমন্ত্রী কুমারপালিত, বেশ বয়েস হয়েছে, দেবগুরু বৃহস্পতির মতই রাজনীতির নাড়ী-নক্ষত্র সব জানেন, তাঁকে বললেন সানন্দে—

শুনলেন? পাখিটার উচ্চারণ কি স্পষ্ট! আর কি মধুর কণ্ঠস্বর! একে তো এইটাই এক তাজ্জব ব্যাপার, যে এমন প্রত্যেকটি অক্ষর অতিশয় স্পষ্ট করে এমন চমৎকার কথা বলছে, বর্ণগুলি ঠিক আলাদা-আলাদা রয়েছে; জড়িয়ে যাচ্ছে না; মাত্রা, অনুস্বার, স্বর সব কিছুই স্পষ্ট এবং নির্ভুল। তার ওপর আবার ইতরপ্রাণী হয়েও সংস্কারী[৩৪] মানুষের মত নিজের পছন্দসই বিষয়ে ভেবে-চিন্তে প্রবৃত্ত হচ্ছে। দেখুন না, ডান পাটি কেমন তুলে, জয়-শব্দ উচ্চারণ করে, আমাকে উদ্দেশ করে আর্যাটি বলল। সাধারণত তো দেখা যায়, পশুপাখিরা জানে শুধু আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন আর কিছু ইসারা ইঙ্গিত। এ যা দেখলাম—আশ্চর্য, আশ্চর্য!

রাজা এই কথা বললে কুমারপালিত একটু হেসে রাজাকে বললেন—মহারাজ, এতে আশ্চর্যের কি আছে? আপনি তো জানেনই, শুকসারী ইত্যাদি কিছু পাখি আছে, যারা যেমনটি শোনে, তেমনটি বলতে পারে। তার ওপর পূর্বজন্মের সংস্কার সঙ্গে নিয়ে আসার ফলে, কিংবা মানুষের চেষ্টায় যদি কারো অসাধারণ উৎকর্ষ জন্মায়, তাতে খুব বেশি অবাক হবার কিছু নেই। তাছাড়া, আগে এরাও তো মানুষের মতই অত্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে কথা বলতে পারত। অগ্নির অভিশাপে শুকেদের কথা অস্পষ্ট হয়ে গেছে, আর হাতিদের জিভ উল্টে গেছে।[৩৫]

বলতে বলতেই গমগম করে বেজে উঠল নাড়িকা[৩৬]-শেষের দুন্দুভি, আর তাকে অনুসরণ করে উত্থিত হল মধ্যাহ্নের শঙ্খধ্বনির ঘোষণা—সূর্য মধ্যগগনে আরোহণ করেছেন। শুনে রাজা রাজবৃন্দকে বিদায় দিয়ে সভাগৃহ থেকে উঠে পড়লেন।

—স্নানের সময় হল।

মহারাজ উঠতেই রাজারাও উঠলেন। সকলেই ব্যগ্র বিদায়-প্রণাম জানাতে; বুকের হার দুলিয়ে এ-ওকে পাল্লা দিয়ে সকলেই চান এগিয়ে যেতে, ফলে সে কি প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি। তাড়াহুড়ো করে যেতে গিয়ে পরস্পরের ধাক্কায় অঙ্গদ সরে গিয়ে তার বাহার-করা সূক্ষ্ম কারুকার্যময় মকরের ছুঁচলো মুখে লেগে গিয়ে কতজনের কাপড় ছিঁড়ল। নড়া-চড়ায় এদিক-ওদিক দুলতে লাগল গলার মালা। কাঁধ থেকে উড়তে-থাকা কুঙ্কুম আর সুগন্ধি-চূর্ণে রাঙা হয়ে গেল চারিদিক। মালতীফুলের চঞ্চল শেখর থেকে উড়ে যেতে লাগল মৌমাছিরা ঝাঁকে ঝাঁক। কানের পদ্মগুলি অর্ধেক ঝুলে পড়ে গাল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দুলতে লাগল।

আর সেই সভাগৃহ যেন সর্বাঙ্গে কম্পিত তরঙ্গিত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল—

চামর-কাঁধে এদিক-ওদিক চলে যেতে থাকা চামরধারিণীদের পায়-পায় বেজে ওঠা মণি-ঝুমঝুম রতন-নূপুরের শব্দে—পদ্মমধুপানমত্ত বৃদ্ধ কলহংসের ডাকের মত ভাঙা-ভাঙা।

বারবিলাসিনীদের মেখলার মনোহর ঝঙ্কারে ঘুরতে-ফিরতে তাদের প্রশস্ত জঘনে আহত হয়ে যার রত্নমালাগুলি ঝমঝম করে বাজছিল।

ভবনদীর্ঘিকার রাজহংসদের কল-কোলাহলে—নূপুরধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে এসে যারা শাদায় শাদা করে ফেলেছিল সভামণ্ডপের সোপানফলকগুলি।

কাঁসা-চাঁচার মত ক্রেংকার তুলে টেনে টেনে গৃহসারসদের চিৎকারে—মেখলার ঝংকারে উৎসুক হয়ে যারা আরো তারস্বরে ডেকে উঠছিল।

ত্রস্তে-ব্যস্তে চলতে-থাকা শত শত সামন্ত রাজার চরণাহত সভমণ্ডপের বজ্রগম্ভীর পৃথিবী-কাঁপানো ধ্বনিতে।

লাঠিহাতে প্রতীহারীদের সাবধান-রবে যারা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সামনে থেকে লোকেদের অবহেলাভরে হটাতে হটাতে চলেছিল 'দেখে-দেখে' বলে চীৎকার করতে করতে, আর তাদের সেই একটানা চিৎকার ভবন-প্রাসাদের কুঞ্জে কুঞ্জে প্রতিধ্বনি তুলে দীর্ঘতর হচ্ছিল।

মণিময় মেঝেতে রাজাদের সাচ্চা-মণির শলায়-কাঁটা-কাঁটা মুকুটের ছুঁচলো অংশের আঁচড় লাগার আওয়াজে—যখন ব্যস্ত হয়ে মাথা-মুকুট নামিয়ে চূড়ামণি দুলিয়ে তাঁরা প্রণাম করছিলেন।

অতিকঠিন মণিকুট্টিমে আহত প্রণামে হেলে-পড়া মণিময় কর্ণাভরণের রণৎকারে।

পুরোগামী বৈতালিকদের স্তুতিপাঠের হট্টগোলে—'জয় হোক' 'বেঁচে থাকুন' ইত্যাদি মধু মঙ্গলধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যা দিকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছিল।

ভোমরাদের বোঁ বোঁ শব্দে—শত শত চলন্ত লোকের ভিড়ে যারা ফুল-টুল ছেড়ে ভয়ের চোটে উড়ে যাচ্ছিল।

মণিময় থামগুলির ঝনন-রণনে—ধ্বস্তাধ্বস্তি হুড়োহুড়ি করে চলতে গিয়ে রাজাদের কেয়ূরের আগার ধাক্কা লেগে যাদের রত্নমালাগুলি ঝনঝন করে বেজে উঠছিল।

রাজাদের বিদায় দিয়ে; সেই চণ্ডালের মেয়েকে 'বিশ্রাম কর' একথা নিজমুখে বলে, 'বৈশম্পায়নকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও' তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীকে এই আদেশ দিয়ে, কয়েকজন অন্তরঙ্গ রাজপুত্রের দ্বারা পরিবৃত হয়ে মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

একে একে খুলে ফেললেন প্রত্যেকটি আভরণ। যেন কিরণজাল খসে পড়ল সূর্যের গা থেকে। কিম্বা, চাঁদ নেই তারা নেই, হা হা করে উঠল আকাশখানা।

তারপর চলে গেলেন ব্যায়ামশালায়, ব্যায়ামের যথাযোগ্য সব উপকরণ সেখানে আগে থেকেই তৈরি-টৈরি করে এনে রাখা ছিল।

সেখানে সমবয়সী রাজপুত্রদের সঙ্গে হালকা ব্যায়াম করলেন। পরিশ্রমে ফুটে-ওঠা স্বেদবিন্দুর সার সাজিয়ে তুলতে লাগল তাঁর শরীরটিকে—

দুটি গালে ও কি একটু-ফোটা নিশিন্দার পুষ্পমঞ্জরীর বিলাস? বুকে—বুঝি নির্দয় শ্রমে ছিঁড়ে-যাওয়া হার থেকে খসে-পড়া একগুচ্ছ মুক্তা। প্রশস্ত ললাটে—যেন অষ্টমীর আধা-চাঁদে ঝলমলিয়ে উঠেছে বিন্দু বিন্দু অমৃত।

তারপর তিনি চললেন স্নান-ভূমিতে। আগে আগে হন্তদন্ত হয়ে এদিক-ওদিক দৌড়ে চলল পরিজনেরা স্নানের জিনিসপত্র গোছাতে। পথ দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলল দণ্ডধারীরা। সে সময় রাজবাড়িতে লোক যদিও খুবই কম। তবুও তারা তাদের লোক হটানোর কর্তব্যটি ঠিকই পালন করে যাচ্ছিল[৩৭]।

স্নানের জায়গাটিতে টাঙানো ছিল একটি শাদা চাঁদোয়া। চারণেরা দলে দলে

গোল হয়ে ঘিরে ছিল জায়গাটি। মাঝখানে সুগন্ধিজলে ভরা একটি সোনার জলাধার। স্ফটিকের স্নান পিঁড়িটি যথাস্থানে রাখা। একপাশে শোভা করে রয়েছে গন্ধে ভুর-ভুর-জলে-ভর্তি সব স্নানের ঘড়া, তাদের মুখগুলি আঁধার করে রয়েছে সুগন্ধে আকৃষ্ট ভোমরার ঝাঁক; যেন নীল কাপড় দিয়ে কেউ ঢেকে রেখেছে; পাছে রোদ লাগে।

রাজা জলাধারে নামলেন। কয়েকজন বারবধূ হাত দিয়ে সুগন্ধি আমলকি চটকে লাগিয়ে দিল তাঁর মাথায়। তারপর তাঁকে ঘিরে, বুক এবং কোমর কাপড় দিয়ে আঁট করে বেঁধে, লতার মত বাহুতে চুড়িগুলি উঁচু করে নিয়ে; কানের দুল ওপরে তুলে দিয়ে, কানের আশপাশ থেকে চুলগুলি সরিয়ে, জলের ঘড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বারনারীরা স্নান করাতে, যেন দেবীরা এসেছেন তাঁর অভিষেক করতে।

তখন, জলের মধ্যে রাজা আর তাঁকে ঘিরে করিকুম্ভবৎ সমুন্নতস্তনী নারীরা—দেখে মনে হচ্ছিল, আহা, বন্যকরী যেন জলে নেমেছে; আর তাকে ঘিরে রয়েছে করেণুর দল।

জল থেকে উঠে জলাধার ছেড়ে রাজা গিয়ে উঠলেন নির্মল স্ফটিকের শাদা স্নান-পিঁড়িতে; যেন বরুণ চড়লেন রাজহংসে।

তখন সেই বারাঙ্গনারা তাঁকে একের পর এক স্নান করাতে লাগল—

কেউ কেউ পান্নার কলসের আভায় সবুজ হয়ে গিয়ে মূর্তিমতী পদ্মিনীর মত স্নান করাল যেন পত্রপুট দিয়ে।

কারো কারো হাতে ছিল রুপোর কলস, তারা যেন রাত্রি; স্নান করাল পূর্ণিমার চাঁদের বিগলিত জোছনা-ধারায়।

ঘড়া তোলার পরিশ্রমে কারো কারো ঘামে ভিজে গিয়েছিল গা—মনে হল যেন জলদেবীরা স্নান করাচ্ছেন স্ফটিকের কলস থেকে তীর্থ-সলিল-ঢেলে।

কেউ কেউ স্নান করাল চন্দন-মেশান জলে—যেন তারা মলয়পর্বতের স্রোতস্বিনীর দল।

কেউ কেউ—উৎক্ষিপ্ত কলসের দুপাশে রেখেছে কচিপাতার মত হাত দুটি, নখের ছটায় ঝিকমিকিয়ে উঠছে চারপাশ, প্রত্যেক আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ছে জলধারা—ঠিক যেন ধারাযন্ত্রের দেবীমূর্তি।

কারো কারো হাতে সোনাব ঘড়া, স্নান করাল কুংকুম-রাঙা জলে, যেন শীত ভাঙাতে ভোরের রাঙারোদ দিয়ে নাইয়ে দিচ্ছেন দিনলক্ষ্মী।

এরপরই ফুঁয়ে ফুঁয়ে বেজে উঠল স্নানের শাঁখ ঝাঁকে ঝাঁক। আর সেই সঙ্গে বাজতে লাগল দুম দুম গম গম ঢাকের পর ঢাক, ঝল্লরী[৩৮]; মৃদঙ্গ, বাঁশি, বীণা, গান···তার সঙ্গে এসে মিশল বৈতালিকবৃন্দের কোলাহল—শূন্য ভরাট করা সে কি প্রচণ্ড কান-ফাটানো আওয়াজ।

এইভাবে যথারীতি স্নান শেষ করে তারপর তিনি পরলেন সাপের খোলসের মত ফিনফিনে দুটি ধোয়া শাদা কাপড়। তাঁকে দেখাতে লাগল যেন জলে-ধোয়া ঝকঝকে-গা একটুকরো শরতের আকাশ। মাথায় জড়ালেন ধবধবে একফালি মেঘের মত শাদা লম্বা একটি রেশমী কাপড়, যেন হিমালয়ের চূড়াকে জড়িয়ে ধরল আকাশগঙ্গার স্রোত।

পিতৃপুরুষকে জল দিলেন। সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপূত জলাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর গেলেন মন্দিরে।

সেখানে পশুপতির পূজার্চনা সেরে, মহারাজ মন্দির থেকে বেরিয়ে, হোম করে, বিলেপন-ভূমিতে গিয়ে সর্বাঙ্গে মাখলেন মৃগমদ কর্পূর কুংকুমে সুবাসিত চন্দন, যার সুগন্ধে ছেঁকে ধরছিল ভ্রমরেরা দলে দলে গুনগুনগুনগুনিয়ে। মাথায় পরলেন সুগন্ধি মালতীফুলের শেখর। বস্ত্র-পরিবর্তন করলেন। আভরণের মধ্যে পরলেন শুধু দু-কানে দুটি রতনের কর্ণপূর। তারপর যাদের সঙ্গে আহার করতে তিনি অভ্যস্ত সেই রাজপুত্রদের সঙ্গে আহার করলেন পছন্দসই রান্নার স্বাদ নিতে নিতে খুশি হয়ে।

তারপর ধূমবর্তি[৩৯] পান করে, আঁচিয়ে, পান নিয়ে উঠে পড়লেন জায়গাটি ছেড়ে—ততক্ষণে সব সরিয়ে-টরিয়ে তকতকে করে মোছা হয়ে গেছে সেই মণির মেঝে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল প্রতিহারী, ব্যস্তে-ব্যস্তে দৌড়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল, অনবরত বেতের লাঠি ধরে ধরে সে হাতের পাতা হয়েছে শক্তপোক্ত কচিপাতার মত—সেই হাতটি হাতে ধরে চললেন খাওয়ার পরে যেখানে দর্শন দেন সেই সভা-ঘরে[৪০], পেছন-পেছন চলল পরিজনেরা, যাদের অন্তঃপুরে যাতায়াতের অধিকার আছে।

সভাঘরের চারপাশ ঘিরে ঝুলছিল শাদা রেশমী পর্দা; মনে হচ্ছিল তার দেওয়ালগুলো যেন স্ফটিকমণি দিয়ে তৈরি। অতিসুরভি কস্তুরী দিয়ে সুবাসিত-করা চন্দন-জল ছিটিয়ে-ছিটিয়ে তার মণিময় মেঝেটিকে ঠাণ্ডা করা হয়েছিল। ঝকঝকে আকাশ-ভরা গুচ্ছ গুচ্ছ তারার মত সেই ঝকমকে মণির মেঝেটি জুড়ে ছড়িয়ে ছিল ঘনবিন্যস্ত ফুলের আলপনা। ঘরটি আলো করেছিল সুগন্ধি জলে ধোয়া সোনার সব থাম—সার সার মূর্তি খোদাই করা—যেন ধারণ করে আছে গৃহদেবতাদের। অগুরুধূপের ঘন সৌরভে আচ্ছন্ন সে-ঘর।

ঘরের মধ্যে একটি বেদিকা, তাতে হিমগিরির শিলাতলের মত একটি শয্যা—যেন সমস্ত জল ঝরিয়ে দিয়ে পড়ে রয়েছে একখণ্ড শাদা মেঘ, ফুলের গন্ধে সুবাসিত একটি চাদর দিয়ে ঢাকা, মাথার দিকটায় সিল্কের বালিশ, পায়াগুলি মণিময় আধার-পীঠের ওপরে রাখা, পাশে রতনের পাদপীঠ।

মাটিতে বসে অসিটি কোলের ওপর রেখে এক অসিধারিণী কচি পদ্মপাতার মত কোমল হাত দুটি দিতে মৃদু পা টিপে দিতে লাগল, আর তিনি শয্যায় বসে সেই সময় যাঁদের দেখা করার কথা সেইসব রাজার সঙ্গে, মন্ত্রীদের সঙ্গে এবং বন্ধুদের সঙ্গে একথা-সেকথা কইতে কইতে ঘণ্টাখানেক আরাম করে নিলেন। তারপর অদূরবর্তিনী প্রতীহারীকে রাজা আদেশ করলেন, 'অন্তঃপুরে থেকে বৈশম্পায়নকে নিয়ে এস'—তাঁর খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে প্রশ্ন করে জেনে নেন তার ইতিহাস। প্রতীহারী হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে মাটিতে হাত রেখে 'যে আজ্ঞে মহারাজ' বলে আদেশ শিরোধার্য করে হুকুম তামিল করল।

একটু বাদেই প্রতীহারীর হাতে খাঁচা—বৈশম্পায়ন এসে হাজির হল রাজার কাছে, পেছন-পেছন এল এক কঞ্চুকী সোনার লাঠিতে ভর দিয়ে, শরীরের ওপর দিকটি একটু

নুয়ে পড়েছে, শাদা কঞ্চুকে সারা দেহ ঢাকা বয়েসে শাদা হয়ে গেছে মাথা, গলার স্বর জড়ানো, চলন অতিধীর—ঠিক যেন পাখি-জাত্‌টার প্রতি ভালবাসার দরুণ চলে এসেছে এক বৃদ্ধ কলহংস।

মাটিতে হাত রেখে কঞ্চুকী রাজাকে জানাল, 'মহারাজ; রানীমায়েরা জানাচ্ছেন, মহারাজের আদেশমত এই বৈশম্পায়নকে স্নান করানো এবং খাওয়ানো হয়েছে এবং প্রতীহারী তাকে মহারাজের চরণমূলে নিয়ে এসেছে।

এই বলে কঞ্চুকী চলে গেলে রাজা বৈশম্পায়নকে জিগ্যেস করলেন, 'কি, অন্তঃপুরে পছন্দসই খাবার-দাবার একটু-আধটু[৪১] খেয়েছ তো ?

সে উত্তয়ে বলল, মহারাজ, কী না খেয়েছি ? ঈষৎ-মত্ত কোকিলের চোখের মত নীলচে-লাল কষা-মিষ্টি জামের রস খেয়েছি আকণ্ঠ। টুকরো করেছি ডালিম-দানা ; রং ছিল তার সিংহ-নখর-বিদীর্ণ মত্ত মাতঙ্গের কুম্ভ থেকে বার-করে-আনা রক্তে-ভেজা মুক্তোর মত। পদ্মপাতার মত সবুজ, আঙুরের মত সোয়াদ—পানী আমলা ইচ্ছেমত চটকেছি। কত আর বলব বলুন, রানীমাদের নিজের-হাতে ধরে-দেওয়া সবই তো অমৃত—

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে রাজা বললেন—

থাক এখন এ-সমস্ত। (আগে) আমাদের কৌতূহল মেটাও। প্রথম থেকে সুরু করে আগাগোড়া বল নিজের কথা। কোন দেশেতে জন্ম তোমার, জন্মালে কি করে ? কে রেখেছে নামটি তোমার ? মা কে ? বাবা কে ? কেমন করে শিখেছ বেদ ? শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় হল কেমন করে ? কলাগুলিই বা কোত্থেকে আয়ত্ত করলে ? তুমি কি জাতিস্মর ? না, কোন বর পেয়েছ ? না, অন্য কেউ পাখির ছদ্মবেশ ধরে রয়েছ ? আগে কোথায় থাকতে ? বয়েসই বা কত ? খাঁচায় বন্দী হলে কি করে ? চণ্ডালের হাতে পড়লে কেমন করে ? এখানেই বা এলে কেন, কেমন করে ?

রাজার কৌতূহল হয়েছে; স্বয়ং জিগ্যেস করছেন এত আদর করে—বৈশম্পায়ন খানিকক্ষণ[৪২] কি যেন ভাবল, তারপর সসম্ভ্রমে বলল,

মহারাজ; প্রকাণ্ড এ কাহিনী। কৌতূহল হয়েছে যখন, শুনুন—

শুকের আত্মকাহিনী

পুব পশ্চিম দুই সায়রের তীর ছুঁয়ে আছে (এক মহাবন), নাম তার বিন্ধ্যাটবী। পৃথিবীর সে যেন মেখলা, অলঙ্কৃত করে রয়েছে মধ্যদেশ[১]।

সেই বনে শোভা করে রয়েছে গাছ আর গাছ আর গাছ। তারা বড় হয় বুনোহাতির দলের মদজলসিঞ্চনে। তারা মাথায় ধরে থাকে ছড়িয়ে-ফুটে-থাকা গোছা-গোছা শাদা শাদা ফুল—এত উঁচু, যে মনে হয় যেন মাথায় এসে আটকে রয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ তারা।

খুশিতে কিচিরমিচির কুরর[২] পাখিরা সেখানে মরীচের পাতা ঠুকরে ঠুকরে খায়। হাতির বাচ্চারা শুঁড় দিয়ে চটকায় তমালের কচিপাতা; তারই সুগন্ধ ওঠে বনের গা ভরে। সুরার নেশায় রাঙা কেরলিনীর গালের মত কোমল-রঙীন পাতায় পাতায় ছাওয়া সে-বন, যেন চলতে-ফিরতে বনদেবীদের পায়-পায় আলতায় মাখামাখি হয়ে গেছে।

আর কি যে অপরূপ তার লতাবিতানগুলি। যেন বনলক্ষ্মীর বসত-বাড়ি। শুকপাখিদের চটকানো ডালিমের রসে ভিজে গেছে তলার মাটি। ছটফটের একশেষ বানরগুলো ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে কক্কোল[৩] গাছে; আর খসে-খসে পড়ছে তার পাতা, ফুল কুটোকাটি। ফুলের রেণু ঝরছে তো ঝরছেই; সেই-ধুলোতেই ধুলো আছে হয়ে তলা। পথ-চলতি মানুষ লবঙ্গের পাতা বিছিয়ে শয্যা পেতেছিল; তাই পড়ে আছে কোথাও। চারপাশে শক্তপোক্ত সব নারকোল গাছ, কেয়া; করীর[৪]; বকুল ; মধ্যে মধ্যে শোভা করে রয়েছে পানের-লতা-জড়ানো সুপুরিগাছের জটলা।

সে মহাবনের কোথাও কোথাও আঁধার করে রয়েছে ঘননিবিড় এলাচলতার বন— সে-বনে এমন মদ-মদ গন্ধ কেন? বুঝি মাতাল হাতিদের কপোল থেকে ঝরে-পড়া মদধারায় ভিজেছে আর ভিজেছে।

শত শত সিংহ সেখানে মারা পড়ে শবর-সর্দারদের হাতে; তাদের লোভ ঐ সিংহের থাবায় আটকানো গজমোতিতে।

সেই বিন্ধ্যাটবী[৫], সে যেন যমের পুরী, যেখানে থাকে (যমের) মহিষ; আর সর্বদাই মৃত্যুর অর্থাৎ যমের উপস্থিতিতে যে-পুরী ভয়ঙ্করী, কেননা সে-ও মহিষের বাসভূমি, আর মৃত্যু সেখানে সর্বদা‌ই কাছাকাছি (ওৎ পেতে) বসে আছে বলে সে-ও ভয়ঙ্করী।

সে যেন এক সেনাবাহিনী—যুদ্ধ সুরু হল বলে, বাণাসনে অর্থাৎ ধনুতে আরোপিত হয়েছে শিলীমুখ অর্থাৎ বাণ; সিংহনাদ ছেড়েছে সৈন্যরা ; কেননা, তারও বাণ ও অসন গাছে বসেছে শিলীমুখ,—ভ্রমর, আর সিংহেরা ছেড়েছে হুঙ্কার।

সে যেন খড়্গ (খড়্গ) সঞ্চালন-ভীষণা রক্তচন্দনালঙ্কৃতা কাত্যায়নী, কেননা সে-ও সেজে আছে রক্তচন্দনগাছে আর খড়্গের (গণ্ডারের) বিচরণ-ভূমি হওয়ায় সে-ও ভয়ঙ্করী।

সে যেন কর্ণীসুতের গল্প[৬]। সেখানে আছে বিপুল আর অচল (নামে দুই বন্ধু) আর শশ (নামে এক পরামর্শদাতা)। এখানেও আছে বিপুল অচল—বিশাল পর্বত আর শশ—খরগোস আর লোধ্রগাছ।

নীলকণ্ঠেরা (ময়ূরেরা) নেচে বেড়ায় পাতায়-রাঙা সেই বনতলে—সে যেন কল্পান্তেরে সেই পল্লব-রক্ত সায়ংসন্ধ্যা, প্রলয়নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ।

সে যেন অমৃত মন্থনের সেই শ্রী[৭]-আর (কল্প) দ্রুমে সেজে-ওঠার, বারুণী (সুরা) পাওয়ার মুহূর্তটি, কেননা সে-ও সেজে আছে শ্রী-দ্রুমে[৮] আর সে-ও বারুণী-পরিগতা, দূর্বাঘাসে-ছাওয়া।

ঘন (মেঘ)-শ্যামলা অনেক-শতহ্রদা (বিদ্যুৎ)—অলঙ্কৃতা বর্ষার মত সে— নিবিড়-সবুজ, শত শত হ্রদে অলঙ্কৃতা।

সে যেন চাঁদের পারা—হরিণের বাসা, আর চাঁদ যেমন সর্বদাই ঋক্ষ (নক্ষত্র) রাশিতে রাশিতে ঘোরে, তেমনি তার মধ্যেও সদাই ঘুরে বেড়ায় ঋক্ষ অর্থাৎ ভাল্লুকের দল।

সে যেন রাজমর্যাদা—চমরমৃগের লোমের ব্যজনে শোভিত, মদমত্ত মাতঙ্গ-কুল-পরিপালিত।

স্থাণু অর্থাৎ শিবের সঙ্গে নিত্যযুক্তা মৃগেন্দ্র-সেবিতা পার্বতী যেন সে, কেননা তারও আছে অনেক স্থাণু—শাখাপত্রহীন গাছের গুঁড়ি, সিংহের বাস-ভূমি সে-ও।

সে যেন জানকী। তাঁকে যেমন নিশাচর রাক্ষসে ধরেছিল, আর তিনি যেমন জন্ম দিয়েছিলেন কুশ আর লবকে, সে-ও তেমনি নিশাচর প্রাণীদের আশ্রয়, আর সেখানেও জন্মায় কুশাঙ্কুর।

সে যেন এক রূপসী প্রেমিকা। সেজেছে মনোহর অগুরু-তিলকে, ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলেছে চন্দন-কস্তুরীর পরিমল।

মদন-(গাছে) ভর্তি, সে যেন এক প্রেমে-পড়া মেয়ে। আনচান করছে আর কত রকম পাতার হাওয়া দিয়ে হাওয়া করা হচ্ছে তাকে।

সে যেন খোকনের গলা। সেজে আছে বাঘনখের মালায়, বাঘের থাবার দাগের সারিতে[৯]; আর গণ্ডক-গয়নায়, গণ্ডারে।

শত শত সুরাপাত্র সাজিয়ে রাখা, নানান রকম ফুল জড়ানো সে যেন এক পানশালা —দেখাতে ঝুলিয়ে রেখেছে শত শত মৌচাক, এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রেখেছে হরেক রকমের ফুল।

সে-বনের কোথাও দেখা যায়, বিরাট বিরাট শূকরেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলছে মাটি, তখন মনে হয় সে যেন সেই প্রলয়মুহূর্তটি, যখন মহাবরাহ তাঁর দংষ্ট্রা দিয়ে তুলে ধরেছিলেন (জলমগ্ন) সমগ্র পৃথিবী[১০]।

কোথাও দেখা যায়, গিজগিজ করছে উঁচু উঁচু শালগাছ, আর ফচকে বানরগুলো মড়মড় করে ভেঙে চলেছে তাদের (ডাল); তখন মনে হয় সে যেন রাবণের বিপন্ন রাজধানী, যখন চঞ্চল বানরবৃন্দ ভাঙছিল তার উঁচু উঁচু বাড়িগুলো।

কোথাও দেখা যায় সবুজ কুশঘাস, সমিধ, ফুল আর শমীপাতায় বাহার করে রয়েছে, তখন মনে হয়, সে যেন সেই ঠাঁই যেখানে এক্ষুনি একটা বিয়ে হয়ে গেল।

সে-বনের কোথাও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে, বুঝি ভয়ে—উন্মত্ত সিংহের গর্জন শুনে। কোথাও সে মাতাল মেয়ের মত অস্পষ্ট-মধুর প্রলাপ বকে চলেছে কোকিলকুলের অব্যক্তমধুর রবে। কোথাও বায়ুর তাড়নায় হাততালি দেওয়া পাগলিনীর মত হাওয়ার বেগে তালের গাছে গাছে আওয়াজ তুলছে। কোথাও তালপত্র-অলংকার খুলে ফেলা বিধবা রমণীর মত খসিয়ে দিচ্ছে তালপাতা।

কোথাও যেন যুদ্ধক্ষেত্র—ছড়িয়ে আছে শত শত শর। কোথাও যেন হাজার চোখে ভর্তি ইন্দ্রের শরীর—ছড়িয়ে আছে হাজার হাজার শেকড়[১১]। কোথাও যেন তমাল-কালো নারায়ণের দেহ—তমালে তমালে কালো। কোথাও যেন অর্জুনের হনুমান-অধিষ্ঠিত রথপতাকা—বানরে ভর্তি। কোথাও শত শত বেতগাছে দুর্গম, যেন রাজপ্রাসাদের দেউড়ি—শত শত বেতের লাঠি চারিদিকে, ঢোকা দায়। কোথাও একশ কীচক দাপিয়ে বেড়ানো বিরাট নগরীর মত শত শত কীচকে, হাওয়ায়-শনশন বাঁশগাছে ভর্তি।

কোথাও, যখন ব্যাধের তাড়ায় চঞ্চল হয়ে ওঠে তার হরিণদের চোখের তারা, তখন মনে হয় সে যেন আকাশের বাহার (কালপুরুষ)—যেখানে কিরাত (রূপী শিবের) তাড়ায় চঞ্চল (ব্রহ্মা) মৃগশিরা তারা হয়ে বিরাজ করছেন।

কোথাও সে ভর্তি হয়ে আছে কুশঘাস, চীরঘাস, শেকড়বাকড়, গাছের বাকলে। দেখে মনে হয়, সে যেন এক কুশ-চীর-জটা-বল্কল-ধারিণী ব্রতচারিণী।

কত যে তার পাতার রাশি, তার ইয়ত্তা নেই, তবু সে সাতটি পাতাতেই ভূষিত—

অর্থাৎ, সপ্তপর্ণে শোভিত। স্বভাবটি তার বড় নিষ্ঠুর, না, না, হিংস্র জন্তুতে ভর্তি সে, তবু সাধু-সন্নিসিরা বাসা বেঁধে থাকেন সেখানে। পুষ্পবতী সে, তবু পবিত্র; না, না, ফুলে ফুলে ভর্তি, তাই পবিত্র।

সেই বিন্ধ্যাটবীর মধ্যে দণ্ডকারণ্য, তার মধ্যে ছিল সিদ্ধপুরুষ মহামুনি অগস্ত্যের ভুবনবিখ্যাত আশ্রম—ধর্ম-ঠাকুর বোধহয় সেখানেই জন্মেছিলেন।

দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের কাকুতি-মিনতিতে সেই যে-অগস্ত্যমুনি সাগরের সমস্ত জল খেয়ে ফেলেছিলেন; সুমেরুর সঙ্গে রেষারেষি করে দেবতাদের কথায় কান না দিয়ে, আকাশে হাজারো মাথা তুলে দিয়ে সূর্যের রথ-যাওয়ার পথটি আটকে দিতে উদ্যত বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত যাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারে নি; পাকস্থলীর আগুনে যিনি হজম করে ফেলেছিলেন বাতাপি দৈত্যকে; দেবদানবের মাথার মুকুটের কারুকার্য-করা মকরেরা ছুঁচলো মুখে চুম্বন করত যাঁর চরণ-ধূলি; দক্ষিণ দিগ্‌বধূর মুখে টিপ (হয়ে যিনি জ্বলজ্বল করছেন অগস্ত্য-তারা রূপে); একটি হুংকারে নহুষকে স্বর্গ থেকে নিচে ফেলে দিয়ে যিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দাপটখানা।

সেই আশ্রমে শোভা করে ছিল সব গাছ—অগস্ত্যভার্যা লোপামুদ্রা স্বয়ং যাদের আলবাল রচনা করে দিতেন, নিজের হাতে জল দিয়ে দিয়ে বড় করতেন, ছেলেদের সঙ্গে কোনই তফাৎ করতেন না।

সেই আশ্রমকে আরো পবিত্র করে তুলেছিল তাঁর ছেলে দৃঢ়দস্যু। ব্রহ্মচারী হয়ে পলাশদণ্ড ধারণ করে পবিত্র ভস্ম দিয়ে (কপালে) ত্রিপুণ্ড্রক রচনা করে—সেই ছিল তার আভরণ—কুশঘাসে বোনা চীবর পরে, কোমরে মুঞ্জ-ঘাসের মেখলা এঁটে, সবুজ পাতার দোনা হাতে নিয়ে সে প্রতি কুটিরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করত; আর এত সমিধ্ কুড়িয়ে আনত যে বাবা তার একটা নাম রেখেছিলেন ইধ্মবাহ (কাঠ-কুড়ুনে)।

টিয়াপাখির মত সবুজ কলাবন সে-আশ্রমের চারদিকের সীমানাকে সবুজে-সবুজ করে রেখেছিল। তাকে ঘিরে কলকল ছলচ্ছল বয়ে যেত গোদাবরী, যেন অগস্ত্য-নিঃশোষিত সমুদ্রের পথে (সহমরণে) চলেছে একবেণীধরা (বিরহিণী)[১২]।

আরও বলি শুনুন সে-আশ্রমের কথা—

দশাননের রাজলক্ষ্মীর ছলাকলার অবসান ঘটল যাঁর হাতে সেই রাম দশরথের আজ্ঞা পালন করতে রাজ্যত্যাগ করে এইখানেই পঞ্চবটীতে ঋষি অগস্ত্যের সেবক হয়ে লক্ষ্মণের তৈরি-করা চমৎকার পাতার কুঁড়েয় সীতার সঙ্গে কিছুদিন সুখে বাস করেছিলেন। যদিও সেখানে বহুকাল হল কেউ আর থাকে না, তবু তার গাছগুলিতে ডালে ডালে গা ডুবিয়ে চুপচাপ বসে-থাকা সারি সারি ছাই-রাঙা পায়রাদের দেখে মনে হয়, আজও যেন তাদের (অর্থাৎ গাছগুলির) গায়ে লেগে আছে তাপসদের অগ্নিহোত্রের ধূম-লেখা। আজও তার লতায় লতায় কচি পাতায় পাতায় যে-রাঙিমা চমক দেয়, তা যেন পুজোর ফুল তুলতে-আসা সীতারই (রাঙাটুকুটুকে) হাতের পাতা থেকে লেগে গিয়েছিল।

সেই আশ্রমের কাছাকাছি রয়েছে বিরাট বিরাট সব হ্রদ—যেন মুনি তাঁর পান-করা সাগরজলের সবটাই আবার উগরে ফেলে ভাগ ভাগ করে রেখে দিয়েছেন।

সেখানকার নতুন-পাতায়-ঝলমল বনাঞ্চল দেখে মনে হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে তীক্ষ্ণ তীর

ছুড়ে দশরথের ছেলে নিহত করেছিলেন যে রাত-চরা রাক্ষসদের সেনা, তাদেরই অঢেল রক্তে সিক্তমূল গাছ থেকে সেই রঙে চুবচুবু হয়ে বেরিয়ে আসছে পাতারা।

এখনো সেখানে বর্ষায় নতুন মেঘের পরে মেঘ জমলে তার গর্জন শুনে, ভগবান রামের তিন-ভুবনের-আকাশ-ভরে ফেলা ধনুর্ধ্বনি স্মরণ করে জানকীর-হাতে-বড়-হওয়া জরায় শিঙের-আগা-কুঁকড়ে-যাওয়া বৃদ্ধ হরিণেরা তৃণের গ্রাস মুখে তুলতে পারে না, অনবরত চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায় তাদের আর্ত দৃষ্টি, শূন্য হয়ে যায় দশদিক।

রাম অনবরত মৃগয়া করে করে মারতেন বনের হরিণ, যে-কটি অবশিষ্ট ছিল বোধহয় তাদের দ্বারাই উৎসাহিত হয়ে সোনার হরিণ এই বনেই সীতাকে প্রতারণা করে, রামের সঙ্গে সীতার বিচ্ছেদ ঘটাতে,[১৩] রামকে বহুদূর টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

রাহুগ্রস্ত চন্দ্র-সূর্যের মত রাবণ-বিনাশের সূচনা করে রাম-লক্ষ্মণ এখানেই মৈথিলীর বিয়োগ-দুঃখে কাতর হয়ে কবন্ধ রাক্ষসের কবলে পড়ে ত্রিভুবনের সব্বাইকে দারুণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।[১৪]

এখানেই দশরথ-পুত্রের বাণে ছিন্ন যোজনবাহুর[১৫] অতিদীর্ঘ বাহু দেখে মুনিঋষিদের মনে হয়েছিল—একি সেই অজগর-হয়ে-যাওয়া নহুষ[১৬] নাকি, অগস্ত্যের পায়ে ধরতে এল ?

আজও বনচরেরা সেখানে দেখতে পায় কুটিরের মধ্যে সীতার ছবি, যা সীতাপতি এঁকেছিলেন বিরহের দুঃখ ভুলতে। সেটি দেখে মনে হয়, স্বয়ং সীতাই যেন রামের থাকার জায়গাটি দেখতে উৎসুক হয়ে আবার পৃথিবী ফুঁড়ে উঠে আসছেন।

এই যে অগস্ত্যাশ্রম, এখনও যেখানে (চিহ্ন দেখে দেখে) আগেকার সব ঘটনা স্পষ্ট ধরা যায়, তার একটু দূরে রয়েছে এক পদ্মঝিল—

নাম তার পম্পা।

সে যেন দ্বিতীয় এক সমুদ্র—অগস্ত্যের সমুদ্রপানে ক্রুদ্ধ বরুণ তাঁর সঙ্গে রেষারেষি করে তাঁরই আশ্রমের কাছে তৈরি করিয়েছেন বিধাতাকে বলে বলে। সে যেন আকাশ—প্রলয়ের সময় আটদিকে বাঁধা দড়িদড়া ছিঁড়ে গিয়ে ঝুপ করে পড়ে গেছে মাটিতে। আদিম বরাহ যখন গোল পৃথিবীটি তুলে ধরেছিলেন, তখন যে গর্তটি হয়েছিল, সেইটিই বোধহয় পরে জলে ভরে গিয়ে হয়েছে—পম্পা।

যখন-তখন ডুবডুবিয়ে নাইতে-নামা ব্যাধ-মেয়েদের বুকের-কলসে জলে তার দিনরাত ঢেউ দেয়। কুমুদ ফোটে, নীলপদ্ম ফোটে, কহ্লার ফোটে। পদ্মের—চোখে ঘুম নেই—জেগে জেগে টুপ টুপ মধু ফেলে ফেলে ময়ূরপালকের মত চাঁদ তৈরি করে জলে। সুঁধি ফুল কালো হয়ে যায় ঝাঁক ঝাঁক ভোমরায়। মত্ত সারসেরা কলরব করে। পদ্মমধুপানমত্ত কলহংসীরা কোলাহল করে।

শত শত জলচর পাখির আসা-যাওয়া চলা-ফেরায় নাড়া খেয়ে মুখর হয়ে ওঠে পম্পার ঢেউয়ের মালা। হাওয়ায় বড় বড় ঢেউ ওঠে, আর সেই ঢেউয়ের মাথা থেকে ফোয়ারার মত ছড়িয়ে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো জলকণা, যেন বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল।

জলকেলি-অনুরাগিনী বনদেবীরা নির্ভয়ে জলে নেমে যখন স্নান করেন, তখন তাঁদের ঢাল ঢাল চুলের ফুলে গন্ধ-ভুরভুরে হয়ে যায় পম্পার জল। একদিকে নেমে সাধুসন্নিসিরা যখন কমণ্ডলু ভরতে থাকেন, তখন জলের গবগব আওয়াজে মনোহর

হয়ে ওঠে পম্পা। সেখানে থাকে ঝাঁক ঝাঁক রাজহাঁস, ফুটন্ত পদ্মবনের মধ্যে তারা ঘুরে বেড়ায়, রঙে রং মিশে যায়, তাই তাদের আন্দাজ করে নিতে হয় শুধু ডাক শুনে।

পুলিন্দ-সর্দারদের সুন্দরীরা যখন নাইতে নামে, তখন তাদের বুকের চন্দন গুঁড়োয় শাদা হয়ে যায় পম্পার ঢেউ। তার পাড়-ভর্তি কেয়ার ঝাড় থেকে পরাগ পড়ে পড়ে তার কূলে যেন একটি বালির চড়া পড়ে গেছে।

কাছাকাছি আশ্রম থেকে তাপসেরা এসে যখন (গাছ থেকে সদ্য ছাড়ানো) কাঁচা বল্কল কাচাকাচি করেন, তখন তার কষে তার তীর-ঘেঁষা জল লালচে হয়ে যায়।

(হাজার হাজার) তীরতরু তাদের (লক্ষ লক্ষ) পত্রপুট দিয়ে হাওয়া করে চলে পম্পাকে।

তার তীর জুড়ে রয়েছে নিবিড় তমালবীথিকায় আঁধার-কালো বনশ্রেণী। বালীর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সুগ্রীব যখন ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করছিলেন, তখন বেড়াতে বেড়াতে প্রতিদিন ফল তুলে তুলে হালকা করে ফেলতেন সে-বনের লতাগুলি। সে-বনে ফোটে ফুল, জলবাসী তপস্বীদের দেবপূজায় তা লাগে। জলের পাখিরা যখন উড়ে চলে যায়, তখন তাদের পক্ষপুট থেকে ঝর্‌ঝর্‌ ঝরে-পড়া জলে ভিজে সে-বনের কচিপাতাগুলি কি কোমলই না হয়ে থাকে। আর তার লতামণ্ডপগুলির তলায় গোল হয়ে ঘিরে ঘিরে ময়ূরদের সে কি নাচ, কি নাচ!

হাজারো ফুলের গন্ধে ভুরভুর করছে সে-বন, যেন বনদেবীরা তাঁদের নিঃশ্বাসের সৌরভ মাখিয়ে দিয়েছেন তার সর্বাঙ্গে।

সেই ঝিল, নাম তার পম্পা—

কাদায়-কাদা নোংরা-গা বুনোহাতিরা যখন তার জলে নেমে জল খেতে থাকে খেতেই থাকে, তখন মনে হয় বুঝি আর এক সমুদ্র ভেবে মেঘেরা ভুল করে দলবেঁধে জল নিতে নেমেছে।

সেই ঝিল, অথৈ অপার, কূল নেই, তুল নেই, জল শুধু জলেভরা…জল আর জল…

সে ঝিলের মাঝখানে আজও দেখা যায় জোড়ায় জোড়ায় চরছে সেই পাখি, যার নাম চক্রবাক—প্রফুল্ল নীলপদ্মের আভায় শ্যাম হয়ে গেছে তাদের পক্ষপুট, যেন রামের অভিশাপ মূর্তি ধরে গ্রাস করেছে তাদের।[১৭]

সেই পদ্মঝিলেরই পশ্চিম পাড়ে রামের শর-প্রহারে বিদীর্ণ প্রাচীন (সাত) তালের[১৮] জটলার পাশে আছে এক বিশাল আদ্যিবুড়ো শিমুলগাছ। তার গোড়া জড়িয়ে সবসময় শুয়ে থাকে ঠিক যেন দিক্‌হস্তীর শুঁড়টার মত প্রকাণ্ড এক বৃদ্ধ অজগর, তাইতে মনে হয় তার তলায় কেউ যেন বেঁধে দিয়েছে মস্ত বড়, এক আলবাল।

তার উঁচু গুঁড়ির ওপর থেকে সাপের খোলস ঝোলে, হাওয়ায় দোলে, মনে হয় সে বুঝি উড়ুনি গায় দিয়েছে। পৃথিবীর ফাঁক জুড়ে ছড়িয়ে আছে তার অজস্র শাখা-প্রশাখা, যেন মাপ নিচ্ছে গোল দিগন্তের, যেন প্রলয়-তাণ্ডবে প্রসারিত-সহস্র-বাহু চন্দ্রশেখরের নকল করতে চায়। 'বুড়ো হয়েছি, যদি পড়ে যাই'—এই ভয়ে সে আকাশের কাঁধে হেলান দিয়ে আছে। তাকে ঘিরে ঘিরে তরে সারা শরীর ছেয়ে অনেক অনেক ওপর পর্যন্ত উঠে গেছে অজস্র লতা, থুখুরে বুড়োর দাগড়া-দাগড়া শিরাজালের মত! বুড়োবয়সের তিলের মত অজস্র কাঁটায় ছাওয়া তার গা।

বেশ করে সমুদ্রের জল খেয়ে-টেয়ে এদিক-ওদিক থেকে আকাশে উঠে যে-মেঘেরা জল-ভারে ক্লান্ত হয়ে পাখির মত তার ডালের আবডালে গা এলিয়ে-মিলিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিতে নিতে ভিজিয়ে দেয় তার পাতা, তারা পর্যন্ত দেখতে পায় না তার মাথা। এত উঁচু সে, মনে হয় বুঝি নন্দন-বনের বাহারখানা সামনা-সামনি দেখবে বলে 'উঠে-পড়ে' লেগেছে।

তুলোয় তুলোয় শাদা হয়ে থাকে তার মগডালপালা—ও কি আকাশপথে যাওয়ার পরিশ্রমে হাঁপিয়ে-ওঠা সূর্যের রথের ঘোড়াদের চাপ-চাপ রাশ-রাশ ফেনা? কাছ ঘেঁষে ওপর দিয়ে যেতে যেতে কষ বেয়ে ঝরে পড়েছে?

বুনোহাতিরা গাল চুলকোলে সে-গাছের গোড়ায় লেগে যায় তাদের মদ, সেখানে বসে যায় সারি সারি মত্ত মধুকর, দেখে মনে হয় যেন লোহার শেকল দিয়ে (আষ্টে-পৃষ্ঠে) একেবারে অনড় আঁট করে বেঁধে রাখা হয়েছে গোড়াটা, কল্পান্ত পর্যন্ত টিঁকবে। তার কোটরে কোটরে ঢুকে অসংখ্য ভোমরা নড়ে-চড়ে ফরফর করে, মনে হয় গাছটা বুঝি জ্যান্ত।

গাছটা যেন দুর্যোধন। তারও দেখা গিয়েছিল শকুনির ওপর পক্ষপাত। এখানেও দেখা যায় শকুনিদের (পখ্‌-পাখালির) পক্ষ-পাত (ডানা নেড়ে নেড়ে ওড়া-নামা)।

সে যেন পদ্মনাভ নারায়ণ। তাঁকেও জড়িয়ে থাকে বনমালা। এরও চারপাশ ঘিরে বনের মালা।

সে যেন নবীন মেঘের ঘটা। সে-ও সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওঠে নভসি—শ্রাবণমাসে।[১৯] এ-ও সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে উঠেছে নভসি—আকাশে।

সে-গাছ যেন বনদেবতাদের গোটা-পৃথিবীটা দেখার প্রাসাদ[২০], যেন দণ্ডকারণ্যের সম্রাট; সমস্ত বনস্পতিদের নায়ক; বিন্ধ্যের সখা, বিন্ধ্যের বনকে[২১] শাখা-বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সে-গাছের আগ-ডালে, কোটরের পেটে, পাতার ফাঁকে, গুঁড়ির গাঁটে, ক্ষয়ে-যাওয়া বুড়ো বাকলের আবডালে হাঁ-য় চিড়-ফোকরে[২২] অঢেল অঢেল জায়গা। অনেক শুক-পরিবার নানান দেশ থেকে এসে সেখানে নিশ্চিন্তে হাজার হাজার বাসা বেঁধে থাকত। গাছটায় চড়ে কার সাধ্যি, তাই তাদের মারা পড়ার ভয় ছিল না মোটেই। বয়েসের দরুণ ঘনপাতার রাশ ফাঁক ফাঁক হয়ে এলে হবে কি,[২৩] সেই পাখিরা বসে থাকার দরুণ গাছটাকে সবসময়ই [২৪] দেখাত যেন থিকথিক করছে পাতা, সবুজ।

সেই সব শুকপাখিরা সারারাত যে-যার নিজের বাসায় কাটিয়ে-টাটিয়ে, দিনের বেলা উঠে-টুঠে, আকাশে নানানরকমের মালা তৈরি করতে করতে উড়ে যেত খাবার খুঁজতে। রোজ।

তাদের কখনো দেখাত যেন যমুনা—মদমত্ত বলরামের লাঙলের আগায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশে ছড়িয়ে গেল হাজার ধারায়। কখনো মনে হত, ঐযুঃ যাঃ, আকাশগঙ্গা থেকে ঐরাবতের উপড়ে-নেওয়া পদ্মগাছগুলি বুঝি পড়ে যাচ্ছে। তারা যেত যেন আকাশখানাকে সূর্যের রথের ঘোড়াগুলোর রং মাখাতে মাখাতে। তারা যেত যেন পান্না-ছড়ানো উড়ন্ত জমির নকল করতে করতে। কখনো তারা আকাশ-পুকুরে পানার মত ছড়িয়ে যেত। কখনো মনে হত, আকাশে-মেলা তাদের দুটি পাখা যেন কলার

পাতা, তাই দিয়ে তারা হাওয়া করে চলেছে সূর্যের প্রচণ্ড রোদে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যাওয়া দিগ্‌বধূদের মুখগুলি। কখনো মনে হত তারা আকাশে রচনা করে চলেছে লম্বা কোমলঘাসে-ঢাকা একটি বীথিকা। কখনো মনে হত; অন্তরিক্ষকে তারা পরাতে পরাতে চলেছে একটি ইন্দ্রধনু।

খেয়ে-দেয়ে আবার তারা ফিরে আসত। নিহত হরিণের রক্তে-রাঙা-বাঘের থাবার ছুঁচলো মুখের মত রাঙাটুকটুকে ঠোঁট দিয়ে, যার যার নিজের বাসায় (এতক্ষণ ধরে হা-পিত্যেশ করে) বসে-থাকা ছানাদের খাওয়াত হরেক রকম ফলের রস, শালিধানের শীষ থেকে পাকা ধান (খুঁটে খুঁটে)। সমস্ত স্নেহ যেন তাদের ঠোঁটে এসে জড় হত তখন।[২৫] প্রগাঢ় ছিল তাদের অপত্যপ্রেম। এমনটি দেখা যায় না সচরাচর। দুনিয়ার সব ভালবাসা তার কাছে হার মেনে যেত।[২৬] সেই ভালবাসা দিয়ে বাচ্চাদের কোলের মধ্যে ঝেঁপে নিয়ে তারা সেই গাছেই রাত কাটিয়ে দিত।

তারই এক জীর্ণ কোটরে সস্ত্রীক থাকতেন আমার বাবা। দৈববশে কি করে যেন তাঁর বুড়োবয়সের একমাত্র ছেলে হয়ে জন্মালাম আমি। আর আমারই জন্মের সময় নিদারুণ প্রসববেদনায় কাতর হয়ে মা আমার চলে গেলেন লোকান্তরে।

প্রিয়পত্নীর মৃত্যুতে বাবা খুব কষ্ট পেলেন, কিন্তু ছেলের মুখ চেয়ে সেই গুমরে-গুমরে-ওঠা শোক বুকের মধ্যেই চেপে রেখে একা আমাকে বড় করে তুলতে লাগলেন—সেই হল তাঁর একমাত্র কাজ।[২৭]

রীতিমত বয়স হয়েছিল তাঁর, তাই (সব পালক ঝরে গিয়ে) অল্প কটি অবশিষ্ট জীর্ণ পালকে জিরজিরে তাঁর টানা-টানা ডানাজোড়া দেখতে হয়েছিল কুশ দিয়ে বোনা ছেঁড়া কাপড়ের মত। ঝুলে-পড়া কাঁধে আলগা হয়ে লেগে ছিল সেই ডানা। ওড়বার ক্ষমতা তাদের লোপ পেয়েছিল।

কাঁপুনি ধরেছিল (সারা শরীরে), মনে হত যেন গায়ে-লেগে-থাকা হাড়-জ্বালানো জরাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন।

ঘোরাঘুরি করতে পারতেন না, তাই তাঁর নরম শিউলির বোঁটার মত কমলা রঙের ঠোঁট দিয়ে—শালিধানের শীষ ভাঙতে ভাঙতে সে-ঠোঁটের ধার মসৃণ এবং ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, আগাটা ফেটে-ফেটে গিয়েছিল—অন্যদের বাসা থেকে ভুঁয়ে-পড়ে-যাওয়া শালিমঞ্জরী থেকে ধানের কণা খুঁটে খুঁটে, আর গাছের তলায় পড়ে থাকা শুকদের ভাঙা-চটকানো ফলের টুকরো জড় করে এনে এনে আমায় দিতেন। আর আমার খেয়ে-দেয়ে যা বাকি থাকত, তা-ই ছিল তাঁর রোজকার আহার।

একদিন। আকাশে লেগেছে ভোরের রং। মধুতে লাল-হয়ে-যাওয়া ডানা দুটি গুটিয়ে বৃদ্ধহংসের মত (ধীরে ধীরে) মন্দাকিনীর পুলিন থেকে পশ্চিম সমুদ্রে নামছে চাঁদ।[২৮] বৃদ্ধ রঙ্কু-হরিণের[২৯] লোমের মত পাণ্ডুর দিক্‌চক্রবাল ক্রমশ বিশাল হয়ে উঠছে। হাতির রক্তে-রাঙা সিংহের কেসরের মত টকটকে, গরম লাক্ষার সুতোর মত লাল, লম্বা লম্বা সূর্যের কিরণগুলি চুনির শলা দিয়ে তৈরি ঝাঁটার মত একটি একটি করে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিচ্ছে আকাশের মেঝে থেকে তারার ফুলগুলি। উত্তরে ঝুলন্ত সপ্তর্ষি নামছেন, বুঝি মানস-সরোবরে (প্রাতঃ-) সন্ধ্যা করতে। পশ্চিম

সমুদ্রের বালু-বেলা শাদা হয়ে গেছে ঝিনুকের কৌটো খুলে ছড়িয়ে-পড়া রাশি রাশি মুক্তোয়, যেন সূর্যকিরণের (সম্মার্জনীর) তাড়ায় নিচে পড়ে গেছে তারারা।

বনময় টুপটাপ টুপটাপ ঝরছে শিশির। ময়ূরেরা জাগছে। সিংহেরা হাই তুলছে। করেণুরা মত্তমাতঙ্গদের জাগিয়ে তুলছে। সারারাত হিম পড়ে-পড়ে ফুলের কেসরগুলি জমে গেছে, ঝরকে ঝরকে ঝরছে সেই ফুল, মনে হচ্ছে যেন উদয়গিরিশিখর-স্থিত সবিতার উদ্দেশে কর-পল্লব জোড় করে পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে বনভূমি।

তপোবনে তপোবনে জাগছে রাসভ-রোম-ধূসর অগ্নিহোত্রের ধূম-লেখা। সে-ধোঁয়া যখন (ঘুরে ঘুরে) ওপরে উঠছে, মনে হচ্ছে যেন ধর্মপতাকা উড়ছে, যেন বনদেবতাদের প্রাসাদরূপী বনস্পতিদের শিখরে শিখরে এসে বসছে সারে সারে পায়রা।

পদ্মবন দুলিয়ে, প্রেমের খেলায় পরিশ্রান্ত শবর-বৌদের স্বেদজল-কণা মুছিয়ে, বুনো মোষের রোমন্থনের বিন্দু বিন্দু ফেনা বয়ে, চঞ্চল-পল্লব লতাদের লাস্যনাচ শেখানোর নেশায় মেতে, পাপড়ি-ফাঁক-হতে-থাকা পদ্মের জটলা থেকে মধুবিন্দুর বৃষ্টি ঝরাতে ঝরাতে, ফুলের গন্ধে ভোমরাদের খুশি করে তুলতে তুলতে, বইছে রাত্রিশেষের আলসে মন্থর মৃদুমন্দ শিশির-টুপটাপ ভোরের হাওয়া।

উঠছে ভোমরাদের বোঁ-বোঁ গুন-গুন ঝঙ্কার। যেন মাঙ্গলিক গেয়ে পদ্মবন জাগিয়ে তুলছে বৈতালিকের দল। যেন হাতির গালে বসে ডিম ডিম ডিডিম ডিডিম বাজাচ্ছে ঢাক—(সরে যাও, গজরাজ আসছেন)। কুমুদের মুদে-যাওয়া পাপড়ির কৌটোয় পাখা-টাখা আটকা পড়ে গুমরোচ্ছে কেউ কেউ।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লেগে আস্তে আস্তে চোখ মেলছে বনের হরিণ। ঘুম শেষ হয় নি এখনো, তাই চোখের তারা ঢুলু-ঢুলু, চোখের পাতার সারি যেন গরম গালার রসে আটকে রয়েছে। ন্যাড়া নোনা মাটিতে শোওয়ার ফলে পেটের কাছটায় লোমের সারি ধূসর হয়ে গেছে।

এদিক-ওদিক বেরুতে শুরু করেছে বনচরেরা। পম্পাঝিলের বালিহাঁসেদের প্যাঁক-প্যাঁক আওয়াজ উঠছে, ছড়িয়ে পড়ছে, কান জুড়িয়ে দিচ্ছে। বুনোহাতির কানের মনোহর তাল-বাদ্য বেজে বেজে উঠছে আর তাইতে নাচতে লেগেছে ময়ূরের দল।

এইবার ঐ আস্তে আস্তে উঠলেন সূর্যিঠাকুর—মনে হচ্ছে আকাশতলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে দিনের শুঁড় বাগিয়ে সূর্য-হাতি, (তার মাথা থেকে) ঝুলছে চামরের সাজ[৩০]—মঞ্জিষ্ঠার মত রাঙা কিরণজাল। পাহাড়ের মাথায় (খানিকক্ষণ) থেকে, পম্পা-ঝিলের পাড়ের গাছগুলির মাথায় ঘুরে ঘুরে, তারাদের চুরি করে নিতে নিতে বনময় ছড়িয়ে পড়ল সকাল-সূর্যের রাঙা রোদ, যেন সে সূর্যপুত্র বানররাজ সুগ্রীব, তারাকে হারিয়ে আবার বনে চলে এসেছে, বাস তার (ঋষ্যমূক) পাহাড়ে, ঘুরে বেড়াচ্ছে পম্পা-ঝিলের তীরের গাছগুলির মাথায় মাথায়।

স্পষ্ট হয়ে উঠল সকাল। দেখতে দেখতে একপ্রহর বেলা পেরিয়ে ঝকঝক করতে লাগল সূর্য। শুকপাখিরা ইচ্ছেমত চলে গেল, এদিক-ওদিক। নীড়ে নীড়ে চুপচাপ-পড়ে-থাকা শুকছানাদের নিয়ে—সাড়া নেই, শব্দ নেই—হা-হা করতে লাগল গাছটা। বাবা নিজের বাসাতেই, আমিও বাবার কাছটিতেই কোটরের মধ্যে রয়েছি, বাচ্চা তো, জোর নেই, সবে পাখা উঠছে, এমন সময়—

হঠাৎ বনের সমস্ত প্রাণীর পিলে-চমকে দিয়ে সেই মহাবনে উঠল মৃগয়ার হৈ-হৈ রৈ-রৈ—

ত্রস্তে-ব্যস্তে উড়ে-পড়া পাখিদের পাখার ঝটপটানিতে একটানা,
ভয়-পাওয়া বাচ্চা হাতিদের চিৎকারে হেঁড়ে;
নাড়া-খাওয়া লতায় লতায় চঞ্চল ভ্রমরদের গুনগুনে পুরুষ্টু ;
নাক উঁচু করে ঘুরতে-থাকা বুনো বরার ঘোঁতঘোঁতে ঘড়ঘড়ে,
পাহাড়ের গুহায় গুহায় ঘুম-ভেঙে-জেগে-ওঠা সিংহের গর্জনে—

কাঁপিয়ে দিল গাছগুলোকে। সে কি আওয়াজ, যেন কলকল কলকল শব্দে গঙ্গার ধারা নামিয়ে আনছে ভগীরথ—

ভীত বনদেবতারা কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন।

কোনদিন শুনি নি এমন। শুনে থরথর করে কাঁপতে লাগলুম। কচি তো। কানের ফুটো যেন ফুটিফাটা হয়ে গেল। ভয়ে দিশেহারা হয়ে কি করি, কোথায় যাই— কাছেই ছিলেন বাবা, তাঁর জরাশিথিল ডানা-দুটির মধ্যে গুটিয়ে-সুটিয়ে ঢুকে পড়লুম।

তারপরই শুনতে পেলুম শিকার-পাগল বিপুল জনতার—ঘন গাছের আড়াল থাকায় তাদের দেখতে পাচ্ছিলুম না—বন-কাঁপানো কোলাহল। তারা এ ওকে ডেকে উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে বলছে—

এই যে এখানটায় দেখ: সর্দার-হাতিতে লণ্ডভণ্ড করেছে পদ্মবন, তার সুগন্ধ বেরুচ্ছে।

এইখানটায় ভদ্রমুথা (ঘাস) দাঁত দিয়ে ছিঁড়ছিল শুয়োরগুলো, তার রসের বাস উঠছে।

এদিকটায় (শোঁক:) হাতির বাচ্চার-ভাঙা শল্লকীগাছের[৩১] আঠার গন্ধ।

অয়: শুকনো ঝরাপাতার ওপর মড়মড় সর্‌সর্ শব্দ।

এই যে ধুলো উড়ছে দেখ—বুনো মোষের বাজ-হেন শিঙের আগায় ওড়ানো উইঢিপির।

অয়: হরিণের দল, ঐ যে বুনোহাতির দঙ্গল, অয়: একদল বুনো বরা', এদিকে একঝাঁক বুনো মোষ, ওদিকটায় ময়ূর ডাকছে একদল।

অয়: শোন: ডাকছে কেমন তিতিরের ঝাঁক।

এইযে এদিকটায় ডাকছে একদল কুল্লো।

ঐ শোন হাতির চিৎকার—পশুরাজ থাবা দিয়ে ফাঁক করে দিচ্ছে তার কুম্ভ।

এই তো এখান দিয়ে সদ্য-সদ্য চলে গেছে একপাল শুয়োর—ভিজে কাদায় নোংরা হয়ে রয়েছে পথটা।

এই যে এখানটায় পড়ে আছে একডেলা সবুজ ফেনা—গরস গরস কচিঘাস খেয়ে জাবর কেটেছে হরিণগুলো।

গাল চুলকেছিল মাতাল গন্ধহাতি, তারই গন্ধ (-লাগা জায়গাটা) ছেঁকে ধরে ঐ যে গুনগুনোচ্ছে ভোমরাগুলো, বাবাঃ কি আওয়াজই করতে পারে।

অ্যায়: এখান দিয়ে গেছে (ঘায়েল) রুরুটা[৩২], শুকনো পাতায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে লাল হয়ে আছে।

এই যে হাতির পায়ের চাপে থেঁতলে-যাওয়া ডাল-পালার ডাঁই।

এখানটা (নির্ঘাৎ) খেলা করেছে একদল গণ্ডার।

গজমোতি ছড়িয়ে এবড়ো-খেবড়ো করতে করতে এই রক্ত-লাল পথ দিয়ে চলে গেছে সিংহ—ছুঁচলো থাবা দিয়ে কি বিকট আলপনাই না এঁকেছে।

এইখানটায় এক্ষুণি বিইয়েছে এক বনহরিণী, পেটের রক্তে লাল হয়ে আছে জায়গাটা।

বন-কন্যের বিনুনির মত এই রাস্তাটা দিয়ে (নিশ্চয়) যাওয়া-আসা করে দলছাড়া এক সর্দার-হাতি, তার মদজলে নোংরা হয়ে রয়েছে রাস্তাটা।

ঐ চলে যায় চমরী (হরিণী)-র সার, ধাওয়া কর্ ধাওয়া কর্।

এই যে বনভুঁই ধুলোয় ধুলো হয়ে আছে শুকনো খটখটে হরিণের বিষ্ঠায়—তাড়াতাড়ি চড়াও হ'।

(তরতর) উঠে যা মগডালে। এদিকটা নজর কর্। ঐ শোন্ কিসের শব্দ হল। ধনুক বাগা। সাবধান। কুকুরগুলো ছেড়ে দে।

একটু পরেই সমস্ত বন যেন কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল।

সদ্য-অনুলেপন-মাখানো সিক্ত মৃদঙ্গের ধ্বনির মত চাপা, পাহাড়ের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত-হতে-থাকা, শবর-শরাহত সিংহদের গুরুগম্ভীর নিনাদে।

ভয় পেয়ে পালিয়ে-যাওয়া দলের একলা-পড়ে-যাওয়া এদিক-ওদিক ঘুরতে-থাকা সর্দারহাতিদের অনবরত শুঁড়-আছড়ানোর ফটাস-ফটাস শব্দের সঙ্গে মেশানো, মেঘ-ধ্বনির মত গুরু গুরু কণ্ঠগর্জনে।

আহা, হরিণদের করুণ আর্তনাদে—কুকুরগুলো সবেগে ধেয়ে এসে তাদের গা খাবলে-খাবলে শেষ করে ফেলছিল, তারা কাতর হয়ে ছটফট করছিল, তাদের চোখের তারায় সে কি আর্ত চঞ্চলতা।

নিহত যূথপতিদের বিধবা হস্তিনীদের সদ্যপতিবিয়োগশোকে—দীর্ঘ চিৎকারে—তারা এদিক যাচ্ছিল ওদিকে যাচ্ছিল, আর হৈ-হৈ শুনে থেকে থেকে পাতার মত বড় বড় কান খাড়া করছিল, সঙ্গে ঘুরঘুর করছিল তাদের বাচ্চাগুলো।

গণ্ডার মায়েদের করুণ কান্নায়—এই সবেমাত্র ক'দিনের বাচ্চা ভয়ের চোটে কোথায় ছটকে পড়েছে; খুঁজতে খুঁজতে মুক্তকণ্ঠে আর্তনাদ করছিল তারা।

পাখিদের কোলাহলে—গাছের মাথা থেকে উড়ে গিয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে তারা ঘুরছিল এদিক-ওদিক।

শিকারীদের পদধ্বনিতে—সবাই মিলে একসঙ্গে তারা ধাওয়া করছিল জানোয়ারদের পেছন-পেছন, তাদের সেই দুড়-দুড়-দুড়-দুড় দৌড়-পায়ের দাপে মনে হচ্ছিল যেন ভূমিকম্প হচ্ছে।

ধনুকের আওয়াজে—কান পর্যন্ত ছিলে টানা সে-সব ধনুক যখন ঝাঁকে ঝাঁকে শর-বর্ষণ করছিল, তখন মনে হচ্ছিল যেন নেশায়-মাতা কুরর-সুন্দরীর গলা দিয়ে আধো-আধো মধুর শব্দ বেরুচ্ছে।

ছোরার রণ্‌রণে—শাঁই-শাঁই করে হাওয়া কাটতে কাটতে তারা গিয়ে পড়ছিল (বুনো) মোষের কঠিন কাঁধের পাটায়।

কুকুরগুলো চিৎকারে—গলা ছেড়ে বন ভরে উত্তেজিতভাবে তারা ডেকেই চলেছিল—ঘেউ···ঘেউ···ঘেউ···ঘেউ···

খানিকক্ষণ পরে শান্ত হল মৃগয়ার কোলাহল। সারাবন চুপচাপ থির, নড়ে না চড়ে না, যেন নিঃশেষে জল ঝরিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে আছে একরাশ মেঘ, যেন মন্থন সারা হয়ে থেমে আছে প্রশান্তজল সমুদ্র।

আমার ভয় একটু কমল। কৌতূহল হল। বাবার কোল ছেড়ে একটুখানিক বেরিয়ে—অবশ্য কোটরে বসে বসেই—গলা বাড়িয়ে, ভয়ে তিরতির করে কাঁপছে চোখের তারা, কিন্তু বাচ্চা তো, ব্যাপারটা কি একটু দেখিই না, এই ভেবে, সেই দিক্‌-পানেই নজর করতে লাগলুম। দেখি কি, বনের মধ্যে থেকে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে—

যেন (কার্তবীর্য) অর্জুনের হাজার ভুজদণ্ডে হাজার টুকরো হয়ে-যাওয়া নর্মদার জলধারা[৩৩]।

যেন ঝড়ে উপড়ে গিয়ে হেঁটে হেঁটে আসছে তমালবন,
যেন একজোটে যত প্রলয়রাতের সমস্ত প্রহর,
যেন ভূমিকম্পে ঘুরতে ঘুরতে আসছে কালোপাথরের থামের পর থাম,
যেন রোদে কিলবিল করে উঠেছে অন্ধকারের স্রোত,
যেন যমের লোকজন, ঘুরতে বেরিয়েছে,
যেন পাতাল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে দানবরাজ্যের আম-জনতা,
যেন এক জায়গায় এসে জুটেছে দুনিয়ার যত পাপ,
যেন দণ্ডকবনবাসী সমস্ত মুনিঋষির সমস্ত অভিশাপ এক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,
যেন রামের অনবরত শর-নিকর-বর্ষণে নিহত খরদূষণের সৈন্যরা তাঁর অনিষ্ট-চিন্তা করতে করতে পিশাচ হয়ে (আবার ফিরে) এসেছে,
যেন কলিকালের আত্মীয়স্বজনদের রি-ইউনিয়ন,
যেন বনমহিষের দল অবগাহনে বেরিয়েছে,
যেন পাহাড়ের মাথায় বসেছিল একটা সিংহ, তার থাবার টানে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে একটা প্রকাণ্ড কালোমেঘ,
সমস্ত পশুদের ধ্বংস করার জন্যে যেন উঠেছে ধূমকেতুর ঝাঁক,
সমস্ত বন অন্ধকার করে, হাজারে হাজারে···অতিভয়ঙ্কর···কাল বেতালের দলের মত—

শবরসৈন্যের দল।

সেই বিরাট বিশাল শবরসেনার মাঝখানে দেখলুম শবরসেনাপতিকে। নাম তার মাতঙ্গ—নামটা অবশ্য পরে শুনেছিলুম।

উঠ্‌তি বয়েস। অতিশয় কঠিন—যেন লোহার-শরীর। যেন নতুন জন্ম নিয়ে এসেছে একলব্য। সবে দাড়ি উঠছে, যেন যূথপতির কুমার—চওড়া গালে প্রথম মদলেখার মণ্ডন। নীলপদ্মের মত শ্যামল দেহকান্তির বন-ভরানো জোয়ার—যেন যমুনার জল এসে ভরে ফেলল বন। কোঁকড়া-ডগা ঝাঁকড়া চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, যেন হাতির মদে নোংরা-ঝোংরা ঝাঁকড়া-কেসর সিংহ। চওড়া কপাল। এই উঁচু বিকট নাক। এক কানে এক গয়না, কী? না, সাপের মাথার মণি, তার লালচে

আভায় শরীরের বাঁ-দিকটি টুকটুক করছে—যেন পাতার বিছানায় শোওয়া অভ্যেস কিনা, তাই পাতার রাঙিমা লেগে আছে। সদ্য-মারা হাতির গাল থেকে তুলে-নেওয়া, ছাতিম ফুলের মত গন্ধ-ভুরভুরে মদের রূপটান মেখেছে গায়—যেন কালাগুরুর চন্দন! তার গন্ধে অন্ধ হয়ে ভোমরারা এসে ঘুরঘুর করছিল, যেন ময়ূরপুচ্ছের একটি ছাতা, যেন একটি তমালপল্লব, রোদ থেকে আড়াল করছে তাকে।

কানে দুলছে, উটি কি পাতা? উঁহু, উটি বোধহয় স্বয়ং বিন্ধ্যবনীর হাতের পাতা, গাল বেয়ে গড়িয়ে-পড়া ঘামের দাগ মুছিয়ে দিচ্ছে—বাহুবলে জিনে নিয়েছে কিনা ওকে, তাই ভয়ে-ময়ে সেবা করতে লেগেছে।

কি লাল চোখের চাউনি! যেন রক্তে সপ্‌সপ্ করছে! যেন হরিণদের কালরাত্রি ঘনিয়ে এসেছে, তারই গোধূলিতে লাল হয়ে গেল দিক্-দিগন্ত।

মানিয়েছে ভালো আজানুলম্বিত দুটি হাত, যেন দিক্-হস্তীর শুঁড়ের মাপ নিয়ে তৈরি করা। চণ্ডিকার কাছে রক্ত-অর্ঘ্য দিতে কতবার ধারালো হাতিয়ার দিয়ে খুঁচিয়েছে তাইতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে (হাতের) ওপরদিকটা।

ঝকঝক করছে বিন্ধ্যের পাথরের চাঁই-এর মত বিশাল বুকখানা—টিপটিপ ঘামের মধ্যে মধ্যে হরিণের জমাট রক্তের ফোঁটা, যেন সেজেছে কুঁচ মিশিয়ে গাঁথা গজমোতির গয়নায়। অনবরত পরিশ্রম করে করে পেটটি হয়েছে যেন কুঁদে তৈরি।[৩৪] দীর্ঘ দুটি উরু—হাতির মদে ময়লা দুটি হাতি-বাঁধার থামকে যেন টিট্‌কিরি দিচ্ছে। পরণে আলতা-রাঙানো রেশমী কাপড়। জাতটাই যে নিষ্ঠুর, তাই অকারণেই চওড়া কপালে ভয়ঙ্কর করে এঁকে রেখেছে তিন রেখায় ভীষণ ভ্রুকুটি, যেন প্রবল ভক্তিসহকারে আরাধনা করায় (সন্তুষ্ট হয়ে) কাত্যায়নী 'এ আমার লোক' বলে কপালে ত্রিশূল দেগে দিয়েছেন।

পেছনে পেছনে আসছে তার সঙ্গী একদল রং-বেরঙের পোষা কুকুর। ধকলের চোটে অনেকখানি বেরিয়ে পড়েছে জিভ, তাতেই বোঝা যায় কতখানি হাঁপিয়ে পড়েছে। সে-জিভ শুকনো তবু এমনিতেই লাল বলে মনে হচ্ছে, যেন হরিণের রক্ত ঝরাচ্ছে। মুখ হাঁ হয়ে গেছে, তাই কষগুলোর ভেতর থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দাঁতের ছটা, যেন দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা সিংহের কেসর! গলা বেড়ে রয়েছে বড় বড় কড়ির মালা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরা'দের দাঁতের ঘায়ে গা ক্ষতবিক্ষত। পুঁচকে শরীর, হলে হবে কি, কি সাংঘাতিক জোর, যেন সিংহের বাচ্চা—এখনো কেসর গজায় নি, হরিণ-বৌদের বৈধব্য-ব্রতে দীক্ষা দিতে ওস্তাদ।

আর আসছে তার পেছন-পেছন প্রকাণ্ড দশাসই একদল কুকুর-গিন্নী,[৩৫] যেন সিংহীদের দল[৩৬] এসেছে সিংহদের অভয়দান ভিক্ষে করতে।

তার চারপাশ ঘিরে সব শবরের দল—

কেউ কেউ নিয়েছে চমরের লোম আর হাতির দাঁত। কেউ কেউ ছিদ্রহীন পাতা দিয়ে বেঁধেছে মধুর ঠোঙা। কারো কারো হাত-ভর্তি গজমোতি, যেন সিংহ। কেউ কেউ নিয়েছে কাঁচামাংসের ভার, যেন রাক্ষস। কেউ কেউ পরেছে সিংহের চামড়া, যেন শিবের ভূত।[৩৭] কেউ কেউ বয়ে নিয়ে চলেছে ময়ূরের পালক, যেন জৈন

দিগম্বর সন্ন্যাসী।[৩৮] কেউ কেউ নিয়েছে কাকের পাখা, যেন কাকপক্ষ-ধর (জুলফি-ওলা) শিশু। কেউ কেউ ধরে আছে হাতির উপড়োন দাঁত, যেন কৃষ্ণ-চরিত অভিনয় করছে।[৩৯] কারো কারো পরণে মেঘ-ময়লা কাপড়, যেন মেঘের-ছায়ায় আঁধার-আকাশ বাদল দিন। এই সব হরেক রকম বৃত্তান্ত।

সেই মাতঙ্গ যেন অরণ্য।[৪০] অরণ্যে থাকে খড়্গধেনুকা—গণ্ডার-গণ্ডারণী, তার কাছেও ছিল খড়্গধেনুকা—ছুরি।

সে যেন নতুন মেঘ। মেঘ ধরে থাকে ময়ূরপুচ্ছের মত রং-বেরঙা (ইন্দ্র) ধনু, সে-ও ধরেছিল ময়ূরপালক দিয়ে সাজানো একটা ধনুক।

সে যেন বকরাক্ষস। বক নিয়ে নিয়েছিল একচক্রা (নগরী)কে। এ নিয়েছে একটি চক্র।

সে যেন অরুণের ছোটভাই গরুড়—উপড়েছে অনেক বড় বড় নাগের, হাতির দাঁত।

যেন ভীষ্ম—শিখণ্ডীর, ময়ূরের শত্রু।

যেন গরমের দিন—যখন-তখন দেখা দেয় মৃগতৃষ্ণা, হরিণ-মারার ইচ্ছে।

যেন বিদ্যাধর মানসবেগ—মান-সবেগ, সবেগে চলেছে দর্পভরে।

যেন পরাশর। তিনি যেমন যোজনগন্ধা সত্যবতীর অনুসরণ করেছিলেন, এ-ও তেমনি এক যোজন দূর থেকে গন্ধ টের পেয়ে পিছু নেয় (অথবা যোজনগন্ধ কস্তুরী-হরিণের পিছু নেয়)।

যেন ঘটোৎকচ—তারও ভীমের মত চেহারা; এরও ভীষণ চেহারা।

যেন পর্বতরাজ হিমালয়ের মেয়ে পার্বতীর একঢাল চুল—সে-চুল সেজে থাকে নীলকণ্ঠের চন্দ্রকলায়, এ-ও সেজে থাকে নীলকণ্ঠের (ময়ূরের) পালকের চন্দ্রকে।

সে যেন দানব হিরণ্যক—মহাবরাহের দংষ্ট্রায় (বড় বড় শুয়োরের দাঁতের ঘায়) টুটিফাটা হয়ে গেছে বুকখানা।

যেন ঘোর বিষয়ী। সে যেমন জোগাড করে গণ্ডা গণ্ডা খোসামুদে, এ তেমন বিয়ে করেছে অনেক বন্দিনীকে।[৪১]

যেন কাঁচাখেকো রাক্ষস। সে যেমন রক্ত-লুব্ধক, রক্তলোভী, এ-ও তেমনি (অনু) রক্ত-লুব্ধক, ব্যাধেদের প্রিয়পাত্র।

যেন গানের সার্গম—নিষাদানুগত।

তার শেষে আছে নি, এর সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই চলেছে নিষাদেরা।

যেন অম্বিকার ত্রিশূল—মহিষের রক্তে ভিজে গেছে সমস্ত গা।

নতুন যৌবন, তবু কাটিয়ে দিয়েছে অনেক বয়স—মানে? অনেক পাখি মেরেছে।[৪২]

প্রচুর ধন-ধান্য সঞ্চয় করেছে, তবু খায় শুধু ফলমূল—অর্থাৎ? অনেক কুকুর রেখেছে এবং ফলমূল খায়।[৪৩]

কৃষ্ণ কিন্তু সুদর্শনটি নেই, অর্থাৎ কালো এবং দেখতে ভালো না।

যেখানে খুশি ঘুরে বেড়ায়, অথচ তার একমাত্র আশ্রয় হচ্ছে দুর্গ—উঁহু, দুর্গা।

রাজাদের পায়-পায় ঘোরে, তবু রাজসেবায় একেবারেই আনাড়ি। তার মানে, পাহাড়ের পাদদেশে থাকে এবং রাজার চাকরি তথা মন-রাখা জানে না।[৪৪]

সে যেন বিন্ধ্যপর্বতের সন্তান, কৃতান্তের অংশ-অবতার, পাপের মায়ের-পেটের ভাই, কলিযুগের সারথি। ভয়ঙ্কর, কিন্তু মহাবলশালী বলে গম্ভীর লাগে দেখতে—দুর্ধর্ষ চেহারা।

দেখেই আমার মনে হল—

ইস্, কি ভুলে-ভরা জীবন এদের, কি সাধুজননিন্দিত আচরণ। দেখ, (দেবীকে) নরমাংস নিবেদন করাটাকে এরা ধর্ম বলে মনে করে। খায় কি ? সজ্জননিন্দিত মদ, মাংস এইসব। ব্যায়াম হল গিয়ে শিকার। শাস্ত্র কী ? না, শেয়ালের ডাক। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, সেটি বলে দেয় কে ? না, পেঁচা। বিদ্যের দৌড় ঐ পাখি-পড়া[৪৫] পর্যন্ত। পরিচয় কুকুরদের সঙ্গে। রাজ্যিপাট শূন্যবনে। সবাই মিলে মদ খাওয়া—এই হচ্ছে উৎসব। বন্ধু ? নিষ্ঠুর কাজের সহায় ধনুকগুলো। সহকারী হচ্ছে গিয়ে সাপের মত বিষ-মুখো বাণ। গান শুধু সরল হরিণদের সর্বনাশ করতে। বন্দিনী পরস্ত্রীরাই স্ত্রী। বাস—হিংস্রস্বভাব বাঘেদের সঙ্গে। পুজোর উপকরণ জানোয়ারের রক্ত। নৈবেদ্য—মাংস। জীবিকা – চুরি। গয়না হল সাপের (মাথার) মণি। অঙ্গরাগ—বুনোহাতির মদ। যে-বনেই থাকে, তাকেই মূল-শুদ্ধ একেবারে নিকেশ করে ছাড়ে।

আমি এইসব ভাবছি, ভাবতে ভাবতেই দেখি কি, সেই শবর-সেনাপতি বন-ঘোরার পরিশ্রম জুড়োতে জিরোতে সেই শিমুল-গাছেরই তলায় ছায়ায় এসে বসল ধনুক নামিয়ে, পরিজনেদের তাড়াতাড়ি এনে দেওয়া পাতার আসনে।

আর সেই শবর-যুবাদের মধ্যে একজন ত্রস্তে-ব্যস্তে নেমে গিয়ে দু'হাতে বেশ করে জল নাড়িয়ে-নাড়িয়ে সেই ঝিল থেকে পদ্মপাতার ঠোঙায় করে এনে দিল জল—

যেন বৈদূর্যমণি গলে জল হয়ে গেছে, যেন প্রলয়-সূর্যের রোদের তাপে গলে গেছে একটুকরো আকাশ, যেন চাঁদ থেকে চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়েছে (অমৃত), যেন একরাশ তরল মুক্তো টলটল করছে। এত স্বচ্ছ যে ছুঁয়ে দেখতে হয় আছে কিনা, বরফের মত কনকনে, পদ্মকোষের পরাগে কষা।

আর সেই সঙ্গে টাটকা-টাটকা তুলে পাঁক-টাঁক ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে এল কচি কচি মৃণাল।[৪৬]

সেনাপতি প্রথমে জলটা চোঁ করে খেয়ে ফেলল, তারপর একটা একটা করে কামড় দিতে লাগল সেই কচি কচি মৃণালে, যেমন সিংহিকার পো রাহু দেয় চাঁদের কলায়। তারপর জিরিয়ে-টিরিয়ে উঠে পড়ল। সমস্ত সৈন্যরাও ততক্ষণে পেট পুরে জল খেয়ে নিয়েছে। তারপর তাদের নিয়ে চলে গেল, যেদিকে তার ইচ্ছে।

কিন্তু, সেই পুলিন্দদের দলের মধ্যে একটা ছিল বুড়ো শবর, রাক্ষসের মত অতি বীভৎস চেহারা, সে হরিণমাংস পায় নি। মাংস চাই, অতএব সে দাঁড়িয়ে রইল সেই গাছের তলাতেই খানিকক্ষণ—দেরি করছে। শবর-সেনাপতি যেই-না চোখের আড়াল হওয়া, অমনি সেই বুড়ো-হাবড়া শবরটা সে-গাছের আগাপাশতলা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল অ নে ক ক্ষ ণ—চড়বে। কি সে চাউনি। ফোঁটা ফোঁটা রক্তে (অথবা রক্তের মত),

লাল, পিঙ্গল ঝাঁকড়া ভুরুর ঘেরে ভয়ঙ্কর। সেই চাউনি ফেলে ফেলে যেন গুনতে লাগল, কোথায় কটা শুকপাখির বাসা। যেন একটা বাজ, পাখির মাংস খাবার জন্যে নোলা সকসক করছে।

তাকে ঐভাবে তাকাতে দেখেই সেই মুহূর্তেই ভয়ে শুকেদের প্রাণ উড়ে গেল।

যাদের প্রাণে দয়া-মায়া নেই, সে-সব লোক না করতে পারে কী? অনেকগুলো তালগাছের মত উঁচু[৪৭], মগডাল-মেঘ-ছুঁই-ছুঁই সেই গাছের ওপর লোকটা কিনা তর্‌তর্‌ করে উঠে এল; যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে।[৪৮]

তারপর—

ডালের জোড়ের মধ্যে থেকে, কোটরের ভেতর থেকে শুকছানাদের ধরে ধরে বার করতে লাগল, যেন গাছের ফল তুলছে। তাদের কারোরই তখনো ওড়বার ক্ষমতা জন্মায় নি, ঠেকাবে কি করে, অসহায়···কেউ কেউ এই সবে কদিন হল হয়েছে, আঁতুড়ের গোলাপী রং লেগে আছে গায়, (হঠাৎ দেখলে) মনে হবে, শিমুলফুল নাকি? কারো কারো সবে গজাচ্ছে পাখা—যেন কচি কচি পদ্মপাতা। কেউ কেউ অবিকল আকন্দফল। কারো কারো ঠোঁটের আগা লাল হতে শুরু করেছে, মুখ একটু ফাঁক—পাপড়ি-একটু-ফাঁক লালটুকটুক-মুখ পদ্মকুঁড়ির মত সুন্দর। কেউ কেউ—থর থর থর কাঁপছে মাথাটি, যেন মাথা নেড়ে নেড়ে বলছে, না, না, মেরো না—

তাদের মেরে মেরে ছুড়ে ফেলতে লাগল মাটিতে।

আচমকা এসে পড়ল একি সাংঘাতিক সর্বনাশ—ঠেকাবার কোন উপায় নেই! বাবা তো দেখে একেবারে ঠক-ঠক-ঠক-ঠক ঠক-ঠক-ঠক-ঠক[৪৯] করে কাঁপতে কাঁপতে, মরণভয়ে চঞ্চল চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন—চোখের জলে ভাসা, বিষাদে শূন্য সে-চাউনি। তালু শুকিয়ে কাঠ, (এ বিপদ) নিজে ঠেকাবেন সে-সাধ্য নেই, আতঙ্কে জোড়-আলগা হল-হলে ডানা দিয়ে আমায় ঢেকে-ঢুকে, তখনকার মত ও-ছাড়া আর কিছু করার নেই বুঝে; স্নেহে ব্যাকুল হয়ে, আমাকে কি করে বাঁচাবেন সেই চিন্তাতেই অস্থির, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কোলের মধ্যে আমাকে সাপটে নিয়ে বসে রইলেন।

ওদিকে বদমাসটাও এ-ডাল ও-ডাল সে-ডাল বেয়ে বেয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের কোটরের দরজায় এসে ঢুকিয়ে দিল তার যমদণ্ডের মত বাঁ-হাতখানা—বুড়ো কাল-কেউটের ফণার মত ভীষণ চেটো থেকে ভক্‌-ভক্‌ করে বেরোচ্ছে যতরাজ্যের বুনো বরা'র চর্বির আর কাঁচামাংসের গন্ধ, অনবরত ধনুকের ছিলে টেনে-টেনে কব্জিতে কড়া পড়ে গেছে।

বাবা ঠোঁট দিয়ে কত ঠোকরালেন; কত চিৎকার করলেন, কিন্তু ব্যাটা নিষ্ঠুরের শিরোমণি তাঁকে টেনে বার করে মেরে ফেলল। বাবার ডানার মধ্যে গুটিয়ে ছিলুম আমি, কি জানি কেন আমাকে সে দেখতে পেল না—ছোট্টখাট্ট বলেই হোক, বা ভয়ে আমার শরীরটা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল বলেই হোক, কিম্বা আমার আয়ু অবশিষ্ট ছিল বলেই হোক। তারপর আমার মরা বাবাকে (লোকটা) হেঁটমুণ্ডে ছুড়ে ফেলে দিল মাটিতে—তাঁর গলা তখন আলগা হয়ে ঝুলছিল।

আমিও তাঁর দুই পায়ের ফাঁকে গলা ঢুকিয়ে; নিঃসাড়ে কোলের মধ্যে মিশিয়ে,

তাঁর সঙ্গেই পড়লুম। পুণ্যির জোর ছিল, তাই দেখলুম পড়েছি হাওয়ায় হাওয়ায় জমে-ওঠা এক প্রকাণ্ড শুকনো পাতার ডাঁই-এর ওপরে। তাই শরীরটা আমার টুকরো-টুকরো হয়ে গেল না।

যতক্ষণে লোকটা মগডাল থেকে নেমে না আসছে, ততক্ষণে আমি—ঝরাপাতার রঙে গায়ের রঙ মিশে যাওয়ায় তেমন নজরে পড়ার কথা নয়—মরা বাপকে ফেলে, নিষ্ঠুরের মত, যে-সময় মরে যাওয়াই উচিত সেই সময়েও, বাচ্চা তো—তাই ভালবাসা বস্তুটার অভিজ্ঞতা হয় নি তখনো, পরে হবে, তখন খালি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জন্মেছে যে-ভয় তাতেই মরছি, একটু-একটু গজিয়েছে পাখা, তাইতে কোনরকমে ভর দিয়ে; এখানে-ওখানে লুটোতে লুটোতে, যেন যমের হাঁ থেকে বেরিয়ে এলুম এইরকম মনে করতে করতে, ঢুকে পড়লুম একটু দূরে এক প্রকাণ্ড তমালগাছের গোড়ায়, যেন আর এক বাবার কোলে—

দিনের বেলাতেও ডালের মাঝখানগুলো ঝুপসি অন্ধকার, ফাঁক দিয়ে রোদ গলে না। এমনি ঘন নিবিড় সে-গাছ, যেন বিন্ধ্যবনানীর চমৎকার চুলের রাশ। বলরামের কাপড়ের মত কালো রঙটি যেন দুয়ো দিচ্ছে কৃষ্ণের গায়ের রঙকে। পাতাগুলি যেন যমুনার স্বচ্ছ জল কেটে কেটে তৈরি-করা। কচি পাতাগুলি জবজব করছে বুনো-হাতির মদজলে। পল্লব দিয়ে কানের গয়না করে করে পরে শবরদের রূপসী বৌ-ঝিরা।

ততক্ষণে লোকটা নেমে ভুঁয়ে-ছড়িয়ে-পড়ে-থাকা শুক-বাচ্চাদের অনেকগুলো লতার দড়ি দিয়ে পাতার মোড়কে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল সেনাপতি যে-পথে গিয়েছিল সেই পথেই, সেই দিকেই।

আমার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। কিন্তু সেই সঙ্গে—সদ্য পিতৃশোকে শুকিয়ে গেছে বুক, অত উঁচু থেকে নিচে পড়ায় শরীরে ধকল হয়েছে খুব, আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছি—আমায় পেড়ে ফেলল সে কি প্রচণ্ড তেষ্টা, আইঢাই করতে লাগল সমস্ত শরীর, যেন জ্বলছে।

এতক্ষণে বদমাসটা নিশ্চয় অনেক দূর চলে গেছে, এই ভেবে ঘাড়টা একটু উঁচু করে, ভয়ে চোখ চঞ্চল; ইতি-উতি তাকাতে লাগলুম—প্রতি মুহূর্তে, এমন কি একটা ঘাস নড়লেও মনে হয়; ঐ বুঝি ফের ফিরে এল শয়তানটা, এমনি করতে করতে হাঁটি-হাঁটি পা-পা সেই তমালগাছের গোড়া থেকে বেরিয়ে জলের কাছাকাছি এগোবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

পাখা গজায় নি, কাজেই চলতে গেলে পা ঠিকমত পড়ছে না। বারবার মুখ থুবড়ে পড়ছি, এক একবার কাত হয়ে যেতে যেতে একদিকের ডানার ধার দিয়ে নিজেকে (কোনমতে) ধরে রাখছি, ভুঁয়ে এগোতে এগোতে মাথা ঘুরে যাচ্ছে,[৪৯] অভ্যেস নেই তো, তাই এক-পা ফেলছি আর মুখ তুলছি, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছি; ধুলোয় ধুলো হয়ে গেছে গা, এইভাবে হিঁচড়ে-হিঁচড়ে এগোতে এগোতে আমার মনে হল—

দারুণ দুর্দশার মধ্যে পড়েও দুনিয়ার কোন প্রাণীই কখনো প্রাণের আশা ছেড়ে বসে থাকে না। সমস্ত প্রাণীর কাছে এ-দুনিয়ায় প্রাণের চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই। তাই আমার এমন বাবা—যাঁর নাম করলেও পুণ্য হয়[৫০]—এভাবে মারা যাওয়ার পরেও

আমি কিনা দিব্যি বেঁচে আছি; বিগড়ে বসে নি একটি ইন্দ্রিয়-ও। ছি ছি কি নিষ্করুণ কি ভীষণ নিষ্ঠুর কি অকৃতজ্ঞ আমি! পিতৃশোক সয়েও কষ্টে-সৃষ্টে সেই বেঁচেই রইলুম, বাবা যে এত করেছেন আমার জন্যে, সে-সব গ্রাহ্যই করলুম না। কি নীচ আমার মন! মা মারা যেতে প্রচণ্ড শোকের রাশ টেনে, যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও, জন্মের দিনটি থেকে শুরু করে কিভাবে কিভাবে আমাকে পালন করেছেন, মানুষ করার অতি বড় কষ্টও স্নেহের বশে কষ্ট বলে মনে করেন নি—সব কিনা এক নিমেষে ভুলে গেলুম! কি ছোট, কি হীন আমার এই প্রাণটা! আমার এত ভালো (আ. উপকারী) বাবা কোথায় না জানি চল্লেন, অথচ এখনো এ প্রাণ তার পেছন-পেছন গেল না। প্রাণের মায়া দেখছি কাউকে ছেড়ে কথা কয় না, সব্বাইকে পাজি করে ছাড়ে। এই অবস্থাতেও আমি কিনা জলতেষ্টায় মরছি! যা বুঝছি, আমার এই জলতেষ্টাটি নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু নয়, নইলে বাবার মৃত্যুশোক পর্যন্ত অগ্রাহ্য করি!

এখনো ঝিল বহুদূর। এই যে শুনছি জলদেবীদের নূপুরের রুনুঝুনুর মত রাজহাঁসের ডাক—সে তো এখনো অনেক দূরে। সারসের ক্রেংকার শুনছি ক্ষীণ অস্পষ্ট। (হাওয়ায়) ভাসছে পদ্মবনের সুগন্ধ—অনেক দূর থেকে দিগ্ (বধূ)-দের মুখে মুখে ছড়িয়ে যেতে যেতে হালকা হয়ে গেছে। দিনের চেহারাটাও বড়ই অসহ্য। ঐ তো সূর্য আকাশের মাঝখানটায় বসে কিরণ ভরে ভরে ছড়িয়ে চলেছে ফুটন্ত রোদ, যেন হাতে করে ছড়াচ্ছে মুঠো মুঠো আগুনের ধুলো। তাইতে আরোই বেড়ে যাচ্ছে পিপাসা। রোদে তেতে উঠেছে ধুলোগুলো, মাটি দিয়ে চলা যায় না। নিদারুণ পিপাসায় এলিয়ে পড়েছে আমার ছোট্ট শরীর (আ. অংগগুলি), আর একটুও হাঁটি এমন সাধ্য নেই। আমি আর আমাতে নেই। বুকটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চোখে অন্ধকার দেখছি। আমি না চাইলে কি হবে, পোড়া বিধি বুঝি আজই আমার মরণ ঘটাবে···

এই ভাবতে ভাবতেই—ঝিলটা থেকে একটু দূরে এক তপোবনে থাকতেন মহাতপা জাবালি নামে এক মুনি—তাঁর ছেলে মুনিকুমার হারীত আরো কয়েকজন সমবয়স্ক মুনিকুমারের সংগে পথেই এলেন সেই পদ্মঝিলে চান করতে।

সব রকমের বিদ্যে দিয়ে মনটি পরিশুদ্ধ—যেন সনৎকুমার। কি তেজস্বী চেহারা, তাকানো যায় না, যেন আর একটি সূর্যিঠাকুর। যেন উঠ্তি সূর্যমণ্ডল থেকে কুঁদে-বার-করা। যেন বিদ্যুতে-বিদ্যুতে তৈরি শরীর। সারা গায়ের ওপর কেউ বুঝি মাখিয়ে দিয়েছে তপ্তকাঞ্চনের রস। ঈষৎ পিংগল নির্মল গায়ের রং ঠিকরে বেরুচ্ছে, তাইতে দিনটাকে দেখাচ্ছে যেন সকাল বেলার রোদ পড়েছে, বনটাকে দেখাচ্ছে যেন লেগেছে দাবানল। কাঁধের ওপর ঝুলছে গুচ্ছ-গুচ্ছ জটা—তপ্ত লোহার মত লাল; অনেক তীর্থস্নানে পবিত্র। শিখাটি চুড়ো করে বাঁধা, ঠিক যেন আগুন-ঠাকুর—খাণ্ডব-বন পোড়াবেন বলে শিখা-টিখা গুটিয়ে ফেলে বামুনের ছদ্মবেশ নিয়েছেন। ডান-কান থেকে শোভা করে ঝুলছে একটি ফটিকের জপমালা—যেন তপোবনের দেবীর একখানি নূপুর, যেন সব ধর্মোপদেশ জড় হয়ে রয়েছে বালার মত, কিম্বা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ধর্ম-সেনা। চওড়া কপালটিতে ভস্ম দিয়ে সুন্দর করে আঁকা ত্রিপুণ্ড্ররেখা—যেন তিন সত্যি করে বলছে, বিষয়-সুখে মজ্‌ব না মজ্‌ব না মজ্‌ব না। বাঁ-হাতে

ধরা রয়েছে সর্বদাই-নল-উঁচোন একটি স্ফটিকপাথরের কমণ্ডলু, যেন একটি উদ্‌গ্রীব বক—উড়ে যেতে চায় আকাশে, যেন দেখিয়ে দিচ্ছে—ঐ যে স্বর্গে যাবার রাস্তা। কাঁধ থেকে ঝুলছে সারা-গায়ে-জড়ানো কালো-শাদা-রং একটি কৃষ্ণসারের চামড়া, যেন তপস্যার তীব্র ইচ্ছায় যত ধোঁয়া খেয়েছিলেন,[৪৯] সব ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘিরে ধরেছে শরীরটিকে।

বাঁ-কাঁধ বেয়ে নেমে-আসা পৈতেটি জ্বলজ্বল করছে, যেন কচি পদ্মডাঁটার সুতো দিয়ে তৈরি, এত হালকা যে হাওয়ায় উড়ছে, বোধহয় গুনে দেখেছে তাঁর মাংসহীন ফাঁক-ফাঁক পাঁজরাগুলো। একটি পলাশের লাঠিতে ডানহাতটি জোড়া, তার মাথায় একটি পাতার মোড়ক, পুজোর জন্যে বনের লতা থেকে তোলা ফুলে ভর্তি।

শিঙের আগা দিয়ে খোঁড়া স্নানের মাটি বয়ে নিয়ে তাঁর পেছন-পেছন চলেছে একটি তপোবনের হরিণ—মুঠি মুঠি উড়কি ধান খাইয়ে তাকে বড় করেছেন কিনা, তাই খুব পোষ মেনে গেছে তাঁর। যেই তার চোখ পড়ছে কুশে লতায় ফুলে, অমনি কাতর, চঞ্চল হয়ে উঠছে তার চাউনি।

হারীত[৫০] যেন একটি গাছ—কোমল বাকলে গা-টি ঢাকা।

যেন একটি পাহাড়—মেখলা[৫১] রয়েছে।

যেন বাহু—বহুবার খেয়েছেন সোমরস[৫২]।

যেন পদ্মবন—রোদ খান[৫৩]।

যেন নদী পাহাড়ের গাছটি—সর্বদা জলে ধুয়ে-ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে আছে তার শেকড়-বাকড়, এঁর জটা।

যেন হাতির বাচ্চা—দাঁতগুলি ফুটফুট করছে শাদা, ফোটা-কুমুদের পাপড়িটুকুর মত।

অশ্বত্থামার যেমন কৃপ, তেমনি কৃপা এঁর নিত্যসঙ্গী।

তারার রাশি যেমন সুন্দর লাগে চিত্রা-মৃগশিরা-কৃত্তিকা-অশ্লেষায়,[৫৪] এঁকেও তেমনি সুন্দর লাগছে বিচিত্র হরিণের চামড়ার আশ্লেষে।

গরমের দিনে[৫৫] যেমন ক্ষয়ে যায় (ছোট হয়ে যায়) দোষা (রাত), তেমনি এঁরও ক্ষয়ে গেছে দোষ-গুলো।

বর্ষার দিন যেমন থামিয়ে দেয় রজঃ-প্রসর, ধুলো ওড়া, তেমনি ইনিও শান্ত করেছেন রজঃ-প্রসর, আসক্তির ছটফটানি।

বরুণের মত ইনিও বাস করেছেন জলে।[৫৬]

হরি যেমন দূর করেছিলেন নরকাসুরের ভয়, তেমনি ইনিও দূর করেছেন নরকের ভয়।[৫৭]

সাঁঝ পড়লে যেমন সাঁঝের আলোয় পাঁশুটে দেখায় তারা, তেমনি এঁরও চোখের তারা সাঁঝ-পাঁশুটে। সকালবেলাটি যেমন ভোরের রাঙারোদে কপিলা, ইনিও তেমন ভোরের রাঙারোদটির মত কপিল।[৫৮] সূর্যের রথে যেমন মজবুত করে আঁটা থাকে অক্ষ এবং চাকা, তেমনি ইনিও কঠিনভাবে সংযত করেছেন ইন্দ্রিয়-চক্রকে। ভাল রাজা যেমন যুদ্ধবিগ্রহ ঠেকিয়ে রাখেন মন্ত্রগুপ্তি ও সৈন্যসামন্ত দিয়ে, তেমনি ইনিও বিগ্রহ (শরীর) টিকে ক্ষীণ করেছেন নিগূঢ় মন্ত্রসাধনে। সমুদ্রে যেমন থাকে কাটা-কাটা শাঁখ, গোল-গোল ঘূর্ণি এবং গভীর সব গর্ত, তেমনি এঁরও নাভির গর্তটি কাটা-কাটা

শাঁখের আবর্তের মত।[৫৯] ভগীরথ যেমন গঙ্গার নেমে-আসা দেখেছিলেন, তেমনি ইনি দেখেছেন গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ি, দেখেছেন গঙ্গাবতরণ স্থান (হরিদ্বার)। ভোমরা যেমন পুষ্করের (পদ্মের) বনে কতবার থেকে যায় তেমনি ইনিও কতবার থেকেছেন পুষ্কর (তীর্থের) বনে।

বনবাসী হয়েও তাঁর আনাগোনা মহা-মহা আলয়ে, বড়-বড় বাড়িতে—উঁহু, মহালয়ে, মহা-সমাধিতে। এদিকে অসংযত, অথচ চান মোক্ষ; তার মানে—বাঁধেন নি জটাজুট, বাঁধা পড়েন নি কোথাও, মোক্ষ চান। সাম-প্রয়োগে তৎপর হয়েও সর্বদাই অবলম্বন করে আছেন দণ্ড; অর্থাৎ সামগান গান এবং দণ্ড ধারণ করে থাকেন। ঘুমিয়েও জেগে আছেন।[৬০] দুটি চোখই আছে, কিন্তু পরিত্যাগ করেছেন বামলোচনটি—না, না, বামলোচনাদের।

সচরাচর সজ্জনদের মনটি হয় সর্বদাই[৬১] অকারণবন্ধু এবং অত্যন্ত দয়ালু। আমার ঐ অবস্থা দেখে ওঁর ঠিক দয়া হল। কাছের ঋষিকুমারদের একজনকে বললেন, এই 'শুকছানাটি—পাখাই গজায় নি এখনো—কি করে জানি এই গাছের ওপর থেকে পড়ে গেছে। বাজের মুখ থেকে পড়েছে তাও হতে পারে। দেখ না, আর বেশিক্ষণ নেই ওর, হয়ে এল বলে, চোখটি বুজে গেছে, ঘন-ঘন জোর-জোর নিঃশ্বাস ফেলছে, বার-বার মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে, বার-বার ঠোঁটটি ফাঁক করছে, ঘাড়টি (সোজা করে) ধরে রাখতে পারছে না। এসো তো, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ (আশ)—ওকে তুলে নিয়ে জলের ধারে নিয়ে চল।'—এই বলে তাকে দিয়ে আমাকে (তুলিয়ে) নিয়ে গেলেন ঝিলের ধারে।

জলের ধারে গিয়ে দণ্ড-কমণ্ডলু একধারে রেখে নিজে আমার মুখটি তুলে ধরে—আমি তখন হাল ছেড়ে দিয়ে এলিয়ে পড়েছি একেবারে, নড়ছিও না চড়ছিও না—আঙুলে করে কয়েক ফোঁটা জল খাইয়ে দিলেন। তারপর একটু-একটু করে জল ছিটিয়ে আমার জ্ঞান ফিরলে পর, তীরের কাছাকাছি-গজানো এক পদ্মপাতার জল-ঠাণ্ডা ছায়ায় শুইয়ে রেখে, যেমন করেন তেমনি স্নান-টান করলেন। স্নান হয়ে গেলে পর, অনেক প্রাণায়াম করে করে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও অঘমর্ষণ[৬২] (পাপমোচন) মন্ত্র জপ করতে করতে, লাল লাল পদ্মফুল টাটকা-টাটকা ভেঙে নিয়ে পদ্মপাতায় ধরে, মুখটি উঁচু করে সূর্যিঠাকুরের উদ্দেশে অর্ঘ দিয়ে উঠে পড়লেন। তারপর গায়ে জড়ালেন একটি ধোয়া শাদা বল্কল, মনে হল গোধূলির রাঙা-আলোর ওপর এসে পড়ল (এক ঝলক) জ্যোৎস্না। তারপর হাত দিয়ে ঝেড়ে-ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন জটা। পদ্মপরাগসুরভি নির্মল ঝিল-জলে ভরলেন কমণ্ডলু। তারপর আমাকে নিয়ে ধীরে ধীরে চললেন আশ্রমের দিকে। সঙ্গে চলল সদ্যস্নানে-সপসপে জটা (দুলিয়ে) সেই মুনিকুমারদের গোটা দলটি।

কিছুদূর যেতে-না-যেতেই দেখি—

অতি রমণীয় এক আশ্রম।

যেন আর একটি ব্রহ্মলোক।

যে-দিকে তাকাও তাকে জড়িয়ে রয়েছে গাছ-ঘেঁষাঘেঁষি বন, ফুলে-ফলে সবসময়

ভর্তি। তাল তিলক তমাল হিন্তাল বকুলের ছড়াছড়ি। এলাচের লতায় ছাওয়া কত নারকোলগাছ। লোধ্র লবলী লবঙ্গের পাতা (হাওয়ায়) চঞ্চল। আমের বোলের পরাগ উড়ছে রাশি রাশি। অলিকুলের ঝঙ্কারে মুখর হয়ে উঠেছে সহকার। ঝাঁকে-ঝাঁকে উন্মত্ত কোকিলগুলোর সে কি অ-বুঝ ডাকাডাকি, চেঁচামেচি। সে-বন হলুদ হয়ে গেছে ফুটে-ওঠা কেয়াফুলের মুঠো মুঠো পরাগে। সে-বনে পূগীলতার দোলায় চড়ে দোলেন বনদেবীরা। হাওয়ায় কেঁপে-কেঁপে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি করে চলেছে সে-বন—ধবধবে সব ফুল, যেন তারার (=উল্কার) ফুলঝুরি ঝরছে আকাশ থেকে 'অধর্ম' আর থাকবে না গো, ধ্বংস হবে, ধ্বংস হবে' জানাতে জানাতে।

সে-আশ্রমের সীমানাটিকে সুন্দর করেছে দণ্ডকের অরণ্যস্থলী— তাকে চিত্রবিচিত্র করে দিয়ে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শত শত কৃষ্ণসার। তাকে লালটকটকে করে দিয়ে ফুটে রয়েছে স্থলপদ্মের রাশ। মারীচ মায়ামৃগ হয়ে তার লতা-পাতা খেয়ে নেবার পর আবার সে-সব গজিয়েছে। রাম তাঁর ধনুকের আগা দিয়ে কন্দ তুলে নেওয়ার সময় যে-সব গর্ত হয়েছিল, তাইতে আজো এবড়ো-খেবড়ো হয়ে আছে তার মাটি।

সে-আশ্রমের উপকণ্ঠ পূর্ণ করে সবসময় চারিদিক থেকে ঢুকছেন মুনিরা সমিধ কুশ ফুল মাটি নিয়ে, পেছন-পেছন পাঠ বলতে বলতে শিষ্যরা।

কোথাও জলের কলস ভরা হচ্ছে; তার গবুগবু শব্দ ময়ূরেরা শুনছে গলাটি উঁচু করে।

ঐ যে ওপরে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী—ওকি স্বর্গের রাস্তায় পৌঁছবার একটা সিঁড়ি-ওলা সেতু[৬৩], অনবরত ঘৃতাহুতি পেয়ে-পেয়ে তুষ্ট হয়ে (যজ্ঞের) অগ্নিরা বাঁধতে লেগেছেন মুনিদের সশরীরেই স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে?

সে-আশ্রমের চারপাশ ঘিরে কাছাকাছি সব দিঘি—(তপোবনের) তপোধনদের[৬৪] সংস্পর্শেই যেন তাদের ময়লা গেছে চলে। তাদের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে পর পর পড়া সূর্য-বিম্বের মালা—যেন সপ্তর্ষিরা তাপস-দর্শনে এসে হাপুস-হুপুস ডুব দিচ্ছেন। তাদের কুমুদবনগুলি যখন রাত্তিরে ফুটফুট করে তখন মনে হয় ঋষিদের কাছটিতে বসতে, সেবা করতে (আকাশ থেকে) নেমে এসেছে গ্রহের দল।

হাওয়ায় মাথা নুইয়ে-নুইয়ে সে-আশ্রমকে যেন প্রণাম করছে বনলতারা। অনবরত ফুল ফেলে-ফেলে যেন পুজো করছে গাছেরা। পল্লব-হাত জোড় করে যেন উপাসনা করছে ডালগুলি।

কুটিরের উঠোনে শুকোচ্ছে ছড়িয়ে-দেওয়া শ্যামাধান। ডাঁই-করা রয়েছে আমলকি লবলী লবঙ্গ কুল কলা লকুচ আম কাঁঠাল তাল—এইসব ফল। ছেলেরা জোরে-জোরে পড়ছে। অনবরত কানে শুনে মুখস্থ, শুকপাখিরা চেঁচাচ্ছে—বৌষট্ বৌষট্[৬৫]। সারিকারা সব উচ্চৈঃস্বরে পড়ছে সুব্রহ্মণ্যা-নিগদ-মন্ত্র[৬৬]। বনমোরগেরা খেয়ে চলেছে বৈশ্বদেব আহুতির[৬৭] (ভাতের) দলা। কাছের পুকুর থেকে রাজহাঁসের বাচ্চারা এসে খেয়ে যাচ্ছে নীবার-বলি[৬৮]। একটি হরিণী তার পাতার মত জিভটি দিয়ে একজন মুনির খোকার গা-টি চেটে দিচ্ছে। হোমের আধপোড়া কুশ সমিধ্ আর ফুলগুলি থেকে সিম্-সিম্ শব্দ উঠছে। পাথর দিয়ে নারকোল ভেঙে ভেঙে তার জলে চিকণ হয়ে আছে শিলাতল। সদ্য-ছাড়ানো বাকলের কষে লাল হয়ে আছে মাটি। রক্তচন্দন দিয়ে আঁকা আদিত্যমণ্ডলের ওপরে করবীফুল রাখা রয়েছে।

এখানে-ওখানে ভস্মরেখা টেনে-টেনে সুন্দর করে ভাগ করা হয়েছে মুনিদের খাবার জায়গা। একটি পোষা বানর একজন বুড়ো অন্ধ তাপসের লাঠিটা হাত দিয়ে টেনে টেনে তাঁকে ঢুকতে-বেরোতে সাহায্য করছে। মাটিটাকে বিচিত্র করে দিয়ে হাতির বাচ্চাদের আধ-খাওয়া মৃণালের টুকরোগুলো পড়ে আছে এদিক-ওদিক, যেন সরস্বতীর ভুজলতা থেকে খসে পড়েছে শাঁখাগুলি। মুনিঋষিদের জন্যে হরিণেরা শিঙের আগা দিয়ে খুঁড়ে বার করছে নানান রকমের কন্দমূল। শুঁড় (আ. শুঁড়ের আগা বা গর্ত) ভর্তি করে জল এনে-এনে বুনোহাতিরা ভরে দিচ্ছে ডাল কেটে পোঁতা চারাগাছের আলবাল। বুনো বরার দাঁতের ফাঁকে আটকে-থাকা পদ্মমূল টেনে-টেনে বার করছে ঋষিকুমারেরা। পোষা ময়ূরেরা পেখমের হাওয়া দিয়ে জ্বালিয়ে তুলছে মুনিদের হোমের আগুন। ঘি-চরু রান্না শুরু হয়েছে—তার অপূর্ব গন্ধ বেরিয়েছে। অর্ধ-পক্ব পুরোডাশের পুণ্যগন্ধে আমোদিত চারিদিক। অবিশ্রান্ত ঘৃতধারার আহুতি পেয়ে-পেয়ে হুংকার দিচ্ছে আগুন, তাইতে মুখরিত হয়ে উঠেছে আশ্রম।

অতিথিদের সৎকার করা হচ্ছে। পিতৃদেবতাদের পুজো চলছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অর্চনা হচ্ছে। কোথাও চলেছে শ্রাদ্ধকল্পের উপদেশ। কোথাও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যজ্ঞবিদ্যা। কোথাও আলোচনা করা হচ্ছে ধর্মশাস্ত্র। কতরকমের বই পড়া হচ্ছে। হেন শাস্ত্র নেই যার মানে তন্ন-তন্ন করে ঘেঁটে দেখা হচ্ছে না। কোথাও তৈরি হচ্ছে পর্ণশালা, কোথাও নিকোন হচ্ছে উঠোন, কোথাও কুটিরের ভেতরটা ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। কেউ ধ্যানে বসেছে, কেউ মন্ত্র সাধছে, কেউ করছে যোগাভ্যাস, কেউ নৈবেদ্য দিচ্ছে বনদেবতাদের। কেউ মুঞ্জঘাস দিয়ে মেখলা তৈরি করছে। কেউ বল্কল ধুচ্ছে। কেউ সমিধ জড় করছে। কেউ কৃষ্ণসারের চামড়া পরিষ্কার করছে। কেউ তুলে রাখছে গবেধুক[৬৯] (গড়গড়ে ধান)। কেউ শুকোচ্ছে পদ্মবীজ। কেউ গাঁথছে জপের মালা। কেউ ধারণ করছে ত্রিপুণ্ড্ররেখা। কেউ সাজিয়ে রাখছে (বা রাখছে) বেতের লাঠি। কেউ ভরছে কমণ্ডলু।

সে-আশ্রম কলিকাল কখনো দেখে নি। তার সঙ্গে মিথ্যের আলাপ-পরিচয় নেই। অনঙ্গ কখনো শোনে নি তার কথা। পদ্মযোনি ব্রহ্মার মতই সে-আশ্রম ত্রিভুবন-বন্দিত। অসুরারি নারায়ণ[৭০] যেমন দেখিয়েছিলেন বরাহ এবং নরসিংহের রূপ, এখানেও তেমনি দেখা যায় বরা মানুষ সিংহ এবং হরিণ[৭১]। সাংখ্যদর্শনে যেমন কপিলের অধিষ্ঠান, এখানে তেমনি কপিলার (গাইদের) অধিষ্ঠান। মথুরার উপবনে যেমন থাকত বলদর্পী ধেনুকাসুর, যাকে দমন করেছিলেন বলরাম,[৭২] এখানে তেমনি থাকে জোরালো তেজালো ধেনুকা (গাই)-রা। উদয়নের মতই এ-আশ্রম আনন্দ দিচ্ছে বৎস-কুলকে, অর্থাৎ বাছুরদের। কিন্নরদের রাজ্যে যেমন মুনিরা জলকলস হাতে নিয়ে (রাজা) দ্রুমের অভিষেক করেছিলেন,[৭৩] এখানেও তেমনি মুনিরা জলকলস হাতে নিয়ে দ্রুমের অভিষেক করছেন—গাছে জল দিচ্ছেন। গ্রীষ্মের শেষাশেষি যেমন জল-প্রপাতের অর্থাৎ বৃষ্টি পড়ার আর দেরি থাকে না, তেমনি এই আশ্রমেরও কাছাকাছি রয়েছে জলপ্রপাত। বর্ষাকালে যেমন গভীর জলের মধ্যে আরামে ঘুমিয়ে থাকেন হরি—নারায়ণ, তেমনি এখানেও গহীন বনের মধ্যে আরামে ঘুমিয়ে থাকে হরি—সিংহ। হনুমান যেমন পাথরের টুকরো মেরে-মেরে (রাবণের ছেলে) অক্ষের হাড়-পাঁজরা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তেমনি এখানেও মুনিরা নুড়ির ঘায়ে গুঁড়ো করছেন

অক্ষের (বয়ড়ার) ডাঁই-করা আঁটিগুলো। খাণ্ডব-বিনাশে উদ্যত অর্জুন যেমন অগ্নির কাজ শুরু করেছিলেন, তেমনি এখানেও অগ্নিকার্য অর্থাৎ হোম শুরু হয়েছে।

সে-আশ্রম ধারণ করেছে সুরভি বিলেপন, তবু সদাই ধোঁয়ার গন্ধ বেরোচ্ছে তার গা থেকে--অর্থাৎ ? গোবর দিয়ে নিকোন এবং সদাই যজ্ঞধূমের গন্ধ। সেখানে থাকে দলে দলে মাতঙ্গ, তবু তা পবিত্র—চণ্ডাল ? না, না, হাতি। উঠছে শত শত ধূমকেতু, তবু কোন উপদ্রব নেই—মানে ? লকলকিয়ে উঠছে শত শত আগুনের শিখা, উপদ্রব থাকবে কি করে। পূর্ণিমার চাঁদ থাকা সত্ত্বেও ঝাঁকড়া গাছে ঝোপে-ঝাড়ে সদা-সর্বদা ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। অর্থাৎ, সে-আশ্রম ভর্তি হয়ে রয়েছে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মণ্ডলী দিয়ে এবং ঝাঁকড়া গাছে ঝোপে-ঝাড়ে সদা-সর্বদা ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

সে-আশ্রমে[১৩] মলিনতা ছিল শুধু হোমের ধোঁয়ায়, আচরণে নয়। মুখ-লাল শুধু শুকেই, রাগে নয়। তীক্ষ্ণতা শুধু কুশের আগায়, স্বভাবে নয়। চঞ্চলতা শুধু কলার পাতায়, মনে নয়। চক্ষুরাগ—চোখ-লাল শুধু কোকিলেই, চক্ষুরাগ—চোখে ভাল-লাগা পর-কলত্রকে নয়। কণ্ঠগ্রহণ শুধু কমণ্ডলুরই, প্রেমের খেলায় নয়। মেখলা-বন্ধন শুধু ব্রতেই, ঈর্ষার ঝগড়ায় নয়[১৪]। স্তনস্পর্শ করা হত শুধু হোমধেনুদেরই, বনিতাদের নয়। পক্ষ-পাত হত (পালক পড়ত) শুধু মোরগ বা ময়ূরদেরই, পক্ষপাত ছিল না বিতর্কে। ভ্রান্তি—ঘোরা হত অগ্নিপ্রদক্ষিণের সময়, ভ্রান্তি-ভ্রম ছিল না শাস্ত্রে। দেবতাদের-গল্প বলার সময় বসুদের নাম করা হত, লোভের জন্যে বসুর—টাকার জয়গান করা হত না। গোণা হত রুদ্রাক্ষের মালা, শরীরটা গণ্যের মধ্যে ছিল না। মুনিদের বাল-নাশ অর্থাৎ চুল ফেলে মাথা মুড়োন হত যজ্ঞদীক্ষার জন্যে, পুত্র-নাশ হত না মৃত্যুতে। রামে অনুরাগ হত রামায়ণ শুনে, রামায় অনুরাগ হত না যৌবন এলেই। মুখ ভেঙে বিকৃত হয়ে যেত বার্ধক্যের জন্যে, মুখ কুঁচকে বিকৃত হত না টাকার গরমে।

সে-আশ্রমে শকুনি-বধ ছিল শুধু মহাভারতেই, (পাখি মারা হত না)। বায়ু-প্রলাপ—পবনদেবের প্রচুর বর্ণনা ছিল শুধু পুরাণে, (বায়ুগ্রস্তের প্রলাপ ছিল না)। বয়েস হলে তবে দাঁত পড়ত, (ব্রাহ্মণদের পদস্খলন হত না)[১৫]। জাড্য—জাড় (শীতলতা) ছিল শুধু উপবনের চন্দন-গাছে, (মূর্খতা ছিল না)। অগ্নিগুলিতেই ছিল ভূতি—ভস্ম, (ঐশ্বর্য ছিল না কারো)। শুধু হরিণদেরই ছিল গান শোনার নেশা, শুধু ময়ূরদেরই নৃত্যপক্ষপাত (নাচতে নাচতে পালক ফেলা), শুধু সাপেদেরই ভোগ—ফণা। শুধু বানরদেরই ছিল শ্রীফলে—বেলে লোভ, (সম্পদ্-ফলে লোভ ছিল না কারো)। অধোগতি হত শুধু শেকড়গুলোরই।

এমনতরো সেই আশ্রমের মাঝখানটি আলো করে দাঁড়িয়ে ছিল একটি রক্তাশোক গাছ। গাছটি খুব বড় নয়, কিন্তু গোল বলে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। পাতাগুলি তার আলতা-রাঙা। ডালে ছিল মুনিদের ঝোলান কৃষ্ণাজিন আর জল-করঙ্ক। গুঁড়ির কাছটায় তাপস-কন্যাদের দেওয়া হলদে আবীরের পাঞ্জার ছাপ অনেকগুলো। বাচ্চা হরিণেরা চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে তার আলবাল থেকে জল খাচ্ছিল। মুনিকুমারেরা (ডালে) বেঁধে রেখেছিল তাদের চীর-কাপড়ের জন্যে কুশ-দিয়ে-পাকানো দড়ি। তলাটি পবিত্র করে লেপা হয়েছিল হলুদ (কাঁচা) গোবর দিয়ে। তক্ষুণি ফুল দেওয়া

হয়েছে গাছটিকে, তাইতে ভারি সুন্দর লাগছিল দেখতে। তারি তলায় ছায়ায় বসে আছেন দেখলুম—

জাবালি ঠাকুর।

তাঁর চারদিক ঘিরে রয়েছেন অতিশয় উগ্রতপা সব মহর্ষিরা, যেন পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে সমুদ্রেরা, সোনার পাহাড় সুমেরুকে—কুলপর্বতেরা, যজ্ঞকে—বৈতানবহ্নিরা, প্রলয়ের দিনটিকে—সূর্যেরা, কালকে—কল্পেরা।

তাঁর দেহটি কাঁপছিল জরায়; যেন জরা নিজেই কাঁপছিল তাঁর উগ্রশাপের ভয়ে। সে তাঁর চুলে ধরেছিল (চুল পাকিয়ে দিয়েছিল), যেন প্রণয়িনী। সে তাঁর ভুরু কুঁচকে দিয়েছিল, যেন সে নিজেই রেগে গিয়ে ভ্রূ-ভঙ্গি করছে। সে তাঁর চলন এলোমেলো করে দিয়েছিল, যেন সে নেশা করেছে, কোথায় পা পড়ছে জানে না! তাঁর শরীরে গজিয়ে দিয়েছিল তিল, যেন সে তিলক কেটে প্রসাধন করেছে। তাঁর শরীরটিকে ধবধবে শাদা করে দিয়েছিল, যেন সে কোন ব্রত নিয়ে ছাই মেখে শাদা হয়েছে।[৭৬]

তাঁকে কি চমৎকার দেখতে লাগছিল লম্বা-লম্বা জটায়। পাক ধরে শাদা হয়ে গেছে। যেন তপস্যায় সমস্ত মুনিদের হারিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন ধর্মপতাকা (বিজয়-নিশানা)। যেন স্বর্গে চড়বার জন্যে যোগাড় করেছেন অনেকগুলি লম্বা-লম্বা পবিত্র দাঁড়। যেন তাঁর তপস্যার কি বাড়্-কি বাড়্—গাছটিতে দেখা দিয়েছে কয়েকটি লম্মা-লম্বা ফুলের মঞ্জরী।

চওড়া কপালটি যেন হিমগিরির শিলাতল। ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে ত্রিধারায় বয়ে চলেছে গঙ্গা—মানে, ভস্ম দিয়ে আঁকা ত্রিপুণ্ড্ররেখা। উল্টো চাঁদের কলার মত বলি-শিথিল দুটি ভ্রূলতা চোখের ওপর ঝুলে পড়ে দৃষ্টি রোধে করছে। অনবরত বিড়বিড় করে চলেছেন মন্ত্র, তাই ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়েই আছে, আর তার ভেতর থেকে সত্যের অঙ্কুরের মত, নির্মল ইন্দ্রিয়বৃত্তির মত, বিদ্যার গুণরাশির মত, করুণারসধারার মত অতি উজ্জ্বল দন্ত-প্রভা বেরিয়ে এসে তাঁর সামনেটি ধবধব করছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন জহ্নুমুনি, উগরে দিচ্ছেন নির্মল গঙ্গাপ্রবাহ।

মূর্তিমান্ (কালো-কালো) শাপাক্ষরের মত তাঁর মুখের সামনে অনবরত ঘুর-ঘুর করছিল একঝাঁক ভোমরা—সোমরসের অবিশ্রান্ত উদ্গারে সুগন্ধি তাঁর নিঃশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে।

জাবালি ঠাকুরের মুখখানি এইরকম—বড়ই রোগা, তাই গাল দুটি তুবড়ে গর্ত হয়ে গেছে। চোয়াল এবং নাকটি যেন আরো উঁচু হয়ে গেছে। চোখের তারা ঘোরালো। চোখের পাতা খসে-খসে ফাঁক-ফাঁক হয়ে গেছে। লম্বা-লম্বা লোম বেরিয়ে এসে কানের ফুটো বন্ধ। নাইকুণ্ডুল পর্যন্ত লম্বা ঝাঁকড়া দাড়ি।[৭৭]

শরীরটি কি পবিত্র। যেন মন্দাকিনীর ধারা। তার উঁচু-উঁচু ফাঁক-ফাঁক হাড়-পাঁজরার ওপর দিয়ে কাঁধ থেকে নেমে-আসা ধবধবে পৈতেটি যেন একটি তাজা পদ্ম-ডাঁটার সুতো, ভাসছে হাওয়ায় হাওয়ায় ছোট ছোট ঢেউ ভাঙা মন্দাকিনীর জলে। গলাটি জুড়ে আঁটসাঁট সব শিরা—যেন অতিচঞ্চল ইন্দ্রিয়-ঘোড়াদের ভেতরে-ভেতরে সংযত রাখার জন্যে লম্মা-লম্বা লাগাম টেনে রেখেছেন।

চলন্ত আঙুলের ফাঁকে রেখে ঘোরাচ্ছিলেন একটি নির্মল স্ফটিকখণ্ডে-গাঁথা অক্ষমালা (জপমালা)—যেন অতি উজ্জ্বল বড়-বড় মুক্তোয়-গাঁথা সরস্বতীর হার। মনে হচ্ছিল তিনি যেন দ্বিতীয় ধ্রুব, অবিশ্রাম ঘোরাচ্ছেন নক্ষত্র-চক্র[৭৮]।

দাগড়া-দাগড়া শিরাজালে ঘন-সমাচ্ছন্ন তাঁকে মনে হচ্ছিল যেন বুড়ো-বুড়ো লতায় ছাওয়া একটি থুত্থুরে কল্পতরু। তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল দ্বিতীয় জরা-জালের মত একটি সিল্ক-সিল্ক বল্কল—মানস-সরোবরের জলে কেচে শুদ্ধ করা। এত ধবধবে যে মনে হয় বুঝি বোনা হয়েছে চাঁদের জোছনা কিম্বা অমৃতের ফেনা কিম্বা অশেষ গুণের গুণ-সুতো দিয়ে। কাছেই তেপায়ার ওপর বসানো ছিল মন্দাকিনীর জল-ভরা তাঁর স্ফটিকের কমণ্ডলুটি। মনে হচ্ছিল যেন একরাশ ফোটা শ্বেতপদ্মের পাশে শোভা করে রয়েছে একটি রাজহাঁস।

তিনি যেন ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন তাঁর স্থৈর্য পর্বতদের সঙ্গে, তাঁর গাম্ভীর্য সাগরদের সঙ্গে, তাঁর তেজ সবিতার সঙ্গে, তাঁর প্রশান্তি শীতরশ্মি চাঁদের সঙ্গে, তাঁর নির্মলতা আকাশের সঙ্গে। (মনে হল), তিনি যেন বিনতানন্দন গরুড়, আপন প্রভাবে সমস্ত দ্বিজদের (ব্রাহ্মণ, পাখি) ওপরে আধিপত্য লাভ করেছেন। তিনি যেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা যেমন (ব্রহ্মচর্যাদি) সমস্ত আশ্রমের গুরু, ইনিও তেমন সমস্ত আশ্রমটির গুরু। তিনি যেন একটি বুড়ো চন্দনগাছ। সে-গাছে যেমন শাদা জটার মত সাপের খোলসের ছড়াছড়ি, তেমনি তাঁরও সাপের খোলসের মত রাশি-রাশি শাদা জটা। ভাল-জাতের হাতি যেমন প্রলম্ব-কর্ণ-বাল (কান আর লেজ অনেকটা ঝোলা), তিনি তেমনি প্রলম্ব-কর্ণবাল—লম্বা-লম্বা কানের লোম। বৃহস্পতি যেমন জন্ম থেকেই বড় করেছিলেন কচকে, তেমনি তিনিও জন্ম থেকেই বড় করেছেন কচ অর্থাৎ চুল। দিনের মুখটিও (আরম্ভটি) যেমন জ্বলজ্বল করে ওঠে উঠতি-সূর্যমণ্ডলের ছটায়, তেমনি তাঁরও মুখটি জ্বলজ্বল করছে উঠতি-সূর্যমণ্ডলের মত। শরৎকালে যেমন ক্ষীণ হয়ে যায় বর্ষা, তেমনি তাঁরও ক্ষীণ হয়ে গেছে বর্ষ (আয়ুর বছরগুলো ক্ষয়ে গেছে)। শান্তনুর যেমন প্রিয় ছিলেন সত্যব্রত ভীষ্ম, তেমনি তাঁর প্রিয় সত্য-ব্রত।

তিনি যেন অম্বিকার করতল—রুদ্রের অক্ষগ্রহণে, শিবের চোখ টিপতে ওস্তাদ ; রুদ্রাক্ষ-ধারণে নিপুণ।

তিনি যেন শীতের সূর্য—উত্তরায়ণে পা দিয়েছে ; উত্তরীয় গায়ে দিয়েছেন।

তিনি যেন বড়বানল—জল ছাড়া কিছু খায় না ; দুধ ছাড়া কিছু খান না।

তিনি যেন একটি শূন্য নগর। সেখানে শরণ অর্থাৎ বাড়িগুলি থাকে দীন অনাথ বিপন্ন। তিনিও শরণ—আশ্রয়, দীন অনাথ ও বিপন্নজনের।

তিনি যেন পশুপতি। তাঁর শরীরময় ভস্মে-শাদা লোম। এঁর সারা শরীরে লেগে আছে ভস্মের মত শাদা রোমরাজি।[৭৯]

দেখে আমি ভাবতে লাগলুম—আহা ! তপস্যার কি প্রভাব ! এঁর এমন শান্ত চেহারা হলে হবে কি, ঝকঝক করছে যেন তপ্তকাঞ্চন, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে যেন বিদ্যুতের ঝলকানি। যদিও সর্বদাই উদাসীন, তবু কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ! প্রথম এলে কেমন যেন ভয়-ভয় করে।

সামান্য তপস্যা করে যারা তপস্বী হয়েছে, শুকনো নলখাগড়া বা কাশ বা ফুলের

ওপরে আগুন যেমন চট করে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি সর্বদাই অসহিষ্ণু যাদের তেজ (অল্পেই দপ করে জ্বলে ওঠে), তাদের সেই তেজ পর্যন্ত সহজে সহ্য করা যায় না, আর এঁদের তো দূরের কথা—এইসব সিদ্ধপুরুষ, সমস্ত ভুবন যাঁদের চরণবন্দনা করছে, নিরন্তর তপস্যার-জলে যাঁরা সমস্ত ময়লা ধুয়ে ফেলেছেন, দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখেছেন সমস্ত জগৎ, পদ্মের মত হাতের চেটোয় আমলকি ফলটির মত, পাপ ক্ষয় করছেন সবার। এই মহামুনিদের নাম নিলেও পুণ্য হয়, দর্শনের তো কথাই নেই।

ধন্য এ-আশ্রম, যেখানে ইনি গুরু। শুধু কি তাই ? এই গোটা পৃথিবীটাই ধন্য, কেননা সেখানে বাস করছেন ইনি—এই পৃথিবীর ব্রহ্মা। ঐসব মুনিরা পুণ্য করেছিলেন বটে, যার ফলে অন্যসব কাজ থেকে ছুটি পেয়ে দিনরাত এই দ্বিতীয় ব্রহ্মাকে ঘিরে বসে এঁরা মুখের দিকে অপলক-নয়নে তাকিয়ে-তাকিয়ে একের পর এক পুণ্যকাহিনী শুনে চলেছেন। সরস্বতীও ধন্য, যিনি এঁর সুন্দর দাঁতগুলির মাঝখানে, সদ্‌ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, পদ্মের মত মুখটির সংসর্গ-সুখ অনুভব করতে-করতে সর্বদা বাস করছেন এঁর করুণাধারানিষ্যন্দী অগাধগাম্ভীর্য অতিপ্রসন্ন মানসে—যেমন অতিনির্মল করুণার-মত-টলটল-জল অগাধ অতল মানস-সরোবরে সুন্দর সুন্দর পাখির মাঝখানে বাস করে রাজহংসী, মুখ দিয়ে কমলের সংসর্গসুখ ভোগ করতে-করতে।[৮০] চতুর্মুখ ব্রহ্মার মুখপদ্ম-নিবাসী চার বেদ যেন অনেকদিন পরে এই আর একটি ঠাঁইয়ের মত ঠাঁই পেয়েছে। এঁকে পেয়ে বুঝি কলিকালে-ঘুলিয়ে-যাওয়া জগতের সমস্ত বিদ্যা আবার বিশুদ্ধ হয়েছে, বর্ষাকালের ঘোলা নদীরা যেমন শরৎকালে পরিষ্কার হয়ে যায়। ধর্মঠাকুর কলিকালকে গোহারান হারিয়ে দিয়ে তার সব লম্ফঝম্প থামিয়ে-থুমিয়ে, তাঁর সবখানি নিয়ে (তিন-পো ক্ষয়ে যায় নি !) বরাবরের মত এখানে রয়ে গেছেন, নিশ্চয়ই তাঁর আর সত্যযুগের কথা মনে-টনে পড়ে না। ধরাতলে এঁর অধিষ্ঠান দেখে এখন আর আকাশের নিশ্চয় সে-গর্বটি নেই, যেটি ছিল সপ্তর্ষিমণ্ডল তার মধ্যে বাস করেন বলে।

ধন্যি মেয়ে বটে ঐ জরা ! কি জাঁদরেল ! প্রলয়সূর্যের রোদের রাশির মত চোখ-ধাঁধানো, চাঁদের জোছনার মত শাদা চুলে ভর্তি এঁর জটার গোছায় কিনা নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—শিবের জটায় ফেনায়-ফেনায়-শাদা গঙ্গার মতন, আগুনের লকলকে শিখায় দুধ-আহুতির মতন।

অজস্র ঘৃতাহুতির ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় আশ্রমটিকে কালো করে দিয়েছেন ঠাকুর—তাঁর সিদ্ধাই-এর ভয়ে বুঝি সূর্যের কিরণেরাও দূর থেকে এড়িয়ে চলছে আশ্রমটিকে। আর এই যে দাউ-দাউ যজ্ঞাগ্নিদের[৮১] শিখাগুলি হাওয়ায় কেঁপে-কেঁপে এক হয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেন মনে হচ্ছে, এঁর প্রতি প্রীতিবশত হাতজোড় করে তারা মন্ত্রপূত আহুতি গ্রহণ করছে। আর আশ্রমলতার ফুলের সুগন্ধ বয়ে এই যে মৃদুমন্দ বায়ু বইছে এঁর সিল্ক-সিল্ক বল্কলটি দুলিয়ে, মনে হচ্ছে সে যেন ভয়ে-ভয়ে পা টিপে-টিপে এঁর কাছে এগোচ্ছে। সাধারণত তেজ-বস্তুটিকে পঞ্চ-মহাভূতও সহজে অভিভূত করতে পারে না। আর ইনি তো সমস্ত তেজস্বীদের অগ্রগণ্য। এই মহাত্মার অধিষ্ঠানে জগৎটাকে মনে হচ্ছে যেন দুই-সূর্য-বিশিষ্ট। ইনি ধরে রেখেছেন বলেই বোধহয় পৃথিবীটা কাঁপছে না।

করুণারসের ইনি প্রবাহ, সংসার-সমুদ্র পার হাওয়ার সেতু, ক্ষমা-জলের আধার,

তৃষ্ণা-লতার ঘন জঙ্গল কাটার কুঠার, সন্তোষ-সুধার সাগর, সিদ্ধি-পথের উপদেষ্টা, পাপ-গ্রহের অস্তাচল, প্রশান্তি-তরুর-শেকড়, প্রজ্ঞা-চক্রের কেন্দ্র, ধর্ম-পতাকার ধারণ-দণ্ড, সমস্ত বিদ্যায় নামবার ঘাট, লোভ-সমুদ্রের বড়বানল, শাস্ত্র-রত্নের কষ্টিপাথর, আসক্তিরূপ পল্লবের দাবানল, ক্রোধরূপ সাপের মহামন্ত্র, মোহরূপ অন্ধকারের সূর্য, নরকের সব দরজার আগল-কুলুপ, সদাচারের ভদ্রাসন, যত-কিছু কল্যাণের নিকেতন।

এঁর মধ্যে জায়গা নেই অহংকার-জনিত বিকারের, ইনি দেখিয়ে দিচ্ছেন সন্মার্গ, সাধুতার আকর, উৎসাহ-রূপ চাকার নেমি, সত্ত্বগুণের আশ্রয়, কলিকালের প্রতিপক্ষ, তপস্যার কোশাগার; সত্যের সখা, ঋজুতার জন্মভূমি, পুণ্যরাশির আকর, মাৎসর্যকে আমল দেন না, বিপদের শত্রু, কারো অবজ্ঞা-অপমানের পাত্র নন, কারো গর্বের প্রশ্রয় দেন না, নীচতায় তাঁর সায় নেই, রাগ তাঁকে দখল করতে পারে নি, সুখের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এই ঠাকুরের প্রভাবেই তপোবনে না আছে শত্রুতা, না আছে বিদ্বেষ। আহা! মহাপুরুষদের কি প্রভাব। পশুপাখিরা পর্যন্ত তাদের চিরকেলে ঝগড়া ভুলে ভেতরটা শান্ত হয়ে গিয়ে এখানে তপোবন-বাসের সুখ ভোগ করছে। এই তো রোদের চোটে নির্ভয়ে ঢুকে পড়েছে সাপ, উৎফুল্ল নীলপদ্মের সাজানো বনটির মত দেখতে ময়ূরের তুলে-ধরা শত-শত-চারু-চাঁদ-আঁকা পেখমের তলায়, যেন ঢুকছে হরিণদের চোখের ছটায় বিচিত্র কোন কচিঘাসের জমিতে। এই যে একটি হরিণের বাচ্চা মাকে ছেড়ে সিংহীর দুধ-উথলে-ওঠা স্তন পান করছে—কেসর-না-ওঠা সিংহের বাচ্চাদের সঙ্গে খুব ভাব যে! এদিকে বাচ্চাহাতির দল একগোছা পদ্মডাঁটার সুতো মনে করে টানাটানি করছে সিংহমশায়ের জোছনা-শাদা কেসর-গাদা; তিনিও চক্ষু বুজিয়ে দিব্বি সেটি উপভোগ করছেন। বানরগুলো আবার দেখছি, তাদের চপলতা ছেড়ে মুনিকুমারদের ফল-খাবার এনে দিচ্ছে, চান-টান করে এসেছেন কিনা! এদিকে আবার হাতিগুলো মদান্ধ হওয়া সত্ত্বেও দয়াপরবশ হয়ে তাদের গালের-ওপর-বসা মদজলপান-নিশ্চল ভোমরাদের চটাস্-চটাস্ কান নেড়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে না।

বেশি আর বলব কি, চেতন (হুঁস-ওলা) প্রাণীদের তো কথাই নেই, এ-ঠাকুরের অচেতন গাছগুলি পর্যন্ত দেখছি যেন ব্রতচারী—কেননা তারাও পরে আছে বল্কল, ধরে আছে ফল-মূল, আর তপস্বীদের অগ্নিহোত্রের ধোঁয়ায়-কুণ্ডলী অনবরত উঠতে উঠতে তাদেরও যেন সুন্দর করে পরিয়ে দিয়ে চলেছে কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয়।

আমি এইসব ভাবছি, এমন সময় হারীত আমাকে সেই রক্তাশোক গাছটারই ছায়ায় একপাশে রেখে পিতার পা দুটি ধরে অভিবাদন করে পিতার খুব কাছ-ঘেঁষে নয় একটি কুশাসনে বসলেন। এদিকে আমাকে দেখে সব মুনিরাই—তিনি বসলে পর—তাঁকে জিগ্যেস করলেন, কোত্থেকে পেলে এই শুকছানাটি? তখন তিনি তাঁদের বললেন, এখান থেকে স্নান করতে গিয়েছিলুম পদ্মঝিলে, সেখানে পেয়েছি এই শুকছানাটিকে, তীরের কোন গাছের বাসা থেকে পড়ে গিয়েছিল। অনেক উঁচু থেকে পড়ায় শরীর অবশ, প্রাণ যায়-যায়, তাতা ধুলোর মধ্যিখানে রোদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বড় দয়া হল, কিন্তু তপস্বীদের সাধ্য কি, সেই প্রকাণ্ড গাছে চড়ে! সুতরাং—ওকে নিজের বাসায় তো তুলে দিতে পারব না, তাই এখানেই নিয়ে এলুম। যদ্দিন না পাখা-টাখা গজাচ্ছে,

আকাশে উড়তে পারছে, ততদিন ও এখানেই কোন একটা আশ্রমের গাছের কোটরে থেকে জীবন ধারণ করুক। মুনিবালকেরা এবং আমরা উড়াকি ধানের খুদ, নানান রকম ফলের রস-টস দিয়ে ওকে পালব। আমাদের তো ধর্মই হল, যাদের কেউ নেই তাদের দেখাশোনা করা। পাখা উঠলে আকাশে উড়তে পারবে, তখন যাবে'খন যেখানে ওর খুশি। কিম্বা এখানেই পোষ-মেনে থেকে যাবে।

আমাকে নিয়ে এইসব কথাবার্তা হচ্ছে—কানে যেতে জাবালি ঠাকুরের একটু বুঝি কৌতূহল হল। ঘাড়টা একটু হেলিয়ে, অতিপ্রশান্ত চাউনি দিয়ে আমাকে যেন পুণ্য-জলে ধুয়ে দিতে-দিতে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন, মনে হল যেন আমায় চিনতে পারলেন। বার-বার দেখতে-দেখতে বললেন, 'নিজেরই অবিনয়ের ফল ভুগছে।'

ঠাকুর যে ত্রিকালদর্শী। তপস্যাবলে দিব্যচক্ষু দিয়ে সারা জগৎটাকে দেখতে পাচ্ছেন যেন হাতের মুঠোয়, জানতে পারছেন অতীত জন্মান্তরগুলি পর্যন্ত। পরে কি ঘটবে, তাও (ঠাকুর) বলে দিতে পারেন, আর কাউকে দেখেই (আ. চোখে পড়লেই) বলে দিতে পারেন, সে কতদিন বাঁচবে। তাই সেকথা শুনে আসরের সমস্ত মুনিরা —তাঁর সিদ্ধাই তো জানতেন তাঁরা—কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, কী ধরনের অবিনয় করেছিল এ, কেনই বা করেছিল, কোথায়ই বা করেছিল, আগের জন্মে কে ছিল এ—এইসব জানতে, আর বার-বার ঠাকুরকে অনুনয় করতে লাগলেন, বলুন ঠাকুর দয়া করে—কি ধরনের অবিনয়ের ফল এ ভোগ করছে ? আগের জন্মে কে ছিল এ ? পাখি হয়েই বা জন্মাল কেন ? এর নামই বা কী ? আমাদের কৌতূহল মেটান ঠাকুর, আপনি তো সব আশ্চর্য-অলৌকিকের খনি।

তপোধনদের সেই সভা এইভাবে অনুরোধ করলে মহামুনি বললেন, সে বড় আশ্চর্য কাহিনী। দিন ফুরোতে আর বেশি বাকি নেই। আমার স্নানের সময় হয়ে এসেছে। আপনাদেরও পুজোর বেলা হয়ে যাচ্ছে। আপনারা এখন উঠুন, সকলে যে-যার দিনকৃত্য সারুন, ওবেলা আপনারা ফলমূল আহার করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলে পর আপনাদের আগাগোড়া সব বলব—এ কে, আগের জন্মে কী করেছে, এই পৃথিবীতে ওর জন্ম হল কি করে। ওকেও একটু খেতে-টেতে দিন, ওর ক্লান্তি জুড়োক। আমি যখন ওর আগের জন্মের কাহিনী বলব, তখন ওরও নিশ্চয় স্বপ্নের মত সব মনে পড়ে যাবে।

—বলতে বলতেই উঠে পড়লেন (ঠাকুর)। মুনিরাও উঠলেন—তারপর স্নান-টান এইসব দিনকৃত্য করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে বেলা পড়ে এল। স্নান করে উঠে মুনিরা সূর্যের উদ্দেশে অর্ঘ রচনা করবার সময় মাটিতে যে-রক্তচন্দন দিয়েছিলেন, আকাশে থেকে সেই রক্তচন্দনের অঙ্গরাগ যেন সাক্ষাৎ শরীরে ধারণ করলেন সূর্য। সূর্যমণ্ডলে-নিহিত-দৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখ রোদ-ভোজী তপস্বীরাই যেন সমস্ত পান করে নিতে লাগলেন তার বিকীর্ণ তেজ, ফলে রোদ কমতে-কমতে আস্তে-আস্তে ক্ষীণ হয়ে এল সূর্য। উদীয়মান সপ্তর্ষিমণ্ডলে পাছে পায়ের ছোঁয়া লেগে যায়, তাই কিরণ-পা গুটিয়ে নিয়ে আকাশ থেকে ঢলে পড়লেন পায়রার পায়ের মত লাল রঙের সূর্য। পশ্চিম সমুদ্রে সূর্যমণ্ডলের রক্তিম-কিরণ-জাল-মণ্ডিত প্রতিবিম্বটি দেখাতে লাগল যেন জলশয্যার মাঝখানে মধুরিপু নারায়ণের

মধুধারা-চুঁয়ে-পড়া নাভিপদ্মটি। পৃথিবীর মাটি ছেড়ে কমলিনীর বন ত্যাগ করে দিনশেষের পাখির মত রোদ বসল গাছের মগডালে, পাহাড়ের মাথায় রাঙা-রোদের ফালি লেগে আশ্রমের গাছগুলিকে চকিতের জন্যে মনে হল যেন মুনিরা রাঙা-রাঙা বল্কল ঝুলিয়ে রেখেছেন। তারপর হাজার-কিরণ সূর্যিঠাকুর পাটে নামলেন, আর পশ্চিমসায়রের তীর থেকে ঠিক যেন একটি বিদ্রুম-লতার মত—দেখলুম—লাফ দিয়ে উঠে এল রাঙা-গোধূলি। তখন আশ্রমে—ধ্যান করতে বসে গেলেন (মুনিরা), একদিকে হোমধেনু দোয়া হতে লাগল, তার দুধের ধারার মনোহর ধ্বনি উঠল, অগ্নি-হোত্রের জন্যে বেদীতে সবুজ কুশ বিছোন হ'তে লাগল, ঋষিবালিকারা দিগ্‌দেবতাদের উদ্দেশে এখানে-ওখানে ভাতের পিণ্ডের নৈবেদ্য ছড়াতে লাগল।

সারাদিন ধরে কোথায়-না-জানি চরে দিনের শেষে তপোবনের লাল-তারা কপিলা গাইটি যেমন ফিরে আসে; তেমনি করে—মুনিরা সানন্দে দেখলেন—সারাদিন কোথায়-না-কোথায় ঘুরে বেড়িয়ে দিনশেষে ফিরে আসছে কপিলা সন্ধ্যা; আকাশে ফুটিয়ে দুটি-একটি লাল-তারা। সবিতার সদ্য-প্রবাসে শোকবিধুরা পদ্মিনী আবার সূর্যসংগতা হবার জন্যে যেন ব্রত-আচরণে রত হল। হাতে নিল পদ্মকুঁড়ির কমণ্ডলু, পরণে হাঁস-শাদা-রেশমী-কাপড়, মৃণালের ধবধবে পৈতে গলায়, অলিকুল জপের মালা। তারপর পশ্চিসায়রের জলে যখন ঝপাং করে পড়লেন সূর্য, তখন তারই বেগে ফোয়ারার মত উঠল যে-জলকণার রাশি, তাই যেন ফুটকি-ফুটকি তারা হয়ে ফুটে উঠল আকাশে। দেখতে দেখতে তারায় ভরে গেল আকাশ, যেন সিদ্ধ-কন্যাদের ছড়ানো সন্ধ্যার্চনার ফুলে চিত্রবিচিত্র হয়ে গেছে। একটু পরেই যেন ঊর্ধ্বমুখ মুনিদের ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত প্রণামাঞ্জলির জলে গলে-ধুয়ে নিঃশেষে মুছে গেল সন্ধ্যার সমস্ত রং।

সন্ধ্যা যখন ক্ষয়ে-ক্ষয়ে শেষ হয়ে গেল, তখন যেন তার বিয়োগ-দুঃখে দুঃখিত হয়ে রাত্রি পরল একটি কালো কৃষ্ণসারের চামড়া—সদ্য-ঘনিয়ে-ওঠা অন্ধকার। মুনিদের হৃদয় ছাড়া আর সব কিছু ঢেকে ফেলল সেই অন্ধকার। তারপর সূর্য অস্ত গেছেন এই খবর পেয়ে আস্তে-আস্তে আকাশে উঠে অবস্থান করতে লাগলেন লাল-টুকটুকে অমৃত-কিরণ চাঁদ, তারা এবং তাঁর অন্তঃপুরে যত তারা ছিল সবাইকে নিয়ে। ধোয়া সিল্ক-সিল্ক বল্কলের মত ধবধবে হয়ে গেল আকাশ, দিগন্তে লেগে রইল তমালবন-রেখার মত সরু একফালি অন্ধকার, সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা দিল আকাশে, আকাশকে পবিত্র করে দিয়ে অরুন্ধতী উঠল গুটি-গুটি, চাঁদের কাছাকাছি উঠল (ধনুরাশির) পূর্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র, একটু নজর করলে দেখা যেতে লাগল (বৃশ্চিকের) মূল নক্ষত্রকে, একপ্রান্তে রইল অপরূপ-তারামণ্ডিত (কালপুরুষের) মৃগশিরা নক্ষত্র। মনে হল যেন সূর্যের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে চাঁদের আর কিছু ভাল লাগছে না, তাই তিনি বৈরাগী হয়ে তারা এবং অন্য সমস্ত তারা-স্ত্রীদের নিয়ে ধোয়া ধবধবে সিল্ক-সিল্ক বল্কল পরে চলে এসেছেন স্বর্গের আশ্রম আকাশটিতে। দিগন্তে লেগে থাকা একফালি অন্ধকারটি আসলে সে-আশ্রমের তমালবনলেখা, সে-আশ্রমে থাকেন সপ্তর্ষিরা সবাই; অরুন্ধতী তাকে পবিত্র করে ঘুরে বেড়ান। সেখানে পোঁতা আছে (ব্রহ্মচারীদের ব্যবহার্য) আষাঢ়দণ্ড (পলাশের লাঠি), সেখানে দেখা যায় (ফল) মূল, সেখানে একপাশে থাকে হরিণেরা—কি সুন্দর তাদের চোখের তারা।[৮২]

তারা-ঝকমকি চাঁদ-ধুকধুকি (আ. খুলির টুকরোর মত তারায় সাজা, চন্দ্রালংকৃত) আকাশ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মাটিতে পড়ল হাঁস-ধবধবে জোছনা, মনে হল যেন তারার মত উজ্জ্বল খুলির টুকরোয় সাজা চন্দ্রশেখর শিবের মাথা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পৃথিবীতে পড়ল গঙ্গাসাগর ভরিয়ে দিয়ে। (চাঁদের) হরিণটিকে দেখাতে লাগল যেন ফুটফুটে শ্বেতপদ্ম-শাদা চাঁদ-সরোবরে জোছনা-জল খাওয়ার লোভে নেমে অমৃতের পাঁকে পড়ে আর নড়তে-চড়তে পারছে না, নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষা চলে গেলে সমুদ্র থেকে উড়ে-আসা হাঁসেদের মত; অন্ধকার চলে গেলে, নতুন-নিসিন্দে-ফুলের মত শাদা চন্দ্রকিরণেরা এসে ঝুপঝাপ ডুব দিতে লাগল কুমুদ-পুকুরে। উদয়কালের সমস্ত লালিমা ধুয়ে গিয়ে চাঁদটিকে সে-সময় দেখাচ্ছিল ঠিক যেন ঐরাবতের কুম্ভ—আকাশ-গঙ্গায় ডুব দিয়ে ধুয়ে গেছে সমস্ত সিঁদুর।

তারপর ধীরে ধীরে অনেকদূর পর্যন্ত উঠলেন হিম-ঝুরি চাঁদ-ঠাকুর, জোছনার চাঁদোয়ায় জগৎ শাদা করে দিয়ে, যেন অমৃতের গুঁড়োর ধুলোটে, সুধার চুনকামে। বইতে লাগল রাত-শুরুর হাওয়া—টুপটাপ শিশিরজলে গতি তার মন্থর, ফাঁক-হতে-থাকা কুমুদবনের মিষ্টি গন্ধ তার গায়। ঘুমে চোখ ভেরে এসেছে, চোখের তারা নড়ে না, চোখের পাতা জুড়ে গেছে—আশ্রমের হরিণরা আরামে বসে আস্তে-আস্তে মুখ চালিয়ে রোমন্থন শুরু করেছিল, তারা সানন্দে স্বাগত জানাল তাকে।

আধ-পো'র (অর্ধপ্রহর; দেড়ঘণ্টা) রাত গেলে পর (সাড়ে সাতটা নাগাদ) হারীত খাইয়ে-দাইয়ে আমাকে নিয়ে সেই সমস্ত মুনিদের সঙ্গে এলেন পিতার কাছে। তিনি তখন জোছনায়-ভেসে-যাওয়া আশ্রমের একধারে বেতের আরাম-কেদারায় বসেছিলেন (আ. বেতের আসনে আরামে) জালপাদ নামে একজন শিষ্য কাছেই বসে কুশের ছাঁকনি আর হরিণ-চামড়ার পাখা হাতে[৮৩] আস্তে-আস্তে হাওয়া করছিল। হারীত বললেন; বাবা, অদ্ভুত কাহিনী শোনার কৌতূহলে ভরপুর মন নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন এই সমগ্র তাপস-পরিষদ্—কেউ আর বাকি নেই। এঁরা গোল হয়ে বসে প্রতীক্ষা করছেন। এই পাখির বাচ্চাটিরও ক্লান্তি দূর করেছি। এবার বলুন, আগের জন্মে এ কী করেছিল, কে ছিল, পরেই বা কী হবে।

হারীতের এই কথা শুনে সেই মহামুনি আমাকে দেখে—তাঁর সামনেই ছিলুম আমি—এবং সমস্ত মুনিরা শুনতে উৎসুক হয়ে একাগ্র হয়ে রয়েছেন, এটা বুঝে ধীরে ধীরে বললেন—

আচ্ছা। শোনো তাহলে, যদি তোমাদের (এতই) কৌতূহল—

× × × × × × × × × × × × × × কথারম্ভ × × × × × × × × × × × × × ×

জাবালি ঠাকুরের মুখে

গল্প শুরু

অবন্তিদেশে এক নগরী আছে—স্বর্গশোভা-হার-মানানো। এমনটি আর কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, তিন-ভুবনে সেরা সে যে, নাম তার উজ্জয়িনী। সত্যযুগের আঁতুড়ঘর বোধহয় ঐটিই। ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের যিনি কারণ, সেই মহাকাল-নামধারী ঠাকুর ভূতনাথ যেন তাকে তৈরি করেছিলেন নিজের বাসের উপযুক্ত আর একটি পৃথিবীর মত করে। তাকে ঘিরে আছে একটি পাতাল-গভীর পরিখা, যেন তাকে দ্বিতীয় পৃথিবী ভেবে ঘিরে ধরেছে সমুদ্র। তার চারদিক বেড়ে রয়েছে চুনকাম-করা প্রাকারমণ্ডল; আকাশে আঁকিবুঁকি কাটে তার সার-সার গম্বুজগুলো। মনে হয় যেন পশুপতি থাকেন বলে ভালবেসে তাকে এসে জড়িয়ে ধরেছে অমৃতধবল কৈলাস-পাহাড় তার আকাশ-ফোঁড়া শিখরমালা নিয়ে।

সেই উজ্জয়িনীর শোভা হল তার লম্বা-লম্বা—দু'ধারে দোকান—বড়-বড় রাজপথগুলি। রাশি-রাশি শাঁখ ঝিনুক মুক্তো প্রবাল পান্নাপাথর মেলা রয়েছে সেখানে (বিক্রির জন্যে), ছড়ানো রয়েছে রাশি-রাশি বালির মত সোনার গুঁড়ো। ঠিক যেন মনে হয় অগস্ত্য চোঁ-করে সমস্ত জল খেয়ে ফেলার পর সমুদ্রটি পড়ে আছে বালি হয়ে, অঢেল শাঁখ ঝিনুক মুক্তো প্রবাল পান্নাপাথর বিছিয়ে।

সেখানে রয়েছে চমৎকার-চমৎকার সব চিত্রশালা—দেবতা অসুর সিদ্ধ-গন্ধর্ব বিদ্যাধর নাগ এসবে (-র ছবিতে) ভর্তি। দেখে মনে হয় তারা যেন এক-এক সার স্বর্গের উড়োজাহাজ, আকাশ থেকে নেমে এসেছে, উজ্জয়িনীর লেগেই-আছে বারো মাসে তেরো পাব্বন মেলা-মোচ্ছব দেখতে উৎসুক হয়ে।

তার চৌমাথাগুলিতে শোভা পাচ্ছে সব মন্দির। সমুদ্রমন্থনে উথলে-ওঠা দুধে-ধবধবে মন্দর পাহাড়ের মত তাদের রং। চুড়োয় ঝকঝক করছে সোনার কলস। হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে শাদা পতাকা, যেন হিমালয়ের বরফ-শাদা চুড়োগুলোর ওপর এসে পড়ছে আকাশগঙ্গা।

কি চমৎকার তার উপকণ্ঠগুলি। বাঁধানো সব সুন্দর-সুন্দর কুয়ো, চারপাশ ঘিরে চুনকাম-করা বেদি। জলঘটীযন্ত্র অনবরত ঘুরে-ঘুরে জল দিয়ে চলেছে বাগানগুলিতে। তাদের শ্যামল-ছায়ায় আঁধার ঘনিয়েছে। কেয়াফুলের রেণুতে ধূসর চারিদিক।

সেই উজ্জয়িনীর বাড়ির-লাগোয়া বাগানগুলি অন্ধকার হয়ে থাকে মদোন্মত্ত ঝাঁক-ঝাঁক ভোমরার গুনগুন গুনগুনুনিতে। উপবনের দোল্ দোল্ দোল্ দুলন্ত লতার ফুরফুরে ফুলগন্ধে ভুরভুরে হাওয়া বয়। প্রতিটি বাড়িতে তোলা হয় মদনগাছের ডালে-সাঁটা প্রবাল-বসানো লালটুকটুকে সিল্কের মকর-আঁকা পতাকা, সঙ্গে তার বাঁধা থাকে লাল-লাল চামর, সৌভাগ্য-ঘণ্টাগুলি টুংটাং টুংটাং বাজতে থাকে—স্পষ্টই বোঝা যায় কামদেবের পুজো হয় এখানে।

অনবরত চলছে বেদপাঠ, তার ধ্বনিতে ধুয়ে যাচ্ছে উজ্জয়িনীর যত পাপ-ময়লা।

সেখানকার ফোয়ারা-লাগানো স্নানাগারগুলিতে[১] চাপা মুরজের গম্ভীর আওয়াজ ওঠে যেন মেঘের গুরু-গুরু, জলকণার ধারাবর্ষণে ঘনিয়ে আসে বাদলদিন, আর তার ওপর রোদ পড়ে রেঙে ওঠে অপরূপ ইন্দ্রধনু। তাইতে ময়ূরগুলো গোল-গোল পেখম তুলে তাণ্ডব নাচের নেশায় মশগুল হয়ে নাচতে-নাচতে কেকারব করতে-করতে মহা চেঁচামেচি জুড়ে দেয়।

সেই উজ্জয়িনী আলো করে রয়েছে অসংখ্য সরোবর—বিকশিত নীলপদ্মে সুন্দর, ফোটা কুমুদে ভেতরটি শাদা, মাছেরা[২] ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখতে কি ভালো লাগে! ঠিক যেন ইন্দ্রের অপলক[২] চাউনিতে অপরূপ সহস্র নয়ন—বিকশিত নীলপদ্মের মত সুন্দর, ফুটন্ত কুমুদের মত ভেতরটি শাদা।

তার যে-দিকে তাকাও, ঘন কলার বনের মধ্যে ধব্‌ধব্ করছে (বাড়িগুলোর) গজদন্তের চিল্‌কুঠুরী—অমৃতের ফেনার মত শাদা।

উজ্জয়িনীকে ঘিরে বয়ে চলেছে যৌবনমদমত্ত মালবিকাদের বুকের কলসের তোলপাড়-জল—শিপ্রা। কি তার অবিশ্রাম ঢেউ! যেন ভগবান্ মহাকালের মাথায় সুরধুনীকে দেখে হিংসেয় ভুরু কুঁচকেই আছে, আর সেই ভ্রূকুটি-তরঙ্গ-লেখা দিয়ে ধুয়ে ফেলছে আকাশটাকে।

উজ্জয়িনীতে[৩] বাস করে সৌখীন নাগরিকেরা—সারা দুনিয়ায় তাদের নাম-ডাক আছে। মহাদের জটার চাঁদটি যেমন কোটি-সার (কলা-মাত্র), তারাও তেমনি—কোটি কোটি টাকা তাদের। মৈনাক পাহাড় যেমন জানে নি পক্ষ-পাত (পাখা-কাটা), তেমনি তারাও পক্ষপাত (একচোখোমি) কাকে বলে জানে না। মন্দাকিনীর স্রোতে যেমন দেখা যায় রাশি-রাশি সোনার পদ্ম, তেমনি তাদেরও প্রকাশ্যভাবেই[৪] আছে পদ্ম-সংখ্যক[৫] সোনা (বা সোনা আর পদ্মরাগের রাশি)। তারা যেন স্মৃতিশাস্ত্র[৬]—করাচ্ছে সভাঘর, ধর্মশালা, কুয়ো, প্রপা (জল-সত্র), বাগান, মন্দির, সেতু, যন্ত্র[৭]—এইসব। মন্দর-পর্বত যেমন উঠিয়ে এনেছিল সাগরের সেরা-সেরা সব রত্ন, তারাও তেমনি (শরীরের) ওপর ধারণ করে আছে সাগরের যত সেরা রতনমণি।

তারা সাপের মন্তর ভাল করে জেনেশুনেও ভয় পায় সাপকে। মানে তাদের আছে পান্নার সংগ্রহ, আর তারা ভয় পায় দুশ্চরিত্র লোককে। তারা পোষে দুর্জনদের, অথচ তাদের টাকাকড়ি কিন্তু ভোগ করে যারা তাদের ভালবাসে তারাই, অর্থাৎ?—তারা তাদের খামারের ফসল ভোগ করে, আর তাদের ঐশ্বর্যে বেঁচে থাকে প্রার্থীরা[৮]। তারা বীর, তবু বিনয়ী। প্রিয়ভাষী কিন্তু সত্যবাদী। দেখতে সুন্দর, কিন্তু নিজের স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট। চায় অতিথি-অভ্যাগত আসুক, কিন্তু অন্যের কাছে কিছু চাইতে জানে না। কাম এবং অর্থ নিয়েই আছে, তবু ধর্মই তাদের কাছে বড়। অত্যন্ত সাহসী, অথচ ভয় করে অন্যদের, শত্রুদের. উঁহু—পরলোককে। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জানে সবরকমের শিল্প এবং শাস্ত্র। বদান্য, দক্ষ, হেসে কথা বলে, পরিহাস-নিপুণ, উজ্জ্বল বেশভূষা, দেশের সব কটি ভাষা শিখেছে, বক্রোক্তিতে ওস্তাদ, কথা ও কাহিনী রীতিমত জানে-শোনে, জানে সবরকম লিপি, মহাভারত রামায়ণ পুরাণ ভালবাসে, বৃহৎকথা আগাগোড়া জানে, এবং বড় বড় গল্প[৯] বলতে ওস্তাদ। দ্যূত ইত্যাদি

সমস্ত কলাবিদ্যায় পারঙ্গম। বেদবিদ্যায় অনুরাগী। ভাল কথায়; সুন্দর কথায়, তাদের নেশা। শান্ত-সংযত; চোত্-বোশেখের হাওয়ার মত সদাই দক্ষিণ (ভদ্র)। হিমালয়ের বনের ভেতরটি যেমন সরলগাছে ভর্তি, তেমনি তাদেরও ভেতরটি সরল। লক্ষ্মণ যেমন রামের সেবায় নিপুণ, তারাও তেমনি রামা—মানে, মেয়েদের কি করে খুশি করতে হয় জানে। শত্রুঘ্ন যেমন ভরতের প্রতি ভালবাসা দেখিয়েছিলেন, তেমনি তারাও (কথায় কথায়) দেখিয়ে দেয় ভরতের (নাট্যশাস্ত্রের) সঙ্গে তাদের পরিচয়। দিন যেমন মিত্রের (সূর্যের) সঙ্গে সঙ্গে চলে, তেমনি তারাও বন্ধুদের অনুগত। সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধ যেমন জোরের সঙ্গে সব-কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে, তেমনি তারাও সব-কিছুতেই বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে, আছে[১০]। সাংখ্যদর্শনে যেমন আছে প্রধান (=প্রকৃতি) আর পুরুষ, তেমনি তাদের মধ্যেও আছে প্রধান প্রধান সব পুরুষ। জৈনধর্মের মত তাদেরও জীবে অনুকম্পা।[১১]

(পাহাড়ের চুড়োর মত উঁচু-উঁচু) প্রাসাদে ভর্তি উজ্জয়িনীকে দেখে মনে হয় যেন পাহাড়ে জায়গা। তার প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড এক একটি বাড়ি যেন এক একটি শাখানগর। এত সজ্জন সেখানে যে মনে হয় উজ্জয়িনী যেন কল্পতরুতে ছাওয়া। অসংখ্য ছবি তার (বাড়িগুলোর) দেয়ালে-দেয়ালে, মনে হয় সে যেন বিশ্বরূপ (এবং দুনিয়ায় যত রূপ আছে সব) দেখাচ্ছে। সন্ধ্যা যেমন চুনির মত রাঙা, তেমনি উজ্জয়িনীও চুনিতে চুনিতে রাঙা। ইন্দ্রের শরীর যেমন একশোটি যজ্ঞের আগুনের ধোঁয়ায় পবিত্র, তেমনি উজ্জয়িনীও শত শত যজ্ঞাগ্নির ধোঁয়ায় পবিত্র। সে যেন পশুপতির সুধাধবল অট্টহাস অর্থাৎ অমৃতশুভ্র অট্টহাসিতে-ভরা নাচের খেলা, সুধা-ধবল-অট্ট-হাস অর্থাৎ চুনকাম-করা অট্টালিকায় ঝকঝক করে। সে যেন একটি জাত-রূপক্ষয়া বৃদ্ধা, একটি রূপ-ক্ষয়ে-যাওয়া বুড়ি, উঁহু হুঁ—সমৃদ্ধিতে-ভরা, জাতরূপ-ক্ষয়া, কত সোনার বাড়ি[১২]। সে যেন অচ্যুতের (=বিষ্ণুর) অবস্থানে সুন্দর গরুড়ের মূর্তিখানি, চ্যুতিহীন স্থিতিতে সুন্দর[১৩]। সে যেন ভোরবেলা—সমস্ত লোক জেগে উঠেছে, সবাই প্রবুদ্ধ—বোদ্ধা[১৪]। সে কি ব্যাধেদের বস্তি? বাড়িগুলো যে দেখি শাদা হয়ে গেছে হাতির দাঁতে[১৫], বাড়িময় ঝুলছে চমর-হরিণের সুন্দর-সুন্দর লেজ? না, না—শাদা—ধবধবে সব বাড়ির মধ্যে দেয়ালের গোঁজ[১৫] থেকে ঝুলছে সুন্দর-সুন্দর চামর। সে বুঝি অনন্তনাগের শরীর—সদা-সন্ন-বসুধা-ধরা, সর্বদাই ধরে আছে উপবিষ্টা পৃথিবীকে? না; না—সদা-সৎ-নব-সুধা-ধরা, সর্বদাই সুন্দর নতুন চুনকাম-করা; এবং সৎ-আসন্ন-বসুধাধরা—কাছেই রয়েছে সুন্দর-সুন্দর পাহাড়।[১৬] সে যেন সমুদ্রমন্থনের[১৭] সেই সময়টি, যখন মহা-ঘোষে (=শব্দে) পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল দিক্-দিগন্তর, অর্থাৎ? তার সব দিক ভর্তি করে রয়েছে বড় বড় ঘোষ—গয়লা-পাড়া। সে যেন এমন একটি ভূমি যেখানে অভিষেক শুরু হয়েছে, তাই রাখা রয়েছে হাজার-হাজার সোনার-ঘট—কেননা, সেখানে আছে হাজার-হাজার সোনার কলশ (বাড়ির মাথায় কিম্বা ধনাগারে)।

সেই উজ্জয়িনী যেন গৌরী, বসে আছেন মহাসিংহ—বাহনে, অর্থাৎ কত দেবতার মূর্তি সেখানে বড় বড় সিংহাসনে রাখা। সে যেন অদিতি, সেবা করছেন হাজারে-হাজারে দেবতারা, অর্থাৎ সেখানকার হাজার-হাজার দেউলে নিয়মিত পুজো দেয় লোকে। সে যেন মহাবরাহের লীলা—তাতে দেখা গিয়েছিল হিরণ্যাক্ষের পতন, এখানেও দেখা

যায় সোনার পাশার দান ফেলছে লোকে। সে যেন সশরীরে আস্তীক মুনি; তিনি খুশি করেছিলেন সাপেদের সবাইকে (জনমেজয়ের সর্পসত্র থামিয়ে দিয়ে), এ-ও ভোগবিলাসী লোকেদের আনন্দ দেয়। সে যেন হরিবংশের গল্প—(কৃষ্ণের) কি চমৎকার সব বাল্য-লীলা রয়েছে তাতে, এখানেও হরেকরকম খেলাধুলো করে কত বাচ্চা, কি সুন্দর লাগে দেখতে! অঙ্গনা-উপভোগ প্রকাশ্যে চলতে থাকলেও, উজ্জয়িনীর লোকেদের চরিত্রে এতটুকু খুঁত নেই! সে আবার কি?—না, তাদের অঙ্গনে (অর্থাৎ খোলামেলায়) আমোদ-আহ্লাদ করতে দেখা যায়, এবং তাদের চরিত্র নির্দোষ। উজ্জয়িনী লাল-রঙের হলেও অমৃতের মত শাদা! তার মানে?—সেখানকার (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি) সব বর্ণই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত (অর্থাৎ মিলেমিশে আছে) এবং (বাড়িগুলি) চুনকামে শাদা। উজ্জয়িনী (র বাসিন্দারা) মুক্তাহার পরলেও গয়নার মধ্যে হারটা পরে না। তার মানে, তার বাসিন্দারা মুক্তাহার পরে এবং সে অনেক (বৌদ্ধ) বিহারে অলঙ্কৃতা। সে বড় খামখেয়ালী, অথচ ধীরস্থির! তা কি করে হয়? অর্থাৎ—নানান রকমের লোক সেখানে; এবং সে অত্যন্ত সুদৃঢ়।

সেখানে উঁচু-উঁচু প্রাসাদের ছাদে বসে মেয়েরা গান-বাজনা সাধে। তাদের অতিমধুর গানের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে সূর্যের-ঘোড়ারা যেই মুখ নামায়, অমনি রথ-পতাকার কাপড়টি সামনে ঝুলে পড়ে, মনে হয় যেন সূর্য যেতে-যেতে ঝুঁকে নমস্কার করে যাচ্ছেন মহাকালকে—রোজ।

সেখানে সূর্যের কিরণের কি বিচিত্র শোভা!

সিঁদুরে-পাথরের মেঝের ওপর তাদের মনে হয় যেন গোধূলির রং মেখে রাঙা হয়েছে। পান্নার বেদিতে—যেন নীলকমলিনীর বনে লুটোপুটি খেতে লেগেছে। বৈদূর্যমণিভূমিতে—যেন আকাশের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত ঠিকরোচ্ছে। কালা-গুরুর ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে—যেন তছনছ করে দিতে এসেছে রাশি-রাশি অন্ধকার। মুক্তোর ঝালরগুলোতে—যেন হার মানিয়ে দিল তারার সাতনরী। সুন্দরীদের মুখে—যেন চুম্বন করছে উৎফুল্ল কমল। স্ফটিকের দেয়ালের প্রভায়—যেন ভোরের চাঁদের আলোর মাঝখানটিতে এসে পড়েছে। পতাকার শাদা কাপড়গুলোতে—যেন আকাশ-গঙ্গার তরঙ্গে ভাসছে। সূর্যকান্তমণিতে—যেন ফ্যাকড়া বেরিয়েছে। নীলকান্তমণির গবাক্ষের ফাঁকগুলোতে—যেন ঢুকে পড়েছে রাহুর মুখের হাঁ-গর্তে।

সেখানে এমন মেয়েদের গয়নার ছটা যে অন্ধকার মোটে হয়ই না। তাই চখা-চখীর ছাড়াছাড়িও আর হয় না, সুরত-প্রদীপ মিছে হয়ে যায়, মনে হয় ঐ বুঝি প্রেমের আগুন লাগল দিক্-দিগন্তে। যেন ভোর-সকালের রাঙারোদে রঙিগলা হয়ে রাতগুলি কেটে যায়।

পোষা রাজহাঁসগুলির অতিমধুর কোলাহল যখন-তখন ছড়িয়ে পড়ে মুখর করে তোলে উজ্জয়িনীকে, আর (তার বাসিন্দাদের মনে) ধরিয়ে দেয় হিয়া-দগদগি পরাণ-পোড়ানি পীরিতি-অনল-জ্বালা। মনে হয় যেন ত্রিলোচন এখানে আছেন জেনে অনঙ্গের দাহনে (শোকার্তা) রতি অতিমধুর অবিশ্রান্ত বিলাপ করতে করতে আসছেন।

প্রতিরাত্রে তার প্রাসাদে-প্রাসাদে যখন হাওয়ায় পত্‌পত্‌ করে উঠতে থাকে পতাকার রেশমী আঁচল, তখন মনে হয়, তারা যেন বহুদূর পর্যন্ত বাহু-দণ্ড প্রসারিত করে মুছিয়ে দিচ্ছে চাঁদের কলঙ্ক—মালবিকাদের পদ্মমুখের শোভার কাছে হার মেনে লজ্জা পেয়েছে যে!

সেখানকার প্রাসাদশিখর-শায়িনী রূপসী নাগরিকাদের মুখ দেখতে দেখতে যেন প্রেমে পড়ে মৃগাঙ্কচন্দ্র স্বয়ংই লুটোপুটি খান প্রতিবিম্বের ছলে—প্রচুর চন্দনজল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা-করা মণিময় মেঝেগুলোর ওপর![১৮]

সেখানে রাত পোয়াতেই খাঁচায়-খাঁচায় শুক-সারীরা ঘুম ভেঙে জেগে উঠে পড়তে থাকে প্রভাতের মঙ্গল-গীতি। খুব জোরে জোরেই পড়ে, তবু তা মিছে হয়ে যায়, কেননা তাকে ছাপিয়ে ওঠে বিলাসিনীদের গয়নার রিনিঠিনি, পোষা সারসদের অমৃতোপম কলধ্বনিকেও ডুবিয়ে দিয়ে যা ক্রমশ বাড়তে থাকে, বাড়তেই থাকে।

সেখানে অ-নিবৃত্তি (না-নেভা) শুধু মণিপ্রদীপেরই (লোকেদের নিবৃত্তি অর্থাৎ যথাকালে বিষয়-নিবৃত্তি retirment আছে)। তরল অর্থাৎ ধুকধুকি থাকে শুধু হারেই, (লোকেরা তরল নয়)। অ-স্থিতি (ওঠা-পড়া) শুধু সংগীত-মুরজ-ধ্বনিতেই, (চরিত্রে নেই স্থিতির অভাব)। জোড়-ভাঙা শুধু চক্রবাকেদেরই হয়, (দম্পতির নয়)। রং পরখ হয় শুধু সোনারই (ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরীক্ষা করা হয় না। কেননা বর্ণসংকর। নেই)। অস্থিরতা আছে শুধু পতাকাগুলোতেই, মিত্র-বিদ্বেষ শুধু কুমুদদেরই, (বন্ধুবিদ্বেষ নেই), খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয় শুধু তলোয়ারই, (কোষাগারে লুকিয়ে রাখে না কেউ টাকা, কেননা চোর-ডাকাত নেই)।

বেশি আর বলব কি, দেব-দনেবের চূড়ামণির ঝকমক ঝকমকানি আলতো করে ছোঁয় যাঁর চরণ-নখের কিরণরাশি, ধারালো ত্রিশূল দিয়ে যিনি বিদীর্ণ করেছিলেন প্রচণ্ড অন্ধকাসুরকে, যাঁর শেখরের চাঁদটুকু গৌরীর নূপুরের আগায় (এক এক সময়) ঘষে যায়; ত্রিপুরাসুরের ছাই-পাঁশ[১৯] দিয়ে যিনি অংগরাগ রচনা করেছিলেন, পুষ্পধনুর বিনাশে বিধুরা রতি যাঁকে প্রসন্ন করতে দুই হাত প্রসারিত করলে তার চুড়িগুলি খসে-পড়ে যাঁর চরণবন্দনা করেছিল, প্রলয়বহ্নির দাউ-দাউ শিখার মত যাঁর পিঙ্গল জটাভারে পথ হারিয়ে ঘুরে মরেছিল মন্দাকিনী, সেই ভগবান্ অন্ধকারি স্বয়ং তাঁর এত প্রিয় কৈলাস-বাস ছেড়ে, মহাকাল নাম নিয়ে বাস করেন সেই উজ্জয়িনীতে।

এমন যে নগরী—

সেখানে ছিলেন এক রাজা। তাঁকে তুলনা করা চলে নল নহুষ যযাতি ধুন্ধুমার ভরত ভগীরথ দশরথের সংগে। বাহুবলে তিনি অর্জন করেছিলেন সমগ্র পৃথিবী। তাঁর তিনটি শক্তি[২০] সফল হয়েছিল। বুদ্ধিমান্, উৎসাহী, রাজনীতির আলোচনায় কখনোই তাঁর মাথা ঝিমঝিম করত না। পড়েছিলেন ধর্মশাস্ত্র। তেজে এবং সৌন্দর্যে সূর্য-চন্দ্রের পরেই তিনি ছিলেন তৃতীয়। অনেক যজ্ঞ করে-করে শরীরটি তাঁর পবিত্র হয়েছিল। দুনিয়ার সব উৎপাত তিনি শান্ত করেছিলেন। পদ্মবন ছেড়ে, নারায়ণের বুকে বাস করার সুখের পরোয়া না-করে; তাঁকে এসে অকপটে আলিঙ্গন করেছিলেন

উৎফুল্লপদ্মহস্তা লক্ষ্মী; কেননা (নিলাজ ঠাকরুণটি) বীরপুরুষ দেখলেই তার সঙ্গে মিলতে লাগল।

নারায়ণের চরণ যেমন মহামুনিদের সেবিত স্বর্গঙ্গাধারার উৎপত্তিস্থল, তেমনি তিনিও ছিলেন মহামুনিদের সেবিত সত্যের উৎপত্তিস্থল। সমুদ্র যেমন সুধাকরের, তেমনি তিনিও ছিলেন যশের আকর। চাঁদ যেমন ঠাণ্ডা হওয়া সত্ত্বেও শত্রুদের (যারা চাঁদকে পছন্দ করে না সেই বিরহীদের, অথবা চোর-ডাকাতের) সন্তাপের কারণ, তাঁর যশও তেমনি ছিল শীতল হয়েও শত্রুদের মনঃক্ষোভের কারণ। চাঁদ যেমন স্থির থেকেও (পড়ে না গিয়েও) অনবরত ঘুরে বেড়ায়, তাঁর যশও তেমন ছিল স্থির (কমত না), এবং (লোকের মুখে মুখে) ঘুরত। চাঁদ যেমন নিজে নির্মল, কিন্তু মলিন করে দেয় শত্রুবনিতা (পদ্মিনী বা বিরহিনী)-দের পদ্মমুখের শোভা; তেমনি তাঁর যশও নির্মল হওয়া সত্ত্বেও মলিন করে দিত শত্রুরমণীদের মুখপদ্মের শোভা। চাঁদ যেমন অতি শাদা হয়েও সবার মন অনুরাগে রাঙিয়ে দেয়; তেমনি তাঁর যশ অতি শুভ্র হয়েও সবার মনে অনুরক্তি জন্মে দিত। নিজের পাখাটি পাছে খোয়া যায় এই ভয়ে যেমন পাতালকে আশ্রয় করেছিল দলে দলে পর্বতেরা; তেমনি স্বপক্ষের ক্ষতির ভয়ে তাঁকে আশ্রয় করেছিলেন দলে দলে রাজারা। গ্রহগুলি যেমন বুধের পরে আছে, তেমনি বুধেরা—পণ্ডিতেরা তাঁর অনুগমন করতেন। মদনের বিগ্রহ অর্থাৎ শরীরটি যেমন 'উচ্ছন্নে' গিয়েছিল; তেমনি তিনিও উচ্ছেদ করেছিলেন যুদ্ধবিগ্রহ। দশরথের যেমন সুমিত্রা; তেমনি তাঁরও ছিল সু-মিত্র—ভাল ভাল বন্ধু। শিবের যেমন অনুগমন করেন মহাসেন—কার্তিক, তেমনি তাঁরও অনুগমন করত মহাসেনা—বিপুল সৈন্যবাহিনী। সর্পরাজ বাসুকি যেমন পৃথিবীর ভারে ভারী, তেমনি তিনিও ছিলেন ক্ষমাভরে মহান্। নর্মদার ধারার উৎপত্তি যেমন একটি প্রকাণ্ড বাঁশবনে; তেমনি তাঁরও জন্ম হয়েছিল বড় বংশে। তিনি ছিলেন যেন ধর্মের অবতার, পুরুষোত্তম নারায়ণের প্রতিনিধি। পরিহার করেছিলেন প্রজাপীড়ন (পা; দূর করেছিলেন প্রজাদের যত কষ্ট সব)[২১]।

রাজার নাম তারাপীড়।

[২২]ঘুটঘুটে অন্ধকারের মত কালো; হেন-পাপ-নেই-যা-করে-নি রাবণ কৈলাস পাহাড়ের গোড়া ধরে নাড়া দিলে শিব সেটিকে ধরে আবার ঠিক করে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তেমনি তমোগুণের বাড়বাড়ি (বা অজ্ঞানের ছড়াছড়ি)-তে কেলেভূত, পাপের-ভরা কলিকাল ধর্মের একেবারে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলেছিল; তিনি তাকে ঠেকনো দিয়ে আবার স্থির করে দিয়েছিলেন।

লোকে তাঁকে মনে করত দ্বিতীয় কামদেব—রতির বিলাপে দয়ায় হৃদয় গলে গিয়ে শিব তৈরি করে দিয়েছেন।

(পূর্বে) উদয় নামে যে পর্বত আছে।

যার গা ধুইয়ে দেয় সমুদ্রের ঢেউ; যার তালের গাছগুলির পাতার ফাঁকে-ফাঁকে তারারা বেড়িয়ে-বেড়িয়ে দুনো করে দেয় তাদের পুষ্পসম্ভার, উদীয়মান চন্দ্রমণ্ডল থেকে টপটপ করে অমৃত ঝরে-ঝরে যার চন্দনগাছগুলিকে ভিজিয়ে দেয়, যার লবঙ্গ গাছে-গাছে ঝলমলে নাচন্ত পাতাগুলি সূর্যের রথের ঘোড়াদের খুরের আগার আঁচড়

লেগে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যায়, যার শল্লকীগাছের কচিপাতা ঐরাবত পেড়ে নেয় শুঁড় দিয়ে, সেই উদয়-শৈল থেকে আরম্ভ করে,

(দক্ষিণে)—

যেখানে বানরসৈন্যরা লবলীলতার ফল পেড়ে-পেড়ে (খেয়ে) প্রায় শেষ করে দিয়েছিল, সমুদ্রের ভেতর থেকে জলদেবতা বেরিয়ে এসে যেখানে রাঘবের পাদ-বন্দনা করেছিলেন, নিক্ষিপ্ত পাহাড়ের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ অজস্র শাঁখের টুকরো (ছড়িয়ে পড়ে) যার শিলাতলগুলোতে মনে হচ্ছিল তারা ফুটেছে, নলের হাতে সাজানো হাজার-হাজার পাথর দিয়ে যা গড়ে উঠেছিল, সেই সেতুবন্ধ থেকে শুরু করে—

(পশ্চিমে)—

যার স্বচ্ছ ঝরণার জল তারাদের গা ধুইয়ে দেয়, অমৃত-মন্থনে উদ্যত বিষ্ণুর কেয়ূরের কারুকার্য-করা মকরের আগার ঘষা লেগে মসৃণ হয়ে গিয়েছিল যার পাথর-গুলো, দেবদৈত্যরা বাসুকিকে অনায়াসে জড়িয়ে দেওয়ার পর যখন টানাটানি শুরু হল, তখন তাঁদের পদভরে যার গা-টি দলাই-মলাই হয়ে গিয়েছিল, অমৃতের গুঁড়ো-গুঁড়ো ফোয়ারায় যার চুড়োগুলো ভিজে গিয়েছিল, সেই মন্দর-পর্বত থেকে আরম্ভ করে—

(উত্তরে)—

যেখানে রয়েছে (ঋষি) নর এবং নারায়ণের পায়ের ছাপ-আঁকা রমণীয় বদরিকাশ্রম, যার চূড়োগুলি কুবের-পুরী অলকার রূপসীদের গয়নার রিনিঠিনিতে মুখর, যার ঝরণার জল সপ্তর্ষিদের সন্ধ্যাপূজায় পবিত্র, যার ঢাল সুরভি হয়ে থাকে সৌগন্ধিক ফুলের বনে, যে-ফুল (এক সময়) তুলে এনেছিলেন ভীমসেন, সেই গন্ধমাদন থেকে শুরু করে—

তাঁর বাহুবলে বিজিত সমস্ত রাজারা এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করতেন তাঁকে, ভয়ে চঞ্চল হয়ে কাঁপত তাঁদের উজ্জ্বল চোখের তারা, প্রণামের জন্যে পদ্মকলির মত অঞ্জলি রচনা করায় তাঁদের মাথাগুলি এবড়ো-খেবড়ো দেখাত; আর তাঁদের মুকুটের কারুকার্যের ইঁকড়ি-মিকড়ির সঙ্গে জড়িয়ে যেত তাঁর চরণনখের কিরণরাশি।

জ্বলজ্বলে পান্না-চুনি-প্রবাল-হীরের (আ, অনেক রকম রত্নের) পাতা, থোকায়-থোকায় দুলছে মুক্তোর ফল, কল্পতরুতে যখন চড়াও হয় কোন দিগ্‌গজ, তখন একসঙ্গে সমস্ত ভোমরা (তার থেকে উড়ে গিয়ে) ছেয়ে ফেলায় কেঁপে-কেঁপে নুয়ে পড়ে (কাছাকাছি) সমস্ত লতা। তেমনি তিনি যখন অনেক-রত্ন-কিরণ-জালে জমকালো গোল-গোল মুক্তোর ঝালর ঝোলানো সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তখন তাঁর ভারে, এইবার তাঁর বাগের সঙ্গে মোলাকাত হবে এই ভয়ে কেঁপে উঠে প্রণামে নুয়ে পড়েছিল সমস্ত দিক (-এর রাজারা)।[২৩]

অসাধারণ ছিল তাঁর শক্তি ও সম্পদ্। আমার তো মনে হয়, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁকে হিংসে করতেন।

ক্রৌঞ্চপর্বত থেকে যেমন হাঁসের দল,[২৪] তেমনি তাঁর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল গুণ-গ্রাম, সারা জগৎকে শুভ্র করে দিয়ে, সমস্ত লোকের মনে আহ্লাদ জন্মিয়ে। সকল ভুবন মুখরিত করে দশ দিকে ঘুরে বেড়াত তাঁর কীর্তি—অমৃতগন্ধের মত

সুগন্ধি তার সৌরভ, মন্দরের আলোড়নে ফেনায় ফেনা দুধসায়রের ফেনলেখার মতই সে ধবল করে দিয়েছিল সুরাসুরলোক (জন, রাজ্য) রাজলক্ষ্মী যাঁর অত্যন্ত দুঃসহ প্রতাপের রোদে ক্লান্ত হয়েই যেন ক্ষণেকের জন্যেও তাঁর ছত্র-ছায়া ত্যাগ করতেন না। আরো বলি, তাঁর কীর্তি-কাহিনী লোকে শুনত সৌভাগ্যোদয়ের মত, গ্রহণ করত উপদেশের মত, সম্মান করত মঙ্গলের মত, মন্ত্রের মত জপ করত, বেদের মত ভুলত না।

তাঁর রাজত্বকালে[২৫] বি-পক্ষতা (পাখা-কাটা) ছিল শুধু পাহাড়দেরই, (বিদ্বেষ, দলাদলি ছিল না), পরে বসত শুধু (ব্যাকরণের) প্রত্যয়গুলোই; (লোকেদের মধ্যে আপন-পর ভাব ছিল না)। সামনা-সামনি দাঁড়ানো হত শুধু আয়নারই (ঝগড়া বা ভিক্ষের জন্য মুখোমুখি—ছিল না)। শূলপাণি শিবের মূর্তিতেই শুধু ছিল দুর্গার সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি; (দুর্গ আশ্রয় করত না কেউ, যুদ্ধই ছিল না)। ধনুর্ধারণ করত শুধু মেঘেরাই। অসি হাতে নিত শুধু দ্বারপালরাই। তীক্ষ্ণতা ছিল শুধু তলোয়ারের ধারে, (বচনে বা স্বভাবে নয়)। উন্নতি (উঁচু ভাব) ছিল শুধু পতাকাগুলোর, (লোকের ঔদ্ধত্য ছিল না)। অবনত শুধু ধনুকগুলোই, (অবনতি হত না কারো)। শিলীমুখ (ভোমরা)রা ফুটো করত বাঁশই, (শিলীমুখ অর্থাৎ বাণ দিয়ে জখম হত না কেউ)। যাত্রা (মিছিল, উৎসব) হত শুধু দেবতাদেরই, (যুদ্ধযাত্রা ছিল না)। বন্ধনে—বোঁটায় থাকত শুধু ফুলেরাই, (বন্দীবন্ধন ছিল না)। নিগ্রহ করা হত শুধু ইন্দ্রিয়দেরই। বারিতে—বন্ধনস্থানে ঢুকত শুধু হাতিরাই, (শপথ নিয়ে কেউ জল-প্রবেশ করত না)। অগ্নি রক্ষা করত শুধু ব্রতীরাই, (আগুন হাতে নিতে হত না কাউকে)। তুলারাশিতে গমন করত শুধু গ্রহগুলিই, (দাঁড়িপাল্লায় চড়ানো হত না কাউকে)। অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয়েই বিষের অর্থাৎ জলের শুদ্ধি হত, (বিষপান করতে হত না কাউকে)।[২৬]

বাড় কেটে-ছেঁটে দেওয়া হত শুধু চুলের ও নখের, (কারো আয়তি—ভবিষ্যৎ, আখের নষ্ট হত না)। অম্বর মলিন থাকত শুধু মেঘলা দিনগুলোতে; (অম্বর—কাপড় ময়লা থাকত না কারো)। কাটা বা ছ্যাঁদা করা হত শুধু রত্ন-পাথরই, (ভেদ, মত-বিরোধ, দল-ভাঙানি এসব ছিল না)। যোগসাধন করতেন শুধু মুনিরাই, (গুপ্তঘাতক-নিয়োগ বা তুকতাক ছিল না)। কার্তিকেয়ের স্তবেই তারকাসুর-বধ হত, (চোখের তারা উপড়ে ফেলা হত না)। গ্রহণ-লাগার ভয় ছিল শুধু সূর্যেরই, (জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হত না কাউকে)। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে ডিঙোতেন শুধু চাঁদ; (দিদি-দাদা বড়দের অবজ্ঞা করা হত না)। দুঃশাসনের অপরাধ লোকে শুনত শুধু মহাভারতে, (রাজার বা রাজপুরুষদের কু-শাসনের অপরাধের কথা শোনা যেত না)। লোকে দণ্ড অর্থাৎ লাঠি নিত বুড়ো হলে, (জরিমানা বা শাস্তি পেতে হত না কাউকে)। কলঙ্ক পড়ত শুধু তরবারির কোষে। বাঁকা ছিল শুধু মেয়েদের বুকে-আঁকা (চন্দন-কুঙ্কুমাদির) আলপনাগুলি, (লোকেদের চরিত্র নয়)। মদজলে চিত্তির-কাটা বা মাখামাখি হত শুধু হাতিরাই, (দান থামত না লোকের)।[২৭] শূন্য-ঘর দেখা যেত শুধু পাশা খেলাতেই, (শূন্য-বাড়ি ছিল না)।

ইন্দ্রের যেমন বৃহস্পতি, বৃষপর্বার যেমন শুক্রাচার্য, দশরথের যেমন বশিষ্ঠ, রামের যেমন বিশ্বামিত্র, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের যেমন ধৌম্য, ভীমের যেমন দমনক এবং নলের যেমন সুমতি, তেমনি সেই রাজার ছিলেন সর্বকার্যে ব্যাপৃতবুদ্ধি এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী, নাম তাঁর শুকনাস। সবরকমের শাস্ত্র এবং কলাবিদ্যার আলোচনায় ডুবে থেকে তাঁর বুদ্ধি হয়েছিল গভীর। ছোটবেলা থেকেই (রাজার প্রতি) জন্মেছিল তাঁর গভীর ভালবাসা। রাজনীতির প্রয়োগে তিনি ছিলেন কুশল, জগৎজোড়া রাজ্যভার-রূপ নৌকোর কর্ণধার। রাজকার্যে যত বড় জটিল সমস্যাই আসুক না কেন, তাঁর বুদ্ধি কিছুতেই অবসন্ন হত না। ধৈর্যের ধাম, স্থিতির স্থান, সত্যের সিন্ধু (পা. সাঁকো),[২৮] গুণগ্রামের গুরু, সদাচারের আচার্য, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা—তিনি ছিলেন শেষনাগের মতই সমস্ত পৃথিবীর ভার বহনে সক্ষম। সমুদ্র যেমন বড়-বড় জলজন্তুর আশ্রয়, তেমনি তাঁরও ভেতর ছিল বিপুল শক্তি।[২৯] জরাসন্ধের বিগ্রহ অর্থাৎ শরীরটি যেমন সন্ধি-করা অর্থাৎ জোড়া হয়েছিল, তিনিও তেমন কখনো সন্ধি কখনো বিগ্রহ ঘটাতেন। শিব যেমন দুর্গার প্রসাধন করেন, তিনি তেমন করতেন দুর্গের প্রসাধন (নির্মাণ বা জয়)। যুধিষ্ঠির যেমন ধর্ম-প্রভব—ধর্ম-পুত্র, তেমনি তিনিও ছিলেন ধর্ম-প্রভব—ধর্মের আকর। জানতেন সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ। গোটা রাজ্যের তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় প্রধান পুরুষ।

তিনি মনে করতেন, লক্ষ্মী যদিও থাকেন নরকাসুরের অস্ত্রপ্রহারে ভয়ংকর (ভাবে ক্ষতবিক্ষত), ঘুরন্ত-মন্দরের-নির্দয়-গাত্র-নিষ্পেষণে-কঠিন-কাঁধের-পাটা নারায়ণের বক্ষঃস্থলে, তবু প্রজ্ঞাবলে তাঁকে লাভ করা এমন কিছু কঠিন নয়।

প্রকাণ্ড বনস্পতির আশ্রয় পেলে লতা যেমন বিস্তর আঁকশি-ফ্যাঁকড়া বের করে, বিস্তর ফল দেখিয়ে ছড়াতে থাকে আর ছড়াতে থাকে, তেমনি তাঁকে পেয়ে প্রজ্ঞা ডালপালা মেলে ছড়াচ্ছিল জটিল থেকে জটিলতর বিষয়ে—ফল? একটার পর একটা রাজ্য।

চার সমুদ্রের-পরিখায়-চৌহদ্দি-ঘেরা পৃথিবীতে অনবরত ঘোরাঘুরি করত তাঁর হাজার-হাজার গুপ্তচর, ফলে ঠিক বাড়ির মতই রাজাদের প্রত্যেকটি দিনের ব্যাপার কিছুই তাঁর অজানা থাকত না—নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত না।

দেবহস্তী ঐরাবতের শুঁড়ের মত মোটাসোটা, রাজলক্ষ্মীর সখের বালিশ, সমস্ত জগৎকে অভয়দানে মাতোয়ারা; যুদ্ধযজ্ঞের দীক্ষার যূপকাষ্ঠস্বরূপ, ঝলসে-ওঠা লিকলিকে তলোয়ারের দীপ্তিজালে ছাওয়া, নিখিল শত্রুকুলের প্রলয়-ধূমকেতুর মত বাহুদণ্ড দিয়ে সেই রাজা অল্পবয়সেই সপ্তদ্বীপ বলয়িতা বসুন্ধরাকে জয় করে, বন্ধুর মত সেই মন্ত্রী—যাঁর নাম শুকনাস—তাঁর ওপর রাজ্যভার সমর্পণ করে, প্রজাদের সুখে-স্বচ্ছন্দে রেখে, আর কিছু করার নেই দেখে, শত্রুদের সবাইকেই ঠাণ্ডা করা হয়ে গিয়েছিল, কাজেই ভয়ের কিছু ছিল না, নিশ্চিন্দি—রাজকার্যে ঢিলে দিয়ে বেশিরভাগ সময়ই ফূর্তি করতেন।

যেমন ধর এই—

কখনো-কখনো, গালের ওপর জেগে-ওঠা কঠোর রোমাঞ্চে কর্ণপল্লব এলোমেলো হয়ে যাওয়া প্রণয়িণীরা তাদের অমৃততুল্য মৃদু-হাসির ছটা দিয়ে যেন চন্দন-জলের

ফোয়ারা দিয়ে তাঁকে নাইয়ে দিত। তাদের নয়নকিরণ দিয়ে—যেন কানের পদ্মটি দিয়ে তাড়না করত। তাদের গয়নার ঝলমল-ঝকমকানি দিয়ে—যেন কুংকুমের গুঁড়ো দিয়ে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিশেহারা করে দিত। তাদের হাতের নখের কিরণজাল দিয়ে—যেন শাদা রেশমী কাপড় দিয়ে—আঘাত করত। তাদের ভুজলতা দিয়ে—যেন চাঁপাফুলের পাপড়ির মালা দিয়ে—বেঁধে ফেলত। আর তিনিও অনংগপরবশ হয়ে প্রেমের খেলা খেলেই চলতেন, খেলেই চলতেন। সে-খেলা রমণীয় হয়ে উঠত দষ্টদশনচ্ছদার কম্পিত করতলের বিচলিত মণিবলয়ের রুণুঝুনুতে। সে-খেলায় রভসাতিশয্যে দলিত দন্তপত্রে দন্তুর হত শয্যা। উৎক্ষিপ্তচরণতলবিগলিত অলক্তকে রঞ্জিত হত শিরোভূষণ। সরভসমূর্ধজগ্রহণে চূর্ণিত হত মণিময় কর্ণপূর। উল্লসিত বক্ষের কৃষ্ণাগুরুপংক-পত্রলেখায় অংকিত হত প্রচ্ছদপট। স্বচ্ছ শ্রমজলে লুলিত হত গোরোচনাংকিত তিলক-পত্রভংগ।

কখনো খেলে চলতেন সোনার পিচকিরি দিয়ে। মকরকেতুর একটার-পর-একটা সোনার তীরের মত, মেয়েদের (পিচকিরি-ধরা) হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে-আসা কুংকুমজলধারায় শরীরটি তাঁর পিংগল হতে থাকত; তাঁর রেশমী কাপড় রাঙা হয়ে যেত আলতা-গোলা জলের ছাটের ঘায়, কস্তুরীগোলা জলের ফোঁটায় ফুটকি-ফুটকি হয়ে যেত তাঁর (শরীরে-আঁকা) চন্দনের কারুকার্য।

কখনো অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে জলকেলি করতেন প্রাসাদের দীর্ঘিকাগুলিতে। তখন তাদের জলে—বুকের চন্দন-গুঁড়ো পড়ে-পড়ে ঢেউয়ের মালা শাদা হয়ে যেত। চঞ্চল-নূপুর-রিনিঝিনি চরণের আলতায় সিক্ত হত হংসমিথুন। চুলের ফুলগুলি খসে পড়ে সে-জলকে চিত্র-বিচিত্র করে তুলত। কর্ণভূষণের নীলপদ্মের পাপড়ি ভাসত জলে, উন্নত নিতম্বের ধাক্কায় খান-খান হয়ে যেত ঢেউগুলো। নাল-ভেঙে-ফেলা পাপড়ি-এলোমেলো পদ্ম থেকে রাশি-রাশি পরাগ ঝরে পড়ত। অনবরত হাতের থাবড়ায় বিজবিজিয়ে ফেনা উঠে গোল-গোল হয়ে যেত।

কখনো, (রাত্রিতে) সংকেতস্থানে যেতে না পারলে সেই অপরাধে, বঞ্চিতা প্রণয়িনীরা দিনের বেলা বংকিম ভ্রূকুটি করে তাদের রত্নবলয় মুখরিত ভুজলতা দিয়ে তাঁর পা দুটি বকুলফুলের মালায় বেশ করে বেঁধে নখের-আলো-ছড়ানো ফুলমালা দিয়ে তাঁকে তাড়না করত।

কখনো, কামিনীর মুখমদধারা আস্বাদন করে, বকুল যেমন খুশি হয়ে ফুল ফোটায়, তেমনি তিনিও আহ্লাদে আটখানা হতেন। কখনো, তরুণীর-চরণতল-প্রহারে-আলতা-রাঙা হয়ে, অশোক যেমন (ফুলে-ফুলে) লাল হয়ে যায়[৩০], তেমনি তিনিও প্রেমে ডগমগ হতেন। কখনো চন্দনের-মত-ফর্সা বলরামের মত চন্দন মেখে ফর্সা হয়ে ঝলমল দলমল ফুলের মালা গলায় জড়িয়ে পান করতে বসতেন।

কখনো, মদরঞ্জিত কপোলে বড়-বড় কান দুটি দুলিয়ে আনন্দধ্বনি করতে-করতে গন্ধগজ যেমন প্রফুল্লবনলতার গন্ধে গন্ধময় বনে ঘুরে বেড়ায়, তেমনি তিনিও ঘুরতেন বন থেকে আনা পুষ্পিত লতার ফুলগন্ধে ম' ম' উপবনে, নেশায়-রাঙা গালের ওপর কর্ণপল্লব দুলিয়ে, মাতোয়ারা হয়ে কত কি বলতে-বলতে। কখনো, ঝমঝম মণি-নূপুরের মত আওয়াজে মানস-সরোবরকে খুশি করে তোলা হাঁসের মত কেলি করতেন কমলের বনে, রুনুঝুনু মণিনূপুরের শব্দে মনটা তাঁর খুশি হয়ে উঠত। কখনো,

কাঁধের-ওপর-ঝুলছে-কেসর পশুরাজের মত, কাঁধ থেকে বকুলমালা দুলিয়ে নকল পাহাড়-গুলোতে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো ফুটন্ত-কুঁড়িতে-দন্তুর[৩১] (খোঁচা-খোঁচা) লতাগৃহে ঘুরতেন ভোমরার মত। কখনো কালো কাপড়ে গা-ঢাকা দিয়ে অভিসারে যেতেন, যে-সব সুন্দরীদের কৃষ্ণপক্ষের সাঁঝে মেলবার সংকেত দিয়েছেন (আগেই), তাদের উদ্দেশে। কখনো, তাঁর বিরাট প্রাসাদের ভেতরদিককার ঘরে বসে কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে দেখতেন অন্তঃপুরিকাদের বীণায় বাঁশিতে মৃদঙ্গে মনোহর নাচগান—জানলার সোনার পাল্লাগুলো তখন হাট করে খুলে দেওয়া হত, আর আলসেয় (বা খোপে-খোপে) বসে থাকত পায়রার দল, মনে হত অনবরত জ্বালানো কৃষ্ণাগুরুর ধোঁয়া মেখেই বুঝি তাদের গায়ে অমন রং।

আর কত বলব ? যা কিছু অতিশয় রমণীয়, পছন্দসই, ভবিষ্যতে এবং বর্তমানে ক্ষতিকর নয়, তাই তিনি ভোগ করতেন—মজে না গিয়ে। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে আর কিছু করার ছিল না (আ. যা কিছু করণীয় সবই শেষ করেছিলেন) তাই, নেশায় বুঁদ হয়ে নয়। প্রজাদের যিনি খুশি করেছেন, রাজ্যের যত প্রয়োজন সব নিঃশেষে মিটিয়েছেন, সেরকম রাজার পক্ষে বিষয়সম্ভোগলীলা তো অলংকার। অন্যদের পক্ষে কিন্তু বিড়ম্বনা। প্রজাদের ভালোবাসতেন, তাই মাঝে-মাঝে দর্শন দিতেন। সিংহাসনেও বসতেন, (নিত্য নয়) নৈমিত্তিক—বিশেষ-বিশেষ কারণে।

শুকনাসও সেই বিপুল রাজ্যভার অবহেলে বহন করতেন প্রজ্ঞাবলে। রাজা যেমন সব কাজ করতেন, তিনিও তেমনি করেই রাজকাজ করতেন, ফলে প্রজাদের অনুরাগ দু'গুণ হয়ে গিয়েছিল। চূড়ামণির-ছটার-ঝিলিমিলিতে-ছাওয়া মাথা হেলিয়ে তাঁকেও প্রণাম করতেন সামন্তরাজার দল, তাঁদের ঝুঁকে-পড়া পুষ্পশেখর থেকে চুঁয়ে-পড়া মধুর ফোঁটায় রাজসভা চটচটে করে দিয়ে, ঝুল-ঝুলন্ত দুল-দুলন্ত মণিকুণ্ডলের ছুঁচলো আগার সঙ্গে অঙ্গদের ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দিয়ে।

তিনিও যখন কোথাও যেতেন, তখন দশদিকে—টগবগ-টগবগ-টগবগে যুদ্ধের ঘোড়াদের খটাখট খুরের শব্দে বধির হয়ে যেত আকাশ, সৈন্যভরে কেঁপে-কেঁপে-ওঠা পৃথিবীর বুকে দুলতে থাকত পাহাড়গুলো, মদান্ধ গন্ধগজেদের মদজলধারায় আঁধার ঘনিয়ে আসত, কি ধুলো কি ধুলো উড়ে-উড়ে ধুলোয় ধুলোক্কার হয়ে যেত নদীগুলো কদম-কদম পদাতিসৈন্যের হৈ-হৈ-এ কানের ফুটো ফেটে যেত; কেবলই উঠত গলা-ফাটানো আওয়াজ জয় জয় জয় জয়, হাজার-হাজার ঢুলন্ত শ্বেতচামরে ছেয়ে যেত সব, জমা-হওয়া রাজাদের সোনার-ডাঁটি-ওলা ছাতার ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে যেত দিন (অর্থাৎ রোদ)।

এইভাবে মন্ত্রীর ওপর রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে যৌবনোচিত আমোদ-আহ্লাদ করতে করতে রাজার দিন কাটছিল। দিনের-পর-দিন, দিনের-পর-দিন……পৃথিবীতে যত সুখ আছে প্রায় সবই তাঁর চুটিয়ে ভোগ করা হয়ে গেল, শুধু একটি ছাড়া—ছেলের মুখ দেখার সুখ তিনি পেলেন না। ঐরকম উপভোগের পরেও তাঁর অন্তঃপুর শর-বনের মতই হয়ে রইল, শুধু ফুল আছে, ফল নেই। আর যতই যৌবন চলে যেতে লাগল, (ছেলের) সাধ আর মেটে না, ততই নিঃসন্তান হওয়ার দুঃখ তাঁর বাড়তেই থাকল। (শেষ পর্যন্ত) ভোগবিলাসের ইচ্ছে মন থেকে একেবারে চলে গেল। তখন,

নিজেকে তাঁর মনে হল, নরপতিসহস্র-পরিবৃত হয়েও অসহায়, চোখ থেকেও অন্ধ, সমস্ত জগতের আশ্রয় হয়েও নিরাশ্রয়।

তাঁর অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মহিষী বিলাসবতী। চন্দ্র-কলা যেমন শিবজটাকলাপের অলঙ্কার, কৈটভারি নারায়ণের বুকের যেমন কৌস্তুভ-প্রভা, বলরামের যেমন বনমালা, সাগরের যেমন বেলাভূমি, দিগ্‌গজের যেমন মদলেখা, গাছের যেমন লতা, বসন্তমাসের (চোত্-বোশেখ অথবা শুধু চৈত্রের) যেমন কি ফুল কি ফুল, চাঁদের যেমন চাঁদনি, সরোবরের যেমন পদ্মিনী, আকাশের যেমন তারার পাঁতি, মানসের যেমন হাঁসের-সার, মলয়ের যেমন চন্দনরাজি, শেষের যেমন ফণার মণিচ্ছটা, তেমনি সেই বিলাসবতী ছিলেন তাঁর অলঙ্কার। (রূপে) তিনি ছিলেন তিনভুবন-অবাক্-করা। মেয়েদের যত হাবভাব, বোধহয় তাঁর থেকেই জন্ম নিয়েছিল।

একদিন রাজা তাঁর মহলে এসে দেখলেন—

বিলাসবতী—গায়ে কোন গয়না নেই, চুল আলুথালু, বাঁধেন নি—বাঁ-হাতের ওপর পদ্মের মত মুখখানি রেখে একখানি সুদৃঢ় পর্যঙ্কিকায় বসে[৩২] কাঁদছেন, অবিশ্রান্ত চোখের জলে তাঁর রেশমী বসন ভিজে যাচ্ছে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে পরিজনেরা, তাদের কাতর দৃষ্টি চিন্তায় নিশ্চল, শোকে কারো মুখে কথা নেই। কঞ্চুকীরা—গভীর চিন্তায় চোখে পলক পড়ছে না—কাছে দাঁড়িয়ে আছে, কখন কি দরকার হয়। একটু দূরে বসে অন্তঃপুর-বৃদ্ধারা সান্ত্বনা দিচ্ছে।

রাজাকে দেখে বিলাসবতী দাঁড়িয়ে উঠলে, তাঁকে সেই পর্যঙ্কিকাতেই বসিয়ে, নিজেও বসে—কেন কান্না জানেন না তো, তাই ভয়ে-ভয়ে, হাত দিয়ে গালের অশ্রুকণা মুছিয়ে দিয়ে রাজা তাঁকে বললেন—

রাণী, কিজন্যে কাঁদছ হৃদয়ের গুরুশোকভারে মন্থর এমন নিঃশব্দ কান্না? দেখ, এই তোমার চোখের পাতাগুলি গেঁথে চলেছে মুক্তাজালের মত চোখের জলের ফোঁটার পর ফোঁটা। সুমধ্যমে, কেন অলংকার পর নি? লালপদ্মের কুঁড়ির মত পা দুটিতে কেন দাও নি রাঙা-রোদের মত আলতা? পুষ্পধনুর খাসপুকুরের (অথবা পুষ্পধনু-রূপ সরোবরের) দুটি রাজহাঁসের বাচ্চার মত তোমার মণিনূপুর দুটিকে আহা কেন ধন্য করো নি তোমার চরণ-পদ্মের স্পর্শ দিয়ে[৩৩]? জমকালো মেখলা খুলে রেখে কেন নীরব হয়ে রয়েছে তোমার এই কটিখানি? চাঁদের ওপরে তার হরিণটির মত ভরা বুকে কেন আঁকো নি কৃষ্ণাগুরুর পত্রলেখা? বরারোহে, শিবের মাথার চন্দ্রকলার মত তন্বী তোমার এই গ্রীবাটি কেন সাজাও নি গঙ্গাস্রোতের মত হারখানি দিয়ে? ঝরঝর অশ্রু-জলকণায় কুংকুমপত্রলতা ধুয়ে ফেলে কেন মিছে গলা দুটির এমন দশা করেছ? কেনই বা তোমার এই পাপড়িকোমল-আঙুল-ভরা লালকমল হাতখানিকে করেছ কানের আভরণ? মানিনি, তোমার কপালটুকুকেই বা এমন করে রেখেছ কেন—গোরোচনার ফোঁটা দিয়ে তিলক আঁকো নি, চুল—আঁচড়াও নি, তেল দাও নি, বাঁধো নি, এসে পড়েছে কপালের ওপর? আর তোমার এই ফুল-ছাড়া আঁধার-কুপকুপ ঘন চুলের রাশের দিকে আমি তো তাকাতে পারছি না; মনে হচ্ছে যেন কৃষ্ণপক্ষের রাত শুরু, চাঁদ ওঠে নি

অন্ধকারে। লক্ষ্মীটি রাণী বল কী তোমার দুঃখের কারণ। হাওয়ায় যেমন করে কাঁপে রক্তপল্লব, তেমনি করে কাঁপছে আমার অনুরক্ত হৃদয় তোমার এই বুকের-আঁচল-কাঁপানো ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাসে। আমি কি কোন দোষ করে ফেলেছি? কিম্বা আমার আশ্রিত কোন পরিজন? অনেক ভেবেচিন্তেও আমি তো তোমার ব্যাপারে একটুও অন্যায় করেছি বলে মনে করতে পারছি না। আমার প্রাণ, আমার রাজ্য তো তোমারই। কিসের দুঃখ তোমার, বল না, সোনা?

এরকম করে বলা সত্ত্বেও বিলাসবতী যখন কোনই উত্তর দিলেন না, বরং তাঁর কান্না আরোই বাড়ল, তখন রাজা পরিজনদের জিগ্যেস করলেন, কী হয়েছে বল তো।

তখন রাণীর তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী (পানের বাটা বয় যে) মকরিকা—যে সবসময় তাঁর কাছে থাকত—বলল—

মহারাজ, আপনার দ্বারা এতটুকুও অন্যায় কোত্থেকে হবে? আর মহারাজ যখন প্রসন্ন, তখন পরিজন বা অন্য কারো সাধ্য কি, কোন অপরাধ করে? ওসব কিছু নয়, আসলে আমাদের রাণীমার দুঃখু হল এই যে 'রাজার সঙ্গে আমার মিলন ব্যর্থ, আমাকে যেন একটা বিশ্রী ভূতে পেয়েছে, ওঝা এসেও কিছু করতে পারছে না। আমার যেন মহাগ্রহের (শনি বা রাহুর) দশা চলেছে, তুকতাকে কিছু হবে না[৩৪]।' ও'র এ দুঃখ অনেকদিনের। প্রথম থেকেই (ওঁকে দেখতাম) কেমন যেন মন-মরা। অসুর-লক্ষ্মী যেমন সবসময় দেবতাদের নিন্দে করেন, উনি তেমনি সবসময় বলতেন, প্রেমের খেলা ভাল লাগে না।[৩৫] শোওয়া বসা চান খাওয়া গয়না পরা—এসব রোজকার রোজ যে কাজগুলো তাও অতিকষ্টে কোনরকমে পরিজনদের চেষ্টায়, অনুরোধে (উপরোধে ঢেঁকি গেলার মত করে) সারতেন। মহারাজের মনে কষ্ট দিতে চান না বলে বাইরে কিছু অন্যরকম দেখান নি। কিন্তু আজ, চতুর্দশী বলে মহাকাল ঠাকুরের পুজো দিতে গিয়ে—সেখানে মহাভারত-পাঠ হচ্ছিল—শুনলেন, 'পুত্রহীনদের গতি হয় না পুণ্য-লোকে, পুৎ-নামক নরক থেকে ত্রাণ করে বলেই পুত্র,' ব্যস, বাড়ি ফিরে এসে আর খেতেও চাইছেন না—পরিজনেরা মাথা লুটিয়ে পায়ে ধরে সাধাসাধি করা সত্ত্বেও—গয়নাও পরছেন না, উত্তরও দিচ্ছেন না, অবিরল অশ্রুর বর্ষণে যেন বাদলা দিনের মত মুখখানিকে আঁধার করে কেবলই কাঁদছেন। শুনে এখন মহারাজ যা করেন—

এই বলে থামল।

সে চুপ করলে পর, রাজা খানিকক্ষণ নীরব থেকে তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, রাণী, কি করবে বল, এ ব্যাপারটি যে সম্পূর্ণ দৈবের অধীন। এত বেশি কেঁদো না। আমরা বোধহয় দেবতাদের অনুগ্রহের পাত্র নই। পুত্রালিঙ্গনের অমৃত আস্বাদন করার সুখ আমাদের হৃদয় নিশ্চয় পাবে না কোনদিন। আগের জন্মে (নিশ্চয়) পুণ্যকর্ম করি নি। জন্মান্তরের কর্ম মানুষকে এ-জন্মে ফল দেয়। দেখ, দৈবের লিখন হাজার চেষ্টা করলেও খণ্ডানো যায় না। তবে, মানুষের সাধ্যে যদ্দুর কুলোয়, করতে থাক। রাণী, গুরুজনদের বেশি করে ভক্তি কর, দেবতাদের পুজো দাও দ্বিগুণ করে। যত্ন করে মুনিঋষিদের সেবা কর। জান তো, ঋষিরা হলেন পরম-দেবতা। যত্ন করে সেবা করলে যেমন ফল চাও তেমন (অর্থাৎ, মনস্কামনা-পূর্ণ-করা) অতি-

দুর্লভ বরও দিয়ে থাকেন। শুনেছি, বহুকাল আগে, মগধের বৃহদ্রথ নামে এক রাজা চণ্ডকৌশিকের অনুগ্রহে জরাসন্ধ নামে একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুত্র লাভ করেছিলেন; যার তুল্য ভুজবল আর কারো ছিল না, জনার্দনকেও সে পরাজিত করেছিল। রাজা দশরথও বুড়োবয়সেও মহামুনি বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের প্রসাদে নারায়ণের চারিটি হাতের মত অপ্রতিহত, সমুদ্রের মত অক্ষোভ্য চারিটি পুত্র লাভ করেছিলেন। আরো কত রাজর্ষি তপোধনদের আরাধনা করে পুত্রদর্শন-রূপ অমৃত-আস্বাদনের সুখ পেয়েছেন। মহামুনিদের সেবা কখনো ব্যর্থ হয় না।

আমিও, রাণী, কবে তোমায় দেখব আসন্ন-পূর্ণচন্দ্রোদয় পূর্ণিমা-নিশার মত—সঞ্জাতগর্ভভারমন্থরা, আপাণ্ডুরমুখী ? পুত্রজন্মের মহোৎসবে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে কবে পরিজনেরা লুটেপুটে কেড়ে নেবে আমার হার-আংটি-উড়নি-মালা[৩৬] ? কবে হলুদে-ছোপানো কাপড়টি পরে ছেলে কোলে নিয়ে সূর্য-ওঠা সোনালী কাঁচা রোদে ভরা আকাশের মত তুমি আমায় আনন্দ দেবে রাণী ? কবে চিৎ হয়ে শুয়ে-শুয়ে ফোকলা-হাসি খোকা আমার বুক ভরে দেবে আহ্লাদে, চুলগুলি তার সর্বৌষধি[৩৭] দিয়ে রাঙানো লাল-লাল জটা-জটা, ব্রহ্মতালুতে কয়েক ফোঁটা তুক করা ঘি মাখিয়ে তার ওপর ছাইয়ের সঙ্গে শাদা সরষে মিশিয়ে দাগ টানা থাকবে, গলায় থাকবে একটি সুতো—গিঁটটি তার গোরোচনা দিয়ে রাঙানো ?

কবে গোরোচনা (-মাখা) সোনা-সোনা রং সে আমার অন্তঃপুরিকাদের হাতে-হাতে ঘুরতে-ঘুরতে, সব্বাইকার অভিনন্দন পেতে-পেতে আমার দুই-চোখ-ভরা শোকের আঁধার ঘুচিয়ে দেবে গোরোচনা-কপিল-দ্যুতি মঙ্গল-প্রদীপের মত—যেটি ঘোরে অন্তঃপুরিকাদের হাতে-হাতে, যাকে নমস্কার করে সকলে ? কবে ধুলোয় ধূসর হয়ে আমার বাড়ির আঙিনা আলো করে সে ঘুরবে, আর ঘুরবে সেই সঙ্গে আমার চোখ এবং হৃদয়ও ? কবে হামাগুড়ি দিতে শুরু করে স্ফটিকের দেওয়ালের ওধারে পোষা হরিণছানাগুলোকে ধরার জন্যে সিংহ-শিশুর মত এদিক-ওদিক ঘুরবে ? কবে অন্তপুরিকাদের নূপুর-রবে-ভিড়-করে-আসা পোষা রাজহাঁসগুলোর পেছন-পেছন ধাওয়া করে ছুটবে এ-ঘর থেকে সে-ঘর, আর তার সোনার মেখলার ঘুণ্টির আওয়াজ শুনে তার পিছু-পিছু দৌড়তে-দৌড়তে হয়রাণ হয়ে যাবে ধাইমা ?

কবে নকল করবে মদমত্ত গজরাজের লীলা—কচি-কচি গাল দুটিতে শোভা পাবে মদলেখার মত কৃষ্ণাগুরুর রসে আঁকা রেখা ; (ধাত্রীর) মুখের ডিণ্ডিমের-মত শব্দে খুশি হয়ে উঠবে, হাতি যেমন খুশি হয় (মাহুতের) ঐরকম আওয়াজে ; হাত উঁচু করে সারা গায়ে ছড়াবে চন্দনের গুঁড়ো, ধূসর হয়ে যাবে গা, হাতি যেমন শুঁড়টি উঁচু করে সারা গায়ে ধুলো ছড়িয়ে ধুলোমাখা হয়ে থাকে ; (ধাত্রী) যখন অঙ্কুশের মত আঙুলের ডগাটি বেঁকিয়ে ধরে টানাটানি করবে, তখন মাথাটি নাড়বে, হাতি যেমন করে, আঙুলের ডগার মত বাঁকানো অঙ্কুশ দিয়ে আকর্ষণ করলে ? কবে, মায়ের পা দুটি আলতা (আ, আলতার ডেলার রস) দিয়ে রাঙানো হয়ে গেলে, বাকিটুকু নিয়ে বুড়ো কঞ্চুকীদের মুখে মাখিয়ে রঙ্গ করবে ? কবে, কৌতুকে-নাচন্ত চোখে টলমল-টলমল করতে-করতে মণির মেঝেতে পড়া নিজের ছায়ার অনুসরণ করবে নিচের দিকে তাকাতে তাকাতে ?

করবে, আমি যখন সভায় বসে থাকব, সে এসে ঢুকবে, হাজার রাজা দু'হাত বাড়িয়ে সানন্দে তাকে বলবে, এস, এস, আর সে আমার সামনে ঘুরে বেড়াবে সভার মধ্যে যেখানে ফাঁক পাবে সেখানে—(রাজাদের) অলংকারের মণিমুক্তোর আলোর ঠিকরোনিতে চোখ দুটি তার ধাঁধিয়ে গিয়ে পিটপিট-পিটপিট করতে থাকবে ?[৩৮]

এইসব—এবং আরো কত শত সাধের কথা ভেবে-ভেবে গুমরে-গুমরে কেটে যায় আমার রাতের পর রাত। আমিও (তোমারই মত) দিনরাত পুড়ছি এই সন্তান-হীনতার দুঃখের আগুনে। জগৎটা শূন্য মনে হয়। নিষ্ফল মনে হয় রাজ্য। কিন্তু কী করব বল, বিধাতার ওপরে তো আর হাত নেই ? রাণী, ত্যাগ কর এই অবিশ্রাম শোক। ধৈর্য ধর। ধর্মে মন দাও। জান তো, যারা একমনে ধর্ম পালন করে, তাদের হাতের কাছেই ঘোরাফেরা করে রাশি-রাশি কল্যাণ। এই বলে রাজা জল নিয়ে নিজের নতুন-পাতার মত হাতখানি দিয়ে তাঁর চোখের-জলের-দাগ-পড়া প্রস্ফুটিত পদ্মের মত মুখখানি ধুইয়ে দিলেন। বার বার আশ্বাস দিতে লাগলেন আরো কত শত মধুর আদরের কথা বলে—মধ্যে-মধ্যে ধর্মোপদেশ দিয়ে—যাতে দুঃখ যায়। অনেকক্ষণ রইলেন। তারপর চলে গেলেন।

(আ. তিনি চলে যেতে) বিলাসবতীর দুঃখের বেগ কমে গেল। রাজা চলে যাওয়ার পর গয়না-পরা টরা রোজকার অভ্যস্ত কাজ যেমন করেন করলেন। তার পর থেকে—আরো বেশি যত্ন করে করতে আরম্ভ করলেন দেবতার আরাধনা, ব্রাহ্মণদের সৎকার এবং গুরুজনদের ভক্তিশ্রদ্ধা। যেখানে যে-ব্রতের কথা শোনেন, সব করতে লাগলেন ছেলের জন্যে পাগল হয়ে। গুরুতর কষ্টও গ্রাহ্য করলেন না। অবিশ্রাম পুড়তে-থাকা-গুগ্‌গুলের-ধোঁয়ায়-অন্ধকার চণ্ডীবাড়িতে শাদা কাপড় পরে পবিত্র হয়ে উপোস করে সবুজ-কুশে-ঢাকা মুষল-শয্যায় শুলেন। গয়লা-পাড়ায় গিয়ে এয়োতি গয়লানি বুড়িদের (সিঁদুর চন্দন ইত্যাদি দিয়ে) মাঙ্গলিক-করা সুলক্ষণা গাইএর নিচে বসে চান করলেন, নানান ফুল-ফল মেশানো আঠাওয়ালা-গাছের পাতা-ছিটোন সবরকমের-রত্ন-দেওয়া পবিত্র জলে ভর্তি সোনার কলসী দিয়ে। প্রতিদিন সকালে উঠে নিয়মিত ব্রাহ্মণদের দান করতে লাগলেন তিল-ভরা সর্বরত্নসমন্বিত সোনার বাসন। প্রত্যেক কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাতে চৌমাথায় গিয়ে ওস্তাদ-ওঝার আঁকা মণ্ডলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কতরকমের নৈবেদ্য দিয়ে দিগ্‌দেবতাদের সন্তুষ্ট করে মঙ্গল-স্নান করতে লাগলেন। সিদ্ধিক্ষেত্তরে (অথবা সিদ্ধপুরুষদের আশ্রমে) গিয়ে-গিয়ে দেবতাদের কত রকম মানত[৩৯] করে-করে পুজো দিতে লাগলেন। কাছাকাছি যত জাগ্রত মায়ের থান, সর্বত্র যেতে লাগলেন। প্রসিদ্ধ সব সাপে-কিলবিল হ্রদে ডুব দিলেন। অশথ ইত্যাদি বড় বড় গাছে পুজো দিয়ে প্রদক্ষিণ করে নমস্কার করতে লাগলেন।

স্নান করে রুপোর বাসনে গোটা-গোটা চাল দিয়ে রান্না-করা দই-ভাতের নৈবেদ্য নিয়ে নিজের হাতে চুড়ি দুলিয়ে-দুলিয়ে কাকেদের দিতেন। প্রত্যেকদিন অম্বাদেবীর পুজো দিতেন কি ঘটা করে! কত যে ফুল, ধূপ, অনুলেপন, পিঠে, তিলের নাড়ু, পায়েস, খই সাজিয়ে দিতেন তার আর লেখাজোখা নেই। নিজের হাতে ভাতের থালা ধরে দিয়ে, যাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে এমন সব নাগা জৈন সন্ন্যাসীদের জিগ্যেস-পড়া করতেন ভক্তিভরা মনে। দৈবজ্ঞরা যা বলে, খুব বিশ্বাস করে নিতেন। চিহ্ন বা

লক্ষণ দেখে যারা শুভাশুভ বলতে পারে, তাদের কাছে যেতেন। পাখির ডাক ইত্যাদি থেকে যারা কি ঘটবে বলতে পারে, তাদের সমাদর করতেন। বুড়োবুড়িদের মুখে মুখে অনেকদিন ধরে চলে-আসা গুপ্তমন্ত্র সাধন করতেন। ছেলের মুখ দেখার জন্যে অধীর হয়ে, দেখা-করতে-আসা ব্রাহ্মণদের দিয়ে বেদপাঠ করাতেন। অনবরত পাঠ করাতেন সব পুণ্যোপাখ্যান, শুনতেন। গোরোচনা-দিয়ে-(মন্ত্র) লেখা-ভূর্জপাতা-ভরা মাদুলি ধারণ করতেন। মন্ত্রপূত তাগার সঙ্গে ওষধির সুতো বাঁধতেন (হাতে)। তাঁর পরিজনরাও অনবরত বেরোত দৈববাণী শুনতে, সে-সব লক্ষণ মিলোত। রোজ রাতে শেয়ালদের উদ্দেশে দিত মাংসপিণ্ডের নৈবেদ্য, আচার্যদের কাছে গিয়ে (তাঁর দেখা) সব আশ্চর্য-আশ্চর্য স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলত, চত্বরে-চত্বরে শিবাবলি দিত।

এমনি করে দিন যায়।

একদিন—

রাত পুইয়ে এসেছে (আ. বেশির ভাগটাই কেটে গেছে), বুড়ো পায়রার পাখার মত ধূসর আকাশে অল্প কয়েকটি পাণ্ডুর তারা, রাজা স্বপ্ন দেখলেন—বিলাসবতী যেন বসে আছেন প্রাসাদের ছাদে, আর করিণীর মুখে মৃণাল-বলয়ের মত তাঁর মুখের মধ্যে প্রবেশ করছে সব-কটি-কলায়-পরিপূর্ণ পূর্ণিমার চাঁদ। জেগে উঠে রাজা তক্ষুণি—আনন্দে বিস্ফারিত চোখের আলোয় শোবার ঘরটি আলো করে—শুকনাসকে সাদরে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে স্বপ্নটি বললেন।

শুকনাসের তো (শুনে) খুব আনন্দ, বললেন—মহারাজ; আমাদের এবং প্রজাদের বহুদিনের মনের সাধ পূর্ণ হল। আর কিছুদিনের মধ্যেই মহারাজ নিশ্চয়ই পুত্রের পদ্মমুখ-দর্শনের সুখ অনুভব করবেন। আমিও আজ রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, ধোয়া ধবধবে কাপড় পরা সৌম্যদর্শন দিব্যাকৃতি এক ব্রাহ্মণ দেবী মনোরমার (শুকনাসের স্ত্রী) কোলের ওপর রাখলেন একটি ফোটা শ্বেতপদ্ম, চন্দ্রকলার মত শাদা তার একশটি পাপড়ি, হাজার কেসরের একটি গোছা দল্‌মল্‌ করছে, ঝর্‌ঝর্‌ ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায় মধুধারা। জানেন তো, শুভলক্ষণ আগেই দেখা দিয়ে জানিয়ে দেয়, শীগ্‌গিরই আনন্দের ব্যাপার কিছু ঘটতে চলেছে। আর এর থেকে প্রিয়; এর থেকে বড় আনন্দের কারণ আর কী-ই বা হতে পারে? ভোরের স্বপন প্রায়ই মিছে হয় না। মহিষী নিশ্চয় অচিরেই মান্ধাতার মত একটি পুত্রের জন্ম দেবেন—যে-হবে রাজর্ষিদের অগ্রগণ্য; সমস্ত ভুবনের আনন্দ। শরতের কমলিনী যেমন কচি পদ্মকুঁড়ির উঁকি-ঝুঁকিতে আহ্লাদিত করে গন্ধগজকে, তেমনি করে (মহিষী) আহ্লাদিত করবেন মহারাজকে। সেই পুত্রের দ্বারাই দিগ্‌গজের মদধারার মত অবিচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে চলবে পৃথিবীর ভার বহনে সক্ষম মহারাজের-বংশ-পরম্পরা। শুকনাস এসব বলতে বলতেই, রাজা তাঁর হাত ধরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে সেই দুটি স্বপ্নই বলে বিলাসবতীকে খুশি করলেন।

কিছুদিন গেলে, দেবতার অনুগ্রহে বিলাসবতী অন্তর্বত্নী হলেন, যেন ছায়া-চাঁদ প্রবেশ করল সরোবরে। ফলে তিনি বড় সুন্দর হয়ে উঠলেন, নন্দনের বনরাজি যেমন সুন্দর হয় পারিজাতে; নারায়ণের বুকখানি যেমন হয় কৌস্তুভমণিতে। অপত্যচ্ছলে

প্রবিষ্ট রাজার প্রতিবিম্ব যেন তিনি বহন করতে লাগলেন একটি রূপসী আয়নার মত। দিনে দিনে উপচীয়মানগর্ভা হয়ে আস্তে-আস্তে হাঁটতে লাগলেন, যেন আকণ্ঠ সাগরজল পান করে তারই ভারে অলস মন্থর ধীরসঞ্চারিণী মেঘমালা। বার বার হাই তুলে ঢুলু-ঢুলু চোখে অলসভাবে নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। রোজ-রোজ নিজেই চেয়ে চেয়ে খেতে লাগলেন নানান রসের পানীয় এবং ভোজ্য। বর্ষার মুখে যেমন কালো হয়ে ওঠে মেঘ, তেমনি তিনিও হলেন শ্যামায়মানপয়োধরাগ্রা। ভেতরটি-শ্বেতাভ কেতকীর মত তিনিও হলেন গর্ভপাণ্ডুরচ্ছবি। তাঁর সেই অবস্থা দেখে ইঙ্গিতকুশল পরিজনেরা বুঝতে পারল।

তখন, একটা ভাল দিন দেখে—রাণীর সমস্ত পরিজনদের মধ্যে প্রধান, রাজবাড়িতে থেকে-থেকে চালাকচতুর, রাজাকে দেখে একটুও ঘাবড়ায় না, কাছে গিয়ে বেশ সপ্রতিভ-ভাবে কথা বলতে পারে; সবরকমের মঙ্গলকর্মে নিপুণ কুলবর্ধনা নামে শয়নঘরের খাস-দাসী—

সন্দেবেলা—

রাজা তখন বসে আছেন ভেতরদিককার দরবার-ঘরে; চারপাশে জ্বলছে গন্ধতেল-ঢালা হাজার-হাজার প্রদীপ; রাজাকে মনে হচ্ছে যেন তারার রাশির মধ্যিখানে পূর্ণিমার চাঁদ, নাগরাজ বাসুকির ফণার হাজার মণির মধ্যিখানে নারায়ণ। কয়েকজন মাত্র প্রধান প্রধান অভিষিক্ত রাজা তাঁকে ঘিরে রয়েছেন; পরিজনেরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাশাপাশি উঁচু বেতের চেয়ারে বসে আছেন শুকনাস—ধোয়া ধবধবে কাপড় পরণে; খুব বেশি সাজগোজ নেই, সমুদ্রের মত অগাধ গাম্ভীর্য—তাঁর সঙ্গে বলছেন নিবিড় অন্তরঙ্গতায় ভরা একথা-সেকথা—রাজার কাছে গিয়ে তাঁর কানে কানে চুপিচুপি জানাল বিলাসবতীর সন্তান-সম্ভাবনার কথা।

তার সেই অশ্রুতপূর্ব হতেই-পারে-না অসম্ভব কথা শুনে রাজার সর্বাঙ্গ যেন পরিপ্লুত হয়ে গেল অমৃতরসে; সারা গায়ে তক্ষুনি রাশি-রাশি রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, আনন্দরসে দিশেহারা হয়ে গেলেন তিনি, মৃদুহাসি ফুটে উঠল গালে। হৃদয় কানায়-কানায় ভরে গিয়ে উছলে পড়ল আনন্দ—তা-ই যেন চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন দন্ত-প্রভার বিকিরণ-ছলে। আর তক্ষুনি শুকনাসের মুখের ওপর গিয়ে পড়ল তাঁর চোখ—চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে-চোখের তারা, পাতার সারি ভিজে গেছে আনন্দের অশ্রুবিন্দুতে।

আগে কখনো দেখেন নি রাজার এত আনন্দের আতিশয্য, কুলবর্ধনাও এরকম মৃদুহাসিতে-প্রফুল্ল-মুখ এসে হাজির—শুকনাস না শুনেই নিজেই আন্দাজ করে নিলেন ব্যাপারটা, কেননা ঐ কথাটা সবসময় তাঁর মনকে অধিকার করে থাকত, আর তিনি দেখলেন ঐ সময় এতবড় আনন্দের কারণ এ-ছাড়া আর তো কিছু হতে পারে না—কাজেই চেয়ারটা একটু টেনে নিয়ে রাজার আরো কাছে এসে, অনুচ্চস্বরে, একটু রেখে-ঢেকে বললেন, মহারাজ, সেই যে স্বপ্ন দেখেছিলেন; তার মধ্যে কিছু সত্যি আছে নাকি? কুলবর্ধনার চোখ দেখছি বড় বেশি উৎফুল্ল? মহারাজের চোখ দুটিও যেন প্রিয়সংবাদ শোনার আগ্রহে বড় বড় হয়ে কর্ণমূল পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে নীলপদ্মের দুটি

কর্ণপুর রচনা করেছে, আনন্দজলে ভরে উঠেছে, তারা দুটি চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাইতে মনে হচ্ছে যেন গুরুতর আনন্দের কারণ কিছু ঘটেছে। কী মহোৎসব এল ? শোনার কৌতূহলে ছটফট করতে করতে মন যে আমার হাঁপিয়ে উঠল ! বলুন মহারাজ, ব্যাপার কি ?

শুকনাস একথা বললে; রাজা হেসে বললেন, এ যা বলছে, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো স্বপ্ন যা দেখেছি, মোটেই মিথ্যে নয়। কিন্তু আমার বাপু বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার এতখানি সৌভাগ্য কোত্থেকে হবে ? এরকম প্রিয়বাক্য শোনার পাত্র কি এই অভাজন ? কুলবর্ধনা তো এমনিতে মিথ্যেবাদী নয়; কিন্তু আজ যেন তাকে ঠিক উলটো দেখছি, কেননা এতবড় সৌভাগ্য এসে বরণ করবে আমায়—এও কি সম্ভব নাকি ? ওঠ তো, নিজেই গিয়ে রাণীকে জিগ্যেস করে জেনে নিইগে, কথাটায় কিছু সত্যি আছে কিনা।

এই বলে, সমস্ত রাজাদের বিদায় দিয়ে, নিজের গা থেকে গয়নাগাঁটি খুলে কুলবর্ধনাকে দিলেন। সে-ও বকশিস পেয়ে মাথা নুইয়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল তাঁকে। শুকনাসকে নিয়ে তিনি চললেন অন্তঃপুরের দিকে। খুশি-থৈ-থৈ মনের যেন আর তর সইছে না। ডান চোখটি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল—যেন হাওয়ায় কাঁপা নীলপদ্মের পাপড়ির খেলার অনুকরণ করছে। সেই সময়টা সাধারণত যারা পরিচর্যা করে, সেই রকম অতি অল্প কয়েকজন পরিজন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল, সামনে-সামনে চলতে লাগল হাওয়ায়-শিখা-কাঁপতে-থাকা প্রদীপিকা, মহলের পর মহল[৪০] অন্ধকার সরাতে সরাতে।

সেখানে গিয়ে দেখলেন, শোবার ঘরে গর্ভিণীজনোচিত শয্যায় শুয়ে আছেন বিলাসবতী।

ঘরটিতে খুব ভাল করে (মন্ত্র পড়ে) রক্ষা বাঁধা হয়েছে। নতুন চুনকামে ধবধব করছে ঘর। মঙ্গলপ্রদীপ জ্বলছে। কপাটের দু'পাশে দুটি পূর্ণকুম্ভ। সদ্য-আঁকা মঙ্গল-চিত্র ঝকঝক করছে দেয়ালে-দেয়ালে—চমৎকার। ওপরে একটি শাদা চাঁদোয়া টাঙানো, তার কোণে কোণে ঝুলছে মুক্তার মালা, মণিপ্রদীপে (র আলোয়) ঘুচে গেছে অন্ধকার।

পর্বতরাজ হিমালয়ের শিলাতলের মত প্রশস্ত খাটখানি উঁচু-উঁচু পাদ-পীঠের ওপরে রাখা। চারিদিক ঘিরে মাটিতে[৪১] আলপনা দিয়ে রক্ষা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মাথার দিকটায় শাদা-ধবধব সব নিদ্রাকলস[৪২] সাজানো। নানানরকম গাছ-গাছড়া-শেকড়-বাকড়-যন্ত্র ইত্যাদি বেঁধে শুদ্ধি করা হয়েছে। রক্ষার জন্যে রাখা হয়েছে ৺মায়ের বালা। এখানে-ওখানে ছড়ানো হয়েছে শ্বেতসরষে। চুল দিয়ে গাঁথা দড়িতে[৪৩] লোহা আর অশথ্-পাতা ঝুলছে। লাগানো হয়েছে ঘেঁষ-ঘেঁষ করে গাঁথা সবুজ-সবুজ নিমপাতা। শয্যাটি জোছনা ধবধবে একখানি চাদর দিয়ে ঢাকা।

আচারকুশল বুড়ি অন্তঃপুরিকারা তখন—

সোনার পাত্রে এক এক জায়গায় গায়ে-গায়ে-লাগা দইয়ের ফোঁটা দিয়ে, পূর্ণপাত্রে জলতরঙ্গের মত ঢেউ-দেওয়া শাদা শালিধানের ভাতের চুড়োয় আ-গাঁথা ফুল ছড়িয়ে, মুড়ো-না-কাটা একরাশ গোটা মাছের সঙ্গে টাটকা মাংসের টুকরো মিশিয়ে, ছোট ছোট

ঝাঁপিতে ঠাণ্ডা (কর্পূরের) পিদিম জ্বালিয়ে, পেছন-পেছন জলের ধারা দিতে দিতে, গোরোচনা-মেশানো শাদা সরষে দিয়ে এবং আঁজলা-আঁজলা জল দিয়ে বিলাসবতীর নজর নামাচ্ছিলেন[২৪]।

শাদা পরিষ্কার কাপড় পরা খুশি-খুশি পরিজনেরা—যে-সব মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়েছে বেশিরভাগ সেই বিষয়েই গল্প করতে করতে (অথবা ভাল-ভাল গল্প করতে করতে)—তাঁর পরিচর্যা করছিল। বিলাসবতীর পরনে আনকোরা নতুন শাদা ধবধবে একজোড়া রেশমী কাপড়—আঁচলটি গোরোচনা দিয়ে চিত্র-করা। অন্তর্বত্নী রাণীকে দেখাচ্ছিল যেন

পৃথিবী—ভেতরে রয়েছে কুলপর্বত,
মন্দাকিনী—ঐরাবত ডুবে আছে জলে,
হিমালয়ের ঢালু গা—গুহার ভেতর সিংহ আছে,
দিনলক্ষ্মী—মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য,
রাত্রি—উদয়শৈলের আড়ালে আছে চাঁদ,
নারায়ণের নাভি—ব্রহ্ম-কমল এই ফুঁড়ে বেরোল বলে,
দক্ষিণ দিক্—অগস্ত্য-তারা উঠতে আর বেশি দেরি নেই,
দুধ-সায়রের বেলাভূমি—ফেনায় ফেনায় ঢেকে আছে অমৃতের কলসটি।

পরিজনেদের ব্যস্তে-ব্যস্তে বাড়িয়ে-দেওয়া হাতটি ধরে; তাতে ভর দিয়ে; বাঁ-হাঁটুর ওপরে করপল্লবটি রেখে; ভূষণমণির রুনুঝুনু রব তুলে বিলাসবতী উঠছেন দেখে রাজা (তাড়াতাড়ি) 'থাক থাক, উঠো না রাণি, এত অভ্যর্থনা (এখন) নয়' ব'লে তাঁর সঙ্গে সেই শয্যার ওপরেই বসলেন। শুকনাসও বসলেন কাছাকাছি আর একটি শয্যায়—পালিশ-করা সোনার সুন্দর সুন্দর পায়া, ধবধবে চাদর পাতা।

রাণীকে অন্তর্বত্নী দেখে আনন্দের আতিশয্যে মন যেন থেমে—রাজা বললেন পরিহাসের সুরে; রাণি; শুকনাস জিগ্যেস করছে, কুলবর্ধনা যা বলল, সত্যিই কি তাই ? তখন গাল ঠোঁট এবং চোখ দুটিতে চাপা মৃদুহাসির ঝলক তুলে; লজ্জায় দন্তপ্রভা-জালের ছলে যেন রেশমী কাপড় দিয়েই মুখখানি ঢেকে বিলাসবতী মুখটি নিচু করে রইলেন। বার বার অনুরোধ করার পর 'কেন আমায় এমন করে লজ্জা দিচ্ছ ? আমি কিছু জানি না।' বলতে বলতে নতমুখে আড়চোখে রাজার দিকে যেন রাগ করে তাকাতে লাগলেন।

চাপা-হাসির জ্যোৎস্নায় চাঁদ-মুখটি আলো করে রাজা আবার বললেন, সুতনু, আমার কথায় যদি তোমার লজ্জা বাড়ে, তাহলে এই আমি চুপ করলাম। কিন্তু এই যে তোমার সদ্য-পাপড়ি-মেলা চাঁপার কুঁড়ির মত গৌর বরণটি, কুঙ্কুমের অঙ্গরাগের রং যার সঙ্গে একেবারে মিশে যাওয়ায় শুধু গন্ধ থেকেই আন্দাজ করা যায় (যে অঙ্গরাগ মেখেছ)—এটি যে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, তার কি করবে ? আর এই যে শ্যামায়-মানাগ্র পয়োধরযুগল—যেন গর্ভসম্ভূত অমৃতের সিঞ্চনে নিবতে-থাকা শোকানলের ধূম বমন করছে, যেন মুখে করে নীলকমল ধরে আছে একজোড়া চখা-চখী, যেন তমাল-পাতার মুখে রাখা দুটি সোনার কলস, যেন কৃষ্ণাগুরুচন্দনে বরাবরের মত পত্রলতা-এঁকে-রাখা—এদেরই বা উপায় কী ? আর এই যে তোমার কটিদেশ—দিনের পর দিন ক্রমশ আঁট

হয়ে বসতে থাকা মেখলায় লাগছে, ত্রিবলি চিহ্নের বলয়গুলি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কৃশতা ত্যাগ করছে—এরই বা প্রতিকার কী করবে বল ?

রাজা এইসব বলছেন, এমন সময় শুকনাস মুখের মধ্যেই হাসি লুকিয়ে নিয়ে বললেন, 'মহারাজ, কেন মহারাণীকে কষ্ট দিচ্ছেন ? উনি এ প্রসঙ্গটাতেই লজ্জা পাচ্ছেন। কুলবর্ধনা যা বলেছে সে বিষয়ে কথা ছাড়ুন।'

এই ধরনের সব কথাবার্তা বলতে বলতে—বেশির ভাগই ঠাট্টা-তামাসা—অনেকক্ষণ থেকে তারপর শুকনাস চলে গেলেন নিজের বাড়ি। আর রাজা সেই শয়ন-ঘরেই তাঁর সঙ্গে সে-রাত্রি কাটালেন।

তারপর ক্রমে, যা যা চেয়েছিলেন সমস্ত সাধ পূর্ণ হাওয়ায় অত্যন্ত খুশি বিলাসবতী প্রসবকাল পূর্ণ হলে পুণ্যদিনে প্রশস্ত সময়ে—গণকেরা বাইরে গিয়ে ছায়া দেখে এবং অনবরত (জলের ফোঁটা) পড়তে থাকা জলঘড়ি[৪৫] দিয়ে কালের অতিসূক্ষ্ম অংশ মেপে লগ্নটি নির্ণয় করলেন—একটি সকল-লোক-হৃদয়ানন্দ নন্দন প্রসব করলেন, মেঘমালা থেকে বেরিয়ে এল যেন (এক ঝলক) বিদ্যুৎ।

ছেলে জন্মাতে রাজবাড়িতে সে কি দিষ্টিবৃদ্ধির[৪৫] (congratulation) হুড়োহুড়ি। এদিক-ওদিক ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল পরিজনেরা, তাদের শত শত পায়ের দুপদাপে কেঁপে উঠল মাটি। হোঁচট খেতে খেতে দিশেহারা হয়ে রাজার কাছে (খবর দিতে) চলল হাজার হাজার কঞ্চুকী। ভিড়ের ঠেলায় পিষে গিয়ে পড়ে যেতে লাগল কুঁজো বেঁটে খুদিরাম[৪৭]-রা। অন্তঃপুরিকাদের মনোহর আভরণ-ঝঙ্কার ছড়িয়ে যেতে লাগল চারিদিকে। পূর্ণপাত্রের কাড়াকাড়িতে লুটোপুটি খেতে লাগল কত কাপড়-গয়না। নগরময় হৈ হৈ।

একটু পরেই বেজে উঠল দুমঃ দুমঃ দুন্দুভি—কি গম্ভীর তার আওয়াজ, যেন মন্দর-মথিত সমুদ্রের মহাধ্বনি। তাকে অনুসরণ করে উঠল ঝাঁকে-ঝাঁক কোমল মৃদঙ্গ শঙ্খ কাহল (বড় ঢাক) আনকের (পটহ মৃদঙ্গ বা ভেরী) সে কি দারুণ (দুমাদুম ড্যামকুড়াকুড় দাম দিরি তাং পুঁয়াক পুঁয়াক) গমগমাগম বাজনা-বাজন। সে-শব্দ আরো বাড়ল মঙ্গল-ঢাকের প্রচণ্ড (চচ্চড়াচ্চড়ুদ্ধমঃ) ব্যাদ্যিতে। হাজার হাজার লোকের চেঁচামেচি হট্টগোলে বিপুল হয়ে উঠে সেই উৎসব-কোলাহল ভরে ফেলল ত্রিভুবন। আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে পাগলের মত নাচতে লাগল প্রজারা—সমস্ত সামন্ত রাজার দল, সমস্ত অন্তঃপুর, মন্ত্রীরা, রাজপুরুষরা (অথবা সমাগত রাজবৃন্দের ভৃত্যরা), তরুণী বারবধূরা, ছেলেবুড়ো সবাই—গয়লা-রাখাল পর্যন্ত। চাঁদের উদয়ে সমুদ্রের মত প্রতিমুহূর্তে বাড়তে লাগল শব্দে শব্দে শব্দময় রাজপুত্রের জন্ম-মহোৎসব।

এদিকে রাজা—মনটি ছটফট করছে ছেলের মুখ দেখার মহোৎসবের জন্যে, কিন্তু উপায় নেই—জ্যোতিষীদের বিধান অনুযায়ী দিনক্ষণ দেখে প্রশস্ত মুহূর্তে, সমস্ত পরিজনদের নিষেধ করে, কেবলমাত্র শুকনাসকে সঙ্গে নিয়ে দেখতে এলেন আঁতুড়ঘর।

কি সুন্দর তার দুয়ারটি ! (দু'পাশে) রাখা হয়েছে একজোড়া মণিময়

মঙ্গল-কলস। সুন্দর করে আঁকা রয়েছে অনেক পুতুল।[৪৮] নানান গাছের গাদা-গাদা নতুন পাতা ঘেঁষ-ঘেঁষ গেঁথে টাঙানো। কাছেই রাখা হয়েছে একজোড়া সোনার লাঙ্গল আর মুষল। কচি দূর্বার পল্লব দিয়ে—মাঝে মাঝে এক একটা শাদা ফুল-গাঁথা মালা দিয়ে সাজানো। একটি অক্ষত বাঘের চামড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওপরে টাঙানো রয়েছে একটি বন্দনমালা।[৪৯] তার মধ্যে-মধ্যে-ঘুণ্টি-দিয়ে দিয়েছে।

কুলাচারে নিপুণ ছেলের-মা এয়োরা সব সেই ঘরের মধ্যে কত কি সব আঁতুড়ঘরের মঙ্গল-মণ্ডনের কাজে ব্যস্ত। কেউ কেউ কপাটের দুপাশে, কুসুমফুলের কেশরের টুকরো মাখানো লাল গোবরের দাগ কেটে-কেটে, ওপরে চিৎ-করা কড়ি বসিয়ে-বসিয়ে উঁচু-নিচু (এবড়ো-খেবড়ো) করে; কাপাসফুলের টুকরো নানান রঙে চমৎকার করে রাঙিয়ে তাই মধ্যে-মধ্যে সাজিয়ে; চিত্র-বিচিত্র স্বস্তিকের পর স্বস্তিকের আলপনা রচনা করছে। কেউ গড়ছে হলুদের রসে ছোপানো টুকটুকে-হলুদ-কাপড়-পরা ষষ্ঠী-ঠাকরুণ। কেউ তৈরি করছে কার্তিক—ছড়ানো পেখমে মস্ত ময়ূরের ছাড়ালো-পিঠে চড়া, লাল কাপড়ের পতাকাটি ফুরফুরিয়ে উড়ছে, শক্তি-অস্ত্রটি উঁচিয়ে দেখতে লাগছে ভয়ংকর। কেউ আঁকছে চাঁদ-সূর্য্যি—মধ্যিখানটা একতাল আলতা দিয়ে লাল করে। কেউ সাজাচ্ছে মালার মত করে এত এত মাটির গুলি—কুংকুমের গোলা দিয়ে পিঙ্গল করে রাঙানো; ওপরে পোঁতা সোনার সব যবদানা, তাইতে মনে হচ্ছে যেন কাঁটা-কাঁটা, ঘন করে লাগানো শ্বেতসরষের রাশ—যেন সোনার জলে খচিত—মাটির গুলি তো নয়, যেন সোনা-রং কাঁটা-কাঁটা কদমফুলের মালা। চন্দনের জলে শাদা-করা দেয়ালের ওপরদিকটায় কেউ পর পর সাজিয়ে রাখছে শরা—পাঁচরঙে রাঙানো টুকরো-টুকরো কাপড় দিয়ে চিহ্ন-করা, হলদেটে পিটুলি-গোলা[৪৯] দিয়ে ছোপ দেওয়া। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দরজার কাছে বাঁধা রয়েছে একটা বুড়ো ছাগল—হরেক রকম সুগন্ধি ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। বিছানার মাথার দিকটায় গোটা (অথবা সবরকম) ধানের মধ্যিখানে বসিয়ে রাখা হয়ে একজন ভবিষ্যদুক্ত বৃদ্ধাকে। সাপের খোলস আর ভেড়ার শিঙের গুঁড়ো ঘিয়ে চুবিয়ে পোড়ানো হচ্ছে অনবরত। আগুনে পোড়ানো হচ্ছে নিমপাতা, তাই থেকে ধোঁয়া আর গন্ধ বেরুচ্ছে, যা (বাচ্চা এবং প্রসূতির) রক্ষার জন্যে প্রয়োজন। ব্রাহ্মণেরা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে-করতে চারিদিকে ছিটোচ্ছে ফোঁটা-ফোঁটা শান্তিজল। সদ্য-আঁকা ৺মায়ের পটের পুজোয় ব্যস্ত ধাত্রীরা। অনেক বুড়ি মিলে শুরু করেছে সূতিকামঙ্গলগীত—বেশ লাগছে শুনতে। স্বস্ত্যয়ন চলছে। শিশুর রক্ষার জন্যে দেবতাদের নৈবেদ্য দেওয়া হচ্ছে। শ'য়ে-শ'য়ে শাদাফুলের মালা গাঁথা হচ্ছে। থামা-না-দিয়ে পড়া হচ্ছে বিষ্ণুর সহস্রনাম। নির্মল সোনার দণ্ডে রাখা মঙ্গলপ্রদীপগুলি নিশ্চল শিখায় যেন (ছেলের) শত-শত কল্যাণ ধ্যান করতে-করতে আলো করে তুলেছে ঘরখানি। চারধার ঘিরে পাহারা দিচ্ছে খাপখোলা তলোয়ার হাতে রক্ষীপুরুষরা।

জল এবং আগুন স্পর্শ করে (রাজা শুকনাসের সঙ্গে) প্রবেশ করলেন।

প্রবেশ করে দেখলেন, প্রসবে অত্যন্ত ক্ষীণ ও পাণ্ডুর-মূর্তি বিলাসবতীর কোলে তাঁর ছেলে; তাঁর আনন্দ। অঙ্গের আলোর রাশিতে ম্লান করে দিয়েছে সূতিকাঘরের

প্রদীপের প্রভা। গর্ভের লালিমা এখনো ঘোচে নি; তাই দেখাচ্ছে যেন উদয়কালের লাল-টুকটুকে সূর্য কিম্বা পশ্চিমসন্ধ্যার রাগে রাঙা চাঁদ। যেন কল্পতরুর পল্লব—এখনো শক্ত হয় নি। যেন ফুটন্ত একরাশ লালপদ্ম। যেন মঙ্গলগ্রহ—পৃথিবী দেখতে নেমে এসেছে। হাত-পাগুলি তৈরি যেন প্রবালের কচিপাতার পাপড়ি দিয়ে, সকালের রাঙারোদের ফালি দিয়ে, পদ্মরাগের রশ্মি দিয়ে। সে যেন কার্তিক—(বাকি) পাঁচটি মুখ এখনো বেরোয় নি। যেন ইন্দ্রের কুমার—স্বর্গের কোন মেয়ের হাত ফসকে পড়ে গেছে। উত্তম তপ্তকাঞ্চনের মত ঝলমল অঙ্গপ্রভায় ভরিয়ে দিয়েছে শয়নঘর। সহজাত অলংকারের মত ফুটে উঠেছে মহাপুরুষের যত লক্ষণ। 'ভবিষ্যতে এ আমাকে পালন করবে'—এই ভেবে খুশি হয়ে লক্ষী যেন তাকে জড়িয়ে ধরে রয়েছেন।

বড়-বড়-হয়ে-যাওয়া স্নেহ-ভরা চোখ দিয়ে রাজা দেখতে লাগলেন তাঁর ছেলের মুখ। চোখের পলক পড়ে না, স্থির। বার বার মুছে ফেলছেন, বার বার ভেসে যাচ্ছে আঁখিতারা আনন্দাশ্রুধারায়। যেন পান করছেন, কথা বলছেন, হাত বুলোচ্ছেন···কতদিনের কত চাওয়ার পরে আজ পেয়েছি তোর দেখা···আশ যেন আর মেটে না···কি আনন্দ; কি আনন্দ, ধন্য আমি······

এদিকে শুকনাস—তাঁরও পূর্ণ হয়েছে মনের সাধ—ধীরে ধীরে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাল করে দেখে আনন্দ-বিস্ফারিত-লোচনে রাজাকে বললেন, 'দেখুন দেখুন মহারাজ, জঠরে গুটিয়ে-সুটিয়ে থাকার দরুণ খোকার সব অঙ্গের সৌন্দর্য যদিও এখনো ভাল করে ফোটে নি, তবু চক্রবর্তীর লক্ষণগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছে, এ-ছেলে সামান্য নয়। দেখুন এর গোধূলি-রাঙা ছোট্ট চাঁদের-কলার মত কপালটিতে ঝিকমিক করছে কচিপদ্মের-নাল-ভাঙা সুতোর মত সরু লোমের ঘূর্ণি। বাঁকা-পক্ষ্ম কান-পর্যন্ত-টানা-টানা ফোটা শ্বেতপদ্মের মত শাদা দুটি চোখ—বার বার খুলে যাচ্ছে, আর যেন শাদায় শাদা করে দিচ্ছে শয়নঘর। সুবর্ণ-রেখার মত এই নাকটি অনেকটা নেমে এসে যেন শুঁকছে ফুটন্ত পদ্মকুঁড়ির গন্ধের মত মনোহর এর মুখের সহজ সুগন্ধ। কি সুন্দর এর নিচের ঠোঁটটি[৪৯]—ঠিক যেন একটি রক্তপদ্মের কুঁড়ি। হাত দুটি যেন ভগবান্ নারায়ণের হাত—শঙ্খ-চক্র-চিহ্নিত প্রশস্ত-রেখা-আঁকা চেটো দুটি টুকটুক করছে যেন লালকমলের কলি। কল্পতরুর কচিপল্লবের মত কোমল; ধ্বজ-রথ-অশ্ব-ছত্র-কমলের রেখায় ভূষিত পা দু'খানি হাজার-হাজার রাজার অজস্র চূড়ামণি বুলিয়ে দেওয়ার যোগ্য। আর কাঁদছে যখন, শুনুন; দুন্দুভির মত কি গুরুগম্ভীর এর কণ্ঠস্বর।

শুকনাস এই রকম বলতে বলতেই—দরজায় দাঁড়িয়ে-থাকা রাজারা তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিলেন—দৌড়ে এসে ঢুকল মঙ্গলক নামে একটি লোক। আনন্দে তার সারা গায়ে লোম খাড়া হয়ে উঠেছে, চোখ এই বড়-বড়, মুখে খুশি আর ধরে না—রাজার পায়ে প্রণাম করে জানাল—মহারাজ, দিষ্ট্যা বর্ধসে (কন্‌গ্রাচুলেশন! সুখবর!), আপনার শত্রুরা পরাস্ত, দীর্ঘজীবী হোন, পৃথিবী জয় করুন। আপনার অনুগ্রহে মহামান্য শুকনাসেরও মনোরমা নামে জ্যেষ্ঠা ব্রাহ্মণীর একটি পুত্র হয়েছে—রেণুকার যেমন পরশুরাম।[৫০] শুনে এখন মহারাজ যা করেন।

তখন রাজা অমৃতবৃষ্টির মত সেই কথা শুনে আনন্দে চোখ বড়-বড় করে বললেন,

আহা! একটির পর একটি কল্যাণ! লোকে যে বলে, বিপদের পিছু-পিছু বিপদ আসে, আর সম্পদের পিছু-পিছু সম্পদ—তা দেখছি সত্যি। তুমি যেমন আমার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হয়ে, কি সুখে কি দুঃখে আমার অনুগত হয়ে রয়েছ; তেমনি বিধিও দেখছি আমাদের দুজনকে সমান সুখ-দুঃখ দিয়ে আমার প্রতি আনুগত্য দেখাল।[৫১] এই বলে প্রীতিবিকসিত মুখে শুকনাসকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করে হাসতে হাসতে নিজেই পূর্ণপাত্র কেড়ে নিলেন, কেড়ে নিলেন তাঁর উত্তরীয়টি। আর খুশিমনে সেই লোকটিকে তার সুখবরের উপযুক্ত অপরিমিত পারিতোষিক দিতে আদেশ করলেন।

তারপর রাজা যেমন ছিলেন তেমনই উঠে চললেন শুকনাসের বাড়ি। তার সঙ্গে চলল অন্তঃপুরের মেয়েরা। তাদের পা পড়ছে, হাজার-হাজার নূপুর ঝমঝমিয়ে উঠছে, আর শব্দে ভরে যাচ্ছে দিক্-দিগন্তর। সোল্লাসে ছুড়ছে লতার মত হাতগুলি, ঝনঝনিয়ে বেজে উঠছে চঞ্চল মণির চুড়ির গোছা। উঁচু-করা চিৎ হাতগুলি—দেখাচ্ছে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে-আনা আকাশগঙ্গার পদ্মিনী। কর্ণপল্লবগুলি ছড়িয়ে মাড়িয়ে একাকার। এর সঙ্গে ওর অঙ্গদের ঠোকাঠুকিতে রেশমী ওড়না বিঁধে ছিঁড়ে যাচ্ছে। ঘামে অঙ্গরাগ ধুয়ে গিয়ে চীনে-কাপড়ে ঐ লেগে গেল রং। তিলক (মুছতে মুছতে) প্রায় উধাও। চঙী বারবধূদের হাসি ঝলকে-ঝলকে ছড়িয়ে পড়ে দেখাচ্ছে যেন একটি আঁখি-মোদে-নি শ্বেতকুমুদের বন। লম্ফঝম্পের চোটে হারগাছি খসে গিয়ে দুলতে দুলতে আছড়াচ্ছে বুকের ওপর। কুচোচুলগুলো উড়ে-উড়ে এসে পড়ে এলোমেলো করে দিচ্ছে সিঁদুরের টিপ। মুঠো-মুঠো ছড়ানো আবীরের ধুলোয় রাঙা হয়ে যাচ্ছে চুলের রাশ। নেচে-নেচে আত্মহারা—এগিয়ে চলেছে বোবা-কালা-কুঁজো-খুদিরাম-বেঁটে-হাবাগোবার দল। বুড়ো কঞ্চুকীদের গলায় উড়নি বেঁধে টান দিয়ে রগড় হচ্ছে। সবাই জোরে-জোরে সুরেলা মধুর কণ্ঠে গান করছে বীণা বাঁশি মুরজ করতালের তালে তালে। আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই। সবাই যেন মাতাল, যেন পাগল, যেন ভূতে পেয়েছে, কী বলছে কী না-বলছে কিছু হুঁস নেই। নাচছে তো নাচছেই··· গাইছে তো গাইছেই···আমোদ করছে তো করছেই···

আর রাজার সঙ্গে চলল তাঁর পরিজনেরা। মণিকুণ্ডল দুলতে-দুলতে ঘা দিচ্ছে চওড়া গালে। কানের পদ্মগুলি হেলছে-দুলছে। মাথার শেখর খসে পড়ে যাচ্ছে নিচে। টেরচা করে পরা ফুলের মালা[৫২] দুলছে। উদ্দাম বাজছে ভেরী মৃদং মাদল পটহ আর নেই সঙ্গে যোগ দিচ্ছে জয়ঢাক আর শাঁখের আওয়াজ, তাতে আরোই বেড়ে উঠছে উত্তেজনা। পায়ের দাপে পৃথিবীটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল বুঝি······

আর, রাজার সঙ্গে-সঙ্গে চলল চারণের দল, নাচতে শুরু করে দিয়ে, হরেক-রকম মুখ-বাদ্য বাজিয়ে মহাসোরগোল তুলে······বলছে গাইছে লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে!

শুকনাসের বাড়ি পেঁছে রাজা দ্বিগুণ উৎসব করালেন।

ছ'রাতের রাত জাগতে হয় (আঁতুড়ে), সেটি শেষ হল। দশদিনের দিন, শুভক্ষণে রাজা ব্রাহ্মণদের দান করলেন কোটি-কোটি সোনা আর গরু আর 'স্বপ্নে দেখেছিলাম এর মায়ের পদ্মমুখে প্রবেশ করছে পূর্ণিমার চাঁদ' এই ভেবে সেই স্বপ্ন অনুসারেই তার নাম রাখলেন চন্দ্রাপীড় (চাঁদ যার মাথার আপীড় বা শেখর)।

পরের দিন শুকনাসও ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত ক্রিয়াকর্ম করে রাজার সম্মতি নিয়ে ছেলের বিপ্রোচিত নাম রাখলেন—বৈশম্পায়ন।

ক্রমে ক্রমে চূড়াকরণ[৫৩] প্রভৃতি যা যা ক্রিয়াকর্ম আছে সব করা হল। কেটে গেল চন্দ্রাপীড়ের শৈশব।[৫৪]

খেলায় মেতে (পড়ার ব্যাঘাত) যাতে না হয়, তাই তারাপীড় নগরের বাইরে শিপ্রার ধারে দেবগৃহের মত দেখতে আধ-ক্রোশ লম্বা একটি বিদ্যামন্দির তৈরি করালেন। তার চারপাশ ঘিরে বিরাট প্রাকার—চুনকামে শাদা, যেন সার-সার হিমালয়ের চূড়ো। প্রাকার ঘেঁষে গোল করে রইল বেশ বড় একটি পরিখাবলয়। অত্যন্ত মজবুত দরজা দিয়ে আটঘাট সব বন্ধ করা—খোলা রইল শুধু একটিমাত্র প্রবেশের পথ। একদিকে তৈরি হল ঘোড়া এবং ঘোড়াগাড়ির আস্তাবল। নিচে ব্যায়ামশালা। তারপর অতি যত্ন করে খুঁজে-খুঁজে এনে জড় করলেন সমস্ত বিদ্যার আচার্যদের। তারপর শুভদিনে চন্দ্রাপীড়কে বৈশম্পায়নের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে—যেন খাঁচার মধ্যে সিংহের বাচ্চাকে পুরে—সমর্পণ করলেন আচার্যদের হাতে[৫৫]। বেরোন চলবে না। সঙ্গী বলতে বেশির-ভাগই রইল শুধু শিক্ষকদের পুত্রেরা এবং সদ্বংশীয় কুমারেরা। যাতে সে ছেলেবয়সের যতোসব খেলার দারুণ নেশা ঘুচিয়ে, অন্য কোনদিকে মন না দিয়ে, সমস্ত রকমের বিদ্যা শিখতে পারে। অবশ্য প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে উঠে বিলাসবতীর সঙ্গে, অল্প কয়েকটি পরিজন নিয়ে সেখানে গিয়ে তাকে দেখে আসতেন রাজা—একদিনও বাদ যেত না।

রাজার দ্বারা এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে চন্দ্রাপীড়ও অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করে ফেলল, কেননা তার মন ছিল একাগ্র, আর শিক্ষকরাও শিক্ষাদানে যে-যার নিজের নৈপুণ্য প্রকাশ করছিলেন, ভাল ছাত্র পেয়ে তাঁদের উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল। পরিষ্কার ঝকঝকে মণিদর্পণের মতই তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হল খুঁটিনাটি সমেত সমস্ত কলাবিদ্যা। যেমন ধর এই—ব্যাকরণে, মীমাংসায়, ন্যায়ে, স্মৃতিতে, রাজনীতির নানান শাখায়, ব্যায়ামবিদ্যায়, ধনু-চক্র-ঢাল-অসি-শক্তি-তোমর-কুঠার-গদা প্রভৃতি প্রত্যেকটি আলাদা-আলাদা অস্ত্রে, রথচালনায়, গজারোহণে, ঘোড়াচড়ায়, বীণা বাঁশি মুরজ করতাল দর্দুরপুট (ব্যাং-বাদ্যি?) প্রভৃতি বাজনায়, ভরত প্রভৃতির প্রণীত নৃত্যশাস্ত্রে, নারদ প্রভৃতির প্রণীত বিভিন্ন সঙ্গীত-শাস্ত্রে, হস্তিশিক্ষণে,[৫৬] ঘোড়ার বয়স নির্ণয় করার বিদ্যায়; লক্ষণ-দেখে-মানুষটি-কেমন বুঝতে-বলতে পারার বিদ্যায় (অর্থাৎ সামুদ্রিক শাস্ত্রে) ছবি-আঁকায়, পত্রচ্ছেদ্যে[৫৭] পুঁথি-তৈরিতে[৫৮], হস্ত-লিপিতে[৫৯], সমস্ত রকম জুয়ো খেলায়, গন্ধ-বিদ্যায়[৬০]; পাখির ডাক শুনে ভাল-মন্দ বলতে পারার বিদ্যায়, গ্রহ-গণিতে[৬১], রত্ন-পরীক্ষায়, কাঠের কাজে, হাতির-দাঁতের কাজে, বাস্তুবিদ্যায়[৬১], আয়ুর্বেদে, মন্ত্র (পা, যন্ত্র) প্রয়োগে, বিষ-চিকিৎসায়, সুড়ঙ্গ খুঁড়তে, সাঁতার দিতে, ডিঙোতে (বা বাইতে), লাফ দিতে, চড়তে; প্রেম করতে, ইন্দ্রজালে, উপন্যাসে; নাটকে; গল্পে, কাব্যে; মহাভারত-পুরাণ-ইতিহাস-রামায়ণে, সমস্ত রকমের লিপিতে, সব কটি উপভাষায়[৬২]; সব রকমের সঙ্কেতে (ঠারে-ঠোরে), সব রকমের শিল্পে, ছন্দে, আরো নানান রকমের কলাবিদ্যায় যার-পর-নাই পারদর্শী হল।

এইরকম সর্বক্ষণ অভ্যাস করতে-করতে সেই অল্পবয়সেই তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে

দেখা দিল ভীমের মতন সব্বাইকে তাক-লাগানো অসাধারণ শারীরিক শক্তি। এমনি খেলতে খেলতেই সে যদি হাত দিয়ে হাতির বাচ্চাগুলোর লম্বা-লম্বা পাতার মত কান টেনে ধরে তাদের হেঁট করে ফেলত, তাহলে তারা আর নড়তে-চড়তে পারত না। যেন তাদের ওপর চড়াও হয়েছে একটা সিংহের বাচ্চা। তলোয়ারের এক এক কোপে কেটে ফেলত এক একটা তালগাছ—যেন মৃণালদণ্ড। সব ক্ষত্রিয়বংশ-বনের দাবানল পরশুরামের মতই তার লোহার বাণগুলো পাহাড়ের পাথরের চাঁই ফাটিয়ে দিত। দশটা মানুষ মিলে (তবে) বইতে পারে এমন একটা লোহার দণ্ড দিয়ে সে ব্যায়াম করত।

(এই) অসাধারণ শারীরিক শক্তি ছাড়া আর সব বিদ্যাতেই বৈশম্পায়ন ছিল তার জুড়ি। এই বৈশম্পায়নের সঙ্গেই সে একসঙ্গে ধুলো-খেলা করেছে, একসঙ্গে বড় হয়েছে। সমস্ত রকম কলাবিদ্যাই জানে-শোনে বলে চন্দ্রাপীড়ের শ্রদ্ধাও তার প্রতি অগাধ, আর শুকনাসের প্রতিও তার (অর্থাৎ চন্দ্রাপীড়ের) ছিল (অসাধারণ) গৌরব-বোধ। এইসব কারণে বৈশম্পায়ন হয়ে উঠল চন্দ্রাপীড়ের অতি অন্তরঙ্গ অতি বিশ্বাসী পরম বন্ধু—যেন তার দ্বিতীয় হৃদয়। তাকে ছেড়ে একলা-একলা এক পলকও সে থাকতে পারত না। বৈশম্পায়নও সূর্যের পেছন-পেছন দিনের মত সর্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত—এক মুহূর্তও ছাড়ত না।

এইভাবে চন্দ্রাপীড় সব রকমের বিদ্যা সড়গড় করছে, এমন সময়—

ত্রিভুবন, লুভিয়ে-তোলা,
সবার-হৃদয়ে-নয়নে-আনন্দ-জাগানো,
মনে রং লেগেছে তাই নানান রকম ভাব আসে-যায় আসে-যায়,
পুষ্পধনুর প্রহরণ,
প্রথম রং লাগার অভিব্যক্তিতে বড় সুন্দর,
বিবিধ লাস্যবিলাসের উপযুক্ত,
প্রথম-যৌবন আবির্ভূত হল।
চন্দ্রাপীড় সুন্দরই ছিল; এই প্রথম-যৌবন তাকে আরো সুন্দর করে তুলল—

যেমন অপরূপ সমুদ্র অপরূপতর হয়ে ওঠে ত্রিভুবন-লুভিয়ে-তোলা সুধারসে।
রমণীয় সন্ধ্যা হয় রমণীয়তর যখন সবার হৃদয়ে আনন্দ জাগিয়ে ওঠে চাঁদ।

সুন্দর বর্ষা সুন্দরতর হয়ে ওঠে, যখন দেখা দেয় হাজার-রঙে-ভাঙা প্রকাণ্ড বঙ্কিম ইন্দ্রধনু।

মনোহর কল্পতরুকে আরো মনোহর করে ধরে ফুল—ফুলশরের ফুল—শর হবে বলে।

রম্য পদ্মবনকে রম্যতর করে ওঠে সূর্য—অভিনব লালিমায় অপরূপ।

অপূর্ব ময়ূর যেমন তোলে অপূর্বতর পেখম—কত রকম নাচের রঙ্গ দেখাবে বলে।[৬৩]

অনঙ্গ এগিয়ে এল চন্দ্রাপীড়ের কাছাকাছি, যেন সেবক—এতদিন পরে সুযোগ পেয়েছে। রূপের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ল ছাতি।[৬৪] আত্মীয়বর্গের প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গে পুরল দণ্ডের মত উরু দুটি। শত্রুজনের সঙ্গে সঙ্গে কৃশ হয়ে গেল কটিদেশ।

ঔদার্যের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠল নিতম্ব। প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হল রোমরাজি। শত্রু-রমণীদের অলক-লতার[৬৫] সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘ হল বাহু দুটি। চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র হল যুগল-আঁখি। আজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে গুরু (অলঙ্ঘ্য, ভারী) হল হাতের চুড়ো—কাঁধ। কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর (গভীর) হয়ে উঠল হৃদয়।

এইভাবে ক্রমে রাজা যখন দেখলেন, চন্দ্রাপীড় এখন যৌবনে পা দিয়েছে, সমস্ত কলা বিজ্ঞান শেষ করেছে, পড়েছে সমস্ত বিদ্যা, আচার্যরাও অনুমতি দিয়েছেন, তখন বলাহক নামে তাঁর সেনাপতিকে ডেকে প্রচুর অশ্ব এবং পদাতিসৈন্য সঙ্গে দিয়ে প্রশস্ত দিন দেখে পাঠিয়ে দিলেন তাকে নিয়ে আসার জন্যে।

সে বিদ্যাভবনে গেল। দ্বাররক্ষীরা চন্দ্রাপীড়কে জানালে পর, প্রবেশ করে চূড়ামণি-মাটি-ছুঁই-ছুঁই মাথা নুইয়ে প্রণাম করে, রাজপুত্র অনুমতি করলে পর নিজের পদের যোগ্য আসনে এমন বিনয়-সহকারে বসল, যেন রাজার সামনে বসেছে। একটুখানি বসেই বলাহক চন্দ্রাপীড়ের কাছে এগিয়ে এসে নিবেদন করল—

কুমার, মহারাজ জানাচ্ছেন—

আমাদের মনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। তুমি শাস্ত্র পড়েছ; সব কটি কলা শিখেছ, সমস্ত রকম অস্ত্রবিদ্যায় যার-পর-নাই নৈপুণ্য লাভ করেছ। সমস্ত আচার্যেরা তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন বিদ্যাভবন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য। শিক্ষা শেষ করে বন্ধন-স্থান থেকে যেমন বেরিয়ে আসে তরুণ গন্ধগজ, তেমনি তুমিও শিক্ষান্তে বেরিয়ে আসছ; ষোলকলায় (আ, সব কটি কলা নিয়ে) যেমন ওঠে নতুন পূর্ণিমার চাঁদ, তেমনি সব কটি কলা আয়ত্ত করে সদ্য বেরিয়ে আসছ তুমি—তোমাকে দেখুক সবাই। কতকাল ধরে তোমাকে দেখবে বলে উৎসুক হয়ে রয়েছে সবার আঁখি—তারা[৬৬] এখন সার্থক হোক। সমস্ত অন্তঃপুর আকুল, অধীর তোমাকে দেখার জন্যে। এটি হল তোমার বিদ্যাভবন-বাসের দশম বছর, ঢুকেছিলে যখন তোমার ছ'বছর চলছিল। সব মিলিয়ে এখন তুমি বাড়ন্ত ষোল-বছরেরটি হয়েছ। তাই আজ থেকে তুমি মুক্ত হলে (তোমার ওপর থেকে সব নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হল), বেরিয়ে এসে দর্শনোৎসুক সব মায়েদের দর্শন দাও; গুরুজনেদের অভিবাদন কর; যেমন খুশি ভোগ কর রাজ্যসুখ এবং নবীন যৌবনের আনন্দ-লহরী। রাজাদের সম্মান কর, ব্রাহ্মণদের পুজা কর, প্রজাদের সর্বতোভাবে পালন কর; আত্মীয়স্বজনদের আনন্দ দাও।

আর, মহারাজ পাঠিয়ে দিয়েছেন এই ঘোড়াটি—দরজায় দাঁড়িয়ে আছে—এর নাম ইন্দ্রায়ুধ, তিন ভুবনে এমন রত্ন আর নেই। ছোটে কি! যেন হাওয়া। যেন গরুড়! ত্রিভুবনের এক আশ্চর্য জিনিস বলে পারস্য-রাজ এটিকে মহারাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন, এই বার্তা দিয়ে, 'এই অশ্বরত্নটি আমি পেয়েছি। এ অযোনিসম্ভব, সমুদ্রের জল থেকে উঠে এসেছে। এ মহারাজেরই আরোহণের যোগ্য।' যাঁরা লক্ষণ চেনেন, তাঁরা দেখে বলেছিলেন; 'উচ্চৈঃশ্রবার যেসব লক্ষণ শুনেছি; এ-ঘোড়ার মধ্যে সেইগুলি রয়েছে। এরকম ঘোড়া হয়ও নি, হবেও না।' সুতরাং অনুগ্রহ করে আপনি এ ঘোড়াটিতে চড়ুন। মহারাজ এই সঙ্গে আরো পাঠিয়েছেন আপনার পরিচর্যার জন্যে এক হাজার রাজপুত্র—অভিষিক্ত রাজবংশে তাঁদের জন্ম। সকলেই বিনয়ী; বীর, সুন্দর,

কলাবিদ্ এবং বংশপরম্পরায় অনুগত। এঁরা ঘোড়ায় চড়ে, আপনাকে প্রণাম করার জন্যে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে দরজায় অপেক্ষা করছেন।

এই বলে বলাহক চুপ করলে চন্দ্রাপীড় পিতার আদেশ মাথা পেতে নিয়ে, (বিদ্যা-মন্দির) ছেড়ে চলে আসতে মনস্থ করে নবীন মেঘের ধ্বনির মত গম্ভীর স্বরে বলল, 'ইন্দ্রায়ুধকে নিয়ে এস।'

বলামাত্রই তাকে নিয়ে আসা হল। তখন চন্দ্রাপীড় দেখল সেই অশ্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রায়ুধকে—

দুজন লোক দু'দিক থেকে লাগামের সোনার কড়া দুটো ধরে, টেনে আনার জন্যে প্রতিপদে হিমসিম খেতে-খেতে, তাকে টানতে-টানতে নিয়ে আসছে। কি প্রকাণ্ড! একটা লোক হাত উঁচু করে দাঁড়ালে তবে তার পিঠ ছুঁতে পারবে। সামনের সমস্ত আকাশটা যেন পান করে নিচ্ছে (বার বার মুখ হাঁ করে)। পেটের গর্ত কাঁপিয়ে, সৃষ্টির মধ্যেকার সব ফাঁক-ফাঁকা ভরিয়ে বার বার অতি কর্কশ হ্রেষারব করে উঠছে, যেন গরুড়কে বকছে, 'ঐ তো তোমার দৌড়, তা-ও এত গর্ব, ছি-হিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ।' বেগ আটকে ধরে রাখা হয়েছে বলে রাগে ফুলে উঠে ফোঁস-ফোঁস করছে বিকট নাকটা। মাথাটাকে সর্বক্ষণ একবার এই নামিয়ে আনছে, একবার ওই উঠিয়ে দিচ্ছে, যেন দেখে নিচ্ছে তিন ভুবনের চৌহদ্দিটা, লাফ দিয়ে ডিঙোবে কিনা, তাই—এত অহংকার নিজের গতিবেগের; (ও তো আমার কাছে কিছুই না, এই ভাবখানা)। সারা গায়ে ইন্দ্রধনুর মত নীল হলদে সবুজ লাল সব চিত্তির-কাটা—যেন হাতির বাচ্চার গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একটা লাল-রঙের কম্বল, কিম্বা শিবের ষাঁড়টি কৈলাসের গায়ে ঢুঁ মেরে-মেরে হরেক ধাতুর ধুলোয় রাঙা হয়ে এসেছে, কিম্বা হিমালয়ের মেয়ের সিংহটি—অসুরদের চাপ-চাপ রক্তের রেখায় টক-টক করছে কেসর।

যত বেগ একজায়গায় জড়ো হয়ে যেন মূর্তি ধরেছে—ইন্দ্রায়ুধ। নাকের পাটা অনবরত ফুলে-ফুলে উঠছে আর তার থেকে বেরিয়ে আসছে ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দ—যেন অতিবেগে (ছোটা) র দরুণ যত হাওয়া খেয়েছে, সব বার করে দিচ্ছে নাকের ফুটো দিয়ে। মুখের মধ্যে নাড়তে-নাড়তে খলবল করে উঠছে লাগামটা, তার ছুঁচলো আগার ঘষা লেগে বেরিয়ে আসছে লালা, তার ফেনার বুড়বুড়িগুলো উগরে দিচ্ছে—যেন সমুদ্রে থাকার সময় সেই যে আচ্ছা করে অমৃতরস খেয়েছিল, তারই এক একটি গণ্ডূষ। মুখটা অতিশয় লম্বা, একেবারে মাংস নেই, তাই মনে হচ্ছে যেন কুঁদে-বার-করা। দুটি কান—ডগা খাড়া হয়ে রয়েছে, নড়ে না, চড়ে না, মাথা ঘিরে লাগানো লাল-লাল মণি থেকে অজস্র ছটা বেরিয়ে এসে কানের ওপর পড়ে মনে হচ্ছে যেন লাল চামর লাগানো—চমৎকার। কাঁধটি কি সুন্দর। উজ্জ্বল সোনার শেকল দিয়ে তৈরি রাশগুলো ছড়িয়ে পড়েছে, লাক্ষার মত লাল লম্বা-লম্বা ঝাঁকড়া কেসর ঝুলছে দলমল্ দলমল্, যেন সমুদ্রে যখন ঘুরে বেড়াত তখন কাঁধে আটকে গিয়েছিল এত-এত প্রবালের পল্লব। সেজেছে একটি অরুণবর্ণ ঘোড়ার-সাজে[৬৭]—অতিশয় জটিল নক্সায় সোনার নানানরকম কারুকার্য করা, আঁকাবাঁকা, পদে-পদে ঝনাক-ঝনাক বেজে উঠছে রত্নমালা, বড়-বড় মুক্তোয় ভর্তি—যেন তারা-ভরা সন্ধ্যার রাঙিমা।

ঘোড়ার-সাজের মধ্যে বসানো মরকতমণির প্রভায় সবুজ হয়ে গেছে গা—সূর্যের

রথ থেকে খুলে গিয়ে একটি ঘোড়া কি আকাশ থেকে পড়ে গেল? অতিশয় তেজী, তাই, 'কি? আমাকে আটকে রাখা? যেতে দেবে না?'—এই রাগে প্রত্যেক লোমকূপ থেকে বর্ষণ করছে স্বেদ-জল-কণিকা-জাল—যেন সাগরের সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠতা ছিল সেই-সময়-লেগে-যাওয়া মুক্তোর রাশ। চওড়া-চওড়া খুরগুলো যেন নীলার পাদপীঠ, যেন অঞ্জন-শিলা দিয়ে তৈরি, সেই খুর অনবরত ফেলছে আর তুলছে, তার ঘায়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাচ্ছে মাটি, খুরের আগার বিকট শব্দ হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন মুরজ-বাজানো অভ্যেস করছে।

(ইন্দ্রায়ুধকে বিধাতা গড়েছে এমনি করে)—

উরুটা কুঁদে-কুঁদে বার করেছে, বুকটা চওড়া করে দিয়েছে, মুখটা চেঁচে-চেঁচে সরু করেছে, ঘাড়টা ছড়িয়ে দিয়েছে, পাশ দুটো খোদাই করেছে; জঘনটি করে দিয়েছে দ্বিগুণ।

সে যেন গতিতে গরুড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী, তিন-ভুবন-ভ্রমণে হাওয়ার সঙ্গী, উচ্চৈঃশ্রবার অংশাবতার, বেগ শিখতে মনের সঙ্গে এক ইস্কুলে পড়েছে।[৬৮]

সে যেন[৬৯] নারায়ণের এক পা—এক লাফে ডিঙিয়ে যেতে পারে সমস্ত পৃথিবী[৭০]।

সে যেন বরুণের হাঁস—ঘুরে বেড়ায় মানস-সরোবরে? মনের সমান বেগে ধেয়ে চলে।

যেন চৈত্রমাসের দিন—বিকশিত অশোকে-রাঙা? বিকশিত অশোকের মত রাঙা।

যেন ব্রতধারী—ভস্ম দিয়ে মুখে-আঁকা (ত্রি)পুণ্ড্র-রেখা? ভস্মের মত শাদা (রোম-) রেখা মুখে-আঁকা।

যেন পদ্মের বন—গাঢ় মধুতে কেসরগুলি পিঙ্গল? গাঢ় মধুর মত পিঙ্গল কেসর।

যেন গ্রীষ্মের দিন—কি লম্বা (বা দীর্ঘ-প্রহর), আর কি চড়া রোদ? কি লম্বা, কি প্রচণ্ড তেজ।

যেন সাপ—সদাগতি, অর্থাৎ হাওয়ার দিকে মুখ করে থাকে? সদা-গতি-অভিমুখ—ছুটলেই হয়।

যেন সমুদ্র-পুলিন—শঙ্খমালায় সাজানো।

যেন ভয় পেয়েছে—কান দুটো খাড়া।

যেন বিদ্যাধরদের রাজ্য—সম্রাট্ নরবাহন-(দত্তের) ভোগ্য[৭১]? সম্রাট্ নরের (চক্রবর্তী পুরুষের) বাহন হবার যোগ্য।

যেন সূর্যোদয়—সারা জগতের অর্ঘ পাবার উপযুক্ত? গোটা পৃথিবীটা দিলে তবে যদি তার যথার্থ মূল্য হয়।

চন্দ্রাপীড় খুবই ধীর প্রকৃতির, কিন্তু সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন এই ঘোড়ার পরাকাষ্ঠা, ঘোড়ারূপী এই সেরা জিনিসটি দেখে তারও হৃদয়কে ছুঁল বিস্ময়। এর আকার তো এ-লৌকিক নয়, ও-লৌকিক, অলৌকিক, তিনটি ভুবন মিলিয়ে যে রাজ্য তার মধ্যে একে মানায়। তার মনে হল—

বাসুকিকে মন্দরে জড়িয়ে বাঁই-বাঁই করে পাক খাইয়ে, মন্দর ঘুরিয়ে দেবদৈত্য মিলে সেই যে (অত কাণ্ড করে) সমুদ্র-মন্থন করেছিলেন; তা এই অশ্ব-রত্নটিকে তো

তোলেন নি, কি রত্ন তুললেন তাহলে শুনি ? আর সুমেরুর একখানা পাথরের চাঁইয়ের মত বিশাল এর পিঠে ইন্দ্র যদি না-ই চড়লেন, তাহলে ত্রিভুবনেশ্বর হয়ে তাঁর লাভটা কি হল ? সমুদ্র দেখছি ইন্দ্রকে দিব্বি ঠকিয়েছে—উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখেই তিনি হাঁ হয়ে গেলেন ? আর অ্যাদ্দিনেও বোধহয় এটি নারায়ণ-ঠাকুরের নজরে পড়ে নি; নইলে এখনো তাঁর গরুড়-চড়ার নেশাটি যায় না ?[৭২] আহা; বাবার রাজ্য-শ্রী দেখছি দেবরাজের সমৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে গেছে, যার ফলে সমস্ত ত্রিভুবনে দুর্লভ এমন সব রত্ন এসে তাঁর (ভোগের) উপকরণ হচ্ছে। এর চেহারা এত তেজী আর এত বলিষ্ঠ যে মনে হয় বুঝি এর মধ্যে কোন দেবতা আছে। সত্যি বলতে কি; চড়তে আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করছে। সাধারণ ঘোড়াদের কক্ষণো এমন মানুষের-পৃথিবীতে-বেমানান ত্রিভুবনকে-তাক-লাগানো চেহারা হয় না। দেবতারাও তো শুনেছি, মুনিদের শাপে, নিজেদের শরীর ছেড়ে, অভিশাপ-বাক্যের প্রভাবে-এসে-উপস্থিত এইসব নানানরকম শরীর-ধারণ করেই থাকেন। এই তো শুনেছি, অনেকদিন আগে স্থূলশিরা নামে এক মহাতপা মুনি সমস্ত ত্রিভুবনের অলঙ্কার-স্বরূপা রম্ভা নামে এক অপ্সরাকে শাপ দিয়েছিলেন।[৭৩] সে স্বর্গ ছেড়ে একটা ঘোড়ার হৃদয়ে নিজেকে ঢুকিয়ে অশ্ব-হৃদয়া নামে একটি বিখ্যাত ঘোটকী হয়ে মৃত্তিকাবতীতে শতধন্বা নামে এক রাজার সেবা করে বহুকাল পৃথিবীতে বাস করেছিল। আরো কত বড়-বড় লোক মুনিঋষির শাপে সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে কতরকম শরীর-ধারণ করে এ-পৃথিবীতে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ-ও নিশ্চয় কোন শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষই হবে। আমার মন বলছে, এ দেবতা না হয়ে যায় না।

এইসব ভাবতে-ভাবতেই চন্দ্রাপীড় উঠে পড়ল আসন থেকে; ঘোড়ায় চড়তে ইচ্ছুক হয়ে। তার কাছে গিয়ে মনে-মনে তাকে উদ্দেশ করে বলল, মহাপুরুষ ! ঘোড়া ! তুমি যে হও আর সে হও, তোমাকে নমস্কার। তোমার ওপর চড়ে তোমার অমর্যাদা করছি, ক্ষমা কর সেই অপরাধ। না-চিনে দেবতাদেরও অনেক অন্যায় অপমান করে ফেলে লোকে।

ইন্দ্রায়ুধ যেন বুঝতে পারল তার মনের কথা। মাথা ঝাঁকিয়ে; ঝাঁকড়া কেসরের ঘায়ে তারা-কুঁচকে-যাওয়া-চোখের তারা টেরিয়ে তার দিকে তাকাল, ডান পায়ের খুরটি বার বার মাটিতে আঘাত করে, ধুলো উড়িয়ে পেটের লোমগুলো ধূসরিত করে, যেন তাকে চড়বার জন্যে আহ্বান করে, স্ফুরিত নাসার বিবর থেকে বেরিয়ে-আসা ঘড়ঘড় ধ্বনির সঙ্গে মেশানো মধুর অকর্কশ হুঙ্কারের পর হুংকার ছেড়ে অতি মনোহর হ্রেষারব করল।

সেই মধুর চিঁ-হিঁ-হিঁ-হিঁ রবেই যেন আরোহণের অনুমতি পেয়ে চন্দ্রাপীড় ইন্দ্রায়ুধে চড়ে বসল। চড়ে তার মনে হল, সমস্ত ত্রিলোকটা মাত্র এক-বিঘৎ। তারপর বেরিয়ে এসে সে দেখতে পেল যার-পর-নেই এক অশ্বসৈন্য। প্রলয়ের মেঘ থেকে ছাড়া-পাওয়া শিলাবৃষ্টির মত পরুষ; রসাতল বুঝি বিদীর্ণ হয়-হয় এমন কর্কশ খুরের শব্দে এবং খুরের ধুলোয় নাক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শুনতে বিকট হ্রেষারবে পৃথিবীর সমস্ত আকাশ বধির করে দিচ্ছে সেই অশ্বসেনা। লতার বনের মত উঁচোন বল্লম-গুলোর ওপরে রোদ (আ. যাঁর কিরণ মোটেই ঠাণ্ডা নয় সেই সূর্যের কিরণ) পড়ে

তাদের চকচকে ফলাগুলো ঝকঝক করে উঠছে, মনে হচ্ছে যেন আকাশটাকে বাহারে করে দিয়ে ভাসছে নাল-উঁচু-উঁচু নীলকমলের কুঁড়ির ঘন-বনে ছাওয়া একটি পুকুর। ময়ূর-পালকে তৈরি হাজার-হাজার ডাঁটি-উঁচু-করা ছাতায় আটটি দিকের মুখ অন্ধকার করে দিয়েছে সেই সেনা, মনে হচ্ছে যেন হাজার-হাজার মেঘের গা রঙ-বেরঙা করে দিয়ে চমক দিচ্ছে হাজার-হাজার ইন্দ্রধনু। উগরোতে-থাকা পুঞ্জ-পুঞ্জ ফেনায় শাদা হয়ে গেছে (ঘোড়াগুলোর) মুখ; আর তারা অনবরত হেলছে-দুলছে, একটুও স্থির হয়ে নেই—ফলে মনে হচ্ছে যেন প্রলয়পয়োধিজলের ঢেউগুলি সব একত্র এসে জড়ো হয়েছে।

চন্দ্রাপীড় যখন বাইরে বেরিয়ে এল, তখন সেই সমগ্র অশ্বাসেনা চন্দ্রোদয়ে বারিধির মত চঞ্চল হয়ে উঠল। 'কে আগে প্রণাম করিবেক দান তারি লাগি কাড়াকাড়ি'—তাড়াতাড়ি করে ছাতা সরিয়ে খালি মাথায় রাজপুত্রেরা তাকে ঘিরে ধরল, ঠেসাঠেসিতে ক্ষেপে-যাওয়া ঘোড়াগুলোকে সামলে রাখার চেষ্টায় হিমসিম খেতে-খেতে ; বলাহক এক-এক করে প্রত্যেকের নাম ডেকে-ডেকে ঘোষণা করতে লাগল, আর তারা মাথা ঝুঁকিয়ে-ঝুঁকিয়ে প্রণাম করতে লাগল—মাথা থেকে ঝলকে-ঝলকে লাল-লাল বেরিয়ে আসছে—ওগুলি কি ? হেলে-পড়া মুকুটের পদ্মরাগমণির ছটা ? উঁহু, অনুরাগ। ঐ কুঁড়ির মত—ওগুলি কি ? সেবার জন্য অঞ্জলিবদ্ধ হাত ? হ্যাঁ, আর সেই সঙ্গে, যেন (চন্দ্রাপীড়ের) যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্যে উপুড়-করা কলসের জলে লেগে-থাকা কমলকলি[১৪]।

চন্দ্রাপীড়ও তাদের সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান করে রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করল। পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে চলল বৈশম্পায়ন। রোদ যাতে না-লাগে, সেইজন্যে চন্দ্রাপীড়ের মাথায় ধরা হল—বড়-বড় থোক-থোক মুক্তোর-জালে-ঘেরা, ওপরে সিংহের চিহ্ন আঁকা, মস্ত-সোনার-ডাঁটি প্রকাণ্ড একটি ছাতা। ছাতাটিকে দেখাচ্ছিল যেন একটি শ্বেতপদ্ম—রাজলক্ষ্মীর বাস করার উপযুক্ত। যেন গোল চাঁদ—চারপাশে রাজপুত্রেরা সব কুমুদের বন। যেন অশ্বসেনার নদীতে একটি চড়া। যেন দুধসায়রের ফেনায় শাদা বাসুকির উজ্জ্বল ফণামণ্ডল। চন্দ্রাপীড়ের দু'দিকে ঢুলছিল সারি-সারি চামর, সেই হাওয়াতে নাচছিল তার কর্ণপল্লব। আগে-আগে ধেয়ে চলছিল বেশ কয়েক হাজার অনুচর পায়ে হেঁটে—বেশির ভাগই তরুণ বীরপুরুষ। তারা তার প্রশস্তি গাইছিল আর গাইছিল বন্দীরা—অনবরত উচ্চৈঃস্বরে মধুরকণ্ঠে 'জয় হোক'; 'দীর্ঘ-জীবী হোন,' এই সব মঙ্গল-শব্দে উচ্চারণ করতে-করতে।

ক্রমে-ক্রমে সে যখন নগরের পথে এসে পড়ল, তখন তাকে দেখে লোকের মনে হল, অনঙ্গ বোধহয় শরীর ফিরে পেয়ে নেমে আসছে। সবাই তখন সব কাজ ছেড়ে, চাঁদের উদয়ে জেগে-উঠতে-থাকা কুমুদবনের অনুকরণ করতে লাগল।

আমাদের এই (এক-মুখ সুন্দর) কুমার থাকতে, গুচ্ছের-কুমুদপারা মুখ নিয়ে যাচ্ছেতাই দেখতে কার্তিকটি এখন দেখছি কুমার শব্দটিতে চুনকালি মাখাচ্ছেন (অথবা তাঁর কুমার নামটিকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছেন)[১৫]। আহা, কত পুণ্য করেছিলুম রে আমরা, যে বুক-ভরা টলটলে ভালোবাসায় কুল-ছাপানো, কৌতূহলে-তুলে-মেলে ধরা

এই চোখজোড়া[৭৬] দিয়ে এই স্বর্গের রূপ দেখতে পাচ্ছি—কেউ বাধা দিচ্ছে না[৭৭]। আমাদের জন্ম নেওয়া সার্থক হল আজ। নমস্কার নমস্কার বার বার নমস্কার—চন্দ্রাপীড়ের সাজে এই ছদ্মবেশী পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ নারায়ণকে—এই সব বলতে-বলতে নগরবাসীরা হাতজোড় করে তাকে প্রণাম করতে লাগল। চারিদিকে বন্ধ কপাট খুলে-খুলে বেরিয়ে এল হাজার-হাজার জানলা। মনে হল চন্দ্রাপীড়কে দেখবে বলে নগর যেন হাজার-হাজার নয়ন মেলে দাঁড়াল।

তখন, 'সব বিদ্যে শিখে-পড়ে বিদ্যাভবন থেকে বেরিয়ে ঐ আসছে চ[ন্দ্রা]পীড়' এই খবর শুনে 'দেখি দেখি' করে গোটা নগরের মেয়েরা সাজগোজ আধখান। ফেলে রেখে সবাই একসঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ছাতে উঠল।

কারো-কারো বাঁ-হাতে আয়নাটি ধরা, দেখাচ্ছে যেন পূর্ণচাঁদের আলোয়-উজ্জ্বল পূর্ণিমার রাত। কেউ-কেউ সদ্য পা রাঙিয়েছে আলতায়, এখনো শুকোয় নি—দেখাচ্ছে যেন পদ্মলতা, পদ্মগুলি শুষে নিয়েছে সকালের সবটুকু রাঙা-রোদ। তাড়াহুড়ো করে যেতে গিয়ে কারো-কারো মেখলা-টেখলা খুলে গিয়ে কচি-পাতার মত পা দুখানিতে বেধে-বেধে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন পায়ে-শেকল-বাঁধা করিণী চলেছে ধীর-গমনে। কেউ কেউ ইন্দ্রধনু-রাঙা চমৎকার কাপড় পরেছে—মনে হচ্ছে যেন বাদলদিনের দিনলক্ষ্মী ইন্দ্রধনুতে-রাঙা অপরূপ আকাশটি পরে চলেছে। কেউ চলেছে পায়-পায়—পা দু-খানি যেন নূপুরের রিনিঝিনিতে আকৃষ্ট একজোড়া পোষা রাজহাঁসের বাচ্চা; এমনি তাদের নখের ঠিকরে-পড়া জেল্লা-জলুস (থরে-থরে সাজানো হাঁসের পালকের মত)। কারো-কারো বড়-বড়-মুক্তোর হারগাছি হাতেই রয়ে গেছে, (পরা আর হয় নি), যেন মদনবিনাশের শোকে হাতে-স্ফটিকের-জপমালা নেওয়া রতির অভিনয় করছে। কারো-কারো মুক্তাহার ঝুলছে দুটি বুকের মাঝখানে—যেন সন্ধ্যাশ্রী, একটি পরিষ্কার ঝির-ঝিরে স্রোতের দু'পাশে দুটি জোড়-ভাঙা চখা-চখী। কারো-কারো নূপুরের মণিরত্ন থেকে উঠেছে (রং-বেরঙা আলোর) ইন্দ্রধনু, কি সুন্দর লাগছে দেখতে, যেন পোষা ময়ূরীর দল ঘুরছে পায়-পায়। কেউ-কেউ অর্ধেক পান করেই ফেলে এসেছে রত্নের পানপাত্র—পল্লব-রাঙা টুকটুকে ঠোঁটগুলি থেকে এখনো যেন ঝরছে সেই মধু।

অন্যেরা মরকতের জানলার ফাঁক দিয়ে মুখ বার করে দেখতে লাগল—তাদের দেখাচ্ছিল যেন গগনবিহারিণী পদ্মিনীর মত—কুঁড়ির ঢাকনা খুলে চোখ মেলেছে যার কমলগুলি।

সবাই মিলে একসঙ্গে তাড়হুড়ো করে যেতে থাকায় হঠাৎ উঠল মেয়েদের গয়নার মনোহর রুনুঝুনু-রিনিঠিনি-টুং-টাং শব্দ—ধাক্কাধাক্কিতে বেজে-বেজে উঠছিল সে-সব মেয়ের হারের অত্যুজ্জ্বল মণিগুলি। সে-শব্দ বেড়ে উঠল তন্ত্রীর মধুর তাড়নে বাজতে-থাকা বীণার বিচিত্র ধ্বনিতে। সে-শব্দের সঙ্গে মিশল মেখলার ঝংকারে আকৃষ্ট গৃহসারসের ক্রেংকার। সে-শব্দের সঙ্গে এসে যোগ দিল—মেয়েদের স্খলিত চরণের আঘাতে মণিময় সোপানে যে গম্ভীর ধ্বনি উঠছিল তাইতে খুশি হয়ে অন্তঃপুরের ময়ূরেরা ডাকছিল—সেই কেকারব। নবীন-মেঘের গুরুগুরুর মত সেই ধ্বনিতে ভয়ে চঞ্চল হয়ে কোলাহল করছিল কলহংসের দল—সে-শব্দ কোমল হল সেই কোলাহলে।

সে-শব্দ যেন মকরধ্বজের বিজয়-ঘোষণা। প্রাসাদে-প্রাসাদে কক্ষে-কক্ষে সে-শব্দ তুলল প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি।

মুহূর্তের মধ্যে যুবতী, যুবতী আর যুবতীতে ভরে গিয়ে প্রাসাদগুলি যেন নারীময়, আলতা-পরা চরণকমলের বিন্যাসে মাটি যেন পল্লবময়, অঙ্গনাদের অঙ্গপ্রভার প্রবাহে নগর যেন লাবণ্যময়, মুখমণ্ডলে পরিপূর্ণ হয়ে আকাশ যেন চাঁদময়। রোদ-আড়াল করার জন্যে চিৎ করে মেলে ধরা হাতে-হাতে দিক্‌চক্রবাল যেন কমলবনময়, গয়নার ঝলমল-ঝলমলানিতে রোদ যেন ইন্দ্রধনুময়, আঁখির আলোর অফুরন্ত চমকে দিন যেন নীলোৎপলদলময় হয়ে উঠল। আগ্রহে-বড়-বড় অপলক চোখ মেলে দেখতে-দেখতে তাদের হৃদয় যেন হয়ে গেল দর্পণময়, জলময়, স্ফটিকময়—আর তার মধ্যে প্রবেশ করল চন্দ্রাপীড়ের (আশ্চর্য) রূপ (প্রতিবিম্ব হয়ে)।[৭৮]

রং ধরল সবার মনে। তখন তাদের মধ্যে যে-সব কথাবার্তা শুরু হল, সে বড় মধুর। তাতে ছিল ঠাট্টা, ছিল অন্তরঙ্গতা, ছিল ত্বরা, ছিল ঈর্ষা, ছিল মুচকি হাসি, ছিল হিংসে, ছিল ঢং-ঢাং, ছিল কামনা, ছিল স্পৃহা। যেমন এই—

তর যে সইছে না তোর, হুড়মুড়িয়ে চললি, আমার জন্যেও একটু দাঁড়া।

দেখবি বলে একেবারে পাগল হয়ে গেলি যে, ওড়নাটা নে, ধরু।

এত ছটফট ? একগোছা চুল যে মুখের ওপর এসে পড়ছে; সরিয়ে দে।

বোকা কোথাকার; চন্দ্রলেখাটা[৭৯] তুলে ধরু।

প্রেমে যে একেবারে অন্ধ হয়ে গেলি রে, (একটু দেখে-শুনে চলু) সাজানো ফুলের ওপর[৮০] পা যদি পিছলে যায়, পড়ে মরবি না ?

ওলো ও প্রেমে-বেহুঁস, এলো-চুলের রাশ বেঁধে নে।

চন্দ্রাপীড়কে দেখার নেশায় ও পাগলিনী, রশনার রাশি (খুলে পড়ে গেল যে) তুলে নে।

পাপিষ্ঠে, গালের ওপর কর্ণপল্লবটা দুলছে যে, তুলে ধরু।

বলি ও আনু-মনা (শূন্যহৃদয়ে) গজদন্তের কান-পাতাটা পড়ে গেল যে, কুড়িয়ে নে।

যৌবনোন্মত্তে, ঢেকে নে বুকের পাহাড়, লোকে দেখছে যে।

লজ্জার মাথা একেবারে খেয়েছিস দেখছি; কাপড় খসে পড়ছে যে, ঠিক করে নে।

আর ন্যাকা[৮১] সাজিস নে বাপু, দৌড়ে আয়।

কৌতূহলে যে মরে গেলি রে, আমাকেও একটু দেখতে দে।

তোর যে দেখি আশ আর মেটে না, আর কত দেখবি ?

তোর যে দেখি গলগল-ঢলঢল ভাব; পরিজনরা রয়েছে, একটু র' স' (=রয়ে-সয়ে ভাব দেখা)।

ওলো ও রাক্ষুসী, তোর ওড়না গেছে খসে, লোকে হাসাহাসি করছে।

বেশ তো প্রেমের ঠুলি পরেছিস চোখে; সখীদেরও আর তাকিয়ে দেখছিস না।

অনেক তো রং-ঢং দেখালি লো, মনটাকে শুধু-শুধুই কষ্ট দিলি, কি দুঃখেই না পরাণটা ধরে আছিস।

ওরে ও নেকী,[৮২] অতএব ছলছুতো করে দেখার দরকারটা কি ? সোজাসুজিই দেখু না, কেউ কিছু বলবে না।

বলি ও যৌবনবতী; তোমার বুকের চাপে আমি যে মলুম।

বাব্বাঃ, কি রাগ! আচ্ছা বাবা, তুমিই সামনে থাক।

হিংসুটে কোথাকার; একাই জানলা জোড়া করে থাকবি নাকি?

ওলো ও প্রেমে-আত্মহারা, যেটি গায়ে জড়াচ্ছ, ওটি আমার ওড়না, তোমার নয়।

অনুরাগের মদে একেবারে মাতাল হয়েছিস যে, সামলা নিজেকে।

ধৈর্য একেবারে জলাঞ্জলি? গুরুজনরা রয়েছেন সামনে, তবু দৌড়চ্ছিস?

তুই যে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিস না দেখছি, এত কেন আকুল হচ্ছিস রে?

এই হাবী; প্রেমের তাপে তোর গা-ময় লোম যে খাড়া হয়ে উঠল, লুকো লুকো।

তোর চালচলন তো মোটে সুবিধের নয় দেখছি—এত উতলা?

রঙ্গ দেখালি বটে! শরীর-গা এগিয়ে-বেঁকিয়ে কোমর টনটনিয়ে কত পরিশ্রমই না করলি, কিন্তু সব মিছে হল।

অন্যমনস্কে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিস, খেয়াল নেই!

কৌতূহলে-বুঁদ লো, নিঃশ্বাস ফেলতেও যে ভুলে গেলি!

ইচ্ছে-দিয়ে-রচা মানস-সমাগমের সুখরসে বিভোর হে নিমীলিতলোচনে, আঁখি-জোড়া খোলো, ও যে পেরিয়ে চলে যায়।

ফুলশরের শরের ঘায়ে মূর্চ্ছো তো গিয়েইছিস, এখন সূর্য্যির শর-প্রহার ঠেকাতে হবে তো; তাই বলছি, মাথায় ওড়নার আঁচলটা ঢেকে নে।

ওবু বাবা, তোকে দেখছি সতী-ব্রতের ভূতে পেয়েছে। দেখবার জিনিস না-দেখে কেন মিছে বঞ্চিত করছিস চোখ দুটোকে?

হতভাগী, পরপুরুষ না-দেখার ব্রত নিয়ে মরলি।

লক্ষীটি সই ওঠ্, সাক্ষাৎ ভগবান্ মকরধ্বজকে দেখ্, শুধু রতি নেই (পাশে) আর মকরটি আঁকা নেই ধ্বজে।

অয়্, শাদা ছাতার আড়াল থেকে ওঁর ভোমরা-কুচকুচে মাথায় (শাদা ধবধবে) মালতীফুলের শেখর দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন আঁধার ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একরাশ জোছনা।

ওই যে ওঁর গালটি ঝকঝক করছে কর্ণাভরণের পান্নার ছটায় সবুজ হয়ে; মনে হচ্ছে যেন ফুটন্ত শিরীষফুলের একটি কর্ণপুর গড়ে কানে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওঁর হারের মধ্যে বসানো রক্তমণির থেকে ঐ যে ছটাগুলো বেরোচ্ছে না?—ও হল আসলে ওঁর নতুন যৌবনের রং—হৃদয়ে ঢোকার আশায় বাইরে ঘুর-ঘুর করছে।

ওই দেখ্, চামরগুলোর ফাঁক দিয়ে এদিকেই তাকালেন।

এই যে; বৈশম্পায়নের সঙ্গে কি যেন একটা বলাবলি করে হাসলেন, দাঁতের জেল্লায় দিক্‌চক্রবাল শাদা হয়ে গেল।

ওই, বলাহক তার শুকপাখার মত সবুজে-রং উড়নির আঁচলটা দিয়ে ওঁর চুলের আগায় লেগে যাওয়া ঘোড়ার খুরে-ওড়া ধুলো ঝেড়ে দিচ্ছে।

ঐ যে পল্লবের মত চরণটি তুলে বাঁকা করে ঘোড়ার কাঁধের ওপর রাখলেন—তলাটি কি কোমল! যেন (মা-) লক্ষীর পদ্মহাতের চেটোর মত।

দেখ্ দেখ্, কি সুন্দর ঢঙে পান চেয়ে লম্বা-লম্বা-কোমল-আঙুল লালচে-পদ্মের

মত সুন্দর হাতটি চিৎ করে বাড়িয়ে ধরলেন, ঠিক যেন লালচে-ডগা বাহারে শুঁড়টি বাড়াল হাতি, শ্যাওলার গরসটির লোভে।[৮৩]

ধন্য সেই মেয়ে; পৃথিবীর সতীন হয়ে যে লক্ষ্মীর মত ধরবে এই পদ্মকে-হার-মানানো হাতখানি।

ধন্য রাণী বিলাসবতী; সমস্ত পৃথিবীর-ভার-বইতে-সক্ষম এঁকে যিনি গর্ভে বয়েছেন, দিক্ যেমন বয় সমস্ত-পৃথিবীর-ভার-বহন-ক্ষম দিগ্‌গজকে।

এই ধরনের এবং আরো নানান সব কথা বলতে-বলতে তারা যেন চন্দ্রাপীড়কে পান করে নিতে লাগল তাদের নয়নপুট (চোখের-পাতার-ঠোঙা!) দিয়ে, যেন আহ্বান করতে লাগল তাদের ভূষণধ্বনি দিয়ে; যেন তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল হৃদয় দিয়ে, যেন বেঁধে ফেলতে লাগল তাদের আভরণের রত্নরশ্মির রশি দিয়ে, যেন তাঁকে উপহার দিতে লাগল তাদের নবযৌবনের নৈবেদ্য। চন্দ্রাপীড় যেন বিয়ের আগুন, তার ওপর ঘন-ঘন এসে পড়তে লাগল উজ্জ্বল-চুড়ির-গোছা-ঢলঢল মেয়েদের ভুজলতা থেকে ফুল-মেশানো খইয়ের অঞ্জলি।

এই করতে-করতে চন্দ্রাপীড় এসে পড়ল রাজভবনের কাছে। তারপর ক্রমে দেউড়িতে পেঁছে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। সেখানে প্রহরে-প্রহরে পালা দেয় যে হাতির দল, তারা যেন দেউড়িটাকে করে তুলেছিল এক বর্ষার দিন—কাজলপাহাড়ের সারির মত কালো তাদের শরীর, ফলে আঁধার হয়ে গিয়েছিল চারিদিক; গণ্ডস্থল থেকে অবিরলধারে ঝরছিল গাঢ় কালির মত মদধারা, তাইতে সব পাঁকে-পাঁক হয়ে গিয়েছিল। দেউড়ি ভরে গিয়েছিল ডাঁটি-উঁচু-করা হাজার-হাজার ছাতায়। ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল অন্য-অন্য দ্বীপ থেকে আসা শত-শত দূত।

নেমে হাত দিয়ে বৈশম্পায়নের হাতটি ধরে চন্দ্রাপীড় প্রবেশ করল রাজবাড়িতে। সামনে-সামনে চলল বলাহক, সবিনয়ে পথ দেখাতে-দেখাতে।

সে-রাজবাড়ি[৮৪] যেন পুঞ্জীভূত ত্রিভুবন। সোনার বেত্রযষ্টি হাতে নিয়ে, শাদা সাঁজোয়া গায়ে, শাদা অঙ্গরাগ মেখে, শাদা ফুলের শেখর মাথায় দিয়ে, শাদা পাগড়ি পরে, শাদা সাজগোজ করে লম্বা-চওড়া দশাসই দ্বারপালেরা—যেন তাদের জন্ম শ্বেতদ্বীপে,[৮৫] যেন তারা সত্যযুগের মানুষ—দিবানিশি বসে আছে তোরণের থামের কাছে, দেউড়ি ছেড়ে নড়েই না। যেন আঁকা, যেন খোদাই-করা।

রাজপুরীর মধ্যে—যেন এসে গেছে হিমালয় পাহাড়টাই—কি বিরাট-বিরাট সব মেঘ-ছোঁয়া অট্টালিকা, চতুষ্কোণ, চিলে-কোঠা, পায়রার খোপ আর বেদিতে ভর্তি তাদের ছাতগুলো, নির্মল চুনকামে ধবধব করছে, কৈলাস পাহাড়কেও দুয়ো দেয়, এমন বাহার। হাজারো জানলার ফোকর থেকে বেরিয়ে আসছে তরুণীদের গয়নার অসংখ্য ঝিকিমিকি, মনে হচ্ছে যেন রাজপুরীর ওপরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একটা সোনার শিকলি দিয়ে তৈরি জাল—চমৎকার।[৮৬] অতি গভীর সব অস্ত্রাগার—নানারকম অস্ত্রে ভরা, যেন পাতাল-গুহা—সাপে-সাপে ছয়লাপ। বাহার করে রয়েছে সব খেলনা-পাহাড়, মেয়েদের পায়ের আলতায় লাল তাদের রত্নখণ্ডগুলি, মাথার ওপর বসে ময়ূরগুলো ক্যাঁ-ও ক্যাঁ-ও

করে মহা চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। মহলে-মহলে রয়েছে থাম—হস্তিনীরা। তাদের সোনার হাওদাগুলো উজ্জ্বলরঙের কম্বলে ঢাকা, ঝোলানো চামরগুলো তাদের চঞ্চল কর্ণপল্লব ছুঁয়ে যাচ্ছে, দস্তুরমত শেখানো হয়েছে তাদের, তাই তারা দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ, ঠিক যেন শিক্ষিত বিনীত শান্ত ভালঘরের মেয়ে।

একদিকে বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে থামে-বাঁধা গন্ধগজ গন্ধমাদন।[৮৭] হাতটি (অর্থাৎ শুঁড়টি) বাঁ-দাঁতের আগায় রেখে (ঠিক যেন গালে হাত দিয়ে), চোখের একের-তিন-ভাগ[৮৮] বুজিয়ে, কান-নাড়ানো বন্ধ রেখে বেশ আরাম করে শুনছে নব-জলধর-ঘোষ-গম্ভীর অনবরত মৃদু-মৃদঙ্গধ্বনি (গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌)—সঙ্গে বাজতে থাকা বীণা-বেণু-রবে মনোহর, ঘর্ঘরিকার আওয়াজে ঘরঘরে। একটি ঝলমলে কম্বল দলমল ঝুলছে তার দু'পাশ দিয়ে; মনে হচ্ছে যেন বিন্ধ্যপাহাড় মেলে ধরেছে ধাতুতে-রং-বেরঙা তার পাখা দুটি। মাহুতের গান শুনে গন্ধমাদন আনন্দে গলা দিয়ে বার করছিল গম্ভীর একটা আওয়াজ। মদ-জলে বিচিত্র-হয়ে-যাওয়া শাঁখ দিয়ে সাজানো ছিল তার কান দুটি, মনে হচ্ছিল যেন প্রলয়ের মেঘের পরে মেঘ জমে স্পর্শ করেছে চন্দ্রমণ্ডল। তার কান থেকে ঝুলছিল একটি সোনার অংকুশ, মুখটি দেখাচ্ছিল যেন কানে-সোনার-গয়না। গালের কাছে দুলতে-থাকা ভোমরাগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন সাজানো রয়েছে আর একখানা কানের চামর—মদজলে কালো হয়ে গেছে। সামনের দিকটা খুব উঁচু, পেছন দিকটা খুব বেঁটে—তাইতে মনে হচ্ছিল সে যেন পাতাল ফুঁড়ে (আ. থেকে) উঠছে।

(গন্ধমাদনের মাথায়) ঝকমক করছে অর্ধচন্দ্রের ধুকধুকি-দেওয়া (আ. অর্ধচন্দ্র এবং) সাতাশ মুক্তোর নক্ষত্রমালা—মনে হচ্ছে সে যেন আধো-চাঁদ-আঁকা তারার-সারিতে-ঝিকিমিকি রাত। সে যেন শরতের শুরু—তখন ফোটে সুন্দর লালপদ্ম, এর শুঁড়ের আগাটি দেখা যাচ্ছে সুন্দর লালচে। সে যেন বামনাবতার—তিনি তিনটি পা ফেলেছিলেন লীলাভরে, এ ত্রিপদী (পায়ের শেকল) নিয়ে খেলা করছে। সে যেন কৈলাসের গিরিতট—সেখানে (পার্বতীর) সিংহের মুখের ছায়া পড়ে, এর দুই দাঁতের মাঝখানে সিংহের মুখ-আঁকা। সে যেন সাজগোজ করেছে—তার কানের পল্লবটি উড়ে-উড়ে মুখের ওপর এসে পড়ে, এ চঞ্চল বড়-বড় পাতার মত কান দিয়ে চটাচট মারছে মুখে।[৮৯]

রাজপুরী আলো করে রয়েছে মন্দুরায় মন্দুরায় রাজার প্রিয় সব ঘোড়া[৯০]—উজ্জ্বল রেশমী কম্বল দিয়ে তাদের পিঠগুলি সুন্দর করে ঢাকা। গলায় ঠুন-ঠুন বাজছে মধুর ঘুণ্টি। মঞ্জিষ্ঠা দিয়ে মেজে লাল-করা হয়েছে ঘাড়ের কেসরের চুল, দেখাচ্ছে যেন সিংহ—নিহত বুনো হাতির রক্তে লাল হয়ে গেছে কেসর। সামনে রাখা রয়েছে ঘাসের স্তূপ, তার চুড়োয় বসে আছে সাহিসরা। কাছেই কোথাও মঙ্গলগীত গাওয়া হচ্ছে, তার আওয়াজ শুনছে কান পেতে। গালের মধ্যে রেখে চিবোচ্ছে গুড়-মেশানো (পা. মধুর ফোঁটা মেশানো) সুস্বাদু খইয়ের গরস।[৯১]

বিচারশালায় উঁচু-উঁচু বেতের আসনে বসে রয়েছেন আর্যবেশধারী হোমরা-চোমরা বিচারকেরা—যেন সাক্ষাৎ ধর্ম (আইন। বিচারশালার মুনশিরা সব লিখে নিচ্ছে

হাজার-হাজার আদেশ (রাজার এবং বিচারকদের)—সব গ্রাম নগরের নাম তাদের মুখস্থ। তাদের কাছে সারা দুনিয়া যেন একটাই বাড়ি, দুনিয়ার কোথায় কি ঘটছে সব লিখে ফেলছে, যমরাজার খাসনগরের ব্যাপারখানা কেমন বেশ ধারণা হয় দেখলে।

জায়গায় জায়গায় ভৃত্যের দল, গোল বেঁধে দাঁড়িয়ে (মনিব) রাজারা ভেতরে রয়েছেন (তারাপীড়ের সঙ্গে), তাঁদের বেরনোর অপেক্ষায়। সোনার অর্ধচন্দ্র আর তারায় বিচিত্র চামড়ার ঢাল তাদের হাতে, যেন বলছে, দেখ, এখন (আসলে) রাত—আকাশে সোনার চাঁদ আর ফুটকি-ফুটকি তারা। হাতে তাদের চমক দিচ্ছে তীক্ষ্ণ তলোয়ার—তার ঝকমক-ঝকমকানিতে রোদ হয়েছে আরো ভয়ংকর। এককানে পরেছে গজদন্তের শাদা কান-পাতা, চুড়ো করে বেঁধেছে মাথার চুলগুলো। হাতে উরুতে এঁকেছে শাদা চন্দনের ছাপ, (কোমরে) বেঁধেছে ছোরা, বেশির ভাগই অন্ধ্র, দ্রবিড় কিংবা সিংহলের লোক।

সভামণ্ডপে যথাযোগ্য আসনে অধিষ্ঠান করছেন হাজার-হাজার মূর্ধাভিষিক্ত সামন্ত রাজা। তাঁদের মাথাভর্তি মস্ত-মস্ত মুকুট—শাদা পাগড়ির কাপড় দিয়ে আঁটসাঁট করে বাঁধা, দেখাচ্ছে যেন কুলপর্বতমালা—চুড়োর ঝরণার ওপর এসে পড়েছে সকালের রাঙা-রোদের রাশি।[২২] রাজারা কেউ মেতেছেন জুয়োখেলায়, কেউ মক্‌সো করছেন দাবার চাল,[২৩] কেউ বাজাচ্ছেন পরিবাদিনী বীণা[২৪], কেউ চিত্রফলকে রাজার (তারাপীড়ের) ছবি আঁকছেন। কেউ জমিয়েছেন কাব্যের আড্ডা, কেউ চালাচ্ছেন ঠাট্টাতামাসা, কেউ খুঁজছেন বিন্দুমতী (ধাঁধায় বিন্দুর জায়গায় কী অক্ষর বসবে), কেউ ভাবছেন প্রহেলিকা(র উত্তর), কেউ রাজার রচিত কাব্যে যেসব সুভাষিত আছে সেগুলির সাহিত্য-রস বিচরে করছেন।[২৫] কেউ বলছেন দ্বিপদী (দু-লাইনের পদ্য), কেউ কবির তারিফ করছেন। কেউ পত্রভঙ্গ আঁকতে-আঁকতে বারবিলাসিনীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, কেউ শুনছেন বৈতালিকদের গান।

মহারাজ সভা থেকে উঠে যাওয়ার পর রাশি-রাশি বিচিত্রবর্ণ কুথা[২৬] এবং রত্নাসন একপাশে গুটিয়ে এবং জড়ো করে রেখেছিল, তাইতে সভার প্রান্তগুলি দেখাচ্ছে যেন পুঞ্জ-পুঞ্জ ইন্দ্রধনু দিয়ে বাহার-করা।

সে রাজবাড়িতে বারবিলাসিনীদের কি ভিড় কি ভিড়। ঝকঝকে মণির মেঝেতে সারি-সারি মুখের ছায়া ফেলতে-ফেলতে যেন ফোটা পদ্মের আলপনা সাজাতে-সাজাতে চলার ঠমকে নূপুর-কাঁকন-চন্দ্রহার ঝনঝনিয়ে, কাঁধে সোনার-ডাঁটি চামর দুলিয়ে অনবরত যাচ্ছে আর আসছে।

একদিকে বসে আছে সোনার শিকলিতে বাঁধা একপাল কুকুর। ইতস্তত ঘুরছে অসংখ্য পোষা কস্তুরী হরিণ—গন্ধে দিক্‌দিগন্ত আমোদিত। গিজগিজ করছে কুঁজো বামন পুঁচকে ক্লীব বোবা কালা। ধরে আনা হয়েছে একজোড়া কিন্নর,[২৭] আনা হয়েছে বনমানুষ (দেখানোর জন্যে)। মেড়া, কুঁকড়ো, কুরল, তিতির, লাওয়া, বটেরের লড়াই চলছে। চকোর, বালিহাঁস, হারীত, কোকিল উচ্চৈঃস্বরে ডাকছে। শুক-সারী বকবক করছে। খাঁচার মধ্যে জাঁকালো সব সিংহ—পাহাড়ের গুহায় থাকত,

যেন পাহাড়ের প্রাণ, ধরে এনেছে তাদের, ভালজাতের হাতির মদগন্ধ পেয়ে অধৈর্য হয়ে মুখ হাঁ করছে আর গর্জন করছে। সোনার বাড়ির জেল্লাকে দাবানল মনে করে বিষম ভয় পেয়ে ছুটছে বন-(পা. পোষা) হরিণের দল[৯৮]—চঞ্চল হয়ে উঠেছে চোখের তারা, তাদের চোখের আলোয় চিত্রবিচিত্র হয়ে যাচ্ছে দিগ্‌দিগন্ত। মরকতের মেঝের ওপর (রঙে রঙ মিশিয়ে) বসে আছে ময়ূরের দল—শুধু উদ্দাম কেকারব থেকেই তাদের (অস্তিত্ব) আন্দাজ করা যাচ্ছে। অতিসুশীতল চন্দন গাছের ছায়ায় বসে ঘুম দিচ্ছে পোষা সারসেরা।

অন্তঃপুরে—

ছোটমেয়েরা শুরু করেছে বল-খেলা আর পুতুল-খেলা। অনবরত দোলনা দুলছে (মেয়েরা)—তার মাথায় বাজছে টুং-টাং ঘণ্টা, চারিদিক ভরে যাচ্ছে সেই শব্দে। সাপের খোলস মনে করে এক ময়ূর নিয়ে পালাল একছড়া হার। প্রাসাদের ছাত থেকে নেমে এসে ঘুরছে ফিরছে পায়রার দল, যেন থলে চলে জলকমলিনীর বন।[৯৯] অন্তঃপুরিকারা রগড় করছে মহারাজের চলন-বলন নকল করে।[১০০] ঘোড়ার আস্তাবল থেকে (কি জানি কি করে) ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছে কয়েকটা বাঁদর, প্রাসাদের ডালিমগাছ থেকে ডালিম পেড়ে, উঠোনের আমগাছের পল্লব ছিঁড়ে, তাই ছুড়ে-ছুড়ে[১০১] কুঁজো-বামন-পুঁচকেদের হয়রাণ করে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে গয়না, তারপর সেসব চারদিকে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে উস্তম-খুস্তম করে মারছে সবাইকে।

কারো গোপন প্রেমালাপ শুকসারী আওড়াচ্ছে জোরে-জোরে—সে মরছে লজ্জায়। আঙিনা শাদা হয়ে গেছে সার সার পোষা রাজহাঁসে—তাদের প্যাঁক-প্যাঁক শব্দকে দ্বিগুণ করে তুলছে প্রাসাদের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকা মেয়েদের পায়ে-পরা মণিনূপুরবলয়ের পায়-পায় বাজতে থাকা—রুণু রুণু রুণু রুণু।

অধিষ্ঠান করছে কঞ্চুকীর দল। পরণে ধোয়া ধবধবে রেশমী উত্তরীয়, সোনার লাঠিতে ভর, পাকাচুলে শাদা মাথা, মাথায় পাগড়ি, যেন সদাচার দিয়ে গড়া, যেন বিনয়ের অবতার, যেন ভদ্রতার প্রতিমূর্তি, যেন মঙ্গলে ভরা, গম্ভীর চেহারা, ধীর স্বভাব। বয়স হয়েছে, তবু কি সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, একটুও টলে না, ঠিক যেন বৃদ্ধসিংহ—বুড়ো হলেও সে কি ছাড়ে শিকার ধরা?

সে-রাজবাড়িতে[১০২] যেন মেঘ করেছে—কৃষ্ণাগুরুর এমন রাশি-রাশি ধোঁয়া। যেন শিশির পড়ছে—প্রহরে-প্রহরে পালা দেওয়া হাতিদের শুঁড়ের জলের এমনি টুপটুপুনি। যেন রাত হয়েছে—তমাল বীথিতে-বীথিতে এমনি অন্ধকার। যেন সকালের রাঙা-রোদ এসে পড়েছে—এত রাঙা-রাঙা অশোকের ঘটা। যেন তারা ফুটেছে—এত মুক্তোর গয়না। যেন বর্ষা নেমেছে—এত ফোয়ারা-ওলা স্নানাগার। যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—এত সোনার দাঁড় ময়ূরদের জন্যে। যেন গৃহদেবতারা রয়েছেন—এত শালকাঠের খোদাই-করা সব মূর্তি (চারিদিকে)।

সে-রাজপুরী[১০৩] যেন শিবের বাড়ি (অথবা শিবমন্দির) সেখানে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকেন দণ্ডপাণি ভৈরব এবং দ্বারপাল প্রমথেরা, এখানে দরজায় দাঁড়িয়ে লাঠি-হাতে দ্বারপালেরা।

যেন উৎকৃষ্ট কবির গদ্য—তাতে নানান বর্ণের মালায় ফুটে ওঠে কতরকমের নতুন নতুন অর্থের ঐশ্বর্য,[১০৪] এখানে (বৈশ্য প্রভৃতি) নানান বর্ণ এবং শিল্পী তথা বণিক্-সমিতিগুলি নিয়ে আসছে নিত্য নতুন ধনসম্ভার (ফেঁপে উঠছে রাজকোষ)।

যেন অপ্সরার দল—তার মধ্যে বিশেষ করে চোখে পড়ে মনোরমা আর রম্ভাকে (অথবা মনোহারিণী রম্ভাকে), এখানে দেখা যায় চলেছে কতরকমের চিত্তহরণ ব্যাপারের আরম্ভ (আয়োজন)।

যেন সূর্যোদয়—ফুটন্ত পদ্মের গন্ধে ম'ম' করছে পদ্মপুকুরগুলি, উপচে-ওঠা পদ্ম পদ্ম (সংখ্যক) ধনরাশিতে হাসছেন লক্ষ্মী (অথবা উল্লসিতা লক্ষ্মীর হাতের কমলগন্ধে আমোদিত)।

যেন সূর্য—সে নিজের প্রভা দিয়ে পদ্মের উপকার করে (তাকে ফুটিয়ে তুলে), এ নিজের শোভা দিয়ে লক্ষ্মীর উপকার করছে (তাঁকে আরো সুন্দর করে তুলে)।

সে রাজপুরী যেন একটা নাটক। তার মধ্যে থাকে চমৎকার সব প্রাসঙ্গিক ঘটনা (পতাকা), আর অংক; এখানেও বাহার দিয়ে উড়ছে কত পতাকা, তাদের গায়ে-আঁকা কত রকমের চিহ্ন।

সে রাজপুরী যেন শোণিতপুর। সেখানে ছিল বাণরাজার বাসের যুগ্যি সব প্রাসাদ, এখানে আছে বাণ রাখার উপযুক্ত সব ঘর।

সে যেন পুরাণ। সেখানে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ভাগ করা হয়েছে নানান ভাগে, এখানে সমস্ত পৃথিবী থেকে আনা ধনরাশি ভাগ-ভাগ করে রাখা হয়েছে।

সে যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয়। তার মৃদু সহস্র কিরণে ফুলে ওঠে রত্নাকর, এখানে অল্প-অল্প গায়ে-লাগে-না এমন হাজারো করে[১০৫] ফেঁপে উঠছে রাজরত্নভাণ্ডার।

সে যেন দিগ্গজ—অনবরত বয়ে চলেছে মোটা ধারায় মদজলের প্রবাহ, বড় বড় দান একটার-পর-একটা চলেছে তো চলেইছে।

সে যেন ব্রহ্মাণ্ড[১০৬]—তার মধ্যে জন্মেছিলেন হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি; নিখিল জীবলোকের ব্যাপার দেখাশোনা করার জন্যে; এর ভেতরটা স্বর্ণমুদ্রায় ঠাসা—সে মুদ্রা তৈরি করা হয়েছে সমস্ত পৃথিবীর কাজকর্ম চালানোর জন্যে।

সে যেন শিবের (প্রলয় তাণ্ডবে বিস্তারিত সহস্র) বাহুর বন—কব্জিতে তার জড়িয়ে থাকে হাজার-হাজার কুণ্ডলী-পাকানো বড়-বড় সাপ; এর প্রকোষ্ঠগুলোতে অধিষ্ঠান করছে হাজার-হাজার চূড়ান্ত-ভোগীপুরুষের দল।

সে রাজবাড়ি যেন একটি মহাভারত—সেখানে অনন্তের (অর্থাৎ কৃষ্ণের) গীতা শুনে আনন্দিত হয়েছিলেন অর্জুন; এখানে গান চলেছে তো চলেইছে, শুনে লোকের আনন্দ আর ধরে না।

সে যেন যদুবংশ—সে-বংশে একে-একে জন্মেছিলেন শূর, ভীম, পুরুষোত্তম কৃষ্ণ এবং বলরাম, এবং এঁরা সর্বতোভাবে রক্ষা করেছিলেন বংশকে; এটিকেও সর্বতোভাবে রক্ষা করছে বংশানুক্রমে সৈনিক পুরুষরা, প্রত্যেকেই বীর, ভীমদর্শন ও পুরুষশ্রেষ্ঠ।[১০৭]

সে যেন ব্যাকরণ—তার মধ্যে প্রথম মধ্যম উত্তম পুরুষ, বিভক্তি, তার সব আদেশ, কারক, ধাতু, সম্প্রদান, ক্রিয়া, অব্যয় ইত্যাদি সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি গুছিয়ে বলা আছে; আর এখানে (রাজাদেশ-অনুসারে) আদেশকারী রাজপুরুষরা ভাগ করে-করে

বলে দিচ্ছে এ প্রথম দানের পাত্র, এ মধ্যম, এ উত্তম, আর সেই অনুসারে সুশৃঙ্খলভাবে চলেছে কি বিরাট দানের ব্যাপার, কি বিপুল খরচ।

সে রাজপুরী যেন সমুদ্র—ভয়ের চোটে পাখা-টাখা নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়া হাজার হাজার পাহাড়ে ভর্তি; শত্রুভয়ে শরণার্থী কত হাজার-হাজার মিত্র-রাজায় ভর্তি।

সে যেন ঊষা-অনিরুদ্ধের মিলনের (সেই গল্প)। সেখানে চিত্রলেখা এঁকে-এঁকে দেখিয়েছিল তিন ভুবনের নানান সব চেহারা। এখানেও ছবিতে আঁকা রয়েছে, দেখ; ত্রিভুবনের বিচিত্র সব দৃশ্য।[১০৮]

সে যেন বলিরাজার যজ্ঞ। তার মধ্যে অধিষ্ঠান করেছিলেন পুরাণপুরুষ বামন। এর ভেতরে রয়েছে কত বুড়ো আর বেঁটে।

সে যেন শুক্লপক্ষের প্রথম-রাত—আকাশের যে দিকে তাকাও, শাদা ধবধব করছে ছড়িয়ে-পড়া চাঁদের আলোয়। ছড়িয়ে-পড়া চাঁদের আলোর মত শাদা-ধবধবে কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙানো।

সে যেন বিদ্যাধররাজ নরবাহনদত্তের গল্প।[১০৯] সেখানে সুন্দরী রাজকন্যা গন্ধর্বদত্তা মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছিল তাঁকে পাবার জন্যে। আর এখানে অন্তঃপুরে যে সব সুন্দরী-সুন্দরী রাজকন্যারা বড় হয়, তাদের দেখে গন্ধর্বরাও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সে যেন একটি মহাতীর্থ—সেখানে স্নান করলে সদ্য-সদ্য চোদ্দপুরুষ তার ফল পায়। আর এখানে কত পুরুষ (মহারাজের প্রসাদে) পায় সদ্য-সদ্য অভিষেক-রূপ ফল।

সে যেন সোমযজ্ঞের প্রাচীনবংশশালা[১১০]—কত সোমরসের পাত্রে পরিপূর্ণ। কত পানপাত্রে ভরা।

সে যেন রাত্তির—কত নক্ষত্রমালায় সাজানো। কত সাতাশমুক্তোর মালায় অলংকৃত।

সে যেন ভোর—পূর্বদিক লাল হয়ে গেছে, তাই থেকে বোঝা যায় এখুনি সূর্য উঠবে। (মহারাজের) মিত্রবর্গের কার কেমন সমৃদ্ধি হবে, সেটা আন্দাজ করা যায় প্রথম দিকেই তাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখে।

সে রাজবাড়ি যেন এক গন্ধের দোকানীর বাড়ি—স্নানের সুগন্ধি, ধূপ, অনুলেপন অঙ্গরাগে উজ্জ্বল। যেন পানের দোকানীর বাড়ি—লবলী, লবঙ্গ, এলাচ, কক্কোল, পান—ভরা রয়েছে রাশি-রাশি। যেন বারবনিতার সঙ্গে প্রথম সমাগম—বাইরের হাব-ভাব আচরণ দেখে ভেতরের মতলব বোঝার যো নেই। যেন কামুকদের মজলিস—পরস্পর কত চাটুভাষণ, কত চমৎকার কথা, তাতে রস পেয়ে বাহবা দিয়ে কত হাততালি। যেন জুয়াড়িদের আড্ডা—কত শত সহস্র রত্ন-অলংকার দেওয়া হচ্ছে। তার রাশি-রাশি দলিল লিখে জমা করে রাখা হচ্ছে। যেন একটা ধর্মকাজের আয়োজন (পুজোবাড়ি)—সবারই মনে আনন্দ দিচ্ছে। যেন একটা বিরাট বন—কত হিংস্র জন্তু। কত পাখির ডাক।[১১১]

যেন একখানা রামায়ণ—বানরদের কথায় ভর্তি; বাঁদরগুলোর সে কি চেঁচামেচি।

যেন মাদ্রীর বংশ—নকুলের দ্বারা অলংকৃত; বেঁজির বাহার খুব।

যেন একটি সঙ্গীতভবন—এখানে-ওখানে রাখা রয়েছে মৃদঙ্গ।

যেন রঘু-বংশ—ভরতের গুণে আনন্দিত; অভিনেতাদের গুণে আনন্দিত (অর্থাৎ অভিনয় দেখে মহাখুশি)।

যেন জ্যোতিষশাস্ত্র—গ্রহণ কখন ধরবে কখন ছাড়বে মিনিট-সেকেণ্ড কষে দিতে পারে ; পাকড়াও করতে; ছেড়ে দিতে, এবং নানারকম কলায় ওস্তাদ (সেখানকার লোকেরা)।[১১২]

সে যেন নারদ-স্মৃতি—রাজার কর্তব্যাকর্তব্য বর্ণনা করছে।

সে যেন ব্যঞ্জনা—কতরকম শব্দের মধ্যে দিয়ে রসাস্বাদ পাওয়া যায় তার থেকে ; কত শব্দ, কত রস, চাখো যত খুশি।

সে যেন একটি কেউ-ভাবে নি এমন সুকুমার কাব্য—প্রকৃতিকে এবং মানুষের ভেতরের ভাবগুলোকে সম্পূর্ণ নতুন ঢঙে দেখিয়ে দেয় ;[১১৩] অন্য কোথাও চিন্তাও করা যায় না, এমন সব স্বভাব এবং অভিপ্রায়ের কথা এখানে এলে বোঝা যায়।

সে যেন বিরাট একটি নদীর স্রোত—ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমস্ত পাপ ; দমন করছে সমস্ত অপরাধ।

সে যেন টাকা—কেউ বলতে পারে না আমার চাই না।

সে যেন সন্ধেবেলা—ঐ উঠছে তার মাথার আপীড় (শিরোভূষণ)—চাঁদ ; ঐ দেখা যায় আসছে চন্দ্রাপীড়, কি তার বোলু-বোলাও।[১১৪]

সে যেন নারায়ণের বুকখানি—লক্ষ্মী এবং কৌস্তুভমণির আলোয় চারিদিক আলো ; ধনরত্নের চাকচিক্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে দিগন্ত।

যেন বলভদ্র—কদমফুলের মধু থেকে তৈরি (তাঁর প্রিয়) কাদম্বরী সুরার বিশেষ মাধুর্য বলতে-বলতে আত্মহারা ; সুরার বিশেষ বিশেষ রসের বর্ণনায় মহাব্যস্ত লোকেরা (এবং কাদম্বরী কাব্যের বিশেষ বিশেষ রসের আলোচনায় মুখর, আত্মহারা)।[১১৪]

সে যেন ব্রহ্মা—শ্রী-নিবাস বিষ্ণুর আদেশে ব্যক্ত করেছেন ভূ-মণ্ডল ; পদ্মাসন বুদ্ধের উপদেশ পালন করে দেখিয়ে দিচ্ছে সমস্ত পৃথিবীকে।[১১৫]

যেন কার্তিক—ময়ূরটি নাচতে শুরু করলে, তাঁকেও নাচতে হয় (ময়ূর-আসনে বসে বসে।) ; ময়ূরেরা নাচতে শুরু করলে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সে যেন কুলললনার পথ-চলা—সদাই ভয়, এই বুঝি কিছু হয়ে যায় ; সবাই ভয়ে-ভয়ে সাবধানে থাকে।

সে যেন বারবধূ—আপ্যায়নে ওস্তাদ।

সে যেন বদমাস—পরলোকের পরোয়া করে না ; শত্রু-ভয় নেই।

সে যেন অন্ত্যজ—অগম্য জায়গায় থাকতে ভালবাসে ; অগম্য শত্রুরাজ্যও অধিকার করতে চায়।

নিষিদ্ধ বিষয়ে আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও তার প্রশংসা করতে হয় বৈ কি ! তার মানে, অপরাজেয় শত্রু-রাজ্য দখল করার জন্যে সে বদ্ধপরিকর, তাই সে প্রশংসার যোগ্য।

সে যেন যমদূতের দল—কৃত, অকৃত এবং সুকৃত কর্মের বিচারে নিপুণ।

সে যেন পুণ্যকর্ম—আদিতে মধ্যে এবং অবসানে মঙ্গলকর।

সে যেন দিনের শুরু—ফুটন্ত পদ্মের দীপ্ত রাগে লাল হয়ে যাচ্ছে রাত্রিশেষ ; পদ্মরাগের ছটায় লাল হয়ে যাচ্ছে বাড়িগুলি।

যেন দিব্যমুনিবৃন্দ—কলাপী এবং শ্বেতকেতু[১১৬] শোভা পাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে ; ময়ূর-আঁকা শাদা পতাকায় শোভিত।

যেন মহাভারতের যুদ্ধ—কৃতবর্মার বাণ-চক্রের (অনেক বাণ অথবা বাণ ও চক্র) সম্ভারে ভীষণ ; বর্ম বাণ ও চক্রের বিপুল সঞ্চয়ে ভীষণ।

যেন পাতাল—বড়-বড় সাপ অধিষ্ঠান করছে হাজারে-হাজারে ; মহা-মহা সব কঞ্চুকীরা অধিষ্ঠান করছেন হাজারে-হাজারে।

যেন বর্ষপর্বতগুলি[১১৭]—মাঝখানে তার শৃঙ্গী আর হেমকূট[১১৮], যাদের ইয়ত্তা করা যায় না ; ভেতরে রয়েছে চুড়ো-করা সোনার রাশি—কত যে তার লেখাজোখা নেই।

সে-রাজবাড়ির প্রকাণ্ড দরজা, কিন্তু ঢোকা সহজ নয়। সে রাজপুরী অবন্তি-দেশের মধ্যে, অথচ মগধের লোক থাকে সেখানে, মানে, মাগধ অর্থাৎ স্তুতিপাঠকেরা বাস করে। ফেটে পড়ছে (ঐশ্বর্য), তবু সেখানে নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায় লোকে; অর্থাৎ নাগা (জৈন) সন্ন্যাসীরা সেখানে ঘোরেন।

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে দ্বারপালেরা এগিয়ে এসে প্রণাম করল চন্দ্রাপীড়কে, তারপর পথ দেখাতে-দেখাতে নিয়ে চলল। আগে থেকেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন রাজারা, এখন চারদিক থেকে এগিয়ে এসে, দ্বারপালরা এক এক করে তাঁদের পরিচয় দিতে থাকলে, মাথা অনেকটা হেঁট করে চূড়ামণির ছটা দিয়ে মাটি ছুঁয়ে সসম্মানে প্রণাম করতে লাগলেন। অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে আচারকুশল অন্তঃপুর-বৃদ্ধারা পদে পদে তাঁর চরণ আরতি ইত্যাদি করতে লাগল। তারপর, সাতটি ভুবনের মত সহস্র-সহস্র-বিবিধ-প্রাণীতে ভর্তি সাতটি মহল পেরিয়ে, ভেতরের একটি ঘরে, হাঁসের মত শুভ্র শয্যায় আসীন পিতাকে দেখতে পেল চন্দ্রাপীড়—

দুদিকে বারবধূরা অনবরত ঢোলাচ্ছে শাদা চামর—যেন ধবধবে বালির চড়ায় বাহারে মন্দাকিনীর জলে ঐরাবতের মত। তাঁর চারদিক ঘিরে রয়েছে দেহরক্ষী পুরুষেরা। অনবরত শস্ত্র ধারণ করে-করে তাদের হাতে কড়া পড়ে গেছে। হাত পা আর চোখ ছাড়া বাকি সর্বশরীর কালো লোহার জালে ঢাকা, মনে হচ্ছে যেন হাতি-বাঁধার থামের ওপর থিক-থিক করছে হাতির মদগন্ধের লোভে-লোভে এসে বসা ভোমরার দল। বংশানুক্রমে তারা রাজার সেবক, সদ্বংশীয়, রাজাকে ভালবাসে। একে গায়ে অসম্ভব জোর, তার ওপর অতি কর্কশ চেহারা, মনে হয় যেন দশাসই এক-একটা দৈত্য। তাদের পরাক্রম কেমন, দেখলেই আন্দাজ করা যায়।

দ্বারপাল 'দেখুন' এই কথা বললে পর, চন্দ্রাপীড় অনেকটা মাথা নুইয়ে চূড়ামণি হেলিয়ে প্রণাম করল। পিতাও 'এস, এস' বলতে-বলতে দূর থেকেই দুহাত বাড়িয়ে, শয্যা থেকে শরীরটা একটু উঠিয়ে, আনন্দের অশ্রুতে চোখ ভরিয়ে, সারা শরীরে পুলকের কাঁটা, তাই দিয়ে যেন ছুঁচের মত নিজদেহের সঙ্গে সেলাই করতে-করতে, এক করে ফেলতে-ফেলতে, যেন পান করতে-করতে জড়িয়ে ধরলেন বিনয়াবনত চন্দ্রাপীড়কে।

আলিঙ্গন-মুক্ত হয়ে পিতার পাদপীঠের কাছেই, তাম্বূলকরঙ্গবাহিনী নিজের ওড়নাটি তাল পাকিয়ে তাড়াতাড়ি বসার জন্যে পেতে দিলে আস্তে-আস্তে 'সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও' বলতে-বলতে পায়ের আগা দিয়ে সেটি সরিয়ে দিয়ে, চন্দ্রাপীড় ভুঁয়েই

বসে পড়ল। বৈশম্পায়নকেও রাজা আলিঙ্গন করলেন ঠিক ছেলের মত করেই (আ. ছেলের সঙ্গে একটুও তফাত না করে)। সে-ও বসল, চন্দ্রাপীড়ের পাশেই এনে দেওয়া আসনে।

খানিকক্ষণ রইল চন্দ্রাপীড়। ততক্ষণ চামর-ঢোলানো ভুলে গিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে বারবিলাসিনীরা তাকে যেন গিলতে লাগল তাদের সাভিলাষ দৃষ্টি দিয়ে। সে-দৃষ্টি যেন হাওয়ায়-চঞ্চল কুবলয়ের একটি দীর্ঘ মালা, বাঁকা-বাঁকা অতি চঞ্চল তারায় বিচিত্র।

তারপর, 'যাও বৎস, পুত্রবৎসলা মাকে তোমার প্রণাম করে—সব মায়েরা তোমাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন—তাঁদের দেখা দিয়ে আনন্দিত কর', এই কথা বলে পিতা বিদায় দিলে, সবিনয়ে উঠে, পরিজনদের সঙ্গে আসতে বারণ করে, শুধুমাত্র বৈশম্পায়নকে নিয়ে—অন্দরমহলে ঢোকার যাদের অধিকার আছে সেইরকম রাজপরিজনেরা পথ দেখাতে-দেখাতে নিয়ে চলল—প্রবেশ করল অন্তঃপুরে।

সেখানে বসেছিলেন তার মা বিলাসবতী। তাঁর চারিদিক ঘিরে ছিল শাদা-কঞ্চুকে-শরীর-ঢাকা শত-শত অন্তঃপুর-রক্ষক পুরুষ; যেন লক্ষ্মীকে ঘিরে দুধসায়রের শত-শত ঢেউ। তাঁর বিনোদন[১১৯] করছিলেন বৃদ্ধা প্রব্রাজিকারা—অতিশয় সৌম্য চেহারা, কষায়রঞ্জিত-বস্ত্র পরণে, সমস্তলোক-বন্দনীয়া, ঠিক যেন অতিপ্রশান্ত সর্বলোকবন্দনীয়া কষায়রক্ত-আকাশ-ধারিণী সন্ধ্যা; কানের পাটা ঝুলে পড়েছে, জানেন অনেক গল্প, কথোপকথন এবং বৃত্তান্ত। কেউ বলছেন অনেকদিন আগে কি ঘটেছিল সেই সব গল্প; কেউ পড়ে শোনাচ্ছেন ইতিহাস, কেউ বই ধরে আছেন হাতে, কেউ ব্যাখ্যা করছেন ধর্মোপদেশ। তাঁর সেবা করছে নপুংসকেরা—বিকট সাজগোজ করে মেয়েলি বেশ পরে মেয়েলি কথাবার্তা কইছে। অনবরত ঢুলছে এত-এত চামর। গোল হয়ে ঘিরে বসে সেবা করছে মেয়েরা—কারো হাতে কাপড়, কারো হাতে গয়না, কারো ফুল, কারো সুগন্ধি-চূর্ণ, কেউ নিয়েছে পান, কেউ তালপাতার পাখা, কেউ অঙ্গরাগ, কেউ কলস (বা ঝারি)। বিলাসবতীর বুকের মাঝখানে ঝুলছে একগাছি মুক্তাহার, তাঁকে দেখাচ্ছে যেন মা-ধরণীর মতো—দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাছে গঙ্গা। কাছেই রয়েছে একটি আয়না। তাতে পড়েছে তাঁর মুখের ছবি—যেন তিনি আকাশ, সেখানে সূর্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছে চাঁদ। মায়ের কাছে গিয়ে চন্দ্রাপীড় প্রণাম করল।

আথেবিথে তাকে উঠিয়ে—কাছেই ছিল আদেশ-পালনে-নিপুণ পরিচারিকারা, তবু—নিজেই করলেন তার বরণারতি। তখন তাঁর বুক উথলে উঠে চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ছিল দুগ্ধবিন্দু, সে যেন তাঁর স্নেহব্যাকুল হৃদয়, গলে-গলে বাইরে বেরিয়ে আসছে। মনে-মনে তার শত-শত মঙ্গল চিন্তা করতে-করতে মাথা শুঁকে অনেকক্ষণ ধরে তাকে বুকে জড়িয়ে রইলেন।

তারপর একইভাবে যথোচিত আপ্যায়ন করে বৈশম্পায়নকেও আলিঙ্গন করে নিজে বসলেন। চন্দ্রাপীড় সবিনয়ে ভুঁয়ে বসছিল, তাকে জোর করে টেনে নিয়ে সে না-না করা সত্ত্বেও কোলে বসালেন।

পরিজনেরা তাড়াতাড়ি একখানি আসন্দী[১২০] এনে দিল, বৈশম্পায়ন তাতে বসল। চন্দ্রাপীড়কে বার-বার জড়িয়ে ধরে, কপালে বুকে দু-কাঁধে বার-বার হাত বুলিয়ে

বিলাসবতী বলতে লাগলেন, বাছা, তোর বাবার হৃদয়টা বড় কঠিন। এমন রূপ তোর, কোথায় তিন ভুবনের সব্বার আদর খেয়ে-খেয়ে বেড়াবি, তা নয় এতদিন ধরে কি কষ্টটাই তোকে দিলেন। কেমন করে সইলি বাবা এতদিন ধরে তোর গুরুদের এই সাংবাতিক কড়াক্কড়ি[১২০] ? আহা, কচি-বয়সেই তোর বড়দের মত কত ধৈর্য রে। আহা, বালক হয়েও তোর তুচ্ছ ছেলেখেলায় মন নেই। আহা, গুরুজনের ওপর কি অসাধারণ ভক্তি তোর, এরকমটি তো কোথাও দেখি নি। তোর বাবার দয়ায় যেমন তোকে এখন দেখতে পাচ্ছি সব বিদ্যে-সাদ্দি শিখে বিদ্বান্ হয়েছিস, তেমনি শীগগিরই তোকে দেখব তোর যুগ্যি সব বৌমাদের সঙ্গে জোড়ে।

শুনে লজ্জার হাসি হেসে চন্দ্রাপীড় মুখ নিচু করল, আর মা তার গালে চুমু খেলেন। তখন তাঁর মুখের ছায়া পড়ল সেই গালে, মনে হল যেন তার কচি-কানে ফোটা পদ্মের দুল পরিয়ে দিলে। এইভাবে সেখানেও মাত্র খানিকক্ষণই থেকে একে-একে সব মায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আনন্দিত করে তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে —দেউড়িতে দাঁড়িয়েছিল ইন্দ্রায়ুধ—তার ওপর চড়ে শুকনাসের সঙ্গে দেখা করতে চলল। সেইসব রাজপুত্রেরাও সেইভাবেই চলল তার সঙ্গে-সঙ্গে।

শুকনাসের বাড়ির দেউড়ি। কত প্রহর-হাতির দল গাদা-গাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। গিজগিজ করছে হাজার-হাজার ঘোড়া। কত যে লোক তার লেখাজোখা নেই—লোকে-লোকে লোকারণ্য। একপাশে গোল হয়ে-হয়ে বসে আছেন, কত জায়গা থেকে কত কাজে-আসা হাজার-হাজার দর্শনপ্রার্থী-প্রধান-প্রধান বৌদ্ধভিক্ষু (আ. শাক্যমুনির উপদেশমার্গাবলম্বী)—তাঁদের প্রজ্ঞাচক্ষু খুলে গেছে নানান শাস্ত্রের কাজল মেখে, চীবরের ছলে যেন বিনয়ের প্রতি অনুরাগবশত ধর্ম-পট দিয়েই শরীরগুলি ঢেকে রেখেছেন[১২১], রক্তপট সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা[১২২], পাশুপত[১২৩]-রা এবং ব্রাহ্মণেরা —দিনে-রাতে এঁদের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। ভেতরে গেছেন যে-সব সামন্ত-রাজারা তাঁদের শত-শত হাজার-হাজার হস্তিনী এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে। তাদের জঘনের ওপর বসে আছে মানুষরা—কোলে তাদের হাতির কম্বলগুলো দুভাঁজ করে রাখা। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, (হুজুরদের আসার নাম নেই), ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মাহুতগুলো। কতগুলির হাওদা আছে, কতগুলির নেই (নামিয়ে রেখেছে)। অনেকক্ষণ একভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে হস্তিনীগুলোর মাথা ঝিমঝিম করছে।

দেউড়িতে পেঁছনমাত্র তাড়াতাড়ি দৌড়ে এল দুয়ারে-দাঁড়ানো দ্বারপালেরা। রাজপুত্র রাজবাড়ির মত এখানেও বাইরের আঙিনাতেই ঘোড়া থেকে নামল, যদিও দ্বারপালেরা কেউই তাকে আটকায় নি।

দেউড়িতে ঘোড়া রেখে, বৈশম্পায়নের হাত ধরে, চন্দ্রাপীড় চলল, আগে-আগে দৌড়ে চলল সেই দ্বারপালেরা পরিজনদের হটাতে-হটাতে, পথ দেখাতে-দেখাতে। ঠিক তেমনি করেই উঠে-উঠে মুকুটের আগা হেলিয়ে-হেলিয়ে নমস্কার করতে লাগলেন রাজবৃন্দ, যাঁরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আনুগত্য জানাতে। ঠিক তেমনি করেই, একটার পর একটা মহল দেখতে-দেখতে চলল চন্দ্রাপীড়, দারোয়ানদের প্রচণ্ড হুঙ্কারের

ভয়ে বোবা হয়ে যেতে লাগল পরিজনেরা। যষ্টি-সঞ্চালন দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে সরে-যেতে-থাকা সামন্ত-রাজাদের শত-শত পায়ের ভরে কাঁপতে লাগল মাটি। ঠিক তেমনি নতুন-নতুন চুনকামে-ধবধবে হাজার-হাজার-প্রাসাদে-ঠাসা দ্বিতীয় রাজভবনের মত শুকনাসের ভবনে প্রবেশ করল চন্দ্রাপীড়। এবং প্রবেশ করে অনেক হাজার নরপতির মাঝখানে উপবিষ্ট দ্বিতীয় পিতার মত শুকনাসকে সবিনয়ে অনেকটা মাথা নুইয়ে প্রণাম করল।

শুকনাস তাড়াতাড়ি উঠে—রাজারাও একে-একে সবাই উঠে দাঁড়ালেন—ঘন-ঘন পা ফেলে তার দিকে সাদরে এগিয়ে গিয়ে—হর্ষ-বিস্ফারিত-লোচনে আনন্দের অশ্রুকণা এসে গিয়েছিল—বৈশম্পায়নকে এবং তাকে একসঙ্গে সপ্রেমে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করলেন। আলিঙ্গন থেকে ছাড়া পাবার পর সাদরে উপনীত রত্নাসন ছেড়ে রাজপুত্র মাটিতেই বসল, বৈশম্পায়নও তাই। রাজপুত্র বসলে, শুকনাস ছাড়া অন্য সমস্ত রাজবৃন্দ নিজের-নিজের আসন ছেড়ে মাটিতেই বসে পড়লেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শুকনাস বললেন চন্দ্রাপীড়কে—তাঁর হৃদয়ে আনন্দ যে ধরছে না, সেটা বোঝা যাচ্ছিল উদ্‌গত প্রীতি-রোমাঞ্চ থেকে—

বৎস চন্দ্রাপীড়, বিদ্যাশিক্ষা সাঙ্গ করে যৌবনে পা দিয়েছ তুমি। আজ তোমায় দেখে এতদিন পরে মহারাজ তারাপীড় পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যের ফল লাভ করলেন। আজ পূর্ণ হল গুরুজনদের আশীর্বাদ। জন্ম-জন্মান্তরে যত পুণ্য করা ছিল, সব আজ সফল হল। কুলদেবতারা আজ প্রসন্ন। অনেক পুণ্য না-থাকলে তোমার মত এমন ত্রিভুবন-আশ্চর্য-করা ছেলে হয় না। কোথায় তোমার এই (কচি) বয়স, আর কোথায় এই অমানুষিক শক্তি এবং কোথায় এই যত-বিদ্যা-আছে সব গ্রহণ করার সামর্থ্য। আহা! ধন্য প্রজারা, যাদের প্রতিপালন করবে বলে জন্মেছ তুমি—ভরত, ভগীরথের সমান। না জানি কি পুণ্য করেছিল বসুন্ধরা, যে তোমার মত স্বামী পেল। লক্ষ্মীর পোড়াকপাল! নারায়ণের বুকেই থাকবে বলে গোঁয়ার্তুমি করে তোমার কাছে সশরীরে চলে আসছে না।[১২৪] কোটি-কোটি কল্প ধরে, পিতার সঙ্গে বাহুতে বহন করে চল পৃথিবীর ভার, মহাবরাহ যেমন তাঁর দংষ্ট্রা দিয়ে করেছিলেন।

এই কথা বলে নিজে-হাতে আভরণ বসন কুসুম অঙ্গরাগ ইত্যাদি দিয়ে তাকে সম্মানিত করে বিদায় দিলেন।

তিনি বিদায় দিলে উঠে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, বৈশম্পায়নের মা মনোরমার সঙ্গে দেখা করে, বেরিয়ে এসে ইন্দ্রায়ুধে চড়ে কুমার গেল তার (নতুন) বাড়িতে, যেটি বাবা তার জন্যে আগে থেকেই তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন। বাড়িটি যেন রাজবাড়িরই আর এক সংস্করণ। দুয়ারে শ্বেত পূর্ণকলস। তোরণে বাঁধা সবুজ বন্দন-মালা। হাজার-হাজার পতাকা উড়ছে। মঙ্গলতূর্যে ঘা পড়ছে, তার রবে দিগ্‌-দিগন্তর পরিপূরিত। ফোটা পদ্মের আর (অন্যান্য) ফুলের আলপনা সাজানো হয়েছে। একটু আগেই হোম হয়ে গেল। উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন বেশে ঘুরছে-ফিরছে পরিজনেরা। গৃহপ্রবেশের মঙ্গলকর্ম, কিছু আর বাকি নেই, সব করা হয়েছে।

বাড়িতে ঢুকে, শ্রীমণ্ডপে[১২৫] একটি পর্যঙ্কে খানিকক্ষণ বসে, সেই রাজপুত্রদের সঙ্গে স্নান থেকে শুরু করে ভোজন পর্যন্ত সব দিনকৃত্য করল। আর অন্দরের শয়ন-গৃহেই ইন্দ্রায়ুধের থাকার ব্যবস্থা করল। চন্দ্রাপীড়ের এইসব ব্যাপারেই (সারা দিন কাটিয়ে) আস্তে-আস্তে ফুরিয়ে এল দিন।

গগনতল থেকে আসতে-আসতে দিনলক্ষ্মীর চরণ থেকে খসে পড়ল তাঁর পদ্মরাগের নূপুরটি—সূর্য। কিরণগুলি ঝরে গেছে (অথবা ওপর দিকে ছড়ানো)[১২৬]। নূপুরের ফুটো? তার নিজেরই আলোয় বোজা। সূর্যের রথের চাকার দাগ বেয়ে বেয়ে জলরেখার মত পশ্চিম দিকে চলে গেল দিনের আলো। নিচুমুখ-করে-নামতে-থাকা সূর্যবিম্ব দিয়ে—যেন অভিনব পল্লবের মত রাঙা-চেটো হাতখানি দিয়ে—দিন নিঃশেষে মুছে নিল পদ্মের রং। পদ্মিনীর সৌরভ-লোভে অলিমালা গলায় এসে জুড়ে বসে, যেন কালের কালো দড়ি দিয়ে টানতে-টানতে আলাদা করে দিল চক্রবাক-মিথুনকে। কিরণাঞ্জলি ভরে-ভরে দিনের শেষ পর্যন্ত পদ্মের যত মধু-রস পান করেছিল; আকাশের পথ-চলার ক্লান্তিতে সব যেন উগরে দিল সূর্য—রাঙা রোদের ছলে।[১২৭] তারপর ধীরে-ধীরে পশ্চিমদিগ্‌বধূর কানে রাঙা-পদ্মের দুল ভগবান্‌ মরীচিমালী চলে গেলেন অন্যলোকে। আকাশপুকুরের ফুলন্ত পদ্মলতাটির মত ঝলমলিয়ে উঠল সন্ধ্যা। দিগ্‌বধূদের মুখে গাঢ় কৃষ্ণাগুরুর-রসে-আঁকা পত্রলেখার মত ফুটে উঠল টানা-টানা অন্ধকার। ঝাঁক-ঝাঁক ভোমরায় কালো-হয়ে-যাওয়া নীল-কমলের বন যেমন ঢেকে ফেলে লালকমলের বনকে, ঠিক তেমনি করে সন্ধ্যার রাঙিমাকে দূর করে দিতে লাগল অন্ধকার অন্ধকার আর অন্ধকার। লালপদ্মের ভেতরে ঢুকে যেতে লাগল ভোমরারা, মনে হল তারা যেন অন্ধকারের করপল্লব, সারাটি দিন ধরে পদ্মিনী যত রোদের-মধু (আ. রোদ) পান করেছে, সব টেনে বার করে আনবে।

তারপর আস্তে-আস্তে ভাবুনে[১২৮] নিশার মুখের (রাঙা) কর্ণ-পল্লবটির মত ঝরে পড়ল সন্ধ্যারাগ। দিকে-দিকে ফেলা হতে লাগল সন্ধ্যাদেবতার অর্চনার বলি-পিণ্ড[১২৯]। ময়ূরহীন দাঁড়ের ওপরদিকটায়-লেগে-থাকা অন্ধকারকেই মনে হতে লাগল যেন ময়ূর বসে আছে। গবাক্ষের ফাঁকে-ফাঁকে চুপচাপ বসে রইল পায়রারা—যেন প্রাসাদলক্ষ্মীর কানের নীলকমল। রঙ্গিনীরা আর দুলছিল না, তাই অন্তঃপুরের দোলনাগুলির সোনার তক্তা নিশ্চল, আর ঘণ্টাগুলি নীরব হয়ে গেল। উঠোনের আমগাছের শাখায় ঝোলানো খাঁচায়-খাঁচায় শুকসারীদের আলাপ বন্ধ হল। সংগীত শেষ হল, তাই থেমে গেল বীণারব, বীণাগুলি তুলে-তুলে রাখা হতে লাগল। যুবতীদের নূপুরের রুনুঝুনু থেমে গেছে, তাই থেমে গেল ভবন-কলহংসরাও। মত্তহস্তীদের গা থেকে খুলে নেওয়া হতে লাগল কানের শাঁখা চামর নক্ষত্রমালা ইত্যাদি সাজ। তাদের গণ্ডদেশ হয়ে গেল মধুকরশূন্য। রাজার প্রিয় ঘোড়াদের মন্দুরায়-মন্দুরায় প্রদীপ ঝকঝক করতে লাগল। (রাত্রির) প্রথম প্রহরের যামহস্তীরা প্রবেশ করতে লাগল। শান্তি-স্বস্তেন সেরে বেরিয়ে যেতে লাগলেন পুরুতঠাকুররা। রাজারা চলে গেলেন বিদায় নিয়ে, পরিজনেদের সংখ্যা কমে এল—মনে হল রাজবাড়ির মহলগুলো যেন আরো বড়-বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। জ্বলে উঠল হাজার-হাজার পিদিম, মণি-বাঁধানো মেঝের ওপর তাদের প্রতিবিম্ব পড়ে মনে হতে লাগল যেন ফোটা চাঁপার পাপড়ি দিয়ে আলপনা করা হয়েছে। রাজভবনের দীর্ঘিকাগুলিতে প্রদীপের আলো পড়ে মনে হতে লাগল যেন সূর্যের বিরহে বিধুরা পদ্মিনীকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এসে পড়েছে সকালের রাঙা-রোদ। খাঁচায়-খাঁচায় ঢুলতে লাগল সিংহেরা। ধনুকে ছিলে পরিয়ে বাণ হাতে নিয়ে প্রহরীর মত অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন মকরকেতু। রক্ত কর্ণপল্লবের

মত কানে নেওয়া হতে লাগল দূতীদের প্রেম-বার্তা। যেন সূর্যকান্তমণি থেকে সংক্রান্ত হয়ে মানিনীদের শোকবিধুর হিয়ায় জ্বলে উঠল আগুন। রাত শুরু হল।

চন্দ্রাপীড় তখন জ্বলন্ত-প্রদীপ-মণ্ডলে পরিবৃত হয়ে পায়ে হেঁটেই গেল রাজ-বাড়িতে। বাবার কাছে একটুখানি থেকে, বিলাসবতীর সঙ্গে দেখা করে, নিজের বাড়িতে ফিরে এসে অনেক-রত্নপ্রভা-বিচিত্র শয্যায় শুয়ে পড়ল, সর্পরাজের অনেক রত্নপ্রভাবিচিত্র ফণামণ্ডলে হৃষীকেশের মত।

রাত পোয়াল। মৃগয়ার নতুন খেলা চন্দ্রাপীড়ের মন টানতে লাগল। পিতার অনুমতি নিয়ে, ভগবান সহস্ররশ্মি উদিত হবার আগেই, সে ইন্দ্রায়ুধে চড়ে, বিস্তর হাতি ঘোড়া লোক লস্কর পাইক[১৩০] সঙ্গে নিয়ে, চলল বনে। তার যাওয়ার উৎসাহ দ্বিগুণ করে দিয়ে রে রে রে রে করতে-করতে সামনে ধেয়ে চলল কুকুরপোষার দল—সোনার শেকল দিয়ে গাধার মত বড়-বড় কুকুরগুলোকে টানতে-টানতে। বুড়ো বাঘের চামড়ার মত ডোরা-কাটা কাপড়ের তৈরি সাঁজোয়া তাদের পরণে। নানান রঙের রেশমী ন্যাকড়ার ফালি দিয়ে মাথাটা আঁট করে জড়ানো। মুখময় দাড়িগোঁফের জঙ্গল। এককানে পরেছে সোনার তালীপুট। আঁটসাঁট করে মালকোঁচা মেরেছে। অনবরত কসরত করে-করে উরু আর পায়ের ডিমগুলো ফোলা-ফোলা। হাতে ধনুক।

কান পর্যন্ত টেনে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া, ফোটা নীলপদ্মের পাপড়ির মতো রংবাহার —(অর্ধচন্দ্রাকৃতি) ভল্ল-তীর দিয়ে, মদমত্ত তরুণ হাতিদের কুম্ভের দেয়াল-ভেদ করে চলে যেতে পারে এমন সব নারাচ (লোহার বাণ) দিয়ে, চন্দ্রাপীড় বনের মধ্যে মারল হাজার-হাজার বুনো বরা, সিংহ, শরভ, চমর-হরিণ এবং আরো অনেক রকমের হরিণ। আর গায়ে তার এত জোর[১৩১] যে কতক-কতক তো জ্যান্তই ধরে ফেলল, তারা যা কিলবিলোচ্ছিল। তবু।

তার ধনুর টঙ্কারে ভয়চকিত বনদেবতারা অর্ধেক চোখ বুজিয়ে দেখতে লাগলেন তাকে (এবং তার কাণ্ড)।

সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর (আ. দিনের মাঝখানে চড়ল), তখন ইন্দ্রায়ুধে চড়ে—

ইন্দ্রায়ুধের (সারা গা-বেয়ে) অনবরত ঝরছিল ঘামের ফোঁটার বৃষ্টি, যেন (এইমাত্র) স্নান করে উঠেছে। বারবার দাঁতে দাঁত ঘষছিল, তাইতে খন-খন করে বেজে উঠছিল মুখের খরখরে লাগাম[১৩২]। পরিশ্রমে ঝুলে-পড়া মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল ফেনা-ফেনা-রক্তের ফোঁটা মেশানো, জিনের কাপড় পর্যন্ত ফেনিয়ে-ওঠা ফেনার সার। কান থেকে অবতংসের মত ঝুলছিল তার বনে যাওয়ার চিহ্ন একটি পল্লবস্তবক—ফোটা-ফোটা ফুলে রংচঙে, অলিকুলের ঝঙ্কারে মুখর। ঘাম হতে থাকায় চন্দ্রাপীড়ের সাঁজোয়ার গোল-গোল জায়গাগুলি ভেতর থেকে ভিজে গিয়েছিল, তার ওপর শত-শত হরিণের রক্তের ফোঁটা পড়ে সেটিকে দেখাচ্ছিল যেন ফুটকি-কাটা, তাইতে তার সৌন্দর্য আরো দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। অনেক জানোয়ারের পেছনে ধাওয়া করায় গোলমালের মধ্যে কোথায় ছটকে পড়েছিল ছত্রধর, তাই নবপল্লবকেই ছাতা করে তাই দিয়ে রোদ-আড়াল-করা হচ্ছিল। হরেকরকম বনলতার ফুলরেণুতে ধূসর (তার গা)—যেন মূর্তিমান

বসন্ত। ঘোড়ার খুরের ধুলোয় মলিন ললাটে স্পষ্টই ফুটে উঠেছিল ঘামের দাগ। অনেক দূরে কোথায় পিছিয়ে পড়েছিল পাইকরা—তাই সামনেটা ছিল ফাঁকা। অত্যন্ত দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে, অল্প যে-কজন রাজপুত্র শেষ পর্যন্ত সঙ্গে ছিল, তাদের সঙ্গে মৃগয়ার বিষয়েই, 'এইভাবে পশুরাজ, এইভাবে বরা'টা, এমনি করে মোষ, এইভাবে শরভ, এইরকম করে হরিণটা'—এই সব গল্প করতে-করতে বাড়ি ফিরে এল।

ঘোড়া থেকে নেমে—পরিজনরা শশব্যস্তে দৌড়ে গিয়ে এনে দিল একটা চেয়ার—তাইতে বসে, সাঁজোয়াটি নামিয়ে, ঘোড়া-চড়ার অন্য সমস্ত সাজ-সজ্জা খুলে ফেলে—চতুর্দিকে নাড়া হচ্ছিল তালপাতার পাখা, তার হাওয়ায় শ্রম জুড়োতে-জুড়োতে—খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিল। জিরিয়ে-টিরিয়ে গেল—শ'য়ে-শ'য়ে রতনের কুম্ভ সোনার কলস রুপোর ঘড়া, মধ্যিখানে সোনার পিঁড়ি ঠিকঠাক-করা—স্নান-ভূমিতে। স্নান-টান সেরে, পরিষ্কার কাপড়ে গা মুছে, লম্বা ফিনফিনে রেশমী কাপড় মাথায় জড়িয়ে, কাপড় পরে পুজো করে, সাজ-ঘরে গিয়ে বসতেই সামনে এসে দাঁড়াল প্রধান দ্বারপালের[১৩৩] সঙ্গে রাজার পাঠানো রাজবাড়ির একদল দাসী, কুলবর্ধনা-সমেত বিলাসবতীর দাসীরা এবং অন্য সব রানী-মায়েদের পাঠানো অন্তঃপুরের দাসীরা। হাতে তাদের ঝাঁপির মধ্যে নানান রকমের বসন ভূষণ মালা অঙ্গরাগ। সেগুলি তারা দিল চন্দ্রাপীড়কে। একে-একে তাদের হাত থেকে যেসব নিয়ে, প্রথমে নিজের হাতে বৈশম্পায়নকে মাখিয়ে, তারপর নিজের অঙ্গরাগ সেরে, কাছাকাছি যারা ছিল তাদের যথাযোগ্য আভরণ বসন অঙ্গরাগ ফুল ইত্যাদি বিলিয়ে চন্দ্রাপীড় চলল আহার-মণ্ডপে।[১৩৪] কত রকম রত্নের বাসনে রংবেরঙা হয়ে আছে সে-ঘর; যেন তারা-ঝকমকে শরতের আকাশ। সেখানে বসল দু-পাট করা কুথার আসনে। পাশে বসে বৈশম্পায়ন তার গুণগান করতে লাগল। আর যথাযোগ্য ঠাঁইয়ে বসল সব রাজকুমাররা। 'ওঁকে এইটা দাও, ওঁকে এইটা দাও' বলে-বলে বিশেষ অনুগ্রহ দেখানোর ফলে তাদেরও সেবা করার সাধ-আহ্লাদ আরোই বেড়ে গেল।

এইভাবে তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করল। আঁচিয়ে পান নিয়ে সেখানে খানিকক্ষণ থেকে গেল ইন্দ্রায়ুধের কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কথাবার্তা বলতে লাগল—তার পনেরো-আনাই ইন্দ্রায়ুধের হরেকরকম গুণের বাখান। পাশেই মুকিয়ে ছিল পরিজনেরা, আদেশ পেলেই হয়. তা সত্ত্বেও ইন্দ্রায়ুধের গুণ তার এতদূর মন কেড়ে নিয়েছিল, যে সে নিজেই তার সামনে ধরে দিল ঘাস। তারপর বেরিয়ে চলে গেল রাজবাড়ি। তারপর সেই একই ভাবে রাজার সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে কাটাল (আর একটি) রাত।

পরের দিন সকালবেলা চন্দ্রাপীড় দেখে কি, মহারাজের অত্যন্ত প্রিয় সমস্ত অন্তঃপুরের প্রধান কৈলাস-কঞ্চুকী আসছে। একই পথ ধরে তার পেছন-পেছন আসছে একটি কিশোরী।

মেয়েটির উঠ্‌তি-বয়েস। রাজবাড়িতে বাস করার দরুণ যদিও বেশ সপ্রতিভ, তবু বিনয় ত্যাগ করে নি। সবে উঁকি দিয়েছে যৌবন। মখমলী পোকার মত টুকটুকে লাল একটি কাপড় দিয়ে মাথাটি ঢেকে নিয়েছে, দেখাচ্ছে যেন পুবদিকে রাঙা-রোদ উঠেছে। সদ্য-পেষা মনঃশিলার গুঁড়োর-মত-রং তার অঙ্গের লাবণ্যপ্রভার

প্রবাহে সে যেন অমৃতরসের-নদীর জোয়ারে ভাসিয়ে দিচ্ছিল বাড়িটি। সে যেন চাঁদনি; রাহু পাছে গিলে নেয়, এই ভয়ে চাঁদের সভা ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। সে যেন সশরীরে রাজবাড়ির কুলদেবতা। পায়ে জড়ানো রুনুঝুনু মণিনূপুর, যেন থলে চলে জল-কমলিনী, কমলে জড়িয়ে কূজন্ত কলহংস। জঘনদেশ জড়িয়ে ছড়িয়ে আছে একটি অতিশয় দামী সোনার মেখলা। স্বল্পোদ্ভিন্ন পয়োধর। মন্দ-মন্দ ভুজলতার বিক্ষেপে দোলায়িত ও তো নখের কিরণ নয়—ও যে ঢল-ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনি বহিয়া যায়। তার মুক্তার লহরের রশ্মিজাল দিকে-দিকে জড়িয়ে পড়েছিল, তার মধ্যে ডুবে-থাকা তার শরীরটি দেখে মনে হচ্ছিল যেন দুধসায়র থেকে এই সবেমাত্র লক্ষ্মী মুখটি তুলছেন।

মেয়েটি বড় বেশি পান খায়, পাতলা ঠোঁট দুটি, তারই কালো ছোপে কুচকুচ করছে।[১৩৫] নাকটি সমান, সুডৌল, টিকোলো। চোখ দুটি প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের মত উজ্জ্বল শাদা। তার রত্নকুণ্ডলের কারুকার্য-করা মকরের আগাগুলো থেকে আলো ঠিকরে তার গালের ওপর পড়ছিল, মুখটি দেখে তাই মনে হচ্ছিল যেন কর্ণ-পল্লব পরেছে। কপালে আঁকা বাসি ধূসর চন্দনের টিপ। গয়নাগুলো বেশিরভাগই মুক্তোর।

সে যেন[১৩৬] কর্ণের রাজলক্ষ্মী। সে অঙ্গরাজ্যের প্রজাদের অনুরাগ জন্মে দিয়েছিল (অথবা, অঙ্গদেশানুরাগিণী); এ-অঙ্গরাগ রচনা করেছে।

যেন নবীন বনরাজি—তার মধ্যে থাকে সরু-সরু নরম-নরম লতা ; এর ছিপছিপে তনুখানি লতার মত কোমল।

যেন বেদবিদ্যা—চরণে-চরণে[১৩৭] সুপ্রতিষ্ঠিত ; সুন্দরভাবে পা ফেলে-ফেলে আসছে।

যেন যজ্ঞশালা—মধ্যিখানে বেদি, কোমরটি বেদির মত।[১৩৮]

যেন সুমেরুর বনের লতা—সোনার পাতায় সাজানো ; কনকপত্রে[১৩৯] সেজেছে। রীতিমত বনেদি চেহারা।

কৈলাস প্রণাম করে এগিয়ে এসে মাটিতে ডান হাতটি রেখে জানাল—কুমার, মহারাণী বিলাসবতী জানাচ্ছেন,

এই মেয়েটির নাম পত্রলেখা। এ কুলূতরাজের[১৪০] মেয়ে। অনেকদিন আগে মহারাজ কুলূতরাজধানী জয় করে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে একে নিয়ে এসেছিলেন। এ তখন বালিকা। অন্তঃপুরের পরিচারিকাদের সঙ্গে একে রাখা হয়েছিল। একে অনাথা, তায় রাজকন্যা, তাই আমার বড় মায়া হয়েছিল ওর ওপর। এতদিন ধরে ওকে মেয়ের মত আদর-যত্নে বড় করেছি। এখন তোর যোগ্য তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী[১৪১] হবে মনে করে পাঠালুম। সাধারণ পরিজনের মতন ওকে দেখিস নি বাছা, তোর অখণ্ড পরমায়ু হোক। বালিকার মত আদর করবি। নিজের চিত্তবৃত্তির মত চাপল্য থেকে রক্ষা করবি! শিষ্যার মত দেখবি। বন্ধুর মত সমস্ত গোপনীয় ব্যাপার বলবি। অনেকদিন ধরে ভালবাসতে-বাসতে মেয়েটার ওপর আমার আপন মেয়ের মতো মন পড়েছে। ওর ওপর আমার বড় টান রে! কতবড় বনেদি রাজবংশে ওর জন্ম, এমন ব্যবহারেরই যুগ্যি ও-মেয়ে। এমন সুন্দর করে সব শিখে-পড়ে নিয়েছে, যে কিছু-দিনের মধ্যেই ও নিজেই তোকে নির্ঘাৎ খুশি করে ফেলবে দেখিস। কেবল, অনেকদিন

থেকেই ওকে বড় ভালবাসি কিনা, আর তুইও জানিস না কেমন গুণের মেয়ে ও—তাই বলা। সবরকমে চেষ্টা করবি, তোর কল্যাণ হোক বাছা, যাতে শীগগিরই ও তোর উপযুক্ত পরিচারিকা হয়ে ওঠে।

এই বলে কৈলাস চুপ করল। পত্রলেখা মাথা নুইয়ে আভিজাত্যে-ভরা একটি নমস্কার করল। অনেকক্ষণ ধরে অনিমেষলোচনে তাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে, তারপর চন্দ্রাপীড়, 'যা আদেশ করেন মা'—বলে কঞ্চুকীতে বিদায় দিল।

সেই থেকে পত্রলেখা—প্রথম দর্শনেই তার মনে জাগল সেবার সাধ—কি দিনে কি রাতে আর রাজপুত্রের সঙ্গ ছাড়ল না। কুমার ঘুমোচ্ছে, বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, বেড়াচ্ছে, রাজবাড়িতে যাচ্ছে—সব সময় ছায়ার মত আছে সে-মেয়ে। চন্দ্রাপীড়েরও প্রথম দেখেই প্রথম থেকেই সুগভীর প্রীতি জন্মাল তার ওপর, আর তা বাড়তে লাগল প্রতি মুহূর্তে। প্রতিদিনই সে আরো বেশি করে অনুগ্রহ দেখাতে লাগল তাকে। সমস্ত ব্যক্তিগত আপন গোপন ব্যাপারেই তাকে মনে করতে লাগল অভিন্নহৃদয়া বলে।

এইভাবে কিছুদিন গেলে পর রাজা চন্দ্রাপীড়কে যুবরাজরূপে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছুক হয়ে দ্বারপালদের আদেশ দিলেন উপকরণসম্ভার সংগ্রহ করতে।[১৪২]

যৌবরাজ্যে অভিষেকের সময় যখন ঘনিয়ে এল, তখন একদিন শুকনাসের সঙ্গে দেখা করতে গেছে চন্দ্রাপীড়, সেই সময় শুকনাস—যদিও সে অত্যন্ত শিক্ষিত, তবু তাকে আরো শিক্ষিত করার জন্যে সবিস্তারে বলতে লাগলেন[১৪৩]—

বাবা চন্দ্রাপীড়, যা কিছু জানার সব তুমি জেনেছ, পড়েছ সব শাস্ত্র; তোমাকে উপদেশ দেবার আর কিছুই নেই। তবে কি জান, এই যে অন্ধকার (মোহ) যেটি যুব-বয়সে স্বাভাবিকভাবেই আসে, সে বড় গভীর হে, সূর্য তার মধ্যে সিঁধুতে পারে না, রত্নের আলো তাকে বিঁধতে পারে না; প্রদীপের প্রভা তাকে দূর করতে পারে না। টাকার নেশা বড় সাংঘাতিক নেশা, বুড়োবয়সেও ছাড়ে না। ঐশ্বর্যের তিমির-রোগে[১৪৪] যে চোখ-কানা হয়, সে অন্যরকম, সে বড় শক্ত (ব্যাধি), ওষুধের কাজল-কাঠি দিয়ে সারাবে, সে যো নেই। হাম-বড়াই-এর গরম থেকে যে জ্বর-তাপ ওঠে, সে বড় তীব্র (রে ভাই), ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা উপচার দিয়ে সে-তাপ নামানো যায় না। বিষয়-বিষ চাখলে পরে যে মূর্ছাটি হয়, সে বড়, বিষম—জড়ি-বুটি বা মন্ত্র-তন্ত্রে যাবার নয়। আসক্তির ময়লার প্রলেপ কিছুতেই ঘুচবে না, যতই ঘষ, আর যতই চান কর। রাজত্বের সুখগুলি জড়ো করে তার ওপর শুয়ে-শুয়ে যে সান্নিপাতিক[১৪৫] নিদ্রাটি হয়; সে হল অনন্ত কালনিদ্রা, রাত পোয়ালেও ভাঙবে না। তাই একটু খুঁটিয়ে-ফলিয়েই বলছি তোমায়—

মায়ের পেট থেকেই ধনী-রাজা-হুজুর-মালিক[১৪৬], কাঁচা বয়স, কার্তিকের মতো চেহারা (আ. অনুপম রূপ) আর অমানুষিক শক্তি—এ হল একের-পর-এক মহা অনর্থ।[১৪৭] এদের প্রত্যেকটিই হল সবরকম অবিনয়ের বাসা, সব কটি এক হলে তো

কথাই নেই। যৌবনের শুরুতে বুদ্ধিটা সাধারণত ঘোলা হয়ে যায়, শাস্ত্রের জলে ধুয়ে-ধুয়ে নির্মল করে রাখা সত্ত্বেও। যুবকদের চোখ শাদাই থাকে (আ. শাদাভাব ত্যাগ করে না) তবু কেমন যেন রঙীন হয়ে যায়। ধুলোর ঘূর্ণি ঘুরিয়ে ঝড় যেমন ইচ্ছেমত অনেক দূরে উড়িয়ে নিয়ে যায় শুকনো পাতাকে, ঠিক তেমনি করেই যৌবন-কালে প্রকৃতি পুরুষকে নিজের খুশিমত টেনে নিয়ে যায় বহু-বহু দূরে রঙীন নেশার ঘূর্ণিপাকে মাথাটি ঘুরিয়ে দিয়ে ঘোল খাওয়াতে-খাওয়াতে।[১৪৮] আর এই যে ফূর্তির মরীচিকা—ফুরোয় আর না, ফুরোয় আর না—এ-ও সদাই (হাতছানি দিয়ে-দিয়ে) বিভ্রান্ত করে ইন্দ্রিয়-হরিণকে, পরিণাম ? অতি ভয়ঙ্কর। সেই একই জল কষা-মুখে খেলে যেমন বেশি মিষ্টি লাগে; তেমনি নবযৌবনের রং-লাগা মনে সেই একই ইন্দ্রিয়-বিষয়গুলো তারিয়ে-তারিয়ে খেতে কি মধুরই না-লাগে। দিগ্‌ভ্রান্তি হলে মানুষ যেমন পথ হারিয়ে বিপথে চলে যায়, ঠিক তেমনি অতিরিক্ত বিষয়-নেশায় মানুষ কুপথে পড়ে উচ্ছন্নে যায়।

তোমরা (আ. তোমাদের মত মানুষেরা) হলে যথার্থ উপদেশের পাত্র হে। নির্মল মনেই অনায়াসে প্রবেশ করে উপদেশের গুণ, যেমন চাঁদের কিরণ অনায়াসে প্রতিফলিত হয় স্ফটিক পাথরে। গুরুজনের বচন নির্মল হওয়া সত্ত্বেও হত-ভাগা দুর্জনের কানের মধ্যে যেন জলের মত ঢুকে তীব্র বেদনা জন্মায়। আবার অন্যের (অর্থাৎ সুজনের) মুখের শোভা বাড়িয়ে দেয়, যেমন হাতির কানের শাঁখের গয়নায় তার মুখের (অর্থাৎ মাথার) সাজের বাহার বাড়িয়ে তোলে। রাত-শুরুর চাঁদ যেমন সব অন্ধকার—সে-যতই মিশমিশে হোক—ঘুচিয়ে দেয়, তেমনি হল গুরুর উপদেশ, সমস্ত দোষ—সে যতই মলিন হোক না কেন—ঘুচিয়ে দেয়। বয়েস যেমন সব জুড়িয়ে দেয়, মাথার কালো চুলগুলিকেই পাকিয়ে-পাকিয়ে শাদা করে দেয়, তেমনি হল গুরুর উপদেশ—প্রশান্ত করে, নির্মল করে-করে দোষগুলিকেই গুণে পরিণত করে। বিষয়ের রস এখনো চাখ নি তুমি, তোমাকে উপদেশ দেওয়ার এই হল সময়। ফুলশরের প্রহারে যে-হৃদয় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, সেখানে উপদেশ জলের মত গলে পড়ে যায়। দুষ্টপ্রকৃতির লোক—সে ভাল বংশেই জন্মাক আর লেখাপড়াই করুক—শিক্ষিত বিনয়ী হয় না কখনো। চন্দনের আগুন কি পোড়ায় না ? আর যে-জল এমনিতে ঠাণ্ডা করে, তাইতেই কি আরো প্রচণ্ড হয়ে জ্বলে ওঠে না বড়বানল ? গুরুর উপদেশ হচ্ছে গিয়ে মানুষের নির্জলা স্নান—ধুয়ে দেয় সমস্ত ময়লা। জরা ছাড়াই বৃদ্ধত্ব—চুলপাকা ইত্যাদি কোন-রকম বিকৃতি জন্মায় না। ওজন বাড়িয়ে দেয়, মেদবৃদ্ধি না করেই। কানের অগ্রাম্য (গেঁয়ো নয়, ফ্যাশানেবল) গয়না, যদিও সোনার তৈরি নয়। আলো, যদিও ঝলমল করে না। জাগিয়ে তোলে, কিন্তু বিরক্তির উদ্রেক করে না (অথবা, জাগিয়ে রাখে, কষ্ট না দিয়েই)—বিশেষ করে রাজাদের পক্ষে। কেননা, তাঁদের উপদেশ দেবার লোক তো টিমটিম করছে।

লোকে প্রতিধ্বনির মতো রাজার কথায় সায় দেয়—ভয়ের চোটে। উদ্দাম দর্প শোথ-রোগের মত তাঁদের কানের ফুটো বুজিয়ে দেয়, উপদেশ দিলেও তাঁরা শোনেন না। যদি বা শোনেন, হাতির মত চোখ কুতকুতিয়ে এমন তাচ্ছিল্য করেন যে হিতোপদেষ্টা গুরুরা তাতে কষ্ট পান। অহঙ্কারের গা-পোড়ানো জ্বরে বেহুঁস হয়ে

চারদিক আঁধার দেখে দিশেহারা হয়ে যাওয়া—এই হচ্ছে রাজাদের স্বভাব। মিথ্যে অভিমানে পাগল করে ছাড়ে—টাকাকড়ি। আর রাজলক্ষ্মীটি হলেন রাজত্বের আপিং (আ. বিষ), খাইয়ে ঘুম-পাড়ানী (ডাইনীমাসী)।

ভালোর দিকে তোমার মন[১৪৯], (তোমার ভালোর জন্যেই বলছি শোন বাবা) প্রথমেই দেখ লক্ষ্মীকে[১৫০]। ভাল-ভাল যোদ্ধাদের বন্‌বন্‌ তরোয়ালের কমল-বনের ফরফরে ভ্রমরী[১৫১] এই লক্ষ্মীটি যখন দুধসায়র থেকে উঠলেন, তখন পারিজাত-পল্লব থেকে তার টুকটুকে রংটি (আসক্তি), চাঁদের কলা থেকে তার ঐ কিছুতেই সোজা হব না, ট্যারা-ব্যাঁকা থাকব—ভাবখানা, উচ্চৈঃশ্রবার থেকে ছটফটানি, কালকূটের থেকে সম্মোহনের শক্তি, সুরার থেকে নেশা, কৌস্তুভমণির থেকে কি পাষাণ কি পাষাণ কাঠিন্য—এইসব স্মৃতিচিহ্নগুলি নিয়ে উঠেছিলেন, অনেকদিন একসঙ্গে বাস করেছেন কিনা, তাই বিরহে যখন মন টনটনিয়ে উঠবে, তখন ঐগুলি দেখে দুঃখ ভুলবেন।[১৫২]

এ বেটীর মত এমন অচেনা বস্তু এ-দুনিয়ায় আর দুটি নেই—কিছুতেই পোষ মানে না। পেলেও কি ধরে রাখা যায়! সুদৃঢ় গুণের[১৫৩] দড়ি-দড়া দিয়ে আষ্ঠে-পৃষ্ঠে বেঁধে নড়াচড়া বন্ধ করে দিলেও অদৃশ্য হয়ে যায়। উদ্দাম-দর্প যোদ্ধাদের হাজার হাজার শাঁই-শাঁই লিকলিকে তরোয়ালের (-গরাদ-ওলা) খাঁচায় ধরে রাখলেও সরে পড়ে। মদজলের বাদলদিনের আঁধারঘন মেঘের মত হাতির ঘটা দিয়ে ঘিরে রাখলেও পাঁই-পাঁই পালায়। পরিচয়ের মর্যাদা রাখে না। আভিজাত্য দেখে না। রূপের দিকে তাকায় না। বংশ-ধারার ধার ধারে না। চরিত্রের দিকে চায় না। পাণ্ডিত্য? রসজ্ঞতা? ফুঃ! পড়াশোনা? ওসব রাখ, শুনতে চাই না। ধর্মের বালাই নেই। ত্যাগের কদর করে না। ভাল-মন্দের জ্ঞান? কে মাথা ঘামাচ্ছে? আচার মানে না। সত্য বোঝে না। সুলক্ষণ-অলক্ষণ? ওসব মেনে চলতে তার বয়ে গেছে। গন্ধর্বনগরের[১৫৪] আভাসের মত দেখতে-দেখতে মিলিয়ে যায়। সেই যে মন্দরের ঘূর্ণিতে বাঁই-বাঁই ঘুরেছিল, সে-ঘোর এখনো কাটে নি, ঘুরছেই ঘুরছেই (একজনকে ছেড়ে আর এক-জনের কাছে)। কোথাও ভরসা করে পা-টি বেশ যুৎ করে রাখতে পারে না, (আহা রে), বোধহয় পদ্ম-পাড়া বেড়াতে-বেড়াতে পদ্মনালের কাঁটা প্যাঁট করে বিঁধে গেছে পায়! বড়-বড় রাজার ঘরে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে বাগিয়ে ধরে রাখা সত্ত্বেও টলে পড়ে; যেন গাদা-গাদা গন্ধহাতির গালের মধু খেয়ে মাতাল হয়ে।

সে যে বাস করে তরোয়ালের ধারে, সে বোধহয় শুধু নিষ্ঠুরতা শিখতেই। নারায়ণের শরীরটিকে যে জড়িয়েছে, সে বুঝি শুধু 'তুমি কেমন করে বিশ্বরূপ ধরে-ছিলে গো'—সেই বিদ্যেটি আদায় করে নিতে, যাতে যা-ইচ্ছে-তাই রূপ ধরতে পারে[১৫৫]। কাউকে বিশ্বাস করে না, কাউকে বিশ্বাস করে না, কিছু বিশ্বাস নেই ওকে[১৫৬]। রাজ্য সৈন্য ধন এবং মিত্রমণ্ডলী সবই যিনি বাড়িয়েছেন, এমন রাজাকেও অনায়াসে তালাক দিয়ে চলে যায়, দিনশেষের পদ্মটির মতো—শেকড়, নাল, কোষ এবং মণ্ডলটি বেশ পুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও।[১৫৭] লতা যেমন ডাল জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে, সে-ও তেমনি আশ্রয় করে বদমাসদের।[১৫৮] গঙ্গা যেমন বসুদের (অর্থাৎ আট ছেলের) মা হওয়া সত্ত্বেও কেবলই তিড়িং-বিড়িং—ঢেউ দিচ্ছে আর বুড়বুড়ি কাটছে, সে-ও তেমনি ধন-প্রসূতি হয়েও তরঙ্গ-বুদ্বুদের মতোই চঞ্চল।[১৫৯] সূর্যের গতির মধ্যে যেমন নানান

রকমের সংক্রান্তি দেখা যায়,[১৬০] সে-ও তেমনি একবার এর কাছে যাচ্ছে, একবার তার কাছে যাচ্ছে, (কত রংগই না) দেখাচ্ছে!

বেটী যেন পাতালের গুহা—কুপ-কুপ করছে অন্ধকার, মোহান্ধকারে ভরা[১৬১]। যেন হিড়িম্বা—একমাত্র ভীমসাহসেই[১৬২] মন কাড়া যায়। যেন বর্ষা—বিদ্যুৎ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল; কদিন খুব দপ্‌দপালে, তারপর আবার যে-কে-সেই অন্ধকার। যেন শয়তানী রাক্ষুসী—নিজেকে অনেক-মানুষ-লম্বা পেল্লাই করে দেখিয়ে দুর্বল ভীতু লোককে পাগল করে দেয়, 'অমুক-অমুক-অমুকের বোল-বোলাও দেখ' এমনি করে অল্পবুদ্ধি লোকের মাথা ঘুরিয়ে দেয়।

কি হিংসে! হিংসে ছাড়া আর কী হতে পারে, নইলে সরস্বতী যাকে আপন করে নিয়েছে, তাকে (কিছুতেই) আলিংগন করে না! গুণীকে ছোঁয় না, যেন সে অশুচি। দিলদরিয়া মানুষকে মোটেই সম্মান করে না, যেন সে অলুক্ষণে-অমংগল। সুজনের দিকে চোখ তুলে তাকায় না—যেন সে অপয়া। অভিজাতকে দেখলে পালায়—বাপ রে যেন সাপ। বীরপুরুষের চৌহদ্দি মাড়ায় না—যেন কাঁটা। দাতাকে ভুলেই থাকে—যেন কুস্বপন। শিক্ষিত-বিনয়ীর কাছে ঘেঁষে না—যেন সে একটা মহাপাপী। মনস্বীকে টিটকিরি দেয়—যেন সে একটা বদ্ধ পাগল। দুনিয়ার কাছে মেলে ধরে নিজের উল্টোপাল্টা চাল-চলন, যেন ভেলকি দেখাচ্ছে। যেমন ধর এই—

সবসময় গরম করছে, আবার ঠাণ্ডা করছে[১৬৩] (অর্থাৎ টাকার গরমে জড়-বুদ্ধি করছে)। লম্বা করছে, অথচ যে-বেঁটে সেই-বেঁটেই রেখে দিচ্ছে (অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েও স্বভাবের নীচতা প্রকাশ করছে)। অত থৈ-থৈ জলে জন্ম, তবু দেখ তৃষ্ণা বাড়িয়েই চলে। শিব গড়ে; সেই সংগে বাঁদরও গড়ে (আ. শিব করে, তবু স্বভাবটিকে যা দাঁড় করায়, তা শিবের ঠিক উল্টো, মানে; বড়লোক করে এবং সেইসংগে করে নীচ-স্বভাব)। এদিকে বলবৃদ্ধি ঘটায়, ওদিকে ওজন কমায় (ধনবল, লোকবল ইত্যাদি বৃদ্ধির সংগে-সংগে স্বভাবটিকে হালকা করে দেয়)।

অমৃতের আপন মায়ের পেটের বোন, তবু খেতে কি তেতো; পরিণামে তিক্ত।

শরীর আছে, তবু অদৃশ্য; বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধ-কোঁদল ঘটায় এবং মানুষকে ঘোড়ার ডিম, আকাশকুসুম দেখায়।

খুব ভাল লোককে পছন্দ করে, আবার খুব খারাপ লোককে পছন্দ করে; পুরুষোত্তম নারায়ণের প্রিয়া হয়েও তার প্রিয় হচ্ছে যতসব পাজীর দল।

(বেটী) যেন ধুলো দিয়ে গড়া—স্বচ্ছ জিনিসকেও কলুষিত করে; মনটি-পরিষ্কার শাদা-সিধে সরল মানুষকেও নষ্ট করে।

এ চপলা (বিদ্যুৎ, চঞ্চলা) যতই জ্বলে, ততই প্রদীপশিখার কাজ যেমন কেবল কাজল উগ্‌রোন, তেমনি কাজলের মত কালো-কালো সব কুকীর্তি'ই উগ্‌রোতে থাকে।

সাধে কি আর বলছি, দেখ—

ইনিই[১৬৪] হচ্ছেন গিয়ে সেই বারিধারা যাতে লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে (বিষয়-) তৃষ্ণার বিষলতাগুলো। ইনি হচ্ছেন সেই ব্যাধের গান, যাতে ভোলে ইন্দ্রিয়-হরিণ। সৎ-কর্মের ছবিগুলোকে ঢেকে ফেলে যে ধোঁয়ার কুণ্ডলী—এ-হল সে-ই। মোহের লম্বা ঘুমের ইনি হচ্ছেন মায়া-শয্যা (ডানলোপিলা!)। ধনগর্ব-রূপ পিশাচীদের হানা-বাড়ির ভাঙা চিলেকোঠা। শাস্ত্ররূপ চোখে তিমির-রোগের আবির্ভাব। যত রকম

ঔদ্ধত্য-অবিনয়ের সামনের পতাকা। সেই নদী, যেখানে জন্মায় ক্রোধাবেগের কুমীররা। বিষয়-মদিরার পানভূমি। ভুরু কুঁচকোন-র অভিনয়ের (পাঠ নেওয়ার) সংগীত-ভবন। যত দোষের-সাপের বাসা-গুহা। সজ্জনোচিত ব্যবহার হটিয়ে দেওয়ার লাঠি। গুণ-রূপ কলহংসদের অকালবর্ষা।[১৬৫] লোকাপবাদের ফোঁড়া-ফুসকুড়ি ছড়িয়ে যাওয়ার যুতসই জমি। শঠতার নাটকের প্রস্তাবনা। কাম-হস্তীর নিশান। সাধুতার কসাইখানা। ধর্ম-চাঁদের রাহু-জিহ্বা।

এমন লোক তো দেখি না, যাকে এই অপরিচিতা গাঢ় আলিঙ্গন করে তারপর প্রতারণা করে নি। সত্যি, এ-মেয়েকে পটে এঁকে রাখলেও চলে যায়, মাটি দিয়ে পুতুল গড়ে রাখলেও ভোজবাজি দেখায়, খোদাই করে রাখলেও ঠকায়, (লক্ষ্মী এই নামটি) কানে শুনলেও চোখে ধুলো দেয়, তার কথা শুধু চিন্তা করলেও বঞ্চনা করে।

এমনধারা বিশ্রী যার ব্যাভার, সেই মেয়ে যখন দৈবাৎ পেয়ে বসে, তখন তার পাল্লায় পড়ে রাজারা ক্যাবলা হয়ে যান[১৬৬]; আর যত অবিনয় সব এসে বাসা বাঁধে তাঁদের মধ্যে। বুঝিয়ে বলছি—তাঁদের অভিষেকের সময়েই যেন ঐ মঙ্গলঘটের জলেই ধুয়ে যায় ভদ্রতা, হোমের ধোঁয়াতেই কালো হয়ে যায় মনটা, পুরুতমশাইয়ের কুশাগ্রের ঝাঁটা দিয়েই যেন ঝেঁটিয়ে বিদায় হয়ে যায় ক্ষমা; পাগড়ির পাট্টায় ঢেকে যায় 'একদিন বুড়ো হতে হবে' এই কথাটার স্মরণ, পরলোক দেখাটা আড়াল হয়ে যায় বিরাট গোল ছাতায়, চামরের হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যায় সত্যবাদিতা। বেত্রযষ্টিগুলো হটিয়ে দেয় সব গুণ; জয়ধ্বনির হৈ-হট্টগোলে ডুবে যায় সুনাম, পতাকার আঁচলে মুছে যায় যশ।[১৬৭]

কোন-কোন (রাজা) লোভে পড়ে যান সম্পদের—ধকলের চোটে ঝুলে-পড়া পাখির ফাঁপা (অতএব ন্যালবেলে) গলার মত নড়বড় করছে যে সম্পদ[১৬৮], যে সম্পদ মনোহর কিন্তু…কিন্তু…ঐ জোনাকির মিটমিটের মতো এক মুহূর্তই, যে সম্পদকে ছি-ছি করেন মনস্বী মানুষেরা। সামান্য একটু টাকাকড়ি হয়েছে, সেই অহঙ্কারে এঁরা নিজেদের জন্মবৃত্তান্তও ভুলে যান। নানান দোষে দূষিত বদরক্তের মতই দুষ্কর্ম করতে-করতে বেড়ে-যাওয়া ঘোর আসক্তির ফলে কষ্ট পান। নানান বিষয় গ্রাস করার জন্যে লুভিয়ে-ওঠা তো নয়, হাজার-হাজার—ইন্দ্রিয়গুলো তাঁদের জেরবার করে ছাড়ে। প্রকৃতি-চঞ্চল মন তো পেয়ে একখানা থেকে একশ-হাজারখানা হয়ে হয়রান করে দেয়। ফলে তাঁরা দিশেহারা হয়ে যান। তাঁদের যেন গ্রহদশায় ধরে, যেন ভূতে পায়, তাঁরা যেন মন্ত্রের ঘোরে থাকেন, যেন কোন অপদেবতার ভরে কাঠ হয়ে যান, যেন বায়ুতে তাঁদের নাচায়; যেন পিশাচে গ্রাস করে। মদনশরে মর্মাহত হয়ে তাঁরা কতরকম যে মুখভঙ্গি করতে থাকেন তার ইয়ত্তা নেই। টাকার গরমে সেদ্দ হতে-হতে ধড়ফড় কিলবিল ছটফট কতরকম কি করেন। নিজেদের শরীর নিজেরাই বইতে পারেন না (চাকর লাগে), যেন তাঁদের কেউ আচ্ছা করে মেরেছে। এঁকেবেঁকে বাঁকাপথে চলেন, যেন কাঁকড়া। পাপের ফলে (ঠিকপথে) চলার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়; তখন পাপে চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গুর মতো অন্যে তাঁদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। মিথ্যেকথার বিষটি পেটে গিয়ে যেন মুখে কোন ঘা হয়েছে এমনি ভাবে অতি কষ্টে (চিবিয়ে-চিবিয়ে) কথা বলেন। রজোগুণের নানান বিকৃতির ফলে (তাকান কি!), যেন চোখে কুসুমরোগ হয়েছে, কাছাকাছি যারা থাকে তাদের মাথা ধরে যায়—যেমন ধরে ছাতিম গাছের

ফুলের রেণু পড়লে-টড়লে।[১৬৯] আত্মীয়-স্বজনকেও আর চিনতে পারেন না; যেন তাঁদের মরণদশা ঘনিয়ে এসেছে! তেজী মানুষের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেন না, যেন তাঁদের চোখ উঠেছে, আলো সইতে পারছেন না। যতই ভাল মন্ত্রণা দাও না কেন, চৈতন্য আর হয় না—যেন তাঁদের কালসাপে কেটেছে, যতই ঝাড়ফুঁক কর, চোখ আর মেলবে না। যার ভেতরে আগুন আছে এমন (পষ্টবক্তা ব্যক্তিত্বশালী) লোককে সইতে পারেন না, যেন লাক্ষার গয়না, গরম সইতে পারে না। দুষ্টু হাতিকে যেমন প্রকাণ্ড থামে বেঁধে নিশ্চল করে রাখলেও কথা শোনে না; তেমনি এঁরাও অতি-অহঙ্কারের পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে কারো উপদেশে কর্ণপাত করেন না। সাংঘাতিক তেষ্টায় বেহুঁস হয়ে লোকে যেমন চোখে সর্ষেফুল দেখে, তেমনি (বিষয়-) তৃষ্ণার বিষে অচৈতন্য হয়ে তাঁরা চারিদিকে খালি সোনা দেখতে থাকেন। শত্রুর-ছোড়া শান-দিয়ে-দিয়ে ধারালো-করা তীর যেমন একেবারে শেষ করে দেয়, তেমনি তাঁরাও সুরাপান করে-করে আরো উগ্র আরো নিষ্ঠুর হয়ে পরের কথায় (ভালমানুষের) সর্বনাশ করেন। অনেক-উঁচুতে-ঝোলা ফলও মানুষ যেমন লগি ছুড়ে-ছুড়ে পেড়ে নেয়, তেমনি বহুদূরে-সরে-থাকা নামী-নামী বংশকেও তাঁরা (ছুতোয়-নাতায়) শাস্তি দিয়ে-দিয়ে উৎখাত করেন। তাঁরা যেন অকালের ফুল-ফোটা—দেখতে সুন্দর, কিন্তু লোকবিনাশের কারণ[১৭০]। তাঁরা যেন চিতার (আ. শ্মশানের) আগুন—তার ছাইয়ের মতোই অতি ভয়ঙ্কর তাঁদের সমৃদ্ধি। চোখে তিমির-রোগ হলে যেমন বেশিদূর দেখতে পায় না লোকে, তেমনি তাঁরাও হন অদূরদর্শী। কারো ভর হলে যেমন ছোটলোকেরা পিল-পিল করে বাড়ি ভর্তি করে ফেলে, তেমনি তাঁদেরও প্রাসাদ থাকে নীচাশয় মানুষে ভর্তি। তাঁদের (দেখা তো দূরের কথা, নাম) শুনলেও বুক দুর-দুর করে, মনে হয় যেন শবযাত্রীদের ঢাক-ঢোল বাজছে। তাঁদের কথা চিন্তা করলেও একটা কিছু অমঙ্গল ঘটে যায়; মহাপাপের উদ্যোগ করলে যা হয়। চারিদিক থেকে আসতে-থাকা (টাকায়) দিন-দিন ভরে উঠতে-উঠতে তাঁদের চেহারা হয় যেন পাপ দিয়ে ফাঁপানো-ফোলানো (একটি বেলুন)। এই অবস্থায়, শত-শত পাপ-বদখেয়াল-নেশার শরের শিকার হয়ে তাঁদের যে পতন হয়েছে, তাও তাঁরা বুঝতে পারেন না, ঠিক যেমন উইঢিপির ঘাসের-আগায়-পড়া জলের-ফোঁটা বুঝতে পারে না যে সে পড়েছে (কেননা বোঝার আগেই তাকে শুষে নেয় ঢিপির মাটি)।

আবার অন্য অনেক (রাজা) আছেন,[১৭১] দেবতার মত স্তব-স্তুতি করে তাঁদের প্রতারণা করে ধূর্তের দল, যাদের একমাত্র লক্ষ্য হল নিজের কাজটি হাঁসিল করা; যারা হচ্ছে শকুনির মতো, ঐ টাকা-মাংসটি খাবে গব্‌ গব্‌ করে; যারা হচ্ছে রাজসভা-রূপ পদ্মবনের বক। এইসব ঠকামির ওস্তাদেরা মনে-মনে নিজেরাই হাসতে-হাসতে দোষগুলোকে গুণের কোঠায় ফেলে এরকম করে বোঝায়—

জুয়োখেলাটা হচ্ছে বিনোদ[১৭১]। পরদারাভিগমন হল চতুরতা। মৃগয়া—ও তো একরকমের ব্যায়াম। সুরাপান? ওটা তো ফুর্তি। অসাবধানতা—বীরত্ব। নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করা হল গিয়ে (আপনার—কি বলে?) অনাসক্তি। গুরুজনের কথা উড়িয়ে দেওয়া—তার মানে আপনি (কত স্বাধীন দেখুন, ;) অন্যের কথা শুনে চলবার পাত্র নন। চাকর-বাকরদের শাসনে রাখতে পারেন না? আহা তার মানে

আপনাকে সেবা করাটা কত সহজ, ওদের যেমন খুশি ওরা করুক আপনি কিছু বলতে যাচ্ছেন না। নাচ গান বাজনা বারনারীতে নেশা? হুঁ হুঁ, আপনি যে কত বড় রসিক তার প্রমাণ। গুরুতর অপরাধেও (চোখ-) কান বুজিয়ে থাকা—তার মানে আপনি কি দারুণ দিল-দরিয়া। অপমান সহ্য করছেন? (করবেনই তো, আপনার মতো কার আছে এমন) ক্ষমা? স্বেচ্ছাচারিতা? (কে বলেছে?), আপনিই যে রাজা, (সেইটা একটু বুঝিয়ে দিচ্ছেন মাত্র)। দেবতার অপমান? তার মানে আপনার কত বড় বুকের পাটা।

বন্দীদের (মামুলি) বন্দনা-গানকেই তারা রাজার যশ বলে চালায়, ফড়ফড় করাটাকেই বলে উৎসাহ, ভাল-মন্দ-জ্ঞান-হীনতাটাকে দাঁড় করায় অপক্ষপাতিত্ব বলে। আর রাজারাও বিত্তমদে মত্তচিত্ত হয়ে, বেহুঁস হয়ে 'হ্যাঁ, তাই তো, হ্যাঁ, তাইতো' (বলে ঘাড় নাড়তে থাকেন); নিজেকে মনে করেন কি যেন একটা। ভাবেন, মানুষের মতো হাত-পা নাড়ছি চলছি-ফিরছি বটে, কিন্তু আসলে আমি দেবতার অংশাবতার, আমি মানুষের ঢের ওপরে, আমার মধ্যে দেবতা আছে। শুরু করে দেন দেবজনোচিত হাব-ভাব আচার-আচরণ, সবাই হাসে (অ. সবার উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়ান)। চাকর-বাকররা যখন তার নকল করে; তাদেরও বেশ বাহবা দেন। আর এই প্রতারণা, এই দেবত্বের আরোপের ফলে মনে-মনে নিজেকে কী-না-কী ভাবতে-ভাবতে বুদ্ধি যায় ঘুলিয়ে, তখন ভাবেন; 'আমার এই হাত-দুটো বাইরে আছে, আর দুটো হাত ভেতরে ঢুকে আছে।' ভাবেন; 'আমার কপালের তিন নম্বর চোখটা চামড়ার আড়ালে আছে।' তখন—

দেখা-দেওয়াটাকেও মনে করেন অনুগ্রহ। একবার তাকিয়ে দেখাটাকেও উপকারের কোঠায় ফেলে দেন। শুধু কথা-বলাটাকেও (প্রসাদ-) বিতরণের মধ্যেই ধরেন! হুকুম দিয়ে ভাবেন বর দিচ্ছি। নিজের স্পর্শকেও মনে করেন পবিত্র, (লোকে ছুঁলে উদ্ধার হয়ে যাবে)। নিজের মিথ্যা মাহাত্ম্যের গর্বে ভরপুর হয়ে, দেবতাদের প্রণাম করেন না, ব্রাহ্মণদের পুজা করেন না, মান্যদের সম্মান করেন না, অর্চনীয়দের অর্চনা করেন না, অভিবাদনযোগ্য যাঁরা তাঁদের অভিবাদন করেন না, গুরুজনের সামনে উঠে দাঁড়ান না। 'আহা বেচারা, মিছিমিছি খেটে মরে বিষয়সম্ভোগের মজা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছে'—এই বলে ঠাট্টা করেন বিদ্বান্ মানুষদের। বৃদ্ধদের উপদেশকে দেখেন—বুড়ো-বয়সের ভীমরতির প্রলাপ। 'কি, আমার নিজের বুদ্ধি নেই বুঝি!' এই এই বলে খুঁত কাড়েন মন্ত্রীর মন্ত্রণার। হিতকথা যে বলে, তার ওপর চটে যান।

আর তাকেই দেখে একেবারে খুশি হয়ে উঠে এসো-বোসো বলেন, (যত কথা) তার সঙ্গেই বলেন, তাকেই পাশে বসান, তাকেই বাড়িয়ে তোলেন, তার সঙ্গেই আনন্দে থাকেন, তাকেই দেন, তাকেই বন্ধু করেন, তারই কথা শোনেন, তারই উপর ঢালেন, তাকেই মান দেন, তাকেই বিশ্বাস করেন, যে দিনরাত অনবরত হাতজোড় করে অন্য-কোন-কাজ-নেই তাঁকে দেবতার মতো স্তব করতে থাকে, কিম্বা তাঁর (নিত্যনতুন) মাহাত্ম্য বানিয়ে-বানিয়ে ঘোষণা করে।

তাঁরা কী না করতে পারেন, যাঁদের প্রমাণ (অথরিটি) তথা আদর্শ হচ্ছে অত্যন্ত নৃশংস সব উপদেশে আগাগোড়া প্রায়-ভর্তি ঐ নির্দয় কৌটিল্য-শাস্ত্র; যাঁদের গুরু হচ্ছে ঐ পুরোহিতরা, অভিচার-ক্রিয়া করতে-করতে যাদের প্রকৃতি একেবারে ক্রূর হয়ে

গেছে ; যাঁদের মন্ত্রণাদাতা হচ্ছে ঐ মন্ত্রীরা যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে লোক-ঠকানো ; হাজার-হাজার রাজার ভুক্তোচ্ছিষ্ট লক্ষ্মীতে যাঁদের নেশা, যাঁদের চাড় হচ্ছে খুনে শাস্ত্র পড়ায়; যাঁরা সাবাড় করে দিতে চান কাদের ? না, অনুরক্ত ভাইয়েদের, সহজ প্রেমে যাদের হৃদয় ছলছল করছে ।

তাই বলি, কুমার, একে এই ধরনের সব হাজার-হাজার অতিকুটিল এবং কষ্টকর ব্যাপার-স্যাপারে প্রায়-ঠাসা ভয়ংকর রাজ্যশাসনতন্ত্র; তার ওপর তোমার এই যৌবন, যা মানুষকে মহামোহান্ধ করে দেয় । সুতরাং তুমি এমন ভাবে (চলতে) চেষ্টা করবে, যাতে লোকে তোমায় টিটকিরি না দেয়, সজ্জনেরা তোমার নিন্দে না করেন; গুরুজনেরা ছি-ছি না করেন, বন্ধুরা অনুযোগ না করে; বিদ্বজ্জনেরা হায়-হায় না করেন । এবং যাতে বিটেরা তোমায় ফাঁসিয়ে না দেয়; কাজ-বাগাতে-ওস্তাদেরা তোমায় নিয়ে হাসাহাসি না করে; ভুজঙ্গেরা তোমায় লুটে-পুটে না খায়, চাকর-বাকর নামক নেকড়েরা টুকরো-টুকরো করে না ফেলে; ধূর্তেরা না ঠকায়; মেয়েরা না প্রলুব্ধ করে, লক্ষ্মী না ভ্যাংচায় । যাতে অহঙ্কার তোমাকে না (বাঁদর-) নাচায়; মদন তোমাকে পাগল না করে, বিষয় তোমাকে বিক্ষিপ্ত না করে; আসক্তি তোমাকে টেনে নিয়ে না যায়, আরাম তোমাকে চুরি করে নিয়ে না পালায় অর্থাৎ কিডন্যাপ না করে ![১৭২]

জানি তুমি এমনিতেই ধীরস্থির, তার ওপর বাবা তোমাকে এত যত্ন করে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন, এবং এও জানি যে টাকাকড়ি মাথা ঘুরিয়ে দেয় সেই সব লোকেরই যারা অস্থিরমতি এবং যাদের কোন বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই; তবু আমি যে এত কথা বললুম; সে-শুধু তোমার গুণে সন্তুষ্ট হয়েই । আর বার-বার তোমায় বলছি— যতই কেউ বিদ্বান হোক; যতই হুঁস থাক; যতই উদার-ভাল-সাহসী হোক, যতই অভিজাত হোক; যতই ধীরস্থির হোক; যতই পরিশ্রমী অধ্যবসায়ী হোক, এই পাজীর-পাঝাড়া লক্ষ্মী ঠাকরুণটি তাকে খারাপ করে দেন এবং জাঁতা-পেষা করে ছাড়েন ।[১৭৩]

তোমার বাবা এই যে তোমার যৌবরাজ্যে অভিষেক করতে চলেছেন এই মঙ্গলানুষ্ঠান ভালয়-ভালয় হয়ে যাক; তুমি এটি ভাল করে উপভোগ কর; সর্বান্তকরণে এই চাই । তোমার পূর্বপুরুষেরা যে-ভার বহন করে গেছেন, কুলক্রমাগত সেই ভার বহন কর । শত্রুদের মাথা নুইয়ে দাও, আত্মীয়স্বজনদের তুলে ধর । আর অভিষেকের পরে দিগ্বিজয় শুরু করে ঘুরতে-ঘুরতে—তোমার বাবা যদিও আগেই জয় করেছেন, তবু আবার—জয় কর এই সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা । এই হল তোমার প্রতাপকে প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্ত সময় । যার প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে-রাজা আদেশ করামাত্র তা পালিত হয়; যেমন ত্রিকালদর্শী (আ. ত্রিলোকদর্শী) মানুষ যা বলেন তাই সত্যি হয় ।

—এই পর্যন্ত বলে থামলেন ।

শুকনাস যখন নীরব হলেন; তখন চন্দ্রাপীড় সেই সব নির্মল উপদেশ-বচনে যেন ধুয়ে গিয়ে, যেন ফুটে উঠে; যেন নির্মল হয়ে, যেন ঘষা-মাজা হয়ে, যেন নেয়ে, যেন অঙ্গরাগ মেখে, যেন অলংকৃত হয়ে, যেন পবিত্র হয়ে, যেন ঝকঝকে হয়ে[১৭৪], প্রীতহৃদয়ে খানিকক্ষণ বসে থেকে তারপর বাড়ি ফিরে এল ।

এর কয়েকদিন পরেই এক পুণ্যদিনে, পুরোহিতকে দিয়ে রাজ্যাভিষেকের সমস্ত খুঁটিনাটি মঙ্গলানুষ্ঠান করিয়ে, হাজার-হাজার নরপতির দ্বারা পরিবৃত হয়ে, রাজা নিজেই শুকনাসের সঙ্গে মঙ্গলকলস তুলে ধরে পুত্রকে অভিষিক্ত করলেন আনন্দের অশ্রুজলে মেশা মন্ত্রপূত জলে। সে-জল আনা হয়েছিল সমস্ত তীর্থ, সমস্ত নদী, সমস্ত সাগর থেকে, এবং তাতে মেশানো হয়েছিল সবরকমের ওষধি, সবরকমের ফল, সবরকমের মাটি এবং সবরকমের রত্ন। অভিষেকের জলে তার দেহ যখন আর্দ্র হল, তখন সেইক্ষণেই রাজলক্ষ্মী তারাপীড়কে ত্যাগ না করেও তার মধ্যে সংক্রান্ত হলেন; লতা যেমন নিজের গাছটিকে না ছেড়েই আর একটি গাছে জড়ায়।

তারপর সমস্ত অন্তঃপুরিকাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে স্বয়ং বিলাসবতী—ভালবাসায় ছলছল করছে বুকখানি—পায়ের তলা থেকে শুরু করে তারা সারা গায় মাখালেন সুগন্ধি জোছনা-শাদা চন্দন। সদ্যফোটা শাদা ফুলের শেখর পরিয়ে দিলেন মাথায়।[১৭৫] গোরোচনার ছাপ দিলেন শরীরে। দূর্বার পল্লব দিয়ে কর্ণপূর করে দিলেন। পিতা নিজেই সে-সময় বেত্রদণ্ড হাতে নিয়ে সামনে থেকে লোক সরাতে শুরু করলেন। আর চন্দ্রাপীড়—লম্বা-ঝালর চাঁদ-ধবধবে আনকোরা দুখানি রেশমী কাপড় পরনে, হাতে বাহার দিয়ে রয়েছে পুরুতঠাকুরের বাঁধা মঙ্গলসূত্রটি, বুকখানিতে জড়ানো রাজলক্ষ্মীর পদ্মলতার মৃণালের মতো (শাদা) একটি মোতির মালা, যেন দল-বেঁধে অভিষেক দেখতে এসেছেন সপ্তর্ষিরা, শাদা-ফুলে-গাঁথা আজানুলম্বিত (উজার-) চাঁদের-উজাড়-আলো হেন নরম-নরম থরে-থরে বৈকক্ষক মালা দিয়ে গা'টি পুরোপুরি ঢাকা, ফলে, এবং শাদা কাপড় পরার জন্যে দেখাচ্ছে যেন কেসরকলাপধারী-নরসিংহ, অথবা ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো ঝরণায় ঝরণা কৈলেস-পাহাড়; কিম্বা আকাশ-গাঙের মৃণালজালে জট-পাকানো ঐরাবত; নয়তো, ফেনায়-ফেনায় ফেনিয়ে-ওঠা দুধ-পারাবার—সভামণ্ডপে পেঁছে সোনার সিংহাসনে গিয়ে বসল, যেন চাঁদ উঠল মেরু-পর্বতের সোনার চুড়োয়।

বসে, রাজাদের প্রত্যেককে যথোচিত সম্মান করার পর, একটুখানি অপেক্ষা করেই, তার দিগ্বিজয়-যাত্রা ঘোষণা করে ধীরে-ধীরে বাজতে শুরু করল প্রলয়-ঘন-ঘটা-নির্ঘোষের মতো গুম-গুম গুরু-গুরু প্রস্থান-দুন্দুভি।[১৭৬] সোনার কাঠি পড়তে লাগল ঢাকে, যেন মন্দরের ঘা দিয়ে-দিয়ে বাজানো হচ্ছে সমুদ্র, যেন উদ্দাম প্রলয়ঝড় এসে আছড়ে পড়ছে পৃথিবীর ভিতের ওপর, যেন অমঙ্গল-মেঘে সপাসপ এসে পড়ছে বিদ্যুতের লাঠি, যেন মহাবরাহের নাসা-প্রহারে বেজে-বেজে উঠছে পাতালের গহ্বর। সে-দুন্দুভির ধ্বনিতে পৃথিবীর ফাঁকগুলো যেন ফুঁয়ে-ফুঁয়ে ফুলে উঠে বেজে উঠল, যেন হাঁ হয়ে গেল, যেন শব্দে-শব্দে শব্দময় হয়ে গেল, যেন আলাদা-আলাদা হয়ে গেল, যেন বড়-বড় হয়ে ছড়িয়ে গেল; যেন ঢুকে গেল তার মধ্যে, যেন সে-শব্দের ঘূর্ণিতে ঘেরাও হয়ে গেল, যেন বধির হয়ে গেল। আলগা হয়ে গেল দিকের-সঙ্গে-দিগু-বাঁধনের গিঁটগুলো।

সমস্ত ত্রিভুবন ঘুরে-ঘুরে ফিরতে লাগল সে-দুন্দুভিনিনাদ। পাতালে শেষনাগ ভয়ের চোটে এলোপাতাড়ি-কাঁপতে নড়তে-দুলতে-থাকা হাজার ফণা চিতিয়ে তাকে যেন জড়িয়ে ধরল। দিকে-দিকে দিক্-কুঞ্জরেরা দাঁত উঁচিয়ে বারবার সামনে (শুন্যে)

ঘা দিয়ে-দিয়ে যেন বলল, 'যুঝবি আয়'। আকাশে সূর্যের রথের ঘোড়ারা সন্ত্রস্ত হয়ে গোল বেঁধে মাঝামাঝি-বেগে ঘুরতে-ঘুরতে যেন তাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। কৈলাসের চুড়োয় শিবের ষাঁড় ভাবলে, 'এ বোধহয় শিবের একটা নতুন অট্টহাসি'—ভেবে আনন্দে হুংকার ছেড়ে যেন তাকে সম্ভাষণ জানালে। মেরুপর্বতে ঐরাবত গম্ভীরকণ্ঠে গর্জন করে যেন তাকে বললে, 'সুস্বাগতম্'। যমের বাড়িতে যমের মোষ 'আগে তো কখনো শুনি নি এ-শব্দ? (কোত্থেকে-আসছে? দাঁড়া তো রে—) বলে গোল শিং বাঁকা করে নুইয়ে যেন তাকে প্রণামই করে ফেলল।[১৭৭] সমস্ত লোকপালরা সন্ত্রস্ত হয়ে শুনতে লাগলেন।

তখন সেই দুন্দুভির রব শুনে, চন্দ্রাপীড় সিংহাসন থেকে নেমে এল, সঙ্গে নিয়ে শত্রুকুলের শ্রী।[১৭৮] আর তার চতুর্দিকে সমস্বরে উদ্ঘোষিত হতে লাগল জয় জয় জয়ধ্বনি।

সঙ্গে-সঙ্গে চারদিকে ত্রস্তে-ব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন হাজার-হাজার নরপতি। ধাক্কা-ধাক্কিতে হারের সুতো ছিঁড়ে গিয়ে পড়ে যেতে লাগল রাশি-রাশি মুক্তো, যেন তাঁরা অনবরত ছড়িয়ে দিচ্ছেন দিগ্বিজয়-যাত্রার মাঙ্গলিক খই। চন্দ্রাপীড় সভা থেকে বেরিয়ে চলল, পেছন-পেছন চললেন তাঁরা। যেন পারিজাতের সঙ্গে-সঙ্গে শাদা-শাদা ফুল-কুঁড়ি ছড়াতে-ছড়াতে কল্পতরুর দল, যেন ঐরাবতের পেছন-পেছন শুঁড় দিয়ে জলের ফোয়ারা ছাড়তে-ছাড়তে দিক্‌করীরা, যেন আকাশটার সাথে-সাথে তারার (অর্থাৎ উল্কার) ফুলঝুরি ঝরাতে-ঝরাতে দিক্-দিগন্তর, যেন বর্ষাকালের সঙ্গী হয়ে বড়-বড় জলের ফোঁটায় বৃষ্টি ঢালতে-ঢালতে মেঘের দল।

বেরোতেই, মাহুত তাড়াতাড়ি করে নিয়ে এল একটি করেণুকা (হস্তিনী)—যাত্রার উপযুক্ত মাঙ্গলিক সাজে সাজানো, পত্রলেখা আগে থেকেই চড়ে বসেছিল তার (হাওদার) মধ্যের আসনে। তার ওপর চড়ে চন্দ্রাপীড় যাত্রা শুরু করল। তার মাথায় রোদ-আড়াল করে রইল একশটি-শলা-যুক্ত মুক্তোর-ঝালর-ঝোলানো একটি ছাতা—পাহাড়ের ঘোরায় গোল হয়ে ঘুরতে-থাকা দুধসায়রের ঘূর্ণির মতো ধবধবে, দশাননের বাহুদণ্ডে ধরে-থাকা কৈলাসের মতো[১৭৯] উজ্জ্বল অপরূপ।

রাজারা দেউড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। প্রাকারের আড়াল থাকায় তাঁদের দেখা যাচ্ছিল না। চন্দ্রাপীড় বেরোতে-বেরোতে ভেতর থেকেই দেখতে পেল তাঁদের চূড়ামণির আলতার-রঙ-চুরি-করা আলোর ফোয়ারায় যেন একরাশ কাঁচা রোদে—

দশদিক পিঙ্গল হয়ে গেছে, যেন রাজ্যাভিষেকের পরে ছড়িয়ে-পড়া তাঁর প্রতাপ-বহ্নিতে।

ধরণী রাঙা হয়ে উঠেছে, যেন নবাভিষিক্ত যুবরাজের প্রতি অনুরাগে।

আকাশ লাল হয়ে গেছে, যেন আসন্ন রিপুবিনাশের পূর্বলক্ষণ দিগ্‌দাহে।

আর দিন হয়ে গেছে রোদ-রঙিন, যেন (চন্দ্রাপীড়কে বরণ করতে) এগিয়ে আসছেন ভুবনলক্ষ্মী—তাঁরই (রাঙা) পায়ের (রাঙা) আলতায়।

বেরোতেই (সামন্ত-রাজাদের) হাজার-হাজার হাতির পাল হুড়মুড় করে সামনে এগোতে শুরু করল। গুঁতোগুঁতির চোটে গোল-গোল ছাতাগুলো ভেঙে-ছিঁড়ে ছত্রাকার হতে লাগল। আদেশ পেয়ে সেনাপতি একে-একে রাজমণ্ডলীর প্রত্যেকের

নাম বলতে লাগল, আর তাঁরা প্রণাম করতে লাগলেন—সসম্মানে মাথা ঝুঁকিয়ে-ঝুঁকিয়ে, শিথিল করে তাঁদের সার-সার মণির মুকুট, রত্নময় কর্ণাভরণ নুইয়ে, রত্নের কুণ্ডল গালের ওপর দুলিয়ে।

চন্দ্রাপীড় ধীরে-ধীরে প্রথমেই চলল ইন্দ্রের দিক—পূর্বদিকে। তার পেছন-পেছন চলল গন্ধমাদন[১৮০]—সিঁদুরে-সিঁদুরে রাঙা, মাটি পর্যন্ত ঝুলছে বড়-বড় মুক্তোর মালা দিয়ে তৈরি অবচুল,[১৮১] শাদা ফুলের মালার জাল দিয়ে বিচিত্র-করা। দেখাচ্ছে যেন মেরুপাহাড়—গোধূলির আলো এসে পড়েছে গায়, এঁকেবেঁকে নেমে আসছে শ্বেতগঙ্গার ধারা, শিখরের শিলাতলগুলিতে ফুটে[১৮২] রয়েছে তারা।

সামনেটা জুড়ে চলল ইন্দ্রায়ুধ। (লাগাম ধরে) টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে। সোনার সাজের চেকনাইতে শরীরটি তার চিত্র-বিচিত্র, যেন কুঙ্কুমের পাঞ্জা দেওয়া হয়েছে।

তখন সেই সমগ্র সেনাবাহিনীও চলতে আরম্ভ করল। চলল হাতির পাল, তাইতে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল অসংখ্য শ্বেতছত্র। অদ্ভুত একটা কলকল-কলকল শব্দ উঠল, মাটিতে যেন বান ডাকল। মনে হল, সে-সেনা যেন পৃথিবী-ভাসিয়ে-দেওয়া মহাপ্রলয়পয়োধির জলরাশি—তার অসংখ্য ঢেউয়ের মাথায় পর-পর পড়েছে অসংখ্য চাঁদের প্রতিবিম্ব।

চন্দ্রাপীড় যাত্রা শুরু করার পর, দ্বিতীয় যুবরাজের মতো বৈশম্পায়নও—তারও প্রস্থান-মঙ্গল[১৮৩] সম্পন্ন করা হয়েছিল—শাদা রেশমী কাপড় পরণে, শাদা ফুলে শরীরটি সাজানো শাদা ছাতা মাথায় ধরা বিশাল বাহিনী এবং অনেক রাজবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে, দ্রুতপদসঞ্চারিণী একটি হস্তিনীতে চড়ে কাছে এগিয়ে এল, এবং চন্দ্রাপীড়ের পাশে এসে দাঁড়াল—যেন পাশাপাশি সূর্য আর চাঁদ।

এদিকে 'যুবরাজ বেরিয়ে গেছেন' শুনে এদিক থেকে ওদিক থেকে দলে-দলে ধেয়ে আসতে লাগল সৈন্যরা। তাদের পদভরে তখন থরথরিয়ে কেঁপে উঠল মেদিনী। মনে হল যেন কুলপর্বতেরা (প্রলয়ের সময়) উপড়ে এসে (চারদিক থেকে) আটকে ফেলেছে সমুদ্রের জল, আর তার মধ্যে পড়ে দুলছে পৃথিবী।

সামনে এসে-এসে প্রণাম করতে লাগলেন এই একদল, আবার একদল—রাজার পর রাজা। লতাজালের মতো জটলা-বাঁধা আলোর ছটা তাঁদের মণিমুকুটের চুড়োয়। সেই মুকুটের আলোয় এবং তাঁদের কারুকার্য-করা অজস্র-রশ্মি-ঠিকরোন কেয়ূরমণ্ডলীর আলোর ঝরণাধারায় দশদিক হয়ে গেল[১৮৪]—

কোথাও যেন নীলকণ্ঠের পাখা কুচি-কুচি করে ছড়িয়ে-দেওয়া, কোথাও যেন উড়ন্ত ঝাঁক-ঝাঁক ময়ূরের শত-শত চলন্ত চন্দ্রকে বিচিত্র, কোথাও যেন অকালমেঘের বিদ্যুতে ঝিকমিক ঝলমল, কোথাও যেন কল্পতরুর পাতা-ধরা, কোথাও যেন ইন্দ্রধনু-ভরা, কোথাও যেন সকালবেলার কাঁচা-রোদ-ঝরা। রাজাদের ছত্রগুলি শাদা হলে হবে কি, হরেক-রতনে রঙ-বেরঙা চূড়ামণির আলোর ফোয়ারায় তাদের এমন বাহার খুলল যে মনে হতে লাগল যেন ময়ূরপালকের তৈরি।

মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীটা হয়ে গেল যেন শুধু ঘোড়া আর ঘোড়া আর ঘোড়া। দিক্‌চক্রবাল যেন শুধু হাতি আর হাতি আর হাতি। অন্তরীক্ষ যেন শুধু গোল-গোল ছাতা আর ছাতা। আকাশ যেন শুধু পতাকার জঙ্গলেই ভরা। হাওয়া যেন শুধু হাতির মদগন্ধেই গড়া। মানুষের মধ্যে যেন রাজা ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি হয়

নি। চোখে যেন আভরণের ঝলমল-ঝকমকানি ছাড়া আর কিছু পড়ে না। রোদ যেন শুধু মুকুট (অর্থাৎ মুকুটের চাকচিক্য) দিয়েই পড়া, দিন যেন শুধু চামর দিয়েই ভরা, সারা ত্রিভুবনে যেন শুধু জয়ধ্বনি আর জয়ধ্বনি[১৮৫]। মনে হল যেন মহাপ্রলয়ের সময় উপস্থিত। কেননা, মত্তহস্তীরা চলল কুলপর্বতের মতো, ছাতারা দুলল অমঙ্গল-চাঁদ-মালার মতো[১৮৬], গম্ভীর ভীমনাদে দুন্দুভি বাজতেই থাকল, যেন দ্ধম্-দ্ধম্ গুরু-গুরু দ্ধম্-দ্ধম্ গুরু-গুরু ডেকে উঠছে প্রলয়ের সংবর্তক মেঘেরা। হাতিদের মদজলবিন্দু ঝরঝরিয়ে ঝরতে লাগল চারিদিকে, যেন ঝরছে তারার (অর্থাৎ উল্কার) বৃষ্টি। মাটি থেকে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগল ধুলোর স্তম্ভ, ধূমকেতুর মতো ধূসর তাদের রঙ। হাতিদের গলায় গর্জে উঠল কর্কশ গম্ভীর বৃংহতি, যেন চড়চড়াৎ কড়কড়াৎ বাজ পড়ছে। হাতিদের কুম্ভ থেকে সিঁদুরের গুঁড়ো উড়ল চারিদিকে, যেন বিন্দু-বিন্দু পিঙ্গল রঙের রক্তবৃষ্টি হচ্ছে, এগিয়ে চলল সার-সার ঘোড়া, চঞ্চল যেন সংক্ষুব্ধ জলধির ঢেউয়ের পর ঢেউ। অবিরল-ঝরতে-থাকা গজমদজলধারাবর্ষণে অন্ধকার হয়ে গেল দিক্-দিগন্তর। কলকল কলকল শব্দে ডুবে গেল পৃথিবী।

সৈন্যদলের বিপুল কোলাহলে ভয় পেয়ে, গিজগিজে শাদা নিশানে মুখ ঢেকে কোথায় যেন পালিয়ে গেল দশদিক্ (অর্থাৎ তাদের আর আলাদা করে চেনা গেল না)। মদমত্ত দল-কে-দল হাতির হাজার-হাজার অবচূলে গা-ঢাকা দিয়ে অনেকদূরে সরে পড়ল আকাশ, পাছে মাটির ময়লা ধুলোর ছোঁয়া লেগে যায়।

সামনে থেকে হটে যেতে লাগল সূর্যকিরণেরা, যেন কোন দুর্দান্ত যষ্টিধারী তার দুর্ধর্ষ বেত্রলতা দিয়ে তাদের ঝেঁটিয়ে-হটিয়ে-উড়িয়ে দিচ্ছে, অথবা, পাছে রাশি-রাশি ঘোড়ার খুরের ধুলোয় ময়লা হয়ে যায় গা, সেই ভয়ে। 'এই রে, এই হাতিগুলো শুঁড়ের ফোয়ারা দিয়ে আমাকে নিবিয়ে দেবে দেখছি' এই বলে যেন ছাতায়-ছাতায় রোদটি ঢেকে-ঢুকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল দিন। সৈন্যভরে ফুটি-ফাটা হয়ে, মদমত্ত শত-শত হাতির পায়ের আঘাতে ভৈরব শব্দ করতে লাগল ভূমি—যেন দ্বিতীয় একটি প্রস্থান-দুন্দুভি। ঘোড়াদের মুখনিঃসৃত শাদাফেনার কুচিতে ভরা মদস্রাবী হাতিদের মদজলে গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গিয়ে পদাতিসৈন্যরা পদে-পদে পা হড়কাতে-হড়কাতে চলল। হস্তেলের গন্ধের মতো অতি উগ্র হস্তিমদের গন্ধে মাথামাখি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অন্য সমস্ত গন্ধ-গ্রহণের সামর্থ্য লোপ পেল —যেমন হাতির লোপ পায়।[১৮৭]

কিছুক্ষণের মধ্যেই, কদম-কদম এগোতে-থাকা সৈন্যদলের সামনে-সামনে ছুটন্ত মানুষের দঙ্গলের সোরগোলে; কাহলের তীক্ষ্ণ দীর্ঘ নিনাদে, ঘোড়াদের খুর-ধ্বনি-মেশানো হ্রেষারবে, হাতিদের কানের অনবরত চটাস-চটাস শব্দের সঙ্গে জড়ানো যুদ্ধ-ঢাকের মতো আহ্বান-গর্জনে; হেলে-দুলে চলার জন্যে জোরে-জোরে বেতালে-বাজতে-থাকা ঘণ্টাগুলোর টং-টং টঙ্কার এবং সেই সঙ্গে কণ্ঠবন্ধনীর ঘুণ্টিগুলোর টুং-টুং টুঙ্কারে, মঙ্গলশঙ্খরবে সংবর্ধিত-ধ্বনি প্রয়াণ-পটহের নিনাদে, থেকে-থেকেই এখানে-ওখানে বেজে-বেজে-ওঠা ডিমি-ডিমি ডিণ্ডিমের নিঃস্বনে[১৮৮]—লোকেদের কানের ফুটো ফুটি-ফাটা হয়ে ভিরমি যাওয়ার উপক্রম হল।

মাটি মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে চলতে লাগল বাহিনী। আর ধীরে-ধীরে তার থেকে উঠতে লাগল কত রঙে রঙিন ধুলো[১৮৯]। কোথাও বুড়ো পুঁটিমাছের পেটের মতো ধোঁয়াটে,

কোথাও উটের জটার মতো রঙ, কোথাও প্রৌঢ় বল্লকহরিণের লোমগুচ্ছের মতো মলিন, কোথাও ধোয়া রেশমী কাপড়ের সুতোর মতো পাণ্ডুর, কোথাও পাকা মৃণালদণ্ডের মতো ধবল, কোথাও বুড়ো বানরের কেসরের মতো পিঙ্গল, কোথাও শিবের ষাঁড়ের রোমন্থনের চাপ-চাপ ফেনার মতো শাদা।

সে-ধুলো যেন গঙ্গা—জন্মেছে হরির-চরণ থেকে, অর্থাৎ ? হরির, মানে ঘোড়ার খুর থেকে।

সে-যেন দারুণ চটেছে—কিছুতেই ক্ষমা করবে না, অর্থাৎ ? ক্ষমা, মানে পৃথিবী ছেড়ে উঠল।

তাকে যেন ঠাট্টায় পেয়েছে—চোখ টিপে ধরেছে, মানে, রুদ্ধ করে দিল দৃষ্টি।

তার বোধহয় খুব তেষ্টা পেয়েছে—পান করে নিতে লাগল (অর্থাৎ শুষে নিল) হাতির শুঁড়-বেয়ে-ঝরা জলের পিচকিরি।

তার বুঝি পাখা আছে—উড়ল আকাশে।

সে যেন ভোমরার ঝাঁক, এসে বসতে লাগল হাতির মদের দাগের ওপর।

সে-যেন পশুরাজ, পা রাখল হাতিদের প্রশস্ত কুম্ভে।

সে-যেন বিজয়ী—ধরে নিল (অর্থাৎ ঢেকে দিল) পতাকাগুলো।

যেন জরার আবির্ভাব—শাদা করে দিতে লাগল মাথাগুলো।

চোখের পাতার আগায় পড়ে-পড়ে যেন চোখে সীলমোহর করে দিতে লাগল।

কর্ণোৎপলের গাঢ় মধুর মধু-র ফোঁটায় লেগে গিয়ে যেন গন্ধ শুঁকতে লাগল পদ্মের।

মদমত্ত হাতিদের কান-নাড়ার ঝাপটা খেয়ে যেন ত্রস্ত হয়ে ঢুকতে লাগল তাদের কানের (গয়নার) শাঁখের মধ্যিখানের গর্তে।

রাজাদের মুকুটের কারুকার্য-করা রতনের মকরগুলি মুখ উঁচু করে যেন পান করে নিতে লাগল সেই ধুলো। ঘোড়ারা তাদের মুখ-ঝামটায় ঝরে-পড়া পুঞ্জ-পুঞ্জ ফেনার কুচি তো নয় ফুলের তোড়া দিয়ে যেন তার পুজো করতে লাগল। পালকে-পাল মাতা-হাতির প্রশস্ত কুম্ভ থেকে ঝরে-পড়া (অনুলেপনের) ধাতুর গুঁড়োর গোল-গোল চাবড়া যেন তার অনুগমন করতে লাগল। অজস্র চামরের আন্দোলনে উড়তে-থাকা সুগন্ধি চূর্ণ যেন তাকে জড়িয়ে ধরল। হাজারো রাজার হাজারো শেখর থেকে ঝরে-পড়া কুসুমকেশরের পরাগ যেন তাকে ('আমরাও উড়ছি, তুইও ওড়' বলে) উৎসাহ দিতে লাগল।

সে যেন অলক্ষুণে রাহু, কথা নেই বার্তা নেই, সূর্যকে শুষে নিল। সে-যেন গোরোচনার গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে গেল রাজাদের যাত্রামঙ্গলসূত্রের বলয়গুলিতে। করাত দিয়ে কাটা চন্দনের গুঁড়োর মতো ধূসর সেই ধূলি লেখাজোখা-নেই সৈন্যের ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলিতে জমতে-জমতে বাড়তে-বাড়তে অকালের কালো মেঘরাশির মতো ঘন হয়ে যেন নিখিল সৃষ্টিকে গ্রাস করবার জন্যে আস্তে-আস্তে ছড়াতে শুরু করল।

সে ঠাসবুনোট ধুলো ক্রমশ বাড়তেই থাকল বাড়তেই থাকল। সে-যেন (চন্দ্রাপীড়ের) দিগ্বিজয়ের মঙ্গলধ্বজ, শত্রুকুল-পদ্মগুলির মরণ-শিশিরাঘাত, রাজলক্ষ্মীর কাপড়-রাঙানোর সৌখীন রঙ, শত্রুদের রাজছত্রের শ্বেতপদ্মবনের তুষারপাত, সেনাভরে পীড়িতা বসুধার মূর্ছার অন্ধকার।

চলন্ত সেনাদল যদি হয় মেঘাচ্ছন্ন বর্ষাঋতু, সে ধূলি তবে তার প্রথম কদম ফুল।

সূর্যের কিরণরাশি যদি হয় কমলবন, তবে সে-ধূলি তাকে লণ্ডভণ্ড-করা বুনো-হাতির পাল।

আকাশ যদি হয় পৃথিবী, তবে সে-ধূলি তাকে ভাসানো-ডোবানো প্রলয়-সমুদ্রের বান (অথবা সে-ধূলি হল আকাশ-পৃথিবী-ভাসানো প্রলয়সমুদ্রের বান)।

ত্রিভুন-লক্ষ্মীর মাথার ঘোমটা, মহাবরাহের লটপট জটার মতো কর্বুর[১৯০], প্রলয়ের আগুনের ধোঁয়ার কুন্ডলীর মতো মোটাসোটা সে-ধূলি যেন রসাতলের তলা থেকে উঠতে লাগল, যেন পায়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল, যেন চোখ থেকে ঝরে পড়তে লাগল, দিক্-দিগন্ত থেকে ধেয়ে আসতে লাগল, আকাশ থেকে পড়তে লাগল, হাওয়ার মধ্যে থেকে ঘাই দিয়ে উঠতে লাগল, সূর্যের কিরণ থেকে জন্মাতে লাগল।

সে-ধূলি যেন ঘুম-আসা; শুধু চেতনাটি হরে নি। যেন অন্ধকার, তবে সূর্যকে অবজ্ঞা করে নি। যেন ভুঁই-তলার ঘর,[১৯১] গরম না-পড়তেই (তালা-টালা খুলে) এসে হাজির। যেন কৃষ্ণপক্ষের রাত শুরু, তবে কিনা সেই তারা ফুটফুট করছে না। যেন বর্ষা—কিন্তু কই ? বৃষ্টি কই ? যেন রসাতল—সাপ-টাপ ঘুরছে না অবশ্য। বামনহরির তিনটি চরণের মতো বাড়তে-বাড়তে বাড়তে-বাড়তে ত্রিভুবন ছেয়ে ফেলল সে-ধূলি।

দুধসায়রের ফেনার মতো শাদা সেই মাটির-গুঁড়ো যেন থমকে দিল আকাশতল, উৎফুল্ল নীলপদ্মের বন যেমন থমকে যায় (বর্ষার) নতুন জলে। (হাতির মাথার) অবচূলের চামরগুলির মতো, সূর্যবিম্বটিও ধুলোয়-ধুলোয় ধূসর হয়ে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। রেশমী কাপড়ের মতো শাদা আকাশগঙ্গা, রেশমী কাপড়ের শাদা পতাকাগুলির মতোই মলিন হয়ে গেল। মনে হল রাজসৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড গুরুভার সইতে না-পেরে ধূলিচ্ছলে আবার স্বর্গে চলেছে পৃথিবী [১৯২], ভার নামানোর প্রার্থনা জানাতে।

সূর্যের রথের ধ্বজপটটি ধূসরিত করে, সমস্ত রোদ চোঁ-চোঁ করে নিঃশেষে পান করে নিয়ে, যেন ভেতর-ভেতর জ্বলতে-জ্বলতে (সেই জ্বালা জুড়োতেই) সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়তে লাগল সেই পৃথিবীর ধূলি। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী যেন প্রবেশ করল গর্ভবাসে, প্রলয়পয়োধিজলে, যমের জঠরে, মহাকালের মুখে, নারায়ণের উদরে, ব্রহ্ম-অণ্ডে—নিখিলসৃষ্টির প্রথম নিথর প্রাণ-সম্পুটে। দিন হ'য়ে গেল যেন মৃন্ময়। দিক্‌গুলি সব মাটির-পুতুল-মাটির-পুতুল বাহার দিয়ে দাঁড়াল। আকাশ যেন ধূলি-রূপ ধারণ করল। মনে হল, (অপ্ নয়, তেজ নয়, মরুৎ নয়, ব্যোম নয়) ত্রিভুবন শুধু একটিমাত্র মহাভূতে গড়া—ক্ষিতি।

তারপর নিজের-নিজের মদের গরমে হাঁসফাঁস হাতিদের শুঁড়ের নল দিয়ে বেরিয়ে এসে দিকে-দিকে ঝরতে লাগল দুধসমুদ্রের গুঁড়োর মতো শাদা জলের ফোয়ারা। পাতার মতো কানের ঝাপটায় গলগলিয়ে বেরিয়ে-আসা দানজলবিন্দুর বৃষ্টি ছড়িয়ে গেল সর্বত্র। আর ঘোড়াদের হ্রেষারবের সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকোতে লাগল তাদের লাল-জলকণার জাল। তাইতে সেই ধুলো যখন শান্ত হল; সব দিকে আলো দেখা দিল, তখন যেন সাগরজল থেকে উঠে-আসা সেই বিপুল বাহিনী দেখে বিস্মিত বৈশম্পায়ন চারিদিক তাকিয়ে দেখে চন্দ্রাপীড়কে বলল—

যুবরাজ, মহারাজাধিরাজ দেব তারাপীড় কী জয় করেন নি, যা তুমি জয় করবে? কোন দিক বশ করেন নি, যা তুমি বশ করবে? কোন দুর্গ অধিকার করেন নি, যা তুমি অধিকার করবে? কোন মহাদেশ[১৯৩] নিজের দখলে আনেন নি, যা তুমি দখলে আনবে? কোন রত্ন অর্জন করেন নি, যা তুমি অর্জন করবে? কোন রাজা না তাঁর কাছে নতি স্বীকার করেছেন? কে না আনুগত্য জানাতে মাথায় ধরেছেন পদ্মকুঁড়ির মতো কোমল জোড়-হাত? সোনার-পট্ট-আঁটা কপাল দিয়ে কে না মসৃণ করেছেন সভার মেঝে? কে না ঘষেছেন পাদপীঠে চূড়ামণি? কে না ধারণ করেছেন (প্রতীহারীর মতো) বেত্রযষ্টি? কে না ঢুলিয়েছেন চামর? কে না দিয়েছেন জয়ধ্বনি? তাঁর নির্মল চরণনখকিরণরাশি জলধারার মতো পান করে নি কার মুকুটের কারুকার্য-করা মকর? এই তো দেখ না, চার-সমুদ্রের-জলে-ডুব-দেওয়া ডাকাবুকো সৈন্যদলের গর্বে গর্বিত, পৃথিবীর সব কুলাভিমানী সোমযাজী মূর্ধাভিষিক্ত রাজারা, কেউ দশরথ, কেউ ভগীরথ, কেউ ভরত কেউ দিলীপ, কেউ অলর্ক, কেউ মান্ধাতার সমান—এঁরা তো সকলেই তাঁদের অভিষেক-সলিল-পতনে পবিত্র চূড়ামণিপল্লবে তোমার মঙ্গল চরণধূলি বহন করছেন রক্ষামন্ত্র-পূত ভস্মের মতো। এঁরা যেন আর একদল আদিম কুলপর্বত, ধারণ করে আছেন পৃথিবী। আর এই এঁদের দশ-দিগন্তর-প্লাবিত-করা বাহিনীর পর বাহিনী—সব তোমার সেবায় নিরত। দেখ-না—

যেদিকে তাকাও, সেদিকেই পাতাল যেন উগরে দিচ্ছে, পৃথিবী যেন (পিল-পিল করে) প্রসব করছে, দিকগুলি যেন বমি করছে, আকাশ যেন বর্ষাচ্ছে, দিন যেন সৃষ্টি করছে—সৈন্য। অপরিমিত সেনার ভারে ভারাক্রান্তা পৃথিবী আজ নিশ্চয় স্মরণ করছে সেই মহাভারতের যুদ্ধের হুলস্থূল, হুল্লোড়। ঐ দেখ পতাকার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে চলেছে সূর্য, সম্ভবত নিশেনগুলো গুণতে-গুণতে—কৌতূহল হবে না?—আর যেই (ধ্বজদণ্ডের) মাথায় ঠেকছে তার গোলটা, অমনি হোঁচট খাচ্ছে। আর, সর্বত্র মদজলস্রাবী হাতিদের এলাচের গন্ধের মতো সুরভি, সরু-স্রোতে-বইতে-থাকা মদবারিতে মাটি একেবারে ডুবে গেছে, আর তার ওপর থিক-থিক করছে গুন গুন গুন গুন ভোমরা—ফলে মনে হচ্ছে মা-ধরণী যেন যমুনার জলতরঙ্গ দিয়েই গড়া। ঐ যে চাঁদ-শাদা পতাকার সার দিকচক্রবাল ঢেকে ফেলেছে—ও যেন নদীরাই, পাছে সৈন্যরা এসে ঝাঁপাই ঝোড়ে, সেই ভয়ে আকাশে উড়েছে। খুবই অবাক কাণ্ড বলতে হবে যে এই সৈন্যের ভারে, কুল-পাহাড়ের যত দড়িদড়া-গাঁটছড়া ছিঁড়ে-খুঁড়ে পৃথিবীটা এখনো (আ. আজ) হাজার টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে না; কিম্বা, সেনাভরে পীড়িতা বসুধাকে ধারণ করতে-করতে ভেরে গিয়ে টলমল করছে না সাপ-রাজার চাওড়া-চাওড়া ফণাগুলো।

বৈশম্পায়ন এইসব বলতে-বলতে, যুবরাজ এসে পেঁছিল শিবিরে। সেখানে খাড়া করা হয়েছে কত উঁচু-উঁচু তোরণ। গিজ-গিজ করছে হোগলার-দেয়াল-দেওয়া কত হাজার-হাজার বাড়ি। কত শাদা তাঁবু খাটানো হয়েছে, তার কি বাহার, কি বাহার! সেখানে নেমে (চন্দ্রাপীড়) সমস্ত দিনকৃত্য সারল, রাজার মতো। সদ্য মা-বাবাকে ছেড়ে এসেছে, খুবই মন কেমন করছিল। সমস্ত রাজা এবং অমাত্যদের সঙ্গে এক-সঙ্গে বসে নানারকম কথায়-বার্তায় গল্পে কাটিয়েও ভুলতে পারল না, সমস্ত দিনটা

মন-খারাপ করেই কাটাল। দিন তো কাটালই, আবার রাত্রেও শয্যায়-শোয়া বৈশম্পায়নের সঙ্গে—তার শয্যা থেকে একটু দূরেই রাখা হয়েছিল তারটা—ওদিকে কাছেই মেঝেতে কুথা বিছিয়ে ঘুমোচ্ছিল পত্রলেখা, তার সঙ্গে—কখনো বাবার বিষয়ে, কখনো মার সম্বন্ধে, কখনো শুকনাসকে নিয়ে কথাবার্তা বলতে-বলতে—ঘুম বিশেষ এলই-না বলতে গেলে—প্রায়ই জেগে-জেগেই রাত কাটাল।

সকালবেলা উঠে, আবার ঠিক সেই একইভাবে অনবরত যুদ্ধযাত্রা করতে-করতে, প্রতি যাত্রায় বাড়তে-থাকা সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বসুন্ধরাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে, আহাড়-পাহাড় থরহরি কাঁপিয়ে, নদীনালা সেঁচে, পুকুর-দিঘি শুকিয়ে, বনজঙ্গল গুঁড়িয়ে, উঁচু-নিচু জমি সমান করে দিয়ে, এবড়ো-খেবড়ো জমি[১৯৪] পিষে ফেলে, খানা-খন্দ ভরাট করে, ঢিপি-ঢাপা চেঁচে-ছুলে চলল।

এইভাবে ইচ্ছেমতো ঘুরতে-ঘুরতে, সমুদ্রতীরের বনভূমি লণ্ডভণ্ড, ধূলিসাৎ করে, সৈন্যবাহিনীর (পায়ের) ধুলোয় সমস্ত সমুদ্রের জল ঘোলা করে, একে-একে সারা পৃথিবী ঘুরল। যারা উঁচু ছিল, তাদের নুইয়ে দিল। যারা নিচু ছিল, তাদের তুলে ধরল। যারা ভয় পেয়েছিল, তাদের অভয় দিল। যারা শরণাগত, তাদের রক্ষা করল। বদমাসদের নির্মূল করল। কাঁটাগুলো[১৯৫] সব উপড়ে ফেলল। কোথাও-কোথাও রাজপুত্রদের (শূন্য) সিংহাসনে বসাল। অর্জন করল রত্নরাশি। উপঢৌকন গ্রহণ করল। কর নিল। দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশ দিল। নিজের স্মারক-চিহ্ন স্থাপন করল। প্রশস্তি গাওয়াল। শাসন লেখাল। ব্রাহ্মণদের পুজো করল। মুনিদের প্রণাম করল। (ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য ইত্যাদি) সব আশ্রমের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করল। প্রজাদের মধ্যে জন্মে দিল তার প্রতি অনুরাগ। প্রকাশ করল বিক্রম। বাড়িয়ে চলল প্রতাপ। উপচে তুলল যশ। ফলাও করল নিজের গুণপণা। নিজের সু-কর্মগুলি ঘোষণা করাল চারিদিকে।[১৯৬]

প্রথম পূর্বদিক, তারপর ত্রিশঙ্কু-তারার টিপ-পরা (দক্ষিণ) দিক্, তারপর বরুণ-চিহ্নিত (পশ্চিম) দিক্ এবং অবশেষে সপ্তর্ষিতারা-বিচিত্র (উত্তর) দিক্ জয় করল (চন্দ্রাপীড়)। এইভাবে তিন বছরে নিজের বশে আনল সব কটি মহাদেশ, ঘুরে বেড়াল গোটা পৃথিবীটা—চৌহদ্দি যার ঐ চার সমুদ্রের নালা-কাটা পরিখার বেড় অব্দি। তারপর, সমস্ত পৃথিবী পুরোপুরি জয় করা হয়ে গেলে, ভূ-প্রদক্ষিণ করে, ক্রমে-ক্রমে ঘুরতে-ঘুরতে একসময়,—পূবসায়রের (পার হতে) খুব বেশি দূরে না—সুবর্ণপুর নামে কিরাতদের নিবাসভূমিটি জয় করে অধিকার করে নিল—দেশ হল তাদের হেমকূটে, কৈলাসের কাছাকাছি তারা ঘোরাফেরা করত। এবং—

সমস্ত পৃথিবী ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তার সৈন্যবাহিনী, তাই তাদের বিশ্রামের জন্যে সেখানে ক'দিন থেকে গেল।

*

সেখানে থাকতে-থাকতেই একদিন ইন্দ্রায়ুধে চড়ে মৃগয়া করতে বেরিয়েছে, বনে ঘুরছে, হঠাৎ দেখে কি—একজোড়া কিন্নর, (কাছাকাছি) কোন পাহাড়ের চুড়ো থেকে

নেমে এসেছে। আগে কখনো দেখে নি[৯৭], খুব কৌতূহল হল, 'ধরি তো' করে ঘোড়াটাকে সাগ্রহে কাছে নিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে যেই এগিয়েছে, অমনি মানুষ দেখে—আগে কখনো দেখে নি তো—ভয় পেয়ে তারা ভোঁ দৌড়। পেছনে-পেছনে সে-ও চলল ধাওয়া করে, অনবরত গোড়ালির ঠোক্কর দিতে-দিতে ইন্দ্রায়ুধকে দ্বিগুণ জোরে ছুটিয়ে …নিজের সৈন্যদল ছেড়ে একা-একা চলে গেল দূর দূর বহুদূরে। 'এই ধরেছি, এই ধরেছি, এই ধরলুম, এই ধরলুম' এই করতে-করতে নাছোড়বান্দা একবগ্‌গা হয়ে ছুটতে-ছুটতে—সঙ্গে কেউ নেই—ঘোড়ার তীব্র বেগের দরুণ এক পলকেই, এক-পা-হেন চলে গেল পনের যোজন পথ। আর যাদের ধাওয়া করেছে সেই কিন্নরমিথুন তার চোখের সামনেই সামনে-এসে-পড়া একটা পাহাড়ের উঁচু চুড়োয় তরতরিয়ে উঠে গেল।

উঠে যখন গেল, তখন আস্তে-আস্তে তাদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল চন্দ্রাপীড়, পাহাড়ের চুড়োটা পাথরে-পাথরে ভর্তি, আর সামনে এগোন অসম্ভব। একবার ইন্দ্রায়ুধের দিকে আর একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল —ধকলের চোটে দুজনেরই শরীর ঘেমে নেয়ে-গেছে। তখন একটুখানি মনে-মনে তোলাপাড়া করে আপনমনে হেসে উঠে ভাবতে লাগল—

কেন খামোখা ছেলেমানুষী করতে গিয়ে এমন হয়রাণ হলুম? কিন্নর-মিথুনটাকে ধরে বা না-ধরে হবেটা কী? যদি ধরতাম, তাতেই বা কী হত, আর এই যে ধরি নি, তাতেই বা কী এসে যাচ্ছে? উঃ, দেখ একবার আমার মুখ্যুমির রকমটা। ওঃ, যা হোক একটা কিছু করার গোয়াতুর্মি! ইস্‌, যার কোন মানে হয় না, এমন ব্যাপারে লেগে-পড়া! ছ্যাঃ, কি ছেলেমানুষীর নেশা, আকাট বোকামির গোঁ! বেশ কাজটি করছিলুম, সুন্দর ফল দিত—ব্যর্থ হয়ে গেল। অবশ্যকর্তব্য ব্যাপার যেটি হাতে নিয়েছিলুম, বিফল হয়ে গেল। বন্ধুকৃত্য করছিলুম, করা হল না। রাজার কর্তব্য পালন করতে আরম্ভ করেছিলুম; বাকি রয়ে গেল। বড় একটা কাজ শুরু করেও শেষ করতে পারলুম না। দিগ্বিজয়ের ব্যাপারটা—এত কাঠ-খড় পুড়িয়েও শেষরক্ষে হল না। আমাকে কি ভূতে পেয়েছিল, যে নিজের লোকজন সব ছেড়ে এতদূর চলে এলুম? কেন মিছিমিছি কিন্নরদুটোর পেছনে দৌড়ে এলুম—ভেবে নিজের দিকে তাকিয়ে আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে, যেন আমি অন্য কেউ। কি জানি আমার সঙ্গের লোকলস্কর এখান থেকে কতদূরে পড়ে রইল? যা ছোটে ইন্দ্রায়ুধটা! পলকে যোজন! আর একে ঐ ঘোড়-দৌড়, তার ওপর কিন্নরমিথুনেই নজরটা আটকে আছে, আসতে-আসতে আমিই কি ছাই পথ দেখে রেখেছি—শত-শত ঘন গাছ ডালপালা ঝোপঝাড় লতাপাতায় গহীন, শুকনো ঝরাপাতায় মাটি এতটুকু-ফাঁক-নেই নিবিড় করে ছাওয়া—এই মহাবনে, যে ফিরে যাব? আর এ-জায়গায় ঘুরে-ঘুরে মাথা কুটলেও মানুষ বলতে কাউকে পাব না, যে আমাকে সুবর্ণপুরের রাস্তা বলে দেবে। কতবার একে-ওকে-তাকে বলতে শুনেছি, 'উত্তরে সুবর্ণপুর হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত জনপদের শেষসীমা, তারপর জনমনিষ্যি-হীন অরণ্য, সেটি পেরোলেই কৈলাস।' তা এই তো কৈলাস। সুতরাং ফেরা যাক এবার। একা-একা নিজেই আন্দাজ করে-করে দক্ষিণদিক ধরেই চলতে থাকি। নিজে দোষ করলে নিজেই তার ফল ভুগতে হবে বৈকি।—এই ঠিক করে বাঁ-হাত দিয়ে লাগামটি ঘুরিয়ে ঘোড়া ফেরাল।

ঘোড়া ফিরিয়ে আবার ভাবল, ওই যে ধগদ্ধগজ্জ্বলজ্জ্বলন্ত ঝগমগ সুয্যিঠাকুর এখন দিনলক্ষ্মীর মেখলামণির মতো বাহার করে রয়েছেন আকাশের মাঝখানটি। ইন্দ্রায়ুধও হা-ক্লান্ত। তো, এক কাজ করি। ওকে কচিদূর্বো কয়েক গরস খাইয়ে কোন সরোবরে বা পাহাড়ী ঝরণায় বা নদীর জলে চান করিয়ে জল খাইয়ে ওর ক্লান্তি জুড়িয়ে, নিজেও জল খেয়ে কোন গাছের তলায় ছায়ায় একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে, তারপর যাই।—এই ভেবে জল খুঁজতে-খুঁজতে ঘন-ঘন এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে ঘুরতে-ঘুরতে দেখে কি—

এক রাস্তা। (কাছাকাছি) কোন পদ্মবন থেকে নেয়ে উঠে এই খানিকক্ষণ আগেই চলে গেছে বড়-সড় একটা পাহাড়ী বুনোহাতির দল, তাদের পায়ে-পায়ে উঠে-আসা চাপ-চাপ কাদায় প্যাচ-প্যাচ করছে সে-রাস্তা। তারা শুঁড় দিয়ে টেনে-টেনে নিয়ে গেছে মৃণাল, শেকড়, নাল সমেত গোছা-গোছা পদ্মফুল, সেসব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে রাস্তাময়। ভিজে জবজবে কচি শ্যাওলায় জায়গায়-জায়গায় সবুজ হয়ে আছে। ছিঁড়ে এনেছে কুমুদ নীলপদ্ম কহ্লারের কুঁড়ি। মধ্যে-মধ্যে সে-সব ছড়ানো। কাদাশুদ্ধু উপড়ে এনেছে খাবার মতো হরেকরকম পদ্মের কন্দ, তাইতে ভর্তি। ভেঙেছে রঙ-বেরঙা ফুলের থোকা সমেত বনের পাতাভরা ডাল, তাইতে ছাওয়া। ছিঁড়ে-আনা বুনোলতায় ছত্রাকার—তাদের ফুলের ওপর বসছে, ঘুরঘুর করছে ভোমরারা। আর সারাটা রাস্তা ভিজে আছে সদ্যফোটা ফুলের মতো সুবাসে ভুরভুর, তমালপাতার রসের মতো কালো মদজলে।

নিশ্চয় কাছেই কোন জলাশয় আছে, এই অনুমান করে চন্দ্রাপীড় সেই পথ ধরে চলল উল্টোদিকে কৈলাসের তলায়-তলায়। জায়গাটা বেশিরভাগই সরল শাল গুগগুল গাছে ভর্তি, গলা তুলে তাকালে তবে দেখতে পাওয়া যায় তাদের ছাতার মতো গোল-গোল মাথা। ঘেঁষাঘেঁষি থাকা সত্ত্বেও গাছগুলোকে মনে হয় যেন ছাড়া-ছাড়া, কেননা ডাল নেই। হলদে রঙের বড়-বড় বালি-কাঁকর। পাথুরে জমি, ঘাস-লতা[১৯৮] বেশি নেই। বুনোহাতির দাঁতে চুরমার মনঃশিলার গুঁড়োয় হলুদ হয়ে আছে। আঁকাবাঁকা যেন খোদাই-করা আলপনা—পাষাণভেদক লতার[১৯৯] ইঁকড়ি-মিকড়ি মঞ্জরীতে ছেয়ে আছে শিলাতলগুলি। গুগ্গুল গাছের আঠা অনবরত চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ে ভিজে আছে পাথরগুলো। শিখর থেকে গলে-গলে-পড়া শিলাজতুর রসে পেছল হয়ে আছে নুড়ি। টাঙ্গন ঘোড়ার[২০০] খুরে টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছে হত্তেল, তার গুঁড়ো উড়ে-উড়ে চারিদিক ধুলোয়-ধুলোকার। ইঁদুর নোখ দিয়ে গর্ত খুঁড়েছে, চারপাশে ছড়িয়ে আছে সোনার রেণু। বালির মধ্যে বসে গেছে চমর কস্তুরী-মৃগীদের খুরের সারি-সারি দাগ। এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে রংকু বল্লক হরিণদের ঝরে-পড়া গোছা-গোছা লোম। এবড়ো-খেবড়ো কাটা-কাটা পাথরের খাঁজে জোড়ায়-জোড়ায় বসে আছে জীবঞ্জীবক পাখি।[২০১] পাহাড়ের গায় গুহার সামনে বসে আছে বনমানুষ-দম্পতি।[২০২] খুব গন্ধপাষাণের[২০৩]গন্ধ বেরিয়েছে। বেতের জঙ্গলের মধ্যে আবার বাঁশ গজিয়েছে।

খানিকটা পথ গিয়ে সেই কৈলাস-পাহাড়েরই উত্তর-পুবের দিকটায় দেখে এক মস্ত বড় গাছের জটলা—যেন জলভারমন্থর একরাশ মেঘ, যেন কৃষ্ণপক্ষের রাতের জমাট-বাঁধা অন্ধকার। সামনে থেকে এসে তাকে যেন জড়িয়ে ধরছিল ফুলরেণুর মিষ্টি সুবাসে

ভুরভুরে, জলের ছোঁয়ায় কনকনে, পরশখানি চন্দনের পারা, জলভরা জলতরঙ্গের হাওয়া আর যেন ডাক দিচ্ছিল পদ্মমধুপানমত্ত কলহংসদের কান-জুড়োন কোলাহল। চন্দ্রাপীড় ঢুকে পড়ল।

ঢুকে দেখে, সেই গাছের জটলার মধ্যিখানটিতে—আহা, কি চমৎকার, চোখ যেন জুড়িয়ে যায়—এক হ্রদ। নাম তার অচ্ছোদ।[২০৪] সে-যেন ত্রিলোকের সৌন্দর্যলক্ষ্মীর (মুখ-দেখার) রতনের আয়না। যেন বসুন্ধরা-মায়ের ফটিকের ভুঁই-ঘর। সাগরেরা (অর্থাৎ তাদের অতিরিক্ত জল) বোধহয় এখান দিয়েই বেরিয়ে যায়। দশদিক চুঁয়ে-চুঁয়ে জল বোধহয় জমা হয় এখানেই। সে-যেন আকাশের একটি তরল সংস্করণ। কৈলাস বুঝি জল হয়ে গেছে। হিমালয় বুঝি গলে গেছে। যেন তরলিত চন্দ্রিকা। শিবের দ্রবীভূত অট্টহাস্য। ত্রিভুবনের যত পুণ্য এক হয়ে সরোবর-রূপে অবস্থান করছে। বৈদূর্যমণির পাহাড়মালা যেন সলিলাকারে পরিণত। শরতের সব মেঘ জল হয়ে যেন একজায়গায় ঝরে পড়েছে। যেন বরুণের শিসমহল। এত স্বচ্ছ যে মনে হয় যেন মুনিদের মনোবৃত্তি দিয়ে, সজ্জনদের গুণরাশি দিয়ে, হরিণদের নয়নপ্রভা দিয়ে; মুক্তোর ঝিকিমিকি দিয়ে তাকে তৈরি করা হয়েছে। কূল পর্যন্ত জলে টইটম্বুর, তবু একেবারে তলা পর্যন্ত সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বলে মনে হয় যেন জল নেই।

হাওয়ায় উঠছে জলতরঙ্গ, তার গুঁড়ো-গুঁড়ো জলকণার থেকে জন্ম নিচ্ছে হাজার-হাজার ইন্দ্রধনু, যেন তারা চারিদিক থেকে রক্ষা করছে সেই হ্রদ।

সে-যেন নারায়ণ। নাভি থেকে উঠেছে তাঁর পদ্ম, তাইতে ধরে আছেন গিরি-অরণ্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি সমেত সমস্ত ত্রিভুবন; এর মোদ্দিখানে পদ্মবন, ধরে আছে প্রতিবিম্বচ্ছলে প্রবিষ্ট ত্রিভুবন—বন-পাহাড়-গ্রহতারা-সমস্ত শুদ্ধু।

কাছেই কৈলাস। সেখান থেকে নেমে আসেন শিবঠাকুর। কতবার শতবার হাপুস-হুপুস হাপুস-হুপুস ডুব দেন। চুড়োর মণি চাঁদটুকু তার ঠেলায় এদিক-ওদিক দোলাদুলি করে, আর তার থেকে চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ে অমৃতের রস। সেটি কেমন? না, তাঁর বাঁ-গা-টি জুড়ে আছেন যে-অর্ধাঙ্গিনী, তাঁর কপোলটি জলে ধুয়ে যে-লাবণ্যধারা বয়, ঠিক তারি মতন। সেই অমৃতে মেশামিশি হয়ে আছে অচ্ছোদসরসীনীর।

উপকূলের তমালবনের ছায়া-পড়ে জায়গায়-জায়গায় অন্ধকার হয়ে আছে, যেন রসাতলের দুয়ারগুলি, তাইতে দেখাচ্ছে আরো গম্ভীর। নীলপদ্মের গভীর বন এক-এক জায়গায়। দিনের বেলায়ও চক্রবাক-মিথুনেরা 'ওখানে বোধহয় রাত হয়েছে' ভেবে এড়িয়ে চলছিল সেগুলি। কতবার পিতামহ ব্রহ্মা কমণ্ডলু ভরেছেন, তাইতে পূত-পবিত্র হয়ে গেছে তার জল। বালখিল্যের দল কতবার করেছেন সন্ধ্যা-উপাসনা। কতবার জলে নেমে পুজোর পদ্ম ভেঙে নিয়েছেন (ব্রহ্মার পত্নী) সাবিত্রী। হাজারবার স্নান করে সপ্তর্ষিমণ্ডল পবিত্র করেছেন তাকে। সিদ্ধ-বধূরা যখন-তখন কল্পলতার বল্কল ধুয়ে-ধুয়ে শুচি করেছেন তার জল। যক্ষেশ্বর কুবেরের অন্তঃপুরিকারা জলকেলি করার সাধ নিয়ে (কতবার) এসেছেন; পুষ্পধনুর গোল-হয়ে-যাওয়া

ধনুকের মতো আকার, প্রকাণ্ড বড় ঘূর্ণির মতো তাঁদের গোল-নাভিতে ঢুকে গেছে সে-জল। কোথাও পদ্মবনের মধু খেয়েছে বরুণের হাঁস। কোথাও দিগ্‌গজেদের ডুব-চানে ফুটিফাটা হয়ে গেছে বুড়ো-বুড়ো মৃণালদণ্ড। কোথাও শিবের ষাঁড়ের শিঙের-আগায় তীরের পাথর ভেঙে চুরমার। কোথাও যমের মোষ তার শিঙের-ডগা দিয়ে ছোড়াছুড়ি (বা লোফালুফি) করেছে তাল-তাল ফেনা। কোথাও ঐরাবত তার মুষলের মতো দাঁত দিয়ে লণ্ডভণ্ড করেছে কুমুদবন।

সে-সরোবর[২০৫] যেন যৌবন—খালি চাই-চাই; মন-কেমন আর হা-হুতাশ; খালি ঢেউ আর ঢেউ, কুঁড়ি আর কুঁড়ি[২০৬]।

সে-যেন অনুরাগে-জরজর—হাতে পরেছে গয়না—মৃণালের বলয়; কত মৃণাল-মণ্ডলে সেজেছে।

সে-যেন মহাপুরুষ—মীন মকর কূর্ম চক্র এইসব চিহ্ন পষ্ট আঁকা (হাতে-পায়ে); পষ্টই দেখা যায় (ঘুরছে) কত মাছ, মকর, কচ্ছপ, চখাচখী, সারসী[২০৭]।

সে যেন কার্তিক-চরিত—তাতে শোনা যায় ক্রৌঞ্চ-দৈত্যের ভার্যাদের প্রলাপ,[২০৭], এখানে শোনা যায় ক্রৌঞ্চবধূদের ডাক।

সে-যেন মহাভারত—সেখানে পাণ্ডব এবং কৌরব পক্ষীয়রা মিলে বাধিয়েছিল গণ্ডগোল, এখানে কালো-পা-ঠোঁট শাদা হাঁসের ঝাঁকের ডানা-ছটফটি আর পাখা-ঝটপটি[২০৮]।

সে-যেন অমৃতমন্থনের সেই সময়টি—তীরে বসে শিব পান করেছিলেন বিষ; পাড়ে বসে ময়ূরেরা জল খাচ্ছে।

সে-যেন কৃষ্ণের বাল্যলীলা—(কালীয়কে দমন করতে) তিনি তীরের কদমগাছের ডালে চড়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, সে তাঁর খেলা; এখানে বানরেরা কদমগাছের ডালে চড়ে জলে ঝাঁপ দেয়—এই তাদের খেলা[২০৯]।

সে যেন কামদেবের পতাকা—মকর-আঁকা; মকরের বাসভূমি।

সে-যেন দেবতা—চোখে পলক পড়ে না, কি সুন্দর; কত মাছ, কি ভালো লাগে দেখতে।

সে-যেন অরণ্য—হাই তুলছে বাঘ; ফুটছে শ্বেতপদ্ম [২১০]।

যেন সাপের বংশ—অনন্ত শতপত্র পদ্ম এইসব (প্রসিদ্ধ) নাগে উজ্জ্বল; অগুনতি একশ-পাপড়ি পদ্মফুলে আলো হয়ে রয়েছে।

যেন-কংসের সৈন্য—তার কুবলয়াপীড় নামে হাতিটির কানের কাছে গুঞ্জন করত ভোমরার দল; এর মাথায় নীলপদ্মের শেখর, পদ্মগুলির চারপাশে ঘুর-ঘুর গুন-গুন ঝাঁক-ঝাঁক ভোমরা[২১১]।

যেন কদ্রু-মায়ের স্তনযুগল—কত হাজার-হাজার নাগ তা থেকে চুমুকে-চুমুকে দুধ খায়; কত হাজার-হাজার হাতি এখানে চুমুকে-চুমুকে জল খায়[২১২]।

যেন মলয়—বনগুলি ঠাণ্ডা হয়ে আছে চন্দনগাছে; জলটি চন্দনের মতো ঠাণ্ডা।

যেন ভুল যুক্তি—দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় না; পার দেখা যায় না।

দেখেই তার সব ক্লান্তি কোথায় চলে গেল। তখন তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে আর ভাবছে, আহা, কিন্নরমিথুনের পেছন-পেছন আমার মিছিমিছি দৌড়োনটাও দেখছি সার্থক হয়ে গেল এই সরোবর দেখে। দর্শনীয় বস্তু দেখার ফল আজ পুরোপুরি

পেয়ে গেল আমার চোখজোড়া। দেখলুম পরমরমণীয়কে। দর্শন করলুম তাকে, যা দেয় চূড়ান্ত আহ্লাদ। যা মন কেড়ে নেয়, তার চরমসীমাটি দেখে নিলুম। প্রত্যক্ষ করলুম ভালো-লাগার শেষ কথা। তাকিয়ে দেখলুম সেই জায়গাটি, যেখানে এসে শেষ হয়ে যায় সমস্ত দ্রষ্টব্য।

এই সরোবরের জল সৃষ্টি করার পর আবার অমৃতরস বানিয়ে বিধাতা বুঝি নিজের সৃষ্টিরই পুনরুক্তি করেছেন। এ-ও তো দেখছি ঠিক অমৃতেরই মতো পাঁচটি ইন্দ্রিয়কেই আহ্লাদে ভরে দিচ্ছে। কি নির্মল, কি ভালো লাগছে দেখতে। কি ঠাণ্ডা, ছুঁতে কি আরাম। কি সুন্দর পদ্মগন্ধ, আঃ, জুড়িয়ে গেল নাক। কি ডাক ডাকছে হাঁসেরা, শুনছি আর কান বলছে, বাঃ, বাঃ, বাঃ! কি সুস্বাদু, কি মধুর, রসনা কি খুশি। বুঝেছি, উমাপতি যে কিছুতেই কৈলাস ছেড়ে নড়েন না, সে এর থেকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারেন না বলেই। আর বলিহারি যাই চক্রপাণি ঠাকুরটিকে। জলে শোয়ারই যদি সাধ তো এই অমৃতের মতো মিষ্টি-মধুর, সুবাস-ভরা হ্রদটি ছেড়ে ঐ বিশ্রী ম্যাগে নোনা জলের সমুদ্দুরে শুয়ে থাকা কেন বাপু? এই সরোবরটি নিশ্চয় সেই আদ্যিকালে ছিল না, যেজন্যে মা-ধরণী প্রলয়-বরাহের নাকের গুঁতোর ভয়ে সাগরে নেমে পড়েছিলেন, ফুঃ, যার সমস্ত জল (এক চুমুকেই) চোঁ—কোঁৎ করেছিলেন (সামান্য) একটা কলসীর মধ্যে জন্মানো অগস্ত্যমুনি; নইলে—এই অগাধ-অতল-পাতাল-গভীর-জল মহাসরোবরে যদি ডুব দিতেন, তাহলে এক কেন, হাজার-কয়েক মহাবরাহেরও সাধ্যি ছিল না তাঁকে খুঁজে পায় (বা ধরতে পারে)।[২১৩]

মহাপ্রলয়ের সময় প্রলয়ের মেঘেরা নিশ্চয় এর থেকেই একটু-একটু করে জল নিয়ে প্রলয়-বর্ষণে দশদিক অন্ধকার করে পৃথিবীর সব জায়গা ভাসিয়ে ডুবিয়ে দেয়। বোধহয় সৃষ্টির আগে সেই যে জলে জলময় হয়ে ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; সেইটিই তালগোল পাকিয়ে এই সরোবরের রূপ ধরে পড়ে আছে।

এই সব ভাবতে-ভাবতেই সেই সরোবরের দক্ষিণ তীরে এসে ঘোড়া থেকে নামল (চন্দ্রাপীড়)। তীরটি বালিতে ভর্তি, মাঝে-মাঝে নুড়ি-পাথর পায়ে ফোটে (আ. থরথর করছে)। অনেক সুন্দর-সুন্দর বালির শিবলিঙ্গ এখানে-ওখানে—বিদ্যাধরেরা গড়ে-গড়ে গোছা-গোছা নাল-শুদ্ধু কুমুদফুল দিয়ে পুজো করেছে। অরুন্ধতী সূর্যকে দিয়েছেন অর্ঘসলিল, তার টুকটুকে লাল পদ্মগুলি এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে, বাঃ! পাড়ের পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে-বসে জল-মানুষরা[২১৪] রোদ পোয়াচ্ছে। কাছেই কৈলাস থেকে নাইতে আসেন ৺মায়েরা,[২১৫] তাঁদের পায়ের ছাপ আঁকা রয়েছে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ছাই, তার মানে শিবের প্রমথ-রা ডুব দিয়ে চান করে উঠে ওখানেই ছাই মাখামাখি করেছে। নাইতে নেমে গণপতির (হাতিমুখের) গাল থেকে দর-দর ধারে যে মদ গড়িয়ে পড়েছিল, তাইতে প্যাচপ্যাচ করছে জায়গাটা।[২১৬] ঐ প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পায়ের ছাপ—ওগুলো কী? অ, মা-দুর্গার সিংহ ঐখান দিয়েই জল খেতে নামে।

নেমে (চন্দ্রাপীড়) ইন্দ্রায়ুধের পিঠ থেকে পালানটা (জিনটা) খুলে নিল। ইন্দ্রায়ুধ মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে উঠে কয়েক গ্রাস ঘাস খেয়ে নিলে পর, তাকে সরোবরে নামাল। সে জল খেল, ইচ্ছেমতো চান করল। তারপর তাকে উঠিয়ে, লাগাম খুলে, কাছাকাছি এক গাছের গোড়ার দিকের ডালের সঙ্গে হাতের সোনার বাঁধন-শেকল দিয়ে

পা দুটি বেঁধে, ছুরি দিয়ে পাড়ে-গজানো কচি দুর্বো কয়েক গ্রাস কেটে, তার সামনে ধরে দিয়ে, নিজে নেমে পড়ল জলে।

ভাল করে হাত দুটি ধুয়ে নিয়ে, চাতকের মতো জল—শুধু জলই—খেল। তারপর চক্রবাকের মতো মৃণালের টুকরো খেল তারিয়ে-তারিয়ে। চাঁদের মতো করের আগা দিয়ে ছুঁল কুমুদগুলো। সাপের মতো জল-তরঙ্গ-ছোঁয়া হাওয়াকে সানন্দে স্বাগত জানাল। তারপর অনঙ্গের শরের ঘায়ে জরজর মানুষের মতো পদ্মপাতাকেই উড়নি করে বুকে রেখে, শুঁড়ের-আগায়-জল-ফুরফুর-বাঃ বুনোহাতির মতো জল-টপটপ পদ্মফুলে হাতখানি সাজিয়ে সরোবরের জল ছেড়ে উঠে এল। লতামণ্ডপের মধ্যিখানে এক শিলাতল, তার ওপরে জল-ছিট-ছিট সদ্য-ভাঙা ঠাণ্ডা পদ্মপাতা দিয়ে বিছানা বিছিয়ে, উড়নিটা পুঁটলি পাকিয়ে মাথায় গুঁজে শুয়ে পড়ল।

একটু বিশ্রাম হয়েছে, এমন সময় শোনে, সরোবরের উত্তর তীর থেকে ভেসে আসছে বীণাতন্ত্রীঝঙ্কারমিশ্রিত শ্রুতিসুমধুর অলৌকিক গীতধ্বনি। সে-শব্দ প্রথম শুনেছিল ইন্দ্রায়ুধ। মুখের গ্রাস ফেলে দিয়ে, কান খাড়া করে, সেই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, উদ্‌গ্রীব হয়ে (অর্থাৎ গলা উঁচু করে) শুনছিল। শুনেই তার কৌতূহল হল—জনমনিষ্যির পা পড়ে না, এ-রাজ্যে কোথা থেকে আসছে গানের আওয়াজ ? পদ্মপাতার শয্যা থেকে উঠে যে-দিক থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছিল সেইদিকে নজর করল। কিন্তু জায়গাটা অনেক অনেক দূরে। তাই অনেক চেষ্টা করে তাকিয়ে-তাকিয়ে চোখটাকে খাটিয়ে-টাটিয়েও কিছুই ঠাহর করতে পারল না; খালি সেই গানের শব্দই কানে আসতে লাগল অবিশ্রাম।

খুব কৌতূহল হল তার। কোত্থেকে আসছে এই গানের শব্দ, একবার দেখতে হচ্ছে তো—ঠিক করে ফেলল যাবে। ইন্দ্রায়ুধে চড়ে সেই গীতধ্বনি লক্ষ্য করে চলতে শুরু করল সরোবরের পশ্চিম তীরের বন-লেখা ধরে—ছাতিম বকুল এলাচ লবঙ্গ লবলীর ফুরফুরে ফুলগন্ধে ভুরভুরে; মুখরিত অলিকুল-গুঞ্জরণে, তমালে-তমালে (নিবিড়) নীল, যেন সে বন-শ্রেণী এক দিঙ্‌নাগের মদ-লেখা—সপ্তপর্ণ বকুল এলাচ লবঙ্গ লবলীর চঞ্চল-কুসুম-গন্ধের মতো যার সৌরভ, রঙ যার তমালের মতো (ঘন)কৃষ্ণ; আর ঝাঁক-ঝাঁক ভোমরা যার ওপর উড়ে-উড়ে অনবরত গুনগুন গুনগুন করেই চলেছে করেই চলেছে। চন্দ্রাপীড়ের আগেই চলতে আরম্ভ করেছিল গীতপ্রিয় বনের হরিণরা, তারাই তাকে দেখিয়ে দিল পথ, জিগ্যেস আর করতে হল না।

পশুপতির জটার বাঁধনে কাতর বাসুকি চোঁ-চোঁ করে খেয়ে ফেলার পর যা বাকি ছিল, সেই প্রাণ-মাতানো পবিত্র কৈলাসের হাওয়া বইছিল সামনের দিক থেকে, যেন সামনে এসে সানন্দে স্বাগত জানাচ্ছিল তাকে। স্বচ্ছ ঝরণার জলকণাজালে শীতল-মন্থর সে-হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল ভূর্জগাছের বাকল ছিঁড়তে-ছিঁড়তে, ধূর্জটির ষাঁড়ের—কাটছে-জাবর-পড়ছে-ফেনা ক'-ফোঁটা-তার কুড়িয়ে-নে না—সে-সব কুড়োতে-কুড়োতে উড়োতে-উড়োতে, ষড়াননের ময়ূরের ঝুঁটিতে আলতো-ছোঁয়া (দিয়ে একটু উসকো-খুসকো করে) দিতে-দিতে, মা-দুগ্‌গার কর্ণপুরের পল্লব দুষ্টুমি করে নাচাতে-নাচাতে, উত্তরকুরুর[২১৭] মেয়েদের কানের পদ্মে দোল দেওয়ার সাধ নিয়ে, কক্কোল গাছ কাঁপিয়ে, নমেরুর ফুলরেণু ঝরিয়ে-ছড়িয়ে (বনময়)।[২১৮]

সেই জায়গাটিতে পৌঁছে চন্দ্রাপীড় দেখে, সরোবরটির পশ্চিম পাড়ে কৈলাসের এক শাখা-পাহাড়—চন্দ্রপ্রভ তার নাম—জোছনার মতো ধবধবে প্রভা দিয়ে আলো করে রেখেছে এলাকাটা। তারি তলায় ভগবান্ শূলপাণির একটি সিদ্ধায়তন[২১৯]—কেউ কোথাও নেই।

মন্দিরের চারপাশে যে-দিকে তাকাও পান্নার মতো সবুজ গাছ আর গাছ। গাছে গাছে ডাকছে হারীত—কি মনকাড়া ডাক। অপূর্ব! পাকা-পাকা কুঁড়িগুলো নোখ দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে-করতে উড়ে বেড়াচ্ছে ভৃঙ্গরাজ পাখি। উন্মত্ত কোকিলেরা ঝাঁকে-ঝাঁকে খেতে লেগেছে সুগন্ধি আমগাছের কচি-কচি পাতার ডগা। পূর্ণবিকশিত আমের মঞ্জরী মুখর হয়ে উঠেছে মদমত্ত ঝাঁক-ঝাঁক ভোমরায়। চকোরেরা নির্ভয়ে ঠোঁট দিয়ে টুকটুক ঠোকরাচ্ছে মরিচের কচিপাতা। চাঁপার রাশি-রাশি পরাগে পিঙ্গল কপিঞ্জল পাখিরা খাচ্ছে পিপ্পলীর ফল। থোকা-থোকা ফলের ভারে ভেরে-যাওয়া ডালিমের বাসায় ডিম পেড়েছে চড়ুইপাখি। বাঁদরগুলো খেলতে লেগেছে হাতের ঘায়ে তাড়িয়াতের পাতা কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে। ঝগড়া-ঝগড়ি করে রেগেমেগে-যাওয়া বাচ্চা-পায়রাদের ডানার পাশ-ঝট্‌কায় পড়ে যাচ্ছে কত ফুল। মগডালে বসে আছে সারিকারা—রাশ-রাশ ফুল-রেণুতে রঙ-বেরঙা হয়ে। শত-শত শুকের ঠোঁটের, নখের আগা দিয়ে খুবলোন ফল পড়ে আছে স্তূপাকার। কত তমালের জটলা—মেঘবারির লোভে বোকা চাতকেরা (তমালকে মেঘ ভেবে) সেখানে এসে ঠকে গিয়ে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে তমাল-পাড়া মাথায় করছে। হাতির পুঁচকে বাচ্চারা শুঁড় উঁচিয়ে লবলীগাছগুলো দুলিয়ে-দুলিয়ে পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে। নবযৌবনমদে মত্ত কবুতর-কবুতরী তাদের নিভৃতি থেকে, থেকে-থেকে ডানা ঝটপটিয়ে উঠছে, তাইতে ঝরে পড়ে যাচ্ছে গোছা-গোছা ফুল। মৃদু হাওয়ায় কেঁপে-কেঁপে হাওয়া করছে কচি কলাপাতারা। ভর্তি ফলের ভারে ঝুঁকে পড়েছে নারকেলের বন। কচি-কচি পাতা গুটিয়ে ঘের দিয়ে রয়েছে সুপুরিগাছ। পাখিরা ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাচ্ছে পিণ্ডীখেজুরের দঙ্গল—কে তাদের বারণ করছে? থেকে-থেকে বেজে উঠছে মদমুখরা ময়ূরীর মধুর রব। যে-ফুল ফোটে নি এখনো, রাশি-রাশি সেই কুঁড়িতে গাছগুলো যেন কাঁটা-কাঁটা। মাঝে-মাঝে কৈলাসের ঝরণা বয়ে চলেছে তাদের তলার বেলেমাটির জমিকে ঢেউ-খেলিয়ে দিয়ে। বনদেবীদের (রাঙা-রাঙা) হাতের চেটোর মতো কি অদ্ভুত সুকুমার তাদের কিশলয়গুলি, ঠিক যেন আলতা ছিটিয়ে দিয়েছে কেউ।

মুখভর্তি গ্রন্থিপর্ণ[২২০]—খুশি-খুশি চমর-হরিণীরা বসে আছে গাছের গোড়ায়। বেশির ভাগই কর্পূর আর অগুরুর গাছ—

ইন্দ্রধনু যেমন থাকে মেঘের গায়, তেমনি ঘেঁষ-ঘেঁষ দাঁড়িয়ে আছে।[২২১]

সূর্যের কিরণকে ঢুকতে দেয় না তারা, তাই কুমুদের মতন তাদেরও ভেতরটা ঠাণ্ডা।

রামের সৈন্যের আশপাশ যেমন আগলে রেখেছিল অঞ্জন নীল নল, তেমনি এদেরও প্রান্ত ঘিরে নলবনের নীলাঞ্জনছায়া।

প্রাসাদে যেমন থাকে পারাবত অর্থাৎ পায়রা, তেমনি এই গাছগুলোতেও থাকে পারাবত অর্থাৎ বানর।

গেরস্ত তপস্বীর[২২২] কাছে যেমন থাকে বেতের আসন, তেমনি এখানেও রয়েছে কত বেতগাছ, অসন গাছ।

(একাদশ) রুদ্রের কোমরে যেমন লিকলিকে সাপ জড়ানো, তেমনি এদেরও মাঝখানটি জড়িয়ে রয়েছে নাগলতা অর্থাৎ পান।

সমুদ্রতীরের কাছাকাছি (প্রবালের) চড়ায় যেমন অনবরত গজিয়ে চলে লতার মতো প্রবালের অজস্র ফ্যাঁকড়া, তেমনি এখানেও লতারা আঁকশি বাড়িয়ে-বাড়িয়ে ছেয়ে ফেলেছে গাছ, আর সে-সব লতায় লালটুকটুক কচিপাতা গজাচ্ছে তো গজাচ্ছেই।[২২৩]

অভিষেকের জলে যেমন মেশানো থাকে সর্বৌষধির[২২৪] ফুল ফল পাতা, তেমনি এখানেও রয়েছে সব রকম ওষধির ফুল ফল পাতা।

ছবিঘরে যেমন শোভা করে থাকে কত শত রঙ-বেরঙা ছবি, যানবাহন, পাখি, তেমনি এখানেও রয়েছে শত-শত পাখি—রঙবেরঙের পালক ডানা কেমন চমৎকার।[২২৫]

কৌরবদের যেমন সেবা করেছিলেন ভরদ্বাজের পুত্র দ্রোণাচার্য, তেমনি এখানেও বাসা বেঁধে আছে কত ভারদ্বাজ (ভারুই) পাখি।

মহাযুদ্ধের আরম্ভে যেমন মহা-মহা যোদ্ধারা বাণ টানতে থাকে, অথবা, পুরুষ হাতিরা বাণ (গাড়িতে করে) টেনে নিয়ে আসে, তেমনি এখানেও নাগকেশরের গাছে আকৃষ্ট হয়ে আসে ভ্রমর।[২২৬]

প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হাতিদের ল্যাজের গোছা-ভরা চুল যেমন মাটি ছোঁয়, তেমনি এদেরও কচিপাতা (-ভরা ডাল) গুলো ঝুঁকে-ঝুঁকে মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছে।[২২৭]

সাবধান রাজার রাজ্যের সীমান্তে-সীমান্তে যেমন প্রচুর ঘাঁটি থাকে, তেমনি এদেরও চারপাশ ঘিরে অজস্র ঝোপঝাড়।[২২৮]

যুদ্ধসাজ-পরা সৈনিকের যেমন গা-ঢাকা থাকে থিকথিকে ভোমরার মতো কবচে, তেমনি এদেরও গা-ঢেকে গেছে কবচের মতো থিকথিকে ভোমরায়।

(সোনা-টোনা) ওজন করতে বসে লোকেরা যেমন বাঁদুরে হাতের আঙুল দিয়ে কুঁচফল ধরে, তেমনি এখানেও বাঁদরেরা হাতের আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে কুঁচফল।[২২৯]

রাজাদের খাটের তলায় যেমন সিংহের থাবার মতো পায়া থাকে, তেমনি এদেরও তলায় সিংহের থাবার দাগ।

পঞ্চতপার অনুষ্ঠান শুরু করলে যেমন তাদের চারদিকে লকলকে আগুন থাকে; তেমনি এদের ঘিরেও কত ঝুঁটি-তোলা ময়ূর।[২৩০]

যজ্ঞে দীক্ষিত যজমান যেমন কৃষ্ণসারের শিং দিয়ে গা চুলকোয়;[২৩১] তেমনি এদের গায়েও শিং ঘষছে কত কৃষ্ণসার।

বুড়ো গেরস্ত মুনি যেমন ঘেরাও হয়ে থাকেন জটাধারী ছেলেপিলের পালে, তেমনি এসব গাছেও ঝুরি নেমেছে, গোড়া ঘিরে রয়েছে আলবাল।[২৩২]

যাদুকর যেমন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, তেমনি এরাও দৃষ্টি-কাড়া, নয়ন-হরা।

কেয়াফুলের ভেতর থেকে রাশি-রাশি পরাগ এদিক-ওদিক থেকে হাওয়ায় উড়ে এসে চন্দ্রাপীড়ের গায় ঝরে পড়তে লাগল, গা তার শাদা হয়ে গেল—যেন বলছে, 'শিব দর্শন করতে এসেছ, আর গায় ছাই মাখার ব্রত নেবে না; তা কি হয় ? নিতেই হবে।' যেন মন্দির-প্রবেশের পুণ্যরাশি এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। মন্দিরে ঢুকে চন্দ্রাপীড় দেখল—

চারটি স্তম্ভের ওপর একটি ছোট স্ফটিকের মণ্ডপ। তার নিচে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন নির্মল মুক্তাশিলার[২৩৩] চতুর্মুখ লিঙ্গমূর্তি নিখিলত্রিভুবনবন্দিতচরণ চরাচর-

গুরু ভগবান্ ত্র্যম্বক। মন্দাকিনীর পবিত্র শ্বেতপদ্ম দিয়ে তাঁর পুজো করা হয়েছে। সদ্য-তোলা সোঁপাটে ভিজে পদ্মগুলির পাপড়ির ডগা থেকে টুপ-টুপ ঝরছে জলের ফোঁটা।

পদ্মগুলি যেন শিবেরই ফেটে-পড়া টুকরো-টুকরো অট্টহাসি। যেন ওপরদিকটা চিরে-দেওয়া পাপড়ি-মেলা চাঁদ। যেন খণ্ড খণ্ড বাসুকির ফণা। যেন পাঞ্চজন্যের মায়ের পেটের ভাই। যেন দুধ-সমুদ্রের হৃদয়খানি। ভ্রম হয়, ঠাকুর বুঝি মুক্তোর মুকুটে সেজেছেন।[২৩৪]

ঠাকুরের দক্ষিণমুখটির মুখোমুখি; চন্দ্রাপীড় দেখল, ব্রহ্মাসনে বসে আছে পাশুপত-ব্রতধারিণী এক মেয়ে। দিগ্‌দিগন্ত ভাসিয়ে দূর-দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে তার দেহজ্যোতির বিথার, শাদা যেন প্রলয়ে উথাল-পাথাল ক্ষীরসমুদ্রের জোয়ার। যেন অনেক অনেক দিনের সঞ্চিত পুঞ্জ-পুঞ্জ তপস্যা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। যেন এক-জায়গায় জমা হয়ে তে-ভাগা গঙ্গার স্রোতোজলের মতো গাছপালার ফাঁক দিয়ে-দিয়ে বয়ে চলেছে। সে-আলোয় মাখা হয়ে সে-রাজ্যের বন-পাহাড় সব কিছু মনে হচ্ছে যেন হাতির দাঁতের তৈরি। (এমনিতেই শাদা) কৈলাসপাহাড়কে সে-যেন নতুন করে শাদা করে দিয়েছে। সে-মেয়েকে যে-দেখবে, তারও 'আঁখির ভিতর দিয়া মরমে পশিবে' সে-আলো, মনটিকে তার (সব কালিমা ঘুচিয়ে) করে তুলবে শাদা। অতিধবল প্রভা দিয়ে ঘেরা তার দেহখানি, অবয়বগুলি স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। দেখে মনে হয়, সে-যেন ফটিকের বাড়ির মধ্যে বসে রয়েছে; যেন দুধ-জলে ডুবে রয়েছে, যেন ধবধবে চীন-রেশমের কাপড়ে ঢেকে রেখেছে নিজেকে। সে-যেন (সে নয়), আয়নায় পড়া তার ছায়া, যেন ঢাকা পড়েছে শরতের একরাশ মেঘের আড়ালে।

শরীর তৈরি করার জন্যে যে-সব দ্রব্য-জাতীয় মালমশলা লাগে—অর্থাৎ পাঁচটি মহাভূত—সেগুলি বাদ দিয়ে (বিধাতা) যেন তাকে শুধু ধবলতা এই গুণটি দিয়েই তৈরি করেছেন। সে-যেন দক্ষের যজ্ঞক্রিয়া, উদ্ধত প্রমথবৃন্দ পাছে চুলে ধরে নিয়ে যায়, এই ভয়ে এসে শিবের শরণ নিয়েছে। যেন রতি, অনঙ্গের অঙ্গ লাগি, শিবকে প্রসন্ন করবে বলে নিয়েছে শিবপুজার ব্রত; ভস্মে অনবরত লুটিয়ে-লুটিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে শরীরটি শাদা হয়ে গেছে। যেন ক্ষীরসমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, শিবের চন্দ্রকলাটিকে দেখতে এসেছেন, অনেকদিন একসঙ্গে ছিলেন তো, মন কেমন করে উঠেছে—সেই টানে। যেন মূর্তিমতী চাঁদ—রাহুর ভয়ে চলে এসেছে ত্রিনয়নের শরণ নিতে। যেন সেই ঐরাবতের দেহের রঙ, 'জড়াব যে, হাতির ছাল কই ?' শিব একথা চিন্তা করা মাত্র যে-এসে হাজির হয়েছে।

সে-যেন পশুপতির দক্ষিণমুখের হাসিটির জেল্লা—বাইরে এসে (মূর্তি ধরে) দাঁড়িয়েছে। সারা গায়ে ছাই মেখে রুদ্রের যে-শোভা হয়, সেইটি-যেন শরীর ধরে আবির্ভূত হয়েছে। যেন জ্যোৎস্না, শিবের গলায় যে-অন্ধকারটুকু লেগে আছে ওটা মুছে ফেলবেই বলে উঠে-পড়ে লেগেছে। যেন গৌরীর শাদা মনটি—শরীর ধরেছে। যেন কার্তিকের ব্রহ্মচর্য—মূর্তি নিয়েছে। যেন শিবের ষাঁড়টির দেহদ্যুতি, (দেহ থেকে) আলাদা হয়ে রয়েছে। যেন সে-মন্দির-এলাকার যত তরুর ফুলশ্রী, শিবের

অর্চনায় স্বয়ং উদ্যত। যেন পিতামহ ব্রহ্মার তপঃসিদ্ধি, পৃথিবীতে নেমে এসেছে। যেন সত্যযুগের প্রজাপতিদের (শুভ্র) যশ, সপ্তলোক ঘুরে-টুরে পরিশ্রান্ত হয়ে এখন জিরোচ্ছে। যেন বেদবিদ্যা; কলিযুগে ধর্মের ধ্বংস দেখে শোকে বনবাস নিয়েছে। যেন ভবিষ্যতের সত্যযুগের বীজকলাই, মেয়ে-রূপ ধরে রয়েছে।[২৩৫] যেন মুনিঋষিব ধ্যান-ধন-শ্রী, দেহ নিয়েছে। যেন স্বর্গের হাতির সার, গঙ্গাবতরণের ধাক্কায় পড়ে গেছে, অথবা, সবেগে গঙ্গায় দৌড়ে আসতে গিয়ে পড়ে গেছে। যেন কৈলাসের বাহার; দশানন গোড়া ধরে টান দেওয়ায় নড়ে উঠে পপাত ধরণীতলে। যেন শ্বেতদ্বীপের লক্ষ্মী, কৌতূহল হয়েছে, তাই অন্য দ্বীপ দেখতে এসেছেন। যেন ফুটন্ত কাশফুলের শোভা, শরৎকালের প্রতীক্ষা করছে। যেন বাসুকির দেহকান্তি; রসাতল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। যেন বলরামের গায়ের রঙ; সুরার ঝোঁকে ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গ'লে পড়েছে। যেন শুক্লপক্ষের পর শুক্লপক্ষ—একজায়গায় জড়ো করা রয়েছে। দুনিয়ার যত হাঁস যেন তাকে নিজেদের শাদা রঙের ভাগ দিয়েছে।

সে-যেন বেরিয়ে এসেছে ধর্মের হৃদয় থেকে। যেন তাকে কেউ কুঁদে বার করেছে শাঁখ থেকে; কিম্বা টেনে নিয়েছে মুক্তা থেকে। তার হাত-পা-গুলি যেন মৃণালে-গড়া। সে-যেন গজদন্তের কুচি দিয়ে তৈরি। যেন জোছনার তুলি দিয়ে ধোওয়া। যেন রঙ করার চুনের গোলা দিয়ে লেপা। যেন তাল-তাল অমৃতের ফেনা দিয়ে শাদা করা। যেন তরল পারার স্রোতে ধোওয়া। যেন গলানো রূপো দিয়ে মাজা। যেন চন্দ্রমণ্ডল থেকে কুঁদে বার করা। যেন কুর্চি-কুন্দ-নিসিন্দার রঙ দিয়ে ঝকঝকে করে তোলা। যেন ধবলিমার শেষ কথা।

মাথাটি আলো করে রয়েছে কাঁধ পর্যন্ত ঝোলা, চমকিত চপলার চপল দ্যুতির মতো তামা-তামা রঙের জটা। উদয়-পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠ্তি সূর্যের গোল-গা থেকে কিছু সাতসকালী রাঙা টুকটুকে রোদ বার করে নিয়ে তারি চেকনাই দিয়ে তৈরি যেন। সদ্য স্নান করে এসেছে। তাই জটার গায় এখানে-ওখানে লেগে আছে জলের ফোটা, যেন প্রণাম করতে গিয়ে লেগে গেছে পশুপতির চরণের ভস্মচূর্ণ। (শিবের) নাম লেখা দুটি মণিময় শিবের চরণ জটা দিয়ে বেঁধে রেখেছে মাথায়। ছোট্ট কপালটিতে শোভা পাচ্ছে ভস্ম—এত শাদা, যেন সূর্যের রথের ঘোড়াদের খুরের আগার ঘায়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে পড়েছে নক্ষত্রপুঞ্জ। মনে হচ্ছে, সে-যেন গিরিরাজ হিমালয়ের মেখলা (ঢালু-গা), শিখরের শিলাপট্ট জড়িয়ে রয়েছে চন্দ্রকলা।

শিবলিঙ্গের ওপর নিবদ্ধ তার অদ্ভুত ভক্তিমাখা দৃষ্টি; যেন আর-একটি শ্বেতপদ্মের মালা দিয়ে পুজো করছে ভূতনাথকে। অনবরত গান করে চলেছে, তাই ঠোঁট দুটি কাঁপছে; আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে তার শুদ্ধমনের আলোর রাশির মতো অতি উজ্জ্বল দন্তপ্রভা, যেন মূর্তি ধরেছে তার স্তবগানের গুণগুলি, স্বরগুলি, আখর-গুলি (আ. বর্ণগুলি), মনে হচ্ছে তাই দিয়ে সে-যেন দ্বিতীয়বার স্নান করিয়ে দিচ্ছে গৌরীপতিকে। গলায় রয়েছে আমলকিফলের মতো বড়-বড় অত্যন্ত নির্মল-উজ্জ্বল মুক্তা দিয়ে গাঁথা জপমালা—মুক্তা তো নয়, যেন সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেদের অর্থগুলি টেনে-টেনে আনা, যেন গায়ত্রীমন্ত্রের অক্ষরগুলি গেঁথে-গেঁথে তোলা, যেন নারায়ণের নাভির শাদা পদ্মটি থেকে বীজগুলি খুঁটে-খুঁটে বার করে আনা। তার হাতের ছোঁয়ায় নিজেদের পবিত্র করতে (স্বয়ং) সপ্তর্ষিরাই যেন এসেছেন

তারার রূপ ধরে। তাকে দেখাচ্ছে যেন পূর্ণিমা রজনী, সভা-ঘেরা চন্দ্রমণ্ডলে মণ্ডিতা।

শিব যদি মুখটি নিচু করে থাকেন, তাহলে তাঁর মাথার গোল খুলিটি যেমন দেখতে লাগে; সেইরকম তার উরোজযুগল, যেন মোক্ষপুরীর দুয়ারের দুটি ঝকঝকে কলস। সে-যেন গঙ্গা—জলে ভেসে আছে একটিমাত্র হংসমিথুন। বুকের মাঝখানে গিঁট দিয়ে পরেছে কল্পতরুর বল্কল, চামরের মতো সুন্দর দেখতে, যেন গৌরীর সিংহের কেসর দিয়ে তৈরি—ঐটিই তার ওড়নার কাজ করছে। শরীরটিকে তার পবিত্র করে রয়েছে একটি গোল-করা পৈতে, যেন বেজোড়-চোখ ঠাকুরটি প্রসন্ন হয়ে দিয়েছেন তাঁর চূড়ামণির চাঁদ থেকে একগুছি কিরণ। নিতম্ব আবৃত রয়েছে পায়ের আঙুল পর্যন্ত ঝোলা একটি রেশমীবসনে। সেটি এমনিতে শাদা হলেও, ব্রহ্মাসন করে বসে আছে বলে চিৎ পায়ের তলার (টুকটুকে) রঙে মাখামাখি হয়ে লাল-লাল হয়ে গেছে।

সময় হয়েছে তাই যৌবন এসেছে বটে ধীরে-ধীরে চুপিসাড়ে মন্দ-মন্দ পায়; কিন্তু সে উত্তেজনাহীন সংযত যৌবন, তার সেবা করছে বিকারহীন বিনীত শিষ্যের মতো, যে গুরুর সময় বুঝে এগোয়; (যখন-তখন বিরক্ত করে না)। টলটলে লাবণ্য তার সর্বাঙ্গ অধিকার করেছে বটে, কিন্তু সে-যেন অনেক পুণ্য করে নিজেকে নির্মল করে নিয়ে তবেই। চোখ দুটিকে বড় সুন্দর করে দিয়ে রূপ তার মধ্যে বাসা নিয়েছে বটে, কিন্তু তার চাপল্য নেই, যেন মন্দির-চত্বরের হরিণটি—কি সুন্দর চোখ, আর কি শান্ত। আপন মেয়ের মতো কোলে নিয়ে ডানহাতে বাজাচ্ছে একটি গজদন্তের বীণা, যেন সাক্ষাৎ গন্ধর্ববিদ্যা। পাতলা-পাতলা ছোট্ট-ছোট্ট শাঁখের আংটিতে ডানহাতের আঙুলগুলি ভর্তি; মণিবন্ধে শাঁখাপরা। ত্রিপুণ্ড্রক আঁকার পরে অবশিষ্ট ভস্মে হাতটি শাদা। নখগুলি থেকে আঁকাবাঁকা আলো ঠিকরোচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন গজদন্তের মেজরাপ পরেছে।

চারিদিকে মণ্ডপিকার মণিস্তম্ভগুলিতে তার ছায়া পড়েছে; মনে হচ্ছে যেন থামের গায়ে হেলান দিয়ে তাকে ঘিরে রয়েছে তারই মতো বীণাহাতে গাম্ভীর্যময়ী সুন্দরী সহচরীরা। স্নান-করানো আর্দ্র শিবলিঙ্গে পড়েছে তার প্রতিবিম্ব, যেন তার অত্যন্ত প্রবল ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাকে হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। বীণা বাজিয়ে সে গান শোনাচ্ছে চোখগুলো-যাঁর-সুবিধের-নয় সেই ঠাকুরকে।

তার কণ্ঠে-নেওয়া সে-গান যেন তার গলায় জড়ানো হারলতা।[২৩৬]

বারে-বারে ঘুরে আসছে ধ্রুবপদে—ধুয়ায়, যেন ধ্রুব-পদে বাঁধা বিশ্ব-তান (আ. ধ্রুবে-বাঁধা গ্রহের পাঁতি)।

সে-গান কি রাগ করেছে? মুখের রঙ লাল যে! (উঁহু), আরম্ভের কথাগুলি কি ভক্তিমাখা।

সে কি মত্তা? ঘুরছে দেখি মদালস চোখের তারা! (উঁহু), মুদারায় তারায় সামনে উঠছে-নামছে।

সে কি উন্মত্তা? হাততালি দিয়েই চলেছে। (উঁহু), কত রকমের তাল সে-গানে।

সে-বুঝি পূর্বমীমাংসা, অনেক ভাবনায় ভরা? (উঁহু), ভক্তিভাবে গদগদ।[২৩৬]

অতি মধুর সে-সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে হরিণ বরা বানর হাতি শরভ সিংহ আরো কত বনের প্রাণীরা ঘিরে এসেছে, কান খাড়া-করে শুনছে তার গানে-গানে ঝংকৃত বীণাধ্বনি, যেন ধ্যান অভ্যাস করছে।

সে-যেন[২৩৭] আকাশগঙ্গা, নেমে এসেছে আকাশ থেকে।
অপ্রাকৃতা সে ; যেন দীক্ষিতের কথা, প্রাকৃতের ছিটে-ফোঁটা নেই।[২৩৮]
যেন ত্রিপুরবিধ্বংসী শিবের শরের ঝিকিমিকে ছুঁচলো আগা—তেজ-উজ্জ্বলা।
অমৃত পান করলে যেমন সব তৃষ্ণা মিটে যায়, তেমনি তারও চুকে গেছে সব তৃষ্ণা—বাসনা-কামনা।
ঈশানের শিরে শশিকলাটিতে যেমন লালের নাম-গন্ধ নেই, তেমনি তার মধ্যেও নেই আসক্তির নাম-গন্ধ।[২৩৯]
ভেতরে তার গভীর প্রসন্নতা, যেন অমথিত উদধির অথৈ জল।
বিপরীতের লড়াই থেকে সে মুক্ত ; যেন সমাসহীন রচনার ঢং, দ্বন্দ্বসমাস নেই।[২৪০]
সে একা, কোন কিছুকে আঁকড়ে নেই ; যেন বৌদ্ধদের সেই মত, কিছুই থাকবে না, কিছুই না, কিছুই না।
যেন বৈদেহী, সে ঢুকেছিল আগুনের মধ্যে, এ-মেয়ে প্রবেশাধিকার পেয়েছে পরমজ্যোতির মধ্যে।
সে-যেন দ্যূতনিপুণা এক মেয়ে, অক্ষবিদ্যার গূঢ়রহস্য যার আয়ত্ত, অর্থাৎ মন তার বশ করেছে সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গকে।
সে-যেন পৃথিবী, শরীরটি জলেই ভরণ, জলেই পোষণ ; শুধু জল খেয়ে থাকে।[২৪১]
হিমেল দিনের সকালী বাহার যেমন নিঃশেষে রোদ শুষে নেয়, সেও তেমনি সর্বাঙ্গ ভরে-ভরে নিয়েছে সূর্যতপ (পঞ্চতপা করার সময়)।
সে যেন আর্যাছন্দের একটি শ্লোক, মাত্রাগুলি যতি এবং গণের সঙ্গে ঠিকমতো মেলানো ; উপকরণ ততটুকুই আছে, যতটুকু যতি অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের প্রয়োজন।[২৪২]
স্থির হয়ে বসে আছে যেন পটে-আঁকা। তার শরীরের আলোয় ছেয়ে গেছে মেঝে, যেন সে অংশু দিয়েই গড়া। তার 'আমার আমার' নেই, 'আমি আমি' নেই, হিংসাদ্বেষ নেই। সে মেয়ে তো মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়। স্বর্গের মেয়ে বলে বয়স কত ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, মনে হয় এই সতেরো-আঠারো হবে।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল চন্দ্রাপীড়। গাছের ডালে ঘোড়া বেঁধে রেখে এগিয়ে গেল। ভগবান্ ত্রিলোচনকে ভক্তিভরে প্রণাম করে আবার সেই স্বর্গের মেয়েটিকেই অপলকনয়নে একদৃষ্টে দেখতে লাগল তাকিয়ে-তাকিয়ে। তার রূপরাশি, তার লাবণ্যচ্ছটা, তার প্রশান্ত ভাব তার মনে বিস্ময় জাগাল। মনে হল, কি আশ্চর্য! দুনিয়ায় মানুষের (জীবনে) এক-একটা ঘটনা কিরকম অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যায়! এই তো আমি মৃগয়ায় বেরিয়ে, হঠাৎ কি মনে হল, দৌড়লুম কিন্নর-মিথুনের পেছনে। শুধু শুধু মিছিমিছি নাহক খামখা! অথচ দৌড়তে-দৌড়তে এসে পড়লুম (আ. দেখতে পেলুম) এই অতিমনোহর রাজ্যে, মানুষের সাধ্য কি এখানে আসে, শুধু দেবতাদেরই বিচরণের উপযুক্ত এজায়গা। আবার এখানে জল খুঁজতে-খুঁজতে দেখতে পেলুম এক মনোহর সরোবর, সিদ্ধজনেরা যার জলে নাওয়া-ধোওয়া করেন। তার পাড়টিতে বিশ্রাম করতে-করতে আবার শুনি অলৌকিক গানের আওয়াজ। তার অনুসরণে এসে দেখছি এই দিব্যকন্যা, যার দেখা পাওয়া মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন।

এ-মেয়ে যে স্বর্গের; তাতে আমার কোনই সন্দেহ নেই। এর চেহারা দেখেই আঁচ করা যায় যে এ-মানুষ নয়। আর মানুষের পৃথিবীতে কোত্থেকে আসবে এমন আশ্চর্য গানের সুর? তা এ-মেয়ে যদি হঠাৎ না অদৃশ্য হয়ে যায়, বা কৈলাসের চূড়ায় তর-তর করে উঠে যায়, বা আকাশে উড়ে যায়, তাহলে 'কে তুমি; তোমার নাম কি, এই অল্প বয়সে ব্রত নিয়েছ কেন'—এই সবই ওকে জিগ্যেস করব ওর কাছে গিয়ে। আজ দেখছি খালি একের-পর-এক আশ্চর্যেরই পালা।

এই ঠিক করে সেই ফটিকের মণ্ডপিকাতেই একটি থামের কাছে বসে গানশেষের ক্ষণটির প্রতীক্ষা করতে লাগল।

গান শেষ হল। নীরব হল বীণা। তখন সেই মেয়ে ভ্রমর-গুঞ্জন-থেমে-যাওয়া কুমুদিনীর মতো উঠে শিবকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করল। তারপর ঘুরে দাঁড়াল। দৃষ্টি তার এমনিতেই উজ্জ্বল, তার ওপর তপস্যার প্রভাবে হয়েছে স্বাধীন প্রত্যয়ভরা মুক্ত অসঙ্কোচ।[২৪৩] তাই দিয়ে যেন আশ্বাস দিতে-দিতে, যেন পুণ্যরাশি দিয়ে স্পর্শ করতে-করতে; যেন তীর্থজল দিয়ে ধুইয়ে দিতে-দিতে, যেন তপস্যা দিয়ে শুচি করতে-করতে; যেন শুদ্ধ করে দিচ্ছে; যেন বরদান করছে, যেন পবিত্র করে দিচ্ছে; এইভাবে—চন্দ্রাপীড়কে সম্ভাষণ করল, স্বাগত অতিথি। কেমন করে এলেন এখানে, মহাভাগ? উঠুন, আসুন, অতিথি-সৎকার গ্রহণ করুন।

তার একথা শুনে; সম্ভাষণেই নিজেকে ধন্য মনে করে উঠে ভক্তিসহকারে প্রণাম করে, 'যথা আজ্ঞা, দেবি' বলে বিনয়ী শিষ্যের মতো চন্দ্রাপীড় তার পেছন-পেছন চলতে লাগল।

যেতে-যেতে ভাবছে, যাক বাবা, বাঁচা গেল, আমায় দেখে অদৃশ্য হয়ে গেল না। এখন কৌতূহল প্রশ্ন শুধোবার আশায় আমায় পেয়ে বসেছে। তপস্বিজনদুর্লভ দিব্যরূপের অধিকারিণী এ-মেয়ে। তবু এর যা ব্যবহার এবং অভ্যর্থনা দেখছি—অতিশয় ভদ্র এবং বনেদি—তাতে মনে হয়, আমি যদি অনুরোধ করি, তাহলে নিশ্চয় এ নিজের কাহিনী আগাগোড়া খুলে বলবে (আমায়)।

মনে-মনে এইরকম স্থির করে নিয়ে, শ'খানেক পা চলে সে দেখতে পেল একটি গুহা। সামনেটা তার দিনকে-রাত-করা নিবিড়ঘন তমালে-তমালে অন্ধকার। ফুল-ফোটা লতাকুঞ্জে-কুঞ্জে মদমত্ত ভোমরাদের মৃদুগুঞ্জনে আশপাশ মুখরিত। শাদা পাথরের ওপর অনেক উঁচু থেকে পড়ছে জলপ্রপাত, পতনের ধাক্কায় লাফিয়ে ফেনিয়ে উঠছে জল; ছুঁচলো পাথরের মাথায় পড়ে ভাগ হয়ে প্রচণ্ড শব্দে চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বরফ-হিম জলের ধোঁয়ায়, তাইতে মনে হচ্ছে যেন কুয়াশা করেছে। গুহার দু দিক দিয়ে ঝরছে বরফের মতো; মুক্তাহারের মতো, শিবের হাসির মতো ধবধবে ঝরণা, মনে হচ্ছে যেন দুয়ারের দু দিকে ঝুলছে দু'প্রস্থ চলন্ত চামর। ভেতরে রাখা কয়েকটি মণিময় কমণ্ডলু। একদিকে ঝুলছে যোগাভ্যাসের ছোট্ট কাপড়।[২৪৪] শিকের [২৪৫] ওপর বাঁধা রয়েছে নারকোলের ছোবড়া দিয়ে তৈরি ধোয়া দুটি পাদুকা। একপাশে বল্কলের শয্যা, গা থেকে ঝরে-পড়া ভস্মে ধূসর। শাঁখের তৈরি একটি ভিক্ষাকপাল রাখা রয়েছে, যেন ছেনি দিয়ে কোঁদা চাঁদ। কাছেই রয়েছে ভস্ম রাখার জন্যে একটি লাউয়ের খোলা।

গুহার দরজার কাছে একটি শিলাতলে বসল চন্দ্রাপীড়। মেয়েটি তার বল্কল-শয্যায়

মাথার কাছটায় বীণাটি রেখে পাতার ঠোঙায় করে ঝরণা থেকে ধরা অর্ঘসলিল নিয়ে এল। চন্দ্রাপীড় বলল, থাক, থাক, কেন এত কষ্ট করছেন দেবি? আমাকে এত বেশি অনুগ্রহ করবেন না। মিনতি করছি,[২৪৬] এত আদর-যত্ন রাখুন। আপনার দর্শনই অঘ-মর্ষণ[২৪৭]। সব পাপ দূরে করে দেয়, শুচিশুদ্ধ করে। আপনি দয়া করে বসুন।

তারপর তার পীড়াপীড়িতে, মাথা অনেকটা হেঁট করে; সবিনয়ে গ্রহণ করল তার সমস্ত অতিথি-সৎকার।

অতিথি-আপ্যায়ন করার পর, সে বসল আর একটি শিলাতলে। একটুখানিক চুপ করে থেকে তারপর একটি-একটি করে প্রশ্ন করতে লাগল, চন্দ্রাপীড়ও বলতে লাগল দিগ্‌বিজয় থেকে শুরু করে কিন্নরমিথুনের অনুসরণ করতে-করতে এখানে কেমন করে সে এসে পড়ল সেই সমস্ত কথা। সব শুনল সে। তারপর উঠে ভিক্ষাকপাল হাতে নিয়ে মন্দির-এলাকার সেইসব গাছের তলায় ঘুরতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ভিক্ষাপাত্র ভরে গেল আপনি-পড়া ফলে। তখন সে ফিরে এল, এবং চন্দ্রাপীড়কে অনুরোধ করল ফলগুলির সদ্‌ব্যবহার করতে।

চন্দ্রাপীড়ের মনে হল—তপস্যার অসাধ্য কিছু নেই দেখছি। এই অচেতন বনস্পতিরা পর্যন্ত সচেতন প্রাণীর মতোই এই দেবীর জন্য ফল ঝরিয়ে দিয়ে এঁর প্রতি অনুগ্রহ দেখাচ্ছে—এর থেকে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে? যা দেখলুম সত্যি আশ্চর্য অদ্ভুত, কখনো দেখি নি। এইভাবে বিস্ময়ের পর বিস্ময়—চন্দ্রাপীড় উঠে ইন্দ্রায়ুধকে সেইখানেই নিয়ে এসে জিনটা খুলে নিয়ে একটু দূরে বেঁধে রাখল। তারপর ঝরণার জলে চান-টান করে, সেই ফলগুলির—কি স্বাদ; যেন অমৃত—সদ্ব্যবহার করে, বরফের মতো ঠাণ্ডা ঝরণার জল খেয়ে, আঁচিয়ে একপাশে বসে রইল। মেয়েটিও ততক্ষণে তার ফলমূল-জলখাবার সেরে নিতে মন দিল। ঐ হল তার আহার।

হয়ে গেল খাওয়া। তারপর সন্দেবেলার করণীয় ক্রিয়াকর্ম সেরে সে যখন নিশ্চিন্ত হয়ে শিলাতলে বসল, তখন চন্দ্রাপীড় আস্তে-আস্তে তার কাছে এগিয়ে এসে অল্প-দূরে বসল। তারপর সবিনয়ে বলল—

দেবি, অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে আমায় প্রশ্ন করতে বাধ্য করছে আমার মনুষ্যসুলভ হালকা স্বভাব। সে স্বভাবকে আবার উসকে দিয়েছে কৌতূহল। সেই কৌতূহল আবার যো পেয়েছে আপনার অনুগ্রহে। জানেন তো, স্বভাবটা যার এমনিতেই ছটফটে, মালিকের প্রসাদের কণিকামাত্রেই তার মুখে খই ফোটে। আর দেখুন, একটুক্ষণ একসঙ্গে থাকলেই ভাব হয়ে যায়। সদ্ব্যবহার একটু পেলেই ভাল লেগে যায়। তাই বলছি, যদি আপনার খুব কষ্ট না হয়, তাহলে বলুন, আমি শুনে অনুগৃহীত হই, আপনাকে দেখে অবধি আমার এ বিষয়ে বড়ই কৌতূহল হয়েছে—দেবি, আপনি জন্ম নিয়ে ধন্য করেছেন কোন দেবতার বা ঋষির বা গন্ধর্বের বা যক্ষের বা অপ্সরার বংশ? কেনই বা এই কুসুম-সুকুমার নবীন বয়সে ব্রত নিয়েছেন? কোথায় এই বয়স, আর কোথায় এই তপস্যা! কোথায় এই রূপ, এই উপচে-পড়া সর্বজয়া লাবণ্য, আর কোথায় এই ইন্দ্রিয়-নিবৃত্তি! সত্যি, বড় অদ্ভুত লাগছে আমার। কেনই বা সিদ্ধে-সাধ্যে পরিপূর্ণ, দেবজনের কাছে সুলভ এতসব স্বর্গের আশ্রম থাকতে সে-সব ছেড়ে একাটি এই নির্জন বনে এসে রয়েছেন? আর, সেই একই পঞ্চ-মহাভূত দিয়ে তৈরি আপনার

এই শরীরটি এমন শাদাই বা হল কেমন করে ? এমনটি আমি আগে কখনো দেখিও নি, শুনিও নি। আমার কৌতূহল মেটান; আমাকে খুলে বলুন সব।

চন্দ্রাপীড়ের একথা শুনে, সে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল; মনে-মনে কি যেন ভাবছে গভীরভাবে। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে চোখ দুটি মুদে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। বড়-বড় ফোঁটায় অবিরলধারে ঝরে পড়তে লাগল নির্মল অতিনির্মল চোখের জল, যেন বেরিয়ে আসছে তার হৃদয়ের ভেতরকার সমস্ত পবিত্রতা নিয়ে, যেন বর্ষণ করছে শান্ত-শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দীপ্তি অমলিন, যেন চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঝরিয়ে দিচ্ছে তার তপস্যার নির্যাস, যেন গলিয়ে-গলিয়ে ফেলছে তার আঁখির ধবলিমা। তার অমল কপোলস্থল থেকে স্খলিত হয়ে, যেন ছিঁড়ে-যাওয়া হার থেকে খসে-পড়া মুক্তার মতো কেঁপে-কেঁপে পড়তে লাগল সে-অশ্রু বল্কলাবৃত স্তনাগ্রে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ছিটিয়ে গিয়ে।

তাকে এমন করে কাঁদতে দেখে চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, হায়; বিপদ যখন এসে পড়ে, তখন তাকে ঠেকানো কি কঠিন! এমন রূপ—কারো সাধ্য কি এর কেশাগ্র স্পর্শ করে (আ. একে অভিভূত করে)—তাকেও কিনা সম্পূর্ণ বশ করে ফেলেছে। শরীর ধরলুম, আর দুঃখকষ্ট আমায় ধরতে-ছুঁতে পারল না; এ দেখছি হবার নয়। বিপরীতের ক্রিয়া বড় জোরদার। একে চোখের জল ফেলতে দেখে আমার মনে আবার আরো ঢের বেশি কৌতূহলের উদয় হচ্ছে। ছোটো-খাটো শোকের কারণ এমন চেহারায় গেড়ে বসতে পারে না। সামান্য একটা বাজ-পড়ার ধাক্কায় পৃথিবী কাঁপে না।

বেড়ে উঠল চন্দ্রাপীড়ের কৌতূহল। আবার, (মেয়েটির) শোক মনে পড়ার কারণ হওয়ার জন্যে নিজেকে বুঝি অপরাধীও মনে করল। উঠে ঝরণা থেকে আঁজলা করে নিয়ে এল মুখ ধোবার জল। তখনো তার চোখের জল দরদরধারে সমানে গড়িয়ে চলেছে, তবু তার পীড়াপীড়িতে চোখ দুটি—ভেতরটা সামান্য একটু লালচে হয়ে উঠেছিল—ধুয়ে, বল্কলের আঁচলে মুখ মুছে, উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে আস্তে আস্তে বলল—

রাজপুত্র, আমি পাপিষ্ঠা হতভাগিনী অতিশয় নিষ্ঠুরহৃদয়া। কী করবেন শুনে আমার জন্ম থেকে শুরু করে বৈরাগ্য পর্যন্ত কাহিনী ? কী শোনার আছে এর মধ্যে ? যাই হোক, যদি খুবই কৌতূহল হয়ে থাকে, তাহলে বলছি শুনুন—

কল্যাণেই আপনার মন,[২৪৮] শুনেছেন বোধহয়, [২৪৯] (আ. আপনার কানে এসেছে), দেবলোকে কিছু কন্যা আছে যাদের নাম অপ্সরা। তাদের চোদ্দটি বংশ। একটি ভগবান্ পদ্মযোনি ব্রহ্মার মন থেকে উৎপন্ন, একটি বেদ থেকে সম্ভূত, একটি অগ্নি থেকে উদ্ভূত, একটি পবন থেকে প্রসূত, একটি অমৃতমন্থনের সময় উঠেছিল, একটি জল থেকে জাত, একটি সূর্যকিরণ থেকে নির্গত, একটি চাঁদের রশ্মি থেকে বেরিয়েছে; একটি ভূমি থেকে উদ্গত, একটির শুরু বিদ্যুৎ থেকে, একটি সৃষ্টি করেছে মৃত্যুর দেবতা যম, একটিকে তৈরি করেছে মকরকেতু। আর একটি হল এক-জোড়া বংশ, দক্ষ প্রজাপতির সেই অনেকগুলি [২৫০]মেয়ে ছিল না ?—তাদের মধ্যে দুই মেয়ে মুনি আর অরিষ্টার সঙ্গে গন্ধর্বদের (বিয়ে-থা হয়ে তার) থেকে হয়েছিল। এইভাবে মোট এই চোদ্দটি বংশ। গন্ধর্বদের বংশ ঐ দুটিই; ঐ দক্ষের দুই

মেয়ের থেকে যে-দুটি হল। তার মধ্যে মুনির যে ষোড়শ ছেলেটি হল—চিত্ররথ তার নাম—সে চিত্রসেন ইত্যাদি পনেরোটি ভাইকে ছাড়িয়ে গেল গুণে। তাঁর পরাক্রমের খ্যাতি ত্রিভুবনময় ছড়িয়ে গিয়েছিল। সব দেবতার মুকুটরাজির সাদর পরশ যাঁর শ্রীচরণকমলেষু, সেই ভগবান্ ইন্দ্র স্বয়ং বন্ধু বলে সম্বোধন করায় তাঁর প্রতিপত্তি আরো শতগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আর তিনি নাকি ছেলেবেলাতেই তাঁর লিকলিকে তরোয়ালের ঝলসে-ওঠা ঝলক-ঝলক-ঝলকানিতে ঘন-নীল-রঙে-রেঙে যাওয়া বাহু দিয়ে অর্জন করেছিলেন সমস্ত গন্ধর্বদের আধিপত্য। এখান থেকে একটু দূরে এই ভারতবর্ষের ঠিক উত্তরেই গায়ে-গায়ে-লাগা কিংপুরুষ-নামক বর্ষে বর্ষপর্বত হেমকূটে তাঁর নিবাস। সেখানে তাঁর দুটি ভুজের আশ্রয়ে বাস করে অনেক শত সহস্র গন্ধর্ব। তিনিই এই মনোরম কাননটি তৈরি করেছেন (অর্থাৎ করিয়েছেন)—এর নাম চৈত্ররথ—আর খুঁড়িয়েছেন এই প্রকাণ্ড সরোবরটি, অচ্ছোদ যার নাম। এই ভগবান্ ভবানীপতিও তাঁরই প্রতিষ্ঠা-করা।

এদিকে অরিষ্টা তুম্বুরু প্রভৃতি ছয় ছেলের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলেন হংস নামে জগদ্‌বিখ্যাত একজন গন্ধর্ব। গন্ধর্বরাজ চিত্ররথই তাঁকে দ্বিতীয় গন্ধর্ব-বংশটির রাজা-রূপে অভিষিক্ত করেন, ফলে (তিনিও) বালকবয়সেই রাজত্ব পান। তিনিও অসংখ্য গন্ধর্বসেনা ও অনুচর নিয়ে ঐ পাহাড়েই থাকেন।

আর সেই চাঁদের রশ্মি থেকে যে অপ্সরা-বংশের উৎপত্তি, সেই বংশে চাঁদের কিরণের মতো ফুটফুটে ফর্সা একটি মেয়ে জন্মেছিল, তার নাম গৌরী। গৌরী তো গৌরীই, সাক্ষাৎ ভগবতী যেন, তিন-ভুবনের চোখ-জুড়োন। চাঁদের চাঁদিনমালা বেয়ে-বেয়ে যেন গলে পড়েছে চাঁদের সবকটি কলার সমস্ত লাবণ্য, সেই লাবনি দিয়ে গড়া। দ্বিতীয় গন্ধর্বকুলের রাজা হংস তাঁকে করলেন তাঁর প্রিয়তমা, যেমন ক্ষীরসমুদ্র করেছে মন্দাকিনীকে। মকরকেতনের সঙ্গে রতির মতো, শরৎঋতুর সঙ্গে কমলিনীর মতো, হংসের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁরও আনন্দের অবধি রইল না, যে আনন্দ হয় যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন হলে। সেই সঙ্গে তিনি হলেন তাঁর সমস্ত অন্তঃপুরের স্বামিনী।

এই যে দুজন উঁচুদরের মানুষ—এঁদেরই একমাত্র মেয়ে আমি; অলক্ষুণে-অপয়া, হাজারো দুঃখের আধার, কেবল তাঁদের দুঃখ দিতেই জন্মেছি। বাবার সন্তান ছিল না, তাই আমি জন্মাতে ছেলের বাড়া মোচ্ছব করেছিলেন, এত আনন্দ হয়েছিল তাঁর। আর দশদিনের দিন যথারীতি ক্রিয়াকর্ম করে আমার যথার্থ নাম রেখেছিলেন—মহাশ্বেতা। বাপের বাড়িতে ছোট্ট সেই আমি আধ-আধ কি সব কলকল করতে-করতে অব্যক্তগুঞ্জনা মধুরালাপিণী বীণার মতো গন্ধর্বদের কোলে কোলে ঘুরতাম। এইভাবে ভালবাসা এবং তার দুঃখকষ্ট[২৫১] কিছুই না-জেনে কেটে গেল আমার মনোহর ছেলেবেলা।

তারপর যথাসময়ে আমার শরীরে এসে দাঁড়াল নবীন যৌবন, বসন্তে যেমন আসে মধুমাস, মধুমাসে আসে নবীনপল্লব, নবীনপল্লবে আসে ফুল, ফুলে আসে মধুকর, মধুকরে আসে মত্ততা।[২৫২]

একদিন। তখন চৈত্রমাস। দিনগুলি (হয়ে উঠেছে পরমরমণীয়)। পদ্মের বনে-বনে নতুন ফুল-ফোটা শুরু হয়েছে। ধরেছে সুকুমার গুচ্ছ-গুচ্ছ আমের মঞ্জরী, তাইতে প্রেমিকদের মন যেন কেমন-কেমন করে উঠছে। (আসরে) নেমেছে কোমল মলয়ের হাওয়া, অনঙ্গধ্বজের অংশুকে-অংশুকে ঢেউ খেলিয়ে। রঙীন নেশার ঝোঁকে ছিটিয়ে-দেওয়া রূপসীদের চুমুক-চুমুক মধুতে শিউরে উঠেছে বকুল। কাঠহলদির[২৫৩] ফুলকুঁড়ি কালো কলঙ্কিনী—ঝাঁক-ঝাঁক ভোমরায়। অশোকতরুর তাড়নে চারিদিক মুখরিত করে বেজে-বেজে উঠছে মেয়েদের হাজার-হাজার রতনের পাঁয়জোর—ঝমু ঝমু ঝমু ঝমু। বিকশিত মঞ্জরীর গন্ধে ছেঁকে ধরেছে ঝাঁক-ঝাঁক ভোমরা, তাদের সে মঞ্জু শিঞ্জন বড় মধুর হয়ে বাজছে সহকারে-সহকারে। অনবরত-উড়তে-থাকা কুসুমরেণুর-বালির চড়া পড়ে-পড়ে মাটি শাদা হয়ে গেল। মধু-মদবিহ্বলা ভ্রমরীরা দলে-দলে লতার দোলনায় দুলতে লেগেছে। পল্লবে পল্লবে ফুল-ধরা লবলীলতায় লুকিয়ে থেকে মত্ত কোকিল ছিটোচ্ছে মধুর ফোয়ারা, যেন ঘনিয়ে তুলেছে উদ্দাম বাদলদিন। প্রবাসী বঁধুর বিরহিনী বধুর পরাণ উপহার-পেয়ে-হৃষ্ট মন্মথের টং-টং ধনুষ্টঙ্কারে শঙ্কায়-ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে বাড়ি-ফিরতে-থাকা পথিকজনের হৃদয়, আর তারই রক্তে ভিজে যাচ্ছে পথ।[২৫৪] অবিশ্রাম উড়ছে কুসুমশরের শর, তার পালকের শনু শনু শব্দে দিগ্‌দিগন্ত বধির। দিনে-দুপুরে মদনের নেশায় হিয়া-দিশাহারা অভিসারিকাদের কি ভিড় কি ভিড়। প্রেমান্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। প্রেমরসের সায়রে কূল-ছাপানো বান ডেকেছে, নিখিল ধরাতল পুলকে টলমল, সব বুঝি ভেসে যায়...... এমনই এক দিনে—

মায়ের সঙ্গে এই অচ্ছোদসরোবরে স্নান করতে এসেছি। এর সর্বাঙ্গ জুড়ে সেদিন থই-থই করছে চৈতালি বাহার। সদ্য-ফোটা কমলে কুবলয়ে কুমুদে কহ্লারে ছেয়ে গেছে চারিদিক। পার্বতী-মা স্নান করতে এসে তীরের শিলাতলে-শিলাতলে শিবের ছবি এঁকেছিলেন—সঙ্গে (তাঁর অনুচর) ভৃঙ্গরিটিরও[২৫৫]—চারপাশে ধুলোয়-দেবে-যাওয়া রোগা-রোগা পায়ের ছাপ দেখে বোঝা যায় মুনিরা এসে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে গেছেন; সেই সব ছবিতে প্রণাম করছি, আর—'বাঃ, কি সুন্দর লতা-মণ্ডপটি, ভোমরার ভারে নুয়ে পড়েছে গর্ভকেশর—এলোমেলো ফুলে সাজানো।' 'বাবুবাঃ, বোল ধরেছে বটে এই ভুরভুরে আমগাছটায়; দেখু দেখু, কোকিলগুলো ছুঁচলো নখ দিয়ে ফেঁড়ে দিয়েছে মঞ্জরীর ডাঁটিগুলো, সেই সব ছ্যাঁদা বেয়ে চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ছে মধুধারা।' 'কি ঠাণ্ডা এই চন্দনের বীথিকাটি, উন্মত্ত ময়ূরদের চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে সাপেরা এর তলা ছেড়ে চলে গেছে।' 'আহা, কি চমৎকার লতার দোলনা রে! গুচ্ছ-গুচ্ছ ফোটা ফুল পড়ে আছে তলায়, তার মানে নিশ্চয় বনদেবীরা এর ওপর দোল দোল দোল দোল-দুলেছেন।' 'কি অপূর্ব এই তীরতরুর তলাটি! অজস্র ফুলের রাশি-রাশি পরাগ! তার ওপর জেগে আছে রাজহাঁসেদের সার-সার পায়ের চিহ্ন'—এমনি করে সতৃষ্ণনয়নে লুব্ধ হয়ে মুগ্ধ হয়ে সখীদের সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে দেখছি এক-একটি, যত-দেখি-ততই-ভাল-লাগে[২৫৬] অপরূপের রূপ-তলাও। ঘুরতে-ঘুরতে একজায়গায়—

হঠাৎ একঝলক বনের হাওয়ার সঙ্গে নাকে ভেসে এল এক (অচেনা) ফুলের গন্ধ। ফুলে-ফুলে ছয়লাপ সে-বন, তবু সব ফুলের গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে সেই

সুবাস। ছড়িয়ে পড়ছে……ছড়িয়ে পড়ছে। কি অদ্ভুত গন্ধ! নাকে যেন মেখে গেল, নাক যেন ভরে দিল, তৃপ্ত করে দিল, আঃ! ভোমরারা ঝাঁকে-ঝাঁকে পাল্লা দিয়ে ছুটছিল তার পেছন-পেছন। এ-লৌকিক নয় সে, অলৌকিক। কোনদিন শুঁকি নি এমন গন্ধ।

'কোত্থেকে আসছে এ-গন্ধ?' কৌতূহলে অধীর, চোখ দুটি আধ-বোজা, আমায় যেন মধুকরীর মতো টেনে নিয়ে চলল সেই ফুলগন্ধ। কয়েক পা গিয়েছি—প্রত্যাশায় থরথর আমার নূপুরের মণিগুলি আরো ঝনঝনিয়ে বেজে উঠে থাকবে, নইলে সরোবর থেকে এত কলহংস কেন ছুটে এল?—এমন সময়, সামনে দেখি—

মূর্তিমান্ বসন্ত। শিবের নয়ন-বহ্নিতে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া (সখা) অনঙ্গের শোকে বিধুর; তপস্যায় রত। শিব-শিরের শশিকলা, ব্রত নিয়েছে সমস্ত (চন্দ্র-)মণ্ডলটি পাওয়ার জন্য। স্বয়ং মদন; ত্রিলোচনকে প্রসন্ন করার জন্যে নিয়মে রয়েছে।—অতিমনোহর এক মুনিকুমার—আহা, কি দেখলুম—স্নানে এসেছেন।

কি তেজস্বী! মনে হচ্ছিল যেন চঞ্চল বিদ্যুল্লতা দিয়ে তৈরি একটি পঞ্জর, তার মাঝখানে তিনি দাঁড়িয়ে। যেন গ্রীষ্মদিনের রবি, তার মণ্ডলটির মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন। যেন দাউ-দাউ করে জ্বলছে আগুন, মধ্যিখানে তিনি। দীপের আলোর মতো সোনালী, প্রগাঢ় আলো ফুটে বেরোচ্ছে তাঁর (সোনার) অঙ্গ থেকে; তাইতে পিঙ্গল হয়ে গেছে সারা বন, সেই জায়গাটি হয়ে গেছে যেন এক সোনার রাজ্য। গোরোচনার রসে চুবোন-ডুবোন মঙ্গলসূত্রের মতো পিঙ্গল সুকুমার তাঁর জটাগুলি। একফালি সদ্য-জাগা চরে যেমন বাহার খোলে গঙ্গাধারার, তেমনি তাঁরও বাহার খুলেছে ললাটের ভস্ম-রেখায়। সে যেন তাঁর পুণ্যের পতাকা। যেন সরস্বতীর সঙ্গে মেলবার জন্যে উতলা হয়ে ললাটে এঁকেছেন (বরসজ্জার অঙ্গ বা প্রেমার্তের প্রলেপ) চন্দনলেখা। আলো-করা দুটি পাতলা ভুরু, কতবার অভিশাপ দেবার সময় ভ্রূকুটি করেছেন, সে ভ্রূকুটি যদি একটি বাড়ি হয়, তাহলে তার সদরদরজার খিলেন ঐ ভুরু দুটি।[২৫৭] বড়-বড় দুটি চোখ। চোখ নয় তো, যেন চোখ দিয়ে গাঁথা মালা। দুনিয়ার সমস্ত হরিণ যেন তাদের চোখের শোভার ভাগ দিয়েছে তাঁকে। লম্বা টিকোলো বাঁশির মতো নাক। নব-যৌবনের রঙ বুঝি হৃদয়-দুয়ার বন্ধ দেখে (আ. হৃদয়ে ঢুকতে না পেরে) একেবারে লালে চুবিয়ে দিয়েছে মনোহর অধরটিকে।[২৫৮] অজাতশ্মশ্রু, তাই নওলকিশোর মুখখানি দেখাচ্ছে ঠিক যেন একটি সদ্য-ফোটা পদ্মফুল, এখনো সাজে নি গোল হয়ে ফিরে-বসা ঝাঁক-ঝাঁক ভোমরায়। শোভা করে রয়েছে একটি পৈতে, যেন অনঙ্গের ধনুর ছিলেটি গোল হয়ে গুটিয়ে গেছে, যেন তাঁর তপস্যার দিঘির পদ্মলতার মৃণালটি। একহাতে ধরে আছেন ডাঁটি-সমেত বকুলফলের মতো দেখতে একটি কমণ্ডলু। আর একহাতে স্ফটিকের জপমালা; যেন মদনবিনাশের শোকে রতির কান্নার অশ্রুবিন্দু দিয়ে গাঁথা। সুন্দর সুগোল নাভি, যেন অনেক বিদ্যার নদীর সঙ্গমের ঘূর্ণি। উদরে কাজলের গুঁড়োর দাগের মতো ক্ষীণ কৃষ্ণ রোমরেখা, যেন ভেতরের জ্ঞানের তাড়া খেয়ে ঐ পথেই বেরিয়ে গেছে অজ্ঞানের অন্ধকার। জঘনদেশ ঘিরে রয়েছে একটি মুঞ্জঘাসের মেখলা-সূত্র, যেন আপন তেজে সবিতাকে হারিয়ে দিয়ে ছিনিয়ে এনেছেন তাঁর জ্যোতির পরিবেষ্টনী। আকাশ-গঙ্গার বহতা নীরে পাখ্‌লানো, বৃদ্ধ চকোরের চোখ দুটির মতো লালচে একটি মন্দারগাছের বল্কলেই মিটেছে তাঁর বসনের প্রয়োজন। তিনি যেন

(সৌন্দর্যচর্চাবিরোধী) ব্রহ্মচর্যের অলংকার, (বুড়িয়ে-যাওয়া) ধর্মের যৌবন, সরস্বতীর শিঙার। স্বয়ংবরা হয়ে তাঁকে পতিত্বে বরণ করেছে সমস্ত বিদ্যা। সমস্ত বেদ তাঁর মধ্যে মিলেছে গোপনমিলনে।[২৫৯]

তিনি যেন দীপ্তদহন নিদাঘ ঋতু—ভেতরে তার থাকে আষাঢ়; তাঁর হাতে ছিল আষাঢ় পলাশের লাঠি।[২৬০]

তিনি যেন শীতের বন—(রিক্ত, তবু) প্রিয়ংগুলতার প্রস্ফুটিত মঞ্জরীতে-মঞ্জরীতে শাদা; প্রস্ফুটিত প্রিয়ংগুমঞ্জরীর মতোই গৌরবর্ণ।

তিনি যেন (আমার যৌবন-বনে) মধুমাসের প্রথম পদপাত, ফুলে-ফুলে শাদা তিলকে-তিলকে কি অপরূপ শোভা; মুখে তাঁর কুসুমশুভ্র ভস্মতিলকের ভূষণ।[২৬১]

সংগে তাঁরই মতো তাঁরই বয়সী এক তাপসকুমার, পুজোর জন্যে ফুল তুলছেন।

তাঁর কানে দেখলুম পরেছেন অচেনা এক ফুলের মঞ্জরী। যেন বসন্তদর্শনে আনন্দিত বনশ্রীর আলো-আলো মৃদু হাসি। যেন মলয়সমীরণকে স্বাগত জানাতে মধুমাসের লাজাঞ্জলি। যেন ফুলশ্রীর যৌবনবিলাস। যেন প্রেমখিন্না রতির (অংগে) একসারি স্বেদজলকণা-জাল। যেন অনংগ-মাতংগের (বিজয়-) পতাকাকে চিহ্নিত করে ঝুলছে চামর। প্রেমিক মধুকরের অভিসারিকা যেন। যেন কৃত্তিকা তারার ঝুমকো।[২৬২] তার থেকে চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা অমৃত।

মনে-মনে ঠিক বুঝলুম, এরই সেই গন্ধ, অন্য সব ফুলের গন্ধকে হার-মানানো। তারপর সেই তরুণ তাপসের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবতে লাগলুম—সত্যি, বিধাতার অপরূপ রূপরচনার মালমশলার ভাঁড়ারটি কি অফুরন্ত! কেউ দেখে নি তিন ভুবনে যেমনটি সেই রূপের ডালি পুষ্পধনু ঠাকুরটিকে তৈরি করার পর আবার তার চেয়েও সুন্দর রূপের চুড়ো রূপের পাহাড় এই আর একটি মকরকেতন বানিয়েছেন মুনি-মুনি ধোঁকা লাগিয়ে। প্রজাপতি যখন সমস্ত জগতের নয়নানন্দ চাঁদের মণ্ডলটি গড়ছিলেন, কিম্বা সৃষ্টি করছিলেন কমলার সৌখীন বাসভবন কমলগুলি, তখন বোধহয় এঁরই মুখের আদলটির করণকৌশল মক্‌সো করে-করে রপ্ত করে নিচ্ছিলেন মাত্র; তা নইলে, ঠিক একরকমের জিনিস গড়ার কী কারণ থাকতে পারে শুনি? আর সেই যে শুনেছিলুম, পূর্ণকলা চাঁদ যখন কৃষ্ণপক্ষে ক্ষইতে থাকে, তখন তার সব কলা নাকি সূর্য তার সুষুম্ন নামে রশ্মি দিয়ে চোঁ-চোঁ করে খেয়ে নেয়, সেও একেবারে ডাহা মিথ্যে ছাড়া আর কি? এই তো এঁর শরীরে এসে ঢুকেছে (চাঁদের) সেই কিরণগুলি, সমস্তই। নইলে, যে-তপস্যায় রূপ নষ্ট করে দেয়, কষ্টের অন্ত থাকে না, সেই তপস্যাই তো ইনি করছেন, তবু এঁর এই লাবণ্য কোত্থেকে আসে?

এই ভাবতে-ভাবতেই, মধুকরীকে যেমন অবশ করে দেয় ফুলমধুর নেশা (পা. বসন্তের নেশা)[২৬৩] তেমনি করে আমায় বিবশ করে দিল প্রথম যৌবনে যা খুবই সহজ-সুলভ, দোষ না গুণ চিন্তামাত্র না করে যে একচোখা হয়ে এক-দৃষ্টে খালি 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু'—সেই প্রেম।

তাঁকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলুম, চোখে পলক পড়ে না, নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছি[২৬৪], আঁখিপদ্ম ঈষৎ মুকুলিত, ঢুলুঢুলু চঞ্চল তারায় মধ্যিখানটি বিচিত্র—ডানচোখ দিয়ে[২৬৫] যেন তাঁকে পান করে নিচ্ছি; আশ আর মিটছে না। যেন ভিখারিণী, কিছু চাইছি তাঁর কাছে। যেন বলছি, আমি তোমার, ওগো তোমারই। যেন উন্মুখ

হৃদয়টি স'পে দিচ্ছি। যেন আমার সবখানি নিয়ে তাঁর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি। যেন তাঁর সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে চাইছি। যেন 'পুষ্পধনু আমায় আক্রমণ করেছে, আমায় বাঁচাও' এই বলে তাঁর শরণ নিচ্ছি। যেন কাঙালিনীর মতো বলছি, 'তোমার হৃদয়ে আমায় স্থান দাও'। হায় হায়, এ আমি কী শুরু করেছি; ছি ছি অন্যায়, ছি ছি লজ্জা, এমন কি করতে আছে কোন কুলকন্যাকে?—এ সবকিছু জানা সত্ত্বেও আমার ইন্দ্রিয়গুলি তখন আর আমার বশে ছিল না। যেন থমকে গেছি; যেন আমি পটে-আঁকা ছবি, যেন খোদাই-করা মূর্তি, যেন তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে, যেন কেউ আমায় শক্ত করে ধরে রেখেছে—এমনি করে তাঁকে দেখতেই লাগলুম। সে মুহূর্তে কি যে এক সকল-অঙ্গ-অসাড়-করা অবশতা আমায় পেয়ে বসল, সে তো কেউ আমায় বলে বলে শেখায় নি; সে কেমন করে বোঝাই, সে তো বোঝানো যায় না। সে শুধু যার হয়েছে সেই জানে। কে যেন আমায় কানে-কানে এসে বলে গেল, (দেখে নাও, এই বেলা দেখে নাও; সময় পাবে না আর)—সে কি তার রূপমাধুরী? সে কি আমার মন? সে কি মনসিজ? সে কি নতুন বয়স? সে কি প্রেম? সে কি অন্য কিছু? জানি না কে সে, কেমন সে। কেমন করে তা আমিও জানি না……দেখতেই লাগলুম, দেখা আর শেষ হয় না; অনেকক্ষণ…অ নে ক ক্ষ ণ।

আমার ইন্দ্রিয়গুলি যেন আমায় তুলে ধরে নিয়ে চলল তাঁর কাছে। আমার হৃদয় যেন আমাকে সামনে টানতে লাগল। পেছন থেকে আমায় যেন ঠেলতে লাগল পুষ্পধনু। হাল ছেড়ে দিয়েও কোনমতে নিজেকে ধরে রইলুম। অবশেষে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটানা সুদীর্ঘনিঃশ্বাস, যেন মদন ঐ করে তার জায়গা করে নিল। 'হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল' কেঁপে-কেঁপে উঠল বক্ষোমুখ। স্বেদবিন্দুর লেখা দিয়ে যেন ধুয়ে গেল লজ্জা। তনুদেহ কেঁপে উঠল ভয়ে—এই বুঝি মদনের চোখা-চোখা বাণ ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে পড়ল আমার ওপর। আলিঙ্গনলালস সর্বাঙ্গ থেকে যেন কুতূহলভরে বেরিয়ে এল রোমাঞ্চের জাফরি-কাটা জানলা, সেই অপরূপ রূপরাশি দেখবে বলে। দুটি পায়ের সমস্ত আলতার রঙ স্বেদজলে নিঃশেষে ধুয়ে গিয়ে বুঝি হৃদয়ে প্রবেশ করল অনুরাগ হয়ে।

আর সেই সঙ্গে মনে হল—এ মানুষটি শান্ত-ধীর, প্রেম-ট্রেম ওসব ব্যাপার অনেক তফাতে রেখেছেন। আমাকে এঁর প্রেমে পড়িয়ে একি অসৈরণ শুরু করল অভদ্র মনসিজ! আর মেয়েদের হৃদয়কেও বলিহারি যাই, এমনই আকাট বোকা যে এখানে প্রেম সঙ্গত কিনা সেটুকু পর্যন্ত বুঝে দেখার ক্ষমতা নেই। কোথায় এই অতি-উজ্জ্বল তেজ-তপস্যার আধার, আর কোথায় সাধারণ লোকের পছন্দ এই সব প্রেমে-থরথর সখি-ধরধর হিয়া-জরজর ভাব। মকরকেতন আমায় নিয়ে এভাবে মস্করা করছে দেখে এ-মানুষটি মনে-মনে নিশ্চয় আমাকে উপহাস করছেন। অথচ, আশ্চর্য এই; যে সব জেনে-বুঝেও আমি কিন্তু কিছুতেই আমার এ-বিকারের রাশ টানতে পারছি না। আরো তো অনেক মেয়েই লাজ-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেরাই উপযাচিকা হয়ে বরের কাছে গেছে, আরো তো অনেক মেয়েকেই পাগল করেছে এই দুর্বিনীত মদন, কিন্তু এই আমার মতো? উঁহু! এমনটি আর কাউকে করে নি, কাউকে না। একটি বার শুধুমাত্র রূপ দেখেই কেন এমন আকুল হয়ে আপনা ভুলল আমার মন? (দীর্ঘ) কাল (ব্যাপী পরিচয়) এবং গুণাবলী—এই দুটি মিলে-জুলে তবেই না প্রেমকে দুর্বার করে তোলে

সচরাচর ?[২৬৬] যাক, যতক্ষণ হুঁস আছে, তার মধ্যেই মদনের জ্বালাতনে আমার এই টল-টল ভাব উনি ভাল করে ধরবার-বোঝবার আগেই এ-জায়গা থেকে আমার সরে যাওয়াই ভাল। বলা তো যায় না, হয়ত ঘোর অপছন্দ এইসব স্মরবিকার দেখে রেগে-মেগে শাপ কাকে বলে আমাকে টের পাইয়ে দেবেন। মুনিদের যা স্বভাব, রেগে উঠতে তাঁদের বেশি দেরি লাগে না। এই ঠিক করে সেখান থেকে চলে যেতে মনস্থ করলুম। আর 'এঁরা তো সবারই পূজনীয়, (আমারও প্রণাম করা উচিত)'—এই ভেবে তাঁকে প্রণাম করলুম। তাঁর মুখেই আটকে রইল আমার সমস্ত দৃষ্টি, চোখের পাতা এতটুকু কাঁপল না পর্যন্ত, মাটিতে নামল না চোখ; কানের পল্লব দুটি একটু দুলে উঠে সরে এল কপোল থেকে, চঞ্চল সুদীর্ঘ কেশে চিকমিক করে উঠল কুসুম-সজ্জা, দুই কাঁধের ওপর দুলতে লাগল দুটি রত্নের কুণ্ডল।

যখন তাঁকে প্রণাম করলুম; তখন—সর্বশক্তিমান্ অনঙ্গের আজ্ঞা বুঝি লঙ্ঘন করা যায় না বলে ; চৈত্রমাস বড় নেশা ধরায়, তাই, সে-জায়গাটি ছিল বড় রমণীয়, সেইজন্যে ; নতুন যৌবনে কত কি যে এদিক-ওদিক ঘটে যায় তার ঠিক নেই, অতএব ; ইন্দ্রিয়দের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, সুতরাং ; চাওয়া যখন পেয়ে-বসে তখন তাকে আর ঠেকানো যায় না কিনা, মন বড় ছটফটে, এই কারণে ; এমনটিই যে হবার ছিল, তাই তো—আর কত বলব ? আমারই পোড়াকপালের দৌরাত্ম্যে; বিধাতা লিখেছিল কপালে এইরকম ভোগান্তি, তা ছাড়া আর কি—আমার ভাবান্তর দেখে তাঁরও ধৈর্য গেল টলে, অনঙ্গ তাঁকেও করে তুলল চঞ্চল, যেন হাওয়ায় কেঁপে উঠল প্রদীপশিখা।

তখন নবাগত মদনকে স্বাগত জানাতেই যেন তাঁর গায়ে দাঁড়িয়ে উঠল রোমরাজি। আমার দিকে হাঁটা দিয়েছে তাঁর যে-মন, তাকে পথ দেখাতে-দেখাতে এগিয়ে চলল ঘন-ঘন নিঃশ্বাস। হাতের মধ্যে কাঁপতে লাগল জপমালা, যেন ব্রতভঙ্গের ভয়ে কাঁপুনি ধরেছে তার। কপোলতলে দেখলুম ফুটে উঠেছে স্বেদজলবিন্দুর জাল, যেন কানে-গোঁজা দ্বিতীয় একটি পুষ্পমঞ্জরী। আমায় দেখে ভাল লেগে ছড়িয়ে গেল দুটি ঊর্ধ্ব-তারা নয়ন—জায়গাটি দেখাতে লাগল যেন পুণ্ডরীকময়।[২৬৭] সে-নয়নের দূরবিথারী অবিশ্রান্ত অফুরন্ত দৃষ্টি-কিরণমালা—সে যেন, ইচ্ছে হয়েছে তাই অচ্ছোদের জল ছেড়ে আকাশে ডানা মেলেছে প্রফুল্ল নীলপদ্মের বনের পর বন। রুদ্ধ হয়ে গেল দশ দিক্।

তার সেই অতিস্পষ্ট ভাবান্তর দেখে দ্বিগুণ হয়ে গেল আমার প্রেমোন্মাদ। সেই-ক্ষণে আমার সে কী যে একটা অবস্থা, কী যে একটা অনুভূতি হল, সে আমি বর্ণনা করতে পারব না। সেই সঙ্গে মনে হল—প্রেমমিলনের নানারকম লাস্যলীলা শেখাবার ওস্তাদ মকরকেতুই দেখছি হাবভাব শিখিয়ে দেন। নইলে এ-মানুষটি—রসে নিমগন ললিত-লোভন এইসব ব্যাপার নিয়ে যিনি কখনো মাথা ঘামান নি—তাঁর কোথা থেকে এল এই আধ-আধ বাধ-বাধ, এই চুঁয়ে-চুঁয়ে গলে-গলে যেন পড়ে পীরিতিরসের ধারা, এই অমৃত-বরিষণ, এই নেশা-ঢুলুঢুলু, ক্লান্তিতে-অলস-পারা, ঘুম-জড়ানো, এই আনন্দভরে-মন্থর-ভাসা-ভাসা-তারায়-খেলে-যাওয়া, এই লতার-মতো-ভুরুর-নাচন-গোপন-রইল-না নয়ন-চাহনি ? আর কোত্থেকে এল ওঁর এই আশ্চর্য নিপুণতা যে শুধু নীরব নয়নেই বলে দিচ্ছেন মনের গোপন কথাটি ?

সাহস পেয়ে আমি এগিয়ে গেলুম। তাঁর সহচর সেই দ্বিতীয় মুনিকুমারটিকে

প্রণাম করে জিগ্যেস করলুম, ঠাকুর, এই তরুণ তাপসের নাম কি ? কার (পুত্র) ইনি ? আর ঐ যে উনি কানে পরেছেন ফুলমঞ্জরী, ওটি কোন্ গাছের ? নাম কি তার ? ওটির থেকে যে আশ্চর্য অদ্ভুত সুবাস বেরোচ্ছে; তাইতে আমার মনে বড় কৌতূহল হয়েছে, (আবেদন-ভরা) এ-সুগন্ধ কখনো শুঁকি নি আগে।

তিনি একটু হেসে আমায় বললেন, খুকু,[২৬৮] লাভ কি তোমার জেনে ? তবে যদি কৌতূহল হয়ে থাকে, বলছি শোনো—

এক উঁচুদরের মুনি আছেন। নাম তাঁর শ্বেতকেতু। দিব্যলোকে তাঁর বাস। সমস্ত ত্রিভুবনে প্রখ্যাত তাঁর কীর্তি। কি তপস্যা ! সুর অসুর সিদ্ধ সবাই দলে দলে এসে বন্দনা করে তাঁর চরণ দুখানি। ঠাকুর দেখতে বড় সুন্দর ছিলেন। তিন ভুবনের সব সুন্দরের সেরা সুন্দর। (কুবেরের ছেলে) নলকুবরও তার কাছে দাঁড়াতে পারে না। দেবলোকে দৈত্যলোকে যত রূপসী সেই রূপ দেখে মনে-মনে আনন্দে বিভোল হত।

একদিন তিনি পুজোর পদ্মফুল তুলতে মন্দাকিনীতে নেমেছেন, শিবের হাসিটির মতো ধব্‌ধব্ করছে তার ধারা। ঐরাবতের মদবিন্দু পড়ে শত-শত শিখিপাখার মতো গোল-গোল চন্দ্রকে ছেয়ে গেছে জল। কমলবনে সদাই থাকেন দেবী লক্ষ্মী, তিনি তখন বসেছিলেন একটি প্রস্ফুটিত সহস্রদল পুণ্ডরীকের (=শ্বেতপদ্মের) ওপরে। লক্ষ্মী দেখলেন, শ্বেতকেতু নামছেন। তাঁকে দেখতে-দেখতে প্রেমাবেশে কোমল হয়ে বুজে-আসা আনন্দে-ঝাপসা ঢেউ-ঢেউ-তারা চোখ দুটি দিয়ে তাঁর রূপ পান করতে-করতে, অলস-হাই-উঠতে-থাকা মুখে চাপা করপল্লব—মনটি তাঁর ভালবাসায় আপনা ভুলল। দেখেই, সেই পুণ্ডরীকাসনে বসে বসেই, তিনি প্রেমমিলনের সুখ পেয়ে কৃতার্থ হলেন, আর সেই পুণ্ডরীক থেকে বেরিয়ে এল একটি কুমার। তখন তাকে কোলে নিয়ে, 'ঠাকুর, এই নিন আপনার পুত্র' এই বলে সে-ছেলেকে সঁপে দিলেন শ্বেতকেতুর হাতে। তিনিও শিশুদের যা-যা করতে হয়, সেইসব ক্রিয়াকর্ম করে, পুণ্ডরীক থেকে জন্মেছে বলে তার সেই নামই রাখলেন—পুণ্ডরীক। তারপর ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়ে যত বিদ্যা আছে সব তাকে আয়ত্ত করালেন। সে-ই এ।

আর এই মঞ্জরী ?—এটি হচ্ছে সুরাসুরে মিলে যখন ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করেছিল, তখন তার থেকে উঠেছিল পারিজাত নামে একটি গাছ—তার। এ-মঞ্জরী কি করে ওর কানে এল—এ তো মোটেই ওর ব্রতের সঙ্গে খাপ খায় না—তাও বলছি—

আজ চতুর্দশী, তাই কৈলাসে গিয়ে ভগবান্ অম্বিকাপতিকে পুজো করব বলে স্বর্গ থেকে বেরিয়েছি; নন্দনবনের কাছ দিয়ে আসছি; ও-ও আসছে আমার সঙ্গে-সঙ্গে, এমন সময় স্বয়ং নন্দনবন-লক্ষ্মী এই পারিজাতমঞ্জরীটি নিয়ে এসে উপস্থিত। মূর্তিমতী বসন্ত-শ্রী লীলাভরে তাঁর হাতটি ধরে আছেন হাতে, কটিদেশে বকুলমালার মেখলা, পুষ্পে-পল্লবে-গাঁথা আজানুলম্বিত কণ্ঠমালিকায়-মালিকায় সারা অঙ্গ ঢেকে গেছে, কানে নতুন আম্রমঞ্জরীর কর্ণপুর, ফুলমধু-পানে টলোমলো। প্রণাম করে দেবী বললেন, ঠাকুর, সমস্ত ত্রিভুবনের নয়নাভিরাম তোমার ও-রূপের ঠিক মানানসই এ-অলঙ্কার। দয়া করে নাও। তোমার অবতংস হয়ে বাহার দেখানোর জন্যে এ ছটফট করছে, তোমার কানের চুড়োয় চড়াও একে, পারিজাতের জন্ম সার্থক হোক।

দেবীর একথা শুনে; নিজের রূপের প্রশংসায় লজ্জায় চোখ নামিয়ে, তাঁর দিকে

ভ্রূক্ষেপ না করেই, ও চলল। তিনিও চললেন ওর পেছন-পেছন। তাই দেখে আমি 'কি হয়েছে, সখা, নাও-না ওঁর প্রীতি-উপহার' এই বলে জোর করে ওর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কানে পরিয়ে দিলুম।—এই আমি তোমায় আগাগোড়া খুলে বললুম, এ কে, এ কার, এটি কি, কেমন করে ওর কানের চুড়োয় চড়ে বসল, সব স—ব। হল তো?

তার কথা শেষ হলে, সেই তরুণ তাপস একটু হেসে আমায় বললেন, অয়ি কুতূহলিনি, এত সব প্রশ্ন-ট্রশ্ন করে কি হবে? যদি এর সুন্দর সুবাস তোমার পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে এই নাও। বলে কাছে এগিয়ে এসে নিজের কান থেকে খুলে নিয়ে মঞ্জরীটি আমার কানে পরিয়ে দিলেন, অস্পষ্টমধুর রবে গুনগুনিয়ে উঠল মধুকর, আমার কাছে চাইল প্রথম প্রেমের মিলন সে কি! আর আমার কি হল? শিউরে উঠল আমার অবতংস পরার জায়গাটি তার করপরশের লোভে—সে তো রোমাঞ্চ নয়, যেন আর একটি পারিজাতমঞ্জরী। আমার ললাটস্পর্শসুখে তারও আঙুলগুলি থরথরিয়ে উঠল, হাত থেকে খসে পড়ে গেল জপমালা—সেই সঙ্গে লজ্জাও। সে জানতেও পারল না। মাটিতে পড়ার আগেই আমি ধরে নিলুম সে-জপমালা, লীলাভরে আভরণের মতো জড়িয়ে নিলুম কণ্ঠে, অপরূপ, যেন জীবনের প্রথম মাল্যখানি, কোথায় লাগে এর কাছে মুক্তামালার হেলনি-দোলনি-নিটোল-লাবণি। কি আনন্দ! যেন তারই ভুজপাশে বাঁধা পড়েছে আমার কণ্ঠ।

ব্যাপার যখন এতদূর গড়িয়েছে, ঠিক সেইসময় আমার ছত্রধারিণীটি বললেন, রাজকন্যে দিদি, রাণীমার চান হয়ে গেছে! বাড়ি ফেরার সময় হল। তাড়াতাড়ি চান করে নিন।

আমি যেন এক সদ্য-ধরা-পড়া করেণুকা, আর তার ঐ (কাটা-কাটা) বচন যেন প্রথম অঙ্কুশের মার। কোনরকমে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে, (প্রবল) অনিচ্ছা সত্ত্বেও—কি আর করি! চললুম স্নানে। কিন্তু, সে বয়ান হতে পারি কি ফিরাতে, ফিরাতে কি পারি, ফিরাতে পারি কি দিঠি? সে যে তার লাবণ্যপঙ্কে ডুবু-ডুবু, সে যে আটকে গেছে তার কপোলের রোমাঞ্চ-কণ্টক-জালে, সে যে ফুলশরের শর-শলাকা দিয়ে তার সঙ্গে গিঁথে গেছে, গাঁথা হয়ে গেছে সোহাগ-ডোরে?

আমি যখন চলতে শুরু করেছি, তখন, দ্বিতীয় মুনিকুমারটি, শুনি, তার ঐরকম টলোমলো অবস্থা দেখে একটুখানি যেন অনুযোগ-ভরে বলছেন—

সখা পুণ্ডরীক, এ তোমাকে মানায় না। এ-পথে চলে নিচুদরের মানুষরা। সাধুদের সম্পদ হচ্ছে ধৈর্য। একটা রামা-শ্যামার মতো তুমি নিজেকে এরকম ক্যাবলা হয়ে যেতে দিচ্ছ? সামলে নিতে চেষ্টা করছ না? আজ তোমার হলোটা কী? কোত্থেকে এল ইন্দ্রিয়গুলোর এমন টালমাটাল? এমন তো তোমার আগে কখনো দেখি নি? কোথায় গেল তোমার সেই ধৈর্য? কোথায় সেই জিতেন্দ্রিয়তা? কোথায় সেই মনের ওপর সম্পূর্ণ দখল? কোথায় সেই প্রশান্তি? কোথায় সেই বংশপরম্পরাগত ব্রহ্মচর্য? কোথায় সেই সমস্ত-ভোগে ঔদাসীন্য? কোথা গেল তোমার গুরু-উপদেশ? কোথা গেল সে-সব পড়াশোনা? কোথা সে বৈরাগ্যে ঝোঁক, বৈরাগ্য ধ্যান-জ্ঞান? কোথায় সে আমোদ-আহ্লাদে ঘোর বিরক্তি, কোথায় সেই সুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা? কোথায় সে তপস্যায় মন? কোথায় সে সংযম? কোথায় সে ভোগে অরুচি? কোথায় সে বশে রাখা (উদ্দাম) যৌবন? আসক্তির পাল্লায় পড়ে তোমার মতো লোকও যদি

কলুষিত হয়, আর এমন পাগলামিতে পেয়ে বসে তাদের, তাহলে তো দেখছি প্রজ্ঞা একেবারেই নিষ্ফল, ধর্মশাস্ত্র রপ্ত করার কোন মানেই হয় না, মিছেই শিক্ষা-দীক্ষা, গুরুজনেরা বলে-বলে যে ভাল-মন্দ জ্ঞান করিয়ে দেন, তাতে মোটেই কোন উপকার হয় না, প্রবুদ্ধ হয়ে কোনই লাভ নেই, আর বৃথাই জ্ঞান। তোমার হাত থেকে খসে-পড়ে অক্ষমালা চুরি হয়ে গেল, আর তুমি লক্ষ্যই করলে না! এতই জ্ঞান হারিয়েছ! ওঃ! যাক্ ওটা না-হয় চুরি হয়ে গেছে যাক্‌গে, কিন্তু তোমার হৃদয়ও যে চুরি করে নিচ্ছে ঐ অসভ্য মেয়ে! আটকাও।

সে এইরকমভাবে তাঁকে শুনিয়ে যেতে লাগল। তাঁর যেন একটু লজ্জা হল। বললেন, সখা কপিঞ্জল, কেন যা-নয়-তাই ভাবছ আমাকে? এই দুষ্টু মেয়ে দুষ্টুমি করে আমার জপমালা চুরি করে নেবে, আর ওকে আমি এমনি-এমনি ছেড়ে দেব, সে পাত্র আমি নই। এই বলে চাঁদমুখখানিকে কপট-কোপে সুন্দর করে তুলে, বেশ যত্ন করে একটি সাংঘাতিক ভ্রূকুটি সাজিয়ে-টাজিয়ে, চুম্বনাভিলাষে থরোথরো-অধর, আমাকে বললেন, চপলে, ঐ জপমালাটি ফেরৎ না দিয়ে এখান থেকে এক পা-ও নড়তে পারবে না। তাই শুনে আমি আমার গলা থেকে খুলে নিলুম আমার এক-লহর মুক্তার মালা। 'ঠাকুর, এই নিন আপনার জপমালা' বলে দিলুম তাঁর প্রসারিত হাতে মকরকেতনের অপরূপ ললিতনৃত্যারম্ভের প্রথম পুষ্পাঞ্জলি সম। তাঁর দৃষ্টি তখন আটকে রয়েছে আমার মুখের পরে; হৃদয় শূন্য, উজাড়।

স্বেদজলে নেয়ে উঠেও আবার নাইতে নামলুম। তারপর উঠে,—সখীরা আমাকে কোনমতে জোর করে কষ্টে-সৃষ্টে নিয়ে চলল—আমিও যেন 'যমুনা বহল উজান' বাড়ি ফিরে চললুম মায়ের সঙ্গে, সেহ-ই গেয়ান সেহ-ই ধেয়ান সেহ-ই অন্তর-ভরা।

বাড়ি গিয়ে সেই যে কন্যা-মহলে ঢুকলুম, তারপর থেকে তার বিরহে আর্ত ব্যাকুল অধীর উতলা হয়ে, আমি কি ফিরে এসেছি, না, সেখানেই আছি? আমি কি একলা, না, এরা রয়েছে আমার আশে-পাশে? আমি কি চুপ করে আছি, না, কথাবার্তা বলছি? আমি কি জেগে, না, ঘুমিয়ে? কাঁদছি, না, কাঁদছি না? একি দুঃখ? এ কি সুখ? এই কি সেই—রূপ লাগি আঁখি ঝুরে ভাবে মন ভোর; প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর? না, এ একটা অসুখ? এ কি বিপদ, না, উৎসব? এখন কি দিন, না, রাত্রি? কি কি ভালো লাগছে, কি কি ভালো লাগছে না—কিছুই আর খেয়াল রইল না। আর, প্রেমের ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ি তো, তাই কোথায় যাই, কি করি, কি দেখি, কি বলি, কার কাছে বলি; কি এর প্রতিকার, কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। খালি কন্যা-মহলের প্রাসাদে (ওপরতলায়) উঠে, সখীদের বিদায় দিয়ে, পরিজনদের সবাইকে দরজাতেই প্রবেশ নিষেধ করে দিয়ে, সমস্ত ক্রিয়া-কর্তব্য ছেড়ে একাকিনী রতনমণির জাফরি-কাটা গবাক্ষে মুখ রেখে সেই দিকেই তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম, দেখতে ভালো লাগছিল, সে আছে বলে সেই দিকটিকে মনে হচ্ছিল যেন প্রসাধনে-ভূষণে অলঙ্কৃত, যেন ফুল-সজ্জা, যেন ওখানে গোপনে রাখা আছে সাত রাজার ধন এক মানিক, যেন অমৃতজলধি উথলি উঠিয়া ভাসায়ে দিল ও-দিশি, যেন ঐ দিক উজলে তুলে ষোলকলায় চাঁদ উঠেছে। সে-দিক থেকে যখন ভেসে আসছিল হাওয়া, বনকুসুমের সুবাস, পাখির ডাক, ইচ্ছে হচ্ছিল তাদের জিগ্যেস করি, তোমরা কি জানো, সে আমার কেমন আছে? সে ভালবাসে বলে এমন কি সাধ হচ্ছিল, তপ করে কৃচ্ছ্রসাধন করি!

তার পছন্দ বলেই যেন নিয়েছিলুম মৌনব্রত। আর ভালবাসার একচোখোমিতে মশগুল হয়ে মনে-মনে এইসব উল্টোপাল্টা আরোপ করছিলুম—

মুনির সাজ কে বলেছে গেঁয়ো? ও পরেছে না? যৌবন সুন্দর তো হবেই, ওকে আশ্রয় করেছে যে। পারিজাত ফুল মনোহর তো একশবার, কিন্তু সে ওর কানের পরশ পেয়েছে বলেই না? দেবলোক নিশ্চয় রমণীয়, কিন্তু ও যদি না-থাকত? পুষ্পধনু আমায় কিছুতেই কাবু করতে পারত না; এই আমি বলে দিলুম, নেহাত অমন রূপের ডালি নিয়ে এসে দাঁড়াল, তাই—

কত দূরে সে, তবু আমি তারই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলুম; পদ্ম যেমন সূর্যমুখী, চাঁদের পানে যেমন করে উথলে-ওঠে সমুদ্রের জোয়ার, ময়ূরী যেমন তাকায় মেঘের পানে। গলায় সেইভাবেই-পরা রইল সেই অক্ষ-মালাটি—তার বিরহে পরাণ যাতে না যায় তারই রক্ষামালা যেন। তেমনি করেই কানে লগ্ন হয়ে রইল সেই পারিজাতমঞ্জরী; যেন আমায় কানে-কানে বলছে, শুনবে নাকি, শোনো তাহলে তার গোপন মরমকথাটি। আর তেমনি করেই শিউরে রইল আমার একটি কপোলতল, তার করস্পর্শসুখের রোমাঞ্চজালে যেন একটি প্রথম-কদম-ফুলের[২৬৯] কর্ণপুর রচনা করে।

এখন, আমার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী—তরলিকা তার নাম—আমার সঙ্গে সে-ও স্নানে গিয়েছিল। যেন অন্তহীন কাল পরে সে পেছন থেকে এসে—আমি তখনো তেমনি করেই দাঁড়িয়ে আছি—আস্তে-আস্তে চুপি-চুপি বলল, রাজকন্যে-দিদি, সেই যে দেবতার মতো দেখতে দুটি মুনির ছেলে আমরা অচ্ছোদ-সায়রে দেখনু, তেনাদের মধ্যে একজন—যিনি সগ্গের গাছের এই ফুলের শিসটি দিদিমণি তোমার কানে পরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি—ঐ আর একজন যাতে তেনাকে দেখতে না পান সেইভাবে নুকিয়ে —পা টিপে-টিপে ফুলন্ত-লতায়-ছাওয়া ঘুটঘুটে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে— আমি আসছি তো?—পেছন থেকে আমায় ডেকে, দিদিমণি, তোমার কথা জিগ্যেস করলেন, খুকু, এই মেয়েটি কে? কার মেয়ে? নাম কী? কোথায় গেলেন?

আমি বলনু, ইনি হলেন চাঁদ-ঠাকুরের জোচ্ছনা-থেকে-জন্মানো গৌরী নামে এক অপ্সরার মেয়ে। আর এনার বাবা হলেন গন্ধর্বদের রাজা হংস। সমস্ত গন্ধর্বদের মুকুটের মণির-শলার আগার আঁচড় লেগে-লেগে তেনার পায়ের নোকগুলি সব চকচকে পালিশ হয়ে গেছে। তেনার গাছের মতো হাতের মাথায় লেগে থাকে সোহাগ-ঘুমে ঘুমন্ত গন্ধর্ব-সোহাগিনীদের গালের আলপনা। মা-নক্ষীর হাতের পদ্মফুলটিকে তিনি করেছেন তেনার পা রাখার চৌকি। এনার নাম মহাশ্বেতা। গেলেন হেমকূট-পাহাড়ে, গন্ধর্বেরা সেখানেই থাকেন কিনা।

আমার কথাটি শুনে, তিনি চুপটি করে রইলেন খানিক্ষণ, কি যেন ভাবনা করছেন মনে-মনে। তারপর, চক্ষে পলক পড়ে না, কতক্ষণ ধরে আমার পানে তাকিয়েই রইলেন তাকিয়েই রইলেন। তারপর, কাঙালের মতো বিনতি করে বললেন, খুকু, তোমার চেহারাটি দেখে মনে হয় তুমি বড় লক্ষী মেয়ে, মনে-মুখে আলাদা নও, আর বয়স অল্প হলেও ধীরস্থির। যদি বলি, রাখবে আমার একটি কথা?

আমি তখন হাতজোড় করে সমীহ করে নিনু হয়ে বলনু, ঠাকুর, এমন করে বলবেন না। কে আমি? অনেক পুণ্যি না থাকলে, আপনাদের মতো ত্রি-জগতের পুজোর যুগ্যি মহাত্মারা আমাদের মতো মানুষের পরে তেনাদের সব্বো-পাপ-দূর-করা

দিষ্টিও ফেলেন না, আদেশ করা তো দূরস্থান। আপনি স্বচ্ছন্দে হুকুম করুন কি করতে হবে, এ অধম ধন্য মানবে।

আমার কথা শুনে তিনি স্নেহমাখা দিষ্টি নিয়ে আমার পানে এমন সুন্দর করে তাকালেন, যেন মনে হল আমি ওনার সখী, যেন ওনার কী উবগারটাই করেছি, যেন ওনার প্রাণ দিয়েছি। তারপর কাছের একটা তমালগাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পাড়ের পাথরে পিষে নিঙড়ে গন্ধহাতির মদগন্ধের মতো বাস সেই রস দিয়ে, উত্তরীয় বাকলের একজায়গা থেকে একটুকরো ছিঁড়ে নিয়ে, তাঁর পদ্মফুলের মতো হাতখানির কড়ে-আঙুলের ছুঁচলো নোক দিয়ে তার ওপর লিখে, 'এই চিঠি সেই মেয়েটিকে চুপি-চুপি দেবে যখন সে একলা থাকবে' এই বলে আমার হাতে দিলেন।

এই বলে তরলিকা পানের কৌটো থেকে বার করে চিঠিখানা দেখাল। তার বিষয়ে সেই কথাগুলি, সে তো শুধু বাণী নয়, আমার প্রাণে সে যে এনে দিল তার পরশখানির আনন্দ। সে তো শুধ কানে নয়, পশল আমার অঙ্গে-অঙ্গে, নইলে কোথা থেকে এল এ তনু ভরিয়া এমন পুলক? সে যেন প্রেমের সম্মোহন মন্ত্র, আবিষ্ট করে ধরছে আমায়। তার হাত থেকে সেই বল্কলের চিঠিখানি নিয়ে দেখলুম, তাতে লেখা রয়েছে এই আর্যাটি—

এ-প্রেম আমার মানসের হাঁস,
দূরে বহুদূরে নিয়ে গেছ তুমি টেনে
আশা দিয়ে দিয়ে মৃণালশুভ্র মুক্তালতার
লুব্ধ আকর্ষণে।[২১০]

কবিতাটি দেখে আমার প্রেমার্ত মনের ওপর পড়ল যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। যেন—যে-মানুষ পথ হারিয়েছে, সে হল দিক্‌ভুলে দিশা-হারা। যে অন্ধ, তার ওপর নামল কৃষ্ণপক্ষের নিবিড় অন্ধকার। যে বোবা, তার জিভটি কেউ কেটে নিল। যে তত্ত্বদর্শী নয়, তার সামনে জাদুকর নাচিয়ে দিল তার ময়ূরপালকের গোছাটি।[২১১] যে এমনিতেই আবোল-তাবোল বকে, তার আবার শুরু হল জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকা। যে বিষে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাকে পেল কালঘুমে। এমনিতেই যার ধর্মে রুচি নেই, তার কানে ঢুকল জড়বাদী নাস্তিকের দর্শন। পাগল খেল মদ। যাকে পেঁচোয় পেয়েছে, তার ওপর আবার তুকতাক করে ভূত নামানো হল। যেন দুকূল ছাপিয়ে বান ডাকল নদীতে, উথালি-পাথালি করতে লাগল ঢেউ, আমি দিশেহারা হয়ে গেলুম।

তরলিকাকে মনে হল, কি মহাপুণ্যই না সে করেছে, যে দ্বিতীয়বার তাঁর দর্শন পেল। সে যেন স্বর্গে বেড়িয়ে এসেছে, যেন তার মধ্যে ঠাকুর রয়েছেন, যেন সে বর পেয়েছে, যেন সে অমৃত পান করেছে, যেন সে অভিষিক্ত ত্রিলোকের মহারাণী-পদে। এমন আপ্যায়ন করে তার সঙ্গে কথা কইতে লাগলুম, যেন তার দেখা সহজে মেলে না, যদিও সে সর্বদাই থাকত আমার কাছে-কাছে। যেন এই প্রথম তার সঙ্গে আমার আলাপ, যদিও সে আমার অনেককালের চেনা। আমার পাশেই রয়েছে সে, তবু তাকে দেখতে লাগলুম যেন সমস্ত পৃথিবীর মাথায় সে দাঁড়িয়ে আছে। আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম তার গালে, তার কোঁকড়া দীঘল কেশে। যদি কেউ তখন দেখত আমাদের, সে মনে করত, সে-ই মনিব, আর আমি তার দাসী। বারবার তাকে জিগ্যেস করতে লাগলুম, ও তরলিকা, বল্ না, কেমন করে দেখলি তাঁকে, কি বললেন

তিনি তোকে, কতক্ষণ সেখানে ছিলি, উনি আমাদের পিছু-পিছু কদ্দুর এসেছিলেন? সেই প্রাসাদেই সেই ভাবেই পরিজনদের কাউকে ঢুকতে না দিয়ে তার সঙ্গে এই কথাই কইতে-কইতে সারাদিন কাটিয়ে দিলুম।

তারপর যেন আমারই হৃদয়ের-দেওয়া রঙে রঙীন হয়ে উঠতে-উঠতে আকাশের অন্তিম দিগন্তে গিয়ে ঝুলতে লাগল সূর্য। প্রেমিক সূর্যের অনুরাগিণী আরক্তা রৌদ্রশ্রী কমলফুলশয্যায় শুয়ে-শুয়ে যেন প্রেমার্তার মতো আস্তে-আস্তে ফিকে হয়ে আসতে লাগল। গেরুয়া পাহাড়ী জলপ্রপাতের মতো পাটকিলে সূর্যকিরণেরা পদ্মের বন ছেড়ে আস্তে-আস্তে উঠে পড়ে জায়গায়-জায়গায় জড়ো হতে লাগল, যেন বুনো হাতিরা পদ্মবন ছেড়ে উঠে যাচ্ছে দলবেঁধে (পাহাড় বেয়ে), পাহাড়ী ঝরণার জলে তাদের রঙ হয়ে গেছে পাটকিলে। আকাশ থেকে নেমে বিশ্রাম করার জন্যে ব্যস্ত সূর্যের রথের ঘোড়াদের সহর্ষ হ্রেষাধ্বনির প্রতিধ্বনি প্রবেশ করল মেরুপাহাড়ের গহ্বরে, আর তারই সঙ্গে তার মধ্যে ঢুকে গেল দিন। পদ্মিনীরা চোখ মুদতে শুরু করল, তাদের মুদে-যাওয়া রক্তকমলের ঝাঁপিতে রয়ে গেল অলিরা, যেন রবি-বিরহের মূর্ছার আঁধারে কালো হয়ে যাওয়া তাদের হৃদয়খানি। চক্রবাকেরা জোড় ভাঙতে লাগল, একই মৃণাললতা দুজনে (দু'দিক থেকে) খেয়েছিল, তারই ফুটো দিয়ে চলে আসা পরস্পরের হৃদয়টি সঙ্গে নিয়ে। এমন সময়—

সেই ছত্রধারিণীটি এসে বলল, রাজকন্যে-দিদি, সেই দুজন মুনিকুমারের একজন এসে দোরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বলছেন, 'জপমালা ফেরত চাইতে এসেছি।'

'মুনিকুমার' কথাটি শুনেই আমি তো যেখানে ছিলুম সেখানে বসে-বসেই যেন চলে গেলুম দরজার কাছে। মনে হল তিনিই বোধহয় এসেছেন। একজন কঞ্চুকীকে ডাকিয়ে, 'যাও, নিয়ে এস' এই আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম।

খানিকক্ষণের মধ্যেই দেখি, তাঁর সেই—যৌবন যেমন রূপের, অনঙ্গ যেমন যৌবনের, ঋতুবসন্ত যেমন অনঙ্গের, দখিণ হাওয়া যেমন ঋতুবসন্তের তেমনি—সুযোগ্য সখা কপিঞ্জল নামে মুনিকুমারটি জরা-ধবলিত কঞ্চুকীর পেছন-পেছন আসছেন, যেন চাঁদের আলোর পিছু-পিছু আসছে ভোরসকালী রাঙা-রোদ! কাছে যখন এলেন, দেখলুম তাঁর চেহারা কেমন যেন এলোমেলো বিভ্রান্ত দিশেহারা, যেন বড়ই বিষণ্ণ, যেন সর্ব-হারা, যেন কাঙাল; যেন কি একটা বলতে চান।

উঠে প্রণাম করে সাদরে নিজেই এনে দিলুম আসন। তিনি আসন নিলে, না না করা সত্ত্বেও জোর করে তাঁর পা ধুইয়ে দিয়ে, আমার রেশমী ওড়নার আঁচল দিয়ে মুছিয়ে, তাঁর কাছটিতেই ভুঁয়েই বসে পড়লুম। তিনি খানিকক্ষণ কি যেন বলি-বলি করে; তারপর, আমার কাছে বসেছিল তরলিকা, তার ওপর চোখ ফেললেন। তাঁর চাউনি দেখেই, তিনি কি বলতে চান বুঝে নিয়ে আমি বললুম, ঠাকুর, এ আমার শরীর থেকে আলাদা নয়। আপনি স্বচ্ছন্দে বলুন।

আমার একথা শুনে কপিঞ্জল বললেন, রাজপুত্রী, কি বলব? লজ্জায় আমার মুখে কথা সরছে না। কোথায় ফলমূলকন্দ খেয়ে-থাকা শান্ত বনবাস-সন্তুষ্ট মুনিজন, আর কোথায় অশান্ত লোকদের (বাসের) উপযুক্ত, ভোগ-কামনায় কলুষিত, মন্মথের হরেকরকম লীলাখেলায় বোঝাই, আসক্তি-ভরা এই দুনিয়া। দৈবের কাণ্ডটা একবার দেখুন কী শুরু করেছে!—সমস্তটাই বেমানান! কি অনায়াসেই না ভগবান মানুষকে

উপহাসাস্পদ করে তোলেন। জানি না, এটা কি বল্কলের সঙ্গে খাপ খায়, না জটার উপযুক্ত, অথবা তপস্যার সঙ্গে মানানসই, নাকি ধর্মোপদেশের অঙ্গ। এ কেবল (অদৃষ্টের) অভিনব পরিহাস! অথচ বলতেই হবে, আর তো কোন উপায় দেখছি না, আর কোন প্রতিকার খুঁজে পাচ্ছি না, আর কোন আশ্রয় চোখে পড়ছে না, অন্য কোন গতি নেই। না বললে সর্বনাশ হবে। সখার প্রাণরক্ষার জন্যে আমি প্রাণ দিতেও রাজী, তাই বলছি শুনুন—

আপনার সামনেই তো ওকে রাগ দেখিয়ে কিরকম নিষ্ঠুরভাবে বকলুম। ঐরকম করে বলার পর ওকে ছেড়ে—বড্ড রাগ হয়েছিল, তাই—ফুল তোলা ছেড়ে-ছুড়ে অন্যত্র চলে গেলুম। আপনি যখন চলে গেলেন, তখন একটুখানিক অপেক্ষা করে, তারপর সন্দেহ হল, দেখি তো একাটি কি করছে এখন। ফিরে এসে গাছের আড়ালে লুকিয়ে-লুকিয়ে জায়গাটা দেখলুম। যখন ওকে সেখানে দেখতে পেলুম না, তখন মনে হল, ও কি প্রেমে আত্মহারা হয়ে ঐ মেয়েটিরই পিছু-পিছু চলে গিয়েছিল? তারপর মেয়েটি চলে যেতে হুঁস ফিরে পেয়ে লজ্জায় আর আমার সামনে আসতে পারছে না? না কি রাগ করে আমায় ছেড়ে চলে গেছে? না কি আমাকেই খুঁজতে-খুঁজতে এখান ছেড়ে অন্য কোথাও গেছে? খানিকক্ষণ এইসব সাত-পাঁচ ভাবলুম দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। এদিকে আজন্ম অভ্যেস নেই তাকে এক মুহূর্তের জন্যেও না-দেখে থাকা, কষ্ট হচ্ছিল খুব। তাই আবার ভাবলুম, নিজের অধীরতায় লজ্জা পেয়ে আবার কিছু একটা কাণ্ড করে না বসে। লজ্জায় মানুষ করে না হেন কাজ নেই। ওকে একলা রাখা উচিত নয়। এই ঠিক করে ওকে খুঁজতে লেগে গেলুম। যতই ওকে খুঁজে পাচ্ছি না, ততই বন্ধু-স্নেহে কাতর আমার মন নানারকম অমঙ্গল আশঙ্কা করতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে-ঘুরে এদিক-ওদিক নজর ফেলতে-ফেলতে আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে লাগলুম ঝুপসি গাছলতা ঝোপঝাড়, চন্দনের বীথিকাগুলি, লতামণ্ডপগুলো, সরোবরের এ-কূল ও-কূল সে-কূল ঐ-কূল।

অবশেষে দেখি, সরোবরের কাছাকাছি এক অতিমনোহর নিভৃত নিবিড় লতাকুঞ্জ—একেবারে ভর্তি হয়ে আছে ফুলে-ফুলে, যেন ফুলময়; ভ্রমরে-ভ্রমরে, যেন ভ্রমরময়; কোকিলে-কোকিলে, যেন কোকিলময়; ময়ূরে-ময়ূরে যেন ময়ূরময়। যেন বসন্তের জন্মস্থান। তার মধ্যে বসে আছে সে। নড়ছে না, চড়ছে না, যেন আঁকা, যেন খোদাই-করা, যেন অসাড়, যেন মৃত,[২৭২] যেন গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে, যেন যোগসমাধিতে মগ্ন। নিশ্চল, কিন্তু স্বধর্ম থেকে বিচলিত। একা, কিন্তু তাকে অধিকার করে রয়েছে—মদন। অনুরাগে রঙীন, তবু পাণ্ডুর। শূন্য মন, তবু হিয়া জুড়ে রয়েছে তার দয়িতা। নীরব, কিন্তু অকথিত নয় গভীর প্রেমের বেদনা। বসে আছে শিলাতলে, কিন্তু পণ করে বসেছে যেন মরণ।[২৭৩] কুসুমায়ুধ আড়াল থেকে তাকে দগ্ধাচ্ছে, সামনে আসছে না, সম্ভবত শাপের ভয়ে। এমন (পাথরের মতো) চুপ, যে মনে হয় শরীরটি যেন খালি, ইন্দ্রিয়েরা সেখানে নেই; হয় হৃদয়-নিভৃতবাসিনী অন্তমাকে দেখতে ঢুকেছে অন্তরে, না হয় অসহ্য সন্তাপের আতঙ্কে লুকিয়ে আছে, অথবা তার মনের এই চাঞ্চল্য দেখে রাগ করে তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

নিষ্পন্দ মুদিত দুটি আঁখির পাতার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির মতো অজস্র অবিরলধারে ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা, যেন অন্তরে ধুঁয়ে-ধুঁয়ে জ্বলছে যে প্রেমের আগুন, তারই

ধোঁয়ায় জ্বালা করে উঠেছে চোখের ভেতরটা। তার লালচে ঠোঁটের রঙ নিয়ে—যেন হৃদয়-জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে-খাক-করা প্রেমহুতাশনের লকলকিয়ে ওঠা শিখাগুলি নিয়ে—বাইরে বেরিয়ে আসছে রঙীন দীর্ঘনিঃশ্বাস, তাইতে কেঁপে-কেঁপে উঠছে কাছাকাছি লতাদের কুসুমকেশর। বাম কপোলটি শোয়ানো করতলে, তার থেকে ঠিকরোচ্ছে উজ্জ্বল নখকিরণ, তাইতে আলো হয়ে গেছে কপালটি, মনে হচ্ছে যেন অতিশয় স্বচ্ছ চন্দনরস দিয়ে একটি তিলক আঁকা রয়েছে। সদ্য-খুলে-নেওয়া পারিজাতমঞ্জরীর কর্ণপুরের সৌরভের রেশ তখনো লেগে আছে কানে, তারই ঘ্রাণলোভে ঘুর-ঘুর করছে ভোমরার দল, অব্যক্তমধুর গুঞ্জনচ্ছলে যেন ফিসফিসিয়ে চলেছে প্রেমসম্মোহনমন্ত্র, মনে হচ্ছে সে যেন কানে পরে আছে একটি নীলপদ্ম, কিম্বা একটি তমালপল্লব। আর ঐগুলি কি তার উতলা অধীর প্রেমে জর-জর[২৭৪] শরীরের রোমাঞ্চ? না, না, তার প্রতিরোমকূপে এসে পড়েছে মদনের শর, তাদেরই ফুলফলার টুকরোগুলি লেগে আছে তার সারা গায়। ডান হাত দিয়ে বক্ষে ধরে আছে অবিনয়ের নিশান (আপনার দেওয়া সেই) মুক্তাহার, কিরণ-নিকরে ঝকমক করছে, যেন তার করতলের পরশ পেয়ে আনন্দে কণ্টকিত। গাছগুলি ছুড়ে মারছে তার গায় মদনবশীকরণ-চূর্ণের মতো পুষ্পপরাগধূলি। কাছাকাছি গাছ থেকে হাওয়ায় কেঁপে-কেঁপে ছুঁয়ে যাচ্ছে অশোকের পল্লব, যেন তাকে নিজের রঙে রাঙিয়ে তুলতে চায়। সদ্যফোটা কুসুমস্তবকের মধুর ফোয়ারা দিয়ে তাকে অভিষিক্ত করে চলেছে বনলক্ষ্মী যেন প্রেমাভিষেকজলে। চাঁপার কুঁড়ি টুপটাপ ঝরছে তার ওপর, সঙ্গে নিয়ে গন্ধ-পানে-ভোর ভোমরার ঝাঁক, যেন পুষ্পধনু তাকে তাড়না করছে তপ্ত-ধোঁয়া-ওঠা শর-শল্য দিয়ে। প্রগাঢ় নিবিড় বনপরিমলে মাতাল অলিকুঞ্জের সে কি গুন গুন গুন গুন ঝঙ্কার, যেন হুঙ্কার ছেড়ে তাকে ভৎর্সনা করছে দখিনপবন। মদমত্ত কোকিলকুলের সে কি কুহু কুহু কুহু কুহু ডাক, যেন বসন্তের জয়-জয়-জয় ধ্বনিতে তাকে বিহ্বল করে তুলছে মধুমাস।

> সে যেন ভোরের চাঁদ, পাণ্ডুর, বিলীন,
> নিদাঘের গঙ্গাস্রোত—ক্ষীণ, অতিক্ষীণ,
> বাহিরে দেখা না যায়, ধিকিধিকি জ্বলে,
> শুকায় চন্দন-শাখা অন্তর-অনলে।

সে যেন অন্য কেউ। যেন কখনো দেখি নি তাকে আগে। যেন অচেনা। যেন তার জন্মান্তর ঘটে গেছে। যেন তার রূপান্তর হয়েছে। যেন ভর হয়েছে। যেন কোন বিকট ভূতে ধরেছে। যেন গেরোয় পেয়েছে। যেন পাগল হয়ে গেছে। যেন কেউ ঠকিয়ে নিয়ে গেছে তার সর্বস্ব। যেন অন্ধ বধির মূক। যেন হাবেভাবে ভরা। যেন প্রেম দিয়ে গড়া। মন চলে গেছে অন্যের হাতে। প্রেম-বিহ্বলতার চরম চূড়ায় সমাসীন। আগের সেই পুণ্ডরীককে আর চেনা যায় না।

নির্নিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলুম তার সেই অবস্থা। দুঃখে মন ভরে গেল। বুক কাঁপতে লাগল। ভাবলুম, এইরকমই তাহলে দুর্বার দুর্দান্ত-বেগ দুর্মদ মদন। মুহূর্তের মধ্যে এইরকম অবস্থা করে দিল ওর, যার কোন প্রতিকার নেই। এমনি করেই সহসা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে এমন জ্ঞানরাশি? হায় হায়, এ কি

অঘটন। ছোট্টবেলা থেকে সেই ধীরস্বভাব, আচরণে এতটুকু স্খলন নেই, আমি এবং অন্য মুনিকুমাররা চাইতাম ওর মতো হতে—সেই পুণ্ডরীককে কিনা আজ অনঙ্গ একটা রামা-শ্যামার মতো অবশ, অসাড়, জড় করে ফেলেছে তার বিদ্যাকে পরাস্ত করে, তার তপস্যার প্রভাবকে অবজ্ঞা করে, তার গাম্ভীর্যকে ধূলিসাৎ করে। স্খলনহীন যৌবন দেখছি একেবারেই দুর্লভ।

কাছে গিয়ে সেই শিলাতলেরই একপাশে বসে তার কাঁধে হাত রেখে—তার চোখ তখনো বোজা-ই—জিগ্যেস করলুম; 'ভাই পুণ্ডরীক, কী হয়েছে, বলবে না?' তখন, অনেকক্ষণ বুজে থাকায় চোখ দুটি তার যেন জুড়ে গিয়েছিল, সেই চোখ অতিকষ্টে কোনরকমে খুলল সে, অবিশ্রান্ত কেঁদে-কেঁদে রাঙা হয়ে গেছে, অশ্রুজলের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, যেন চোখ উঠেছে, যেন বলতে চায়, আমার কি বেদনা সে কি জান, ওগো মিতা···স্বচ্ছ অংশুকে ঢাকা রক্তকমলের বনের মতো সুন্দর সেই চোখ তুলে; অলস শূন্য দৃষ্টিতে আমায় অনেকক্ষণ ধরে দেখে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, অতি কষ্টে আস্তে-আস্তে লজ্জায় বাধ-বাধ ভাঙা-ভাঙা অক্ষরে বলল কটি কথা, 'ভাই কপিঞ্জল, সব তো জান, তবে কেন আর শুধোচ্ছ?'

তার সেই কথা যখন শুনলুম, তখন তার অবস্থা দেখেই, আমি মনে-মনে ঠিক বুঝে নিলুম যে এ-রোগ শিবের অসাধ্য। তবু বন্ধু যদি অসৎপথে পা দেয়, বন্ধুর উচিত সমস্ত শক্তি দিয়ে যদ্দূর পারা যায়, তাকে আটকানো। তাই বললুম, ভাই পুণ্ডরীক, আমি ভাল করেই জানি। শুধু এইটুকুই জিগ্যেস করছি, তুমি যা আরম্ভ করেছ, এ কি গুরুরা তোমাকে শিখিয়েছেন, না ধর্মশাস্ত্রে পড়েছ, না কি এটা ধর্মার্জনের একটা (অভিনব) উপায়, অথবা তপস্যার একটা নতুন ধরন? এটা কি স্বর্গে যাবার রাস্তা, না (নতুন) কোন ব্রতের রহস্য, না মোক্ষ পাওয়ার একটা কৌশল, না কোন নতুনরকমের নিয়মপালন? এটা কি মনে মনেও চিন্তা করা তোমার পক্ষে উচিত হচ্ছে, মুখে বলা বা চোখে দেখা তো দূরের কথা? বল ভাই, এই পোড়া মদন তোমায় এমন বাঁদর-নাচাচ্ছে (আ. উপহাসাস্পদ করে তুলছে), তবু তুমি কেন বুঝতে পারছ না, যেন তুমি একটা অশিক্ষিত বোকা লোক? মূর্খরাই তো জানি মদনের হাতে নাজেহাল হয়। সাধুজনেরা যার নিন্দা করেন, আর সাধারণ লোকেরা যা নিয়ে মাতামাতি করে—এইসব ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে তুমি কী সুখের আশা করছ? সে বিষয়সম্ভোগ থেকে একটার পর একটা অনর্থ হয়েই চলে, তাকে যে মূঢ় সুখ বলে মনে করে, সে তো ধর্ম করছি মনে করে বিষলতার বনে জল দিচ্ছে, নীলপদ্মের মালা মনে করে জড়াচ্ছে লিকলিকে তরোয়াল, কৃষ্ণাগুরুর ধূমলেখা ভেবে আলিঙ্গন করছে কালকেউটে, রত্ন বলে হাত দিচ্ছে জ্বলন্ত আঙ্গরায়, মৃণাল ভেবে উপড়োচ্ছে দুষ্টহাতির মুষলের-মতো-দাঁত। বিষয়বস্তুটি আসলে যে কী তা খুব ভাল করে জেনে-বুঝেও তোমার সে জ্ঞানকে কেন নির্বীর্য করে রেখেছ, জোনাকির মিটমিটে ঠাণ্ডা আলোর মতো? তা নয় তো কি? কই, প্রচুর ধুলো পড়ে-পড়ে ঘোলাটে হয়ে যাওয়া বিপথগামী স্রোতের মতো, তোমার এই প্রবল আসক্তির বেগে কলুষিত উন্মার্গগামী ইন্দ্রিয়গুলিকে আটকাচ্ছ না তো? উত্তেজিত মনকেও তো কই সংযত করছ না? কে এই অনঙ্গটা? একটু ধৈর্য ধরে বেটাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দাও-না।

এইভাবে আমি বলে যাচ্ছিলুম। কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে—চোখের প্রতিটি

পাতার ফাঁক দিয়ে দরদর-ধারে গড়িয়ে পড়ছিল চোখের জল, সেই চোখ হাত দিয়ে মুছে—আমার হাতটি ধরে বলল—

ভাই, আর বেশি বলে কি করবে? তুমি ভাল আছ, সুখে আছ, বেঁচে গেছ। বিষধরের বিষ-বেগের মতো ভয়ংকর কুসুমায়ুধের এইসব শরের পাল্লায় পড় নি। ভাই, পরকে খুব অনায়াসে উপদেশ দেওয়া যায়। যার ইন্দ্রিয় আছে, মন আছে, যে দেখতে পায়, শুনতে পায়; শুনে বুঝতে পারে, যে এটা ভাল এটা মন্দ বিচার করতে পারে, তাকে উপদেশ দেওয়া সাজে। আমার কাছ থেকে এসব এখন বহু দূরে। আত্মপ্রত্যয়, জ্ঞান, ধৈর্য, ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা—এসব কথা শেষ হয়ে গেছে। কোনমতে প্রাণটুকু শুধু এইভাবে রয়ে গেছে হেলায়-ফেলায়। উপদেশের সময় পেরিয়ে গেছে অনেক অনেক আগে। অতিক্রান্ত অবসর ধীরস্থিরতার। বেলা গেছে শান্ত বিচারের। জ্ঞান ধরে বসে থাকি সে সময়ও নেই। এহেন সময়ে তুমি ছাড়া আর কে বা দেবে পরামর্শ? কে বা বল বাধা দেবে বিপথগমনে? আর কার কথাই বা শুনব? কে আছে তোমার মতো বন্ধু আর জগতে আমার? কি করি, কিছুতেই যে পারছি না নিজেকে ফেরাতে। এই তো এক্ষুণি নিজের চোখেই দেখলে তুমি আমার ভীষণ অবস্থা। তাই বলছি, এখন আর উপদেশের সময় নেই। যতক্ষণ বেঁচে আছি, তার মধ্যে কল্পান্তে উদিত দ্বাদশ মার্তণ্ডের কিরণের মতো প্রচণ্ড-উত্তাপ এই মদন-সন্তাপের কিছু একটা প্রতিকার কর। আমার অংগ-প্রত্যংগ যেন পাক হচ্ছে, হৃদয় যেন টগবগ করে ফুটছে, চোখ যেন পুড়ে যাচ্ছে, শরীর যেন জ্বলে যাচ্ছে। এ সময় যা কর্তব্য, তাই কর। —এই বলে চুপ করল।

এইরকম বলার পরও আমি ওকে কত করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। শাস্ত্রের উপদেশ দিয়ে প্রাঞ্জল করে, কত উদাহরণ দিয়ে, অতীত কাহিনী বলে, অনুনয় করে, মিনতি করে কত কথা বললাম ওকে, কিন্তু কোন কথাই ও কানে নিল না। তখন আমি ভাবলাম, চরমে পেঁছে গেছে ও, ওকে আর ফেরানো যাবে না। এখন উপদেশ তো একেবারেই অর্থহীন, শুধু চেষ্টা করি যাতে ওর প্রাণটা বাঁচে। এই ঠিক করে, উঠে গিয়ে সেই সরোবর থেকে সরস মৃণাল উপড়ে নিলাম, জলের-ফোঁটা-লেগে-থাকা পদ্মের পাতা তুলে নিলাম, আর নিলাম ভেতরকার পরাগের মিষ্টি সুবাসে মনোহর কিছু কুমুদ কুবলয় কমল। নিয়ে ফিরে এসে সেই লতাগৃহের শিলাতলেই ওর জন্যে রচনা করলাম শয্যা। ও তার ওপর একটু আরাম করে শুল। আমি কাছাকাছি কতগুলি চন্দন-গাছের কচি-কচি পাতা থেঁতো করে নিঙড়ে সেই স্বভাবসুরভি তুষার-শীতল রস দিয়ে ওর কপালে তিলক করে দিলাম, এবং আপাদমস্তক সর্বাংগে মাখিয়ে দিলাম। কাছের একটি (কর্পূর-) গাছের ফাটা বাকলের ফাঁক থেকে ভেঙে নিয়ে হাত দিয়ে গুঁড়িয়ে সেই কর্পূরের গুঁড়ো দিয়ে স্বেদ বন্ধ করলাম। (উত্তরীয়ের) বল্কল ভিজিয়ে দিলাম বুকে-লেপে-দেওয়া চন্দনরসে। টুপটাপ-নির্মল-জল-ঝরে-পড়া কলার পাতা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলাম। এইরকম করে বারবার নতুন-নতুন পদ্মপাতার শেজ রচনা করতে-করতে, মুহুর্মুহু চন্দন লাগাতে-লাগাতে, ক্ষণে-ক্ষণে স্বেদের প্রতিকার করতে-করতে, এবং কলার পাতা দিয়ে অনবরত হাওয়া করতে-করতে আমার মনে হল—

কন্দর্প ঠাকুরের দেখছি অসাধ্য কিছু নেই। কোথায় হরিণের মতো মহানন্দে বনে-

থাকা সরলস্বভাব এই মানুষটি, আর কোথায় চটকে-ঠমকে ভরা, রসের ডালি গন্ধর্ব-রাজপুত্রী মহাশ্বেতা। দুনিয়ায় দেখছি এমন অঘটন নেই যা এ ঘটাতে পারে না, এমন কর্ম নেই যা এ করতে পারে না, এমন কিছু নেই যা এর ক্ষমতার বাইরে। এর কাছে অকর্তব্য বলে কিছু নেই। অত্যন্ত কঠিন-কঠিন বিষয়েও এ অবহেলে বিচরণ করে। কারো সাধ্যি নেই একে ঠেকায়। সচেতন প্রাণীদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, অচেতনদেরও এ মিলিয়ে দিতে পারে। এর যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে দেখব কুমুদিনীও সূর্যকিরণের প্রেমে পড়ছে, রেঙে উঠছে সূর্যের করস্পর্শে, কমলিনীও ঝেড়ে ফেলছে তার চন্দ্র-কর-বিদ্বেষ, রাতও মিশে যাচ্ছে দিনের সঙ্গে, জোছনা হয়েছে অন্ধকারের অনুগতা, ছায়া দাঁড়িয়ে আছে প্রদীপের মুখোমুখি, বিজুরীও মেঘের গায়ে থির হয়ে যাচ্ছে, জরাও যৌবনের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে চলেছে। এইরকম অগাধ-গাম্ভীর্য-সাগরকে যে একগাছি তৃণের মতো পেড়ে ফেলেছে, সে কী-না করতে পারে? কোথায় সেই তপস্যা, আর কোথায় এই অবস্থা! এ কি বিপদ্ এসে উপস্থিত হল, এর যে কোন প্রতিকারই দেখতে পাচ্ছি না। এখন কী করি, কিসের চেষ্টা করি, কোন্ দিকে যাই, কার শরণ নিই, কী হবে উপায়, কে হবে সহায়, কেমন করে, কোন্ ফন্দিতে, কাকে আঁকড়ে ওর প্রাণ রক্ষা করি? কোন্ কৌশলে, কোন্ ফন্দিতে, কীভাবে, কোন্ অবলম্বন দিলে, কোন্ বুদ্ধিতে, কী আশ্বাসে ও বাঁচবে? ভারী মন নিয়ে বসে থাকতে-থাকতে এইসব এবং অন্য আরো কত রকমের সব চিন্তা মাথায় আসতে লাগল। আবার ভাবলাম, এইসব লম্বা-লম্বা অর্থহীন চিন্তা করে লাভটা কি? ওর প্রাণটা তো ভাল-মন্দ যে কোন উপায়ে হোক বাঁচতেই হবে। আর সে-বাঁচানোর তো আর কোন রাস্তাই নেই—একমাত্র সেই মেয়েটির সঙ্গে মিলন ছাড়া। একে ওর অল্পবয়স, তায় লাজুক, সুতরাং নিজের এই প্রেমের ব্যাপারটাকে ও মনে-মনে ভাবছে তপস্যার বিরোধী অন্যায় একটা লোক-হাসানি ব্যাপার। যদি থাকে প্রাণ যেতে একটিমাত্র শ্বাস, তবু কিছুতেই ও নিজে তার কাছে সেধে যাবে না সাধ মেটাতে। এদিকে ওর এই প্রেমব্যাধির আর তো সইছে না তর—

যদ্যপি করিতে হয় অতি বিনিন্দিত
অকর্তব্য কোন কর্ম, তবুও সতত
আচরণ করি তাহা, করিবে রক্ষণ
প্রাণের বন্ধুর প্রাণ—কহেন সজ্জন।

সুতরাং লজ্জায় মাথা কাটা গেলেও এই অনুচিত কর্মটি আমায় করতেই হবে। কি আর করি, আর তো কোন উপায়ই নেই, সুতরাং তার কাছেই যাই, জানাই এই অবস্থা। —এই ভেবে, হয়ত আমি অনুচিত কর্ম করতে চলেছি জানলে ওর লজ্জা হবে, বাধা দেবে, তাই ওকে না জানিয়েই একটা অছিলা করে সেখান থেকে উঠে সোজা এখানে চলে এসেছি। এই হচ্ছে অবস্থা। এখন, এসময়ে যা কর্তব্য, এরকম অনুরাগের যা উপযুক্ত, আমার আগমনের যা যোগ্য, অথবা আপনার নিজের পক্ষে যা উচিত বলে মনে হয়, করুন, আপনার যেমন ইচ্ছা।

এই বলে কপিঞ্জল চুপ করলেন। তাঁর দৃষ্টি আমারই দিকে নিবদ্ধ রইল আমি কী বলি তা শোনার আশায়।

(কপিঞ্জলের) সেই (বিবরণ) শুনে আমি যেন ডুবে গেলুম সুখের অমৃতে ভরা

এক হ্রদে। যেন (সিনানে) নামলুম অনুরাগরসের সায়রে। ভাসতে লাগলুম সমস্ত আনন্দের ওপরে। চড়লুম যেন সকল চাওয়ার চরম চূড়ায়, হেলান দিলুম সব উৎসবের পরম মহোৎসবের আকাশ-'তলা'য়।[২৭৫]

সে সময় লজ্জা ফুটে উঠে আমার মুখ একটু নুয়ে পড়েছিল, তাই গাল না ছুঁয়েই —টপটপ করে পড়তে লাগল নির্মল আনন্দের অশ্রুবিন্দু, পড়েই চলল পড়েই চলল, দেখাচ্ছিল যেন একখানি মালা গাঁথা হয়ে চলেছে। চোখের পাতায় ঠেকে নি বলে ফোঁটা-গুলি ছিল বড়-বড় ভারী-ভারী। সেই অশ্রুধারাই বলে দিচ্ছিল, হৃদয়ে মোর ডেকেছে আজ আনন্দেরই বান। তখন আমি ভাবছিলুম, ভাগ্যিস এই অনঙ্গ আমার মতো তারও পিছু নিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে যাতনা দিয়েও এক হিসেবে অনুগ্রহই দেখিয়েছে এই (নিঠুর দরদী)। সত্যি যদি তার এই অবস্থা হয়ে থাকে, তাহলে এ আমার কোন্ উপকারটা করে নি? কী দেয় নি? এর মতো বন্ধু আর কে আছে? আর শান্তমূর্তি কপিঞ্জলের এই মুখ থেকে স্বপ্নেও তো মিথ্যেকথা বেরোন সম্ভব নয়। এই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমারই বা কি করা উচিত, তাঁকেই বা কি বলি?—

এইসব তোলাপাড়া করছি, এমন সময় প্রতীহারী শশব্যস্তে ঢুকে আমায় বলল, 'রাজকন্যে-দিদি, পরিজনদের কাছে তোমার শরীর খারাপ শুনে রাণীমা আসছেন।' সেই শুনে কপিঞ্জল দারুণ ভিড়ের ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে, 'এ তো দেখছি ভীষণ দেরি হয়ে যাবে। এদিকে ত্রিভুবনের চূড়ামণি ভগবান দিবসকর অস্তে চলেছেন। যাই তাহলে। যে কোন প্রকারে আমার প্রিয়বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করুন, এই দক্ষিণা চেয়ে হাতজোড় করছি, এই আমার পরম বৈভব।'[২৭৬]—এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই, কোনরকমে একটা রাস্তা পেয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন, কেননা—মা আসছেন, তাঁর আগে-আগে এসে ঢুকতে-ঢুকতে চারদিক থেকে দরজা একেবারে জুড়ে ফেলেছিল সোনার বেত্রলতা হাতে প্রতীহারীরা, কঞ্চুকীরা, পান ফুল সুগন্ধিচূর্ণ অঙ্গরাগ নিয়ে চামর ঢোলাতে ব্যস্ত পরিজনেরা, তাদের পেছন-পেছন আবার কুঁজো খুদিরাম কালা বামন নপুংসক বিকল এবং বোবারা।

মা তো আমার কাছে এসে, অনেকক্ষণ থেকে তারপর নিজের মহলে চলে গেলেন। মা তখন এসে কি করেছিলেন, কি বলেছিলেন, কি উদ্যোগ করেছিলেন, কিছুই আমি লক্ষ্য করি নি, কেননা আমার মন তখন উধাও নিরুদ্দেশ।

মা চলে গেলেন। অস্ত গেলেন সরোজিনীর পরাণবঁধুয়া, চক্রবাকের বন্ধু ভগবান সবিতা—ঘোড়াগুলি যাঁর হারীতের মতো হরিৎ-বরণ।[২৭৭] পশ্চিম দিগ্‌বধূর মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল, পদ্মের বন সবুজ হতে লাগল, পূর্বদিক নীল নীল ক্রমশ নীল। পাতালের পাঁকের মতো কালো অন্ধকার এসে গ্রাস করল জীবন্ত পৃথিবী—যেন মহাপ্রলয়পয়োধির জলোচ্ছ্বাস।

কি করব ভেবে না পেয়ে সেই তরলিকাকেই জিগ্যেস করলুম, ও তরলিকা, তুই কি দেখছিস না, কিরকম আকুল হয়েছে আমার মন, আর, কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে কেমন দিশেহারা হয়ে গেছে ইন্দ্রিয়গুলি? কি করা উচিত কিছুই তো বুঝতে পারছি না। তুমিই[২৭৮] আমাকে বল এখন কি করা উচিত। তোর সামনেই তো এমন করে বলে গেলেন কপিঞ্জল। যদি, মনে কর্, আমি একটা সাধারণ মেয়ের মতো লজ্জা ত্যাগ করে, ধৈরয ভুলে, শিক্ষাদীক্ষা-নম্রতায় জলাঞ্জলি দিয়ে, লোকে আমার নামে কী বলবে

তার পরোয়া না করে, সদাচার লঙ্ঘন করে চরিত্রকে ডিঙিয়ে, বংশকে উপেক্ষা করে, অপযশ স্বীকার করে, অনুরাগে অন্ধ হয়ে, বাবার বিনা-অনুমতিতে, মায়ের বিনা-অনুমোদনে, উপযাচিকা হয়ে পাণি-গ্রহণ করাই, তাহলে গুরুজনদের লঙ্ঘন করা হয়, সে বড় অধর্ম। আবার ধর্মের অনুরোধে যদি অন্য পথ বেছে নিয়ে মরণ স্বীকার করি, তাহলে প্রথমত, নিজে এসে মুখ ফুটে যিনি চেয়েছেন—আর এই তাঁর প্রথম চাওয়া আমার কাছে—সেই মাননীয় কপিঞ্জলের প্রার্থনা ভঙ্গ করা হয় আর দ্বিতীয়ত, আমার কাছে আশাভঙ্গ হয়ে সেই মানুষটির যদি প্রাণ বিপন্ন হয়, তাহলে মুনিহত্যার ভয়ংকর পাপ হবে।

—এই বলতে বলতেই দেখি, ফুলধুলিতে-ধূসর বাসন্তী বনবীথির মতো, আবছা আলোয় ধূসর হয়ে উঠছে পূর্বদিক, এখনি চাঁদ উঠবে।

তারপর, চাঁদের আভায় পূর্বদিকটা দেখাতে লাগল যেন—চাঁদ-কেশরীর কর-নখরে বিদীর্ণ-হতে-থাকা অন্ধকারের হাতির কুম্ভ ফুঁড়ে বেরোন গজমোতির গুঁড়োয় ধলো-ধলো হয়ে উঠছে,

যেন উদয়-পাহাড়ের সিদ্ধসুন্দরীদের বুক-থেকে-খসে-পড়া রাশি-রাশি চন্দন-চূর্ণে পাণ্ডুর হয়ে উঠছে,

যেন (চন্দ্রোদয়ে) বিচলিত সমুদ্রের ঢেউয়ের হাওয়ায় তীরের চড়ার উড়াল-বালিতে ক্রমশ পাণ্ডু-রঙ ধারণ করছে।

আস্তে-আস্তে, চাঁদ দেখে মৃদু-মৃদু-হাসি রাত্রির দন্ত-প্রভার মতো জ্যোৎস্না ঝরে-ঝরে রাত্রির মুখখানি (=আরম্ভটি) অপূর্ব সুন্দর করে তুলল। তারপর রসাতল থেকে মেদিনী ফুঁড়ে যেন শেষনাগের ফণামণ্ডলের মতো উঠল চাঁদ—আলো হয়ে গেল রাত। সমস্ত জীবলোকের আনন্দ, প্রেমিকাদের বল্লভ, শুধুমাত্র প্রেমোৎসব-উপভোগেরই যোগ্য, অমৃতময় সেই চাঁদ—ঠিক যেন যৌবন—বাল-ভাব একটু ত্যাগ করে, মকরকেতনের বন্ধু হয়ে, রঙ-রঙীন হয়ে, আস্তে-আস্তে একটু-একটু করে আরোহণ করতে লাগল। রমণীয় হয়ে উঠল রাত্রি।

সদ্য-উদয়ের রাগে লোহিত সেই চাঁদ—সে যেন প্রত্যাসন্ন পূর্বসমুদ্রের বিদ্রুমচ্ছটায় পাটল হয়ে গেছে, যেন উদয়গিরির সিংহের থাবায় আহত নিজের হরিণটির রক্তে লালে লাল, যেন প্রণয়কলহে কুপিতা রোহিণীর পায়ের আলতায় মাখামাখি। সেই চাঁদকে উঠতে দেখে আমার হৃদয় অন্ধকার হয়ে গেল, যদিও অন্তরে জ্বলছিল প্রেমের আগুন। আমি চলে গেলুম অনঙ্গের হাতে, যদিও আমার শরীরটি ধরে রেখেছিল তরলিকা তার কোলে। আমি দেখতে লাগলুম মরণ, যদিও আমার চোখ ছিল চাঁদে।[২৭৭] সেই ক্ষণে আমার মনে হল, একদিকে মধুমাস মলয়ের হাওয়া ইত্যাদি সব একজোটে, আর একদিকে এই পাপিষ্ঠ পোড়া চাঁদ—সইতে পারছি নে। অতি দুর্বিষহ প্রেমের বেদনায় হিয়া জর-জর। এই চাঁদের উদয়—এ যেন দাহজ্বরের ওপর অঙ্গারবৃষ্টি, শীতার্তের ওপর তুষারপাত, বিষ-ফোড়ায় মূর্চ্ছিতকে কাল-কেউটের ছোবল। এই ভাবতে-ভাবতেই মূর্ছায় আমার চোখ জড়িয়ে এল, যেন চাঁদের উদয়ে কমলবন ম্লান হয়ে ঢলে পড়ল ঘুমে।

তরলিকা ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে চন্দন এনে লাগিয়ে দেওয়াতে, আর তাল-পাখার হাওয়া করাতে, একটু পরেই জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি, তরলিকা বসে আছে যেন

মূর্তিমতী বিষাদ, অত্যন্ত বিচলিত, আমার কপালে ধরে আছে একটি জল-ঝরা চন্দ্রকান্তমণির শলাকা, আর কাঁদছে, অবিশ্রান্ত অশ্রুধারায় মুখখানি আঁধার হয়ে গেছে।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে সে আমার পায়ে প্রণাম করে চন্দন-পঙ্কে আর্দ্র তার দুটি হাত জোড় করে বললে, রাজকন্যে-দিদি, কেন লজ্জা করছ? কেন ভাবছ গুরুজনদের কথা? লক্ষ্মীটি, আমাকে যেতে দাও, নিয়ে আসি তোমার মনের মানুষকে। কিম্বা ওঠ, নিজেই চল সেখানে। এরপর জোরদার চাঁদ-উদয়ে হাজার আকিঞ্চনের হাজার ঢেউয়ে সাগরের মতো ফুঁসে উঠবে মকরকেতন, আর সইতে পারবে না।

তরলিকা যখন এরকম করে বলল, তখন আমি তাকে বললুম; পাগলী, মন্মথের কি দরকার? এই তো এসে গেছে (একাই-একশো) কুমুদিনীর বঁধু—সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ইতস্তত ঘুচিয়ে, সমস্ত উপায়-চিন্তা উড়িয়ে দিয়ে, সব বাধা আড়াল করে, সব আশংকা দূর করে, ঘুচিয়ে দিয়ে সকল লজ্জা, উপযাচিকা হওয়ার লঘুতা-দোষ ঢেকে দিয়ে, 'আর দেরি নয়, সময় পাবে না আর' বলতে-বলতে—এখন সে আমাকে নিয়ে যাক হয় মরণের কাছে, না হয় তাঁর কাছে। ওঠ্ রে, প্রাণ থাকতে-থাকতে কোনরকমে চলে যাই, এমন করে যে কাঁদাচ্ছে সেই আমার পরাণবন্ধুর মান রাখি।—এই বলতে-বলতে প্রেম-মূর্ছার ক্লান্তিতে সারা অংগ টলোমলো, তাকেই ধরে-ধরে কোনমতে উঠলুম। যেই পা বাড়িয়েছি, অমনি থরথর করে কেঁপে উঠল ডান চোখ—একি অলক্ষণ! আশংকায় ভরে গেল মন, এ আবার দৈবের নতুন কি মার!

চাঁদ তখনো ওঠে নি বেশি দূর। জোছনায় ভেসে যাচ্ছিল দিক্-দিগন্ত। সে-চাঁদ যেন তিন-ভুবনী অট্টালিকার প্রকাণ্ড পয়োনালী[২৮০]—বয়ে নিয়ে চলেছে চুন-জলের বানের পর বান, ঝরাচ্ছে চন্দনরসের ঝরণার পর ঝরণা, উগরে চলেছে অমৃতসাগরের জোয়ারের পর জোয়ার, বমন করছে শ্বেতগংগার হাজার-হাজার ধারা। লোকের মনে হতে লাগল, তারা যেন শ্বেতদ্বীপের বাসিন্দা হয়ে গেছে, যেন চন্দ্রলোক-দর্শনের আনন্দ অনুভব করছে। সে-চাঁদ যেন মহাবরাহের দংষ্ট্রামণ্ডল, ক্ষীরসায়রের মাঝখান থেকে থেকে আস্তে-আস্তে তুলে ধরছে পৃথিবীকে!

ভবনে-ভবনে মেয়েরা উৎফুল্ল-কুমুদ-গন্ধে-সুবাসিত চন্দনজল দিয়ে নিবেদন করতে লাগল চন্দ্রোদয়ের অর্ঘ। প্রেমিকাদের প্রেরিত হাজার-হাজার প্রেম-দূতীতে ভরে গেল রাজপথগুলি। নীলোৎপলের প্রভায় ঢাকা কমলবনলক্ষ্মীর মতো; নীলাংশুকে অবগুণ্ঠিতা অভিসারিকারা চাঁদের আলোয় ভয়ে চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক পালাতে লাগল। জেগে উঠতে লাগল ভবনদীর্ঘিকার কুমুদিনীরা—প্রতিটি কুমুদে লগ্ন মধুকর-মণ্ডল নিয়ে। ফুটে-যাওয়া কুমুদবনের অজস্র পরাগে ধবধবে হয়ে গেল অন্তরিক্ষের মাঝখানটা, যেন রাত্রির নদীর ওপর জেগে উঠল একটি চড়া। চন্দ্রোদয়ের আনন্দে থৈ-থৈ করতে লাগল মহাসমুদ্রের মতো পৃথিবী, যেন প্রেমরসময়, যেন উৎসব-ময়, যেন লীলাবিলাসময়, যেন প্রীতিময়। চন্দ্রকান্ত-মণির পয়োনালী বেয়ে-বেয়ে ঝরতে লাগল জল, তাইতে (বর্ষাভ্রমে) আনন্দিত মুখর শিখীদের কেকাধ্বনিতে রমণীয় হয়ে উঠল প্রদোষবেলা।

তখন, যেন পদ্মরাগমণির রশ্মি দিয়ে তৈরি একটি রক্তাংশুকের অবগুণ্ঠনে মাথা ঢেকে—সেই মূর্ছার সময় লাগান একটু শুকিয়ে যাওয়া চন্দনের তিলকে আটকে ধূসর

হয়ে আছে এলোমেলো চূর্ণকুন্তল, তখনো আর্দ্র চন্দনরসের সেই প্রলেপই অংগরাগ, তাই সাজ-সজ্জা, তেমনি করেই কণ্ঠ ঘিরে রয়েছে সেই অক্ষমালা, আর শ্রবণশিখরে আলতো স্পর্শ দিচ্ছে সেই পারিজাতমঞ্জরী—প্রাসাদশিখর থেকে নেমে এলুম আমার নিজের পরিজনদেরও অলক্ষিতে। পেছন-পেছন তরলিকা; সংগে তার নানানরকম ফুল, পান, অংগরাগ, সুগন্ধিচূর্ণ এইসব।

নেমে এসে, অন্তঃপুরের বাগানের[২৮১] পাশ-দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে হাঁটা দিলুম তার উদ্দেশে, সংগে চলল পারিজাতফুলমঞ্জরীর গন্ধ আকৃষ্ট হয়ে, বাগান উজাড় করে, কুমুদবন শূন্য করে ঝাঁকে-ঝাঁকে ধেয়ে-আসা মধুকর, (আমার রক্তাবগুণ্ঠনের ওপরে) একটি নীলকাপড়ের অপরূপ ঘোমটার মায়া রচনা করতে-করতে।

যেতে-যেতে—সংগে আমার শুধু তরলিকা, আর একটিও পরিজন নেই, দেখে—ভাবলুম, প্রিয়তম-অভিসারে চলেছে যে জন, কী হবে তার বাইরের পরিজনে? এই তো এরাই আমার পরিজনের ভূমিকায় অবতীর্ণ—ধনুতে জ্যা-আরোপণ করে বাণ জুড়ে পিছু-পিছু চলেছে পুষ্পধনু। বহুদূর পর্যন্ত কর বাড়িয়ে যেন হাত ধরে টেনে-টেনে নিয়ে চলেছে চাঁদ। পাছে হোঁচট খাই, তাই প্রতিপদে ধরে আছে অনুরাগ। লজ্জাকে পেছনে ফেলে, ইন্দ্রিয়দের সঙ্গে আগে-আগে দৌড়ে চলেছে হৃদয়। 'ওরে মন হবেই হবে' বলতে-বলতে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে অধীরতা।

প্রকাশ্যে বললুম, হ্যাঁ রে তরলিকা, এই পোড়া চাঁদ যদি তার কর দিয়ে আমার মতন তাকেও চুলে ধরে টানতে-টানতে এদিকে নিয়ে আসে?

আমার একথা শুনে তরলিকা হেসে আমায় বলল, রাজকন্যে-দিদি, তুমি বড় কাঁচা। সে-মানুষটিকে নিয়ে এ-চাঁদ কী করবে বল দিকি নি? এ তো নিজেই, দিদিমণি, তোমার প্রেমে পড়ে কি রকম সব ভংগী-চংগী করছে, দেখছ না? ঐ তো ঘামের ফোঁটায় চিকচিকে (আ. ভরা) তোমার গাল দুটিতে ছায়া হয়ে পড়ে-পড়ে চুম দিচ্ছে; পড়ে থাকছে তোমার লাবণিভরা ভরা বুকে, জোচ্ছনা ফিনিক ফুটেছে না তো, কাঁপা-কাঁপা চুলবুলে হাতে হাত দিচ্ছে তোমার গোটের দামী-দামী পাতরগুলোর। তোমার ঝকঝকে পায়ের নোকে শরীর রেখে পায়ে নুটুচ্চে যে গো। আর দেখ না, পীরিতে জরজর মানুষের মতোই ওরও গা-টি কেমন তাপে শুকনো চন্ননের প্রলেপের মতো শাদাটে দেখাচ্ছে, পদ্ম-কোঁড়ের বালার মতো ধবধবে কিরণগুলি ঠিক যেন পদ্ম-কোঁড়ের বালা পরা ধলো-ধলো হাত। ছায়া না আরো কিছু, ঐ ছুতোয় নিজেই ফটিকমণির মেঝের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। কেয়ার ভেতরের কেশরের মতো ধূসর ওর জোচ্ছনা নিয়ে, ঠিক যেন ঐ কেয়ার-ভেতরের কেশরের রেণু-মাখা উলো-ধুলো পায়ে কুমুদ-পুকুরে হাপুস-হুপুস ডুব দিচ্ছে। ফোঁটা-ফোঁটা জলে জবজবে চন্দ্রকান্ত-পাতরে হাত বুলুচ্ছে। মোটেও পছন্দ করছে না পদ্মের বন; কি করে করবে বল, চখা-চখীর জোড় ভেঙেছে যে ওখানে…

এইসব, এবং ঐ সময়ে যা স্বাভাবিক সেই ধরনের নানানরকম কথা বলতে-বলতে তরলিকাতে-আমাতে সেই জায়গাটিতে পেঁছিলুম।

কৈলাসের গা-বেয়ে ঝরছিল চাঁদের উদয়ে জল-চুঁয়ে-পড়া চন্দ্রকান্তমণির এক প্রস্রবণ। সেখানে পথের লতাকুসুমেয় পরাগধূলিতে ধূসর পা দুটি ধুচ্ছি, এমন সময় যেদিকে সে ছিল সরোবরের সেই পশ্চিম তীরেই, বহুদূর থেকে অস্পষ্টভাবে মনে হল যেন

শুনলুম পুরুষের কান্নার শব্দ। ডান চোখ নাচায় মনে একটা আশংকা ছিলই, তাই, শুনে বুকটা যেন ফেটে গেল, অন্তরাত্মা বিষণ্ণ হয়ে মনের মধ্যে বলতে লাগল কি যেন অমঙ্গলের কথা, গাটা কেঁপে উঠল, সভয়ে 'তরলিকা, কি ব্যাপার বল্ তো' বলতে-বলতে তাড়াতাড়ি-তাড়াতাড়ি সেই দিকে চললুম।

নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতায় দূর থেকেই স্পষ্ট চেনা গেল কপিঞ্জলের গলা, শুনতে পেলুম মুক্তকণ্ঠে আর্তনাদ করে সে বিলাপ করছে—হায় মরে গেলুম, হায় জ্বলে গেলুম, হায় ঠকে গেলুম, হায় একি হল, একি ঘটে গেল, এ যে আমায় উপ্‌ড়ে ফেললে! দুরাত্মা, মদনপিশাচ, পাপিষ্ঠ, নৃশংস, এ কি কুকাজ করলি! আঃ পাপিষ্ঠ দুষ্কর্মকারিণী দুর্বিনীতা মহাশ্বেতা, এ তোমার কী অপকার করেছিল? আঃ পাপিষ্ঠ দুর্বৃত্ত চাঁদ চণ্ডাল, কৃতার্থ হলি তো? নির্দয় নির্মম দখিন হাওয়া, যা করার করে এখন তোর মনের সাধ মিটল তো? এখন যেমন খুশি ব'। হা ঠাকুর শ্বেতকেতু, পুত্র-অন্ত প্রাণ, তোমার সর্বস্ব চুরি হয়ে গেল, জানতে পারলে না। হা ধর্ম, তুমি নির্বংশ হলে। হা তপস্যা, তুমি নিরাশ্রয় হলে। হা সরস্বতী, তুমি বিধবা হলে। হা সত্য, তুমি অনাথ হলে। হা দেবলোক, তুমি শূন্য হলে। একটু দাঁড়াও ভাই, আমিও তোমার পেছন-পেছন আসছি। তোমায় ছেড়ে একা একমুহূর্তও যে থাকতে পারি না। কেন এমন করে আজ এককথায় আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছ, অচেনা অদেখার মতো? এতখানি নিষ্ঠুরতা কোত্থেকে এল তোমার? বল তো, তোমার বিহনে কোথায় যাই, কার কাছে চাই, কার শরণ নিই? আমি যে অন্ধ হয়ে গেলুম, শূন্য হয়ে গেল আমার চারিদিক। বেঁচে থেকে কী হবে? তপস্যা করে কী লাভ? জগতে আর তো কোথাও কোন সুখ রইল না। কার সঙ্গে বেড়াব, কার সঙ্গে কথা বলব? ওঠ ভাই, উত্তর দাও, কোথায় গেল আমার প্রতি তোমার সেই বন্ধুপ্রেম, কোথায় সেই একটু হেসে কথা বলা?—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শুনে আমার প্রাণ উড়ে গেল। দূর থেকেই চিৎকার করে কেঁদে উঠে, সরোবরের তীরের লতায় লেগে কাপড়-ওড়না ছিঁড়তে-ছিঁড়তে, যত পারি তাড়াতাড়ি, কখনো সমান কখনো এবড়ো-খেবড়ো অজানা জমিতে পা ফেলতে-ফেলতে, পায়ে-পায়ে হোঁচট খেতে-খেতে—কেউ যেন আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল—সেখানে গিয়ে, পাপিষ্ঠ হতভাগিনী আমি দেখলুম তাঁকে—

প্রাণ নেই, একটু আগেই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে।

সরোবরের তীরের কাছে একটি চন্দ্রকান্তমণির শিলাতল—শীতল জলকণার ধারা চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ছে। তারই ওপর যত্নে-রচা, কুমুদে কুবলয়ে কমলে নানান বনফুলে অতি কোমল, মৃণালময়—যেন কুসুমশরের শরময়—একটি শয্যা, তারই ওপর শুয়ে আছেন তিনি। নিষ্পন্দ, নিথর। যেন শুনছেন আমার পায়ের শব্দ। মনের অভিমানে প্রেমের দাহজ্বালা জুড়িয়ে গিয়ে যেন তক্ষুনি ঘুম এসেছিল, তাই আরামে ঘুমিয়ে পড়েছেন গভীর ঘুমে। যেন মনের উত্তেজনার প্রায়শ্চিত্ত করতে কুম্ভক করছেন। ঠোঁটের রঙ ফুলে-ফুলে উঠে যেন বলছে, 'তোমার জন্যে আমার এই অবস্থা।' প্রেমের দহনে বিহ্বল হয়ে বুকে রেখেছিলেন হাতখানি, তার থেকে ঠিকরোচ্ছে নখদ্যুতি, মনে হচ্ছে সে যেন চাঁদের জ্যোৎস্না; চাঁদের ওপর বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে শুয়েছিলেন, তাই পিঠের ওপর পড়ে পিঠ-বুক ফুঁড়ে ঐ নখদ্যুতির ছলে

বেরিয়ে আসছে। চন্দনের রেখা দিয়ে ললাটে আঁকা রয়েছে একটি শুকনো শাদা তিলক, যেন তাঁর বিনাশের জন্য দেখা দিয়েছে মদন-চাঁদের কলা।[২৮২] 'আমার থেকেও তুমি বেশি ভালবাসলে আরেক জনকে?' এই বলে যেন রাগ করে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে প্রাণ। সে যেন নিজেই ছেড়ে দিয়েছে প্রাণ, আর সেই সংগে প্রেমের (অসহ) বেদনা; দিয়ে, অচৈতন্য হয়ে থাকার আরাম উপভোগ করছে। যেন ধ্যান করছে অনঙ্গের যোগবিদ্যা। যেন অভ্যাস করছে এক অদ্ভুত প্রাণায়াম। আমাকে এনে দিয়ে অনঙ্গ যেন প্রীতিভরে কাড়াকাড়ি করে টেনে নিয়েছে তার প্রাণের পূর্ণপাত্রখানি।[২৮৩]

ললাটে আঁকা চন্দনের ত্রিপুণ্ড্ররেখা। ধারণ করে রয়েছে সরস মৃণালসূত্রের যজ্ঞোপবীত। কাঁধে আটকানো কলার গর্ভপত্রের অপরূপ চীরবসন। সেই একনরী মুক্তার মালাখানিই বড়-সড় জপমালা। ঘন নির্মল কর্পূরচূর্ণই ভস্ম, তাইতে শুভ্র শরীরটি। রক্ষার মংগলসূত্রের মতো বাঁধা আহা মৃণালবলয়—যেন মদনব্রতচারীর বেশ ধরে সাধছে আমারই সংগে মিলনের মন্ত্র। অনবরত কেঁদে-কেঁদে লাল হয়ে গেছে চোখ, যেন অশ্রু ফুরিয়ে গিয়ে রক্ত এসে পড়েছে। মদনশরশল্যযন্ত্রণায় একটুখানি কুঁচকে-যাওয়া সেই চোখ দিয়ে, সে যেন আমায় অনুযোগ করে অভিমানভরে বলছে, 'ওগো, কি কঠিন তোমার প্রাণ, আর একটিবার শুধু চোখের দেখাটুকু দিয়েও ধন্য করলে না তোমার অনুগত এই মানুষটাকে।' ঠোঁট একটু ফাঁক, তাই দিয়ে বেরিয়ে আসছে দন্তচ্ছটা, সামনেটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে চাঁদের কিরণেরা তার প্রাণ চুরি করতে ভেতরে ঢুকেছিল, এখন বেরিয়ে আসছে। প্রেমের বেদনায় টোট'-টোট' হৃদয়ে বাঁ-হাতটি রেখে, 'না, যেও না, কথা রাখ, প্রাণসমা আমার, তুমি গেলে আমার প্রাণও যে যাবে চলে' বলে হিয়ার মধ্যে আমাকেই যেন ধরে রেখেছে। অন্য হাতটি চিৎ করে যেন ঠেকাচ্ছে চাঁদের আলো—নখের আঁকাবাঁকা ছটায় হাতটি মনে হচ্ছে যেন চন্দন-ঝরা। কাছেই রয়েছে তপস্যার বন্ধু কমণ্ডলুটি, গ্রীবা উঁচু করে যেন দেখছে কোন্ পথ দিয়ে এখুনি চলে গেল প্রাণ। কণ্ঠে জড়ানো ঐ মৃণালবলয়টি তো আভরণ নয়, ও যেন চাঁদ তার আলোর দড়ি গলায় দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে লোকান্তরে।

আমাকে দেখেই কপিঞ্জল হাত তুলে 'সর্বনাশ হয়েছে' বলে দ্বিগুণ চোখের জলে ভেসে হাহাকার করতে-করতে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

জ্ঞান হারালুম আমি। চারিদিকে অন্ধকার অন্ধকার অন্ধকার, যেন নেমে যাচ্ছি পাতালের একেবারে তলায়। তখন কোথায় গেছি, কি করেছি, কি বলে বিলাপ করেছি, কিছুই জানি না। কেন যে প্রাণ তখুনি গেল না, তাও বুঝতে পারলুম না—এ মূঢ়হৃদয় অতিশয় কঠিন বলে, না এ পোড়া শরীরে হাজারো দুঃখ সইবার শক্তি আছে, তাই; না কপালে লেখা ছিল সুদীর্ঘ শোক; না জন্মান্তরের অনেক পাপ জমা হয়ে ছিল আমার ভেতরে; না পোড়ারমুখো বিধি দুঃখ দিতে ওস্তাদ, না দুরাত্মা হতভাগা মন্মথ একেবারেই বেঁকে বসেছিল, সেইজন্যে? খালি, অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি; আমি হতভাগিনী মাটিতে পড়ে, যেন আগুনের মধ্যে পড়ে অসহ্য শোকে জ্বলতে-জ্বলতে ছটফট করছি। সে মরে গেছে আর আমি বেঁচে আছি—এই অসম্ভব ব্যাপার কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। উঠে, 'হায় এ কি হল' বলে ডুকরে কেঁদে উঠে, 'বাবা গো; মা গো, সই গো' বলে হাহাকার করতে লাগলুম—

হায় নাথ; জীবন-বন্ধন, আমাকে একা অসহায় ফেলে রেখে কোথায় চললে, নিষ্ঠুর? শুধোও তরলিকাকে, তোমার জন্যে আমার কি অবস্থা গেছে। কোনমতে কেটেছে দিন, যেন একটি হাজার যুগ। দয়া কর, একবার, শুধু একবার কথা বল, দেখিয়ে দাও তোমার ভক্তকে তুমি কেমন ভালবাস। একটু চোখ মেল, আমার সাধ মেটাও। আমি আর্ত, আমি ভক্ত, আমি তোমার অনুরাগিণী, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, আমি ছোট মেয়ে, আমার আর কোন গতি নেই; আমি বড় দুঃখিনী, আর কোন আশ্রয় নেই আমার, আমি তোমার প্রেমে আত্মহারা। কেন দয়া করছ না? বল কী অপরাধ করেছি, তোমার কোন্ কাজটি করি নি, কোন্ কথাটি শুনি নি, কোন্ সাধে বাদ সেধেছি (আ. কোন্ পছন্দে মন ঢেলে দিই নি), যে রাগ করেছ? তোমার দাসীকে যে অকারণে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছ, তোমার নিন্দের ভয় নেই? অবশ্য আমায় নিয়ে তুমি কী-ই বা করবে? আমি তো মিথ্যে-মিথ্যে ভালবাসার ভান করে প্রতারণাই করতে শিখেছি শুধু। আমি বাঁকা, পাপিষ্ঠা। ওঃ, আমি এখনো বেঁচে আছি; হতভাগিনী, হায়, কি সর্বনাশ হল আমার। তুমিও আমার হলে না, শিক্ষাদীক্ষা-ভদ্রতাও রইল না, আত্মীয়পরিজনও না, পরলোকও না। কি পাপ করলুম আমি, ছি ছি, আমার জন্যেই তোমার এমন দশা হল। এমন তোমাকে ছেড়ে আমি কিনা বাড়ি চলে গেলুম! আমার মতো এমন নিষ্ঠুর প্রাণ আর কার আছে? কি হবে আমার বাড়ি দিয়ে? কি হবে মা, বাবা, আত্মীয়স্বজন, পরিজন দিয়ে? হায়, কার শরণ নিই? ওগো দৈব, দয়া কর, মিনতি করছি তোমায়, আমার প্রিয়তমকে দক্ষিণা দাও আমায়! নিয়তি-ঠাকরুণ, কৃপা কর, বাঁচাও অনাথা মেয়েকে। ভগবতী বনদেবতারা, করুণা কর, ওর প্রাণ ফিরে দাও। মা বসুন্ধরা, সবাইকে অনুগ্রহ কর তুমি মা, আমাকে কেন করুণা করছ না? বাবা কৈলাসেশ্বর, তোমার শরণ নিলুম, দেখাও তোমার দয়ালুতা। —ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত কি যে ডুকরে-ডুকরে বলে চলেছিলুম, কতটুকুই বা মনে আছে···যেন আমায় গেরোয় পেয়েছে, যেন আমার ভর হয়েছে, যেন আমি পাগল হয়ে গেছি, যেন আমায় ভূতে পেয়েছে। বিলাপ করছি আর দরদরধারে অনর্গল পড়ে চলেছে চোখের জল, সে তো জল নয়, সে যেন বিগলিত দ্রবীভূত জলাকারে পরিণত আমিই। প্রলাপের কথাগুলির সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে আসছে যে দন্ত-কিরণচ্ছটা, সে-ও যেন আরেক অশ্রুধারা, তাই সেই কথাগুলিও যেন কাঁদছে। চুলও যেন অনবরত ফুল ঝরানোর ছলে মুকুতার মতো বাষ্পবিন্দুই বিসর্জন করে চলেছে। আভরণগুলি—তারাও তাদের উজ্জ্বল মণির কিরণাশ্রু ঝরিয়ে কেবলই কাঁদছে আর কাঁদছে আর কাঁদছে।

কাতর হয়ে চাইতে লাগলুম তার জীয়ন আমার মরণ। সে মৃত, তবু ইচ্ছে করতে লাগল, আমার সবখানি নিয়ে তার হৃদয়ের মধ্যে ঢুকে যাই। হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম তার দুটি গালে, কপালে, যেখানে শুকনো চন্দনে শাদা হয়ে আছে জটার গোড়াগুলি, সরস-মৃণাল-রাখা দুটি কাঁধে, চন্দনের ফোঁটায় মাখামাখি পদ্মপাতা দিয়ে ঢাকা বুকে। অনুযোগ করে বলতে লাগলুম, পুণ্ডরীক, তুমি নিষ্ঠুর, আমি এমন করে কাঁদছি, তবু তুমি আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছ না। বারবার কাকুতি-মিনতি করতে লাগলুম, বারবার চুম্বন করতে লাগলুম, বারবার তার গলা জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে কাঁদতে লাগলুম। আঃ পাপিষ্ঠা, আমার আসা পর্যন্ত তুইও ওর প্রাণটুকু ধরে

রাখতে পারলি না—এই বলে একনরী হারটিকে বকতে লাগলুম। ঠাকুর, দয়া কর, ওকে বাঁচিয়ে দাও—বলে বারবার কপিঞ্জলের পায়ে আছড়ে পড়তে লাগলুম। বারবার তরলিকার গলা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলুম।

আজও চিন্তা করলে ভেবে পাই না, সে-সময় হতভাগিনী আমার মুখে কে দিল অমন বাণী, ঐসব করুণ আদরের কথা, আমি তো ভাবি নি কখনো আগে, কেউ তো আমায় শেখায় নি, পড়ায় নি, দেখিও নি কোথাও কখনো। কোত্থেকে এল সেইসব অন্তরঙ্গ আলাপ, কোত্থেকে এল সেই অতিকরুণ বিহ্বল কান্না? সে অন্য রকমের। ভেতর থেকে কান্নার বেগ যেন ফুলে-ফুলে উঠছিল প্রলয়ের ঢেউয়ের মতন। কেউ যেন খুলে দিয়েছিল চোখের জলের অফুরন্ত ফোয়ারা। অংকুরের মতো বেরিয়ে চলেছিল অজস্র বিলাপ। শত-শত দুঃখের চুড়ো মাথা তুলছিল। একটার-পর-একটা মূর্ছা জন্ম নিয়ে চলেছিল।

এইভাবে নিজের কাহিনী বলতে-বলতেই যেন অতীতের সেই অতিবেদনাদায়ক অবর্ণনীয় অবস্থা অনুভব করতে-করতে তার চেতনা হরণ করে নিল মূর্ছা। আছড়ে পড়ে যাচ্ছিল পাথরের ওপর, চন্দ্রাপীড় যেন তার পরিজনের মতোই তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল। তারও মন বেদনাপ্লুত হয়ে উঠেছিল। তারপর চোখের জলে ভেজা তারই বল্কলের ওড়নার আঁচল দিয়ে আস্তে-আস্তে হাওয়া করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। সমবেদনায় ভরে গিয়ে তারও দুটি গাল ভেসে যাচ্ছিল ফুলে-ফুলে ওঠা কান্নায়। জ্ঞান ফিরলে মহাশ্বেতাকে সে বলল, দেবি, আমি পাপিষ্ঠ, আপনার শোককে নতুন করে তুলেছি, তাই তো আপনার এমন অবস্থা হল। থাক এ কাহিনী। আর বলবেন না। আমিও আর শুনতে পারছি না। বন্ধুজনের অতীত দুঃখও বর্ণনা করার সময় ঠিক সাক্ষাৎ অনুভবের মতোই বেদনা দেয়। তাই বলছি, কোনরকমে জীইয়ে-রাখা আপনার এই দুর্লভ প্রাণকে আর বারবার স্মৃতিশোকের আগুনে পোড়াবেন না (আ. ইন্ধন করে তুলবেন না)।

এই কথা শুনে উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সে। আবার জলে ঝাপসা হয়ে গেল তার চোখ। সখেদে বলল, রাজপুত্র, সেই অতি ভয়ংকর কালনিশায় এই অতিনিষ্ঠুর প্রাণ যাকে ছাড়ে নি, তাকে আজ ছাড়বে এমন কোন ভরসাই নেই। কোন পুণ্য করি নি কখনো, পাপে-ভরা পাপিষ্ঠা আমি, তাই আমি যমেরও অরুচি (আ. যমঠাকুরও আমাকে এড়িয়ে চলেন)। আর, শোক আসবে কোত্থেকে এই পাষাণ হৃদয়ে? এ সবই হল এই দুরাত্মা শঠহৃদয়ের মিথ্যে ছলনা। এই নিলাজ হৃদয় আমাকে একেবারে নির্লজ্জের শিরোমণি করে দিয়েছে। আর দেখুন, যে বজ্রময়ী প্রেমের বেদনার মধ্যে দিয়ে এই সবকিছু অনুভব করেছে ভুক্তভোগী হয়ে, তার আর বলাতে কী এসে যায়? আর, যা বলেছি তার থেকে আরো কষ্টকর কী-ই বা বলার আছে, যা আপনি শুনতে পারবেন না, বা আমি বলতে পারব না? শুধু বলব সেই আশ্চর্য ঘটনাটি, এই বজ্রপাতের পরে যেটি ঘটেছিল। আর দেখা দিয়েছিল আমার বেঁচে থাকার একটা অতি ক্ষীণ আবছা কারণ, সেটিও বলব। যে দুরাশার মরীচিকায় পড়ে আমি এই মৃতবৎ নিষ্প্রয়োজন অকৃতজ্ঞ পোড়া শরীরটাকে যেন অন্যের শরীরের মতো শুধু ভার হিসেবেই বয়ে চলেছি, সেটি শুনে নিন।

ঐরকম যখন ঘটে গেল সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়ে, তখন ঠিক করলুম,

মরবই। অনেক বিলাপ করে তারপর তরলিকাকে বললুম, ওঠ্ রে নিষ্ঠুর মেয়ে, আর কত কাঁদবি? কাঠ নিয়ে এসে চিতা সাজিয়ে দে, আমি যাব আমার জীবননাথের সঙ্গে।

যেই বলেছি, অমনি চন্দ্রমণ্ডল ফুঁড়ে আকাশ বেয়ে নেমে এলেন দেবতার মতো দেখতে, কুমুদফুলের মতো ধবধবে শরীর, মহাপুরুষের লক্ষণযুক্ত এক প্রকাণ্ড দশাসই পুরুষ, হাওয়ায় উড়িয়ে কেয়ূরের আগায় আটকে-যাওয়া একতাল অমৃতের ফেনার মতো শাদা রেশমের উড়ানি। দুই কানে দুলছে কুণ্ডল, তার মণিপ্রভায় গাল দুটি রক্তবরণ। বুকে ঝুলছে বড়-বড় মুক্তোর অতি উজ্জ্বল হার, যেন তারার মালা গাঁথা। শাদা রেশমী কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা উষ্ণীষের গিঁট। ঝাঁকড়া মাথায় ভোমরা-কালো কোঁকড়া চুলের ভার। কানে ফোটা কুমুদের কর্ণপুর। কামিনীবক্ষের কুঙ্কুমের আলপনায় চিহ্নিত দুটি কাঁধ। স্বচ্ছজলের মতো নির্মল দেহদ্যুতি ছড়িয়ে-ছড়িয়ে যেন ধুয়ে দিচ্ছেন দিক্-দিগন্ত। তাঁর শরীর থেকে ঝরঝরিয়ে-ঝরে-পড়া ঠাণ্ডা কাঁপুনি-ধরানো সুগন্ধি অমৃতবিন্দুর ফোয়ারা দিয়ে (পুণ্ডরীককে) যেন একরাশ তুষার দিয়ে অনুলিপ্ত করে, যেন গোশীর্ষ-চন্দন[২৮৪] জলের ছিটে দিয়ে তাকে অভিষিক্ত করে, ঐরাবতের শুঁড়ের মতো মোটাসোটা, আঙুলগুলি-মৃণালধবল, অতিশীতলস্পর্শ দুটি বাহু দিয়ে মৃত পুণ্ডরীককে তুলে নিয়ে, দুন্দুভি-নির্ঘোষ-গম্ভীর স্বরে 'বৎসে মহাশ্বেতা, প্রাণত্যাগ কোরো না, এর সঙ্গে তোমার আবার মিলন হবে'—বাবার মতো সাদরে এই কথা কটি বলে তাকে নিয়ে আকাশে উড়ে গেলেন।

আমি তো ব্যাপার দেখে ভয়ে বিস্ময়ে কৌতূহলে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে কপিঞ্জলকে জিগ্যেস করলুম, 'এটা কী হল?' কপিঞ্জল সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে তীরবেগে উঠে পড়ে, 'শয়তান, আমার বন্ধুকে চুরি করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস?' এই বলে রেগেমেগে ওপর দিকে তাকিয়ে বল্কলের উড়ানি দিয়ে চটপট মালকোঁচা বেঁধে উড়ন্ত সেই পুরুষটির পেছন-পেছনই আকাশে উঠে পড়ল। আর দেখতে-দেখতে তারার মধ্যে মিলিয়ে গেল সকলে।

কপিঞ্জলের এই চলে-যাওয়া যেন দ্বিতীয় প্রিয়তম-মরণের মতোই আমার শোককে দ্বিগুণ করে তুলল, বুকটা ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তরলিকাকে বললুম, 'কি রে? কিছু বুঝতে পারলি? বল্ না, ব্যাপারটা কী হল?' সে আর বলবে কি, ব্যাপার দেখে-শুনে—মেয়ে তো, এমনিতেই ভীতু, তার ওপর সে-সময় শোকের থেকে ভয়ের চোটেই অস্থির হয়ে, শরীর ঠকঠকিয়ে কেঁপে, আমি পাছে মরে যাই সেই ভয়ে, দুঃখে মুষড়ে পড়ে বেচারী করুণভাবে বলল—

রাজকন্যে-দিদি, আমি পাপী-তাপী মানুষ, আমি আর কি জানব, বল, কিন্তু এ বড় তাজ্জব কাণ্ড। ঐ বেটাছেলেটি—ওনার চেহারা তো মানুষের মতো না, দিদি, যেতে-যেতে কেমন বাপের মতো আদর করে তোমায় সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন। এমন দেবতার মতো চেহারা, স্বপনেও এনাদের কথা মিথ্যে হয় না, আর এ তো একেবারে জ্বলজ্যান্ত চোকের সুমুখে। যতই ভেবে দেখছি, কই, ওনার মিছে কথা বলার তো কোন কারণই খুঁজে পাচ্চি নি। তাই বলছি, ভেবেচিন্তে দেখ, এই যে 'পরাণ দেবই' বলে গোঁ ধরে বসেছ, এর থেকে মনটা তোমার ফিরিয়ে আনাই ভাল। এ-অবস্থায় এর থেকে বড় ভরসার কথা আর কী হতে পারে বল? আর দেখ, কপিঞ্জলও তো ওনাকে

ধাওয়া করে উধাও হলেন। তাই 'উনি কোত্থেকে এসেছিলেন; কে উনি, কেনই বা মরা মানুষটাকে অমন করে তুলে নিয়ে চলে গেলেন; কোথায় নিয়ে গেলেন, আর কেনই বা, দিদিমণি, তোমাকে আবার মেলার এমন একটা অসম্ভব আশা দেখিয়ে সান্ত্বনা দিলেন' —এই সব (কপিঞ্জল ফিরলে) তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়ে তারপর বাঁচা মরা যা খুশি কর। মরতে চাইলে মরা তো আর এমন কিছু কঠিন না, ও পরে হবে'খন। কপিঞ্জল বাঁচলে পরে তোমার সঙ্গে, দিদিমণি, দেখা করবেনই করবেন। কাজেই, অন্তত তিনি যদ্দিন না ফেরেন, প্রাণটা ধরে থাক।—এই বলতে-বলতে আমার পায়ে পড়ল।

আমিও—প্রাণের মায়া ত্যাগ করা সবার পক্ষেই কঠিন বলে, স্ত্রীস্বভাব বড় ক্ষুদ্র বলে, আর তার কথার মায়ায় দুরাশা-মরীচিকায় ভুলে এবং কপিঞ্জলের ফেরার আশায়; সে-সময় তাই ভাল মনে করে প্রাণ আর ছাড়লুম না। আশা কী না করায় বলুন?

তারপর সেই কালরাত্রিসম—যেন হাজার-বছর দীর্ঘ—যাতনাময় দুঃখময় নরকময় অগ্নিময় রাত কাটালুম সেই সরোবরের তীরে, তরলিকার সঙ্গে, হতভাগিনী—চোখে আমার ঘুম ছিল না, মাটিতে পড়ে তেমনি করেই কেবলি ছটফট করছিলুম, মুখের ওপর এসে পড়ছিল ধুলোয় ধূসর; চোখের জলে ভিজে গালের সঙ্গে লেপটে-থাকা, এলোমেলো খোলা চুল। আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে চিৎকার করে কেঁদে-কেঁদে গলা ভেঙে বসে শুকিয়ে গিয়েছিল।

ভোরবেলা উঠে সেই সরোবরেই স্নান করে আমার সিদ্ধান্ত ঠিক করে নিলুম। তার প্রেমে তুলে নিলুম তারই সেই কমণ্ডলু, নিলুম সেই বল্কলগুলি; সেই জপমালা। সংসার যে কত অসার, বুঝতে পারলুম। জানলুম, আমার পুণ্য বলতে কিছুই প্রায় নেই। দেখলুম, বিপদ্ যখন পর-পর এসে পড়ে, তখন শুধু পড়ে-পড়ে মার খেতে হয় (আ, সে বড় দারুণ), কোনই প্রতিকার থাকে না। বুঝলুম; শোককে ঠেকানো যায় না। অভিজ্ঞতা হল, দৈব কি নিষ্ঠুর। ভেবে দেখলুম; ভালবাসা বড় দুঃখময়। মন বললে; সবই অনিত্য। উপলব্ধি হল; সব সুখই হঠাৎ ভেঙে যায়। তাকালুম না মা-বাবার দিকে। ত্যাগ করলুম সমস্ত আত্মীয়-স্বজন; সেই সঙ্গে পরিজন। বিষয়-সুখ থেকে ফিরিয়ে নিলুম মন। ইন্দ্রিয় সংযত করে, ব্রহ্মচর্য নিয়ে; এই ত্রিলোকের নাথ অনাথশরণ মহাদেবের শরণ চেয়ে তাঁরই আশ্রয় নিলুম।

পরের দিন কি জানি কোথা থেকে খবর পেয়ে বাবা এলেন মাকে এবং আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে কান্নাকাটি করে; নানারকম উপায়ে; অনেক পীড়াপীড়ি করে, অনেকরকম উপদেশ দিয়ে, নানাবিধ সান্ত্বনা দিয়ে; আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা করলেন। তারপর যখন নিশ্চয় করে বুঝতে পারলেন; এ সংকল্প থেকে কিছুতেই এ-মেয়েকে টলানো যাবে না; তখন নিরাশ হয়েও—মেয়ের ওপর টান কি অত সহজে যায়?—বারবার আমি বিদায় দেওয়া সত্ত্বেও অনেক দিন থেকে, গভীর দুঃখে ভেতরে-ভেতরে পুড়তে-পুড়তে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সেই যে বাবা গেলেন; তারপর থেকে এই গুহাতেই তরলিকার সঙ্গে রয়েছি, সে যে আজ হল কতকাল, হৃদয়ে বহন করে চলেছি এই সুদীর্ঘ শোক। সেই মানুষটির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চলেছি শুধুমাত্র চোখের জল ফেলে। তারই অনুরাগে ক্ষীণ, পাপে-ভরা, লজ্জার-মাথা-খেয়ে-বসা, অলক্ষুণে, হাজারো দুঃখকষ্টের বাসা এই পোড়া শরীরটাকে একশোরকম ব্রত-নিয়ম করে শুকোচ্ছি। বনের ফলমূলজল খেয়ে

থাকি। জপ ছাই হয়, তারই গুণগুলি গুনতে গুনতে মালা ফেরাই। ত্রিসন্ধ্যা স্নান করি এই সরোবরে। প্রতিদিন পুজো করি ঠাকুর ত্রিলোচনের।

এই হচ্ছি আমি। খালি পাপ করতেই দড়, অলক্ষুণে-অপয়া, বেহায়া, নিষ্ঠুর, ভালোবাসার বাষ্পও নেই, নৃশংস-খুনে; গণইতে দোষ গুণলেশ ন পাওবি, কেন যে আমি জন্মেছিলুম জানি না, অর্থহীন বন্ধ্যা এ জীবন, নাহি নাথ নাহি সুখ নাহি কোথা কোন আলম্বন। ব্রহ্মহত্যার মহাপাতকে আমি পাতকিনী; কেন আমার মুখ দেখছেন আপনি; মহাভাগ, কেন শুধোচ্ছেন প্রশ্ন ?

এই বলে শুভ্র বল্কলের আঁচল দিয়ে, যেন শরতের একফালি মেঘ দিয়ে চাঁদের মতো মুখখানি ঢেকে; দুর্বার কান্নার বেগ সামলাতে না পেরে ডুকরে-ডুকরে কাঁদতে লাগল অনেক অ নে কক্ষ ণ ধরে।

চন্দ্রাপীড়ের প্রথম থেকেই তার ওপর গভীর শ্রদ্ধা হয়েছিল, তার রূপ, বিনয়, ভদ্রতা, মধুর কথাবার্তা, নিঃসঙ্গতা; কঠোর তপস্যা, প্রশান্তি, নিরভিমান ভাব, মহানুভবতা এবং পবিত্রতা দেখে। তার ওপর এখন তার এই আত্ম-কাহিনী-কথন, যার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছিল তার সৌজন্য; আর (পুণ্ডরীকের প্রতি) তার সেই (জীবন-ঢেলে-দেওয়া) কৃতজ্ঞতা—চন্দ্রাপীড়ের মন কেড়ে নিল, আরো অনেক বেশি বেড়ে গেল তার প্রীতি। তার মন ভিজে উঠল, সে আস্তে-আস্তে বলল—

দেবি, যে-মানুষ কষ্ট করতে ভয় পায়; সুখের নেশায় লালায়িত এবং অকৃতজ্ঞ, ভালোবাসা কাজে দেখাতে না পেরে সে শুধু (মুখেই) ভালোবাসা দেখিয়ে মিছিমিছি চোখের জল ফেলে কাঁদে। কিন্তু আপনি তো সবই কাজে করে দেখাচ্ছেন। প্রেমের যোগ্য কাজ আপনি কী করেন নি যে কাঁদছেন ? তাঁর জন্যে আপনি আপনার আজন্ম-পরিচিত অত্যন্ত প্রিয় আত্মীয়স্বজনকেও অচেনার মতো ত্যাগ করেছেন। ভোগ ছিল হাতের কাছেই, তবু তাকে অবজ্ঞা করেছেন তৃণের মতো। ইন্দ্রের সমৃদ্ধিকেও ছাড়িয়ে যায় এমন ঐশ্বর্যসুখ ছেড়ে দিয়েছেন। মৃণালিনীর মতো এমন ছিপছিপে শরীরটিকেও অনভ্যস্ত কতরকম সব কৃচ্ছ্রসাধন করে-করে একেবারে এই রোগা ডিগডিগে করে তুলেছেন। ব্রহ্মচর্য নিয়েছেন। গুরুতর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেছেন। মেয়েদের পক্ষে যা অত্যন্ত সুকঠিন, সেই বনবাস স্বীকার করেছেন। আরো বলি, দুঃখে অভিভূত হয়ে আত্মহত্যা করে বসাটা খুবই সহজ। কিন্তু গুরুতর ক্লেশের মধ্যে নিজেকে ফেলা—সেটি তো অত সহজে হয় না, তার জন্যে রীতিমতো প্রস্তুতি চাই। এই যে সহমরণ ব্যাপারটা—এর কোন মানে হয় ? যারা কিছু জানে না বোঝে না, তারাই শুধু এই রাস্তায় চলে। এ শুধু মূঢ়তার একটা শখ। অজ্ঞানের পথ এটা। এ একটা হঠকারিতা। এ হল সংকীর্ণ দৃষ্টি। এত বড় ভুল আর হয় না। এই যে বাবা ভাই বন্ধু বা স্বামী মারা গেলে প্রাণ ছেড়ে দেওয়া—এ একটা মুখ্যুমি। প্রাণ নিজে না ছাড়লে তাকে ছাড়া উচিত নয়। ভাল করে ভেবে দেখলে এই আত্মহত্যা একরকমের স্বার্থপরতাই—কি ? না, শোকের বেদনা সহ্য করতে পারছি না, তার প্রতিকার ! কিন্তু যে মারা গেছে, তার এতে কী উপকারটা হল ? সে তো আর এতে করে বেঁচে উঠল না, তার পুণ্যও এতে (একচুলও) বাড়ল না, কোন শুভলোকে যাবার

ছাড়পত্রও মিলল না, নরকে যাওয়ার থাকলে তা রদ হল না, তার দেখাও মিলল না এর সাহায্যে, পরস্পরের মিলনও হল না এতে করে। শুধু সে চলে গেল—তাকে যেতেই হল; কেননা তার নিজের কোন হাত নেই এতে—সেই অন্য কোনখানে, তার নিজের কর্মফল পেকে-পেকে যে জায়গাটি তার জন্যে জমিয়ে রেখেছে ; আর এ-তে খালি বর্তাল আত্মহত্যার পাপ। অথচ এ যদি বেঁচে থাকত, তাহলে জলাঞ্জলি দান-টান করে কত উপকার করতে পারত মৃতের এবং নিজেরও। মরে গেলে কার করবে ? দুজনের একজনেরও না।

মনে করে দেখুন, সমস্ত-রমণীদের-মন-চুরি-করা পতিদেবতা মকরকেতু যখন শিবের নয়নবহ্নিতে ভস্ম হলেন; তখন তাঁর একমাত্র পত্নী প্রিয়তমা রতি তো প্রাণত্যাগ করেন নি। তারপর, অবহেলে-জয়-করা সমস্ত রাজাদের মাথার ফুলে সুবাসিত হয়ে থাকত যাঁর পাদপীঠ, সমস্ত পৃথিবী থেকে যিনি কর ভোগ করতেন, সেই পরমসুন্দর স্বামী পাণ্ডু যখন কিন্দম[২৮৫] মুনির শাপানলের ইন্ধন হলেন; তখন বৃষ্ণিকুলোদ্ভূতা শূরসেনকন্যা পৃথা তো জীবন পরিত্যাগ করেন নি। বিরাটের মেয়ে বালিকা উত্তরাও তো দেহ ছাড়েন নি, যখন সদ্য-ওঠা চাঁদের মতো নয়নানন্দ, ভদ্রস্বভাব, বীর অভিমন্যু মারা গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রের মেয়ে দুঃশলা—একশ ভাইয়ের কোলে-কোলে যিনি আদরে মানুষ হয়েছিলেন—তিনিও তো প্রাণত্যাগ করেন নি, যখন অর্জুন লোকান্তরে পাঠালেন পরমসুন্দর, মহাদেবের বরে বর্ধিত-গৌরব সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে। আরো কত হাজার-হাজার দেব দৈত্য রাক্ষস মানুষ মুনি সিদ্ধ গন্ধর্ব মেয়েদের কথা শোনা যায়, যাঁরা স্বামীহীনা হয়েও জীবন ধারণ করেছেন।

তবু প্রাণত্যাগ করা যেত, যদি তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলনে কোন সংশয় থাকত। কিন্তু, দেবী, আপনি তো তাঁর (অর্থাৎ সেই মহাপুরুষের) মুখ থেকে স্বকর্ণেই শুনেছেন পুনর্মিলনের (আশ্বাস) বাণী ? সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় আর সন্দেহ কিসের ? আর, যত বড় কারণই থাক না কেন, মিথ্যে কি করে পাত্তা পাবে ঐরকম অলৌকিক-চেহারা সিদ্ধবাক্ মহাপুরুষদের কথার মধ্যে ? আর, মৃতের সঙ্গে জীবিতের মিলন—সে আবার কেমনধারা ? অতএব, কোন সন্দেহ নেই, ঐ মহাত্মার করুণা হওয়ায় তিনি ওঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলার জন্যেই তুলে দেবলোকে নিয়ে গেছেন। মহাত্মাদের প্রভাব আমাদের চিন্তার বাইরে। সংসারে কতরকম ঘটনা যে ঘটে তার ঠিক নেই। দৈবও বিচিত্র। তপস্যার সিদ্ধাইও একেবারে থ' বানিয়ে দেয়। কর্মের (অর্থাৎ কর্মফলের) শক্তিও হরেকরকম। আর, খুব ভাল করে ভেবে দেখলেও, একমাত্র জীবনদান ছাড়া, ওঁর এই অপহরণের আর কোন কারণ কি আদৌ আন্দাজ করা যায় ? দেবি, আপনি ভাববেন না এটা একেবারেই অসম্ভব। এ রেওয়াজ বহুদিনের। জানেন বোধহয়, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে মেনকার প্রমদ্বরা নামে যে কন্যাটি হয়, (মহর্ষি) স্থূল-কেশের আশ্রমে সাপের কামড়ে তার প্রাণ যায়। ভৃগুবংশীয় চ্যবনের নাতি, প্রমতির পুত্র রুরু নামে এক মুনিকুমার তাকে নিজের আয়ুর অর্ধেক দান করেন। অশ্বমেধের ঘোড়ার অনুসরণ করার সময়, যুদ্ধের মাথায় নিজের ছেলে বভ্রুবাহনের শরে অর্জুনের যখন প্রাণ যায়, তখন নাগকন্যা উলূপী তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিলেন। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রের আগুনে ঝলসে গিয়ে মৃত অবস্থায়ই ভূমিষ্ঠ হলে, উত্তরার বিলাপে কৃপা-পরবশ হয়ে ভগবান বাসুদেব দুর্লভ প্রাণ দান করেছিলেন

তাঁকে। ত্রিভুবন-বন্দিত-চরণ তিনিই আবার উজ্জয়িনীর সান্দীপনি নামে এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে যমের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে এনেছিলেন [২৮৬]। এঁর ক্ষেত্রেও ঐরকমই একটা কিছু ঘটবে। কি আর করবেন, বলুন, কাকেই বা দুষবেন? বিধাতা-ঠাকুরের যা ইচ্ছে! যা করেন নিয়তি-ঠাকরুণ! নিশ্বাসটুকু যে ফেলবেন, সে-ও তো নিজের ইচ্ছেয় হবার যো নেই। এই নিষ্ঠুরের জাসু পোড়া দৈবের খেয়াল-খেলা বড় জটিল-কুটিল। অকৃত্রিম-মনোহর প্রেম সে বেশিদিন সহ্য করতে পারে না। আর সচরাচর দেখবেন, এমনিতেই সুখের স্বভাবই হচ্ছে—চট করে ফুরিয়ে যায়, ভেঙে যায়। আর দুঃখের স্বভাব হচ্ছে—ফুরোতেই চায় না। দেখুন, মানুষের মিলন একটা জন্মে কোনরকমে ঘটে যায়, কিন্তু বিরহ চলে সহস্র-সহস্র জন্ম ধরে। আপনি অনিন্দনীয়া, এভাবে আত্মনিন্দা করবেন না। সংসারের পথ বড় জটিলগহন, তার মধ্যে যারা প্রবেশ করেছে, তাদের এসব ঘটেই। ধীরস্থির হলে তবেই বিপদ্ কাটিয়ে ওঠা যায়।—ইত্যাদি ইত্যাদি সব কোমল সান্ত্বনার কথা বলে তাকে সুস্থির করে আবার ঝরণা থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে এসে, সে না না করা সত্ত্বেও জোর করে তাকে দিয়ে মুখ ধোওয়াল।

এদিকে ততক্ষণে সূর্য্যিঠাকুর পাটে বসেছেন। মনে হচ্ছে যেন মহাশ্বেতার কাহিনী শুনে মনে বড় কষ্ট হয়েছে, তাই দিনের কাজ ছেড়ে-ছুড়ে মুখটি নিচু করে রয়েছেন। তারপর ম্লান হয়ে এল দিন। পরিণত প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরীর পরাগের মতো পিঙ্গলরঙে রাঙতে-রাঙতে সূর্যের-চাক্‌তিটি ঝুলে পড়ল (দিগন্তে)। গাঢ় কুসুমফুলের রসে রাঙানো রেশমী কাপড়ের মতো কোমল অস্তসূর্যের আভা ক্রমশ চলে যেতে লাগল দিগ্‌বধূদের মুখ থেকে। নীলিমা ঘুচে গিয়ে চকোরের চোখের তারার মতো পিঙ্গল রঙে লেপা হয়ে যেতে লাগল আকাশ। কোকিলের চোখের মতো বভ্রু রঙের সন্ধ্যারাগ পৃথিবীকে অরুণা করে তুলতে লাগল। গ্রহনক্ষত্রেরা ঔজ্জ্বল্য-অনুসারে পর-পর ফুটে উঠতে লাগল। বুনো মোষের মতো কালো শরীরী দৃষ্টি-হরা রাতের অন্ধকার আকাশের বিস্তার চুরি করে নিয়ে (=সংকীর্ণ করে দিয়ে) চারিদিকে কালিমা ছড়াতে শুরু করল। গভীর তিমিরে গাছেদের সবুজ রঙ ঢাকা পড়ে গিয়ে তারা যেন 'সঘন সারি দিয়ে দাঁড়াল ঘেঁষে'। শিশিরজালে জড়ানো শীতল মন্থর হাওয়া বইল লতার ঝুপসি ডাল কাঁপিয়ে—সে যে চলেছে তা অনুমান করা যাচ্ছিল বনকুসুমের প্রগাঢ় গন্ধ থেকে। রাতের মুখে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ল পাখিরা।

তখন মহাশ্বেতা আস্তে-আস্তে উঠে, ভগবতী সায়ং-সন্ধ্যার উপাসনা করে, কমণ্ডলুর জলে পা ধুয়ে একটি বিষণ্ণ উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্কল-শয্যায় শুয়ে পড়ল। চন্দ্রাপীড়ও উঠে ফুল-সহ প্রস্রবণের জল অঞ্জলি দিয়ে সন্ধ্যাবন্দনা করল। তারপর সেই দ্বিতীয় শিলাতলে কোমল লতাপল্লব দিয়ে শয্যারচনা করে তার ওপর বসে-বসে মনে-মনে কেবলই ভাবতে লাগল মহাশ্বেতার কাহিনী। তার মনে হল, দুর্জয় দুঃসহ বেগ, অসহ্যবেদন, কোন প্রতিকার নেই এমনই দারুণ তার মানে প্রেমের দেবতাটি, যে এঁর পাল্লায় পড়ে বড়-বড় লোকেরাও কাবু হয়ে এইভাবে যথাসময়ের অপেক্ষা না রেখেই ধৈর্যে জলাঞ্জলি দিয়ে তখুনি-তখুনি প্রাণ ছেড়ে দেন। শতকোটি নমস্কার বাবা সেই মকরকেতন ঠাকুরকে, যাঁর আজ্ঞা মেনে চলে তিনটি ভুবন।

তারপর মহাশ্বেতাকে জিগ্যেস করল, দেবি, আপনার সেই পরিচারিকা, আপনার দুঃখব্রতের সাথী বনবাস-বিপদের বন্ধু সেই তরলিকা কোথায় গেল?

তখন মহাশ্বেতা বলল, মহাভাগ, সেই যে আপনাকে বলেছিলুম, অমৃত থেকে সম্ভূত একটি অপ্সরা-বংশের কথা, সেই কুলে মদিরা নামে একটি আয়ত-মদির-আঁখি মেয়ের জন্ম হয়। আর তার পাণিগ্রহণ করেন সেই দেব চিত্ররথ, যিনি পা রেখেছেন সমস্ত গন্ধর্বকুলের মুকুট-মুকুলে-রচা পাদপীঠে। তাঁর অজস্রগুণে মনে মনে আকৃষ্ট চিত্ররথ অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁকে, যা অন্য কোন মেয়ের কপালে জোটে নি সেই 'মহাদেবী' (=বড়রানী) আখ্যা দিয়ে অনুগৃহীত করেন স্বর্ণপট্ট-লাঞ্ছন[২৮৭] এবং ছত্র-চামর চিহ্ন সহ, যার ফলে তিনি হন সমস্ত অন্তঃপুরের শীর্ষস্থানীয়া।

পরস্পরের প্রেম বাড়াতে-বাড়াতে তাঁরা যখন যৌবনসুখ উপভোগ করছিলেন, তখন কালক্রমে তাঁদের এক আশ্চর্য কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে—নাম তার কাদম্বরী—সে যেন বাপমায়ের অথবা সমস্ত গন্ধর্বকুলের অথবা সমস্ত মর্ত্যলোকের একমাত্র জীবন। সে আমার অত্যন্ত ভালবাসার পাত্র, অতি অন্তরঙ্গ, বিশ্বাসভাজন; আমার দ্বিতীয় হৃদয়সম বাল্যসখী—আজন্ম তার সঙ্গে আমার শোয়া-বসা পান-ভোজন সব। তাতে-আমাতে একই সঙ্গে শিখেছি নাচ-গান ইত্যাদি কলা। যথেচ্ছ ছেলেখেলা করে-করে —বাধা দেবার কেউ ছিল না—তার সঙ্গে কাটিয়েছি ছেলেবেলা। আমার এই অঘটন ঘটে যাবার পর সে শোকার্ত হয়ে সংকল্প করেছিল, 'যতদিন মহাশ্বেতা দুখিনী থাকবে, ততদিন আমি কিছুতেই বিয়ে করব না।' এবং সখীদের সামনে শপথ করে বলেছিল, 'আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবা যদি জোর করে কখনো কারো সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চান, তাহলে আমি হয় উপোস করে, না হয় আগুনে পুড়ে, না হয় গলায় দড়ি দিয়ে, না হয় বিষ খেয়ে নিশ্চয় আত্মহত্যা করব।' মেয়ের এই অটল প্রতিজ্ঞার কথা কানাকানি হতে-হতে...পরিজনদের কাছ থেকে সবই শুনেছিলেন স্বয়ং গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ। যথাকালে মেয়ে পরিপূর্ণযৌবনা হয়েছে দেখে দারুণ উদ্বেগে তাঁর আর স্বস্তি রইল না এক মুহূর্তও। একে ঐ একটিমাত্র সন্তান, তায় অতিশয় আদরের—কিছু বলতেও পারেন না। অন্য কোন উপায় না দেখে 'এ সময়ে এটাই করতে হবে' ভেবে মহারানী মদিরার সঙ্গে পরামর্শ করে ক্ষীরোদ নামে এক কঞ্চুকীকে আজই ভোরবেলা আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, এই বার্তা দিয়ে—

মা মহাশ্বেতা, একে তোমার ব্যাপারেই আমাদের বুকটা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে, তার ওপর এই আর একটি (দুঃখ) এসে উপস্থিত। এখন কাদম্বরীকে মানাতে তুমি ছাড়া আর গতি নেই।

তখন গুরুজনের কথা শিরোধার্য করে, আর সইকে ভালোবাসি বলে, ক্ষীরোদের সঙ্গে সেই তরলিকাকে পাঠিয়েছি এই বার্তা দিয়ে—কাদম্বরী, সই, দুখিনী মানুষটাকে আরো কেন দুঃখ দিচ্ছিস? যদি চাস আমি বেঁচে থাকি, তাহলে গুরুজনের কথা রাখ্। সে-ও গেছে আর আপনিও এসেছেন।—এই বলে চুপ করল।

ইতিমধ্যে উঠলেন ধূর্জটির ঝাঁকড়া জটার চূড়ামণি, তারাদের রাজা, চাঁদঠাকুর—তাঁর মাঝখানে ওটি কী? কলঙ্ক? না, না, বসানো যেন শোকানলে-ভেতরটা-পুড়ে-যাওয়া মহাশ্বেতার হৃদয়খানি, বইছেন যেন মুনিকুমার-বধের মহাপাপ, দেখাচ্ছেন যেন

দীর্ঘকাল-ধরে-লেগে-থাকা দক্ষের শাপানলের পোড়াদাগ।[২৮৮] যেন ঘন ভস্মের অঙ্গরাগে ধবল, কৃষ্ণসারের চামড়ায় আধো-ঢাকা, অম্বিকার [২৮৯] বাম পয়োধর।

তারপর একটু-একটু করে ওপরে উঠতে লাগলেন গগন-মহাসমুদ্রের পুলিন, সপ্তলোকের সুমঙ্গল নিদ্রাকলস, শঙ্খ-শুভ্র, শ্বেতচ্ছত্রবৎ মানিনীদের মানের শত্রু,[২৯০] উজ্জ্বলকিরণ, কুমুদিনীর প্রাণবন্ধু শশাঙ্কমণ্ডল।[২৯১]। কুমুদের বন-কে-বন ফাঁক হতে লাগল, দশ দিক শাদা ধবধব করতে লাগল। চাঁদের কিরণে ঢাকা পড়ে তারাদের আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগল। কৈলাসের যত চন্দ্রকান্তমণি চুঁয়ে দিকে-দিকে ছুটল ঝলকে-ঝলকে জলের ঝরণা। মৃণালের নব নবাঙ্কুরে ঝলমল ঝলমল করতে লাগল অচ্ছোদসায়রের জল, যেন চন্দ্রকরের আক্রমণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে পদ্মবনশ্রী। বড়-বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সারা শরীর কেঁপে উঠতে-উঠতে, মোহনিদ্রায় ঢলে পড়তে-পড়তে চখা-চখীরা পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে যেতে-যেতে করুণ স্বরে কেঁদে-কেঁদে উঠছিল। আনন্দের অশ্রুকণায়-ঝাপসা-আঁখি গগনবিহারিণী রূপসী বিদ্যাধরী অভিসারিকারা চন্দ্রোদয় হয়ে যাওয়াতে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

মহাশ্বেতা ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আস্তে-আস্তে পল্লবশয্যায় শুয়ে পড়ল চন্দ্রাপীড়। আর এসময় বৈশম্পায়ন, বা বেচারী পত্রলেখা, বা রাজপুত্রেরা আমার সম্বন্ধে না জানি কি ভাবছে—এই কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

অবশেষে রাত পুইয়ে গেল। ভোরবেলা সন্ধ্যোপাসনা সেরে শিলাতলে বসে-বসে মহাশ্বেতা পবিত্র অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করছে, চন্দ্রাপীড়েরও প্রাতঃকৃত্য সারা হয়ে গেছে, এমন সময় সেই সাত-সকালেই তরলিকা এসে উপস্থিত। সঙ্গে একটি গন্ধর্ববালক, নাম তার কেয়ূরক। বছর ষোলো বয়স। চেহারায় বেশ আত্মপ্রত্যয়। পা ফেলছে, যেন থমু থমু চলেছেন মদখেদমন্থর গজরাজ। দণ্ডের মতো উরু দুটি বাসি চন্দনের অঙ্গরাগে ধূসর। কুঙ্কুমরাগে রঙটি পিঙ্গল। (উত্তরীয় নেই), পরে আছে শুধু অধোবাস, একপ্রস্থ সোনার চেন দিয়ে আঁট করে বাঁধা। কাছা বাঁধার পর বাড়তি কাপড়ের ফুঁপিটুকু ফুরফুর করে উড়ছে (হাওয়ায়)। ভুঁড়ি নেই, তাই মনে হয় যেন মাঝখান থেকে ভাগ করা। দরাজ ছাতি। লম্বা মাংসল সুডৌল বাহু। বাঁ-হাতের মণিবন্ধে দুলছে একটি মানিকের বালা। কানের পাথরটির ইন্দ্রধনু-হেন বিচিত্র কিরণজাল নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন এক কাঁধের ওপর ফেলে রেখেছে একটি রঙবেরঙা উড়ুনি। অধরটি চূতপল্লবের মতো কোমল (হলে হবে কি,) অনবরত পান খেয়ে-খেয়ে কালো মেরে গেছে।[২৯২] কান পর্যন্ত টানা-টানা দুটি স্বভাব-ধবল নয়নের ধবলিমা দিয়ে দিক্-দিগন্ত যেন উজ্জ্বলে তুলছে, যেন ঝরাচ্ছে কুমুদের বনের-পর-বন, যেন দিনটাকে ভরিয়ে তুলছে পুণ্ডরীকে-পুণ্ডরীকে। সোনার পাটার মতো চওড়া কপাল। সোজা-সোজা কালো কুচকুচে চুল যেন একঝাঁক ভোমরা। চেহারায় গেঁয়ো ছাপ একেবারেই নেই, রাজবাড়িতে থেকে-থেকে বেশ চালাক-চতুর। এসে তরলিকা 'কে বট আপুনি'-গোছের কৌতূহল নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ ধরে চন্দ্রাপীড়কে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে; তারপর মহাশ্বেতার কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে সবিনয়ে বসল। তার পরে, কেয়ূরকও মাথা অনেকটা নুইয়ে প্রণাম করে বসল একটু দূরে মহাশ্বেতার চোখের ইসারায় দেখিয়ে দেওয়া একটি শিলাতলে। বসে চন্দ্রাপীড়ের সেই অসাধারণ রূপ দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল, এমনটি

আর কখনো দেখে নি সে, এ যে কন্দর্পকেও হার মানায়, এ যে দেব দৈত্য গন্ধর্ব বিদ্যাধর সবার রূপকে টিটকিরি দেয়।

জপ শেষ করে মহাশ্বেতা তরলিকাকে জিগ্যেস করল; হ্যাঁ রে, প্রিয়সই কাদম্বরীকে ভাল দেখলি তো ? আমার কথা সে শুনবে তো ?

তখন তরলিকা—সে বিনয়ে মাথা নুইয়ে, সুন্দর কানটি একটু হেলিয়ে অতিমধুর কণ্ঠে জানাল, রাজকন্যে দিদি, হ্যাঁ। রাজকন্যে-দিদিমণি কাদম্বরীকে দেখনু বেশ ভালই আছেন। আপনার কথাগুলিও দিদি, তেনাকে আগাগোড়া সব বলনু। তো শুনে তিনি মুক্তোর মতো গোটা-গোটা চোখের জল দরদর ধারে ঝরিয়ে কেঁদে যে উত্তরটি দিলেন, তা তেনারই বীণা বয় এই কেয়ূরক—এ বলবে, একে তিনিই পাঠিয়েছেন।

তরলিকার বলা শেষ হলে কেয়ূরক বলল, রাজকন্যা-দিদি মহাশ্বেতা, দেবী কাদম্বরী দৃঢ়ভাবে আপনার গলা জড়িয়ে ধরে আপনাকে জানাচ্ছেন—

এই তরলিকা এসে আমাকে যা বলল, বল্ ভাই, এ কি গুরুজনের মান-রক্ষা ? এ কি আমার মন পরীক্ষা করছিস ? বাড়িতে রয়েছি, সেই অপরাধে কি নিপুণভাবে ভৎর্সনা করলি ? আড়ি করে দিতে চাস বুঝি, তাই এমন কথা ? তোর ভক্তকে ত্যাগ করতে চাস, তারই উপায় ঠাউরেছিস—এই তো ? না কি রাগ করেছিস ? তুই তো আমার মন জানিস—সহজ প্রেমের স্রোতে কানায়-কানায় ভরা—তবু এত বড় নিষ্ঠুর কথাটা বলে পাঠাতে তোর লজ্জা হল না ? কি মিষ্টি কথা ছিল তোর, এমন রূঢ় করে অপ্রিয় করে কথা বলতে কে তোকে শেখাল রে ? পরিণামে বিরস এরকম তুচ্ছ কাজে, সুস্থ থাকতেও, কোন দরদীর প্রবৃত্তি হবে বল্ তো, আমাদের মত শোকাতাপা মানুষের তো কথাই নেই। যে মন বন্ধুর দুঃখে সর্বদাই ভারাক্রান্ত হয়ে আছে, তার কিসের সুখের আশা ? কিসের শান্তি ? কিসের ফুর্তি ? কিসের হাসি-ঠাট্টা ? যে আমার প্রিয়সখীর এমন দশা করেছে, সেই অতি নিদারুণ, বিষের মত অনিষ্টকারী কন্দর্পের মনোবাঞ্ছা আমি কি করে পূর্ণ করতে পারি, বল্ ? সূর্যাস্তে কমলিনীরা বিরহকাতর হলে, তাদের পড়শিনী চক্রবাক-তরুণী পর্যন্ত ত্যাগ করে কান্তমিলনসুখ, আর মেয়েরা করবে না ? আর, আমার যে-হৃদয়ে দিবানিশি বাস করছে আমার পতিবিরহবিধুরা প্রিয়সখী, পরপুরুষদর্শন পরিহার করে, সেখানে কি করে বল্ ঢুকবে অন্য কেউ ? পতিবিরহে আকুল হয়ে প্রিয়সখী যখন তীব্র তপস্যায় শরীর ক্ষয় করে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করছে, তখন আমি সে-সব অগ্রাহ্য করে নিজের সুখের জন্যে কেমন করে বিয়ে করি ? আর তাতে আমার কী সুখটাই বা হবে ? তোকে ভালবাসি বলে আমি এ-ব্যাপারে কুমারী মেয়ের অনুচিত স্বাধীনতা অবলম্বন করে অপযশ কুড়িয়েছি, শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছি, গুরুজনের কথা অমান্য করেছি, লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করেছি, যা মেয়েদের স্বাভাবিক ভূষণ সেই লজ্জা ত্যাগ করেছি। বল্ তো, (যে এত করেছে) সে কেমন করে এ-কাজ করে ? এই হাতজোড় করছি ভাই, এই প্রণাম করছি, এই তোর পায়ে ধরছি, লক্ষ্মীটি, তুই যে বনে চলে গিয়েছিস সে আমার প্রাণটি সংগে করেই, তাই স্বপ্নেও আর একথা মনে ঠাঁই দিস নি ভাই।[২৯৩]

—এই বলে চুপ করল কেয়ূরক।

মহাশ্বেতা শুনে-টুনে অনেকক্ষণ ধরে ভাবল, তারপর, 'তুমি যাও, আমি নিজেই এসে যা করার করছি'—এই বলে কেয়ূরককে পাঠিয়ে দিল। কেয়ূরক চলে গেলে চন্দ্রাপীড়কে বলল, রাজপুত্র, হেমকূট বড় সুন্দর। চিত্ররথের রাজধানীও আশ্চর্য অদ্ভুত। কিন্নরদের দেশে রয়েছে অনেক আজব আজব জিনিস! গন্ধর্বদের রাজ্য বড় চমৎকার। আর কাদম্বরীর হৃদয়টি সরল, মনটি উঁচু। যদি মনে করেন যেতে আপনার খুব বেশি কষ্ট হবে না; কোন গুরুতর কাজের যদি ব্যাঘাত না হয়, অদেখা দেশ দেখার কৌতূহল যদি থাকে মনে-মনে, আমার অনুরোধ যদি রাখেন, আশ্চর্য জিনিস দেখতে যদি আপনার ভাল লাগে; আমি যদি আপনার প্রীতির যোগ্য হয়ে থাকি, 'এ-মানুষটিকে না বলা যাবে না' বলে যদি মনে করেন, আপনার সঙ্গে একটুও যদি ঘনিষ্ঠতা আমার হয়ে থাকে, যদি এ অধম আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হয়—তাহলে আমার এই আবদারটুকু আপনি দয়া করে ঠেলবেন না। চলুন আমার সঙ্গে হেমকূটে। পরম রমণীয়তার সে হল ভাণ্ডার। সেখানে কাদম্বরীকে দেখে—আমার থেকে একটুও আলাদা নয় সে—তার এই গোঁয়ার্তুমি সারিয়ে, একটা দিন বিশ্রাম করে; পরের দিন আমারই সঙ্গে ফিরে আসবেন। আপনি আমার অকারণবন্ধু, আপনাকে শুধুমাত্র দেখেই কতকাল পরে আমার দুঃখের-অন্ধকারে-ভারাক্রান্ত মন যেন হাঁপ ছেড়েছে। আপনাকে আমার এ-কাহিনী শুনিয়ে শোকটা যেন সহ্যের মধ্যে এসেছে। সজ্জনের সঙ্গে মিলন দুঃখী মানুষকেও আনন্দ দেয়। আপনাদের মত মানুষের গুণের সৃষ্টিই হল পরকে সুখ দিতে।

মহাশ্বেতা একথা বললে পর, চন্দ্রাপীড় তাকে বলল, দেবি, আপনাকে দেখে অবধি এ-অধম আপনার অধীন হয়ে পড়েছে। একে নিঃসঙ্কোচে আপনার যেমন খুশি যে-কোন কাজে লাগাতে পারেন।

—বলে তার সঙ্গেই রওনা দিল।

ক্রমে হেমকূটে পেঁছে, গন্ধর্বরাজের প্রাসাদে গিয়ে, সোনার তোরণ দেওয়া সাতটি মহল পেরিয়ে রাজকন্যার অন্তঃপুরের দরজায় এসে দাঁড়াল চন্দ্রাপীড়। মহাশ্বেতাকে দেখে দূর থেকেই প্রণাম করে দৌড়ে এল সোনার লাঠি হাতে দৌবারিকেরা, তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। প্রবেশ করে রাজকুমার দেখল সেই রাজকুমারী-মহলের ভেতরটি—

অসংখ্য শত-সহস্র নারীতে ভিড়-ভর্তি। যেন শুধু মেয়ে দিয়ে ভরা আর এক পৃথিবী। যেন জেনানা-সুমারী[২৯৪] করার জন্যে তিনভুবনের যত নারীকে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। যেন পুরুষহীন আর একটি সৃষ্টি। যেন নতুন-তৈরি এক নারীময় মহাদেশ। (সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির পরে) যেন অবতীর্ণ পঞ্চম—নারীযুগ।[২৯৫] পুরুষদের মোটে পছন্দ করেন না এমন এক প্রজাপতির তৈরি আর এক সৃষ্টি যেন। যেন একটি রমণী-ভাণ্ডার—মেয়ে তৈরি করে করে রেখে দেওয়া হয়েছে (আগামী) সব কল্পে[২৯৬] সরবরাহ করার জন্যে।

চতুর্দিকে তরুণীদের লাবণ্যপ্রভার থৈ-থৈ জোয়ার, দিক্-দিগন্ত ভাসিয়ে, দিনটিকে যেন অভিষিক্ত করছে অমৃতরসের ঝরো-ঝরো বরিষণে, যেন ভিজিয়ে দিচ্ছে মধ্যেকার ফাঁক-ফাঁকা। তার ওপর মরকতমণির ভূষণে চারিদিক আলোয় আলো। মনে

হচ্ছে, মহলটি যেন আলোর। যেন তার কাঠামোটি রচা হয়েছে হাজার-হাজার চন্দ্রমণ্ডল দিয়ে, যেন তাকে জোড় লাগানো হয়েছে জ্যোৎস্না দিয়ে। অলংকারের ছটা দিয়ে যেন তৈরি তার দিক্-দিগন্ত। হাবভাবই যেন তার উপকরণসামগ্রী। যৌবন-বিলাস দিয়েই যেন তৈরি তার এক-একটি ভাগ। রতির রঙ্গভঙ্গিমা জড়ো করে-করে তাই যেন স্তূপ-স্তূপ করা রয়েছে তার মধ্যে। মদনের কাণ্ডকারখানা দিয়েই যেন রচা তার সব ঠাঁই। সেখানকার সব লোক, সব জায়গা যেন অনুরাগে মাখানো-নিকোন। সে যেন শুধু শৃঙ্গার দিয়েই গড়া, শুধু রূপ দিয়েই ভরা। সে শুধু উপভোগের অধিদেবতারই রাজ্য, কুসুমশরের কুসুম-শরেই ছাওয়া। সে যেন শুধুই আজব, শুধুই আশ্চর্য, শুধুই সুকুমার-কোমল-পেলবতা।

শুধু মেয়ে আর মেয়ে আর মেয়ে। চন্দ্রাপীড় দেখল; তাদের মুখের ছটায় চারদিকে যেন চাঁদ-বৃষ্টি হচ্চে। তাদের (দীঘল নয়নের) বঙ্কিম চাহনিতে মাটিতে যেন দুলে-দুলে উঠছে নীলপদ্মের বন। তাদের বল্লরী-হেন ভ্রূ-র অগোপন বিলাসে যেন হাজারো খেলায় মেতেছে কাম-ধনু। তাদের নিবিড় কেশের অন্ধকারে যেন ঘনিয়ে এসেছে রাশি-রাশি কৃষ্ণপক্ষের সাঁঝবেলা। তাদের ঈষৎ হাসির ঝলকানিতে যেন ঘুরছে-ফিরছে পাপড়ি-মেলা-ফুলে ধবধবে একঝাঁক বসন্তের দিন। তাদের নিঃশ্বাসবায়ুর সৌরভে ঘুরে-ঘুরে বইছে যেন ঝলক-ঝলক মলয়বাতাস। নিটোল সুডোল ঝকঝকে গালে যেন চিকচিকিয়ে উঠছে হাজার-হাজার মানিকের আয়না। লালটুকটুক হাতের চেটোগুলি—যেন বনভরা-ভরা লালকমলের পুষ্পবৃষ্টি করছে পৃথিবী। নখকিরণের ঝিকিমিকি—যেন ফুলশরের হাজার-হাজার শরে ছেয়ে গেছে দিক্দিগন্ত। গয়নার ইন্দ্রধনুছটা—যেন দলে-দলে উড়ছে পোষা ময়ূরেরা। যৌবনের রঙ্গভঙ্গ—যেন মুহূর্তে-মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে হাজার-হাজার অনঙ্গ।

চন্দ্রাপীড় দেখল, প্রতিদিনকার অভ্যস্ত কাজগুলি করার ছলে সেই মেয়েরা যেন মোহড়া দিয়ে চলেছে অভিনব প্রেমলীলার—সখীহস্তাবলম্বনে পাণিগ্রহণ, বেণুবাদ্যে চুম্বনব্যতিকর, বীণায় কররুহব্যাপার, কন্দুকক্রীড়ায় করতল-প্রহার, ভবনলতার সেক-কলস-কণ্ঠে ভুজলতাপরিষ্বঙ্গ, লীলাদোলায় নিতম্বস্থলপ্রেঙ্খণ, তাম্বুলবীটিকাবখণ্ডনে দশনোপচার, বকুলবিটপে মধুগণ্ডূষপ্রচার, অশোকতরুতাড়নে চরণাভিঘাত এবং উপহারকুসুম-স্খলনে বেদনাধ্বনি।

সে-সব মেয়েদের মুখগুলি ধোয়া-ধোয়া তাদের (চিকন-চিকন) গালের আভা দিয়েই। তাদের (কান-ছোঁয়া) চোখগুলিই তাদের কানের পদ্মফুল। হাসির রংই অঙ্গরাগ। নিশ্বাসই গায়ের কাপড় সুবাসিত করার করণ-কৌশল। ঠোঁটের ছটাই কুঙ্কুম-অনুলেপন[২৯৭]। কথাবার্তাই বীণা-ঝংকার। ভুজলতাই চাঁপার মালা। হাতের চেটোগুলিই লীলাকমল। বুকই দর্পণ। শরীরকান্তিই রেশমী ঘোমটা। জঘনগুলিই বিলাসের মণিশিলাতল। কোমল আঙুলের রাঙিমাই পায়ের আলতা। রতন হেন নখের ঝিকিমিকিই মেঝের ওপর অর্ঘ্যকুসুমের আলপনা।

সেখানে আলতার ভারেও পা ভেরে যায়, বকুলমালার মেখলা পরলেও হাঁটতে অসুবিধে হয়, অঙ্গরাগের ওজনটুকুতেও হাঁপ ধরে, মিহি কাপড়ের ভারও ক্লান্তি আনে, মঙ্গলসূত্রের রক্ষাবলয় হাতে পরলেও হাত কাঁপে, মাথায় ফুল পরলেও পরিশ্রম হয়। কানের পদ্মটির ওপরে ভোমরাদের পাখার হাওয়াতেও কষ্ট হয়।

আরও বলি, সেখানে (সবাই মনে করে)—সখীকে দেখে (পরিজনের) হাতে ভর না দিয়েই উঠে দাঁড়ানোটা রীতিমত হঠকারিতা। সাজগোজে হারের ওজন সহ্য করতে পারাটা শুধু বুকের কাঠিন্যেরই দৌলতে। ফুল তুলতে গিয়ে (প্রথমটি তোলার পর) দ্বিতীয় ফুলটি তোলা—ওটা বাপু তরুণীদের ঠিক মানায় না। মেয়েদের শিল্পের মধ্যে মালা গাঁথাটা—সেই করতে পারে যে একটু কাঠ-কাঠ। ঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়ে কোমর ভেঙে যাওয়াটা—ওতে অত অবাক হওয়ার কী আছে ?

এমনধারা সেই মেয়ে-মহলের ভেতর কিছুদূর এগিয়ে চন্দ্রাপীড় শুনতে পেল, এদিক-ওদিক ঘুরছে-ফিরছে আর পরস্পর কতরকম কথা বলছে কাদম্বরীর কাছাকাছি যারা থাকে সেই সব পরিচারিকা। কি মনোহর সেসব আলাপ, যেমন—

বলি ও লবলিকা, কেয়াফুলের পরাগ দিয়ে লবলীলতায় গোল-গোল আলবাল করে দে।

ওরে সাগরিকা, গন্ধজলের সোনার পুকুরগুলোতে রতনমণির গুঁড়ো বালি করে ছড়িয়ে দে।

মৃণালিকা শোন্‌; নকল পদ্মের বনে যে কলের চখা-চখীগুলো আছে না, তাদের ওপর মুঠো-মুঠো কুংকুম-গুঁড়ো ছড়িয়ে দে।

মকরিকা, গন্ধ-পাত্তরগুলো সব কপ্‌পুর-পাতার রস দিয়ে সুগন্ধি করে দে।

রজনিকা রে, আঁধার তমাল-বীথিকায় মণিপিদ্দিমগুলো রেখে আয়।

কুমুদিকা ভাই; ডালিমগুলো মুক্তোর জাল দিয়ে ঢেকে দে তো, পাখিগুলো নইলে খেয়ে শেষ করে দেবে।

এই নিপুণিকা, রত্নের পুতুলগুলোর বুকে কুংকুমের রস দিয়ে পত্রভঙ্গ এঁকে দে তো।

ও উৎপলিকা, সোনার ঝাঁটা দিয়ে কলা-ভবনের[২৯৭] পান্নার বেদিটা ভাই পরিষ্কার করে দে-না।

ওলো কেসরিকা, বকুলমালার ঘরগুলোতে মদিরা ছিটিয়ে দে।

ওরে ও মালতিকা, কন্দর্পমন্দিরের গজদন্তের চুড়োটি সিঁদুর-গুঁড়ো দিয়ে রাঙিয়ে দে-না ভাই।

ও ভাই নলিনিকা, পোষা রাজহাঁসগুলোকে পদ্মমধু খাওয়াবি না ?

কদলিকা, শুনছিস্‌, পোষা ময়ূরগুলোকে ফোয়ারা-ঘরে নিয়ে যা।

কমলিনিকা লো, চখার ছানাদের মৃণালের দুধ দে।

চূতলতিকা, শোন তো, খাঁচার পুরুষকোকিলদের আমের বোল আর কচিপাতা খেতে দে।

ওলো ও পল্লবিকা, পোষা হারীতগুলোকে মরিচের আগডালের কচিপাতা খাইয়ে দে।

লবঙ্গকে, চকোরদের খাঁচায় পিপুল-নানার টুকরো ফেলে দে।

অ মধুকরিকা, ফুলের গয়নাগুলো গড়্‌ না ভাই।

ময়ূরিকা, তুই কিন্নরমিথুনদের সংগীতশালায় পাঠিয়ে দে।

কন্দলিকা যা তো, নকলপাহাড়ের চুড়োয় চড়িয়ে দিগে যা তো জোড়া-জোড়া জীবঞ্জীব পাখিগুলোকে।

আয় রে হরিণিকা, খাঁচার শুকসারীদের পড়া।—ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং সেই সঙ্গে শুনতে পেল আরো সব ঠাট্টা-তামাসা-ইয়ারকি-খুনসুটি-রগড়ের[২৯৮] কথা, এই যেমন—

হ্যাঁরে চামরিকা, ন্যাকাবোকাটি সেজে কার চোখে ধুলো দিতে চাইছিস শুনি ?

যৌবনভরে পাগল হয়ে গেলি যে রে, ধরা পড়ে গেছিস, বুকের-কলসের ভারে নুয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরেছিস রতনথামের ময়ূরগুলোকে।

কি রে ঠাট্টা-সাধা[২৯৯] মেয়ে, মণির মেঝেয় পড়া তোর নিজেরই ছায়ার সঙ্গে কথা কইছিস যে।

(ওরে আনমনা,) যা গুছোতে গিয়ে হাতখানাকে ঘামিয়ে ফেললি, ওগুলো তোর হারের ছটা (ওড়না নয়), ওড়না তোর হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

মণির মেঝেতে পদ্মফুলের আলপনায় হোঁচট খাবায় ভয়ে ওরে ভীতু, নিজেরই মুখের ছায়াগুলো (পদ্ম ভেবে) এড়িয়ে চলছিস, বুঝলি ?

বাব্বাঃ, নিজের কোমলতার গরবে পদ্মফুলের কোমল মাথাও দেখছি হেঁট করে ছাড়লি, সকালের সিঁদুর রোদ ভেবে হাতটিকে যে ছাতার মত আড়াল করে ধরেছিস—ও তো জানলার জাফরির মধ্যে দিয়ে আসছে চুনীর আলো।[৩০০]

ক্লান্তিতে শিথিল হাত থেকে খসে পড়েছে চামর, (জানিসও না), তুই তো দেখি নিজের রতন-হেন নখের কিরণজালই ঢুলিয়ে যাচ্ছিস !

—ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত সব শুনতে শুনতেই চন্দ্রাপীড় পেঁছে গেল কাদম্বরীর মহলের হাতার মধ্যে।

দেখল, একটি রাস্তা চলে গেছে।

বাগানের লতার ফুল থেকে ঝরকে-ঝরকে পরাগ ঝরতে-ঝরতে সে-পথ যেন এক বালির চড়া।

অশান্ত কোকিলদের নখে ঠোকরানো চত্বরের অতিসুগন্ধি আমের রস বৃষ্টিতে সে-পথ যেন এক বাদল-ঘনানো দিন।

বকুলগাছে (ফুল ফোটাতে) ছিটোন মধুর ধারা হাওয়ায় ছড়িয়ে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গিয়ে সে-পথকে করে তুলেছে কুয়াশা-কুয়াশা।

চম্পকদলের আলপনায় ছাওয়া সে-পথ হয়ে গেছে যেন এক কাঞ্চনদ্বীপ।

রাশি-রাশি ঝরা ফুলে উড়ে-উড়ে এসে পড়তে-থাকা মধুকরবৃন্দের অন্ধকারে সে যেন এক নীল অশোকের অরণ্য।

আর চলতে-ফিরতে-ঘুরতে-থাকা মেয়েদের পায়ের আলতায়-আলতায় যে যেন এক রাগরক্ত রাঙা পারাবার।

অঙ্গরাগের ভুর ভুর সুবাসে সে-পথ হয়ে গেছে যেন সেই দিনটি, যেদিন অমৃত উঠেছিল সাগর (সেঁচে)

গজদন্তের কর্ণাভরণের আভায় আভায় সে-পথ যেন চাঁদের রাজ্য।

কৃষ্ণাগুরুর পত্রভঙ্গে পত্রভঙ্গে সে-পথ যেন প্রিয়ঙ্গুলতার বন—(কুচকুচ করছে কালো)।

কানে-পরা অশোকের পল্লবে পল্লবে সে যেন টুকটুক করছে লাল।

চন্দনের অঙ্গরাগে অঙ্গরাগে সে যেন শাদা ধবধব করছে।

শিরীষের আভরণে-আভরণে সে যেন সবুজে-সবুজ।

সে-পথের দুধারে (কাদম্বরীর) সেবার জন্যে এসে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা—যেন দুটি লাবণ্যের পাঁচিল। তাতে সে-পথটি দেখতে হয়েছে এক রাজপথের মুখটির মতো। সে-পথ দিয়ে, চন্দ্রাপীড় দেখল, অবিশ্রান্ত নদীস্রোতের মতো বয়ে চলেছে ভেতর-থেকে-এসে-পড়া অলংকারের পুঞ্জীভূত কিরণচ্ছটা[৩০১]। তার ভেতর দিয়ে যেন উজান ঠেলে-ঠেলে গিয়ে চন্দ্রাপীড় দেখল—

একটি শ্রীমণ্ডপ[৩০২]। তার সামনেটা জুড়ে প্রতীহারীর দল। আর তারি মধ্যিখানে, নীল রেশমী প্রচ্ছদপটে ঢাকা একটি মাঝারি পর্যঙ্কের ওপর হেলান দিয়ে, একটা শাদা বালিশে লতার মতো বাহুটি দু-ভাঁজ করে রেখে (অর্থাৎ কনুইয়ে ভর দিয়ে) বসে আছে—

কাদম্বরী॥

নিচে তার চারপাশ ঘিরে গোল হয়ে বসে আছে হাজার-হাজার অল্পবয়সী মেয়ে। অজস্র গয়নার চমক-চমক-চমকানিতে তারা যেন এক-বাগান কল্পলতা। তাকে চামর ঢোলাচ্ছে চামরধারিণীরা, যেন তার দেহপ্রভাজালের থৈ-থৈ জলে ভুজলতা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে তারা সাঁতার কেটে চলেছে; আর সে যেন পৃথিবী—সেই জলের ওপর জেগে আছে মহাবরাহের দংষ্ট্রায় হেলান দিয়ে।

তার প্রতিবিম্ব পড়েছে মণিকুট্টিমে, তাইতে মনে হচ্ছে যেন নাগেরা তাকে চুরি করে নিয়ে চলেছে (পাতালে)। পড়েছে কাছাকাছি রত্নের দেয়ালে, মনে হচ্ছে এক এক দিক্‌পাল যেন তাকে এক এক দিকে হরণ করে নিয়ে চলেছে। পড়েছে ওপরের মণিময় ছাদে, মনে হচ্ছে দেবতারা যেন তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। পড়েছে বড়-বড় রতনের থামে, যেন তারা তাকে হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। পড়েছে সে-ঘরের দর্পণে-দর্পণে, যেন তারা তাকে পান করে নিয়েছে নিঃশেষে। পড়েছে শ্রীমণ্ডপের (ছাদের) ঠিক মধ্যিখানে খোদাই-করা অধোমুখ বিদ্যাধরদের মূর্তিতে, যেন তারা তাকে আকাশে তুলে নিচ্ছে।

তার চারিদিক ঘিরে ও তো ছবি নয়, যেন সত্যি সত্যিই ত্রিভুবন, ভিড় করে এসেছে তাকে দেখবে বলে কৌতূহলে। গয়নার রিনিঠিনিতে নাচতে-লাগা শত-শত ময়ূরের ছড়ানো পেখমে ও তো রঙচঙে চন্দ্রক নয়, ও যেন স্বয়ং প্রাসাদটাই হাজার-হাজার কৌতূহলী চোখ বার করে তাকে দেখছে। তার নিজের পরিজনেরাও তাকে দেখছে অপলক নয়নে, যেন তাকে দেখার লোভে তারা অর্জন করেছে দেবতার অনিমেষ দৃষ্টি।

সুলক্ষণগুলি সব যেন তার প্রেমে পড়ে তার অঙ্গে-অঙ্গে অধিষ্ঠান করছে। শৈশবকে বলতে হবে হতভাগ্য, কেননা সে তাকে ছেড়ে এখন চলেছে (যৌবনের দিকে)। তাকে কেউ সম্প্রদান করে নি (যৌবনের হাতে), তবু যৌবন যেন তার প্রেমে আত্মহারা হয়ে নিজেই এসে অধিকার করছে তাকে।

তার পায়ের আঙুলগুলি তো আঙুল নয়, যেন তার চরণের রঙীন ছটা বেরিয়ে এসে স্থির হয়ে গেছে, যেন তার অঙ্গের লাবণ্য গলে-গলে আলতার রঙে রেঙে (দশটি) জলস্রোত হয়ে ঝরে পড়ছে, যেন তার পরণের লালটুকটুকে রেশমী কাপড়টির আঁচলের

ঝালরগুলি ঝলছে, ধাঁধা লাগে—ওগুলি কি তার পায়ের আভরণের রক্তমণির কিরণ-লেখা? এত কোমল সে-আঙুল, যে মনে হয় নখের ছিদ্র দিয়ে তারা যেন ঝলকে-ঝলকে রক্তবমি[৩০৩] করে চলেছে। সব মিলিয়ে তার চরণ দুখানি যেন বইয়ে দিয়েছে এক (আশ্চর্য) নদী—যার জল হল প্রবালের রস। আর সে-পায়ের রতনহেন নখের সারি—যেন পিথিমির বুকে ফুটফুট করছে একগুচ্ছ তারা। তার নূপুর দুখানির রত্নকিরণচ্ছটা স্পর্শ করছে তার জঘনদেশ, যেন গুরুনিতম্ব-ধারণে পরিশ্রান্ত তার উরু দুটিকে সাহায্য করতে উঠে আসছে।

প্রজাপতি যখন তার কটিখানি (সরু করার জন্যে) হাত দিয়ে বেশ করে চেপে ধরেছিলেন, তখন তার লাবণ্যধারা সেখান থেকে নিঙড়ে বেরিয়ে এসে জঘন-শিলাতলে ধাক্কা খেয়ে দুটি স্রোতে ভাগ হয়ে গিয়েছিল—এই হল তার দুটি উরু। তার সুগোল নিতম্ব ঘিরে একটি মেখলা,—চতুর্দিকে গোল হয়ে ছড়িয়ে আছে তার প্রভা—যেন হিংসে করে সে আটকে রেখেছে পথ, পরপুরুষকে দেখতে দেবে না, যেন কৌতূহলে বিস্তারিত হয়ে যাচ্ছে, যেন স্পর্শসুখে শিহরিত। অতিশয় ভারী তার নিতম্ব, সমস্ত লোকের হৃদয়ের ভার গিয়ে পড়েছে কিনা। কোমরটি বুঝি মনকষ্টেই দিন-দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে, উন্নত বক্ষের আড়ালে ঢাকা-পড়ে-যাওয়া মুখখানি দেখতে পাচ্ছে না যে। ঘূর্ণির মতো সুগোল নাভি, যেন প্রজাপতি ছুঁতে-ছুঁতে—বড্ড নরম তো, তাই—তাঁর আঙুলের ছাপ দেবে বসে গেছে। মঞ্জরীর মতো ও তো রোমরাজি নয়, ও হল অনঙ্গের স্বহস্তে লেখা ত্রিভুবনবিজয়প্রশাস্তির সার-সার অক্ষর।

শ্রীমণ্ডিত ভরা বুক যেন মকরকেতুর পাদপীঠ, আস্তে-আস্তে ঠেলে বার করে দিচ্ছে গুরুভারে পরিশ্রান্ত হৃদয় তার করতল দিয়ে—সে-করতল হল বুকের ওপরে পড়া কর্ণপল্লবের ছায়াখানি। তার দুটি বাহু যেন অধোমুখ কর্ণাভরণেরই দুটি কিরণ, তার নির্মল লাবণ্যের জলে দুটি মৃণাল-কাণ্ড; আর তার দুটি হাত থেকে ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ছে রাশি-রাশি নখকিরণ, যেন মানিকের ভারি-ভারি চুড়ি বওয়ার পরিশ্রমে ঝরছে স্বেদজলধারাজাল—সেই বাহু ও হাতের শোভায় ঝলমল করছে সে।

তার মুক্তামালা যেন উঁচু-করা কিরণহাত দিয়ে ধরেছে তার চিবুকটি, স্তনভারে ঝুঁকে-পড়া মুখখানি তুলে ধরতে। প্রবাল-লতার মতো লালটুকটুকে দুটি ঠোঁট, আহা, যেন নবীন যৌবনের হাওয়ায় অনুরাগের রঙীন দরিয়ায় দুটি ঢেউ উঠেছে। স্বচ্ছ আভা-আভা গোলাপী দুটি গাল, অপরূপ, যেন মদিরারসভরা দুটি মানিকের-ঝিনুকের কৌটো। বাঁশির মতো নাক, অপূর্ব, যেন রতির সপ্ততন্ত্রী বীণার রত্নের মেজরাপ।

তার আঁখি দুটি যেতে-যেতে বাধা পেয়েছে দুটি শ্রবণে, তাই যেন তাদের ওপর রাগ করে অপাঙ্গ দুটি লালচে। সে-চোখ যেন দুধের সায়র, যেখানে বাস করেন তার মুখ-শ্রী! সেই চোখ দিয়ে সে যেন সৃষ্টিটাকে করে তুলতে চায় শুধু (তাকে দেখার জন্যে) চোখে-চোখে ভরা।

তার কপালটি আলো করে রয়েছে দুটি লতার মতো ভ্রূ—যেন উন্মত্ত যৌবন-কুঞ্জরের দুটি মদ-লেখা, আর (দুই ভুরুর মাঝখানে) মনঃশিলার পঙ্ক দিয়ে আঁকা একটি টিপ—যেন ওটি অনঙ্গের হৃদয়, তার প্রেমে পড়ে তার মুখে লগ্ন হয়ে রয়েছে।

তার সুন্দর কান দুটি জুড়ে উৎকৃষ্ট সোনার তালীপত্র-আভরণ—ও কি তার কানে-

পরা পদ্ম দুটি থেকে চুঁয়ে-পড়া মধুধারা ? আর সে কানে দুলছে (সোনার) পাতায় বসানো চুনিপান্নার কুণ্ডল।

তার সিঁথি ছুঁয়ে রয়েছে একটি চূড়ামণি, তার ঝরে-পড়া কিরণজাল টুকটুকিয়ে দিচ্ছে তার কপালটি, যেন মদিরার রসে ধুইয়ে দিচ্ছে তার দীর্ঘ চুলের রাশ।

পার্বতীর মাত্র অর্ধাঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন শিব, তাইতেই তাঁর গর্ব আর ধরে না। তাঁকে হারিয়ে দিতেই যেন কাদম্বরী মেলে ধরেছে তার অসাধারণ সৌভাগ্য, সেটি হল —অনঙ্গ প্রবেশ করেছে তার সর্বাঙ্গে।

একটিমাত্র লক্ষ্মীকে বুকে ধরেই নারায়ণ খুশিতে ডগমগ। তাঁর সে গরব হরে নিতেই যেন সে নিজের রূপ থেকে প্রতিবিম্বে-প্রতিবিম্বে সৃষ্টি করে চলেছে শত-শত লক্ষ্মী।

মাত্র একখানি চাঁদকে মাথায় রেখেই শিবের কি অহঙ্কার! সে-অভিমান চূর্ণ করতে তার লীলাহাস্যে সে যেন দিকে-দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে হাজার-হাজার চাঁদ।

শিব নির্দয়ভাবে দগ্ধ করেছিলেন এক মদনকে, তাঁর প্রতি ক্রোধেই যেন সে হৃদয়ে-হৃদয়ে জন্ম দিচ্ছে অযুত-অযুত মদনের।

কাউকে দিয়ে সে রজনীজাগরক্লান্ত পোষা চখা-চখীর ঘুমের জন্য নকল-নদীতে পদ্মরেণুর বালি দিয়ে খুদে-খুদে চড়া তৈরি করাচ্ছে। হাঁসেদের দেখাশোনা করে যে মেয়েটি, তাকে ডেকে বলছে, ওরে, আমার আদরের হংসমিথুন কিঙ্করীর নূপুর-কিঙ্কিণী শুনে পিছু-পিছু চলল যে, মৃণালের শিকলি দিয়ে বেঁধে নিয়ে আয় তো। গয়নার পান্নার ছটাকে (ঘাস মনে করে) চাটছিল প্রাসাদের একটি বাচ্চা-হরিণ, সখীর কান থেকে কচি যবের শিষ তুলে নিয়ে তাকে খাইয়ে দিচ্ছে। তার নিজের বড়-করা লতায় প্রথম ফুল ফুটেছে—সেই খবরটি দিতে এসেছে মালিনী-মেয়ে, তাকে কোন গয়না বকশিস দিতে আর বাকি রাখছে না। নকলপাহাড়ের রক্ষিণী শবরীটি এসেছে পাতার ঠোঙা ভর্তি করে নানানরকম বনের ফুলফল নিয়ে, সে কী যে বলে কিছু বোঝা যায় না, তাই মজা লাগে—তাকে বলছে 'আবার বলু, আবার বলু', সে-ও বলছে, আর সবাই হাসছে। তার মুখ-সুগন্ধে অন্ধ ভোমরাগুলোকে হাত দিয়ে চাপড় মেরে বার বার উড়িয়ে দিচ্ছে সে, মনে হচ্ছে যেন কতগুলো কালো-কালো বল নিয়ে (লোফালুফি) খেলছে।

খাঁচায় হারীতপাখির ডাক শুনে দুষ্টু হাসি হাসছিল এক চামরধারিণী, হেসে লীলাকমল দিয়ে তার মাথায় তাড়না করছে। তাম্বূল-করঙ্কবাহিনীর বুকে পড়েছিল তার মুক্তা-খচিত চন্দ্রলেখা-অলঙ্কারের ছায়া, সেটিকে স্বেদবিন্দুজালে ঢাকা নখাঙ্ক মনে করে সুগন্ধি চূর্ণ ছুঁড়ে মারছে তার বুকে। এক চামরধারিণীর গালে পড়েছে তার রত্নকুণ্ডলের ছায়া, সেটিকে সদ্যদত্ত গভীর মণ্ডলাকৃতি নখাঙ্ক মনে করে একটু হেসে ঢেকে দিচ্ছে প্রসাদচ্ছলে দেওয়া নিজের কর্ণপল্লব দিয়ে।

পৃথিবী যেমন[৩০৪] বড়-বড় সেরা-সেরা কুলপর্বতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে শেষের ফণায় বসে থাকেন, সে তেমনি বড়-বড় বংশের সেরা-সেরা রাজাদের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বাকি সব আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে আছে।[৩০৫]

সে যেন চৈতালি শোভা—ঝাঁক-ঝাঁক ভোমরার বয়ে-নিয়ে-চলা পুষ্পপরাগে ধূসর হয়ে গেছে গাছেদের লালিমা ; ঝাঁক-ঝাঁক ভোমরার চুরি-করে-নিয়ে-চলা ফুলরেণুতে ধূসর হয়ে গেছে তার পায়ের রঙ।[৩০৬]

সে যেন শরৎ—উঠছে মানস-জন্মা পাখিদের (অর্থাৎ হাঁসেদের) কলরব, ডুবে যাচ্ছে ময়ূরের অহংকার ; (তাকে দেখা মাত্র) হৃদয়ে-হৃদয়ে পুনর্জন্ম নিচ্ছে মনসিজ, তার বাণের শব্দে মরছে শিবের অহংকার[৩০৭]।

সে যেন গৌরী—(শিবের মাথার) চাঁদের কিরণে ছাওয়া তাঁর মাথার আভরণ ; পরণে তার ঝলমল করছে রেশমী কাপড়, মাথায় তার কতরকমের গয়না[৩০৮]।

সে যেন সাগরবেলার বনলেখা—পুঞ্জ-পুঞ্জ ভ্রমরের মতো ঘনকৃষ্ণ তমালের কুঞ্জে-কুঞ্জে ছাওয়া ; ঝাঁক-ঝাঁক ভোমরার মতো গুচ্ছ-গুচ্ছ ঘননিবিড় কালো চুলে মুখখানি ঘেরা[৩০৯]।

সে যেন চাঁদের কায়া—উন্মত্ত রাগাবেশে তিনি গ্রহণ করেছিলেন গুরুপত্নীকে ; উদ্দাম রাগভঙ্গিমা ভর করেছে তার গুরুনিতম্বে।

সে যেন বনশ্রেণী—মাঝখানটিতে শোভা করে রয়েছে পাণ্ডুশ্যাম লবলীলতা ; কটিদেশ অলংকৃত পাণ্ডুশ্যামল ত্রিবলীরেখায়[৩১০]।

সে যেন ভোর-শ্রী—বাঁধ-ভাঙা সূর্যকিরণে ফাঁক-হয়ে-যাওয়া পদ্মের রক্তিমায় সেজেছে ; উজ্জ্বল মুক্তার কিরণের সঙ্গে মিশিয়ে-মিশিয়ে রচা পদ্মরাগের অলংকারে সেজেছে।[৩১১]

সে যেন আকাশপদ্মিনী—স্বচ্ছ আকাশে দেখা যায় তার মৃণালের মতো অপরূপ বিশাল মূলা নক্ষত্র ; স্বচ্ছবসনের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার মৃণালকোমল ঊরুমূল।[৩১২]

সে যেন একসার ময়ূর—তাদের নিতম্ব-ছোঁয়া পুচ্ছভারের অপরূপ চন্দ্রকগুলি ঝকমক-ঝকমক করে ; তার কেশভার নিতম্ব স্পর্শ করেছে, আর তার মধ্যে ঝিলিক দিচ্ছে অপরূপ চন্দ্রক-অলংকার, অথবা, তার অংগলাবণ্য ঝলমল করছে চাঁদের মতো।[৩১৩]

সে বুঝি কল্পতরুলতা—প্রার্থিত ফল দেয় ; দেয় কামনা-ফল।

তার শয্যার কাছে সামনাসামনি বসে আছে কেয়ূরক, চন্দ্রাপীড়ের রূপবর্ণনায় পঞ্চমুখ। আর কাদম্বরী ফিরে-ফিরে চন্দ্রাপীড়ের কথাই তাকে জিগ্যেস করে চলেছে,—'কে সে ? কার ছেলে ? নাম কি ? কেমন দেখতে ? বয়েস কত ? কি বলে ? তুইই বা তাকে কি বললি ? কতক্ষণ দেখলি তাকে ? মহাশ্বেতার সংগে তার আলাপ হল কি করে ? এখানে আসবে নাকি ?—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাদম্বরীর চন্দ্রকলার মতো সুন্দর মুখখানি দেখে, সাগরের জলের মতো উথলে উঠল চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়। তার মনে হল—বিধাতা আমার বাকি ইন্দ্রিয়গুলিকেও কেন নয়নময় করলেন না ? আমার এ-চোখই বা কী এমন সুকৃতি করেছে, যে অবাধে দেখতে পাচ্ছে এ-মেয়েকে। আহা, যা-কিছু রমণীয় সব একত্র করে বিধাতার এ কি আশ্চর্য রচনা ! এই অপরূপ রূপের পরমাণুগুলি তিনি যোগাড় করলেন কোত্থেকে ? এ-মেয়েকে বিধাতা যখন গড়ছিলেন, তখন তাঁর হাত-বুলোনর যাতনায় এর চোখ দুটি থেকে যে-অশ্রু ঝরেছিল, নিশ্চয় তার থেকেই জন্মেছে জগতের যত কুমুদ কমল কুবলয় সৌগন্ধিকের বন। এইরকম ভাবতে-ভাবতেই কাদম্বরীর চোখে তার চোখ পড়ল। 'নিশ্চয় এই সে, কেয়ূরক যার কথা বলেছিল' এই ভাবতে-ভাবতে কাদম্বরীরও চোখ তার অসাধারণ রূপ দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়েই রইল তার দিকে।

তার চোখের আলোয় উজ্জ্বল কাদম্বরীদর্শন-বিহ্বল চন্দ্রাপীড়কে সেই মুহূর্তে মনে হতে লাগল যেন তাঁর চোখের ধবলিমায় শুভ্র বলরাম—(তাঁর প্রিয় মদিরা) কাদম্বরী-দর্শনে আত্মহারা। তাকে দেখে প্রথম রোমাঞ্চ, তারপর গয়নার রিনিঠিনি, তারপর উঠে দাঁড়াল কাদম্বরী।

এরপর পুষ্পধনুই উৎপন্ন করলেন তার স্বেদ; তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ানোর পরিশ্রম একটা অছিলামাত্র হয়ে দাঁড়াল। উরুর কাঁপনেই রুদ্ধ হল গতি, কিন্তু দোষ গিয়ে পড়ল নূপুরধ্বনিতে আকৃষ্ট হাঁসের দলের ওপর। ঘন-ঘন নিঃশ্বাসেই চঞ্চল করে তুলল বসন, চামরের হাওয়া হল নিমিত্তমাত্র। হাতখানি হৃদয়ে গিয়ে পড়ল অন্তরে-প্রবিষ্ট চন্দ্রাপীড়ের স্পর্শলোভেই, সেটি হয়ে দাঁড়াল বুক ঢাকার ছল। আনন্দেই আঁখি হল ছলোছলো, দুলে-ওঠা কানের ফুলের ঝরে-পড়া পরাগ—ও শুধু একটা আড়ালমাত্র। লজ্জাই কেড়ে নিল বাণী, মুখপদ্মগন্ধে আগত অলিবৃন্দ হল শুধু অজুহাত। অনঙ্গের প্রথম শরপাতের বেদনাতেই উহু হু করে উঠল সে, ফুলের আলপনার কেতকীর কাঁটা বিঁধে যাওয়া? সে তো শুধু কাকতালীয়। বেপথুতেই থরোথরো কেঁপে উঠল হাতখানি; প্রতীহারী কিছু বলতে এসেছিল, তাকে থামিয়ে দেওয়া—ওটি শুধু ভান।[৩১৪]

এমনি করে মদন কাদম্বরীর মধ্যে প্রবেশ করতে-করতেই যেন উৎপন্ন হল আর এক মদন, যে কাদম্বরীকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করল চন্দ্রাপীড়ের হৃদয়ে। কেননা, তখন চন্দ্রাপীড়েরও মনে হচ্ছিল, 'ওর রত্নাভরণের দ্যুতি—এ যে ওকে আমার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে'। সে ধরে নিচ্ছিল, 'ও যখন আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, তার মানেই ও বরণ করেছে আমাকে'। তার মনে হচ্ছিল, 'ঐ যে ওর গয়নার রিনিঠিনি, ও তো আমার প্রতি ওর সম্ভাষণ'। সে ভাবছিল, 'এই যে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ও আকর্ষণ করে ধরছে, এ তো ওর অনুগ্রহ'। কল্পনা করছিল, 'এই যে ওর দেহের কান্তি ছুঁয়েছে আমায়, এই তো মিলনসুখ'।

বহুদিনের অদর্শনে কাতর কাদম্বরী বুঝি অতিকষ্টে কয়েক পা ফেলে এগিয়ে এসে প্রগাঢ় স্নেহে ব্যাকুল হয়ে গলা জড়িয়ে ধরল মহাশ্বেতার। মহাশ্বেতাও গাঢ়তর কণ্ঠালিঙ্গন করে তাকে বলল—

ভাই কাদম্বরী, ভারতবর্ষে এক রাজা আছেন, তাঁর নাম তারাপীড়। চারটি সমুদ্রেই তিনি তাঁর সীলমোহর এঁকে দিয়েছেন সেরা-সেরা অজস্র ঘোড়ার খুরের আগার আঁচড় দিয়ে। প্রজাদের রেখেছেন সব কষ্ট থেকে আগলে। ইনি হলেন তাঁরই পুত্র চন্দ্রাপীড়—শিলাস্তম্ভের মতো এঁর দুটি ভুজে হেলান দিয়ে আছে মালার মতো সমস্ত পৃথিবী—দিগ্বিজয় করতে-করতে এ দেশে এসে পড়েছেন। দেখা হওয়ার পর থেকেই স্বভাবগুণেই ইনি হয়ে দাঁড়িয়েছেন আমার অকৃত্রিম বন্ধু। সবরকম আসক্তি বর্জন করে যে-মন আমার কঠিন হয়ে আছে, তাকেও ইনি নিজের স্বভাবসরল অকৃত্রিম সব গুণে আকৃষ্ট করে নিয়েছেন। বিদগ্ধ অথচ অকারণবন্ধু, অকৃত্রিমহৃদয়, একান্ত ভদ্র মানুষ বড় দুর্লভ রে। তাই তো এঁকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি, যাতে এঁকে দেখে তুইও ঠিক আমারই মতো বুঝতে পারবি—প্রজাপতির রচনা কি নিপুণ, কাকে বলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপ, লক্ষ্মী কেমন যোগ্য পাত্রেই মন ঢেলে দেন, ভাল স্বামী পেলে পৃথিবীর কত আহ্লাদ হয়, মর্ত্যলোক কেমন দেবলোকেরও বাড়া, মানুষের

মেয়েদের চোখ কেমন সার্থক, সব কলা কেমন একটি জায়গায় এসে মিলেছে; মাধুর্যের ছড়াছড়ি কাকে বলে, আর মানুষ জাতটা কত ভদ্র। তোর কথাও ভাই এঁকে অনেক বলেছি। তাই 'এঁকে তো আগে কখনো দেখি নি'—ভেবে লজ্জা করিস নি। 'এঁর সঙ্গে তো আমার পরিচয় নেই' মনে করে এঁকে দূরে রাখিস নি। 'এঁর স্বভাবচরিত্র কেমন তা তো জানি না' ভেবে আশঙ্কা করিস নি। আমার সঙ্গে যেমন করিস, ঠিক তেমনি করেই ব্যবহার করবি এঁর সঙ্গে। ইনি তোর বন্ধু আত্মীয় পরিজন।—মহাশ্বেতা এইভাবে পরিচয় দিলে পর, চন্দ্রাপীড় মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করল।

নমস্কার করার পর কাদম্বরী যখন তার দিকে প্রীতিভরে তেরছা নয়নে তাকাল, তখন তার চোখ থেকে ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ল আনন্দের অশ্রুজলবিন্দু, যেন তার অতি-দীর্ঘ চোখের একেবারে কোণটি পর্যন্ত যেতে-যেতে পরিশ্রান্ত হয়ে তার চোখের তারা ফেলছে বিন্দু-বিন্দু স্বেদজল। ছড়িয়ে গেল অমৃতধবল মৃদুহাসির জ্যোৎস্না, যেন চন্দ্রাপীড়ের দিকে দ্রুত-রওনা-হয়ে-পড়া হৃদয়ের ধুলো! 'মনের মতো এই মানুষটিকে প্রতিনমস্কার করে সম্মান দেখাও'—এই কথাটি মাথাকে বলার জন্যেই যেন তার একটি ভ্রূ-লতা উঁচু হয়ে উঠল। তার হাতখানি উঠল জৃম্ভণোদ্যত অলস মুখে (চাপা দিতে), আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে-আসা পান্নার আংটির ঠিকরে-পড়া দ্যুতিকে মনে হচ্ছিল যেন লীলাভরে ধরে আছে একটি পানের খিলি। নির্গলিত স্বেদজলধারায় তার অঙ্গলাবণ্য ধুয়ে-ধুয়ে নির্মল অঙ্গে-অঙ্গে পড়ল চন্দ্রাপীড়ের ছায়া, মনে হতে লাগল যেন অনঙ্গ অঙ্গ ধরে চলে বেড়াচ্ছেন তার সারা গায়ে। যেমন—

চন্দ্রাপীড় (ছায়াচ্ছলে) পড়ল গিয়ে তার চরণ-নখে, যেন পদাঙ্গুষ্ঠের আহ্বানে, যে অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে সে মাটিতে আঁচড় কাটছিল আর রুনুঝুনু বেজে উঠছিল তার মণিনূপুরের ঘুণ্টি।

বুকের মাঝখানে দেখা গেল তাকে; যেন তাকে দেখার জন্যে সবেগে দৌড়ে গিয়ে হৃদয় তাকে ফেরার সময় সঙ্গে করে এনেছে!

দেখা গেল কপোলতলে, যেন ফোটা নীলপদ্মের মালার মতো দীর্ঘ চাহনি দিয়ে সে তাকে নিঃশেষে পান করে নিয়েছে।

শুধু কি কাদম্বরী? সেখানে যত কন্যা ছিল, সবাই তখন তার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিল তেরছা নয়নে, তাদের চোখের চঞ্চল তারা কৌতূহলভরে অপাঙ্গ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ঘুরছিল কর্ণপূরের ভোমরাগুলোর মতোই, যেন বেরিয়ে আসতে চায়!

লীলাভরে প্রতিনমস্কার করে কাদম্বরী মহাশ্বেতার সঙ্গে বসল পর্যঙ্কে। পরিজনেরা তাড়াতাড়ি করে এনে শয্যার মাথার দিকে রাখল একটি আসন—শাদা রেশমের প্রচ্ছদপটে ঢাকা, পায়াগুলি সোনার—তাতে বসল চন্দ্রাপীড়। প্রতিহারীরা কাদম্বরীর মনের অভিপ্রায় বুঝে, মহাশ্বেতার সম্মানে, বন্ধ ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে 'শব্দ থামাও' এই ইসারা করে, চারিদিকে বাঁশির শব্দ, বীণাধ্বনি, গানের আওয়াজ, স্তুতিপাঠিকাদের জয়ধ্বনি সব থামিয়ে দিল। পরিজনেদের শশব্যস্তে এনে দেওয়া জল দিয়ে কাদম্বরী নিজে উঠে মহাশ্বেতার পা দুটি ধুইয়ে দিয়ে রেশমী ওড়না দিয়ে মুছিয়ে আবার পর্যঙ্কে বসল। আর, রূপে তারই কাছাকাছি তার অতি অন্তরঙ্গ সব ব্যাপারে বিশ্বাসভাজন প্রাণসমা সখী—মদলেখা তার নাম—না না করা সত্ত্বেও জোর করে চন্দ্রাপীড়ের পা ধুইয়ে দিল।

মহাশ্বেতা কাদম্বরীর কর্ণাভরণের দ্যুতি-ঝরা কাঁধে সস্নেহে হাত বোলাতে-বোলাতে, মধুকরের ভারে বিপর্যস্ত কানের ফুল-দুলটি তুলে দিতে-দিতে, চামরের হাওয়ায় কেঁপে-কেঁপে এলোমেলো হয়ে-যাওয়া অলক-লতা ঠিকঠাক করে দিতে-দিতে জিগ্যেস করল, 'ভালো আছিস ?'

সে তো সখীকে এত ভালবাসে; যে বাড়িতে আছে বলে যেন অপরাধিনী, ভাল আছে এটাই যেন লজ্জা. কোনরকমে বলল নিজের কুশল। যদিও সেসময় মনটি তার বিষণ্ণ, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মহাশ্বেতার মুখপানে. তবু ফুলধনু-ঠাকুরটি নিজের ধনুকটিকে গোল করে, তার চোখ দুটি জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন বুঝি চন্দ্রাপীড়কে যন্ত্রণা দেবার জন্যেই। বারবার অপাঙ্গ চাহনি ফেলতে-ফেলতে চঞ্চলতর হয়ে উঠছিল সে-চোখের তারা; বিচিত্র হয়ে উঠেছিল চোখের ভেতরটা—কিছুতেই ফেরাতে পারছিল না সে। আর দেখতে-দেখতে সে অনুভব করতে লাগল—

ঈর্ষা, কেন না কাছাকাছি এক সখীর গালে পড়েছিল চন্দ্রাপীড়ের প্রতিবিম্ব ;

বিরহব্যথা, কেননা তার বুকের রোমাঞ্চে বাধা পেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল চন্দ্রাপীড়ের প্রতিচ্ছবি ;

সপত্নী-রোষ, কেননা চন্দ্রাপীড়ের স্বেদার্দ্র বুকে পড়েছিল নারীমূর্তিগুলির প্রতিচ্ছায়া ;

দুর্ভাগ্যের জ্বালা, যখন চন্দ্রাপীড় পলক ফেলছিল ; আর—

অন্ধ হওয়ার দুঃখ, যখন আনন্দাশ্রুতে ঝাপসা-হয়ে ঢেকে যাচ্ছিল চন্দ্রাপীড়।

কিছুক্ষণ পরে, সে যখন মহাশ্বেতাকে পান দিতে গেল, তখন মহাশ্বেতা তাকে বলল; ভাই কাদম্বরী. চন্দ্রাপীড় এই প্রথম এসেছে, তাই আমাদের সবাইকারই উচিত ওকে ভাল করে আদর-অভ্যর্থনা করা। তুই ভাই ওকেই (আগে) পান দে। একথা শুনে মুখটা একটু ফিরিয়ে নিচু করে আস্তে-আস্তে অস্ফুটস্বরে সে বলল, প্রিয়সই, ও'র সঙ্গে পরিচয় নেই, এমন প্রগল্ভতা করতে লজ্জা করছে। নে, তুই-ই দে ও'কে। মহাশ্বেতা তখন বার বার বলাতে, অনেকক্ষণ পরে কোনরকমে রাজী হল দিতে, যেন সে কোন গাঁওকিশোরী। মহাশ্বেতার মুখ থেকে চোখ না তুলেই—তনুদেহ থরোথরো, বেয়াকুল আঁখি দুটি, ঘন বহে নিঃশ্বাস, ঘেমে নেয়ে—যেন পুষ্পধনু শরপ্রহারে তাকে মূর্ছিত করে আবার তাকে নাইয়ে দিচ্ছে (জ্ঞান ফেরাতে)—কচিপাতার মতো পান-ধরা হাতখানি বাড়িয়ে ধরল, যেন দরদর স্বেদজলধারায় ডুবে যাবার ভয়ে চাইছে হাত ধরতে, যেন 'পড়ে যাচ্ছি' এই আতঙ্কে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে।

চন্দ্রাপীড়ও হাত বাড়াল। সে-হাত এমনিতেই লাল, যেন জয়হস্তীর কুম্ভস্থল চাপড়ানোর সময় সিঁদুরটি লেগে গেছে হাতে। ধনুকের ছিলে টেনে-টেনে সে-হাতে পড়েছে কালো কড়া, যেন কেশাকর্ষণ করার সময় কেঁদে-ওঠা শত্রুরাজলক্ষ্মীর চোখ মুছিয়ে দিতে গিয়ে তার কাজল একফোঁটা লেগে গেছে। ঠিকরে-পড়া নখদ্যুতিতে সে-হাতের পাঁচটি আঙুলকে মনে হচ্ছিল যেন তাদের বড় তাড়া আছে তাই তারা দৌড়ে চলেছে, যেন তারা লম্বা-লম্বা হয়ে গেছে, যেন তারা হেসে উঠেছে। লালটুকটুকে সে-তো আঙুল নয়, সে-যেন (কাদম্বরীর) স্পর্শলোভে এসে সে-সময় জড়ো হয়েছে রাগ-রক্ত আর এক প্রস্থ পঞ্চেন্দ্রিয়।

তখন কি জানি কোথা থেকে কাদম্বরীর মধ্যে এসে বসল সব কটি রস, এ-সময় তার

অপরূপ হাবভাব অনায়াসে দেখতে পাবে, সেই কৌতূহলে। লক্ষ্য স্থির নেই, শূন্যে-বাড়িয়ে-ধরা তার সেই হাত দিয়ে—নখকিরণরাশি যেন চন্দ্রাপীড়ের হাতটি খুঁজে বার করতেই আগে-আগে চলে গেল, অঙ্গের কাঁপনে কেঁপে-কেঁপে বেজে উঠল বলয়গুলি; যেন সম্ভাষণ করছে—ঘামতে-ঘামতে পান দিল সে ; যেন নিজেকেই সমর্পণ করছে, 'এই নাও অনঙ্গের দেওয়া তোমার দাসীটিকে' এই বলে, যেন নিজের প্রাণটি রাখছে (তার হাতে) 'আজ থেকে এ তোমারই হাতে রইল' বলে।

কচিপাতার মতো হাতখানি যখন টেনে নিল সে, তখন জানতেই পারল না, তার হাত থেকে খসে পড়ে গেছে একটি রত্নবলয়, যেন তার হৃদয়খানি অনঙ্গশরে মাঝখানে ছ্যাঁদা হয়ে ভুজলতা বেয়ে-বেয়ে চলে গেছে তার স্পর্শ পাওয়ার লোভে।

আর একটি পান নিয়ে সে দিল মহাশ্বেতাকে।

এমন সময়[৩১৫] হঠাৎ তর্‌তর্‌ করে সেখানে এসে হাজির হল এক সারিকা—যেন ফুলে-গড়া। পা দুটি কুমুদকেশরের মতো পিঙ্গল। মুখটি চাঁপার কলি। পাখা দুটির রঙ, যেন ঝিলিক দিচ্ছে নীলপদ্মের পাপড়ি। তার পেছন-পেছন ধীর মন্থর চলনে এক শুক, গলায় গুটোন ইন্দ্রধনুর মতো একটি তে-রঙা গোল দাগ, ঠোঁট দুটি যেন প্রবালের অঙ্কুর, পাখায় পান্নার চেকনাই।

সারিকা সক্রোধে বলল; রাজকন্যে কাদম্বরী, এই অসভ্য পাজীর পা-ঝাড়া পাখিটাকে আমার পেছনে-পেছনে ঘুরঘুর করতে বারণ করছ না কেন বল তো ? উনি মনে করেন, ওঁর মতো সোহাগের পাত্তর, ওঁর মতো সোন্দর দুনিয়ায় আর দুটি নেই। ও যদি আমায় হেনস্তা করে, আর তুমি শুধু তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখ, তাহলে এই তোমার ছিচরণকমল ছুঁয়ে দিব্বি করছি, আত্মঘাতী হবই হব।

তার একথা শুনে কাদম্বরী মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল। মহাশ্বেতা ব্যাপারটা কিছুই জানে না; মদলেখাকে জিগ্যেস করল, 'কী বলছে ও ?' তখন মদলেখা বলল—

এ-সারীটি হচ্ছে রাজকন্যা-দিদি কাদম্বরীর সই—নাম কালিন্দী। রাজকন্যাই পরিহাস নামে এই শুকটির সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে ওকে ওর বৌ করে দিয়েছেন। আজ ভোরবেলা ওর চোখে পড়েছে, কাদম্বরীর তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী এই তমালিকাকে একা-একা কি যেন পড়াচ্ছে পরিহাস। তারপর থেকেই ওর হিংসে হয়েছে, রাগের চোটে মুখ ফিরিয়ে আছে, ওর কাছেও যাচ্ছে না, কথাও বলছে না, ছুঁচ্ছেও না, তাকাচ্ছেও না। আমরা সবাই মিলে অনেক সাধ্য-সাধনা করেছি, তবু ওর রাগ পড়ছে না।

একথা শুনে চন্দ্রাপীড় মৃদু-মৃদু হাসতে-হাসতে বলল—তার গালের ভেতরটা (হাসির দমকে) কেঁপে-কেঁপে উঠছে, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল—

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকম একটা কথা উঠেছে বটে। রাজবাড়িতেও কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, লোকজনেরাও বলাবলি করছে, বাইরেও লোকে বলছে; দিক্‌-দিগন্তেও রটে গেছে, আমরাও শুনেছি কথাটা, 'পরিহাস নামে একটি শুক নাকি কাদম্বরীদেবীর তাম্বূলদায়িনী তমালিকার প্রেমে একেবারে বেহুঁস, দিনরাত কোথা দিয়ে কাটছে, খেয়াল নেই।' নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে ওর সঙ্গে থাকতে হয় থাকুক গে নির্লজ্জ দুরাচারটা; কিন্তু চপলা দুষ্টদাসীকে যে শাসন করছেন না, এটা কি কাদম্বরীদেবীর উচিত হচ্ছে ? অবশ্য, বেচারী কালিন্দীকে এরকম একটা দুর্বিনীত পাখির হাতে সঁপে দিয়ে দেবী

আগেই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে উনি ওকে একটুও ভালবাসেন না। ও এখন কী করে? সতীন হওয়াটা তো মেয়েদের সব থেকে বড় রাগের কারণ, বিরাগের সর্বপ্রধান হেতু, চরম অপমান। ওকেই বরং বলতে হবে খুবই ধীরস্থির, যে এতবড় দুর্ভাগ্য-সত্ত্বেও মনের খেদে বিষ খায় নি, কিম্বা আগুনে ঝাঁপ দেয় নি, বা উপোস করতে বসে নি। মেয়েদের পক্ষে এমন অপমান তো আর নেই। এই অপরাধের পরেও পরিহাসের সাধাসাধিতে ও যদি ফের তার কাছে যায়, তাহলে ছি ছি ছি ছিঃ, কী হবে ওকে দিয়ে? দূর থেকেই ওকে এড়িয়ে চলা উচিত, বকে-ঝকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। তখন ওর সঙ্গে কারো কথা বলতে, ওর মুখের দিকে তাকাতে বয়ে গেছে। কেউ আর ওর নামও উচ্চারণ করবে না।

চন্দ্রাপীড় একথা বললে পর, তার রগুড়ে কথায় মজা পেয়ে সমস্ত মেয়েরা হেসে উঠল, কাদম্বরীও।

পরিহাস কিন্তু তার পরিহাস-বাক্য শুনে বলল, ধূর্ত রাজপুত্র, এ-মেয়ে অতি ওস্তাদ। চঞ্চল হলে হবে কি, তোমার বা অন্য কারো কথায় ভোলার মেয়ে ও নয়। এ-সব বাঁকা কথা ও-ও বোঝে। ও-ও ঠাট্টা-তামাসা করতে জানে। রাজবাড়িতে থেকে-থেকে ওরও বুদ্ধি রীতিমত ধারালো। তোমার ঐসব নাগর-সুলভ প্যাঁচালো কথা রাখ তো, ওকে নিয়ে এসব কথা সইব না। মধুরভাষিণী ও আমার নিজেই জানে কখন, কি কারণে, কতটা, কার ওপর, কি নিয়ে রাগ করতে হয় আর খুশি হতে হয়।

এই সময় কঞ্চুকী এসে মহাশ্বেতাকে বলল, অখণ্ড পেরমাই হোক দিদি, দেব চিত্ররথ এবং দেবী মদিরা আপনাকে দেখবেন বলে ডেকে পাঠিয়েছেন।

একথা শুনে উঠতে-উঠতে সে কাদম্বরীকে জিগ্যেস করলে, সই, চন্দ্রাপীড় কোথায় থাকবে? কাদম্বরী মনে মনে বললে, হাজার-হাজার মেয়ের হৃদয়ে থেকেও আশ মিটল না? হেসে প্রকাশ্যে বললে, ভাই মহাশ্বেতা, কেন একথা বলছিস? দেখে অবধি উনি এ-শরীরেরও প্রভু, প্রাসাদ বা ঐশ্বর্য বা পরিজনদের কথা তো ছেড়েই দে।[৩১৬] ওঁর যেখানে খুশি, কিম্বা, ভাই, যেখানে তোর মন চায়, সেখানেই উনি থাকুন।

একথা শুনে মহাশ্বেতা বলল, তাহলে এখানেই তোর প্রাসাদের কাছে অন্তঃপুরের বাগানে নকলপাহাড়ের ওপর রতন-কুঠিতে থাকুক।—এই বলে গন্ধর্বরাজের সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল।

চন্দ্রাপীড়ও তারই সঙ্গে বেরিয়ে—সেই পূর্বপরিচিত কেয়ূরক পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল—নকল-পাহাড়ের রতনকুঠিতে চলে গেল। সঙ্গে গেল তার চিত্তবিনোদনের জন্য কাদম্বরীর আদেশে প্রতিহারীর পাঠানো কয়েকটি মেয়ে—তারা কেউ-কেউ বীণা বাজায়, কেউ-কেউ বাজায় চমৎকার বাঁশি, কেউ-কেউ গানে ওস্তাদ, কারো-কারো পাশায় নেশা, কেউ-কেউ দাবায় নিপুণ, কেউ-কেউ ছবি-আঁকায় মেহনত করেছে, কেউ-কেউ আবৃত্তি করতে পারে সুন্দর-সুন্দর উক্তি।

চন্দ্রাপীড় চলে গেলে, গন্ধর্বরাজকন্যা সমস্ত সখীদের এবং পরিজনদের বিদায় দিয়ে, মাত্র কয়েকটি পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে উঠল প্রাসাদের ছাদে। সেখানে গিয়ে শয্যায় পড়তে পরিচারিকারা সসম্ভ্রমে চুপচাপ দূর থেকেই তার চিত্তবিনোদনের চেষ্টা করতে লাগল।

খানিক পরে কোনমতে হুঁস ফিরে পেয়ে, একা-একা (অর্থাৎ মনে-মনে) সে-সময় তার কি লজ্জাই না করতে লাগল—

যেন লাজ তাকে চেপে ধরে বললে, এ কি শুরু করলি, চঞ্চল মেয়ে ?

বিনয় তিরস্কার করলে, গন্ধর্বরাজপুত্রী, এ কি তোমার উচিত হচ্ছে ?

সরলতা উপহাস করলে, কোথায় গেল তোমার সেই আনাড়ি বালিকা-ভাব ?

কৌমার্য ডেকে বললে, ওগো স্বাধীনা, একা-একা যা খুশি তাই অনুসরণ করে বোসো না যেন।

গৌরববোধ ভর্ৎসনা করলে, ভীরু, ভালঘরের মেয়েদের রেওয়াজ এমন নয়।

শিষ্টাচার শাসালে, দুর্বিনীতে, অভব্য আচরণ রাখ্।

আভিজাত্য উপদেশ দিলে, বোকা মেয়ে, প্রেম তোকে হালকা করে দিল।

ধৈর্য ধিক্কার দিলে, কোত্থেকে এল তোমার এই চিত্তচাঞ্চল্য ?

বংশমর্যাদা ছিছিক্কার করলে, আমাকে উড়িয়ে দিলি তুই, স্বচ্ছন্দচারিণী ?

কাদম্বরী ভাবতে লাগল—

সবরকমের ভয়-ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে, মোহে অন্ধ হয়ে, চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, এ আজ কী করে বসলুম আমি ? এই যেমন—

কি হঠকারিণী আমি, একবারও মনে হল না, মানুষটিকে তো আগে কখনো দেখি নি।

কি নির্লজ্জা, ভেবে দেখলুম না, লোকে আমাকে লঘুচিত্ত বলে মনে করবে।

কি নির্বোধ, ওর মনের ভাব কি, তা পরখ করলুম না।

কি চঞ্চল, আমাকে ওর দেখতে ভাল লাগছে কি লাগছে না, সে-সব বিচারেও পা দিলুম না।

ও যদি প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে-লজ্জা রাখব কোথায়—এ ভেবে ভয় হল না।

ভয় হল না গুরুজনকে। লোকে অপবাদ দেবে, সে ভাবনা হল না। আর মহাশ্বেতা যে এত দুখিনী, তারও তো অপেক্ষা রাখলুম না, কি অভদ্র আমি।

কাছের সখীরা সব লক্ষ্য করছে, তাও লক্ষ্য করলুম না—এতই মূঢ় !

পাশের পরিজনেরা দেখছে, তাও দেখলুম না—এতই বেহুঁস !

ওরকম অস্বাভাবিক আচরণ মোটা-বুদ্ধিরাও ধরে ফেলবে, প্রেমের ব্যাপারে ভুক্তভোগী মহাশ্বেতার তো কথাই নেই, কিম্বা সর্বকলায় নিপুণ সখীদের, কিম্বা পরিজনদের —রাজবাড়িতে ঘোরাঘুরি করে করে যারা অতিশয় চালাক হয়ে গেছে, হাঁ করলেই কথা বোঝে। এসব ব্যাপারে আবার অন্তঃপুরের দাসীদের নজর বড় সেয়ানা। একেবারেই মরেছি পোড়াকপালী, আমার এখন মরণই ভাল, এত লজ্জা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে। একথা শুনলে মা-ই বা কি বলবেন, বাবাই বা কি বলবেন, গন্ধর্বেরা সবাই-ই বা বলবে কি ? কি করি ? কি এর প্রতিকার ? কেমন করে ঢাকি এই দুর্বলতা ? দুর্বিনীত ইন্দ্রিয়গুলোর এই ছট-ফটানির কথা কার কাছে বলি ? এই বুক-পোড়া (অথবা বুক-পোড়ানো) পঞ্চবাণের পাল্লায় পড়ে জানি না কোথায় চলেছি। মহাশ্বেতার ব্যাপারে অমন করে প্রতিজ্ঞা করলুম, প্রিয়সখীদের সামনে ঐরকম করে বললুম, কেয়ূরকের হাতে (অর্থাৎ মুখে) অমনি করে খবর পাঠালুম ! হা আমার পোড়া কপাল ! জানি না কে এখানে নিয়ে এল আমাকে বঞ্চনা করতে এই চন্দ্রাপীড়কে !

কে সে ? শঠ বিধাতা ? না ঐ উচ্ছন্নে-যাওয়া মন্মথ ? না কি পূর্বজন্মের জমা-হওয়া পাপ ? না পোড়া যম ? না অন্য কেউ ? যাকে কখনো দেখি নি শুনি নি বুঝি নি ভাবি নি কল্পনাও করি নি, এমন কেউ একজন বুঝি আমায় অপদস্থ করতে এসেছে, যাকে দেখামাত্রই আমি হয়ে গেছি তারই জিনিস (বা যন্ত্র), ইন্দ্রিয়গুলো যেন আমায় বেঁধে-ছেঁদে দান করে দিয়েছে তাকে, মন্মথ যেন তার শরের তৈরি খাঁচায় পুরে আমাকে সমর্পণ করে দিয়েছে তার হাতে, প্রেম যেন (ক্রীত)দাসী করে হাজির করেছে তার সামনে, হৃদয় যেন তার গুণের মূল্যে আমায় বিক্রি করে দিয়েছে তার কাছে।

'কাজ নেই আমার ঐ চঞ্চলকে দিয়ে'—একবার বুঝি সংকল্প করল মনে-মনে। সংকল্প করতেই ধড়াস করে উঠল বুক, আর সেই কাঁপনে নড়ে উঠে বুকের মধ্যেকার চন্দ্রাপীড় পরিহাস করে বললে, 'তোমার সৌজন্য তাহলে শুধু ভান ? বেশ তো; আমায় যদি তোমার প্রয়োজন না থাকে, তাহলে এই চললুম আমি।' চন্দ্রাপীড়কে ছেড়ে দেওয়ার সংকল্প করার সঙ্গে-সঙ্গে রওনা-হওয়া প্রাণ কণ্ঠ-লগ্ন হয়ে যেন বললে 'আসি'। তক্ষুণি অশ্রু এসে যেন বললে, 'ওগো মেয়ে, তোমার কি ভাল-মন্দের জ্ঞান নেই! চোখ দুটি ধুয়ে আর একবার দেখো তো মানুষটি ফেল্না কিনা। মনোভব যেন নিদারুণ ভৎর্সনা করলে, 'দাঁড়াও, ঘোচাচ্ছি তোমার ধৈরযের গরব, সেই সঙ্গে তোমার প্রাণটিও।' তখন আবার সে হৃদয়টি তেমনি করেই চন্দ্রাপীড়ের দিকে মেলে ধরল।

এমনি করে ফুরিয়ে গেল তার ধাতস্থ হওয়ার ক্ষমতা। নিদারুণ প্রেমাবেশে অবশ হয়ে, যেন সে আর আপনাতে আপনি নেই এমন ভাবে উঠে, গবাক্ষের জালির মধ্যে দিয়ে সেই ক্রীড়াপর্বতের দিকে তাকিয়ে রইল। সেখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে তাকে দেখতে লাগল—পাছে আনন্দাশ্রু এসে ব্যবধান রচনা করে, তাই চোখ দিয়ে নয়—স্মৃতি দিয়ে। তাকে আঁকতে লাগল—পাছে আঙুলের বিগলিত স্বেদজল লেগে (মুছে) যায়, তাই ছবি-আঁকার তুলি দিয়ে নয়, ভাবনা দিয়ে। জড়িয়ে ধরল—পাছে রোমাঞ্চ আড়াল করে, তাই বুকে নয়—হিয়ায়। মিলনের বিলম্ব বুঝি অসহ হয়ে উঠেছিল, তাই যাতায়াত করতে পাঠাল মনকেই, পরিজনকে নয়।

চন্দ্রাপীড়ও ওদিকে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করল গিয়ে মণিগৃহে, যেন কাদম্বরীরই আরেক হৃদয়-মন্দিরে। শিলাতলে বিছোন ছিল কুথা—তার দুদিকে ওপর-ওপর রাখা অনেক-গুলো করে বালিশ। কেয়ূরক কোলে তুলে নিল পা দুখানি, চারদিক ঘিরে মাটিতে বসল সেই মেয়েরা, যাকে যেখানে বসতে বলা হল। শুয়ে পড়ে—মনের দুলুনি আর থামে না, চিন্তায় ডুবে গেল চন্দ্রাপীড়—

আচ্ছা, এই গন্ধর্বরাজকন্যা কাদম্বরীর স্বাভাবিক হাবভাবই কি এমন সবার মন-কাড়া, না কি, বিনা আরাধনেই সন্তুষ্ট হয়ে মকরকেতু ঠাকুর আমাকেই লক্ষ্য করে ওগুলি করালেন ? নইলে কেন সে অমন বঙ্কিম নয়নে তৃতীয় ভাগটি ঈষৎ কুঞ্চিত করে আমার পানে চায় ? সে-চোখে ছিল জল, ছিল রাগ-রক্তিমা, যেন হৃদয়ের মধ্যে উড়ে-এসে-পড়তে-থাকা অনঙ্গশরের কুসুম-পরাগে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ? আমি তাকালে, সলাজ মৃদুহাসির শাদা আলোর যেন শুভ্র রেশমী ঘোমটায় নিজেকে ঢাকে ? আর লজ্জায় আমার দিক থেকে মুখখানি ফিরিয়ে কপোলটি মেলে ধরে দর্পণের মতো, যেন আমার প্রতিবিম্ব

সেখানে গিয়ে পড়ুক এই লোভে ? শয্যার ওপর আঁচড় কাটে নখ দিয়ে, যেন আমাকে যে ঠাঁই দিয়েছে হৃদয়ের সেই প্রথম-অন্যায়ের লিখনখানির মতো ? আমাকে পানের খিলিটি দেওয়ার শ্রমে থরোথরো কাঁপে তার হাত; মনে হয় যেন সে-হাতখানিকে রক্ত-কমল মনে করে ঘুরঘুর করছিল যে-ভ্রমরের ঝাঁক সেটি যেন এক তমালপল্লব, আর তাই দিয়ে সে হাওয়া করছে স্বেদাক্ত মুখখানি ?

আবার ভাবল, মানুষের স্বভাবসুলভ চপলতাই সম্ভবত আমায় ভোলাচ্ছে এইসব হাজারো মিথ্যে কল্পনা দিয়ে। আমার বিবেকবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিয়ে আমায় মত্ত করে তুলছে যৌবনের নেশা অথবা মদন। কেননা, যুবকদের চোখ হয় যেন তিমিররোগ-গ্রস্তের[৩১৭] মতো, তিল-পরিমাণ বিকারকেই তাল করে দেখে। একফোঁটা তেলকে জল যেমন অনেকদূর ছড়িয়ে দেয়, তেমনি এতটুকু প্রীতিকেও যৌবনমদ কদ্দূর যে গড়িয়ে নিয়ে যায় ! চঞ্চলতা যেন কবির মনোভূমি, শত-শত উদ্দাম কল্পনার জন্মস্থান, কী না ভেবে নেয়[৩১৮] ? তরুণদের মনের গতি যেন ওস্তাদ কন্দর্পের হাতের ছবি-আঁকার তুলি, কী না আঁকে ? হামবড়াই ভাব যেন কুলকলঙ্কিনী নারী, রূপের গরবে কার কাছে না আত্মসমর্পণ করে ? মনের সাধ যেন স্বপন, অভিজ্ঞতার বাইরে যা, তা-ও দেখিয়ে দেয়। আশা যেন ঐন্দ্রজালিকের ময়ূরপালক[৩১৯], অসম্ভবকেও সামনে ধরে দেয়।

আরও ভাবল, মিছিমিছি মনকে এত কষ্ট দিয়ে লাভ কি ? যদি সত্যিই উজল-অমল-আঁখি ও-মেয়ের মনের ভাব আমার প্রতি এমন হয়ে থাকে, তাহলে সেই অযাচিত-অনুকূল মন্মথই তাকে শীগ্গিরই ধরা পড়িয়ে দেবেন। তিনিই ঘোচাবেন এই সংশয়, (সে আমায় ভালো বাসে কি না বাসে)—এই ঠিক করে উঠে বসল সে; তারপর সেই কন্যাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করতে লাগল পাশা, গান, বীণাবাদন, পণব-জাতীয় বাজনা, সন্দিগ্ধ স্বর সম্পর্কে বিতর্ক, সুভাষিতের আসর, আরো সব নানান ধরনের কথাবার্তা, সুকুমার কলায় মেতে। এইভাবে খানিকক্ষণ কাটিয়ে, তারপর বেরিয়ে—বাগান দেখার কৌতূহল মন টানল তার—উঠল গিয়ে নকলপাহাড়ের চূড়োয়।

কাদম্বরী তো তাকে দেখে, 'মহাশ্বেতা বড্ড দেরি করছে তো' এই বলে তার পথ-চাওয়ার ভান করে, সে-জানলা ছেড়ে, প্রেমাবিষ্টমনে প্রাসাদের সর্বোচ্চ শিখরে গিয়ে উঠল। সঙ্গে রইল অল্প কয়েকজন পরিচারিকা। পূর্ণচাঁদের মতো শুভ্র, সোনার ডাঁটিওয়ালা একটি ছাতা দিয়ে রোদ আড়াল করল কেউ। চারটি ফেনশুভ্র চামর দুলিয়ে-দুলিয়ে হাওয়া করতে লাগল (অন্যরা)। ফুলগন্ধলুব্ধ ভোমরার ঝাঁক ঘুর-ঘুর করতে লাগল মাথার কাছে, মনে হতে লাগল; সে-যেন দিনের বেলায়ই কালো ঘোমটা পরে চন্দ্রাপীড়ের অভিসারে যাবার উপযুক্ত সাজগোজের মোহড়া দিচ্ছে। এই চামরের আগা আঁকড়ে ধরছে, এই ছাতার দণ্ডটি ধরছে, এই তমালিকার কাঁধে দু'হাত রাখছে, এই মদলেখাকে জড়িয়ে ধরছে, এই কোন পরিজনের আড়ালে সমস্ত শরীরটি লুকিয়ে চোখের এক কোণ (আ. তৃতীয় ভাগ) দিয়ে দেখছে, এই গোল ত্রিবলী রেখা বেঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, এই প্রতীহারীর বেত্রলতার মাথায় গাল রাখছে; এই নিশ্চল-হাতে-ধরা পানের খিলিটি অধর-পল্লবে রাখছে, এই খসে-পড়া পদ্মফুল দিয়ে তাড়না করছে পরিজনকে, সে পালিয়ে যাচ্ছে; তার পিছু-পিছু কয়েক পা গিয়ে হেসে উঠছে —এমনি করে এ ওকে দেখতে-দেখতে; ও একে দেখতে-দেখতে ক ত ক্ষ ণ যে কেটে গেল

হুঁস রইল না। তারপর যখন প্রতীহারী ওপরে উঠে এসে জানাল 'মহাশ্বেতা ফিরেছেন', তখন নামে! স্নান-টান করতে তেমন ইচ্ছে ছিল না; নেহাত মহাশ্বেতার খাতিরে দিনকৃত্য সারল। চন্দ্রাপীড়ও ওখান থেকে নেমে এসে—কাদম্বরী আগেই পরিজনদের পাঠিয়ে দিয়েছিল—তাদের সাহায্যে স্নান-টান করে; একটি অটুট শিলাতলে বসে ইষ্টদেবতার পুজো করে ঐ ক্রীড়াপর্বতেই খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সমস্ত দিনকৃত্য করল।

ক্রীড়াপর্বতের পূর্বদিকটায় ভারি চমৎকার হারীত-পাখির মতো সবুজ একটি পান্না-পাথরের চাঁই। তাতে বিন্দু-বিন্দু জমে আছে হরিণীর জাবরের ফেনা। রঙটি যেন হলায়ুধের হলের ভয়ে নিশ্চল যমুনার জল। তার ওপর লাল ঝিলিক দিচ্ছে তরুণীদের চরণের আলতা। ফুলরেণু পড়ে-পড়ে যেন বালিতে ভরে গেছে ওপরটা। চারপাশ ঘিরে ঘননিবিড় লতামণ্ডপ। যেন ময়ূরদের তান্ডবনাচ শেখার এক সঙ্গীতভবন। খাওয়া-দাওয়ার পর ঐ পাথরটিতে বসে আছে চন্দ্রাপীড়; হঠাৎ দেখে কি—

অত্যন্ত উজ্জ্বল ধবধবে আলোর (জোয়ার-) জলে যেন নিবে যেতে বসেছে দিন, রোদটাকে যেন পিয়ে নিচ্ছে একটি মৃণাল-বলয়, যেন দুধের সায়রে ভেসে চলেছে পৃথিবী, চন্দনরসের বৃষ্টিতে যেন ভিজে যাচ্ছে দিক্-দিগন্ত, সারা আকাশে কে যেন চুনকাম করতে লেগেছে। তার মনে হল; ওষধিদের রাজা, ঠাণ্ডা-কিরণ চাঁদ-ঠাকুরটি কি (মনের ভুলে) হঠাৎ উঠে পড়লেন ? না কি; ফোয়ারা-ঘরগুলো কেউ খুলে দিল; তাই যুরন্ত যন্ত্রগুলো থেকে সহস্রধারায় শাদা জলের ফিনকি ছুটেছে চারদিকে ? না কি, হাওয়ায় শীকর ছিটোতে-ছিটোতে সৃষ্টিটাকে ফর্সা করে দিয়ে মাটিতে নামছেন আকাশগঙ্গা ?

খুবই কৌতূহল হল। যেদিক থেকে আলো আসছিল, সেদিক পানে নজর করে চন্দ্রাপীড় দেখল—

মদলেখা আসছে। তাকে ঘিরে বেশ কিছু মেয়ের একটি দল। মাথায় তার ধরা রয়েছে শাদা ছাতা। দুটি চামর দুলছে (দু'দিকে)। কাদম্বরীর প্রতীহারী ডান হাতে ধরে আছে তার হাত, আর বেত্রলতা-ধরা বাঁ-হাতে করে নিয়ে আসছে ভিজে-কাপড়ের-টুকরোয়-মুখ-ঢাকা একটি নারকোলের কৌটো—তার মধ্যে চন্দনের অনুলেপন।[৩২০] কেয়ূরক আসছে (আগে-আগে) পথ বলে দিতে-দিতে, হাতে তার দুটি ধোয়া কল্পলতার রেশমী কাপড়—সাপের খোলসের মতো শাদা, নিঃশ্বাসে উড়ে যায় (এত হালকা)। মালতীফুলের মালা হাতে পেছন-পেছন আসছে তমালিকা। আর মদলেখার কাছ ঘেঁষে আসছে তরলিকা। তার হাতে শাদা রেশমে ঢাকা ঝাঁপির মধ্যে ঝলমল করছে আলোর ঝরণা আলোর ঝরণ আলোর ফিনিক আলোর বরণ এক হার—

ক্ষীরসায়রের অমন যে ধবধবে রঙ, সেটি সম্ভবত তার কারণেই। সে যেন চাঁদের সোদর, নারায়ণের নাভির পদ্মফুলটির মৃণালদণ্ড, মন্দরের ঘূর্ণিতে ছিটকে-পড়া দলা-দলা অমৃত; মন্থনের ধকলে বেরিয়ে-আসা বাসুকির খোলস, বাপের বাড়ি ছেড়ে আসার সময় লক্ষ্মীর মুখ থেকে যে-হাসি নিঃশেষে মুছে গিয়ে ঝরে পড়েছিল, সেই হাসিটি।[৩২১] মন্দর-মন্থনে টুকরো-টুকরো হয়ে-যাওয়া চাঁদের কলাখণ্ডগুলি যেন

একজায়গায় জড় করা। ছায়া হয়ে নেমে-আসা তারাগুলি কেউ যেন ছেঁকে তুলেছে সমুদ্রের জল থেকে। পুঞ্জীভূত যেন দিগ্‌গজেদের শুঁড়ের জলবিন্দু-বৃষ্টি। যেন মদন-মাতঙ্গের নক্ষত্রমালা হার। যেন শরতের মেঘের কুচি দিয়ে রচা, যেন কাদম্বরীর রূপ-মুগ্ধ মুনিদের হৃদয় দিয়ে গড়া, সব রতনের সেরা রতন, সব সাগরের যশোরাশি যেন একত্র করা, যেন চাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী, যেন জ্যোৎস্নার পরাণখানি। সে-হারের ধুকধুকিটি যেন পদ্মপত্র থেকে ঝরে-পড়া জলবিন্দুর মতো অপরূপ, যেন নলিনীদলচ্যুত জলবৎ চঞ্চল লক্ষ্মীর হৃদয়। প্রেমে উতলা মানুষের হাত যেমন মৃণালের বালায় ধবধব করে, তেমনি সেই হারের দ্যুতি—মৃণালবলয়ের মতো ধবধব করছে শাদা। শরতের চাঁদ যেমন মেঘমুক্ত কিরণ-রাশিতে দিক্‌দিগন্ত উজ্জ্বল করে তোলে; তেমনি তার নিবিড়গ্রথিত মুক্তার সান্দ্র কিরণচ্ছটায় উজ্জ্বলে উঠেছে দশদিক। সে হার যেন স্বর্গঙ্গার ধারা—স্বর্গের মেয়েদের বুকের ঘ্রাণে ভুরভুর করছে।

দেখেই চন্দ্রাপীড় মনে-মনে ঠিক বুঝে নিল, জোছনার ঝলমলানিকে হার-মানানো এই ধবলিমার এইটিই হচ্ছে উৎস। তারপর মদলেখা আসতে-আসতে দূর থেকেই উঠে দাঁড়িয়ে এবং পর-পর অন্যান্য যথাযোগ্য শিষ্টাচার করে তাকে অভ্যর্থনা করল। মদলেখা খানিকক্ষণ বসল সেই মরকত-শিলাতলে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে তাকে মাখিয়ে দিল সেই চন্দনের অঙ্গরাগ, পরিয়ে দিল সেই রেশমী বসন দুটি, মাথায় শেখর রচনা করে জড়িয়ে দিল সেই মালতীর মালাগুলি। তারপর সেই হারটি হাতে নিয়ে চন্দ্রাপীড়কে বলল—

কুমার, নিরহঙ্কার-রমণীয় আপনার এ রূপ-মাধুর্য কাকে না প্রীতি-মুগ্ধ করছে? আপনার বিনয়ই (আপনার গুণমুগ্ধ) এইসব (আমাদের মতো) মানুষকে এগোবার সুযোগ দিচ্ছে। আপনার এই রূপে আপনি কার না জীবনের প্রভু হয়েছেন? আর এই অকারণে-উছলে-পড়া-স্নেহময় স্বভাবের গুণে আপনি কার-না আত্মীয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন? আপনার এই অকৃত্রিমমধুর ব্যবহারে কে-না আপনার বন্ধু? আর স্বভাবসুকুমার আপনার এই গুণগুলি কাকে না ভরসা দেয়? দোষ দিতে হবে আপনার চেহারাকেই—প্রথমদর্শনেই এমন আপন করে নেয়! নইলে সমস্ত ভুবনে প্রখ্যাত যাঁর মহিমা সেই আপনার মতো মানুষকে কোন কিছু করতে গেলেই যেন মনে হয়, এ ঠিক হল না। যেমন; সম্ভাষণও হয়ে দাঁড়ায় যেন ছোট করা। সম্মান করলেও মনে হয় যেন প্রভুত্বের অহঙ্কারের আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। প্রশংসা করলেও নিজের আস্পর্ধাই দেখানো হয়। শিষ্টাচারও যেন চপলতাই প্রকাশ করে। প্রীতিও যেন নিজের ওজন না বোঝারই প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। অনুরোধও যেন হয়ে দাঁড়ায় দুঃসাহস। সেবাও দেখায় যেন ব্যস্তবাগীশ-ব্যস্তবাগীশ ভাবের মতো। কিছু দিলেও যেন অপমান করা হয়।

আর তাছাড়া, যিনি নিজেই আমাদের হৃদয় কেড়ে নিয়েছেন, তাঁকে কী-ই বা দিতে পারি? যিনি জীবনেরই প্রভু, তাঁকে কী-ই বা অর্পণ করব? প্রথম পায়ের ধুলো দিয়ে আপনি আমাদের যে মহোপকার করেছেন, তার কী প্রত্যুপকার করব? দর্শন দিয়ে আমাদের জীবন সার্থক করেছেন আপনি, কী দিয়ে আপনার আগমন সফল করব? কাদম্বরী এই সুযোগে আপনাকে তার প্রীতিই প্রদর্শন করছে, সম্পদ্ নয়। কেননা সজ্জনদের সম্পদে যে সবার অধিকার—এ তো জানা কথা। ঐশ্বর্য (দেখানো) দূরে থাক; আপনার মতো মানুষের দাসী হতে রাজী হলেও সে-মেয়েকে কেউ দুষবে না অকাজ

করেছে বলে। নিজেকে বিকিয়ে দিলেও সে ঠকবে না। জীবন স'পে দিলেও তার অনুতাপ হবে না। আর সজ্জনদের এমনই মহত্ত্ব যে প্রণয়ীর[৩২২] প্রার্থনা কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না, সৌজন্যের অবতার তাঁরা। আর দেখুন; যে চাইছে তার তত লজ্জা হয় না, যত হয় যে দিচ্ছে তার। সত্যি কথা বলতে কি, এ ব্যাপারে (অর্থাৎ উপহার পাঠিয়ে) কাদম্বরী নিজেকে আপনার কাছে অপরাধিনী মনে করছে।

এই যে হারটি দেখছেন, এর নাম শেষ, কেননা সমুদ্রমন্থন করে যত রত্ন উঠেছিল; তার মধ্যে এইটিই শুধু অবশিষ্ট থেকে গিয়েছিল, আর সেই কারণেই নদীরাজ সমুদ্র-ঠাকুরের অতি আদরের ছিল এটি। বরুণ তাঁর বাড়িতে (একবার বেড়াতে) এলে তিনি তাঁকে এটি দেন, বরুণ আবার দেন গন্ধর্বরাজকে; গন্ধর্বরাজ আবার কাদম্বরীকে। সে আবার 'আপনার শরীরই এই আভরণের উপযুক্ত', এই ভেবে, 'চাঁদের যোগ্য-স্থান হল আকাশ, পৃথিবী নয়' এই মনে করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। যদিও আপন অজস্র গুণের আভরণেই সর্বাঙ্গ ভূষিত আপনাদের মতো মানুষের,—যে-গয়না নিয়ে সাধারণ লোকে খুব 'আহা মরি' করে, আপনারা তা অঙ্গে ধারণই করেন না, 'কে বইবে ঐ কষ্টকর বোঝা' মনে করে; তবু সব জেনেশুনেও কাদম্বরী শুধু ভালবেসেই আপনাকে এ-হার পাঠিয়েছে। শুধু সে খুশি হবে এই একটিমাত্র কারণেই আপনি পরুন এ-হার।[৩২২] কেন, ঐ পাথরের টুকরোটা—যার নাম কৌস্তুভ—ভগবান্ শার্ঙ্গপাণি কি বক্ষে ধারণ করেন নি; শুধুমাত্র লক্ষ্মীর সোদর বলেই আদর করে? নারায়ণ তো আর আপনার থেকে বড় নন। আর কৌস্তুভমণিও গুণের কণার এতটুকু ভগ্নাংশেও শেষকে মোটেই ছাড়িয়ে যায় না। আর লক্ষ্মীও চেহারার কণামাত্র ক্ষীণ সাদৃশ্যেও কাদম্বরীর কাছাকাছি যান না। সুতরাং কাদম্বরী আপনার কাছ থেকে এই সম্মানটুকু পেতেই পারে। প্রীতিপ্রদর্শনের পক্ষে সে তো অপাত্র নয়। আপনি যদি তার এই অনুরোধ না রাখেন, সে নিশ্চয় মহাশ্বেতাকে হাজারো অনুযোগে ঝালা-পালা করে শেষে আত্মহত্যাই করে বসবে। সেই জন্যেই মহাশ্বেতা তরলিকাকেও পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনার কাছে এই হারটি নিয়ে আসতে। এবং সেই সঙ্গে কুমারকে (অর্থাৎ আপনাকে) বলেও পাঠিয়েছেন; 'মহাভাগ যেন মনে মনেও কাদম্বরীর এই প্রথম প্রীতির অনুরোধ না ঠেলেন।'—এই বলে তার বুকে সেটি পরিয়ে দিল, যেন সোনার পাহাড়ের গায়ে দুলল তারার মালা।

চন্দ্রাপীড় সবিস্ময়ে বলল, মদলেখা, কি বলব, তুমি বড় নিপুণ। কি করে নেওয়াতে হয়, তুমি জান। আমার উত্তর দেওয়ারও যো রাখ নি, এমনই তোমার কথা বলার কায়দা। অয়ি মুগ্ধে, আমি আমার কে? গ্রহণ করার বা প্রত্যাখ্যান করারই বা আমি কে? এসব কথা এখন ফুরিয়েছে। তোমাদের সৌজন্যে তোমরা এ-মানুষটাকে একেবারে তোমাদের হাতের যন্ত্র করে ফেলেছ। একে দিয়ে তোমরা এখন যা খুশি তাই করাতে পার—সে তার পছন্দই হোক, আর অপছন্দই হোক। দেবী কাদম্বরী বড়ই সৌজন্যশালিনী, তাঁর গুণগ্রাম অতি অভদ্র ব্যক্তিকেও তাঁর দাস না করে ছাড়ে না। —এই বলে কাদম্বরীকে নিয়েই অনেকক্ষণ ধরে আলাপচারী করে তারপর মদলেখাকে বিদায় দিল।

মদলেখা তখনো বেশিদূর যায় নি, ক্রীড়া-পাহাড়ের ওপর চন্দনে দুকূলে হারে উজ্জ্বল চন্দ্রাপীড়কে—যেন উদয়গিরিতে চন্দন-দুকূল-মুক্তাহারের মতো উজ্জ্বল চাঁদকে

—দেখার জন্যে চিত্ররথের দুলালী আবার উঠল সেই সৌধশিখরে। কোন রাজচিহ্ন নয়, বেত্র নয়, ছত্র নয়, চামর নয়, রইল শুধু তমালিকা, সংগে আসতে বারণ করে দিল (অন্য) সমস্ত পরিজনদের। সেখান থেকে, তার বিবিধ রংগভংগিমার ঢেউ-খেলানো মোহন চাহনি দিয়ে ঠিক তেমনি করেই আবার চন্দ্রাপীড়ের মন কেড়ে নিতে লাগল। যেমন—

নিটোল নিতম্বে কোমল বামহাতখানি রেখে ডানহাতটি পরিহিত রেশমী বসনের বরাবর ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চল-আঁখিতারা কখনো দাঁড়িয়ে রইল যেন পটে-আঁকা। কখনো হাই তুলতে শুরু করে মুখের ওপর হাতটি চিৎ করে এমন করে রাখল, যেন পাছে চন্দ্রাপীড়ের নাম মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ে তাই মুখে হাত চাপা দিচ্ছে। কখনো তার নিঃশ্বাসের সৌরভে লুব্ধ মধুকরেরা শব্দ করে উঠছিল তার বস্ত্রাঞ্চলের তাড়নায়, তাইতে মনে হল সে বুঝি চন্দ্রাপীড়কে ডাক পাঠাতে শুরু করেছে। কখনো হাওয়ায় বসন খসে যাচ্ছিল, তখন তাড়াতাড়ি করে বাহু দুটি মুড়ে এমন করে বুক ঢাকছিল, যেন আলিংগনের ইশারা। কখনো ঘন কেশভার থেকে টেনে-নেওয়া ফুলে অঞ্জলি ভরে নিয়ে এমন লীলাভরে গন্ধ নিচ্ছিল, যেন নমস্কার করছে তাকে। কখনো দুই তর্জনীর মধ্যে ঘোরাচ্ছিল মুক্তাহার, যেন নিবেদন করছে নব-নব হৃদয়ব্যাকুলতা। কখনো অর্ঘকুসুমের আলপনায় হোঁচট খেয়ে হাত ঝাঁকাচ্ছিল, যেন জানাচ্ছে ফুলশরের শরপ্রহারের বেদনা। কখনো খসে-পড়া মেখলার শৃংখলে জড়িয়ে যাচ্ছিল চরণ, যেন মন্মথ তাকে ধরে-বেঁধে তুলে দিচ্ছে চন্দ্রাপীড়ের হাতে। কখনো স্খলিত বসন কম্পিত উরুযুগলে ধরে রেখে ভুঁয়ে-লুটোন বসনের একটুখানি দিয়ে বুক ঢেকে, চকিতে ঘুরে গিয়ে লতার মত ত্রিবলী রেখাগুলি ভেঙে-ভেঙে দিয়ে, কাঁধে-ভেঙে-পড়া চুলের রাশ গুছিয়ে তুলতে পদ্মের মতো হাত দু'খানিকে ব্যস্ত করে তুলে, কটাক্ষক্ষেপণে কানের পদ্মটি উজলে তুলে, সলজ্জ মৃদুহাসির অমৃতচূর্ণে গালটি ফর্সা করে, মুখটি ঈষৎ ফিরিয়ে, ক্ষণে-ক্ষণে কত রসে কত ভংগিমায় দেখতেই লাগল দেখতেই লাগল, যতক্ষণ না দিনের আলো মিলিয়ে এল।

তারপর কমলিনীর জীবনস্বামী সমস্ত ভুবনমণ্ডলের একচ্ছত্র সম্রাট্ ভগবান পূষা যেন তাঁর হিয়া-জোড়া স্মৃতি-কমলিনীর রঙেই আস্তে-আস্তে আরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন।[৩২৩] 'দিন কিজন্যে লম্বা হয়েই চলেছে, হয়েই চলেছে, ফুরোবার নামটি নেই'—এই রাগে রুষ্ট কামিনীদের চোখ-রাঙানিতেই বুঝি লাল রঙ লেগে গেল আকাশের গায়। হরিদশ্ব (সূর্য)—ঘোড়াগুলি তাঁর বৃদ্ধ হারীতের মতো হরিদ্বর্ণ—গুটিয়ে নিলেন তাঁর তেজ। রবির বিরহে মুদে গেল পদ্মের ঝাঁক, শ্যামল হয়ে উঠতে লাগল পদ্মের বন। কুমুদের বন শাদা হতে লাগল। দিকে-দিকে ধরল লাল রঙ। রাতের মুখ (অর্থাৎ সন্ধ্যা) কালো হয়ে উঠল। 'দিনশ্রী, আবার দেখা হবে'—এই আশায় রাঙতে-রাঙতে রাঙা কিরণগুলি নিয়ে আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলেন ভগবান্ কিরণমালী।

কাদম্বরীর হিয়ায় তখন যে প্রেমসমুদ্র উথলে উঠেছিল, তারই জোয়ার যেন সন্ধ্যারাগ হয়ে ভাসিয়ে দিল পৃথিবী। তরুণ তমালের মতো (শামলা) রঙের আঁধার ছড়াল দিকে-দিকে, প্রেমের আগুনে পুড়তে-থাকা সহস্র-সহস্র হৃদয়ের ধোঁয়ার মতো, অভিমানিনীদের কাঁদিয়ে। আকাশে ঝকঝক করে উঠল গুচ্ছ-গুচ্ছ তারা, যেন

দিগ্‌গজেদের শুঁড়ে-ছিটোন বিন্দু-বিন্দু জল। আর কিছুতেই যখন দৃষ্টি চলে না; তখন সৌধশিখর থেকে নেমে এল কাদম্বরী। চন্দ্রাপীড়ও নামল ক্রীড়াপর্বতের ওপর থেকে।

তারপর অচিরেই উঠলেন সবার নয়নের উৎসব ভগবান্ সুধাকর। ক্রমশ উজ্জ্বল হতে লাগলেন কিরণে-কিরণে; মনে হল কুমুদিনীরা যেন তাঁর পায়ে ধরে তাঁকে প্রসন্ন করছে।[৩২৪] দিগ্‌বধূরা বুঝি রাগ করে মুখ কালো করে ছিল, তাদের খুশিতে উজলে তুলতে লাগলেন। পাছে ঘুম ভেঙে যায় তাই বুঝি পদ্মিনীদের এড়িয়ে—

ঐ কালো চিহ্নটি, ও বুঝি রাত্রিকেই হৃদয়ে ধরে আছেন;

ঐ সদ্য-ওঠার লালিমা, উটি বোধহয় রোহিণীর চরণতাড়নায় লেগে-যাওয়া আলতার ছোপ—

তিমির-নীলাম্বরী-পরা অভিসারিকা আকাশিনীর দিকে আস্তে-আস্তে এগোতে লাগলেন, সবার প্রীতির উত্তরে (আ. সবার বড় প্রিয় বলে) প্রীতি ছড়াতে-ছড়াতে। তারপর দেখতে-দেখতে দিক্-দিশা উজলে তুলে ওই ওপরে উঠে গেলেন কুমুদিনী-বধূর বর, পুষ্পধনুর একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় ছত্র, বিভাবরীর কানের রঙ্গভরা অপরূপ গজদন্তের দুল শ্বেতভানু চাঁদ। সৃষ্টিটাকে মনে হতে লাগল যেন হাতির দাঁত থেকে কুঁদে বার করা।

প্রাসাদের শালুক-পুকুরটি জোছনায়-জোছনায় মনে হচ্ছিল যেন শালুকে-শালুকে একেবারে ভর-ভর্তি। ছলাৎ-ছলাৎ ঢেউয়ে ধুয়ে যাচ্ছিল চুনের মত ধবধবে ঘাটের সিঁড়িগুলি। হাওয়া দিচ্ছিল ছোট ছোট ঢেউয়ের তালপাখায়। পাড়ে তার ঘুমিয়ে পড়েছিল হংসমিথুনেরা। চখা-চখীরা ডাকছিল বিরহের ডাক। সেই পাড়ে কাদম্বরীর পরিজনেদের দেখিয়ে-দেওয়া একটি চাঁদ-হিম মুক্তাপাথরের পাটায় শুয়ে ছিল চন্দ্রাপীড়। শালুকের পাপড়ি দিয়ে পাথরটির চারপাশে আঁকাবাঁকা আলপনা করা, শাদা নিসিন্দার মালা দিয়ে সাজানো, চন্দনরসে ধোওয়া। এমনসময় সেখানে তার কাছে এসে কেয়ূরক জানাল, 'দেবী কাদম্বরী দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।'

ধড়মড়িয়ে উঠে-পড়ে চন্দ্রাপীড় দেখল, মদলেখার হাত ধরে আসছে কাদম্বরী। সঙ্গে অল্প কয়েকটি সখী। নিঃশেষে বিদায় দিয়েছে সমস্ত রাজচিহ্ন। সে যেন অন্য কেউ। যেন কোন সাধারণ মেয়ে। গয়নার মধ্যে শুধুমাত্র একছড়া হার। অতি নির্মল চন্দনরসে ধবলিত তনুলতা। এককানে একটি গজদন্তের দন্তপত্র, (অন্য কানে) চাঁদের কলার কুঁড়ির মত কোমল একটি শালুকের পাপড়ি কর্ণপুর করে পরা। পরণে দুটি কল্পলতার রেশমী কাপড়, ঝলমল করছে যেন চাঁদনি। সে-সময় সেই মনোহর বেশে তাকে দেখতে লাগছিল যেন সাক্ষাৎ চন্দ্রোদয়ের দেবী।

এসে সে ভালোবাসার কোমল-সুন্দর ভঙ্গিতে (আ. মাধুর্য তথা কোমলতা দেখিয়ে) সাধারণ মেয়ের মত ভুঁয়েই বসে পড়ল, পরিজনেরা যেমন বসে। চন্দ্রাপীড়ও নেমে এল মাটিতে, 'কুমার, আপনি শিলাতলেই বসুন' মদলেখা বারবার এরকম পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও।

সব মেয়েরা বসলে পর একটুখানি চুপ করে থেকে চন্দ্রাপীড় বলতে আরম্ভ করল—

দেবি, এ দাস আপনার দৃষ্টিপাতেই বর্তে যায়, সম্ভাষণ ইত্যাদি অনুগ্রহেরও

প্রয়োজন থাকে না। তার ওপর এতখানি দয়া! আমি তো অনেক ভেবে-চিন্তেও নিজের মধ্যে সেই গুণের লেশটুকুও দেখতে পাচ্ছি না, যা আপনার এই অসাধারণ অনুগ্রহের যোগ্য। কি অদ্ভুত সরল, কি নিরভিমান মধুর আপনার এই সৌজন্য, যা এই নতুন সেবকটির প্রতিও এমন করে ব্যাপৃত। দেবী বোধহয় মনে করেছেন, আমি লোকটি বড়ই অভদ্র, আপ্যায়ন করে ঘুষ দিয়ে[৩২৫] তবে আমায় বশ করতে হয়! ধন্য আপনার পরিজনেরা; যাদের আপনি হুকুম করেন। শুধু হুকুমটি তামিল করারই যোগ্য যে দাস, তাকে এত সম্মান! পরোপকারের যন্ত্র এ শরীর, আর ঘাসের টুকরোর মতই তুচ্ছ এ প্রাণ—আপনি এসেছেন, আপনার সম্মানে এ দুটি উপহার দিতে আমি বড়ই লজ্জা বোধ করছি। এই আমি, এই শরীর, এই প্রাণ, আর এই ইন্দ্রিয়গ্রাম—এর যে কোন একটিকে গ্রহণ করে আপনি গৌরবান্বিত করুন।

চন্দ্রাপীড়ের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে মৃদু হেসে মদলেখা বলল; থাক থাক কুমার; এত বেশি ভদ্রতায় (আ. আড়ষ্টতায়) কাজ নেই, সখী কাদম্বরী বড় কষ্ট পাচ্ছেন।[৩২৬] আর কাজ কি এত কথায়? না বলতেই তো উনি সবই গ্রহণ করেছেন। তাহলে আর কেন এইসব মিছিমিছি ভদ্রতার বাগাড়ম্বর করে ওঁকে সন্দেহদোলায় দোলাচ্ছেন? তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গৌরচন্দ্রিকা করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে লাগল; রাজা তারাপীড় কেমন, দেবী বিলাসবতী কেমন, আর্য শুকনাস কেমন, উজ্জয়িনী কেমন, কতদূর, ভারতবর্ষ কেমন, মানুষের জগৎটা সুন্দর কিনা—এইসব।

এইধরনের সব কথাবার্তায় অনেকক্ষণ কাটিয়ে কাদম্বরী উঠল। চন্দ্রাপীড়ের কাছে শোবে কেয়ূরক—তাকে এবং পরিজনদের যথাযোগ্য আদেশ দিয়ে, শয়নসৌধের ছাতে চলে গেল। শাদা রেশমের চাঁদোয়ার তলায় বিছোন ছিল শয্যা, সেটিকে অলংকৃত করল।

চন্দ্রাপীড়ও সেই শিলাতলেই—কেয়ূরক পা টিপে দিতে লাগল—কাদম্বরীর নিরভিমান ভাব, অসামান্য রূপ ও অসাধারণ গাম্ভীর্য, মহাশ্বেতার অকারণ স্নেহ, মদলেখার সৌজন্য, পরিজনদের উঁচু মন, গন্ধর্ব-রাজ্যের রমরমা গমগমা এবং কিন্নরদেশের রমণীয়তার কথা মনে-মনে ভাবতে-ভাবতে যেন একপলকে কাটিয়ে দিল রাত।

তারপর—কাদম্বরীকে দেখতে-দেখতে সারারাত ঠায় জেগে ছিল তাই ক্লান্ত হয়ে চাঁদ যেন ঘুমোবার জন্যেই আস্তে-আস্তে নামতে লাগল (পশ্চিম সমুদ্রের) তালে-তমালে-তালীতে-কদলীতে ছাওয়া মন্দমন্দ তরঙ্গসমীরণে শীতল বেলাবনশ্রেণীতে। আর নয়, এবে ছাড়াছাড়ি বঁধুসনে—সেই বেদনায় উষ্ণনিঃশ্বাস ফেললে কামিনীরা, আর তাইতেই বুঝি ম্লান হয়ে গেল চাঁদের আলো। চন্দ্রাপীড়কে দেখতে দেখতে প্রেমাবেশে বিহ্বল হয়ে সৌন্দর্যলক্ষ্মী সারারাত কাটিয়েছিল শালুকের পাপড়ির মধ্যিখানে, এখন সে এসে আছড়ে পড়ল পদ্মবনে। রাত পোয়াতে ভবনে-ভবনে প্রদীপেরা যেন কামিনীদের কর্ণোৎপল-প্রহারের কথা ভেবে-ভেবে মন আনচান করতে-করতে ফ্যাকাশে আর ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগল। বইতে লাগল তরুলতার ফুলগন্ধ বয়ে ভোরের হাওয়া—ওকি (সারারাত ধরে) অনবরত শরক্ষেপণে ক্লান্ত অনঙ্গের অপরূপ নিঃশ্বাস?

আকাশ রাঙল। বিপন্ন তারারা ভয়ে-ময়ে মন্দর-পাহাড়ের লতা-কুঞ্জে গিয়ে লুকিয়ে পড়তে লাগল। ক্রমে-ক্রমে উদিত হলেন সবিতা, সম্ভবত, চখাচখীর হৃদয়ে রাত্রিবাস করায় তাদেরই প্রেমের রঙ লেগে গিয়ে লাল টুকটুকে হয়ে যাওয়া মণ্ডলটি নিয়ে।

চন্দ্রাপীড় শিলাতল থেকে উঠে পড়ে, মুখকমল ধুয়ে-টুয়ে, সন্ধ্যাবন্দনা করে, পান নিয়ে বলল, কেয়ূরক, দেখ তো, দেবী কাদম্বরী উঠেছেন কিনা, আর কোথায় আছেন।

সে গিয়ে ফিরে এসে 'মন্দর-প্রাসাদের নিচে আঙিনার সুধাবেদিকায়[৩২৭] মহাশ্বেতার সঙ্গে বসে আছেন'—একথা জানাতে গন্ধর্বরাজকন্যার সঙ্গে দেখা করতে গেল চন্দ্রাপীড়। গিয়ে দেখে, মহাশ্বেতাকে ঘিরে বসে রয়েছেন পাশুপতব্রতধারিণী কয়েকজন পরিব্রাজিকা, কপালে শাদা ভস্মের তিলক, হাতে অনবরত ঘুরিয়ে চলেছেন জপমালা, ধাতুর রঙে রাঙানো বসন; রক্তপট সম্প্রদায়ের ব্রতধারিণী কয়েকজন (বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী), পাকা তালের খোসার মত লাল কাপড় তাঁদের পরণে; শ্বেতপট সম্প্রদায়ের চিহ্নধারিণী কয়েকজন (জৈন শ্রমণেরী)[৩২৮], শাদা কাপড় দিয়ে আঁট করে বক্ষোবন্ধন করেছেন; কয়েকজন তাপসী; ধারণ করে আছেন জটা, অজিন, মুঞ্জঘাসের মেখলা, বল্কল, পলাশদণ্ড—এইসব ব্রহ্মচারীর বেশ।[৩২৯] এঁরা যেন সাক্ষাৎ মন্ত্রদেবতা, পাঠ করে চলেছেন ভগবান্ ত্র্যম্বক, অম্বিকা, কার্ত্তিকেয়, বিষ্ণু, জিন, আর্য বিলোকিতেশ্বর[৩৩০], অর্হৎ[৩৩১] এবং ব্রহ্মার পুণ্য স্তবমালা।[৩৩২] অন্তঃপুরে যাঁদের বিশেষ সম্মান, গন্ধর্বরাজের আত্মীয়া সেইসব বৃদ্ধারা দেখা করতে এসেছেন, মহাশ্বেতা তাঁদের সসম্মানে নমস্কার ও সম্ভাষণ করে, উঠে দাঁড়িয়ে, তার কাছাকাছি বেতের আসনে বসিয়ে অভ্যর্থনা করছে।

আর দেখল কাদম্বরীকে। পেছন দিকটায় বসে একজোড়া কিন্নর মধুকর-মধুর দুটি বাঁশিতে তান ধরেছে, মধুকণ্ঠী[৩৩৩] নারদের মেয়ে তারই সঙ্গে সুরেলা গলায় পড়ছেন মঙ্গলগ্রন্থ-শ্রেষ্ঠ মহাভারত, কাদম্বরী মন দিয়ে তাই শুনছে। তার সামনে একজন ধরে আছে একটি রতনের আয়না, তাইতে সে দেখছে নিজের অধরটি—পানের কালো ছোপে কুচকুচ করছে তার ভেতরটা,[৩৩৪] ওপরটা দাঁতের জ্যোৎস্নায় ধোওয়া—দেখাচ্ছে যেন মোম-তুলে-নেওয়া একফালি কাপড়ের মত হালকা লাল।[৩৩৫] আর, একটি পোষা রাজহাঁস শ্যাওলা ভেবে তার কানের শিরীষটির দিকে ঊর্ধ্বনয়নে তাকিয়ে গোল হয়ে ঘুরছে, যেন সে ভোরের গোল চাঁদ, যাবার আগে প্রণাম-প্রদক্ষিণ করে নিচ্ছে কাদম্বরীকে।

এগিয়ে গেল চন্দ্রাপীড়। নমস্কার করল। তারপর সেই সুধা-বেদিকাতেই বিছিয়ে দেওয়া আসনে বসল। কিছুক্ষণ বসে তারপর মহাশ্বেতার মুখের দিকে তাকিয়ে গালের মধ্যিখানটি কাঁপিয়ে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল। ঐটুকুতেই সে কি বলতে চায় বুঝে নিয়ে মহাশ্বেতা কাদম্বরীকে বললে, সই, চাঁদের কিরণে চন্দ্রকান্তমণির মতো তোমার গুণে একেবারে ভিজে গেছেন চন্দ্রাপীড়, তাই কথা বলতে পারছেন না। আসলে কুমার যেতে চাইছেন। পেছনে রাজাদের ফেলে এসেছেন তো, তাঁরা কী ঘটেছে কিছুই না জেনে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন। ভাবনা কি? এখন তো দূরে থাকলেও তোমাদের ভালোবাসা সূর্য আর কমলিনীর মতো, কুমুদিনী আর কুমুদনাথের মতো অক্ষয় হয়ে রইল কল্পান্তকাল পর্যন্ত। তাই বলছি, অনুমতি দাও।

তখন কাদম্বরী বললে, ভাই মহাশ্বেতা, এ-মানুষটা (অর্থাৎ আমি) এবং তার পরিজনবর্গ সবই তো কুমারের আপন অন্তরাত্মার মতোই সম্পূর্ণ তাঁর অধীন। সুতরাং অনুরোধ আবার কি ? এই বলে গন্ধর্বকুমারদের ডাকিয়ে এনে আদেশ করল, 'কুমারকে তাঁর নিজের জায়গায় পৌঁছে দাও।'

চন্দ্রাপীড় তখন উঠে পড়ল। প্রথমে মহাশ্বেতাকে, তারপর কাদম্বরীকে নমস্কার করে, তার প্রেমস্নিগ্ধ চাহনি এবং মনের কাছে ধরা দিয়ে (অথবা, ধরা পড়ে) বলল, 'দেবি, কী বলব ? অনেক কথা যে বলে, লোকে তাকে বিশ্বাস করে না।[৩৩৬] আপনার পরিজনদের নিয়ে কথাবার্তা বলার সময় আমাকে একটু মনে করবেন।' এই বলে বেরিয়ে চলল কন্যান্তঃপুর থেকে। সে-ও চলল, আর সেই সঙ্গে তার পেছন-পেছন চলল কাদম্বরী ছাড়া (সেই অন্তঃপুরের) প্রত্যেকটি মেয়ে বাইরের ফটক পর্যন্ত— তার অসাধারণ গুণের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা[৩৩৭] যেন তাদের পাশবন্ধ করে টেনে নিয়ে গেল অবশের মতো।

মেয়েরা যখন ফিরে এল, তখন চন্দ্রাপীড় কেয়ূরকের আনা একটি ঘোড়ায় চড়ে— সঙ্গে সেই গন্ধর্বকুমারেরা—হেমকূট থেকে রওনা দিল। যেতে-যেতে, চিত্ররথের কুঁয়ারী শুধু যে হিয়ার মাঝারেই তার আশা-শতদলটির বৃন্ত-বাঁধন হয়ে দাঁড়াল তাই নয়, বাইরেও সে দাঁড়াল সমস্ত দিক জুড়ে। তন্ময় চিত্তে সেই মৃগলোচনাকেই সে দেখতে লাগল সর্বত্র। পেছনে সে—অসহনীয় বিরহ-দুঃখে যেন তার পিছু-পিছু এসে লগ্ন হয়ে গেছে তার সঙ্গে। সামনে সে—পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে যেন বলছে, 'না, যেও না'। আকাশ ভরে সে—চন্দ্রাপীড়ের বিয়োগব্যথাতুর হৃদয়ের উৎকণ্ঠার ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ছড়িয়ে গেছে। বুকের মধ্যে সে—বিরহে কাঙালিনী এসে বসে আছে; তার মুখখানি ভালো করে দেখবে বলে।

ক্রমে সে এসে পৌঁছল মহাশ্বেতার আশ্রমে ; দেখতে পেল, অচ্ছোদসায়রের তীরে শিবির ফেলেছে তার সৈন্যদল। তারা এসেছিল ইন্দ্রায়ুধের খুরের চিহ্ন অনুসরণ করে-করে। তখন সে সমস্ত গন্ধর্বকুমারদের বিদায় দিয়ে নিজের তাঁবুতে প্রবেশ করল—শিবিরের সমস্ত লোক আনন্দে কৌতূহলে বিস্ময়ে তাকে প্রণাম করতে লাগল। রাজপুত্রদের সবাইকে সম্মান দেখিয়ে, তারপর বৈশম্পায়ন আর পত্রলেখার সঙ্গে 'মহাশ্বেতা এইরকম, কাদম্বরী এইরকম, মদলেখা এইরকম, তমালিকা এইরকম, কেয়ূরক এইরকম'—প্রায় এইসব কথাতেই দিনটি কাটাল। 'ওঃ, কাদম্বরীর রূপ দেখে আসা হয়েছে, ভারি তো—' এই হিংসেতেই যেন রাজলক্ষ্মী আর আগের মত ভালবাসছিলেন না তাকে।[৩৩৮]

সারা মন উচাটন আনচান টান-টান—সেই উজ্জ্বলনয়নাকেই ভাবতে-ভাবতে জেগে-জেগেই রাত কাটল তার।

পরের দিন, রবিঠাকুর উঠেছেন, সভায় বসে আছে চন্দ্রাপীড়, মনটি পড়ে আছে কাদম্বরীতেই, হঠাৎ দেখে কি—দৌবারিকের সঙ্গে ঢুকছে কেয়ূরক। দূর থেকেই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পায়ে পড়তে 'এস এস' বলে চন্দ্রাপীড় প্রথমে কোণ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়া (অর্থাৎ আনন্দে বিস্ফারিত) চোখ দিয়ে, তারপর হৃদয় দিয়ে, তারপর পুলক দিয়ে, এবং অবশেষে দুই বাহু দিয়ে ধেয়ে এসে তাকে প্রগাঢ় নিবিড় আলিঙ্গন করল।

তারপর তাকে নিজের কাছটিতে বসিয়ে সাগ্রহে জিগ্যেস করল—তার ভালোবাসা যেন গলে-গলে ঝরে পড়তে লাগল কথা হয়ে, প্রতিটি অক্ষর উজ্জ্বল হয়ে উঠল মৃদুমন্দ হাসির সুধায়—

কেয়ূরক, বল, দেবী কাদম্বরী ভাল আছেন তো ? তাঁর সখীরা, পরিজনেরা ? ভাল আছেন তো মহাশ্বেতা ঠাকুরাণী ?

রাজপুত্রের সেই প্রগাঢ় প্রীতিজনিত হাসিতেই তক্ষুণি মুছে গেল কেয়ূরকের পথশ্রম সে যেন নেয়ে-ধুয়ে উঠল সেই হাসিতে, সে-হাসি যেন তাকে অনুলেপন মাখিয়ে দিলে। প্রণাম করে সসম্মানে সসম্ভ্রমে সে বললে—

'আজ তাঁর সত্যিই কুশল, এমন করে যাঁর কথা জিগ্যেস করছেন মালিক।'

এই বলে আবরণ সরিয়ে সে দেখাল, ভিজে কাপড়ে ঢাকা একটি পদ্মপাতার মোড়ক, মুখটি তার মৃণাল-সূত্র দিয়ে বাঁধা, তার ওপর চন্দন-পঙ্কে কচি মৃণালের বলয় দিয়ে সীলমোহর করা। সেটি খুলে সে দেখাল কাদম্বরীর পাঠানো সব অভিজ্ঞান, যেমন—পান্নার মতো সবুজ, খোলা-ছাড়ানো, চমৎকার মঞ্জরী-শুদ্ধ দুধ-টুপটুপ ফল-সুপুরি, সুন্দরী শুকতরুণীর গালের মতো ফিকে-সবুজ পানের পাতা, শিবের চাঁদটুকুর মতো বড়-সড় এক টুকরো কর্পূর, মন-কাড়া চন্দনের অনুলেপন—মৃগমদে মৃগমদে ভুরভুর করছে। দেখিয়ে তারপর বলল,

দেবী কাদম্বরী তাঁর চূড়ামণি-ছোঁওয়া, কোমল-আঙুলের-ফাঁক-দিয়ে-বেরিয়ে-আসা লালটুকটুক-ছটায়-ছাওয়া হাত দু'খানি জোড় করে আপনাকে সম্মান জানাচ্ছেন। মহাশ্বেতা জানাচ্ছেন কণ্ঠ জড়িয়ে কুশল-প্রশ্ন শুধিয়ে। মদলেখা জানাচ্ছে হেলে-যাওয়া চূড়ার মানিকটির জ্যোৎস্নায়-নাওয়া কপাল ঝুঁকিয়ে নমস্কার করে। সমস্ত মেয়েরা জানাচ্ছে মাটিতে তাদের সিঁথির মকরের ছুঁচলো ডগাগুলি ছুঁইয়ে (নমস্কার করে)। তমালিকা জানাচ্ছে আপনার পায়ের ধুলো ছুঁয়ে পায়ে প্রণাম করে। আর মহাশ্বেতা আপনাকে এই বার্তাটি পাঠিয়েছেন—

তারাই ধন্য, যাদের চোখে আপনি পড়েন নি। যতক্ষণ সামনে ছিলেন, ততক্ষণ আপনার গুণগুলি ছিল কেমন তুহিন-শীতল, যেন চাঁদ-দিয়ে-গড়া। এখন আপনি কাছে নেই, তারা হয়ে গেছে যেন সূর্য-দিয়ে-গড়া[৩৩৯]। কি জানি কি করে যেন দৈব এনে দিয়েছিল অমৃতের জন্মদিনটির মতো সেই দিনটি, তাকে আর একবার ফিরে পেতে চায় (এখানকার) সমস্ত লোক। আপমি চলে যাবার পর গন্ধর্বরাজধানী যেন মহোৎসবের পরে নিঝঝুম নিথর। আপনি তো জানেন, আমি সবই ছেড়েছি। তবু অকারণবন্ধু আপনাকে জোর করে দেখতে চাইছে আমার হৃদয়—আমি না চাইলে কি হবে। আর, কাদম্বরী খুবই অসুস্থ। কন্দর্পকল্প আপনার মিষ্টিহাসিমাখা মুখখানি সে স্মরণ করছে (অহরহ)। তাই বলছি আর একবার পদার্পণের গৌরব দিয়ে তাকে তার নিজগুণের গরবে গরবিণী করুন। জানেন তো, বড় মানুষদের আদরে আত্মগৌরব বাড়ে। আমাদের মতো লোকের সঙ্গে পরিচয় যখন করেই ফেলেছেন, তখন এ-যন্ত্রণা আপনাকে সইতেই হবে কুমার। এই যে অনুচিত বার্তাটি পাঠাবার সাহস করেছি, সে-ও আপনার সৌজন্যেরই ফল ! শয্যায় ফেলে এসেছিলেন এই শেষ-হারটি—পাঠালুম।

—এই বলে উত্তরীয়ের খুঁটে-বাঁধা—মিহিসুতোর ফাঁক দিয়ে যা জেল্লা বেরোচ্ছিল, তাতেই মালুম হচ্ছিল—হারখানি বার করে চামরধারিণীর হাতে সমর্পণ করল।

তখন চন্দ্রাপীড় বললে, (আমার মতো সামান্য এক) পরিজনের ওপরেও দেবী কাদম্বরী যে এভাবে স্মরণ করা ইত্যাদি অতিবড় অনুগ্রহের ভার চাপিয়েছেন, সে হল মহাশ্বেতারই চরণারাধনা-রূপ তপস্যার ফল। এই বলে সেই সমস্ত মাথায় করে নিজেই গ্রহণ করল। তারপর সেই—যেন কাদম্বরীর কপোল থেকে ঝরে-পড়া লাবণ্যের মতো, যেন তার মৃদুহাসির তরলিত চন্দ্রিকার (আ. আলোর) মতো, যেন তার গলে-যাওয়া হৃদয়খানির মতো, যেন তার নির্ঝরন্ত অশেষ গুণগ্রামের মতো—সুখস্পর্শ, আহ্লাদে-মন-ভরে-দেওয়া, সুরভি বিলেপনটি মেখে সেই হারছড়াটি গলায় পরে নিল। তারপর পান নিয়ে একটু পরেই উঠে পড়ে বাম বাহুটি কেয়ূরকের কাঁধের ওপর রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই, প্রধান-প্রধান রাজাদের যথোচিত[৩৪০] সম্মান দেখিয়ে তাঁদের খুশি করে বিদায় দিল। তারপর ধীরে-ধীরে চলল গন্ধমাদন হাতিকে দেখতে। সেখানে খানিকক্ষণ থেকে নিজের হাতে তাকে ছড়িয়ে দিল শুকনো ঘাসের গ্রাস—তার নখ-কিরণজালে জড়িয়ে থাকায় মনে হচ্ছিল যেন তার মধ্যে মৃণাল আছে। তারপর চলল তার প্রিয় ঘোড়াদের আস্তাবলের দিকে। যেতে-যেতে, একবার এদিক একবার ওদিক মুখটি ঈষৎ ফিরিয়ে পরিজনদের দিকে তাকাল।

তাইতেই দৌবারিকেরা তার অভিপ্রায় বুঝে নিয়ে, পরিজনদের সবাইকে হটিয়ে দিল, কাউকে সংগে যেতে দিল না। তখন শুধুমাত্র কেয়ূরককে সংগে নিয়েই চন্দ্রাপীড় প্রবেশ করল ঘোড়াশালে। ঘোড়াশালের রক্ষকেরা—উৎসারণের ভয়ে থতমত তাদের চোখ—প্রণাম করে সরে যেতে, ইন্দ্রায়ুধের পিঠের ঢাকাটি একপাশে একটু ঝুলে পড়েছিল—সেটি সমান করে দিতে-দিতে, চোখের ওপর এসে পড়ছিল তার কুংকুমের মতো পিংগল ঝাঁকড়া কেসরগুলো, তাইতে চোখের এক-তৃতীয়াংশ কুঁচকে রেখেছিল সে—সেইগুলি তুলে দিতে-দিতে, খুর-বাঁধা দড়ির খুঁটিতে (অথবা, খুর রাখার কাঠের পাটাতনে) পা রেখে, লীলাভরে আস্তে-আস্তে অশ্বশালার এক কাঠের থামে হেলান দিয়ে সাগ্রহে বলল—

কেয়ূরক, বল, আমি চলে আসার পর গন্ধর্বরাজের প্রাসাদে কি কি ঘটল ? গন্ধর্ব-রাজকন্যা কিভাবে দিনটি কাটালেন ? মহাশ্বেতাই বা কি করলেন ? মদলেখাই বা কি বলল ? পরিজনদের মধ্যেই বা কি কথাবার্তা হল ? তুমিই বা কি করলে ? আমাকে নিয়ে কোন কথা হয়েছিল কি ?

কেয়ূরক তখন সবিস্তারে বলল—

দেব, শুনুন। আপনি যখন বেরিয়ে গেলেন, তখন সমস্ত কন্যা-মহল মুখরিত হয়ে উঠল অজস্র নূপুরের শব্দে। সে কি আওয়াজ ! যেন তাদের হাজার-হাজার হৃদয় চলেছে (আপনার সংগে-সংগে), বাজছে তারই প্রয়াণ-পটহ। তখন দেবী কাদম্বরী পরিজনেদের সংগে সৌধ-শিখরে উঠে ঘোড়াদের ধূলিরেখায় ধূসর আপনারই যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যখন আপনাকে আর দেখা গেল না, তখন মদলেখার কাঁধে মুখ গুঁজে তাঁর দুধ-সমুদ্দুরের মত শাদা চাউনি দিয়ে যেন ভাসিয়ে দিতে লাগলেন সেই দিকটি প্রীতির বন্যায়। তাঁর মাথার ওপর শাদা ছাতাটি আসলে ছিল হিংসুটে চাঁদ, পাছে সূর্য তাঁকে কিরণ-হাত দিয়ে ছুঁয়ে ফেলে; তাই আগলাচ্ছিল। বহুক্ষণ তিনি ঐভাবেই রইলেন ঐখানেই। তারপর কোনরকমে অতিকষ্টে নেমে এসে অবস্থান-মণ্ডপে একটুখানি বসেই উঠে পড়ে চলে গেলেন সেই

ক্রীড়াপর্বতে, যেখানে আপনি ছিলেন। পাছে অর্ঘকুসুমের আলপনায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যান, তাই বুঝি ভোমরারা শব্দ করে করে জানান দিতে লাগল তাঁকে। পোষা ময়ূরেরা জলধারার মত শাদা তাঁর নখকিরণরাশির দিকে (জল ভেবে) মুখটি তুলে ধরতেই, তাঁর হাতের বলয় খসে তাদের গলায় নেমে আসতে লাগল, যেন তাদের কেকা-রবে চমকে চমকে উঠে তিনি তাদের গলাগুলি এঁটে বন্ধ করে দিচ্ছেন। যেতে-যেতে প্রতিপদে তিনি হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরছিলেন বাগান-লতাদের ফুলে-ফুলে শাদা পল্লবগুলি, আর মন দিয়ে—আপনার গুণরাশি। সেখানে পৌঁছে, সারাটা দিন কাটিয়ে দিলেন আপনারই বাসের চিহ্নগুলি দেখতে-দেখতে। বলার দরকার ছিল না, তবু পরিজনেরা বলে-বলে দেখাচ্ছিল—

পান্না-পাথরের তৈরি এই মকর-মুখো নালীর ঝরণায় ভিজিয়ে-দেওয়া এই শ্যামল লতাকুঞ্জে জলের ছাটে ভেজা এই পাথরখানিতে বসেছিলেন রাজকুমার। এই পাথুরে জায়গাটিতে স্নান করেছিলেন—গন্ধজলের সুগন্ধে দেখুন ঘন হয়ে লেপটে আছে ভোমরার দল। এই ছোট্ট পাহাড়ী নদীটির ফুলরেণু-বালি-ভরা পাড়ে বসে ভগবান শূলপাণির পুজো করেছিলেন। এই জোছনাকে-লাজ-বাসানো স্ফটিক পাথরখানিতে আহার করেছিলেন। এই মুক্তাপাথরের পাটায় শুয়েছিলেন, এই যে চিহ্ন—(তাঁর গা থেকে) লেগে রয়েছে চন্দন।

দিনের শেষে মহাশ্বেতা অনেক পীড়াপীড়ি করাতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনরকমে আহার করলেন সেই ফটিকপাথরের ঘরখানিতেই। তারপর রবি-ঠাকুর অস্তে চলে গেলেন। চাঁদ উঠল। ওখানেই বসে রইলেন খানিকক্ষণ। চাঁদের উদয়ে তাঁর (স্বেদে) সিক্ত তনুখানি মনে হচ্ছিল যেন চন্দ্রকান্তমণি দিয়ে গড়া। পাছে চাঁদের মণ্ডলটি (প্রতিবিম্বচ্ছলে) ঢুকে পড়ে, এই ভয়েই বুঝি দুই গালে দুই হাত চাপা দিয়ে আধ-বোজা নয়নে কি যেন ভাবতে-ভাবতে একটু পরেই আবার উঠে পড়লেন। তারপর শয়ন-গৃহে গেলেন, মৃদুমন্দ লীলাময় চলনে নিপুণ পা দুখানি অতিকষ্টে টেনে-টেনে, যেন তাঁর নির্মল নখে প্রতিফলিত চাঁদের ছায়ার ভারে ভারি হয়ে গেছে। তনুদেহখানি শয্যায় ফেললেন, আর তার পর থেকেই শুরু হল দারুণ মাথার যন্ত্রণা। ছটফট-ছটফট করতে-করতে, আর সেইসঙ্গে দারুণ দাহজ্বরে একেবারে অবশ হয়ে, কি জানি কি মনকষ্টে, মঙ্গলপ্রদীপ কুমুদবন আর চক্রবাকেদের সঙ্গেই গভীর দুঃখে জাগরণে কাটালেন বিভাবরী। ভোরবেলা আমাকে ডেকে তিরস্কার করে আদেশ করলেন আপনার সমস্ত খবরাখবর জেনে আসতে।

একথা শুনে চন্দ্রাপীড় যাবার জন্যে অস্থির হয়ে 'ঘোড়া, ঘোড়া' বলতে-বলতে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। ঘোড়ার পরিচারকেরা হন্তদন্ত হয়ে জিন চড়িয়ে ইন্দ্রায়ুধকে এনে হাজির করতে, তার ওপর চড়ে, পেছনে পত্রলেখাকে চড়িয়ে, শিবিরের ভার বৈশম্পায়নকে দিয়ে, সমস্ত পরিজনদের ফিরিয়ে দিয়ে, কেবলমাত্র কেয়ূরককে সঙ্গে নিয়ে—সে আর একটি ঘোড়ায় চড়ে চলল পেছন-পেছন—হেমকূট চলে গেল।

কাদম্বরীর মহলের দরজায় পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল চন্দ্রাপীড়। নেমে দ্বারপালের

হাতে ঘোড়া সঁপে দিয়ে ভেতরে ঢুকল, পিছু-পিছু পত্রলেখাও—কাদম্বরীকে প্রথম দেখার কৌতূহলে ভরপুর সে। একজন বর্বর এগিয়ে আসতে তাকে জিগ্যেস করল, 'দেবী কাদম্বরী কোথায় ?' সে প্রণাম করে জানাল, 'দেব, মত্তময়ূর নামে নকলপাহাড়ের তলায় পদ্মদিঘির পাড়ে বাঁধা হিমঘরখানিতে আছেন'। তখন কেয়ূরক পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল—চন্দ্রাপীড় প্রমদবনের মধ্যে দিয়ে খানিকটা পথ গিয়ে দেখতে পেল.

পান্নার মত সবুজ কলাবনের আভায় সূর্যের কিরণগুলিতে কাঁচঘাসের রঙ ধরেছে, শ্যাম হয়ে গেছে দিন। আর সেই কলাবনের মধ্যিখানে দেখতে পেল হিমঘরখানি—ঠাসবুনোট পদ্মপাতায় ছাওয়া। আর দেখল, তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে কাদম্বরীর শরীরতুল্য শরীরসেবিকা শীতলপ্রয়োগনিপুণ পরিজনেরা—

আর্দ্র বসনের ছলে তাদের যেন জড়িয়ে রয়েছে অচ্ছোদসরসীনীর। বাহুলতায় পরা মৃণালবলয়গুলি যেন আভরণের মতই উজ্জল করে তুলেছে তাদের সারা অঙ্গ। এক কানে তাড়ঙ্ক করে পরেছে কেতকীর আপাণ্ডুর গর্ভপত্র, কোথায় লাগে গজদন্তের কর্ণাভরণ ? পদ্মমুখের কপালটিতে এঁকেছে চন্দনের টিপ—যেন স্বামীসোহাগের লিখন। গালে চন্দনবিন্দুর তিলক—যেন দিনের বেলায়ও স্পর্শলোভে থেকে গেছে চাঁদ, প্রতিবিম্ব হয়ে। কানে পরেছে শৈবালমঞ্জরীর কর্ণপুর—শিরীষের যত রূপ সব নিঃশেষে চুরি করে নিয়েছে সেই মঞ্জরীরা। কর্পূরের গুঁড়োয় শাদা তাদের বুক, তার ওপর ফোঁটা-ফোঁটা চন্দনের ছিটে, বকুলমালায় ঘেরা, পদ্মপাতার আব্রু-টানা। (কাদম্বরীর দেহে) অনবরত চন্দন লাগিয়ে-লাগিয়ে শাদা হয়ে গেছে তাদের হাত, যেন জ্বালানে-পোড়ানে চাঁদের ওপর রাগ করে তারা পিষে ফেলেছে তাকে, আর তাইতে হাতগুলি হয়ে গেছে জোছনা-জোছনা। সেই হাতে ধরে আছে চামর—ঝালর তাদের পদ্মডাঁটার সুতোর, আর ডাঁটিগুলি মৃণাল দিয়ে গড়া। লম্বা উঁচু ডাঁটির মাথায় কমল, কুমুদ, কুবলয়, কাঁচপাতার গুচ্ছ, কলার পাত, পদ্মপাত, ফুলের গুচ্ছ—এই সব হল তাদের ছাতা, তাই দিয়ে তারা আড়াল করছিল রোদ। তারা যেন একদল জলদেবী। যেন একসঙ্গে ভিড় করে এসেছে বরুণের যত শ্রী। যেন একঝাঁক শরৎ। যেন দশ-পুকুরের মজলিস।

তারা প্রণাম করে, পায়ের নখে (ছায়া) পড়ার ভয়েই[৩৪১] বোধহয়, তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে সরে গেল। চন্দ্রাপীড় একটার-পর-একটা কলাগাছের তোরণের তলা দিয়ে চলে গেল ভেতরে। সেসব তোরণের বেদিগুলি চন্দনপঙ্ক দিয়ে তৈরি। শ্বেতপদ্মের কুঁড়ি দিয়ে ঘণ্টা করা হয়েছে। চামর হয়েছে নিসিন্দার ফুটন্ত মঞ্জরী। ঝুলছে মল্লিকার বড়-বড় কুঁড়ির মালা। বাঁধা রয়েছে লবঙ্গের পাতা দিয়ে তৈরি মঙ্গল-মালিকা[৩৪২]। দুলছে কুমুদের মালা দিয়ে তৈরি ধ্বজা। মৃণালের বেত্রদণ্ড হাতে, সুন্দর-সুন্দর ফুলের গয়না পরে, বসে আছে দ্বারপালিকারা, যেন বসন্তলক্ষ্মীর এক-একটি প্রতিমূর্তি। চারিদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে চন্দ্রাপীড় দেখল—

কোথাও বইয়ে দিয়েছে চন্দনজলের একরত্তি নদী, তাদের দুই পাড়ে তমালের পল্লব পুঁতে-পুঁতে তৈরি করেছে বনের সারি, কুমুদরেণুর বালি দিয়ে গড়েছে চড়া। কোথাও হিজল[৩৪৩]-মঞ্জরীর লালচামর-ঝোলানো ভিজে চাঁদোয়ার তলায় সিঁদুর-ছড়ানো মেঝের ওপর বিছিয়ে দিচ্ছে রক্তকমলের শয্যা। কোথাও রয়েছে সুন্দর-সুন্দর দেয়াল-ওলা ফটিকের ঘর, ছুঁলে তবে বোঝা যায়—এলাচের রস ছিটিয়ে দিচ্ছে তার

ওপরে। কোথাও রয়েছে মৃণালে-গড়া ফোয়ারা-ঘর, শিরীষফুলের শোঁয়া দিয়ে করেছে তাদের ঘাস, চুড়োয় তাদের বসিয়ে দিয়েছে ঝাঁক-ঝাঁক কলের ময়ূর, জলের তোড়ে তাদের গা হয়ে গেছে ধূসর। কোথাও রয়েছে পাতার কুঁড়ে, তাদের ভেতরটা ছেয়ে দিচ্ছে সুগন্ধি আমপাতার রসে ভেজানো জামের পাতা দিয়ে। কোথাও ছোট্ট-ছোট্ট পদ্মপুকুরে এক-এক দল কলের বাচ্চাহাতির খেলায় তোলপাড় হচ্ছে সোনার পদ্মের বন। কোথাও সুগন্ধিজলের সব কুয়ো, সোনার চুন-গোলা দিয়ে বাঁচানো আরাম-চৌকি দিয়ে সাজানো। পদ্মমালার দড়ি দিয়ে সেখানে গেঁথে তুলছে পাতার দোনা দিয়ে তৈরি ঘটীযন্ত্র—পদ্মলতার মোটা-মোটা ডাঁটি দিয়ে তৈরি হয়েছে তার চাকার শলাগুলি, কেয়াপাতা দিয়ে নকল জলের বালতি।

কোথাও ভাসছে মায়া-মেঘমালা, তাতে ইন্দ্রধনু আঁকা, ফটিকের তৈরি বকের সারির ওপর বৃষ্টি পড়ছে। কোথাও শ্বেতচন্দন-জলের বড়-বড় চৌবাচ্চার পাড়ে পাণ্ডু-রঙ যবাংকুর গজিয়েছে, মালতীর কাঁচ কুঁড়ি পড়ে-পড়ে ঢেউগুলি খরখরে করে তুলেছে, সেখানে সব মুক্তোর মালা ঠাণ্ডা করা হচ্ছে। কোথাও কলের ছোট-ছোট গাছ, মুক্তোর গুঁড়ো দিয়ে গড়েছে তাদের আলবাল, বড়-বড় ফোঁটায় তারা অনবরত ঝরিয়ে চলেছে বৃষ্টি। কোথায় ঘুরছে পাতা দিয়ে তৈরি ঝাঁক-ঝাঁক কলের পাখি—তাদের পাখা-ঝাপটানিতে ঝরে-পড়া গুঁড়ো-গুঁড়ো জলে কুয়াশা করে রয়েছে। কোথাও বাঁধছে ফুলমালার দোলনা—অত জোরে বাজছে ও কিসের ঘুণ্টি সার-সার? কিসের আবার, ভোমরার!

কোথাও নিয়ে আসছে সব সোনার কলস, ভেতরে তাদের জন্মেছে পদ্মলতা, তার ডাঁটি ওপরে উঠে পদ্মপাতা দিয়ে মুখগুলি ঢেকে দিয়েছে। কোথাও বাঁধছে চমৎকার বাঁশের মতো দেখতে সব ফুলের তোড়ার ছাতা, তাদের ডাঁটিগুলো করেছে গর্ভ-থোড় দিয়ে। কোথাও পদ্মডাঁটার সুতো দিয়ে বোনা কাপড় সুগন্ধি করছে হাত দিয়ে কপ্পুরের পাতা চটকে-চটকে সেই রস দিয়ে। কোথাও মল্লিকামঞ্জরীর কর্ণপুর সিক্ত করছে লবলীফলের রস দিয়ে। কোথাও পাথরের বাসনে রাখা ঠাণ্ডা গাছ-গাছড়ার রস পদ্মপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। পরিজনদের করা এবং করতে-থাকা এই ধরণের আরো কত সব ঠাণ্ডা-চিকিৎসার এলাহি যোগাড়-যন্তর দেখতে-দেখতে চন্দ্রাপীড় গিয়ে পেঁাছল সেই অপরূপ তুহিন-মহলের মধ্যিখানটিতে।

আহা, সে যেন—

হিমালয়ের হৃদয়খানি। বরুণদেবের জলকেলির ঘর। চাঁদের সব ক'টি কলার আঁতুড়। চন্দনের বনে-বনে যত দেবী আছেন, তাঁদের সবার বাপের বাড়ি। সমস্ত চন্দ্রকান্ত-মণির আকর। সব মাঘমাসেদের সব-রাতের নিলয়। সব বর্ষার নিভৃত-মিলনসদন। সব নদীর গ্রীষ্ম কাটানোর জায়গা। সব সমুদ্রের বড়বানল-জ্বালা জুড়োনর (স্বাস্থ্য)-নিবাস। সমস্ত মেঘেদের বিদ্যুতের পোড়া ঘা সারাবার আরোগ্য-নিকেতন। চাঁদের বিরহে কুমুদ-মেয়েদের দুঃসহ দিন কাটানোর ঠাঁই। হর-হুতাশনে জ্বলতে-জ্বলতে কন্দর্প বুঝি এখানেই এসেছিল আগুন নেবাতে।

তাকে এড়িয়ে চলেছে সূর্যকিরণেরাও; চারদিকে জলযন্ত্র থেকে হাজার-হাজার ধারায় তোড়ে জল বেরিয়ে এসে খেদিয়ে দিচ্ছে তাদের, মনে হচ্ছে তারা যেন ঐ কনকনে শীত-পরশের ভয়ে ফিরে যাচ্ছে। কদমকেশরের ধূলি বয়ে নিয়ে আসছে হাওয়ায়,

মনে হচ্ছে সে-ঘরে ঘুরতে-ফিরতে হাওয়ার গায়েও বুঝি কাঁটা দিয়ে উঠেছে! চারধারে কলাবনের পাতারা হাওয়ায় নড়ছে, মনে হচ্ছে কলাগাছেরাও বুঝি ঠাণ্ডায় হিহি করে কাঁপছে! ফুলগন্ধের নেশায় মুখর ভোমরাদের সে কি গুন গুন গুন গুন গুন! সে বুঝি (ঠাণ্ডার চোটে) তাদের দাঁতের বীণবাদ্য! ঝাঁক-ঝাঁক ভোমরা এমন ঘেঁষে ঠেসে বসেছে লতাগুলির ওপরে, যে মনে হচ্ছে তারা বুঝি কালো চাদর মুড়ি দিয়েছে।

সেই হাতে-নেওয়া-যায়-এমন তাল-তাল, নিরেট, কনকনে ঠাণ্ডা পরশ কে যেন চন্দ্রাপীড়ের ভেতরে-বাইরে মাখিয়ে-মাখিয়ে দিতে লাগল। ক্রমে-ক্রমে তার মনে হতে লাগল, তার মনটি যেন চাঁদ দিয়ে, ইন্দ্রিয়গুলি কুমুদ দিয়ে, প্রতিটি অংগ জোছনা দিয়ে আর বুদ্ধিটি মৃণালতন্তু দিয়ে গড়া। তার মনে হল, সূর্যের কিরণ যেন মুক্তোর মালা, রোদ যেন চন্দন, হাওয়া যেন কর্পূর, সময় যেন জল আর ত্রিভুবন যেন শুধু বরফ আর বরফ আর বরফ।

এমনধারা সেই যে তুহিন-মহলের মাঝখানটি, তারই একপাশে, চন্দ্রাপীড় দেখলে, মৃণালদণ্ডের থামে একখানি ছোট্ট মণ্ডপ; তার তলায় ফুলের বিছানায় শুয়ে আছে সখীগণ-পরিবৃতা কাদম্বরী—যেন হিমবানের গুহাতলে অশেষনদী-পরিবেষ্টিতা ভগবতী গংগা। মণ্ডপটির চারপাশ ঘিরে একটি কর্পূররসের স্রোত, খালের মতো এঁকেবেঁকে বইয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে।

দেবতারা পর্যন্ত চারদিক থেকে তার সারা অংগের রূপ যেন লুটে-পুটে নিচ্ছিলেন।

মৃণালের হার, মৃণালের বাজু, মৃণালের বালা, মৃণালের গোট, মৃণালের পায়জোর—যেন একরাশ শৃংখল দিয়ে তাকে বেঁধে রেখেছেন কামদেব, সে আর কারো হবে—সইবেন কি করে?

কপালটি চন্দনে শাদা—যেন চাঁদ ছুঁয়ে রয়েছেন তার কপাল।
চোখ দিয়ে জল পড়ছে—যেন বরুণের চুম্বন তার চোখে।
ঘন-ঘন বইছে নিঃশ্বাস—ঠিক যেন মুখে তার মাতরিশ্বার অধীর চুম্বন।
দারুণ দাহে পুড়ে যাচ্ছে গা—তার মানে সূর্যদেব তার অংগে-অংগে অধিষ্ঠিত।
প্রেমের আগুনে দাউ-দাউ বুকে যেন জড়িয়ে ধরেছেন হুতাশন।
সারা শরীর ঘর্মাক্ত—যেন সর্বাংগ-ভরা জলের আলিংগন।

তার হৃদয় চলে গেছে প্রিয়তমের কাছে, সংগে গেছে সমস্ত অংগ—তাই বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। শুকিয়ে-ওঠা-চন্দনে-শাদা রোমাঞ্চে ভরা তার শরীর, যেন অনবরত মুক্তাহারের ছোঁয়ায় মুক্তার পুঞ্জ-পুঞ্জ কিরণ লেগে গেছে গায়। গালের ধারে-ধারে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, যেন অনুকম্পাভরে ডানার হাওয়া দিয়ে সেখানে বাতাস দিচ্ছে কর্ণাভরণের ফুলে বসা ভ্রমরেরা। চোখের কোণ দিয়ে বেরিয়ে আসছে অশ্রুধারা, যেন কর্ণাভরণের ফুলে-বসা ভোমরাদের আওয়াজের আগুনে পুড়ে গেছে তার কান, তাই সেখানে জল দিচ্ছে। কানে পরেছে একটি শ্বেতকেতকীর কুঁড়ি—যেন হু-হু কান্নার জল বয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি নালী। দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে-কেঁপে খসে পড়ছে তার কলস-পারা বুকের রেশমী বসন, যেন প্রচণ্ড তাপের ভয়ে তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে তার দেহপ্রভারাশি। তার কলস-পারা বক্ষোযুগলে পড়েছে চুলন্ত

চামরের ছায়া, মনে হচ্ছে প্রিয়তমের কাছে যাবার ব্যাকুলতায় তাদের যেন ডানা গজিয়েছে, সে তাদের আটকে রেখেছে হাত দিয়ে।

বারবার ভুজলতা দিয়ে জড়িয়ে ধরছে বরফের তৈরি একটি মূর্তি। বারবার গালের পাটায় চেপে ধরছে কর্পূরের পুতুল। পদ্মের মত পা দু'খানি দিয়ে বারবার স্পর্শ করছে চন্দনপঙ্কে গড়া একটি পুত্তলিকা। বুকে পড়েছে তার নিজেরই মুখের ছায়া, মনে হচ্ছে সে-মুখও যেন কৌতূহলভরে ফিরে-ফিরে দেখছে তাকে। কর্ণপূরের পল্লবটিও যেন তার ছায়া-পল্লবটির মধ্যে শুয়ে-শুয়ে অধীর চুম্বন করে চলেছে তার প্রশস্ত কপোলে। মুক্তাময় হারগুলি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে দ্যুতি, মনে হচ্ছে তারাও যেন তার প্রেমে বিবশ হয়ে হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করছে তাকে। বুকে ধরা একখানি মণি-দর্পণ —যেন চাঁদকে প্রাণের দোহাই দিয়ে দিব্যি করাচ্ছে, 'আজ তোমার ওঠা চলবে না'।

করিণী যেমন[৩৪৪] সামনে-আসা প্রমত্ত বন্য-বারণের দিকে শুঁড়টি তুলে দেয়, সে-ও তেমনি সামনে থেকে ভেসে-আসা প্রমদবনের সৌরভকে বাধা দেবার জন্যে হাত তুলেছে।[৩৪৫]

যাত্রায় বেরিয়ে যাত্রিণী যেমন পছন্দ করে না ডান দিক থেকে বাতমৃগ আসুক (অলক্ষণ বলে), সেও তেমনি পছন্দ করছে না আসুক দখিনা বায়, কিম্বা মৃগনাভির সৌরভ।[৩৪৬]

মদনের স্নান-বেদিকার দু'পাশে যেমন বসানো থাকে কমলে-ঢাকা চন্দনে-শাদা জলের কলস, তেমনি তারও দুটি পাশ জুড়ে রয়েছে কমলে-ঢাকা চন্দনে-শাদা স্তনকলস।

আকাশ যদি হয় এক টলটলে পদ্মদিঘি, যার তলা পর্যন্ত দেখা যায় আকাশ, আর সেখানে মৃণাল-কোমল বিশাল মূলা-নক্ষত্র (পদ্ম হেন ফুটে উঠেছে), তাহলে তুলনা হয় তার সঙ্গে, কেননা সেও যেন এক আকাশপদ্মিনী, তারও স্বচ্ছ অম্বরতলে দৃশ্যমান পেলব মৃণালসম ঊরুমূল।[৩৪৭]

মদন যখন প্রান্তে বাঁধে ছিলা, তখন তার ফুলধনুখানি যেমন আরো অপরূপ হয়ে ওঠে, তেমনি সে-ও হয়ে ওঠেছে কান্ততরা, প্রেম তাকে করে তুলেছে রূপের ডালি।

সে যেন মধুমাসের দেবী—তিনি যেমন শিশিরহারিণী, শীতকে তাড়িয়ে দেন, সে-ও তেমনি শিশির-হারিণী, পরেছে শীতল হার।

যেন মধুকরী সে—সে ফুলের খোঁজে ব্যাকুল হয়ে ফেরে; এ পুষ্পবাণের বাণে বিহ্বল।[৩৪৮]

চন্দনের অঙ্গরাগ তার সারা অঙ্গে, তবু সে অঙ্গরাগ-বিহীনা? না, না, অনঙ্গ-রাগা, প্রেমাবেশে ভরপুর।

সে তরুণী, তবু মন্মথ-জননী—অর্থাৎ, জন্মায় উন্মাদনা।

মৃণালিনী, তবু চাইছে হিমের পরশ, মানে—ধারণ করে আছে মৃণাল, আর চাইছে তুষারের স্পর্শ।

পরিজনেরা চন্দ্রাপীড়কে যে যখন দেখছে এসে-এসে তার কাছে বলছে, আর সে তার চঞ্চল-তারকা চোখ দুটি তুলে তাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকিয়ে বাণীহীন ভাষায় জিগ্যেস করছে, 'বল্, সত্যি কি তিনি এসেছেন? তুই দেখেছিস? কতদূরে সে? কোথায় সে?'

তারপর, যখন দূর থেকেই দেখতে পেল সামনে ঐ আসছে চন্দ্রাপীড়, তখন তার চোখ দুটি ক্রমশ উজ্জ্বল হতে লাগল। সদ্যোধৃতা করিণী যেমন বিশাল থামে বাঁধা হয়ে ছটফট করে, তেমনি সেই বরারোহার স্তব্ধ বিবশ হল উরু; কাঁপতে লাগল সর্বাঙ্গ। কুসুম-শয্যার সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে এসেছিল দলে-দলে যত ভ্রমর, তারাই যেন আওয়াজ করে-করে তাকে ওঠাতে লাগল। তাড়াতাড়িতে খসে পড়ল উত্তরীয়, হারের ছটাকে (উত্তরীয় মনে করে, তাই দিয়ে) ঢাকতে গেল বুক। মণিকুট্টিমে বাঁ হাতখানি রেখে যেন নিজেরই ছায়ার কাছে মিনতি করতে লাগল, 'আমার হাতটি ধর'। এলিয়ে-পড়া কেশভার বেঁধে তোলার পরিশ্রমে ডান হাত দিয়ে গলগল করে বইতে লাগল ঘাম—যেন নিজের ওপর জল ছিটিয়ে নিবেদন করে দিচ্ছে চন্দ্রাপীড়ের কাছে। কটিদেশ বেঁকে যাওয়ায় চাপ পড়ল ত্রিবলী রেখায়, তরঙ্গিত হল রোমরাজি—মনে হল যেন অনঙ্গ তাকে নিঙড়ে-নিঙড়ে বার করে নিচ্ছেন সমস্ত রস। চোখ দিয়ে ঝরে পড়তে লাগল আনন্দের শীতল অশ্রুবারি—কপালের টিপ থেকে চন্দন এসে মিশেছিল বুঝি তাতে। প্রিয়তমের ছায়া পড়ুক এখানে—এই লোভেই যেন আনন্দবারিবিন্দু-ধারায় ধুয়ে ফেলতে লাগল চঞ্চল অবতংসের ফুলরেণুতে ধূসর দুটি বড়-বড় গাল। ললাটের চন্দনতিলকের ভারেই বুঝি মুখটি একটু নুয়ে পড়ল। তখুনি নয়নকোণে এসে জড়ো হল নয়নের তারা। দৃষ্টি দীর্ঘ হয়ে গিয়ে লগ্ন হল চন্দ্রাপীড়ের মুখে, আর যেন আঁকশির মত তাকে টেনে তুলল কুসুমশয্যা থেকে।

চন্দ্রাপীড় এগিয়ে এসে আগের মতই প্রথমে মহাশ্বেতাকে নমস্কার করে; তাকে সবিনয়ে নমস্কার করল। সে-ও প্রতিনমস্কার করে আবার সেই কুসুম-শয্যাতেই বসল। প্রতীহারী একটি সোনার চেয়ার—ঝলমলে রত্নে খচিত তার পায়াগুলি—এনে দিলে সেটি পা দিয়েই ঠেলে মাটিতেই বসে পড়ল চন্দ্রাপীড়।

তখন কেয়ূরক এসে পত্রলেখাকে দেখিয়ে বললে, 'দেবি, এ হল দেব চন্দ্রাপীড়ের তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখা, তাঁর বড়ই প্রিয়পাত্র।' কাদম্বরী তাকে দেখে মনে-মনে বললে, 'বা রে, প্রজাপতির তো মানুষের মেয়েদের ওপর বেশ পক্ষপাত দেখছি।' তারপর পত্রলেখা নমস্কার করলে, সাদরে 'এস, এস' বলে নিজের পিঠের কাছটায় বসাল, তার পরিজনেরা সবাই তখন পত্রলেখাকে সকৌতূহলে দেখছিল। দেখামাত্রই এত ভাল লেগে গেল তাকে, যে বারবার আদর করে কচিপাতার মতো হাতখানি দিয়ে কাদম্বরী তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

এদিকে চন্দ্রাপীড়, কোথাও গেলে যেসব শিষ্টাচার করা রেওয়াজ সেগুলি সব সঙ্গে-সঙ্গে করে, চিত্ররথের কুঁয়ারীকে দেখে ভাবতে লাগল, 'তবু বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যি, কি নির্বোধ আমার হৃদয়! যাক কথার চাতুরী দিয়ে কৌশলে জিগ্যেস করি এঁকে।' প্রকাশ্যে বলল—দেবি, কি জানি কি (গূঢ়ার্থ—জানি, প্রেমের) বেদনার কারণে শুরু হয়েছে আপনার এই অবিশ্রান্ত সন্তাপে তীব্র ব্যাধি। সুতনু, সত্যি বলছি, এ-ব্যাধি আপনাকে তত পীড়িত করছে না, যত করছে আমাকে। দেহ দান করেও আপনাকে সুস্থ করে তুলতে চাই। আপনি কাঁপছেন দেখে আমার অনুকম্পা হচ্ছে (গূঢ়ার্থ—আমিও কাঁপছি)। রোগের যাতনায় ফুলের মধ্যে পড়ে আছেন (গূঢ়ার্থ—পুষ্পবাণ-পীড়ায় পড়ে আছেন) দেখে আমার হৃদয় যেন পড়ে যাচ্ছে (গূঢ়ার্থ—ধেয়ে চলেছে)। অংগদ-হীন (গূঢ়ার্থ—ওগো প্রেমদা) আপনার ভুজলতা দুটি কৃশ হয়ে গেছে।

নয়নে বহন করছেন কি গভীর বেদনা! যেন স্থলপদ্মের গাছে ফুটে উঠেছে রক্তকমল (গূঢ়ার্থ—আপনার নয়নে রয়েছে নিষ্ফল অনুরাগের বেদনা)। আপনার দুঃখ দেখে পরিজনেরাও ত্যাগ করেছে অলংকার, অনবরত-ফেলা অশ্রুজলবিন্দুই হয়ে উঠেছে তাদের মুক্তার আভরণ। উঠুন, নিজেই বরনারীর যোগ্য (গূঢ়ার্থ—স্বয়ংবরযোগ্য) মঙ্গল-প্রসাধন ধারণ করুন। নবীনলতা শোভা পায় ফুলে আর ভোমরায় (গূঢ়ার্থ—তারুণ্য শোভা পায় প্রেমযুক্ত হলে তবেই)।[৩৪৯]

কাদম্বরী ছেলেমানুষ, তাই এমনিতে সরল, কিন্তু প্রেমে পড়লে যে বুদ্ধি আসে তাই দিয়ে সে মনে-মনে সবই বুঝতে পারল, ঠারে-ঠোরে চন্দ্রাপীড় কী বলতে চায়। কিন্তু, 'সাধ কি অতদূর মিটবে? না না অসম্ভব' এই ভেবে, তাছাড়া ভব্যতা বলেও একটা কথা আছে, তাই সে চুপ করে রইল, কিছু বলল না, শুধু কি একটা অছিলা করে সে-সময় একটু হাসল মাত্র, যেন মুখসৌরভে আকৃষ্ট অলিদলে অন্ধকার-হয়ে-যাওয়া তার মুখখানি দেখার জন্য একটু আলো জ্বালল।

তখন মদলেখা বললে—

কুমার, কি বলব? নিদারুণ জ্বালা এ যে, কহন না যায়। কুমারভাবাপন্ন (গূঢ়ার্থ—পৃথিবীতে দ্বিতীয় কন্দর্পতুল্য কুমার অর্থাৎ আপনার প্রতি অনুরক্ত) এঁর কী না সন্তাপ জন্মাচ্ছে? পদ্মলতার শীতল কচিপাতাও আগুন হয়ে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নাও হয়ে যাচ্ছে রোদ। দেখুন না, কচিপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া করছি, তা-ও মনে কষ্ট হচ্ছে (গূঢ়ার্থ—তা-ও হয়ে যাচ্ছে প্রেম-সন্তাপ)। এখনো যে প্রাণটুকু ধরে আছেন, সে শুধু ধৈরয আছে বলেই (গূঢ়ার্থ—হে ধীর, সে শুধু আপনার জন্যেই)।[৩৫০]

কাদম্বরী মনে-মনে বলল, 'এই তো মদলেখা আমার হয়ে উত্তর দিয়ে দিয়েছে।' চন্দ্রাপীড়ের মন কিন্তু সংশয়ের দোলায় দুলতে লাগল; কেননা (মদলেখার কথার) মানে এ-ও হয়, ও-ও হয়। প্রীতি যাতে বাড়ে, মহাশ্বেতার সঙ্গে সেইভাবে নিপুণ আলাপচারী করতে-করতে বহুক্ষণ রইল সে। তারপর ঠিক তেমনি করেই অতিকষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শিবিরে যাবার জন্যে কাদম্বরীর প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছে, এমন সময় পেছন থেকে কেয়ূরক এসে বলল; 'দেব, মদলেখা জানাচ্ছে, দেবী কাদম্বরীর পত্রলেখাকে দেখেই ভাল লেগে গেছে, তাই তিনি চান; সে থেকে যাক, পরে যাবে। এখন আপনার যা অভিরুচি।' শুনে চন্দ্রাপীড় বলল, 'কেয়ূরক, ধন্য পত্রলেখা, দেবীর এমন দুর্লভ অনুগ্রহ তার ওপরে[৩৫১] হিংসে হচ্ছে! নিয়ে যাও ওকে ভেতরে।' বলে ফিরে চলল শিবিরেই।

ঢুকতে-ঢুকতেই দেখে, অত্যন্ত চেনা একজন পত্রবাহক এসেছে পিতার কাছ থেকে। ঘোড়া থামিয়ে আনন্দোৎফুল্ল নয়নে দূর থেকেই জিগ্যেস করল, 'কি রে? বাবা ভালো আছেন তো, তাঁর সব পরিজনেরা? আর মা, এবং অন্তঃপুরের সবাই?' সে এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলল, 'আজ্ঞে, হুজুর।' বলে দুটি চিঠি দিল। যুবরাজও সে-দুটি মাথায় নিয়ে নিজেই খুলে একে-একে পড়ল—

মঙ্গল হোক। সমস্ত রাজন্য যাঁর পাদপদ্মকে করেছেন শিরোভূষণ, সেই পরমশৈব মহারাজাধিরাজ দেব তারাপীড়, সমস্ত সম্পদের আশ্রয় চন্দ্রাপীড়ের চারু-চূড়ামণি-সমুত্থিত-কিরণরাশি-চুম্বী মস্তক চুম্বন করে অভিনন্দিত করছেন।

প্রজারা কুশলে আছে। কিন্তু কতকাল তোমাকে দেখি না। আমাদের মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছে। মহিষীও—এবং সমস্ত অন্তঃপুরিকারা—অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছেন। সুতরাং পত্রপাঠ রওনা হবে।'

শুকনাসের পাঠানো দ্বিতীয় চিঠিতেও পড়ল ঐ একই কথা। ঠিক সেই সময় বৈশম্পায়নও এসে তার দুখানি চিঠি দেখাল—তাতেও ঐ একই কথা।

তখন 'পিতার যেমন আদেশ' এই কথা বলে সেই ঘোড়ায়-চড়া অবস্থাতেই বাজাতে আদেশ দিল প্রয়াণ-পটহ। কাছেই দাঁড়িয়েছিল বিপুল অশ্বসেনা পরিবেষ্টিত হয়ে বলাহক-পুত্র প্রধান-সেনাধ্যক্ষ মেঘনাদ, তাকে আদেশ করল, তুমি পত্রলেখাকে নিয়ে পরে এসো। নিশ্চয় কেয়ূরক তাকে নিয়ে (পেঁাছে দিতে) এ পর্যন্ত আসবে। তারই (অর্থাৎ কেয়ূরকেরই) মুখে কাদম্বরীদেবীকে জানিও আমার নমস্কার সহ—

দেখলেন তো, এই হচ্ছে মানুষ জাতটার সেই স্বভাব, যা বুঝে ওঠা দায়, যা কারো ইচ্ছের মান রাখে না, পরিচয়ের দাম দেয় না, ত্রিভুবন নিন্দে করবে না তো কি? অকারণ স্নেহের কোন ধারই ধারে না তাদের ভালোবাসা, কখন যে বিগড়ে বসবে তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। এমন করে আমি যে চলে যাচ্ছি, তাতে করে প্রতারণার জাল বিছোয় যে ধূর্ত তারই ব্যবহারের মতো করে তুললাম আমার স্নেহকে। ভক্তি হয়ে দাঁড়াল শুধু মিথ্যে করে নানান সুরে কথা বলার কায়দা। আত্মনিবেদন নেমে এল শুধুমাত্র বাইরের ভদ্রতায় মধুর চাতুরীর পর্যায়ে। দেখিয়ে দিলুম, আমি মনে-মুখে এক নই। নিজের কথা থাক, স্বয়ং দেবী (কাদম্বরী) কেও আমি নিন্দাভাজন করে তুললাম—দিব্যপুরুষের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিনা এক অপাত্রে অনুগ্রহ বর্ষণ করলেন। মহৎ লোকের অনুগ্রহের অমৃতভরা দৃষ্টি যখন অস্থানে পড়ে ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন পরে তা অবশ্যই লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেবীর প্রতি আমার হৃদয় প্রবল লজ্জার বিষম ভারে অত বেশি জড়-সড় হয়ে পড়ছে না যত হচ্ছে মহাশ্বেতার প্রতি। নিশ্চয় তাঁকে দেবী কতবার অনুযোগ করবেন, তাঁর অপাত্রে পক্ষপাতের জন্যে, রাশি-রাশি গুণের ভার আমার ওপর শুধু-শুধু চাপিয়ে ফলাও করে বলার জন্যে। কিন্তু কি করব? পিতার আজ্ঞা গরীয়সী। কিন্তু তার প্রভুত্ব শুধু এ-দেহটার ওপরেই। হৃদয় একান্ত চায় হেমকূটে থাকি। সে লিখে দিচ্ছে দেবীকে সহস্র জন্মের দাসখত। ঘাঁটির পাহারাদার যেমন জংলী মানুষকে ছাড়পত্র দেয় না, তেমনি দেবীর অনুগ্রহও আমাকে ছাড়পত্র দিচ্ছে না, শুধুমাত্র পিতার আদেশেই আমি উজ্জয়িনী চললাম। প্রসঙ্গক্রমে দুর্জনদের কথা উঠলে এই চন্দ্রাপীড়-চণ্ডালকে স্মরণ করবেন। জানবেন, বেঁচে থাকলে চন্দ্রাপীড় দেবীর চরণপদ্মবন্দনার আনন্দ আবার অনুভব না করে কখনোই থাকবে না।

আর প্রদক্ষিণ করে মহাশ্বেতার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম কোরো। মদলেখাকেও নমস্কার করে জানিও আমার প্রগাঢ় কণ্ঠালিঙ্গন। তমালিকাকেও গাঢ় আলিঙ্গন কোরো। কাদম্বরীর প্রতিটি পরিজনকে আমার নাম করে কুশল জিজ্ঞাসা কোরো। কাদম্বরীর প্রতিটি পরিজনকে আমার নাম করে কুশল জিজ্ঞাসা কোরো। ভগবান হেমকূটকে জোড়হাতে জানিও বিদায়-প্রণাম।

এইভাবে তাকে আদেশ দিয়ে, বৈশম্পায়নকে শিবিরের ভার দিয়ে বলল, 'বন্ধু-

রাজাদের এবং সৈন্য-সামন্তদের যাতে কষ্ট না হয়, সেইভাবে ধীরে-ধীরে এসো।' আর নিজে সেই ঘোড়ায় চড়েই রওনা দিল, (অন্য এক ঘোড়ায়) জিন-ঘেঁষাঘেঁষি চলতে থাকা সেই পত্রবাহকটিকে উজ্জয়িনীর খবরাখবর জিগ্যেস করতে-করতে, যদিও সদ্য কাদম্বরীর বিরহে হৃদয় তার হা-হা করছিল। পেছন-পেছন চলল দুলকি চালে, উল্লাসের হ্রেষাধ্বনিতে কৈলাস কাঁপিয়ে, খুরের খটাখট তাণ্ডবে মাটি বিদীর্ণ করে, সুন্দর-সুন্দর বর্শায় যেন একটি লতাময় বন বহন করতে-করতে—তরুণ-অশ্ব-বহুল অশ্বসেনা।

ক্রমে এল এক নির্জন বন।[৩৫২] সারাদিন ধরে চন্দ্রাপীড় চলল সেই বনের মধ্যে দিয়ে। সে-বনের বেশির ভাগ গাছেরই গুঁড়ি অতিশয় বাড়ন্ত। মধ্যে-মধ্যে গাছের জটলার চারদিক ঘিরে মালিনীলতার কুঞ্জ। যূথপতিরা কোথাও উপড়ে ফেলেছে বড়-বড় গাছ, সেগুলি এড়াতে গিয়ে পথ গিয়েছে বেঁকে। কোথাও রাশি-রাশি ঘাস পাতা কাঠ দিয়ে স্তূপ তৈরি করে রেখেছে লোকে, দেখে বোঝা যায় কোন বীরপুরুষ সেখানে মারা পড়েছে।[৩৫৩] কোথাও বিরাট গাছের তলায় খোদাই-করা রয়েছে বনদুর্গার মূর্তি। তৃষ্ণার্ত পথিকের কামড়ে-কামড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়া আমলকি ফল রাশি-রাশি পড়ে আছে কোথাও।

সে-বনে বড় একটা কেউ আসে না, কেননা জল মোটেই সুলভ নয়। থাকার মধ্যে আছে খালি কতগুলো জরাজীর্ণ বন-কুয়ো, লতার গিঁট দিয়ে বাঁধা পাতার দোনা আর ঘাসের গোছা—এই চিহ্ন দেখে আন্দাজ করা যায় তাদের অস্তিত্ব। পাতা-পচা দুর্গন্ধ গরম কাদাগোলা ঘোলা বিস্বাদ জল। বিকশিত করঞ্জা-র[৩৫৪] মঞ্জরীর পরাগ পাড়-গুলোতে ছড়ানো। পাড়ের গাছে বাঁধা রয়েছে ন্যাকড়ার ফালি আর ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়—সেই যেন তাদের নিশেন! ইঁটের ওপরে বিছোন শুকনো পাতার আসন দেখে বোঝা যায়, এখানে পথিকেরা বিশ্রাম করেছে। তীর্থযাত্রীরা বিশ্রাম করতে এসে পায়ের ধুলো ঝেড়েছে, তাইতে ধূসর হয়ে আছে চারপাশের কচিপাতা। মধ্যে-মধ্যে বনভূমিকে এবড়ো-খেবড়ো করে দিয়ে বয়ে গেছে ছোট-ছোট পাহাড়ী নদী—শুকনো, পথিকেরা বালি খুঁড়ে-খুঁড়ে তৈরি করেছে ছোট্ট-ছোট্ট কুয়ো, তাই থেকে একটু-একটু ঘোলা জল পাওয়া যায়। ফোঁটায়-ফোঁটায় মধু চুঁয়ে পড়ছে সারি-সারি নিসিন্দার বন থেকে, নিসিন্দার পরাগে-পরাগে ধূসর হয়ে আছে নদীর তীর। ঝোপ-ঝোপ ইঁকড়ি-মিকড়ি লতায় ছাওয়া বালির পাড়। ঐ কুঁকড়ো ডাকছে, কুকুর হাঁকছে, তার মানে ঘন জংগলের আড়ালে নিশ্চয় আছে কোন ছোট্ট গ্রাম।

(সারাদিন চলে-চলে) যখন টুসটুসে হল সূর্যি, তেলাকুচোর মতো টুকটুকে একরাশ রোদে ভরে গেল দিন, তখন দূর থেকে চন্দ্রাপীড় দেখতে পেল, একজায়গায় পাতলা হয়ে গেছে বন। মধ্যিখানে সব জংলা খেত, বেশির ভাগই প্রিয়ংগুলতার। তাতে পাক ধরেছে, ফল ধরেছে। জানোয়ারদের ভয় দেখাতে ঘাস দিয়ে কাক-তাড়ুয়া তৈরি করে রেখেছে। হর্তেলের মত সোনারঙ পাকা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চারপাশে বেড়া দেওয়া। মধ্যে-মধ্যে মোটা-মোটা গুঁড়ি—ওপরে খাড়া-খাড়া ডাল গজিয়েছে—তাদের শেকড়বাকড়-গাঁট জট পাকিয়ে রয়েছে খেতময়। আর কতগুলো গাছ, বেশির

ভাগই কদম শিমুল আর পলাশ— সেগুলোর ডালপালা কেটে মাথার ওপরটায় শুধু পাতা রেখে দিয়েছে, দেখাচ্ছে ছাতার মতো।

সেইখানে এক আদ্যিকালের রক্তচন্দন গাছের মাথায় বাঁধা পেল্লায় এক রক্ত-রাঙা নিশান—

চাপ-চাপ রক্ত-ঝরা মাংসের মতো তাল-তাল আলতা আর টাটকা রক্তের মতো লাল রক্তচন্দনের রসে ভেজা। দণ্ডটা তার সাজানো ভিলকলক লালটকটক কতগুলো পতাকা আর চুলের গোছার মতো ঝুলন্ত একটা কালো চামর দিয়ে—যেন সদ্য-কাটা প্রাণীদের অংগ-প্রত্যংগ। চূড়োর ওপর শোভা পাচ্ছে কড়ি দিয়ে গাঁথা একটা গোলক আর একটা অর্ধচন্দ্র। দেখে মনে হয়, ছেলের মোষটিকে রক্ষা করতে সূর্যই যেন নেমে এসেছেন এবং চাঁদকেও নামিয়ে এনেছেন সংগে।[৩৫৫] নিশেনটা আকাশে আঁচড় কাটছে তার সোনার ত্রিশূলখানা দিয়ে, তাতে বাঁধা সিংহের কেশরের মত সুন্দর একটা চামর, আর তার শিং (অর্থাৎ শূলগুলো) থেকে ঝুলছে একটা লোহার শেকল, তাতে লাগানো ঘড়ঘড়ে আওয়াজের এক ভয়ংকর ঘণ্টা। সে নিশেনটা যেন ইতি-উতি নজর ফেলে ফেলে দেখছে, পুজো দিতে (কিম্বা বলির উপযুক্ত) কোন পথিক আসছে কিনা।

সেই নিশেনটার দিকে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে চন্দ্রাপীড় দেখল—

চণ্ডিকা।

একগোছা কেয়াফুলের ছুঁচলো ডগার মতো পাণ্ডুর বুনোহাতির দাঁতে তৈরি কপাট তাঁর চারদিক ঘিরে। দেউড়ি জুড়ে রয়েছে একটি লোহার ফটক, তাতে ঝুলছে লোহার (বা লোহা-বাঁধানো) গোল-গোল আয়নার মালা, লাল চামর দিয়ে ঘেরা, দেখাচ্ছে যেন কটা চুলে ভয়ংকর ব্যাধমুণ্ডের মালা।

দেবীর মুখোমুখি কষ্টিপাথরের এক বাঁধানো বেদি, তার ওপর এক লোহার মহিষ, গায়ে তার রক্তচন্দনের ছাপ। মনে হচ্ছে, যম যেন তাঁর রক্ত-রাঙা হাত দিয়ে তার পিঠ চাপড়েছেন। রক্তের ফোঁটা ভেবে লোলুপ শিবারা চাটছে তার লালটকটকে চোখ দুটো।

লোকে নিবেদন করেছে পবিত্র ফুলের অর্ঘ দেবীর উদ্দেশে, ছড়িয়ে আছে সেসব, কোথাও ব্যাধেদের মারা বুনো মোষের চোখের মতো লাল পদ্ম, কোথাও সিংহের নখের মতো বক-ফুলের[৩৫৬] কুঁড়ি, কোথাও বাঘের রক্তমাখা নখরের মতো কিংশুক-কলিকা।

আর এক জায়গায় দেবী দেখাচ্ছেন বলির পশুদের প্রতি তাঁর হিংসা—হরিণদের রাশি-রাশি বাঁকা শিঙের আগায় সে-হিংসা-(লতা) যেন অঙ্কুরিত হয়েছে, শত-শত ছিন্ন রক্তাক্ত জিহ্বায় তাতে যেন পাতা ধরেছে, অসংখ্য রক্তমাখা চোখে তাতে যেন ফুল ফুটেছে, এবং রাশি-রাশি ছিন্নমুণ্ডে তাতে যেন ফল ধরেছে।

আঙিনা-সাজানো রক্তাশোকের গাছ, তাদের ডালের আড়ালে-আবডালে কুকুরের ভয়ে গা-ঘেঁষাঘেঁষি লুকিয়ে আছে লাল কুঁকড়োর দল, মনে হচ্ছে অকালেই থোকা-থোকা ফুল ফুটেছে গাছে। তালগাছগুলো ফল ফেলছে দেবীর উদ্দেশে। তারা যেন বেতালের দল, বলির রক্ত-পানের লোভে এসে মুণ্ডু উপহার দিচ্ছে দেবীকে। চারধার নিবিড় বনে ঘেরা। কলাবনগুলো কাঁপছে যেন আতংকের জ্বরে। বেলগাছের জটলায় কাঁটা দিয়ে উঠেছে যেন ভয়ে। আর যেন তরাস লেগে চুল খাড়া হয়ে গেছে

খেজুরবনগুলোর। অম্বিকার আদুরে দুরন্ত সিংহের বাচ্চারা সবসময়ই ঘুর-ঘুর করছে আশে-পাশে। (সিংহের থাবায়) বুনোহাতির ফাঁক হয়ে যাওয়া কুম্ভ থেকে খসে-পড়া রক্ত-মাখা গজমোতিগুলোকে নৈবেদ্যে-র রক্ত-মাখানো ভাতের পিণ্ড মনে করে লোভী বোকা কুঁকড়োগুলো প্রথমে নিয়ে তারপর ফেলে দিয়েছিল, সেইসব মুক্তো নিয়ে খেলা করছে সিংহের বাচ্চাগুলো। আঙিনা পিছল হয়ে গেছে রক্তধারায়, তার-ওপর পড়েছে অস্ত-লাল সূর্যের প্রতিবিম্ব, যেন এত রক্ত দেখে ভির্মি লেগে তিনি পড়ে গেছেন ঐ রক্তের মধ্যে, তাকে আরো গাঢ় লাল করে দিয়ে।

গর্ভগৃহের দরজায় ঝোলানো রয়েছে ধূপ দীপ লালকাপড়, গাঁথা রয়েছে ময়ূর-কণ্ঠের বলয়ের মালা। পিটুলি-গোলা দিয়ে শাদা করা ঘেঁষ-ঘেঁষ ঘণ্টার মালা দুলছে। কপাট দুটিতে টিনের (অথবা দস্তার) সিংহের মুখের মধ্যে মোটা-মোটা লোহার কাঁটা দেওয়া, লম্বা গজদন্তের খিল লাগানো। আর সেই কপাটের ওপর পর-পর লাগানো রয়েছে হলদে নীল লাল সব বুদ্বুদের মতো গোল-গোল ঝকঝকে চাকতি, আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে তারা চমক দিচ্ছে, তাইতে ঝকঝক করছে দেবীমূর্তি। ভেতরের বেদিতে পীঠের ওপরে পেতে দেওয়া আলতায়-রাঙানো লাল কাপড় দিয়ে সর্বক্ষণ ঢাকা রয়েছে দেবীর চরণমূল, যেন সমস্ত পশুর প্রাণ তাঁর শরণাগত। (চারপাশে) পরশু পট্টিশ ইত্যাদি জীবহত্যার শস্ত্র, তাদের ওপর কালো চামরের ছায়া পড়ে মনে হচ্ছে যেন শিরশ্ছেদ করার সময় চুলের গোছা লেগে গেছে। তাদের ঝিকিমিকিতে অন্ধকার জমাট বাঁধায় দেবীকে মনে হচ্ছে যেন পাতালগৃহবাসিনী। তাঁকে সাজিয়েছে বেলপাতার মালা দিয়ে, মধ্যে-মধ্যে জ্বলজ্বল করছে রক্তচন্দন-চর্চিত বেল আর পল্লব, মনে হচ্ছে যেন কচিমুণ্ডের মালা দুলছে। রক্ত-লাল থোকা-থোকা কদমফুলে দেবীর পুজো করেছে, তাইতে মনে হচ্ছে যেন পশুবলির ঢাকের জোর আওয়াজে উল্লাসে কাঁটা দিয়েছে দেবীর সর্বাঙ্গে! কি ক্রূর দেখাচ্ছে তাঁকে!

সুন্দর সোনার পট্টে আবৃত ললাট। মুখে শবরসুন্দরীদের আঁকা সিঁদুরের টিপ। ডালিমফুলের কর্ণপুরের ছটা পড়ে লাল হয়ে আছে বড়-বড় গাল। ঠোঁট দুটি রক্তে যেন পানের রসে রাঙা। ভ্রূকুটিতে বঙ্কিম পিঙ্গল নয়ন। দেহ-লতা ঘিরে কুসুমফুলে রাঙানো রেশমী কাপড়। দেবী কি চলেছেন অপরূপ বেশে মহাকালের অভিসারে? গর্ভগৃহের দীপশিখাগুলি ধূপ-গুগ্গুলের কুণ্ডলী-পাকানো ঘন নীল ধোঁয়ায় লাল হয়ে কেঁপে-কেঁপে -লম্বা হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে দেবী যেন মহিষাসুরের ফোঁটা-ফোঁটা রক্তে আরক্ত তাঁর আঙুলগুলি নেড়ে-নেড়ে তর্জন করছেন একটা বনমহিষকে, কাঁধের প্যাটা চুলকোতে গিয়ে ত্রিশূলদণ্ডটা নড়িয়ে দিয়ে সে যে অপরাধ করেছে তার জন্যে। লম্বা-দাড়ি ছাগলগুলোও যেন ব্রতচারী হয়ে, কাঁপা-ঠোঁট ইঁদুরগুলোও যেন জপ করতে-করতে, কৃষ্ণাজিনে অঙ্গঢাকা হরিণেরাও যেন ধর্না দিয়ে, শিরোমণির লোহিত-রশ্মি জ্বলজ্বলিয়ে কালকেউটেরাও যেন মাথায় মণিপ্রদীপ ধরে—আরাধনা করছে দেবীকে। চারিদিকে কর্কশ কাকেরা কা-কা রবে ডেকে-ডেকে যেন তাঁরই স্তবস্তুতি করছে।

দেবীর পুজারী এক বৃদ্ধ দ্রাবিড় সাধু। মোটা-মোটা ওঠা-ওঠা শিরাজালে শরীরটা তার যেন এক জাফরি-কাটা জানলা, যেন পোড়া গুঁড়ি ভেবে উঠে এসেছে

দলে-দলে গোসাপ টিকটিকি গিরগিটিরা। সারা শরীর বসন্তের দাগে চিত্তির-বিচিত্তির, যেন অলক্ষ্মী বেছে-বেছে উপড়ে ফেলেছে সুলক্ষণগুলো, তাই গর্ত হয়ে আছে। কানের ওপর বাহার করে তুলে দিয়েছে টিকটিকি, যেন রুদ্রাক্ষের মালা পরেছে। অম্বিকার পায়ে মাথা ঠুকে-ঠুকে কালশিরে-পড়া কপালটায় একটা আব—ক্রমশ বাড়ছে। ভাঁওতা দিয়ে সিদ্ধ-কাজল দিয়েছিল কেউ[৩৫৭], সেটি লাগিয়ে একটি চোখ গেছে, অতএব অন্য চোখটিতে তিনবেলা এমন যত্ন করে কাজল লাগায় যে কাঠিটা একেবারে পাতলা সরু হয়ে গেছে। দাঁতগুলো উঁচু-উঁচু, রোজ তেতো লাউয়ের ভাপ লাগিয়ে তার চিকিৎসা করে। কি করে যেন অজায়গায় দিয়ে ফেলেছিল (তপ্ত) ইঁটের ঘা, তাইতে একখানা হাত শুকিয়ে গেছে, প্রাণপণে শুধু সেইটি (কবিরাজী তেল দিয়ে) ডলাই-মলাই করতে-করতেই দম ফুরিয়ে যায়, অন্য অঙ্গে তার তৈলমর্দন হয়ে ওঠে না। কড়া-কড়া ওষুধ দিয়ে তৈরি বাতি অনবরত পর-পর লাগিয়ে যাওয়ার ফলে চোখের তিমিররোগ বেড়ে গেছে। পাথর ভাঙবার জন্যে যোগাড় করেছে একখানা শুয়োরের দাঁত। নানান-রকমের ওষুধ মলম ইত্যাদি মজুত করে রেখেছে ইঙ্গুদীর খোলার মধ্যে। ছুঁচ দিয়ে সেলাই করেছে শিরাগুলো, ফলে বাঁহাতের আঙুলগুলো কুঁচকে গেছে। গুটিপোকার গুটি দিয়ে তৈরি পা-ঢাকার ঘষা লেগে-লেগে ঘা হয়ে গেছে পায়ের বুড়ো আঙুলে। ঠিকভাবে তৈরি না করা রসায়ন (tonic) খেয়ে-খেয়ে যখন-তখন জ্বর হয়।

বুড়ো-হাবড়া হয়েছে, তবু দক্ষিণাপথের সম্রাট্ হবার বর চেয়ে-চেয়ে তিতিবিরক্ত করে চলেছে মা-দুর্গাকে। কোন কুশিক্ষিত শ্রমণের কথায় একটি তিলক ধারণ করেছে, অনেক ধনসম্পত্তি পাবে এই তার বদ্ধমূল আশা। হাতে একটা শামুক—সবুজ পাতার রস আর কয়লা দিয়ে তৈরি কালিতে কুচকুচ করছে কালো। একটা পটে (বা পাটায়) লিখে রেখেছে দুর্গাস্তোত্র। ধোঁয়া দিয়ে রঙ করা আলতার আখরে লেখা সব তালপাতার পুঁথি সংগ্রহ করেছে—ইন্দ্রজালের তন্ত্রমন্ত্রের। কোন বৃদ্ধ শৈবের উপদেশ অনুসারে লিখে রেখেছে মহাকালের মত। গুপ্তধন-গুপ্তধন রোগে ধরেছে তাকে। সোনা করার বাই চেগেছে। পাতালপ্রবেশের ভূতে পেয়েছে। যক্ষকন্যাদের সঙ্গে প্রেম করার শখ চেপে মাথাটি ঘুরে গেছে। অদৃশ্য হবার মন্তরের যোগাড়-যন্তর জড়ো করেছে একগাদা। শ্রীপর্বতের[৩৫৮] আশ্চর্য-আশ্চর্য হাজারো গল্প জানে। মন্ত্র-পড়া শ্বেত সরষে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারার সময় ভূতে-পাওয়া লোক-গুলো তেড়ে-তেড়ে এসে চড় মেরে-মেরে কান দুটো তার চিঁড়ে-চ্যাপটা করে দিয়েছে। 'আমি শৈব' এই বড়াইটা সে কক্ষনো ছাড়ে না। লাউ-বীণাটি যেমন-তেমন করে ধরে যখন বাজাতে শুরু করে, তখন, ওরে বাবা, পথিকেরা আর সেখানে দাঁড়ায়? আর সে-পথ মাড়ায়? মাথা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে কি যে গায় ভগবান জানে—শোনায় যেন দিন-দুপুরে মশাদের পিন্-পিন্ পোঁ-পোঁ। নিজের দিশী ভাষায় মা-গঙ্গার ভজন বেঁধেছে, সেটি নেচে-নেচে গাওয়া হয়।

ব্রহ্মচর্য নিয়েছে বৈকি, তবে সে ঘোড়ার মতো (অর্থাৎ বাধ্য হয়ে), ফলে বিদেশ থেকে এসে মন্দিরে উঠেছেন এমন সব বৃদ্ধা প্রব্রাজিকাদের ওপর কতবার যে স্ত্রীবশীকরণচূর্ণ প্রয়োগ করেছে তার ঠিক নেই। এত বদরাগী যে কোন সময় অষ্টপুষ্পিকা[৩৫৮] (চণ্ডীর প্রিয় আটটি ফুল) ঠিক করে দিতে পারেনি তাই পড়ে গেছে—তখন চটে গিয়ে চণ্ডীকেই মুখ ভেংচে-ভেংচে সে-কি টিটকিরি! যাত্রীদের

'থাকতে দেব না' বলে আটকাতে গেলে তারাও চটে-মটে কতবার হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে, তাতে পড়ে গিয়ে একসময় পিঠটি গেছে ভেঙে। কখনো, ছেলের দল কিছু একটা দুষ্টুমি করে পালিয়ে গেছে, তাদের পেছন-পেছন রেগেমেগে দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে পড়েছে; ফলে মাথার খুলি ফেটে ঘাড় বেঁকে একাকার। কখনো, গ্রামবাসীরা নবাগত কোন সাধুকে শ্রদ্ধাভক্তি করছে দেখে হিংসেয় গলায় দড়ি দিয়েছে।

কোন শিক্ষা-দীক্ষা না থাকায় যা ইচ্ছে তাই করে। খোঁড়া, তাই টেনে-টেনে হাঁটে। কানে শোনে না, ইসারা-ইঙ্গিতে কাজ সারে। রাত-কানা, তাই ঘোরা-ফেরা সব দিনের বেলা। পেটটি হাঁড়োল, পেটুকচাঁদ—প্রচুর খায়। ফল পাড়তে গিয়ে কতবার বাঁদরগুলো রেগে গিয়ে নখ দিয়ে আঁচড়ে-আঁচড়ে ছ্যাঁদা করে দিয়েছে তার নাকে। ফুল পাড়তে গিয়ে উড়ে-যাওয়া ভোমরারা হাজারে-হাজারে হুল ফুটিয়ে শরীরটা তার একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। অপরিষ্কার পোড়ো মন্দিরে শুতে গিয়ে হাজারবার কালসাপে কেটেছে তাকে। বেলগাছের মগডাল থেকে পড়ে গিয়ে একশোবার মাথা গুঁড়িয়ে গেছে। ৺মায়েদের ভাঙা দেউলে বাসা নেওয়া ভাল্লুকদের নখে কতবার গাল হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। বসন্তোৎসবে আমোদ-প্রমোদ করার সময় প্রত্যেকবারই লোকে তাকে নিয়ে রগড় করে—উঁচু করে তুলে ধরা একটা ভাঙা খাটের ওপর বসানো এক বুড়িদাসীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে।

মন্দিরে-মন্দিরে ঢের হত্যে দিয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয় নি, অগত্যা উঠে এসেছে। হরেকরকম রোগব্যাধিসমেত তার দুরবস্থাটাকে সে বহন করছে যেন নিজের পরিবারের মতো। তার মুখ্যুমির সঙ্গে আবার জুটেছে হরেকরকমের নেশা-ভাং, যেন বলছে, 'দেখ গো, আমার মুখ্যুমির কত ছেলেপুলে হয়েছে।' অনেক লাঠির ঘায়ে গা-ময় ঢ্যাপ্‌লা-ঢ্যাপ্‌লা হয়েছে, যেন বলতে চায়, 'দেখ, আমার রাগেও কেমন ফল ধরেছে!' সারা গা জলন্ত প্রদীপের ছ্যাঁকায় ভর্তি, কি যন্ত্রণা, তবু ভাবখানা যেন, 'দেখ, আমার কষ্টেরও কেমন কতগুলো মুখ!' অকারণে গালি পাড়ায় গ্রামবাসীরা একশোবার পদাঘাত করেছে, সেই অপমানেও তার বয়েই গেছে[৩৫৭]। শুকনো বুনো লতা দিয়ে বানিয়েছে একটা প্রকাণ্ড ফুলের সাজি। কঞ্চি দিয়ে তৈরি করেছে ফুল-পাড়ার ছোট একটা আঁকশি। কালো কম্বলের টুকরো দিয়ে একটা টুপি করেছে, সেটি একমুহূর্তের জন্যেও ছাড়ে না।

চন্দ্রাপীড়ের ইচ্ছে হল, এখানেই রাত কাটায়।

তখন ঘোড়া থেকে নেমে (মন্দিরে) ঢুকে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে দেবীকে প্রণাম করল। তারপর প্রদক্ষিণ করে আবার প্রণাম করে, শান্ত এলাকাটা একটু ঘুরে দেখি এই ভেবে ঘুরতে-ঘুরতে দেখে কি, একজায়গায় সেই দ্রাবিড় সাধু রেগেমেগে চিৎকার করছে আর গালি পাড়ছে। দৃশ্যটি দেখে, কাদম্বরীর বিরহে উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে কাতর থাকা সত্ত্বেও, অনেকক্ষণ ধরে কি হাসান যে হাসল! তারপর তার যে-সব সৈনিকরা (সাধুজীর সঙ্গে) কথা কাটাকাটি করে তাকে ক্ষ্যাপাতে শুরু করে দিয়েছিল, তাদের থামিয়ে দিল। অতঃপর ভুলিয়ে-ভালিয়ে, মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে, অনুনয়-বিনয় করে, কোনরকমে তাকে শান্ত করে আস্তে-আস্তে (কথা পেড়ে) একে-একে জিগ্যেস করতে লাগল, কোথায় দেশ, কি জাত, বিদ্যা কদ্দুর, স্ত্রী-পুত্র আছে কিনা, ধন-সম্পত্তি কেমন, বয়স কত, প্রব্রজ্যা নেবার কারণ কি—এইসব।

প্রশ্নের উত্তরে সে-ও মহা উৎসাহে শুরু করল নিজের ব্যাখ্যানা—আগে তার কিরকম বিক্রম ছিল, রূপ কেমন ফেটে পড়ত, ধন-সম্পত্তির লেখাজোখা ছিল না—বলতে-বলতে মুখর হয়ে উঠল সে। রাজপুত্রের খুব মজা লাগছিল শুনতে। সে যেন হয়ে দাঁড়াল তার বিরহাতুর চিত্তের বিনোদন। পরিচয় হবার পর চন্দ্রাপীড় তাকে পান দেওয়াল।

তারপর সুর্যিঠাকুর পাটে বসলেন। রাজপুত্রেরা যে যেমন পেল এক-একটি গাছের তলায় নিয়ে নিল রাতের বাসা। ঘোড়াদের জিন খুলে-খুলে ডালে টাঙিয়ে দেওয়া হল। ঘোড়ারা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে যেভাবে ধুলোয় মাখামাখি কেসরগুলো ঝাড়া দিল, তাতেই বোঝা যাচ্ছিল তাদের ফুর্তি। বেশ কয়েক গরস করে কচি ঘাস খেয়ে, জল খেয়ে, পিঠ ভিজিয়ে চান করে তারা যখন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল, তখন সামনে বর্শা পুঁতে-পুঁতে তাইতে তাদের বেঁধে রাখা হল। ঘোড়াদের কাছেই পাতার বিছানা বিছিয়ে, রাতপাহারার বন্দোবস্ত করে, সারাদিন পথ চলে-চলে হা-ক্লান্ত সৈনিকরা গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেকগুলো আগুন করা হয়েছিল, তাদের আভা যেন শুষে নিল সমস্ত অন্ধকার, শিবিরটি দিনের মতো ঝকঝক করতে লাগল। (শিবিরের) একধারে, ইন্দ্রায়ুধকে বেঁধে রেখে তার সামনে (চন্দ্রাপীড়ের) শয্যা রচনা করল পরিচারকেরা। একজন দৌবারিক গিয়ে খবর দিতে চন্দ্রাপীড় শুতে গেল।

শোয়ামাত্রই দুঃখের ছুরি[৩৬০] তার হৃদয়কে স্পর্শ করল (অথবা, তার ভীষণ মন কেমন করতে লাগল)। আর কিছু ভাল লাগল না। বিদায় দিল রাজাদের। অতিপ্রিয় পার্শ্বচরদের সঙ্গেও কথা বলল না। চোখ বুজিয়ে মনে-মনে কতবার চলে গেল কিন্নরদের রাজ্যে। তন্ময় হয়ে স্মরণ করতে লাগল হেমকূটকে। মহাশ্বেতাদির[৩৬০] অকারণ বন্ধুত্বের কথা ভাবতে লাগল। বারবার ইচ্ছে করল কাদম্বরীকে দেখতে—জীবনের একমাত্র সার্থকতা যেন সে-ই। বড় সাধ হল মদলেখার সঙ্গ পেতে, কোন চাল নেই, কি সুন্দর মেয়েটি। ইচ্ছে করল তমালিকাকে দেখতে। কেয়ূরকের আসার আশায় উন্মুখ হল মন। তুহিনমহল দেখতে লাগল (মনশ্চক্ষে)। বার বার ফেলতে লাগল উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস। শেষহারটিকে মনে হল বড় প্রিয়। পত্রলেখাকে মনে হল কি পুণ্যবতী, থেকে গেল।

এইভাবে নিঘুম কাটল রাত। ভোরবেলা উঠে বুড়ো দ্রাবিড় সাধুর ইচ্ছেমত প্রচুর ধন দিল তার আশ মিটিয়ে। তারপর (রওনা হয়ে) সুন্দর-সুন্দর জায়গায় খুশিমতো থামতে-থামতে কিছুদিনের মধ্যেই উজ্জয়িনী এসে পেঁছল।

চন্দ্রাপীড়ের আকস্মিক আগমনে পুরবাসীরা আনন্দে বিহ্বল হয়ে হাজারে-হাজারে কাতারে-কাতারে হাতজোড় করে নমস্কার করতে লাগল, যেন পুজোর পদ্ম দিচ্ছে। সে-ও তা গ্রহণ করতে-করতে রাজধানীতে প্রবেশ করল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে, পাল্লা দিয়ে ছুট লাগিয়ে পরিজনেরা (তারাপীড়কে) জানাল, 'মহারাজ, দুয়ারে চন্দ্রাপীড়'!' খবরটি পেয়ে তার বাবা আনন্দের আতিশয্যে মন্থর-গমনে পায়ে হেঁটেই চললেন ছেলেকে অভ্যর্থনা করতে, খসে-পড়া ফর্সা-ধবধবে রেশমী উত্তরীয়টি টেনে নিতে-নিতে, যেন মন্দর-পাহাড় টেনে নিচ্ছে দুধসায়রের জল। চোখ

দিয়ে তাঁর টপ-টপ করে পড়তে লাগল আনন্দের অশ্রুজল, যেন কল্পবৃক্ষ থেকে মুক্তাবৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর কাছাকাছি ছিলেন যে-সব রাজা, তাঁরাও চললেন তাঁর সংগে হাজারে-হাজারে। জরায় শাদা তাঁদের মাথা, সারা গায়ে চন্দন, আনকোরা রেশমী কাপড় পরণে, প্রত্যেকে ধারণ করেছেন কেয়ূর উষ্ণীষ কিরীট এবং শেখর—পৃথিবীকে দেখাতে লাগল যেন কৈলাসে-কৈলাসে ভরা, দুধসমুদ্রে-দুধসমুদ্রে থৈ-থৈ—প্রত্যেকের সংগে অসি, বেত্রলতা, ছত্র, পতাকা এবং চামর।

চন্দ্রাপীড় দূর থেকে বাবাকে দেখেই ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে চূড়ামণির কিরণ-মালায় শোভিত তার মাথাটি মাটিতে লুটিয়ে দিল। বাবা হাত বাড়িয়ে 'আয়, আয়' বলে তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন বুকে, সে-ও বাবাকে জড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর কাছাকাছি যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তখন, সেইসব মাননীয়দের নমস্কার করল। অতঃপর; রাজা তার হাত ধরে নিয়ে গেলেন বিলাসবতীর মহলে। সেখানেও সমস্ত অন্তঃপুরিকাদের সংগে বিলাসবতী এগিয়ে এসে তেমনি করেই মহানন্দে স্বাগত জানালেন তাকে, করলেন আগমনোচিত সব মঙ্গল-অনুষ্ঠান। দিগ্বিজয় সম্পর্কেই নানান গল্প করে খানিকক্ষণ কাটিয়ে তারপর চন্দ্রাপীড় গেল শুকনাসের সংগে দেখা করতে। সেখানেও ঠিক ঐ একই ভাবে অনেকক্ষণ থেকে 'বৈশম্পায়ন সৈন্যদলের সংগে আছে, ভাল আছে' একথা জানিয়ে, মনোরমার সংগে দেখা করে ফিরে এসে বিলাসবতীর মহলেই স্নান ইত্যাদি সব কিছু করল যন্ত্রচালিতবৎ (অর্থাৎ সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে)। বিকেলে নিজের প্রাসাদেই চলে গেল। সেখানে গিয়ে দারুণ মন টনটন করতে লাগল। মনে হল, কাদম্বরী বিহনে শুধু আমি বা আমার এ প্রাসাদ বা অবন্তীপুরীই শূন্য নয়—শূন্য সমস্ত পৃথিবী। তারপর থেকে উৎসুক হয়ে দিন গুনতে লাগল, কবে পত্রলেখা আসবে, শুনব গন্ধর্বরাজদুলালীর সংবাদ—যেন সে-একটা মহোৎসব, যেন সেদিন মিলবে তার ঈপ্সিত কোন বর, যেন সেদিন অমৃত উঠবে (বিরহসমুদ্র মন্থন করে)।

কয়েকদিন গেল। তারপর একদিন মেঘনাদ পত্রলেখাকে নিয়ে এসে হুজুরে হাজির করল। নমস্কার করতে দূরে থেকেই মৃদুহাসিতে প্রীতি প্রকাশ করল চন্দ্রাপীড়। এমনিতেই পত্রলেখা তার অত্যন্ত প্রিয়, তার ওপর কাদম্বরীর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করায় সে যেন নতুন একটি সৌন্দর্য পেয়েছে, তাই এখন হয়েছে প্রিয়তরা। সে কাছে আসতেই উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সসম্মানে সাগ্রহে তাকে জড়িয়ে ধরল চন্দ্রাপীড়। আর প্রণত মেঘনাদের পিঠে রাখল তার কিশলয়-হেন হাতখানি। তারপর বসে পড়ে বলল, পত্রলেখা, বল, মহাশ্বেতাদি, মদলেখা, দেবী কাদম্বরী—সবাইকার কুশল তো? তমালিকা, কেয়ূরক এবং অন্যান্য সব পরিজনেরা ভালো আছে তো?

সে বলল, আজ্ঞে কুমার ভাল। অঞ্জলিবন্ধ হাত দু'খানি কুসুমশেখরের মতো মাথায় রেখে দেবী কাদম্বরী আপনাকে সম্মান জানাচ্ছেন—সেই সংগে তাঁর সমস্ত সখীরা এবং পরিজনেরাও।

পত্রলেখা একথা বললে পর, রাজাদের সবাইকে বিদায় দিয়ে, পত্রলেখার হাত ধরে সে প্রবেশ করল প্রাসাদের ভেতরে। মন আকুলি-বিকুলি করছে, এত ভালবাসা যেখানে, সেখানে আর কি ধরে রাখা যায় কৌতূহল, পরিজনদের একেবারে সে-তল্লাট থেকে সরিয়ে দিয়ে—ঘরের মধ্যেই একটি স্থলপদ্মের গাছ[৩৬১] উঁচু-উঁচু ডাঁটির ওপর বড়-বড়

পাতা ছড়িয়ে ছাতার কাজ করছে—তার মাঝখানটিতে এসে, আর একটি পান্নার পতাকার মতো পত্রকুঞ্জের তলায় আরামে-ঘুম-যাওয়া একজোড়া হাঁস-হাঁসীকে পদ্ম-পা দিয়ে ঠেলে, বসে পড়ে জিগ্যেস করল—পত্রলেখা, বল, আমি চলে আসার পর কেমন ছিলে ? কদিন ছিলে ? দেবী তোমাকে কিরকম অনুগ্রহ দেখালেন ? কি কি গল্পগুজব হত ? কি ধরণের কথা উঠত ? কে আমাকে সবচেয়ে বেশি মনে করে ? কার প্রীতি অন্য সবার চেয়ে বেশি ?

উত্তরে সে বলল—কুমার, মন দিয়ে শুনুন, (সব বলছি), কেমন ছিলুম, কতদিন ছিলুম, দেবী আমার ওপর কেমন অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, কি কি গল্প-গুজব হতো, কি ধরণের কথা উঠত, কে আপনাকে খুব মনে করে, আর কারই বা আপনার ওপর সবার চেয়ে বেশি প্রীতি।

কুমার, আপনি চলে এলে পর, আমি কেয়ূরকের সঙ্গে ফিরে গিয়ে সেইভাবেই সেই ফুলের বিছানার কাছটিতে বসলুম, আর দেবীর নতুন-নতুন অনুগ্রহ পেয়ে বেশ ভালই রইলুম। বেশি আর বলব কি, সেদিন প্রায় সারাটা দিনই দেবী আমার চোখে চোখ, শরীরে শরীর, হাতে হাত রেখে কাটালেন। আমার নামের অক্ষরগুলিই হয়ে দাঁড়াল তাঁর একমাত্র কথা।[৩৬২] আমার প্রতি স্নেহেই ভরে রইল তাঁর হৃদয় ; আমার কিসে ভাল লাগবে সেই হয়ে দাঁড়াল তাঁর একমাত্র চিন্তা।[৩৬৩]। বিকেলবেলা আমাকেই ধরে-ধরে হিমগৃহ থেকে বেরিয়ে আপনমনে বেড়াতে-বেড়াতে, পরিজনদের সঙ্গে আসতে বারণ করে, চললেন তার প্রিয় মেয়েদের বাগানটিতে। যমুনার-ঢেউ-হেন পান্নার সিঁড়ির সার বেয়ে উঠলেন সেই প্রমদবনের সুধা-ধবল বেদিটির ওপরে। সেখানে রতনের থামে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে মনে-মনে অনেকক্ষণ ধরে—তা প্রায় এক মুহূর্ত[৩৬৪] হবে—তোলাপাড়া করে কি যেন বলতে চেয়ে—চোখের মণি স্থির, পলক পড়ে না—বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। তাকিয়ে-তাকিয়েই তিনি সংকল্প স্থির করে নিলেন, প্রবেশ করবেন প্রেমের অনলে। তাই যেন স্নান করলেন স্বেদজলের স্রোতে, স্রোতের নাড়াতেই যেন একেবারে কেঁপে উঠলেন। কাঁপতে-কাঁপতে পাছে পড়ে যান তাই যেন বিষাদ এসে তাঁকে ধরে ফেলল।

আমি তাঁর মনের ভাব বুঝে, একদৃষ্টে একমনে; তাঁর মুখে অপলক চোখ রেখে বললাম, আজ্ঞা করুন।

আমার একথা শুনে তাঁর নিজের অঙ্গগুলিই যেন কেঁপে-কেঁপে বলতে লাগল, না, না, না……। পায়ের বুড়ো-আঙুল দিয়ে মণিকুট্টিমে আঁচড় কেটে-কেটে নিজের ছায়াটিকেও যেন গায়ে হাত দিয়ে সরে যেতে বললেন, পাছে তাঁর গোপন কথা শুনে ফেলে সেই লজ্জায়। কুট্টিমে আঁচড় কাটতে গিয়ে পদ্মের মত পায়ে নূপুর বাজল রুনুঝুনু, সেই পা দিয়ে পোষা রাজহাঁসেদের ঠেলে-ঠেলে যেন বললেন, সরে যা সরে যা……। রেশমী আঁচলখানি দিয়ে বাতাস করছিলেন ঘর্মাক্ত মুখের ওপর, তাই দিয়ে কর্ণোৎপলের মধুকরগুলিকেও তাড়িয়ে-তাড়িয়ে দিতে লাগলেন, (পাছে ওরা শুনে ফেলে) ! পানের খিলি থেকে একটুকরো দাঁতে কেটে নিয়ে যেন ঘুষ দিলেন ময়ূরটিকে। ইতিউতি তাকাতে লাগলেন বারবার, পাছে বনদেবীরা শুনে ফেলেন ! বলি-বলি করেও…লজ্জায় জড়িয়ে গেল কথা…কিছুই বলতে পারলেন না। অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই কথা সরল না তাঁর—যেন তাঁর ভাষা প্রেমের দাউ-দাউ আগুনে

জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেছে, যেন ভেসে গেছে দর-দর নয়নের জলে, যেন তাকে আক্রমণ করে পেড়ে ফেলেছে (হৃদয়ে-) ঢুকতে-থাকা দুঃখ-বাহিনী। যেন সে-ভাষা চুরমার হয়ে গেছে ফুলধনুর অবিরত শরবর্ষণে। ঘন-ঘন বইতে থাকা নিঃশ্বাসেরা যেন তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছে কোথায় কোন মুলুকে। যেন তাকে ধরে-বেঁধে আটকে রেখেছে হৃদয়ের শত-শত ভাবনা। যেন তাকে নিঃশেষে পান করে নিয়েছে তাঁর নিঃশ্বাসপায়ী ঝাঁক-ঝাঁক মধুকর।

(কিছু বলতে পারলেন না,) শুধু মুখটি নিচু করে অঝোরধারায় কাঁদতে লাগলেন …শ্বেতশুভ্র নয়নজল কপোল না ছুঁয়ে ফোঁটায়-ফোঁটায় ঝরে পড়তে লাগল, যেন হাজার-হাজার দুঃখ গণনা করার জন্যে রচে তুলছেন মুক্তার একটি জপমালা। সে-সময় লজ্জাও যেন তাঁর কাছ থেকে শিখছিল লজ্জার অপরূপ হাব-ভাব, বিনয়ও বিনয়ের পরাকাষ্ঠা, সারল্যও সরলতা, নৈপুণ্যও নিপুণতা, ভয়ও ভীরুতা, প্রেমচাঞ্চল্যও প্রেমচঞ্চলতা, বিষাদও বিষণ্ণতা, লীলাবিলাসও বিলাসলীলা।

তাঁর এই অবস্থা দেখে আমি যখন বললাম; 'দেবি, কী হয়েছে?' তখন চোখ দুটি —ভেতরটা লাল হয়ে গিয়েছিল—মুছে, মৃণাল-কোমল বাহুলতা দিয়ে বেদিকার ফুল-দাসীর গাঁথা মালাটি আঁকড়ে ধরলেন; যেন দুঃখের আতিশয্যে গলায় দড়ি দেবেন। একটি ভ্রূলতা উঁচু করে যেন মরণেরই পথ দেখতে-দেখতে দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর দুঃখের কারণ অনুমান করে আমি বারবার তাঁকে সাধাসাধি করতে লাগলুম বলার জন্যে। তিনি লজ্জায় মাটিতে নিশ্চল চোখ রেখে অ নে ক অনেকক্ষণ ধরে নখের আগা দিয়ে কেতকীর পাপড়িতে আঁচড় কাটতে লাগলেন, যেন (মুখে বলতে না পেরে) তাঁর বক্তব্যটি লিখে আমার হাতে সঁপবেন। বলি-বলি করে কাঁপতে লাগল ঠোঁট, যেন নিঃশ্বাসাকৃষ্ট ভ্রমরদের ফিসফিস করে জানাচ্ছেন তাঁর বার্তা।

তারপর আস্তে-আস্তে আবার আমার মুখের ওপরে দৃষ্টি রাখলেন। বারবার জলে ভরে যেতে লাগল চোখ। ঝরে-পড়া সেই অশ্রুজলকণা দিয়ে, যেন প্রেমানলের ধোঁয়ায় ধূসর-হয়ে-যাওয়া ভাষাটিকে ধুয়ে-ধুয়ে—সে তো চোখের জলের ফোঁটা নয়, সে-যেন তাঁর বক্তব্যেরই লাজে-ভয়ে-ভুলে-যাওয়া অপরূপ আখরগুলি, একটু সলাজ হাসিতে ঝলকে-ওঠা দন্ত-রশ্মি দিয়ে যেন তাদের গেঁথে তুলতে-তুলতে কোনরকমে নিজেকে বলতে রাজী করালেন। তারপর আমাকে বললেন—

পত্রলেখা, দেখে অবধি তোমায় ভালবেসেছি। আমার ভালবাসায় সেখানে তোমার স্থান, সেখানে বাবা নেই, মা নেই, মহাশ্বেতা নেই, মদলেখা নেই, (এমন কি) আমার প্রাণও নেই। জানি না কেন, সখীদের সবাইকে ঠেলে হৃদয় আমার তোমাকেই বিশ্বাস করছে। আর কাকে অনুযোগ করব? আর কার কাছেই বা বলব এ-লজ্জার কথা? আর কার সঙ্গেই বা ভাগ করে নেব আমার দুঃখ? আজ এ-অসহ্য দুঃখের ভার তোমার কাছে নামিয়ে দিয়ে ত্যজিব পরাণ। এই আমার জীবনের নামে শপথ করছি তোমার কাছে, এ-কথা জেনে ফেলেছে বলে আমার নিজের হৃদয়ের কাছেও আমি মরমে মরে আছি, অন্যের হৃদয় তো দূরের কথা।

চাঁদের কিরণের মতো শুভ্র কুলে কেমন করে কলঙ্কের কালি মাখাবে আমার মতো মেয়ে? কেমন করে ছাড়বে কুলক্রমাগত লজ্জা? কিম্বা প্রশ্রয় দেবে এমন চিত্তচাঞ্চল্যের, যা কুমারী মেয়ের পক্ষে অনুচিত? বাবা তো আমাকে দেবেন বলে স্থির করেন নি,

মা-ও তো দান করেন নি, অনুমোদন করেন নি গুরুজনেরাও। আমি না পাঠিয়েছি তাকে কোন বার্তা, না পাঠিয়েছি কোন (উপহার)[৩৬৫] হাবে-ভাবেও তো কিছু প্রকাশ করি নি। তবু দর্পিত কুমার চন্দ্রাপীড় জোর করে আমার একি দশা করেছেন—যেন আমি কাঙাল, যেন অনাথ, যেন দীনহীন। গুরুজনেরা কী না বলবেন আমায়! বলু তো, বড় মানুষের এই কি ব্যবহার? এই কি পরিচয়ের ফল?—যে কচি মৃণালাঙ্কুরের তন্তুর মতো সুকুমার আমার মনটাকে এমন করে অধিকার করে বসেছেন? তিনি কি জানেন না; তরুণদের কখনো উচিত নয় কুমারীদের এভাবে নাজেহাল করা? সচরাচর প্রেমের আগুনে প্রথমেই পুড়ে যায় লজ্জা, তারপর পোড়ে হৃদয়। ফুলশরের শর প্রথমেই টুকরো-টুকরো করে দেয় বিনয় ইত্যাদি (গুণ), তারপর দীর্ণবিদীর্ণ করে মর্মস্থল। এবার তাহলে যাই, জন্মান্তরে আবার দেখা হবে। তোমার থেকে প্রিয়তরা কেউ নেই আমার। মরণ-প্রায়শ্চিত্ত করে ধুয়ে ফেলব আমার এ কলঙ্ক।

—এই বলে চুপ করলেন।

আমি তো বাস্তবিক কিছুই জানি না কি ঘটেছে—যেন লজ্জা পেলুম, যেন ভয় হল, যেন বিমূঢ় হয়ে গেলুম, যেন চেতনা হারালুম। বিষণ্ণ হয়ে তাঁকে বললুম, দেবি, বলুন তো, আমি শুনতে চাই, কুমার চন্দ্রাপীড় কী করেছেন? কী অপরাধ হয়েছে তাঁর? কী অশিষ্ট আচরণ করে কষ্ট দিয়েছেন—আহা কষ্ট কি দিতে আছে—আপনার কুমুদ-কোমল মনে? শোনার পর আগে আমি প্রাণ ছাড়ব, তারপর আপনি ছাড়বেন।

আমার কথা শুনে তিনি তখন আবার বলতে লাগলেন—বলছি, মন দিয়ে শোনু। সেই নিপুণ ধূর্ত আমার স্বপ্নের মধ্যে প্রতিদিন এসে-এসে খাঁচার শুক-সারীদের দূতী করে আমাকে গোপন বার্তা পাঠায়। নিষ্ফল কামনার মোহে মুগ্ধ তার মন; আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি, সে এসে আমার কানের দন্তপত্রের ভেতর লিখে রেখে যায় গোপন-মিলনস্থানের ঠিকানা। মুগ্ধমনের কত না আশায় রাঙিয়ে-রাঙিয়ে (আ. আশার অনুরূপ) লিখে পাঠায় মন-কাড়া সব প্রেমের চিঠি—স্বেদজলে ধুয়ে গেছে তাদের আখরগুলি, তবু কাজল-মাখা চোখের জলের দাগ লেগে থাকে তাদের গায়; তার মধ্যে দিয়েই সে যেন বলতে থাকে, 'দেখ আমার দশা'। জোর করে রাঙিয়ে দেয় আমার পা দুটি আলতা দিয়ে—বুঝি তার অনুরাগেরই রঙ দিয়ে। বুদ্ধি-শুদ্ধি তার লোপ পেয়েছে রে! আমার নখের ওপর নিজের ছায়া পড়লে তার গরব হয়! বাগানে ধরু একলা-টি রয়েছি, পাছে সে এসে ধরে তাই দৌড়তে শুরু করলাম, ডালপালায় জড়িয়ে গেল রেশমী আঁচলটা, আর যেতে পারলুম না, যেন আমার লতা-সইরা ধরে-বেঁধে আমায় সঁপে দিল তার হাতে, তবু আমি মুখ ফিরিয়ে আছি, তখন—ভারী আমার দুঃসাহসী—জড়িয়ে ধরে পেছন থেকে। আমার সাদা-সিধে মনটাকে যেন ঘোর-প্যাঁচ শিখিয়ে দেয় বুকের ওপর (আঁকাবাঁকা) আলপনা এঁকে, নিজের স্বভাবটি বাঁকা যে! স্বেদবিন্দুর তারা-আঁকা আমার দু'গালে—কত কি চাটুকথা বলতে-বলতে, মিথ্যেবাদী কোথাকার—বাতাস করে ঠাণ্ডা ফুঁ দিয়ে-দিয়ে, যেন সে তার উতলা হৃদয়ের ব্যাকুল-শত-ঢেউ-ছোঁয়া হাওয়া। স্বেদসলিলে শিথিল মুঠি থেকে খসে পড়ে কমল, সেই শূন্য হাত দিয়েই, শুধু নখের অমল কিরণগুলিকেই যবের কচিশীষের মত পরিয়ে দেয় আমার কানে—যেন কতই নিপুণ। আমার বড় আদরের বকুল-চারায় সিঁচতে

যখন মুখ ভরে নিই সুরার চুমুক; তখন সে কেশে ধরে আমাকেই তা খাইয়ে দেয়··· কতবার···এত সাহস! বাগানের অশোকগাছগুলিতে যেই পাদ-প্রহার করতে যাই, অমনি এসে মাথা পেতে নিয়ে নেয় সে-আঘাতে—পাগল না ক্ষ্যাপা! ও পত্রলেখা, বলু না, প্রেমে-ভোলা-মন বেহুঁস মানুষটাকে আমি কেমন করে মানা করি? যদি বলি, 'যাও', তাহলে ধরে নেয়, ও কিছু নয়, ঈর্ষ্যা! যদি কটু কথাও বলি, ভাবে পরিহাস! যদি কথাও না বলি, মনে করে; মান করেছি! যদি তার (গুণগান না করে) দোষগান করি, ভাবে—ওটা হচ্ছে কৌশলে তাকেই স্মরণ করা! অবহেলা করলেও ভাবে, ও তো নিরঙ্কুশ প্রণয়েরই ধরণ! লোকনিন্দাকেও মনে করে যশ!

তাঁর এইসব কথা শুনে আমি তো আনন্দে ভরপুর হয়ে মনে-মনে বললুম, ইস্, অনঙ্গ দেখছি এঁকে অনেকদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন চন্দ্রাপীড়ের উদ্দেশে। যদি সত্যিই কাদম্বরীর ছলে সাক্ষাৎ অনঙ্গেরই 'মানস'-সুন্দরী[৩৬৬] কুমার চন্দ্রাপীড়ের ওপর প্রসন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তো বলতে হবে, তাঁর সহজাত যে-গুণগুলিকে তিনি সযত্নে বড় করে তুলেছেন, তারা তাঁর উপকারের প্রতিদান দিয়েছে। যশ উজলে তুলেছে দশ দিক্। যৌবন প্রেমরসসায়রের ঢেউ তুলে-তুলে রত্নবৃষ্টি করেছে। যৌবনের রঙ্গ-ভঙ্গিমা-রা চাঁদে গিয়ে তাঁর নাম লিখে এসেছে। সৌভাগ্য মেলে ধরেছে তার রূপ-শ্রী। লাবণ্য যেন চন্দ্রকলার মত ঝরিয়েছে অমৃতের বৃষ্টি। আর বহুযুগ পরে মলয়-সমীরণ পেয়েছে তার যোগ্য ঋতু, চন্দ্রোদয় পেয়েছে তার উপযুক্ত অবসর, চৈত্রের ফুলশ্রী পেয়েছে তার সার্থকতা, মদিরার মত্ততা-দোষ গুণে পরিণত হয়েছে, পৃথিবীতে নেমে আসছে প্রেমযুগ[৩৬৭], ঐ উঁকি দিল তার মুখ।

হেসে প্রকাশ্যে বললুম, দেবি, তাই যদি হয়, তাহলে ক্রোধ সংবরণ করুন, প্রসন্ন হোন। কন্দর্পের অপরাধে কুমারকে কেন অপরাধী করছেন? এ সব তো শঠ ফুলধনুর দুষ্টুমি, কুমারের নয়।

আমার একথা শুনে, তিনি আবার আমাকে বললেন সকৌতুকে—কন্দর্পই হোক, আর যে-ই হোক, তার কি কি রূপ আছে, বলু না।

আমি বললুম; 'দেবি, ওর আবার রূপ কোথায়? ও তো একটা অশরীরী আগুন। দেখুন না, শিখাগুলি যায় না দেখা, তবু কি জ্বালা ধরায়! ধোঁয়ার রাশি কই দেখি না, তবু কি কান্না কাঁদায়! দেখা যায় না ছাই-পাঁশ-স্তূপ, তবু করে দেয় ফ্যাকাশে! কেউ নেই এমন প্রাণী এত বড় তিন ভুবনে, এর শরের লক্ষ্য যে নয়, হয় নি, বা হবে না। কে না একে ডরায় বলুন? ফুলের ধনুটি হাতে নিয়ে অতি বড় পালোয়ানকেও গেঁথে ফেলে বিঁধতে থাকে বাণে-বাণে। আরো দেখুন, যে-সব রূপসীদের ইনি পেয়ে বসেন, তাদের হৃদয়ের কাছে—

আকাশটাকে মনে হয় ভিড়-ভিড়, কেননা মনের ভাবনা দিয়ে তারা সে-আকাশে দেখতে থাকে হাজার-হাজার চাঁদের মতো প্রিয়তমের মুখ। পৃথিবীটা মনে হয় বড়ই ছোট, কেননা তারা মাটিতে আঁকতে থাকে আঁকতেই থাকে দয়িতের ছবি! বল্লভের গুণাবলী গুণতে বসে সংখ্যায় তাদের কুলোয় না, কম পড়ে যায়! কান্ত-কথা শুনতে বসে মনে হয়, ভাষা বড় স্বল্পভাষিণী! পরাণ-বঁধুয়া-সনে মিলনের সুখগুলি ভাবতে-ভাবতে সময়টাকে মনে হয়—এরি মধ্যে ফুরিয়ে গেল!

একথা শুনে একটু ভেবে দেবী বললেন, পত্রলেখা রে, তুই যেমনটি বলছিস, ঠিক

তেমনটি করেই পঞ্চবাণ এ-মানুষটাকে কুমারের প্রতি চালিয়েছে। তার এই যে-সব রূপের কথা তুই বললি, সেই সব এবং তা ছাড়া আরো যা-যা আছে; সবই এখন আমার মধ্যে বর্তমান। তুই আমার হৃদয় থেকে আলাদা নোস, তাই তোকেই জিগ্যেস করছি। তুই আমায় বুদ্ধি দে, আমার এখন কি করা উচিত। একে আমি তো এসব ব্যাপারের কিছুই জানি না। তার ওপর গুরুজনেদের কাছে কথা শুনতে হবে ভেবে আমার কি যে লজ্জা করছে। মন বলছে, বাঁচার চেঁয়ে মরাই আমার ভাল।

তিনি যখন এরকম করে বললেন, তখন আমি আবার তাঁকে বললুম, না, না, ওকথা বলবেন না দেবি। কেন এই অকারণ মরণ-পণ? কন্দর্পঠাকুর তো আরাধনা বিনাই তুষ্ট হয়ে আপনাকে বর দিয়েছেন। আর স্বয়ং পঞ্চশরই যেখানে মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক করছেন পিতার মতো, অনুমোদন করছেন মায়ের মতো, সম্প্রদান করছেন ভাইয়ের মতো, সখীর মতো জাগাচ্ছেন ব্যাকুলতা, যৌবনে পা দিলে ধাত্রী যেমন করে শেখায় তেমনি করে শিখিয়ে দিচ্ছেন প্রেম-ব্যবহার—সেখানে গুরুজনরা আবার কী বলবেন? কতজনের আর নাম করব বলুন, যাঁরা নিজেরাই বরণ করে নিয়েছেন বর? তা যদি না হত, তাহলে স্মৃতিতে যে-স্বয়ংবরের বিধান লিখেছে, তার তো কোন মানেই হয় না। মন খারাপ করবেন না রাজকুমারী, মরার সংকল্প ছাড়ুন। আপনার পাদপদ্ম ছুঁয়ে শপথ করছি, আপনার বার্তা দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিন দেবি যাই, গিয়ে নিয়ে আসি আপনার হৃদয়বল্লভকে।

আমি যখন একথা বললাম, তখন আনন্দে ছলছল দৃষ্টি দিয়ে তিনি যেন আমায় পান করতে লাগলেন। তাঁর প্রেম-চাঞ্চল্য তিনি রোধ করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মকরকেতুর শত-শত শরে দীর্ণবিদীর্ণ তাঁর লজ্জাকে যেন ফুঁড়ে তারা বেরিয়ে আসছিল অবকাশ পেয়ে—সেই চাঞ্চল্য তাঁকে আকুল করে তুলতে লাগল। ঘামে সেঁটে গিয়েছিল তাঁর রেশমী ওড়নাখানি, প্রিয়বচন শুনে আনন্দে তাঁর রোমগুলি যেন খাড়া হয়ে উঠে তুলে ধরল তাকে। দুলন্ত কুন্ডলের মানিকের কারুকার্য করা মকরটির আগায় আটকে গিয়েছিল হার, সেটি ছাড়িয়ে নিতে লাগলেন, যেন খুলে ফেলছেন মকরকেতুর লাগানো জ্যোৎস্নার-রশি দিয়ে রচা কণ্ঠের মরণ-ফাঁস। অগাধ আনন্দে মন বিহ্বল, তবু যেন কন্যাজনোচিত স্বভাবিক লজ্জা রেখেই বললেন থেমে-থেমে—

জানি তুই আমায় কতখানি ভালবাসিস। কিন্তু কচি শিরীষফুলের মত কোমল যার স্বভাব সেই মেয়ের এত সাহস কোত্থেকে হবে, বিশেষ করে ছেলেমানুষ কুমারী মেয়ের? ধন্য তাদের সাহস; যারা নিজেরাই বার্তা পাঠায়, বা এগিয়ে যায়। নিজেই সাহস করে খবর পাঠাব···না, না, লজ্জা করছে। আমি যে নিতান্তই অল্পবয়সী। আর কী খবরই বা পাঠাব?—

তুমি আমার অতি প্রিয়—এ তো বলা বাহুল্য।
আমি কি তোমার প্রিয়?—বোকার মত প্রশ্ন।
তোমাকে বড়ই ভালবাসি—এমন কথা বারাঙ্গনারা বলে।
তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারছি না—সত্যের অপলাপ।
অনঙ্গ আমায় নাজেহাল করছে—নিজের দোষে তাকে ভর্ৎসনা করা।
কন্দর্প আমায় তোমার হাতে তুলে দিয়েছে—এগিয়ে যাওয়ার একটা অছিলা।
তুমি আমার বন্দী—অসন্নারীর নির্লজ্জ স্পর্ধা।

আসতেই হবে তোমায়—রূপের গরব।[৩৬৮]

আমি নিজেই আসছি—মেয়েলি চপলতা।

তোমার এ-দাসী আর কারো প্রতি অনুরক্ত নয়—নিজের ভাব নিজেই প্রকাশ করার লঘুতা।

পাছে প্রত্যাখ্যাত হই, তাই বার্তা পাঠাচ্ছি না—ঘুমন্তকে জাগিয়ে দেওয়া।[৩৬৯]

তোমাকে ছাড়া বাঁচতে চাই না; তবু যদি বাঁচতে হয়, বড় নিদারুণ হবে সে-দুঃখ—ভালোবাসার বড় বেশি বাড়াবাড়ি (দেখানো)।

আমি মরলে তুমি বুঝবে আমার প্রেম—একেবারেই অসম্ভব।[৩৭০]

পূর্বভাগ সমাপ্ত

বাণপুত্র ভূষণভট্ট-লিখিত উত্তরভাগ

[সংক্ষিপ্তসার]

শ্লোকভূমিকা

অর্ধনারীশ্বর পার্বতী-পরমেশ্বর ও নৃসিংহমূর্তি নারায়ণকে নমস্কার করি। প্রণাম করি আমার বাগীশ্বর মহাত্মা পিতাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এই অতুলন কথা-কাব্যখানি, ঘরে-ঘরে যাঁর নিত্য অর্চনা করছে লোকে, অনেক পুণ্যে যাঁর থেকে জন্ম লাভ করেছি আমি। বাবা স্বর্গে গেলেন, তাঁর এই কাব্যখানি অসমাপ্ত রেখে। তাইতে সজ্জনদের দুঃখপ্রকাশ করতে দেখেই আমি কাহিনীর ছিন্ন সূত্র জোড়া দিচ্ছি, কবিত্বের অহঙ্কারে নয়। গঙ্গার সঙ্গে মিশে অন্য নদীরা যায় সমুদ্রে। আমিও বাবার যে রচনা চলেছে 'সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার' তার সঙ্গে মিশিয়ে দিলাম আমার নীরস বাণী—নির্ভয়ে, কেননা কাদম্বরী-মদিরা-পানে সবাই এমন মশগুল, মত্ত, বেহুঁস যে কেউ লক্ষ্যই করবে না আমার রচনার নিকৃষ্টতা।

বাবা উৎকৃষ্ট জমিতে সম্ভাবনা-ময় বীজ ছড়িয়ে সেগুলিকে পুষ্ট করেছিলেন। আমি শুধু ফসলটি গুছিয়ে তুলছি।

কাহিনীর অনুবৃত্তি

পত্রলেখা কাদম্বরীর প্রেম-দশার বিবরণ শেষ করে মৃদু অনুযোগ করে বলল, কুমার, এই অবস্থায় দেবীকে এভাবে ফেলে আসা কি আপনার উচিত হয়েছে? পত্রলেখার সংশয়চ্ছেদী বার্তা শুনে চন্দ্রাপীড়ের ধৈর্যের বাঁধ টুটে গিয়েছিল। সজলনয়নে গদ্‌গদ-কণ্ঠে সে বললে, পত্রলেখা, কি বলব বল, আমারই মতিভ্রম। তার হাবভাবগুলি দিব্য-কন্যার সহজ বিলাস, না, বিশেষভাবে আমাকেই লক্ষ্য করে প্রকাশ পাচ্ছে—এ-সংশয় আমার কিছুতেই যাচ্ছিল না। এই হার, সেই হিমগৃহ—এসব স্বচক্ষে দেখেও আমি যেন অন্ধ হয়ে ছিলাম। এখন তোমার কথায় আমার চৈতন্য হল। দেখো, এবার থেকে আমি এমন ব্যবহার করব, যাতে দেবী বুঝতে পারেন, তিনি আমাকে যতটা ভাবছেন, ততটা নিষ্ঠুর আমি নই।

এইসব কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় রাণী-মা বিলাসবতীর বার্তা নিয়ে এল একজন প্রতীহারী—পত্রলেখা এসেছে শুনলুম, তোমাকেও অনেকক্ষণ দেখিনি। তোমরা দুজনেই একসঙ্গে এস। চাঁদ-মুখ দেখে চোখ জুড়োই।

মায়ের কথা শুনে চন্দ্রাপীড়ের মন আবার চিন্তাকুল হয়ে উঠল—ওদিকে কাদম্বরীর এই অবস্থা। এদিকে মা আমায় চক্ষে হারান। কাকে রাখি, কাকে ফেলি। কোথায় বিন্ধ্যাচল আর কোথায় হেমকূট!

এরপর থেকে চন্দ্রাপীড়ের দিন-রাত কাটতে লাগল একদিকে কাদম্বরীর জন্যে উৎকণ্ঠায়, আর একদিকে হেমকূটে যাবার উপায় চিন্তায়। কি অছিলা করে যায়। এতদিন পরে বাড়ি ফিরে আবার এক্ষুণি কি করে বেরোবে, মা-বাবার মনে কষ্ট দিয়ে? বৈশম্পায়নও কাছে নেই যে পরামর্শ দেবে।

একদিন অশান্ত হৃদয়ে শিপ্রার তীরে পায়চারি করছে চন্দ্রাপীড়, সঙ্গে আছে পত্রলেখা, এমন সময় দূর থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ও কারা? তক্ষুণি খবর নিতে লোক পাঠিয়ে দিল চন্দ্রাপীড়। নিজেও থাকতে না-পেরে শিপ্রার উরু-সমান জল ভেঙে ওপারে গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই অনেক দূর থেকে চেনা গেল সামনের অশ্বারোহীটিকে—কেয়ূরক।

কিন্তু কেয়ূরক কাদম্বরীর কাছ থেকে কোন বার্তা নিয়ে আসেনি। বিশ্রামান্তে নিভৃতে চন্দ্রাপীড়ের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল—পত্রলেখাকে মেঘনাদের হাতে সঁপে দিয়ে আমি যখন হেমকূটে গিয়ে জানালাম, আপনি উজ্জয়িনী চলে গেছেন, তখন মহাশ্বেতা শুধু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওপর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন; ও। তারপর উঠে নিজের আশ্রমে চলে গিয়েছিলেন। আর দেবী কাদম্বরী বজ্রাহতের মতো অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে আমাকে বলেছিলেন, মহাশ্বেতাকে বলগে যা। মহাশ্বেতা যে চলে গেছেন, তা তিনি লক্ষ্যই করেন নি। আর মদলেখার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছিলেন; মদলেখা রে, কুমার চন্দ্রাপীড় যা করলেন তার তুলনা নেই। তারপর সেই যে গিয়ে বিছানায় শুলেন; সারাদিন আর কারো সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত না, মদলেখার সঙ্গেও না। পরদিন সকালে যখন দেখা করতে গেছি, জলভরা চোখে সে কি দৃষ্টি নিয়েই যে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে! যেন বলছেন, তোরা সব থাকতে আমার এই দশা। তাঁর সেই দৃষ্টিকেই আদেশ বলে মনে করে, তাঁকে না জানিয়েই আমি চলে এসেছি। দেবীর জীবন এখন আপনারই হাতে। তাঁর অবস্থা বর্ণনার অতীত। সখীদের তিনি আপনারই নাম ধরে ডাকেন, স্বপ্নে শুধু আপনাকেই দেখেন, থেকে-থেকে মূর্ছিত হয়ে পড়ে জ্ঞান ফিরে পান শুধু আপনারই নামে। চন্দ্রাপীড় তখন, থাম, থাম কেয়ূরক আর শুনতে পারছি না—বলতে-বলতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

পরদিন শোনা গেল; সৈন্যবাহিনী দশপুর পর্যন্ত এসে গেছে। শুনেই লাফিয়ে উঠল চন্দ্রাপীড়, জয় ভগবান। বৈশম্পায়ন এসে গেছে তাহলে। কেয়ূরক, আর ভাবনা নেই। বৈশম্পায়নের সঙ্গে পরামর্শ করে যে-করে হোক আমি হেমকূটে আসছি।

এই আনন্দ-সংবাদ কাদম্বরীকে জানানোর জন্যে চলে গেল কেয়ূরক, চন্দ্রাপীড়ের প্রতিনিধি হয়ে তার বার্তা নিয়ে পত্রলেখা, আর তার সঙ্গী হয়ে মেঘনাদ।

বাহিনী সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ আনার জন্যে একজন বার্তাহরকে পাঠিয়ে চন্দ্রাপীড় ভাবলে, কতদিন বৈশম্পায়নকে দেখি না, যাই; তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্যে বাবার অনুমতি নিয়ে আসি। তারাপীড় খুবই প্রসন্নমনে অনুমতি দিলেন, আর সেই সঙ্গে বললেন, শুকনাস, দেখ, বাছা আমার বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। এবার একটি মনের মতো রাজকন্যের খোঁজ কর। বৌমার মুখ দেখে চোখ জুড়োই। চন্দ্রাপীড় লজ্জায় মুখ নিচু করে ভাবতে লাগল, কি আশ্চর্য! বাবার মুখে ঠিক এই সময় এই কথা! এ-যেন অকূল সমুদ্রে নৌকো পেলুম। লক্ষণ দেখে যা বুঝছি, শুধু বৈশম্পায়নের সঙ্গে দেখাটি হওয়ার অপেক্ষা। তারপরই কাদম্বরীকে পাওয়া আমার ঠেকায় কে।

অন্তঃপুরে গিয়েও রাজা—ব্যাপার কী রানী, বৌমাকে আনার নামটি করছ না যে! গা তোল গো বরের মা, ছেলের এমন কাজে কি গড়িমসি করতে আছে—ইত্যাদি

নানারকম পরিহাস করে সবাইকে মাতিয়ে তুললেন। চন্দ্রাপীড়ও সেদিনটা রানী-মহলেই কাটিয়ে অনেকদিন পরে খুশি খুশি মনে শুতে গেল। তারপর রাত তখন বারোটা, চাঁদ উঠেছে দিক ভাসিয়ে, চন্দ্রাপীড় উঠে পড়ে বললে, বাজাও প্রয়াণশঙ্খ। এখনই যাত্রা করব।

অনুযাত্রীদের অনেক পেছনে ফেলে রেখে উল্কাবেগে সারারাত ইন্দ্রায়ুধকে ছুটিয়ে পরের দিন সকালবেলা দশপুরের শিবিরে পেঁছিল চন্দ্রাপীড়। আনন্দে উদ্বেল মন, হঠাৎ উপস্থিত হয়ে বৈশম্পায়নকে একেবারে অবাক করে দেব—এই ভেবে উত্তরীয় দিয়ে মাথাটি ঢেকে শিবিরে ঢুকে জিগ্যেস করল, বৈশম্পায়নের তাঁবুটি কোন্‌দিকে, বলতে পার? কয়েকটি স্ত্রীলোক, চোখে তাদের জল, মলিন বিষণ্ণ মুখ, বললে—কী বলছেন ভদ্র, এখানে বৈশম্পায়ন কোথায়? আশঙ্কায় থর-থর করে কেঁপে উঠল চন্দ্রপীড়, কী প্রলাপ বকছে এরা। আবিষ্টের মতো আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে পেঁছিল শিবিরের একেবারে মাঝখানে। ইন্দ্রায়ুধকে দেখেই দূর থেকে চিনতে পেরে দৌড়ে এলেন রাজারা। চন্দ্রাপীড় সবার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, বৈশম্পায়ন কোথায়? রাজারা বললেন, বলছি, আপনি আগে ঘোড়া থেকে নামুন।

চন্দ্রাপীড় অজ্ঞান হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেললেন রাজারা। একটু পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে কোনরকমে বলল, কী হয়েছিল তার? হঠাৎ কোন যুদ্ধে, না কি কোন কালব্যাধিতে···রাজারা কানে আঙুল দিয়ে বলে উঠলেন, বালাই ষাট, অমন কথা বলবেন না। বৈশম্পায়ন বেঁচে আছেন। এইটুকু শুনেই চন্দ্রাপীড়ের ধড়ে প্রাণ এল। তারপর রাজারা বললেন ঘটনাটি—

আসার দিন বৈশম্পায়ন বললেন, অচ্ছোদ-সরোবর বড় পুণ্যতীর্থ, পুরাণে বলে। আর তো আমরা কেউ কোনদিন স্বপ্নেও এ-সরোবর চোখে দেখব না। চলুন সায়রে চান করে শিবমন্দিরে প্রণাম করে আসি।

সরোবরের তীরে ঘুরতে-ঘুরতে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছেন চারিদিকের অপূর্ব দৃশ্য। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন একটি লতাকুঞ্জ দেখে। সে-কুঞ্জ যেন বহুদিনের না-দেখা বন্ধুর মতো তাঁকে ডাক দিল। মাটিতে বসে পড়ে অনিমেষ তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। চোখ দিয়ে অনর্গল বইতে লাগল অশ্রুধারা। কি যেন তাঁর মনে পড়ে গেছে। আমরা ভাবলাম, যা অপূর্ব জায়গা, এমনিতেই রসিকজনের মন কেড়ে নেয়, তার ওপর এই বয়েস! ওঁকে বললাম, 'যা দেখলে আর দেখার কিছু বাকি থাকে না, তা তো দেখলেন। এবার উঠুন। সবাই প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে।' আমাদের কথা কিছু তাঁর কানে গেল বলে মনে হল না। যেন কালা, বোবা, হাবাগোবা। ঠিক তেমনি ভাবেই তাকিয়েই রইলেন সেই কুঞ্জটির দিকে। অনেক অনুরোধ করার পর বললেন, 'আমি এ-জায়গা ছেড়ে এক-পাও নড়ব না। আপনারা সৈন্য নিয়ে চলে যান।' কত বোঝালাম, আপনার দোহাই দিয়ে কত অনুনয় করলাম, তাতে বললেন, 'আমি কি এসব জানি না, যে আমাকে বোঝাচ্ছেন? চন্দ্রাপীড়কে ছেড়ে আমি একমুহূর্তও থাকতে পারি না। কিন্তু কি করব বলুন, এই মুহূর্তে আমি আর আমার প্রভু নই। কে যেন আমার শরীরটিকে এখানে পুঁতে দিয়েছে। যদি আপনারা জোর করে নিয়ে যান, তাহলে আমি বাঁচব না।'

তিনদিন তিনরাত অপেক্ষা করলাম আমরা, যদি তিনি ফিরে আসেন, এই আশায়।

কিন্তু বৃথা। অবশেষে তাঁর পরিজনদের ও কিছু সৈন্য রেখে তাঁর রক্ষার সুবন্দোবস্ত করে আমরা চলে আসতে বাধ্য হলাম।

এই অকল্পনীয় বৃত্তান্ত শুনে বিস্ময়ে উদ্বেগে অভিভূত হয়ে গেল চন্দ্রাপীড়। তারপর মনে-মনে ভেবে স্থির করল—উজ্জয়িনীতে ফিরে মা, বাবা, আর্য শুকনাস ও মনোরমা দেবীকে আশ্বাস দিয়ে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আমি যাব বৈশম্পায়নের খোঁজে! এখন তো আর আমাকে কেউ আটকাতে পারবেন না। এ একরকম শাপে বরই হল।

পরদিন ভোরবেলা সেনাবাহিনী নিয়ে যখন উজ্জয়িনীতে ফিরল চন্দ্রাপীড়, তখন সবার মুখে ঐ একই কথা, একই নাম—বৈশম্পায়ন। রাজবাড়িতে গিয়ে শুনল, রাজারানী গেছেন শুকনাসের ভবনে। সেখানে গিয়ে বাইরে থেকেই শুনতে পেল মনোরমা দেবীর করুণ বিলাপ। মহারাজ শুকনাসের সঙ্গে বসেছিলেন, চুপচাপ অধোমুখে গিয়ে দাঁড়াল চন্দ্রাপীড়। তাকে দেখেই তারাপীড় বললেন, বৎস চন্দ্রাপীড়, জানি তুমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাস বন্ধুকে। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনে আমার সন্দেহ হচ্ছে, তোমার কোন দোষ আছে এর মধ্যে। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে বাধা দিয়ে শুকনাস বলে উঠলেন, মহারাজ, সেই রাজদ্রোহী-বন্ধুদ্রোহী মাতৃঘাতী পিতৃঘাতী কৃতঘ্ন চণ্ডালটা যা করেছে, তার জন্যে আপনি যুবরাজকে দুষছেন? স্বয়ং দেবী বিলাসবতীর কোলে-পিঠে চড়েও যে মানুষ হল না, সেই দুষ্টপ্রকৃতি অমানুষকে চন্দ্রাপীড় কি করে বশ করবে? দুর্বৃত্ত নৃশংস পাষণ্ডটার একবারও মনে হল না, আমি বন্ধুদ্রোহ করছি। একবারও চিন্তা করলে না, আমি মহারাজের কোপে পড়ব। একবারও ভাবলে না, মা শুধু আমারই মুখ চেয়ে বেঁচে আছে। কি ভুল করেছি আমি। ইতরটাকে শুকের মত পাঠ পড়িয়েছি। কি ভুল করেছেন আপনি। ওটাকে পুষেছেন। তাই বা বলি কেন, তারাও তো আশ্রয়দাতার উপকার করে, মান রাখে। কিন্তু ও পাপিষ্ঠ বজ্জাতটার সে-সব বালাই নেই। দুরাত্মা যে শুধু আমাদের সুখ দেয় নি তাই নয়, একেবারে দুঃখ-সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এত বড় অনাচার করে সে কি আর পার পাবে ভেবেছেন? তির্যগ্‌ যোনিতে জন্ম নিতে হবে তাকে। এই আমি বলে দিলুম—বলতে-বলতে শুকনাসের ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে লাগল। হেমন্তের পদ্মের মত চোখ দুটি ভিজে উঠল শিশিরে। ভেতরে টগবগ করে ফুটতে লাগল ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান—তারই উষ্মা ঘন-ঘন নিশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল।

তখন তারাপীড় বললেন, বন্ধু, সব কথা না জেনে এমন করে কেন দুষছ তাকে? এমন একটি লোক দেখাও তো, যৌবনে যার বিকার হয় নি? আগে তো তাকে আনানো যাক। তারপর তার নিজের মুখ থেকেই শোনা যাবে, কেন সে এমন করেছে।

বাবার কথাটি চাবুকের মতো দাগ কেটেছিল চন্দ্রাপীড়ের মনে। সে ছলছল চোখে শুকনাসকে বললে, কাকা, বাবা মনে করছেন, বৈশম্পায়নের না আসার ব্যাপারে আমার কোন দোষ আছে। অন্য সকলেও হয়ত তাই মনে করছে। মনে করতে-করতে মিথ্যেটাও সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। আমি এর প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই, তাই বাবার অনুমতি ভিক্ষা করছি তাকে ফিরিয়ে আনতে যাবার জন্যে।

তারাপীড় বললেন, বেশ তো যাক। ও ছাড়া আর কেউ পারবে না তাকে ফিরিয়ে আনতে। আর ও-ই বা তাকে ছেড়ে থাকবে কি করে? শুকনাস, বড় আশা

করেছিলুম, পূর্ণচাঁদের জ্যোৎস্নার মতো ছেলের পাশে বৌমাকে দেখে চোখ জুড়োব। তা মাঝখানে মেঘ এসে ঢেকে দিল। যাক। কিন্তু শুকনাস, তুমি গণকদের ডেকে ভাল করে দিনক্ষণ দেখে দিও। বাছা আমার অনেকদূর যাবে তো।—এই বলে ছলছল চোখে চন্দ্রাপীড়ের দিকে তাকিয়ে, তাকে কাছে ডেকে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর ভেতরে গিয়ে মায়েরও অনুমতি নিয়ে এল চন্দ্রাপীড়।

বাড়ি ফিরে গণকদের গোপনে ডেকে চন্দ্রাপীড় বলল, আমি কালই যেতে চাই। আপনারা সেইভাবে বাবাকে বা আর্য শুকনাসকে বলবেন। তারা বললে, দেব, গ্রহ-সংস্থান যা দেখছি, এখন আপনার গমনের প্রশস্তকাল। আর তাছাড়া রাজার আবার দিনক্ষণ কিসের? তাঁর ইচ্ছামাত্রেই শুভক্ষণ।

ইন্দ্রায়ুধ বারবার দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে পিছু হটছিল। কোথায় তার সে উৎসাহ? কোথায় আনন্দধ্বনি? কিরকম যেন বেসুরো আওয়াজ করছে, মুখটি করুণ—এসব অশুভ লক্ষণ অগ্রাহ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল চন্দ্রাপীড়। মনে-মনে কল্পনা করতে লাগল—পেছন থেকে গিয়ে এমনি করে জড়িয়ে ধরব বৈশম্পায়নটাকে, পালাবে কোথায় শুনি? তারপর মহাশ্বেতার আশ্রমে গিয়ে তাঁকে শুদ্ধু নিয়ে চলে যাব হেমকূট। ঐ যে মদলেখা, এই যে পত্রলেখা পায়ে লুটিয়ে পড়েছে, আঃ কেয়ূরক এস এস। কুসুমশয়ন ছেড়ে ঐ উঠে দাঁড়িয়েছে আমার জীবন-সর্বস্ব আমার নয়নানন্দিনী মনোরথ-প্রিয়তমা কাদম্বরী। মহাশ্বেতা আমাদের বিয়ে দিলেন। প্রখরতপন তাপের পর ধরণীর মতো হাতে নিয়েছি তার হাতখানি।...... দেবীকে বলে-কয়ে তারপর মদলেখার সঙ্গে বৈশম্পায়নের বিয়ে যদি না-দিয়েছি—দিন নেই রাত নেই খাওয়া নেই ঘুম নেই উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে চলল চন্দ্রাপীড়। পথে নামল কালবর্ষা। পথ-চলা বিপজ্জনক হয়ে উঠল। অনুগামী রাজবৃন্দের অনুনয়ে শুধু দিনের বেলা পথ-চলা স্থির করল। ফলে আরো দেরি হয়ে গেল। অবশেষে—

অচ্ছোদ। কর্দমাক্ত ঘোলাটে জল, ডুবে গেছে পদ্মবন, সে অচ্ছোদ যেন নয়, যেন অন্য কোন সরোবর—মলিন শ্রীহীন। পেঁৗছেই চন্দ্রাপীড় তুরঙ্গসেনাকে আদেশ করল—'ঘিরে ফেল সরোবর। সাবধান। আমাদের দেখে লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যেতে পারে।' তারপর ঘোড়ার ওপরেই ঘুরে-ঘুরে তন্ন-তন্ন করে দেখতে লাগল গাছের তলা, শিলাতল, লতাকুঞ্জ। কিন্তু কোথায় বৈশম্পায়ন? কেউ যে বাস করেছে, তার চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। তাহলে......কি করি? মহাশ্বেতার কাছে যাই। তিনি হয়ত জানতে পারেন।

মহাশ্বেতার আশ্রমের একটু দূরে সৈন্য রেখে চন্দ্রাপীড় ইন্দ্রায়ুধে চড়ে চলল। পেছন-পেছন চলল ইন্দ্রায়ুধের রক্ষকরা—মহাশ্বেতাকে দেখার কৌতূহলে। কিন্তু গুহার কাছাকাছি এসে চন্দ্রাপীড়ের হৃৎস্পন্দন থেমে গেল—

বাত্যাহত লতার মতো দুয়ারে মুখ নিচু করে বসে আছে মহাশ্বেতা। অসহ্য আবেগে কাঁপছে তার সর্বাঙ্গ। চোখ দিয়ে বৃষ্টিধারার মতো পড়ছে জল। তাকে কোনরকমে ধরে আছে তরলিকা ছলছল করুণ নয়নে।

তাহলে কি কাদম্বরীর কিছু হয়েছে ? বুকটা বুঝি ফেটে যাবে, প্রাণটা বুঝি উড়ে যাবে—চন্দ্রাপীড় স্খলিত পায়ে কোনরকমে এগিয়ে এসে জিগ্যেস করল, কী হয়েছে তরলিকা ? তরলিকা কোন উত্তর না-দিয়ে বিষণ্ণমুখে মহাশ্বেতার দিকে তাকাল। মহাশ্বেতা হাহাকার করে বলে উঠল—

মহাভাগ, ও আর কী বলবে। আমিই শোনাচ্ছি শুনুন। নিজের দুঃখের কাহিনী যেমন শুনিয়েছি হতভাগিনী নির্লজ্জা পাষাণী…মরণে রুচি নেই, বাঁচার লালসায় লকলক করছি—তেমনি করেই শোনাব এই নিদারুণ দুঃসংবাদ।

কেয়ূরকের মুখে যখন শুনলুম, আপনি চলে গেছেন, মনে বড় কষ্ট হল। না পারলাম দেব চিত্ররথ ও দেবী মদিরার সাধ মেটাতে, না পারলাম আপনার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করতে, সখীকে প্রিয়সংগতা দেখে যে আনন্দ করব, তা-ও হল না। ফিরে এলুম আশ্রমে, আরো কঠিন তপস্যায় মন ঢেলে দেব, এই সংকল্প নিয়ে। এসে দেখি এক ব্রাহ্মণকুমার, অনেকটা আপনার মত চেহারা, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, কি যেন খুঁজছেন এদিক-ওদিক, কি যেন তাঁর হারিয়ে গেছে। আমাকে দেখেই কাছে এগিয়ে এলেন, যেন আমি তাঁর কতকালের চেনা আপনজন। জলভরা ছলছল চোখে কতক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে আবিষ্টের মতো, যেন কি চাইছেন, যেন কি বলতে চাইছেন, আনন্দে-বিষাদে-ভয়ে-আশংকায় মেশা সে-এক অদ্ভুত চাউনি। তারপর বললেন, সুতনু, অক্লিষ্ট মালতীমালার মতো আপনার এ-তনুটিকে কেন তপক্লেশে পীড়িত করছেন ? আপনার মতো মানুষ যদি ভোগসুখের থেকে মুখ ফিরিয়ে তপস্যায় দিন কাটান, তাহলে তো বলতে হয়, পুষ্পধনু বৃথাই বয়ে বেড়াচ্ছেন তাঁর ছিলে-পরানো ধনুকটি। বৃথাই উঠছেন চন্দ্রদেব। বৃথাই বসন্তের আবির্ভাব। নিষ্ফল পুষ্পশোভা। নিষ্ফল উপবন। নিষ্ফল মলয়-সমীরণ।

আমার পুণ্ডরীকই ধ্যানজ্ঞান। তার কথায় আমি কান দিলুম না। এমন কি; আপনি কে, কোত্থেকে আসছেন—এসব প্রশ্নও করলুম না। তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করে পুজোর ফুল তুলতে-তুলতে তরলিকাকে বললুম, দেখ্ তো রে, ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারটির রকম-সকম যেন কেমন-কেমন। ওকে বলে দে, এখানে যেন আর না-আসে। এলে কিন্তু ভাল হবে না; বলে দিস।

বলা তো হল। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা।

কয়েকদিন বাদে। রাত তখন অনেক হবে। তরলিকা ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার আর ঘুম আসছে না। এই শিলাতলটিতেই গা এলিয়ে 'আর কতদিন…মহাপুরুষের বাণী কি মিথ্যে হয়ে যাবে, পুণ্ডরীকের সংগে মিলন কি আর হবে না…এইসব ভাবছি, হঠাৎ দেখি সেই ব্রাহ্মণকুমার দু'হাত বাড়িয়ে পা টিপে-টিপে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। দেখে আমার নিঃস্পৃহচিত্তেও ভয়ের সঞ্চার হল। এ-উন্মাদ যদি আমায় স্পর্শ করে, তাহলে তো এ পাপ-শরীর আমায় তখুনি বিসর্জন দিতে হবে, তাহলে যে-আশায় এতদিন প্রাণ ধরে আছি, তা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে—এই ভাবতে-ভাবতেই একেবারে কাছে এসে পড়ল সে, আর্তকণ্ঠে বলল, চন্দ্রাননে, এই চাঁদ পুষ্পধনুর সংগে একজোট হয়ে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। আমি তোমার শরণ নিলুম। আমার জীবন তোমারই হাতে। নিজেকে দিয়ে আমায় বাঁচাও।

শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠে—কী বলছি নিজেরও খেয়াল ছিল না—রুক্ষভাবে তাকে

বললুম—আঃ পাপিষ্ঠ, আমাকে এসব কথা বলতে তোর জিভটা টুকরো-টুকরো হয়ে গেল না? মাথায় বজ্রাঘাত হল না? ইতরপ্রাণীর মতো যা ইচ্ছে তাই করছিস? যে-পোড়া বিধাতা তোকে শুধু শুকের মতো কথা আওড়াতে শিখিয়েছে, সে কেন সেই জাতিতেই তোকে জন্ম দিল না?—এই বলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বললুম, ঠাকুর, পুণ্ডরীক ছাড়া আর কারো কথা মনে-মনেও যদি চিন্তা না করে থাকি, তাহলে এ শুকযোনিতে পতিত হোক। বলার সঙ্গে-সঙ্গে ছিন্নমূল তরুর মতো সে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। প্রাণ তাকে ছেড়ে চলে গেল। তারপর তার পরিজনদের চিৎকার শুনে বুঝলুম, সে যুবা আপনারই বন্ধু—বৈশম্পায়ন।

এই বলে লজ্জায় মুখ নিচু করে মহাশ্বেতা আবার অঝোরে কাঁদতে লাগল।

চন্দ্রাপীড়ের চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে এল। ভাঙা-গলায় কোনরকমে বললে, দেবি, আপনি তো চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমি হতভাগ্য, এ-জন্মে আর দেবী কাদম্বরীর চরণ-পরিচর্যার সুখ পেলাম না। দেখবেন, জন্মান্তরে যেন পাই। বলতে-বলতেই তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল।

তরলিকা ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলে চিৎকার করে উঠল, শীগ্‌গির এস রাজকন্যে দিদি। দেখ, কেমন যেন হয়ে গেছেন কুমার। ঘাড় নুয়ে পড়েছে। সাড় নেই। চোখ মেলছেন না। নিঃশ্বাস পড়ছে না। হা দেব চন্দ্রাপীড়, কাদম্বরী-প্রিয়, কোথায় গেলে।

পাথরের মতো বসে রইল মহাশ্বেতা। ছুটে এল ইন্দ্রায়ুধের রক্ষকরা—কি করলি দুষ্টতাপসী? তারাপীড়ের বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখলি না? আমাদের অনাথ করলি?—বলে আর্তনাদ করে উঠল। হা হা করে ছুটে এল দিশেহারা রাজপুত্রেরা। ইন্দ্রায়ুধ অস্থির হয়ে মাটিতে পা ঠুকতে লাগল, যেন এক্ষুনি ছেড়ে ফেলবে তার ঘোড়া-শরীরটা।

ওদিকে, মহাশ্বেতাকে দেখার ছল করে আসছে আনন্দোদ্বেল হৃদয়ে, মদলেখা আর পত্রলেখার সঙ্গে কত সুখের গোপন কথা কইতে-কইতে শৃঙ্গারবেশাভরণা কাদম্বরী।

এসে দেখল—অমৃতহীন সমুদ্র, চন্দ্রহীন অন্ধকার, কুসুমহীন উপবনের মতো পড়ে আছে চন্দ্রাপীড়ের প্রাণহীন দেহ। কাদম্বরী পড়ে যাচ্ছিল, মদলেখা কাঁদতে-কাঁদতে কোনরকমে ধরে ফেলল। কাদম্বরীর হাত ছাড়িয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল পত্রলেখা। অনেকক্ষণ পর মূর্ছা ভেঙে কাদম্বরী উঠে বসল—চোখের দৃষ্টি চন্দ্রাপীড়ে স্থির, মুখে কথা নেই, নিঃশ্বাস বয় কি না-বয়, যেন পটে-আঁকা। মদলেখা কেঁদে উঠে পায়ে পড়ে বললে, লক্ষ্মীটি সই এমন চুপ করে থাকিস নে, একটু কাঁদ, বুকটা যে তোর ফেটে যাবে। কাদম্বরী অদ্ভুত হেসে বললে, পাগলী, দেখামাত্র যখন ফাটে নি, তখন বজ্র-হেন এ-বুক আর ফাটবে না রে। ও যে আমার মা বাবা বন্ধু আত্মা সখী পরিজন—সব। ওর শরীরটিকে যখন পেয়েছি, তখন সব দুঃখ আমার ঘুচে গেছে। এখন জীবন-মরণ দুই-ই আমার সমান। প্রিয় আমার এতদূরে এসে আমার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমাকে যে-গৌরব দিয়েছেন, তা কি আমি খাটো করতে পারি চোখের জল ফেলে? স্বর্গে চলেছেন আমার প্রিয়তম, কেঁদে অমঙ্গল করব কি রে? আজ তো আমার আনন্দের দিন। ওঁর পায়ের ধুলো হয়ে চলে যাব ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে। চিতা সাজিয়ে দে রে মদলেখা। ওঁর জন্যে পুড়ে-পুড়ে শরীরের যেটুকু বাকি আছে, ওঁর কণ্ঠলগ্না হয়ে সেটুকু আগুনে জুড়িয়ে দি।

তারপর মহাশ্বেতার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, প্রিয়সই, তোর তো তবু আশা আছে, তাই প্রাণটা ধরে আছিস। কিন্তু আমি কি জন্যে এই লজ্জার নিন্দের জীবনটা রাখব বল, আমার তো কোন আশা নেই। বিদায় দে ভাই, পরের জন্মে আবার যেন তোকে পাই।—বলে চন্দ্রাপীড়ের পা দুটি কোলে নিয়ে বসতেই—

তার ছোঁয়া পেয়ে কি শিউরে উঠল চন্দ্রাপীড়ের দেহ ? না, না, তার দেহ থেকে বেরিয়ে এল এক অত্যাশ্চর্য চন্দ্রধবল তুহিনশীতল আলো। আর শোনা গেল আকাশবাণী—বৎস মহাশ্বেতা, আবার তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি। পুণ্ডরীকের দেহ আমার লোকে অবিনশ্বর হয়ে রয়েছে তোমার সঙ্গে মিলনের অপেক্ষায়। আর এই যে চন্দ্রাপীড়ের শরীর—এ-ও আমারি তেজে পরিপূর্ণ এবং এমনিতেই অবিনাশী। তার ওপর কাদম্বরীর করস্পর্শে আপ্যায়িত হয়ে এ-শরীর যোগি-দেহের মতো অবিকৃত হয়ে থাকবে শাপান্ত পর্যন্ত। অগ্নি-সংস্কার কোরো না। জলে ভাসিও না। সযত্নে রক্ষা কর মিলনকাল পর্যন্ত।

বাণী শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সবাই—শুধু পত্রলেখা ছাড়া। সে জ্যোতিস্পর্শে চেতনা ফিরে পেয়ে আবিষ্টের মতো দৌড়ে গিয়ে রক্ষকের হাত থেকে ইন্দ্রায়ুধকে ছিনিয়ে নিয়ে; 'তোর মালিক চলে গেলেন একা বিনা বাহনে কতদূর, আর তুই কিনা এখানে দাঁড়িয়ে আছিস, এ কি তোর সাজে ?'—বলতে-বলতে তাকে নিয়ে ঝাঁপ দিল অচ্ছোদের জলে। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘটল এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। অচ্ছোদের জল থেকে উঠে এলেন এক তাপসকুমার, মহাশ্বেতার কাছে গিয়ে গদ্গদস্বরে বললেন, গন্ধর্বরাজপুত্রী, জন্মান্তর থেকে ফিরে এসেছি, চিনতে পারছেন ?

মহাশ্বেতা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করে বললে—কপিঞ্জল ঠাকুর, আমি কি এতই পাপিষ্ঠা, যে আপনাকে চিনব না ?

তারপর মহাশ্বেতার প্রশ্নের উত্তরে কপিঞ্জল বললেন—আমি তো 'আমার বন্ধুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস চুরি করে ?' বলে সেই পুরুষটির পেছন-পেছন ধাওয়া করলুম। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে চললেন চন্দ্রলোকে। সেখানে মহোদয় নামে একটি সভায় চন্দ্রকান্তমণির একটি প্রকান্ড পালঙ্কে তার দেহটি শুইয়ে রেখে আমায় বললেন, কপিঞ্জল, আমি চন্দ্রদেব। আমি উদিত হয়ে জগতের মঙ্গলসাধনে ব্যাপৃত ছিলুম, তোমার এই সখা আমাকে শুধু-শুধু শাপ দিয়ে বসল, 'দুরাত্মা হতভাগা চাঁদ, তুই যেমন তোর কিরণে সন্তপ্ত করে আমার প্রাণনাশ করলি, প্রিয়ার সঙ্গে আমায় মিলিত হতে দিলি না, তেমনি তোকেও এই ভারতবর্ষে জন্ম-জন্ম ধরে প্রেমে পড়ে এর চেয়েও তীব্র হৃদয়-বেদনায় মরতে হবে।' বিনাদোষে অভিশপ্ত হয়ে আমারও হয়ে গেল রাগ। আমিও পাল্টা শাপ দিলুম, 'তুইও ঠিক আমারই মতো দুঃখ-সুখ পাবি।' তারপর যখন হুঁস হল, তখন ভাবলাম, একি করেছি। মহাশ্বেতা যে আমারই কিরণসম্ভূত অপ্সরা-কুলের গৌরীর মেয়ে। পুণ্ডরীককে সে যে নিজে বরণ করেছে। অথচ আমার সঙ্গে পুণ্ডরীককেও অন্তত দু'বার জন্ম নিতে হবে, নইলে 'জন্ম-জন্ম' কথাটার সার্থকতা থাকে না। তাই শাপান্তকাল পর্যন্ত তার দেহটা যাতে অবিকৃত থাকে, সেইজন্যে তাকে তুলে নিয়ে এলুম, মহাশ্বেতা-মাকেও আশ্বাস দিলুম। তুমি এখন গিয়ে পুণ্ডরীকের পিতা মহাত্মা শ্বেতকেতুকে সব কথা জানাও। তাঁর অসীম ক্ষমতা, হয়ত কিছু একটা প্রতিকার করলেও করতে পারেন।

আমি তৎক্ষণাৎ আকাশ-পথে পড়ি-কি-মরি ছুট দিলুম। বন্ধুর শোকে তখন কি আমার মাথার ঠিক আছে? ছুটতে-ছুটতে টপকাবি-তো-টপকা এক অতিকোপন বিমানচারীকেই টপকে বসলুম। ব্যস, ক্রোধে জ্বলে উঠে বিকট ভ্রুকুটি করে আমাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, 'দুরাত্মা, মিথ্যা-তপোবল-গর্বিত, এত বড় আকাশ-রাস্তায় তুই যেমন আর জায়গা পেলি না, ঘোড়ার মতো আমাকেই ডিঙিয়ে বসলি, তখন তুই ঐ ঘোড়াই হ। হয়ে পৃথিবীতে পড়্।' আমি কেঁদে হাতজোড় করে বললুম, 'ঠাকুর, বন্ধুর শোকে অন্ধ হয়ে আপনাকে ডিঙিয়েছি, ইচ্ছে করে নয়। দয়া করুন। শাপ ফিরিয়ে নিন।' তখন বললেন, 'তা তো আর হয় না। তবে এইটুকু করছি, তুমি যার বাহন হবে, তার মৃত্যু হলে স্নান করে শাপমুক্ত হবে।' তখন আমি বললুম, 'ঠাকুর, আমার প্রিয়সখা এবং চন্দ্রদেব একই সঙ্গে ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন। এই করুন, যাতে আমার সখার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ না ঘটে।' তখন তাঁর মন ভিজল। বললেন, 'দেখতে পাচ্ছি; উজ্জয়িনীতে রাজা তারাপীড় পুত্রের জন্য তপস্যা করছেন, তাঁরই পুত্র হয়ে জন্ম নেবেন চন্দ্রমা। আর তোমার সখা পুণ্ডরীক হবে তাঁরই মন্ত্রী শুকনাসের পুত্র বৈশম্পায়ন। তুমি হবে সেই চন্দ্রাত্মা রাজকুমারের বাহন।' তাঁর কথা শেষ হতে-না-হতেই আমি পড়ে গেলুম সমুদ্রে। সেখান থেকে যখন উঠলুম, তখন দেখলুম আমি ঘোড়া হয়ে গেছি! কিন্তু স্মৃতি আমার কিছুই নষ্ট হয় নি। ইচ্ছে করেই আমি রাজকুমারকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। আর জন্মান্তরের প্রেমে অন্ধ যে ব্রাহ্মণকুমারকে আপনি শাপাগ্নিতে দগ্ধ করেছেন, তিনি আমার বয়স্য পুণ্ডরীকেরই অবতার।'

এই শুনে মহাশ্বেতা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বিলাপ করতে-করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, হা দেব পুণ্ডরীক, জন্মান্তরেও তুমি ভোল নি তোমার প্রেম, আমি রাক্ষসী খালি তোমায় বিনাশ করতেই জন্মেছি। নিজেই হত্যা করে এখন কার কাছে আর দয়া ভিক্ষা করব?

কপিঞ্জল অনুকম্পা-ভরা গলায় বলল, গন্ধর্বরাজপুত্রী, আপনার তো কোন দোষ নেই। আর কাঁদবেন না, সখার অমঙ্গল হবে। এখন তো আপনাদের আনন্দের দিন ঘনিয়ে আসছে। আরও তপস্যা করুন। তপস্যার অসাধ্য কী আছে?

কাদম্বরী বিষণ্ণবদনে বললে, ঠাকুর, পত্রলেখাও তো আপনার সঙ্গে ডুব দিয়েছিল, তার কী হল?

কপিঞ্জল বললেন, তা তো জানি না। তবে এক্ষুণি আমি যাচ্ছি মহাত্মা শ্বেতকেতুর কাছে—চন্দ্রাপীড় বৈশম্পায়ন আর পত্রলেখার কী হল—সব জেনে আসব। বলতে-বলতে আকাশে উঠে পড়লেন কপিঞ্জল।

বিস্ময়ের ঘোর কাটলে কাদম্বরী উঠে তরলিকা ও মদলেখার সাহায্যে চন্দ্রাপীড়ের দেহটি উঠিয়ে, যাতে রোদ বৃষ্টি ঠাণ্ডা না-লাগে এমন একটি শিলাতলে শুইয়ে, শৃঙ্গারবেশ খুলে ফেলে স্নান করে পরল শুভ্রবসন, শুধু মঙ্গল-চিহ্নস্বরূপ হাতে রাখল একটিমাত্র রক্তবলয়। নিঃশেষে ধুয়ে ফেলল অধরের তাম্বূলরাগ। যে গন্ধ-কুসুম-ধূপ এনেছিল প্রেমোৎসবে মাতবে বলে, তাই দিয়ে সাজাল তার রক্ত-মাংসের দেবতা চন্দ্রাপীড়ের পূজার অর্ঘ। চন্দ্রাপীড়ের চরণ দুটি তেমনি করেই কোলে নিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে

অনাহারে কাটিয়ে দিল সারাদিন। আর সেই সঙ্গে তার এবং চন্দ্রাপীড়ের পরিজন আর অনুগামীরাও।

পরের দিন যখন চন্দ্রাপীড়ের শরীরে কোন বিকার দেখা গেল না, তখন হর্ষোৎফুল্ললোচনে রাজপুত্রেরা বললে, দেবি, এ-আপনারই প্রভাব। এমন ঘটনা কেউ কোথাও দেখেছে না শুনেছে? কাদম্বরী তখন উঠে সবাইকে আদেশ দিলে স্নান-ভোজন ইত্যাদি করতে। নিজেও মহাশ্বেতার সঙ্গে ফলমূল আহার করলে।

পরের দিন মদলেখাকে পাঠিয়ে দিলে মা-বাবার কাছে, এই অদ্ভুত ঘটনা তাঁদের জানাতে। আর বললে, 'দেখিস, তাঁরা যেন আমাকে দেখতে না-আসেন, তাঁদের দেখলে, আমি আর চোখের জল চেপে রাখতে পারব না।' চিত্ররথ ও মদিরার সব খবর শুনে হল হরিষে বিষাদ। এতদিন পরে মেয়ে বিয়েতে রাজী হয়েছে শুধু নয়, স্বয়ংবরা হয়েছে, তা-ও আবার যে-সে বর নয়; স্বয়ং চন্দ্রমা-র অবতার। 'শাপাবসানে জামাই-এর সঙ্গে একসঙ্গে দেখব তোকে'—এই বলে সাদরে বার্তা পাঠালেন তারা।

ওদিকে তারাপীড়-বিলাসবতী এবং শুকনাস-মনোরমা দূত-মুখে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনে চলে এলেন অচ্ছোদে। পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনে যে শোক পেয়েছিলেন, সে-ক্ষত জুড়োল স্বচক্ষে চন্দ্রাপীড়ের অবিকৃত দেহ দেখে, তাকে আলিঙ্গন-চুম্বন-আদর করে। তারপর অমৃতময়ী বধূ কাদম্বরীর হাতে সে-দেহের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার সঁপে দিয়ে তারাপীড় সপরিবারে তপস্বীর জীবন-যাপন করতে লাগলেন।

এই পর্যন্ত বলে জাবালি ঠাকুর বললেন, সেই যে পুণ্ডরীক নিজের দোষে দেবলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বৈশম্পায়ন নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল শুকনাসের পুত্র হয়ে, সেই আবার নিজেরই দোষে পিতাকে রাগিয়ে তাঁর আক্রোশে এবং মহাশ্বেতার শাপে এই শুক হয়ে জন্মেছে।

জাবালি ঠাকুরের কথা শেষ হতে-না-হতে আমি যেন ঘুম ভেঙে উঠে বসলুম। পূর্বজন্মে যত বিদ্যা শিখেছিলুম সব জিহ্বাগ্রে এসে গেল। মুখে ফুটল মানুষের মতো ভাষা। শুধু মানুষের শরীরটি ছাড়া আর সমস্তই ফিরে পেলুম। চন্দ্রাপীড়ের ওপর সেই স্নেহ, মহাশ্বেতার ওপর সেই ভালবাসা—সব। কেবল পাখাটি গজায় নি বলে উড়তে পারলুম না। তারপর লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে জাবালি ঠাকুরকে বললুম, ঠাকুর, আমার সব মনে পড়েছে। এবার বলে দিন চন্দ্রাপীড় কোথায় জন্মেছে। আমি তার কাছে গিয়ে থাকি।

তিনি আমাকে সস্নেহে তিরস্কার করে বললেন, ওরে দুষ্টু, এমন দশায় পড়েও তোর চঞ্চলতা গেল না? আগে তো পাখা উঠুক, উড়তে শেখ্। তারপর জিগ্যেস করিস।

তখন হারীত বললেন, বাবা, আমার বড় অবাক লাগছে। বলুন বাবা, মুনিকুমার হয়ে এমন করে কি করে প্রেমে পড়ল ও, যে একেবারে মরেই গেল? আর ও তো দিব্যলোকের অধিবাসী, এত অল্প আয়ুই বা ওর হল কি করে?

জাবালি ঠাকুর বললেন, কারণ তো পড়েই রয়েছে। শুধুমাত্র স্ত্রী-শরীর থেকেই ওর জন্ম। তাই ওর মধ্যে পৌরুষের অভাব, স্থৈর্যের অভাব, দৃঢ়তার অভাব। তাই

আবেগ সহ্য করতে না-পেরে মরল। এ-জন্মেও ও অল্পায়ুই হবে। শাপান্তে ও অক্ষয় পরমায়ু পাবে।

গল্প শুনতে-শুনতে কখন যে রাত পুইয়ে গেছে, টের পায় নি কেউ। পেল, যখন সভা ভেঙে দিয়ে উঠে পড়লেন ঠাকুর।

হারীত তাঁর পর্ণশালায় বিছানার একপাশে আমায় রেখে চলে গেলেন প্রাতঃকৃত্য করতে। আমি বসে-বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি, এই পোড়া শরীরটাকে রেখে আর কি হবে, আত্মহত্যাই করে ফেলি—এরকম চিন্তাও মনে আসছে। এমন সময় হাসিমুখে ঢুকে হারীত বললেন, ভাই বৈশম্পায়ন, দিষ্ট্যা বর্ধসে। কপিঞ্জল এসেছেন।

কথাটা শুনেই আমার যেন পাখা গজাল। লাফিয়ে উঠে বললুম, 'কোথায় সে?' হারীত বললেন, 'বাবার কাছে বসেছেন।' 'আমায় শীগগির নিয়ে চলুন সেখানে'—এই বলতে-বলতেই দেখি, যিনি সব ছেড়েছেন, তবু আমায় ছাড়েন নি, সবকিছুতেই যাঁর বৈরাগ্য, কেবল আমার প্রতি অনুরাগ, কোন কিছুতেই যাঁর আসক্তি নেই, তবু আমার সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল—আমার সেই চিরসখা মহাত্মা কপিঞ্জল এসে উপস্থিত হয়েছে—উস্কোখুস্কো জটা, এলোমেলো উত্তরীয়, পৈতেটি ছেঁড়া, হাড়পাঁজরা গোনা যায়।

দেখে দরদর ধারে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। উড়তে চেষ্টা করে বললুম, ভাই, দু-জন্মের পরে দেখা। তবু কি তোমায় দূর থেকে দু-হাত বাড়িয়ে এসে গাঢ় আলিঙ্গন করতে পারছি, হাত ধরে আসনে বসাতে পারছি, গা-হাত-পা টিপে দিয়ে তোমার ক্লান্তি দূর করতে পারছি?…বলতে-বলতেই কপিঞ্জল আমাকে হাতে তুলে নিয়ে আমার বিরহে-দুর্বল তার বুকখানিতে চেপে ধরে অনেকক্ষণ ধরে আলিঙ্গন করলে, তারপর আমার পা দুটি মাথায় রেখে সাধারণ লোকের মতো হু হু করে কেঁদে ফেললে।

আমি তাকে বললাম, ছি ভাই, একি আরম্ভ করলে। এসব কি তোমায় সাজে? বল, বাবাকে কেমন দেখলে, আমার কথা শুনে কী বললেন? খুব কি দুঃখ পেয়েছেন?

কপিঞ্জল বললে, সখা, বাবা ভালই আছেন। এসব ঘটনা তিনি আগেই দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখেছেন এবং প্রতিকারের জন্য শান্তিযজ্ঞও করতে শুরু করেছেন। তাতে তোমার মা লক্ষ্মীদেবীও সাহায্য করছেন। এই যজ্ঞটি যতদিন না শেষ হয়, ততদিন তুমি এই আশ্রম ছেড়ে এক-পাও নড়বে না—এই হল বাবার আদেশ। শীগগিরই তোমার দুঃখের অবসান হবে।

কপিঞ্জল আকাশপথে চলে গেল। এর ক'দিন পরেই আমার পাখা গজাল। উড়তে শিখেই মনে হল, 'চন্দ্রাপীড় কোথায় জন্মেছে, তা না-হয় জানি না, কিন্তু মহাশ্বেতা তো সেই মহাশ্বেতাই আছে। তাকে না-দেখে যে থাকতে পারছি না।' দিলুম রওনা উত্তরে। কিছুদূর উড়েই দেখি, আর পেরে উঠছি না, সারা শরীর অবসন্ন। পিপাসায় ঠোঁট শুকিয়ে গেছে, মুহুর্মুহু শ্বাস ফেলছি…অবশেষে ঝুপ করে পড়ে গেলুম এক পুকুরের ধারে সবুজ-পাতায়-ছাওয়া এক কুঞ্জবনে। তারপর ফল-জল খেয়ে ঐখানেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখলুম আমি বন্দী। অনেক চেষ্টা করলুম জাল ছিঁড়ে পালাতে, পারলুম না। সামনে দাঁড়িয়ে লোহার মতো শরীর, যমের মতো চেহারা, একটা রুক্ষ কালো ময়লা নৃশংস লোক। তাকে দেখে সব আশা উবে গেল, তা-ও জিগ্যেস করলুম, 'ভদ্র, আপনি কে? আমায় ধরেছেন কেন? খাবার জন্যে যদি হয়, তাহলে ঘুমন্তই খেয়ে নিলে পারতেন। আর যদি মজা করার জন্যে হয়, তাহলে মজা তো হল, এবার আমায় ছেড়ে দিন। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে, আপনজনের জন্য মন বড় উতলা হয়ে রয়েছে। আর তর সইছে না।' সে বলল, 'মহাত্মা, আমি ক্রূরকর্মা চণ্ডাল। আমার মনিব চণ্ডালদের সর্দার ঐ বস্তিতে থাকেন। তাঁর মেয়ে কোত্থেকে শুনেছেন, জাবালির আশ্রমে এক আশ্চর্য শুকপাখি আছে। শুনে আপনাকে ধরার জন্যে তিনি চারিদিকে লোক পাঠিয়েছেন। আমার কপালগুণে আমি আজ আপনাকে পেয়েছি। আপনাকে তাঁর কাছে সঁপে দিয়ে আমি খালাস। তিনি রাখলে রাখবেন, ছাড়লে ছাড়বেন, আমি কিছু জানি না।'

তার কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সুরাসুর-বন্দিতা শ্রীদেবীর আমি সন্তান, ত্রিলোকপাবন মহামুনি শ্বেতকেতু আমায় স্বহস্তে লালন-পালন করেছেন; দিব্য আশ্রমে আমার নিবাস, সেই আমাকে কিনা থাকতে হবে গিয়ে চাঁড়ালবস্তিতে! লোকটিকে মিনতি করে বললুম, 'আমি জাতিস্মর মুনি; আমায় ছেড়ে দাও ভাই, তোমার পুণ্য হবে'—বলে তার পায়ে পড়লুম। কিন্তু কোন কথায় কান দেবার পাত্রই সে নয়। চলল আমায় নিয়ে বস্তির দিকে।

সেই বীভৎস দুর্গন্ধ ভয়ঙ্কর চণ্ডাল-পল্লীতে ঢোকার সময়ও ভাবছি, সর্দারের মেয়ে নিশ্চয় আমাকে দূর থেকে দেখেই দয়া করে ছেড়ে দেবে। এমন সময় দেখলাম সে-মেয়েকে। কি বিকট তার চেহারা, কি বিকট বেশভূষা। লোকটা বলল, 'এই যে ধরেছি।' মেয়েটা মহা খুশি হয়ে বলল, 'বাঃ, বেশ করেছিস।' বলে তার হাত থেকে আমায় নিয়ে 'এবার তোমায় পেয়েছি খোকন, এখন আর কোথায় পালাবে বাপু?'—বলতে-বলতেই আমাকে একটা কাঠের খাঁচায় পুরে ফেলে বলল, 'ঐখানে লক্ষ্মী হয়ে থাক দিকি নি।'

ঠিক করলুম, কথা বলব না। ওরা কত চেষ্টা করল, শাসাল, মারল—তবু মুখ খুললুম না। খেলুম-ও না কিছু।

পরের দিন মেয়েটা নিজেই ফল-মূল ঠাণ্ডা সুগন্ধি জল এইসব নিয়ে এসে আমায় অনেক সাধাসাধি করতে লাগল। ভাবলাম, বাঁচতে তো হবেই, কি আর করি। খেলুম, কিন্তু মৌন ভাঙলুম না।

দিন যায়, দিন যায়। আমি শিশু থেকে তরুণ হলুম। হঠাৎ একদিন ভোরবেলা চোখ মেলে দেখি, আমি এই সোনার খাঁচায় রয়েছি। আর সেই মেয়েটিরও চেহারা মহারাজ, আপনি যেমন দেখলেন, ঐরকম হয়ে গেছে। আর সেই চণ্ডাল-পল্লী হয়ে গেছে যেন অমরাবতী। ভাবছি, মৌন-ভঙ্গ করে মেয়েটিকে জিগ্যেস করব, এসব কী ব্যাপার—তার আগেই ও আমাকে নিয়ে এল আপনার চরণমূলে। কাজেই মেয়েটি যে কে, কেন আমায় ধরে রেখেছিল, কেনই বা আপনার কাছে নিয়ে এসেছে—সে ব্যাপারে আপনিও যেমন, আমিও তেমনই অন্ধকারে।

*

শূদ্রকের কাহিনী শেষ হল।

রাজার কৌতূহল উদ্দাম হয়ে উঠল। তখনই প্রতীহারীকে আদেশ করলেন, চণ্ডাল-কন্যাকে নিয়ে এস।

একটু পরেই প্রতীহারীর পেছন-পেছন ঢুকল সেই মেয়ে। কি তেজ! চোখ ধাঁধিয়ে গেল রাজার! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই সে নাটকীয়ভাবে বলে উঠল, ভুবন-ভূষণ, রোহিণীপতি, তারা-রমণ, কাদম্বরীলোচনানন্দ চন্দ্র, এই দুর্বুদ্ধি শুকের এবং নিজের পূর্বজন্মের কাহিনী তুমি শুনলে। এই জন্মেও, বাবা বারণ করা সত্ত্বেও, নিষেধ না মেনে হতভাগা কিভাবে রাগান্ধ হয়ে বধূর দিকে ছুটেছিল, তা-ও ও নিজমুখেই বলেছে। আমি ওর মা লক্ষ্মী। দিব্যচক্ষুতে ওকে এইভাবে যেতে দেখে ওর বাবা আমাকে বললেন, 'অনুতাপ ছাড়া অবিনয়ের প্রতিকার নেই। তোমার পুত্রটি দেখছি এবার তির্যগ্‌জাতি থেকেও আরো নিচে পড়ার তাক করছে। যাও, যদ্দিন না আমার যজ্ঞ শেষ হয়, হতভাগাকে ধরে বেঁধে রাখ। আর এমন করবে, যাতে ও অনুতাপ করতে বাধ্য হয়।' ওকে শিক্ষা দেবার জন্যেই আমি সমস্ত বানিয়েছিলাম। এখন যজ্ঞ শেষ হয়ে গেছে। আগত শাপান্ত-কাল। শাপের অবসানে তোমরা দুজনে সমান সুখী হবে, তাই ওকে তোমার কাছে এনেছি। তোমরা দুজনেই এখন দুঃখময় এ-শরীর ত্যাগ করে প্রিয়মিলনসুখ অনুভব কর।—এই বলতে-বলতেই ভূষণ-ঝঙ্কারে আকাশ-বধির-করে অন্তরিক্ষে উঠে গেলেন লক্ষ্মী।

রাজার ফিরে এল জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি। বললেন—সখা বৈশম্পায়ন-পুণ্ডরীক, কি আনন্দ, একই সঙ্গে শাপের অবসান হল আমাদের। বলতে-বলতেই কাদম্বরীর চিন্তা এসে গ্রাস করল শূদ্রককে, আর মহাশ্বেতার চিন্তা বৈশম্পায়নকে। পরিজনদের সমস্ত পরিচর্যা ব্যর্থ করে দিয়ে ধীরে-ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন রাজা।

ওদিকে মহাশ্বেতার আশ্রমে কাদম্বরী তখনো সেই একইভাবে পরিচর্যা করে চলেছে চন্দ্রাপীড়ের অবিকৃত মৃতদেহের। এমন সময় এল অশোকে-কিংশুকে দিক্‌-দিগন্ত রাঙিয়ে কাজ-ভোলানো লাজ-ভোলানো উদ্দাম সুরভিমাস।

সেদিন ছিল কামদেবের উৎসব। সারাদিন কাদম্বরীর মনের মধ্যে দিয়ে হাওয়া বয়েছে হু হু, সাঁঝ ঘনালে কাদম্বরী নেয়ে-ধুয়ে, কামদেবের পুজো করে, চন্দ্রাপীড়ের শরীরটিকে অতি সুগন্ধি শীতল জলে নাইয়ে, আপাদমস্তক কস্তুরী-চন্দন মাখিয়ে, সুগন্ধি ফুলের মালা মাথায় জড়িয়ে একটি কানে সপল্লব অশোকস্তবকের কর্ণপুর পরিয়ে প্রেমার্দ্র গভীর দৃষ্টি মেলে নির্নিমেষ নয়নে দেখছে। দেখতে-দেখতে অসহ্য আবেগে কেঁপে উঠল তার সর্বাঙ্গ। মুহুর্মুহু নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। পাছে মহাশ্বেতা দেখে ফেলে তাই ভয়ে-ভয়ে তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক। তারপর এক-পা এগোয় এক-পা পেছোয়……এমনি করতে-করতে হঠাৎ লাজ-লজ্জা সব ভুলে জড়িয়ে ধরল চন্দ্রাপীড়ের কণ্ঠ।

সেই অমৃত-সম আলিঙ্গনে প্রাণ পেয়ে চোখ মেলে উঠে বসল চন্দ্রাপীড়। বিরহ-দুর্বল হাত দুটি দিয়ে নিবিড়ভাবে কাদম্বরীকে জড়িয়ে ধরে বললে, ভীরু, আর ভয়

নেই, দেখ, শূদ্রক-দেহ ত্যাগ করে আজ এই দ্বিতীয়বার তোমার জন্য অসহ্য দুঃখ সয়ে মরে বেঁচে উঠেছি। আজ আমারও শাপ শেষ হল, সেই সঙ্গে তোমার প্রিয়সখী মহাশ্বেতার বঁধু পুণ্ডরীকেরও। এই বলতে-বলতেই আকাশ থেকে নেমে এল ঠিক মহাশ্বেতা যেমনটি দেখেছিল সেই প্রিয় বেশে, সেই একাবলী-হারটি কণ্ঠে নিয়ে, কপিঞ্জলের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে—পুণ্ডরীক। তাকে দেখে কাদম্বরী তখুনি চন্দ্রাপীড়কে ছেড়ে দৌড়ে গেল মহাশ্বেতাকে খবর দিতে।

চন্দ্রাপীড় পুণ্ডরীকের কণ্ঠালিঙ্গন করে বললে, সখা যদিও পূর্বজন্মের সম্পর্কে তুমি আমার জামাতা হও; তবু আমি চন্দ্রাপীড় আর তুমি বৈশম্পায়ন—আমাদের এই সুহৃৎ-সম্পর্কই বজায় থাক।

কেয়ূরক ছুটে চলে গেল হেমকূটে চিত্ররথ ও মদিরাকে শুভসংবাদ দিতে। তারাপীড় মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ করছিলেন। মদলেখা দৌড়ে গিয়ে তাঁর ও বিলাসবতীর পায়ে পড়ে জানালে, 'যুবরাজ ও বৈশম্পায়ন বেঁচে উঠেছেন।'

তারপর আর কি। আনন্দে নৃত্য, ছোটাছুটি, আলিঙ্গন, প্রণাম। বৈশম্পায়নকে স্বদেহে ফিরে না পেয়ে শুকনাস মনোরমার যে আশাভঙ্গ হল, তা পূরণ করে দিলেন মহাত্মা শ্বেতকেতু। কপিঞ্জলকে দিয়ে তিনি বলে পাঠালেন, এই পুণ্ডরীকই আপনাদের পুত্র বৈশম্পায়ন হয়ে জন্মেছিল। ও আপনাদেরই ভালবাসে, আমি শুধু ওকে বড় করেছিলাম মাত্র। ওকেই বৈশম্পায়ন মনে করে আপনারা ওর রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। চাঁদের সমান আয়ু হবে ওর।

সে-দিনটা গল্পে-গল্পে আর পরস্পরের মুখ দেখার আনন্দেই কেটে গেল। পরের দিন চিত্ররথ-মদিরা ও হংস-গৌরী এসে উপস্থিত হলেন লোকজন নিয়ে। উৎসব পড়ে গেল চতুর্দিকে।

চিত্ররথ তারাপীড়কে বললেন, 'আমাদের এত বড়-বড় প্রাসাদ থাকতে আমরা বনের মধ্যে উৎসব করি কেন? চলুন আমার প্রাসাদে।' তারাপীড় বললেন; 'গন্ধর্বরাজ, এই বনই আমার ভবন। এত সুখ আর কি কোথাও কখনো পেয়েছি? আপনি নিয়ে যান আপনার মেয়ে-জামাইকে, বাড়ি গিয়ে উৎসব করুন।'

তাই হল। চিত্ররথ কাদম্বরীর সঙ্গে সমস্ত রাজ্যও দিতে চাইলেন চন্দ্রাপীড়কে। হংসও পুণ্ডরীককে দিতে চাইলেন মহাশ্বেতা ও নিজের সমগ্র রাজ্য। তারা কিন্তু রাজ্য নিল না; শুধু রাজকন্যা পেয়েই তারা খুশি।

সবার মন যখন সুখে কানায়-কানায় ভরে উঠেছে, তখন একদিন কাদম্বরী ছলছল নয়নে চন্দ্রাপীড়কে জিগ্যেস করলে, 'আর্যপুত্র, আমরা তো সবাই পুনর্জীবন পেলুম, মিলিত হলুম। কিন্তু পত্রলেখা কোথায় গেল?'

চন্দ্রাপীড় মনে-মনে প্রীত হয়ে বললে, 'প্রিয়ে, সে হল চন্দ্র-প্রিয়া রোহিণী। আমার শাপের কথা শুনে সে আগেই মর্ত্যলোকে এসে জন্ম নিয়েছিল। আমার বারণ শোনে নি। আমার মৃত্যুর পর আত্মহত্যা করে সে আবার আমার সঙ্গেই জন্ম নিতে চেয়েছিল, আমি তাকে জোর করে চন্দ্রলোকে ফেরত পাঠিয়েছি। সেখানে গেলে তুমি তাকে দেখতে পাবে।'

কাদম্বরী রোহিণীর এই উদারতা, প্রেম ও পাতিব্রত্যের কথা শুনে বিস্মিত ও লজ্জিত হয়ে কোন কথাই বলতে পারল না।

উজ্জয়িনীতে ফিরে এসে পুণ্ডরীককে রাজ্যভার সমর্পণ করে চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীকে নিয়ে মহানন্দে কাল কাটাতে লাগল, কখনো মাতা-পিতার সেবায়, কখনো গন্ধর্বরাজের অনুরোধে হেমকূটে, কখনো রোহিণীর আগ্রহে চন্দ্রালোকে, কখনো বা কাদম্বরীর পছন্দ অন্য কোন রমণীয় স্থানে।

দুই জন্মের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার তর্পণ করতে-করতে চন্দ্রাপীড় আর কাদম্বরী, কাদম্বরী আর মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতা আর পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক আর চন্দ্রাপীড়ের আনন্দের আর অবধি রইল না।

—

প্রসঙ্গ কথা

শ্লোক-ভূমিকা

১. গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ। ব্রহ্মকে নমস্কার।

২. শিব বাণের ইষ্টদেবতা এবং গৃহদেবতা। হর্ষচরিতে রাজ-সাক্ষাতের আহ্বান পেয়ে তিনি শিবকেই স্মরণ করেছেন এবং যাত্রার দিন তাঁর পূজা করেছেন। বাণাসুরের নামের মধ্যে নিজেরও নামের উল্লেখ রইল।

৩. নারায়ণের নৃসিংহ-মূর্তি বাণের অতিপ্রিয়, একাধিক বর্ণনার উপমান। পুত্র ভূষণও উত্তরভাগের শুরুতে এঁর বন্দনা করেছেন।

৪. কান্যকুব্জের মৌখরিবংশ রাজ্যশ্রীর পতিকুল। হর্ষবর্ধনও পরে কান্যকুব্জে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাজগুরু ভর্বু নিশ্চয় প্রভাবশালী ছিলেন। ভর্বু-স্থলে ভর্ৎসু পাঠও আছে।

৫-৭. কবিমাত্রেই অরসজ্ঞ বৃথানিন্দুক কটু সমালোচক—রাজশেখরের ভাষায় 'মৎসরী ভাবক'—কে ভয় করেন, আর পছন্দ করেন সহৃদয় রসজ্ঞ কর্তৃক মর্ম-গ্রহণ ও আন্তরিক সাধুবাদ। বাণের নিশ্চয় দুরকম অভিজ্ঞতাই হয়েছে বারবার।

৮-৯. নিরন্তরশ্লেষঘন অর্থাৎ শ্লেষে-ঠাসা দুটি শ্লোকে নিরন্তরশ্লেষঘন কথা-কাব্যের প্রশংসা। কাদম্বরী-কথাকাব্যটি কেমন হবে, তার নমুনা দেখিয়ে দিচ্ছেন যেন। প্রতিটি বিশেষণের দুটি করে অর্থ ; একটি উপমান, একটি উপমেয়ের প্রতি প্রযোজ্য। যেমন 'রসেন শয্যাং স্বয়ম্ অভ্যুপাগতা' এই বিশেষণটির কথা-পক্ষে মানে হল, যে কথায় কষ্ট-কল্পনা নেই, রসের টানে আপনা-আপনি গুচ্ছ বেঁধেছে শব্দেরা (শয্যা = পদগুচ্ছ)। 'জাতি' শব্দটির কথা-পক্ষে মানে হল স্বভাবোক্তি অলংকার বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ (যেমন আর্যা), আর মালা-পক্ষে মানে হল মালতী (বা চামেলি) ফুল।

১০. মগধের গুপ্ত-রাজবংশের সঙ্গে বাণের পূর্বপুরুষদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল, তাই হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বাণ প্রথমে ইচ্ছুক হন নি।

১১. অধ্যয়ন এবং যজ্ঞ দুদিক থেকেই বেদের রীতিমতো চর্চা ছিল বাণের বংশে। সোমরস সোমযজ্ঞের এবং চাল বা যব থেকে তৈরি পুরোডাশ ইষ্টিযজ্ঞের আহুতি। ঋত্বিক্ তথা যজমানকে হবিঃশেষ ভক্ষণ করতে হয়, প্রসাদ খাওয়ার মতো।

১২. বেদপাঠশালায় শুক-সারীর ভূমিকা খুবই কৌতুকপ্রদ। অনবরত শুনে শুনে এদের সব বেদ মুখস্থ হয়ে যেত, তখন তারা ছাত্রদের উচ্চারণের ভুল ধরে ফেলত, এমন কি অধ্যাপকদের মধ্যাহ্ন নিদ্রার অবসরে তারাই পাঠ দিচ্ছে—এমন দৃশ্যও বাণ দেখেছেন এবং এঁকেছেন হর্ষচরিতে। গৈ-ধাতুর অর্থ আবৃত্তি এবং গান দুই ই হয়। যজুঃ-র সঙ্গে আবৃত্তি এবং সামের সঙ্গে গান অর্থ যাবে। অনুবাদ-বিকল্প—'অপ্রস্তুত'-স্থলে 'নাস্তানাবুদ'।

১৩. অর্থপতি কিন্তু কুবেরের পুত্র নন, পৌত্র। পুত্র হলেন পাশুপত। এই অর্থপতিই বাণের পিতামহ।

১৪. অর্থাৎ অধ্যাপক হিসেবে অর্থপতির খুবই নাম-ডাক ছিল।

১৫. অত্যন্ত ক্লিষ্ট শ্লিষ্ট উপমা। হাতি দিয়ে লোকে দিগ্বিজয় করে। অর্থপতিও অসংখ্য যজ্ঞ করে স্বর্গজয়ী হয়েছিলেন, যে-যজ্ঞে হাতের মতো ছিল যূপ, হাতির যেমন শুঁড় থাকে! সোমযজ্ঞের প্রবর্গ্য-নামক অনুষ্ঠানে ঘর্ম নামে হবিঃ পাক করার পাত্রটিকে বলে মহাবীর। আবার হাতির পিঠেও সোয়ার হয় বড় বড় বীরেরা। হাতি 'বিধান' অর্থাৎ খাবার গ্রাস পেয়ে 'দান' অর্থাৎ মদধারায় শোভা পায়। যজ্ঞও যথাবিধি দান-দক্ষিণায় শোভিত।

১৬. 'ক্ষমাভৃত্'-শব্দের দুটি অর্থ। ১) পাহাড়, ২) ক্ষমাবান্।

১৭. অর্থাৎ শত্রুরও হৃদয় জয় করেছিল তাঁর গুণাবলী।

১৮. যজ্ঞ বেদবিদ্যার ধারক-বাহক। তাই কল্পনা করছেন, যজ্ঞের কালো-ধোঁয়া যেন বেদ-বধূর কানে তমালের কালোপাতার দুল হয়ে তাঁর শোভাবর্ধন করছে। আর সে-ধোঁয়া পরিমাণে এত বেশি যে দিক্-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে যেন রচনা করেছে দিগ্-বধূদের কপালের আঁকাবাঁকা চুল। এত কালো ধোঁয়া মিলে তাঁর যশটিকে কিন্তু করে তুলেছে শাদা ধব্‌ধবে অর্থাৎ নিষ্কলঙ্ক। রূপকের মধ্যে থেকে বিষম-অলঙ্কার চমক দিল!

১৯. দ্বিবেদীজীর অভিনব ব্যাখ্যা—হোমের আসন থেকে সোজা অধ্যাপনার আসনে গিয়ে বসতেন, বিদ্যার্থীদের বিদ্যাভ্যাস করাতে-করাতে তাঁর শ্রমবিন্দু শুকিয়ে যেত। দ্রষ্টব্য, বাণভট্টের আত্মকথা, পৃ—১।

২০. 'অতিদ্বয়ী'—অদ্বিতীয়, দুই অর্থে। সাধারণের কাছে যেন ব্যঙ্গ করে বলছেন 'জুড়ি মেলা ভার'। আসলে রসিকজনের কাছে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে বলছেন, 'অনুপম'। বৃহৎকথা এবং বাসবদত্তা—এই কথা-দ্বয়কে ছাড়িয়ে, এরকম অর্থ কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু বৃহৎকথা ছিল, যতদূর মনে হয়, গল্প-প্রধান রচনা। কাদম্বরীতে গল্প শুধু কাব্যলতার শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-পল্লব-বিস্তারের অবলম্বন মাত্র। দুটির মধ্যে তুলনা চলে কি? দ্রঃ ভূমিকা, কাদম্বরী-কাব্য-রহস্য, উপান্তিম অনুচ্ছেদ।

কথা-মুখ

১. প্রতাপানুরাগাবনত-সমস্ত-সামন্ত-চক্রঃ—সমাসটি দুভাবে ভাঙা যায়। ১) প্রতাপ এবং অনুরাগ দুটি দিয়েই তিনি বশ করেছিলেন সামন্তদের, ২) তাঁর প্রতাপের প্রতি অনুরাগবশত অর্থাৎ ভয়ে-ভক্তিতে সামন্তরা তাঁর বশীভূত হয়েছিল। এরকম উদাহরণ কাদম্বরীতে অজস্র।

২. জিতমন্মথঃ—সংযম এবং সৌন্দর্য দুটিই লক্ষিত।

৩. ভগীরথপথপ্রবৃত্তঃ—রাজা ভগীরথের মতো অধ্যবসায়ী ধার্মিক। আর গঙ্গার ধারা ভগীরথের প্রদর্শিত পথ ধরে চলেছিল।

৪. মিত্রমণ্ডল—১) সূর্যমণ্ডল, ২) বন্ধুবৃন্দ।

৫. কুলাচল—সাতটি পর্বত—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষপর্বত, বিন্ধ্য, পারিপাত্র বা পারিযাত্র।

৬. দেবতাদের নিয়ে কৌতুক বাণের প্রতিভার একটি উপভোগ্য দিক্। ইন্দ্রায়ুধ, অচ্ছোদসরোবর ইত্যাদির বর্ণনা দ্রষ্টব্য। অন্যত্রও রয়েছে। বিক্রম এবং নরসিংহ এই দুটি দ্ব্যর্থক শব্দের ওপর ভিত্তি করে এখানে কৌতুকের সৃষ্টি।

৭. বাণের অতিপ্রিয় পরিসংখ্যা অলংকার। তাৎপর্য—প্রজারা অসবর্ণ বিবাহ করে বর্ণসংকর ঘটাত না। চুলোচুলি করত না। অপরাধ ছিল না বলে দৃঢ়বন্ধনও ছিল না। বিপ্রলম্ভ—বিরহ বা প্রতারণা ছিল না। সোনা জরিমানা হত না। ভয়ে কাঁপত না কেউ। আসক্তিজনিত ফূর্তি ছিল না। মদে বিকৃত হত না কারো চিত্ত। দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণের লোপ হত না। জাল বা প্রতারণার পদ্ধতি ছিল না। চরিত্রে কলংক ছিল না। যুদ্ধ ছিল না, তাই যুদ্ধের জন্য দূতও পাঠানো হত না। পরিত্যক্ত বা নিঃসন্তান গৃহ ছিল না।

৮. 'যস্য' পদটি অস্পষ্ট। শূদ্রকের এবং শূদ্রকের রাজত্বে দুটি অর্থই বোঝাবে। তাৎপর্য—শত্রুভয় ছিল না, স্বভাবে বক্রতা ছিল না, বৃথা বাচালতা ছিল না, প্রজাদের করভারে পীড়ন করা হত না, দুঃখে অশ্রুপাত ছিল না। অপরাধ ছিল না বলে চাবুক-মারাও ছিল না। যুদ্ধ ছিল না বলে ধনুষ্টংকারও শোনা যেত না।

৯. প্রগল্ভ মানে প্রতিভান্বিত, সপ্রতিভ। প্রতিভা মানে সাহস, বুদ্ধি, উপস্থিত-বুদ্ধি, নিপুণতা, আত্মবিশ্বাস, চাতুর্য, genius ইত্যাদি অনেক কিছু।

১০. রস—interest.

১১. লঘুবৃত্তি শব্দের এই তিনটি অর্থ—১) অসার, ২) হালকা-স্বভাব ৩) তুচ্ছ বিষয়ে যার প্রবৃত্তি।

১২. ঘর্ঘরিকা—কুলের বীচির মতো ছোট ছোট ঘুণ্টিওলা কাংস্য-বাদ্য। দ্র.—সঙ্গীত-রত্নাকর, ষষ্ঠ বাদ্যাধ্যায়, শ্লোক ১১৯০-৯১।

১৩. অক্ষরচ্যুতক—কুর্বন্ দিবাকরাশ্লেষং দধচ্চরণডম্বরম্। দেব যৌষ্মাকসেনায়াঃ করেণুঃ প্রসরত্যসৌ। 'করেণুঃ' পদের 'ক'-অক্ষরটি উঠিয়ে নিলে হবে 'রেণুঃ' অর্থাৎ ধূলি, তাহলেই শ্লোকের অর্থ বদলে যাবে।

১৪. মাত্রাচ্যুতক—মহাশয়মতিস্বচ্ছং নীরং সন্তাপশান্তয়ে। খলবাসাদতিশ্রান্তাঃ সমাশ্রয়ত হে জনাঃ॥ 'নীরং' পদের দীর্ঘ-ঈকার উঠিয়ে নিয়ে অকার পাঠ করলে হবে 'নরম্'।

১৫. বিন্দুমতী—বর্ণের বদলে বিন্দু বসানো থাকবে। আকার-ইকার দেখে শ্লোক নির্ণয় করতে হবে।

১৬. গূঢ়চতুর্থপাদ—শ্লোকের চতুর্থচরণের অক্ষরগুলি এলোমেলোভাবে প্রথম তিনটি চরণের মধ্যে লুকোন থাকবে। যেমন—ন মজ্জতি ক্বচিদ্দোষে প্রীণাতি জগতো মনঃ। য একঃ স পরং শ্রীমান্—চতুর্থ চরণটি হবে—চিরং জয়তি সজ্জনঃ।

১৭. প্রতীহারী—দ্বাররক্ষিণী।

১৮. বেত্রলতা—বেতের লাঠি।

১৯. কুংকুমস্থাসক—দেহসজ্জার অঙ্গ কুংকুম-চর্চা।

২০. বাণের অতিপ্রিয় বিরোধাভাস অলংকার। প্রতিটি বাক্য আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত,

কিন্তু আসলে তা নয়। যেমন 'কৃষ্ণ-চরিত্র'—মলিন-চরিত্র অর্থে অসঙ্গত, কিন্তু আসলে অর্থ কৃষ্ণের মতো চরিত্র। তেমনি 'কর'—হাত অর্থে অসঙ্গত, আসলে অর্থ 'খাজনা'। করভাবে প্রপীড়িত না করেও বশে রেখেছেন রাজ্য, সুশাসনের গুণে। হর্ষের ইঙ্গিত? দ্র. রাজবাড়ির বর্ণনায় 'মৃদুকরসহস্র-সংবর্ধিত-রত্নালয়ম্'।

২১. ১) তালফল পড়ার শব্দ, ২) যূথপতির কান-নাড়ার শব্দ, ৩) বাদ্য-বিশেষের শব্দ।

২২. কাকপক্ষ—কানপাটা, জুলফি।

২৩. Walky-talky doll!

২৪. মত্ত বলরামের জলক্রীড়ার আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় তিনি যমুনাকে লাঙল দিয়ে আকর্ষণ করেছিলেন।

২৫. পল্লবের মতো আঁকিবুঁকি কেটেছে, অথবা পল্লবের মতো লাল করে তুলেছে।

২৬. সাতাশ মুক্তোর তৈরি অলংকারবিশেষের নাম নক্ষত্রমালা।

২৭. শরদম্ ইব…অলকোদ্ভাসিনীম্—শ্লিষ্ট উপমা দিয়ে চণ্ডালকন্যার বর্ণনা। (দ্র. শুকের আত্মকাহিনী ৫৫)।

অক্ষতরু বিভীদক বা বয়েড়া গাছ। ফল থেকে পাশার ঘুঁটি তৈরি হত বলে এই নাম। অক্ষতরু-যুক্তা বনভূমি, অক্ষত-রূপ-যুক্তা চণ্ডালকন্যা—চমৎকার সভঙ্গ শ্লেষ।

২৮. আবার সভঙ্গ শ্লেষ। কু—পৃথিবী। অ-কু-লীনা—অমর্ত্যবাসিনী। অ-কুলীনা—উচ্চকুলজাত নয়।

২৯. মাতঙ্গ শব্দের অর্থ ১) হাতি, ২) চণ্ডাল। কুল—১) দল, ২) বংশ। হাতির দল দূষিত করে বনকমলিনীকে। চণ্ডালবংশ অপবিত্র করেছে এ-মেয়েকে।

৩০. চৈত্রমাসে অনেক ফুল ফোটে, কিন্তু জাতি—মালতী বা চামেলি—ফোটে না। এ-মেয়েরও জাতি নেই—'অজাত্'।

৩১. সততনিন্দিত-সুরতা—শব্দটি বাণের প্রিয়, আরো ব্যবহার করেছেন। সভঙ্গ শ্লেষ। চণ্ডালকন্যা সতত-নিন্দিত-সুরতা, তার সঙ্গে প্রণয় সর্বদাই নিন্দনীয় বা নিষিদ্ধ। অসুরলক্ষ্মী সতত-নিন্দিত-সুর-তা, সুর-তা অর্থাৎ দেবতারা সর্বদাই ধিকৃত হচ্ছেন অসুরদের সমৃদ্ধির দ্বারা। perpetual reproach to the gods—শ্রীমতী রিডিং।

৩২. প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১২ মাত্রা, দ্বিতীয়ে ১৮ ও চতুর্থে ১৫ মাত্রা—এই হল আর্যাছন্দ। বিমুক্তাহারম্—শ্লিষ্ট। ১) বিমুক্ত-আহার, খাওয়া ছেড়েছে, ২) বি মুক্তাহার, মুক্তাহার খুলে ফেলেছে।

৩৩. সংস্কারবতী—পূর্বজন্মের সংস্কার এবং শিক্ষাদীক্ষাদি-সম্পন্ন।

৩৪. তারকাসুরের দ্বারা উৎপীড়িত দেবতারা প্রতিকার প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা বললেন, 'অগ্নির পুত্র কার্তিকেয় তারকাসুর বধ করবে, তোমরা অগ্নিকে খুঁজে বার করে তাঁর কাছে পুত্র প্রার্থনা কর। দেবতারা কোথাও অগ্নিকে খুঁজে না পেয়ে এক হাতিকে জিগ্যেস করলেন, সে বলল 'অশথগাছে লুকিয়ে আছেন'।

তখন অগ্নি হাতিকে শাপ দিলেন, 'তোমার জিভ উল্টে যাবে', তারপর শমীগাছে গিয়ে লুকোলেন। এক শুক একথা বলে দিল দেবতাদের। তখন অগ্নি শুককে শাপ দিলেন, 'তুমি কথা বলতে পারবে না'।

৩৫. নাড়িকা—২৪ মিনিট।

৩৬. রাজকর্মচারীদের পদাধিকার-সচেতনতার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ।

৩৭. ঝল্লরী—সম্ভবত ঝাঁঝ, cymbal.

৩৮. ধূমবর্তি—সিগারেট। 'পরিপীতধূপধূমবর্তিঃ' পাঠও আছে। সুগন্ধি সিগারেট। মুখ সুগন্ধি করার জন্যে খাওয়া হত।

৩৯. ভুক্তবাস্থানমণ্ডপ (বা ভুক্তাস্থানমণ্ডপ)—খাওয়ার পরে দর্শনদানের জন্য বিশেষ একটি সভামণ্ডপ। তু, হর্ষচরিত, দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসে—ভদ্র অদ্য ভবিষ্যতি ভুক্তবাস্থানং দাস্যতি দর্শনং পরমেশ্বরঃ'। বাণ হর্ষকে দেখলেন 'ভুক্তাস্থান-মণ্ডপস্য পুরস্তাদ্ অজিরে স্থিতম্' ভুক্তাস্থানমণ্ডপের সামনের চত্বরে আসীন।

৪০. মুহূর্ত—৪৮ মিনিট।

৪১. কিঞ্চিৎ—রাজার ভদ্রতা। নিজেরটি কমিয়ে বলতে হয়!

৪২. মুহূর্ত—এ-মুহূর্ত মানে অল্পক্ষণ।

শুকের আত্মকাহিনী

১. মধ্যদেশ— ১) কটি, ২) ভারতবর্ষের মধ্য-প্রদেশ।

২. উৎক্রোশ, কুরল, কুল্লো। উচ্চরবে ডাকে।

৩. কক্কোল—গন্ধদ্রব্যসাধন বৃক্ষবিশেষ, কাঁকোল, বনকর্পূর (বঙ্গীয় শব্দকোষ)। অন্যমতে কাবাবচিনি।

৪. করীর—খেজুরজাতীয় ফলের গাছ। অনাবৃষ্টির সময় এই ফল আহুতি দিয়ে যে-যজ্ঞ করা হত, তার নামই ছিল কারীরী-ইষ্টি।

৫. প্রেতাধিপনগরীব···বিন্ধ্যাটবী নাম—শ্লেষের আশ্রয় নিয়ে উপমা ও বিরোধাভাস দিয়ে বিন্ধ্যাটবীর বর্ণনা। 'প্রকীর্ণবিবিধকুসুমা চ' পর্যন্ত একটি করে উপমান আর দুটি করে বিশেষণ। বিশেষণ দুটি উপমানের সম্পর্কেও খাটবে, বিন্ধ্যাটবীর সম্পর্কেও। তারপর একটি করে উপমান, একটি করে বিশেষণ। এইভাবে চলেছে বাণের গদ্য-ছন্দ। এই ধরনের বর্ণনা কাদম্বরীতে অনেকবার আছে। কবির অসাধারণ শব্দজ্ঞতার প্রমাণ এগুলি, যদিও অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠকের কাছে এগুলি দুরূহ ধাঁধার মতো! শ্লেষগুলি কোথাও হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুই কথার খেলা, শব্দের মজা, আবার কোথাও রস উছলে পড়েছে শব্দের পাত্র উপচে। যেমন 'কর্ণীসুতকথেব সন্নিহিতবিপুলাচলা শশোপগতা চ'—এখানে শব্দের প্যাঁচ দেখে পাঠক একটু মজা পান মাত্র। কিন্তু 'কল্পান্ত-প্রদোষসন্ধ্যেব প্রনৃত্যন্নীলকণ্ঠা' এখানে কবি যে শুধু শিবের নাচন আর ময়ূর-নাচনকেই এক করে দিয়েছেন তা নয়—নাচিয়েছেন সহৃদয়ের হৃদয়টিও ঐ শিব-ময়ূরী-ছন্দে। এ শুধু শব্দের খেলা নয়, শব্দের বিশ্বরূপ-দর্শন এবং প্রদর্শন। শব্দময়ী আকাশিনীর বুকে নীল বিদ্যুতের কণ্ঠী!

৬. বাণভট্টের সময় ঘরে ঘরে পড়া হত গুণাঢ্যের অসাধারণ গল্পের বই বৃহৎ-কথা, মুখে মুখে চলত তার গল্পগুলি। 'কর্ণীসুত-কথা' বৃহৎকথারই একটি গল্প। কর্ণীসুত ছিলেন একজন ক্ষত্রিয়—চৌর্যশাস্ত্রের প্রবর্তক। এঁর অপর নাম ছিল মূলদেব, যাঁর গল্প কথাসরিৎসাগরে আছে। কর্ণীসুতের দুই বন্ধুর নাম ছিল বিপুল আর অচল, আর পরামর্শদাতার নাম ছিল শশ।
৭. লক্ষ্মী এবং পারিজাত।
৮. বেল বা অশথ গাছ।
৯. আপদ্-বালাই দূর করার জন্যে বাঘের নখ সোনায় বসিয়ে হার করে শিশুর গলায় পরানোর রেওয়াজ ছিল। আর বিন্ধ্যাটবীতে বাঘেরা চলাফেরা করে বলে মাটিতে তাদের থাবার দাগ পড়ে সার-সার।
১০. মহাবরাহের দংষ্ট্রা-সমুদ্ধৃতা পৃথিবীর ছবিটি বাণভট্টের বড়ই প্রিয়। বহুত্র উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দ্র. মহাশ্বেতার চন্দ্রোদয় বর্ণনা, কাদম্বরীর বর্ণনা।
১১. নেত্র মানে ১) চোখ, ২) শেকড়।
১২. বেণিকা—১) স্রোত, ২) বেণী।'
১৩. বিপ্রলম্ভ—১) প্রতারণা ২) বিচ্ছেদ।
১৪. রাহুও কবন্ধ, কবন্ধ রাক্ষসও তাই। রাহু কর্তৃক সূর্য-চন্দ্রের গ্রহণ মহাবিনাশের সূচনা করে এবং ভয় পাইয়ে দেয়, কি জানি কি অমঙ্গল হয়। কবন্ধ-কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণের গ্রহণও রাবণ-বিনাশের সূচনা করল, এবং ভয় পাইয়ে দিল, হায়, রাম-লক্ষ্মণও রাক্ষসকবলিত।
১৫. কবন্ধ রাক্ষসের অপর নাম, কেননা তার এক-একটি বাহু এক-এক যোজন লম্বা ছিল।
১৬. রাজা নহুষ ইন্দ্রত্ব পেয়ে শচীকে চাইলে তিনি বলেন ঋষিবাহিত শিবিকায় চড়ে তাঁর কাছে আসতে। মূর্খ নহুষ তাই করেন। যেতে-যেতে অধীর হয়ে 'সর্প সর্প' অর্থাৎ 'চল্ চল্' বলে পদাঘাত করেন ঋষি অগস্ত্যের মাথায়। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে শাপ দেন, 'তুমি সর্প হও'।
১৭. সীতাবিরহার্ত রামচন্দ্রকে দেখে চক্রবাকেরা হেসেছিল। তাই তিনি তাদের শাপ দেন, 'প্রতি রাত্রিতে তোমাদের বিরহ-দুঃখ ভোগ করতে হবে'।
শাপকে কল্পনা করছেন কালো। চখাচখীর গায়ে লেগেছে ও তো নীলপদ্মের রঙ নয়, রামের শাপের কালো ছায়া।
১৮. তাঁর বল যে বালীর চেয়ে বেশি তার চাক্ষুষ প্রমাণ রাম সুগ্রীবকে দিয়েছিলেন একটি শরে সাতটি তালগাছ ভেদ করে। ভীমশব্দে সপ্ততাল বিদীর্ণ করে মাটিতে ঢুকে আবার সে-বাণ তাঁর তূণে ফিরে এসেছিল।
১৯. ঋতু সম্পর্কে বিশেষ লক্ষণীয়—জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ষা…চৈত্র-বৈশাখ বসন্ত। সেই হিসেবে মেঘের প্রথম উদয় শ্রাবণে।
২০. অবলোকনপ্রাসাদ—observatory.
২১. বোন-উচ্চারণে আর একটি অর্থও আসবে।
২২. সবগুলিই বিবর-শব্দের অর্থ।

২৩. চুলে টাক পড়ার মতো।
২৪. দিবানিশম্—অসঙ্গত। কেননা পরেই বলা হয়েছে, রোজ সকালে ওরা উড়ে চলে যেত।
২৫—২৬. অধরীকৃত-সর্বস্নেহেন—একটি অসাধারণ উভয়ান্বিত শ্লেষ। একবার 'চঞ্চু-পুটেন'-এর বিশেষণ, যে-ঠোঁটে সব স্নেহ এসে জড়ো হয়েছে। একবার 'অপত্য-প্রেম্না'-র বিশেষণ, যে-অপত্যপ্রেম সব ভালবাসাকে অধর করেছে, অধঃকৃত করেছে, অর্থাৎ হারিয়ে দিয়েছে। তু. হর্ষচরিতে 'অনবরতনয়নজলসিচ্যমানশ্চ তরুরিব বিপল্লবোঽপি সহস্রধা প্ররোহতি শোকঃ'। 'বি-পল্লব' অর্থাৎ পত্রহীন বৃক্ষেও যদি অনবরত জল দেওয়া যায় তাহলে সে যেমন হাজার ফ্যাঁকড়া বার করে বেড়ে উঠতে থাকে, তেমনি 'বিপদ্-লব' অর্থাৎ একটুখানি বিপদ্ থেকে যে-শোকের জন্ম, তার ওপর যদি অনবরত কান্নাকাটি করা হয়, তাহলে সে-শোক হাজার গুণ বেড়ে যায়।
২৭. বাণের আত্মকাহিনীর আভাস। বাণ ছিলেন বৃদ্ধ পিতার শেষ বয়সের সন্তান। মাতৃহীন বাণকে অসীম যত্নে মানুষ করেছিলেন অশীতিপর চিত্রভানু। শুক-শিশু বৈশম্পায়নের মতোই বাণও অল্পবয়সেই পিতাকে হারান।
২৮. কল্পনাটি এই—সারারাত ধরে আকাশগঙ্গার পদ্মবনে ঘুরে-ঘুরে লোভী চাঁদ-হাঁস এত মধু খেয়েছে যে তার ডানা দুটি পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে। এখন সকাল হয়েছে দেখে ধীরে-ধীরে—অস্তোন্মুখ বলে বৃদ্ধ, তার ওপর বেশি খেয়েছে—মন্দাকিনীর চড়া ছেড়ে নেমে আসছে। পাঠান্তর—প্রভাত···লোহিত-গগনতল-কমলিনী···অর্থাৎ, আকাশই সেই পদ্মিনী যার মধু খেয়ে লাল হয়েছে চাঁদ। অরুণ-রাগরঞ্জিত আকাশে আরক্ত চাঁদের ধীরে-ধীরে পশ্চিমে ঢলে পড়ার অপূর্ব চিত্র।
২৯. হরিণবিশেষ। কৃষ্ণসার।
৩০. অবচূল চামর—১) অবচূলের চামর, ২) অবচূল (অধোলম্বিত) চামর। অবচূল—দ্র. কথারম্ভ ১৮১।
৩১. শল্লকী বা সল্লকী—হাতির প্রিয় খাদ্য গুগ্গুল গাছ, নামান্তর 'গজভক্ষা' (ক্ষ্যা)।
৩২. হরিণবিশেষ।
৩৩. মাহিষ্মতীপুরীশ্বর হৈহয়রাজ কার্তবীর্যার্জুন একবার নর্মদায় মহিষীদের সঙ্গে জলকেলি করার সময় নিজের বাহুবল পরীক্ষা করার জন্য সহস্র বাহু দিয়ে নর্মদাকে রুদ্ধ করেছিলেন (রামায়ণ ৭।৩২)।
অঞ্জনশিলা—কষ্টিপাথর।
৩৪. অর্থাৎ ভুঁড়ি-টুঁড়ি নেই।
৩৫. কৌলেয়ক-কুটুম্বিনী! বাণের কৌতুক।
৩৬. ডেলিগেশন!
৩৭. শিব পরেন হাতির চামড়া। তার অনুকরণে প্রমথেরা যেন পরেছে সিংহচর্ম।
৩৮. এঁদের হাতে একগোছা ময়ূরপালক থাকে। 'লুঞ্চিতাঃ পিচ্ছিকাহস্তাঃ পাণি-পাত্রা দিগম্বরাঃ'—সর্বদর্শনসংগ্রহ।

৩৯. কংসের হাতি কুবলয়াপীড়ের দাঁত উপড়ে নিয়ে তাই দিয়ে তাকে হত্যা করেছিলেন কৃষ্ণ (ভাগবত ১০।৪৩)।

৪০. অরণ্যমিব…রাজসেবানভিজ্ঞম্—শ্লিষ্ট উপমা ও বিরোধাভাস দিয়ে ঠিক বিন্ধ্যাটবীর মতো করে শবর-সেনাপতির বর্ণনা।

৪১. কৃত-বহু-বন্দি-পরিগ্রহম্। বন্দী—১) বন্দিনী, ২) বন্দনাকারী (বন্দিন্)।

৪২. ক্ষপিত-বহু-বয়সম্। বয়স্—১) বয়স, ২) পাখি।

৪৩. কৃত-সারমেয়-সংগ্রহম্। সারমেয়—১) সার—ধন, এবং মেয়—পরিমেয় ধান। ধন-ধান্য, ২) কুকুর।

৪৪. ক্ষিতিভৃৎ—১) রাজা, ২) পাহাড়।

৪৫. পাখিপড়া—পাখিদের সম্পর্কে পড়া অর্থাৎ জ্ঞান।

৪৬. মৃণালিকা—মৃণাল পদ্মগাছের তলাকার শাদা অংশ। হাতির খুব প্রিয় খাদ্য। কচি মৃণাল—মৃণালিকা।

৪৭. পর পর অনেকগুলো হাততালি দিলে সেই আওয়াজ যত ওপরে ওঠে তত উঁচু —সিদ্ধান্তবাগীশ।

৪৮. অজগরটা এসময় কী করছিল ? আগে বলা হয়েছে, সবসময় গোড়া জড়িয়ে শুয়ে থাকত। সেকথা বাণভট্ট ভুলে গেছেন !

৪৯. দ্বিগুণতরোপজাতবেপথুঃ—জরায় এমনিতেই কাঁপতেন। ভয়ে সে কাঁপুনি দ্বিগুণ হল।

ভ্রমাতুরস্য। পা. শ্রমাতুরস্য। ভ্রম—ঘূর্ণি। শ্রম—পরিশ্রম।

৫০. সুগৃহীতনামা—প্রাতঃস্মরণীয়। স সুগৃহীতনামা স্যাদ্ যঃ প্রাতরনুচিন্ত্যতে (ত্রিকাণ্ডশেষ)।

৪৯. (পৃ ৩৩) এই তপস্যার নাম ধূমপান। মাটির ওপর আগুন জ্বালিয়ে তপস্বী তার ধোঁয়া পান করতে থাকেন। উত্তররামচরিতে শম্বুক নামে এক ধূমপ তপস্বীর কথা আছে।

৫০. (পৃ ৩৩) বিটপ ইব…পরিত্যক্তবামলোচনঃ—শ্লিষ্ট উপমা ও বিরোধাভাস দিয়ে হারীতের বর্ণনা। তু. বিন্ধ্যাটবী ও শবরসেনাপতির বর্ণনা, ৫ ও ৩৭।

৫১. পাহাড়ের মেখলা তার ঢাল। হারীতের মেখলা—মুঞ্জ-ঘাসের তৈরি কোমরবন্ধ।

৫২. রাহু সোম অর্থাৎ চাঁদকে খায় চন্দ্রগ্রহণের সময়। হারীত সোমলতার রস পান করেন সোমযজ্ঞে।

৫৩. হারীত রোদ খেয়েছেন পঞ্চাগ্নি-তপস্যার সময়।

৫৪. বাণভট্টের জ্যোতিষ-চর্চা এবং নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণের প্রমাণ কাদম্বরীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। নক্ষত্ররাশি চিত্র-মৃগ-কৃত্তিকা-অশ্লেষা-উপশোভিত। হারীত চিত্রমৃগ-কৃত্তিকা-আশ্লেষ-উপশোভিত।

৫৫. একই ব্যক্তির বা বস্তুর বর্ণনায় বিভিন্ন ঋতু বা দিনের বিভিন্ন সময়কে উপমান হিসেবে ব্যবহার করা বাণভট্টের প্রিয় শৈলী। বর্ণনার মুন্সিয়ানায় পরস্পরবিরোধী ভাবগুলি এক হয়ে গিয়ে এক বিচিত্র বিরোধাভাসের সৃষ্টি করে। সেই রামধনুর খেলা দেখতে এবং দেখাতে ভালবাসেন বাণভট্ট। গ্রীষ্মের দিন

এবং বর্ষার দিন একই সঙ্গে হারীতের উপমান! দ্র. চণ্ডালকন্যার বর্ণনা—শরদম্ ইব বিকসিত-পুণ্ডরীক-লোচনাম্, প্রাবৃষম্ ইব ঘনকেশজালাম্।

৫৬. উদবাস = উদকবাস-তপস্যা। পৌষের রাতে সারারাত জলে ডুবে থেকে এই তপস্যা করেছিলেন উমা।

৫৭. প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুর অদিতির কানের কুণ্ডল চুরি করে দুর্ভেদ্য দুর্গে লুকিয়ে ছিল। কৃষ্ণ তাকে বধ করে কুণ্ডল উদ্ধার করেন। হারীত এত তপস্যা করেছেন যে তাঁর আর নরকের ভয় নেই।

৫৮. দ্র. ৫৫। একই হারীতের উপমান সন্ধ্যা এবং ভোর।

৫৯. পা. করালশঙ্খমণ্ডলাবর্তগর্ত। 'শঙ্খ' রগের হাড়, সেইটি 'করাল' উঁচু এবং মাঝখানটাতে আবর্তযুক্ত গর্ত অর্থাৎ তোবড়ানো এবং লোমের ঘূর্ণি আছে। এইরকম আবর্ত নাকি মহাতপস্বীর লক্ষণ।—Kale.

৬০. জাগতিক ব্যাপারে নিদ্রিতবৎ, পারমার্থিক সত্যে প্রবুদ্ধ। মনে করিয়ে দেয় গীতার 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ'॥

৬১. প্রায়েণ…সদা—সাধারণত…সর্বদা! পরস্পরবিরোধী উক্তি। দ্র. কথারম্ভ ২৪৯।

৬২. ঋগ্বেদ দশম মণ্ডলের ১৯০ নং সূক্ত। সূক্তে তিনটি সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্রগুলিকে এবং সূক্তটিকে অঘমর্ষণ (পাপমোচন) বলা হয়। সূক্তের ঋষি হলেন বৈশ্বামিত্র মধুছন্দা-র পুত্র অঘমর্ষণ।

৬৩. Escalator!

৬৪. 'তপোধন', 'তপোবন' দুটি পাঠই আছে।

৬৫. আহুতির মন্ত্রের শেষে উচ্চারিত হয় 'স্বাহা'র মতো।

৬৬. ইন্দ্রের উদ্দেশে পঠিত 'ইন্দ্রাগচ্ছ হরিব আগচ্ছ' ইত্যাদি মন্ত্র।

৬৭. সকাল-সন্ধ্যা, বিশেষ করে দুপুরের খাওয়ার আগে অন্নদাতা দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত রাঁধা খাবার।

৬৮. প্রাণীদের উদ্দেশে ছড়ানো উড়ি-ধান। গৃহস্থের প্রতিদিন অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে একটি হল ভূত-যজ্ঞ, অর্থাৎ ইতরপ্রাণীদের খাবার দেওয়া।

৬৯. গড়গড় দে ধান—শব্দকল্পদ্রুম।

৭০. অসুরারিমিব……সদাসন্নিহিততরুগহনান্ধকারম্—শিষ্ট উপমা ও বিরোধাভাস দিয়ে আশ্রম-বর্ণনা। তু. হারীত এবং পূর্ব পূর্ব বর্ণনা। দ্র. ৫০।

৭১. রূপ—১) চেহারা, ২) হরিণ।

৭২. কৃষ্ণ-কাহিনীর সঙ্গে বাণভট্টের ঘনিষ্ঠ পরিচয় কাদম্বরীর বহুত্র প্রকটিত হয়েছে। বলরামকেও তিনি খুবই পছন্দ করেন। তাঁর রঙ, তাঁর কাপড়ের রঙ, তাঁর যমুনাকর্ষণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ আগেই গেছে। পরেও আসবে তাঁর কাদম্বরী (সুরাবিশেষ)-প্রিয়তা ইত্যাদির কথা। সখাদের অনুরোধে বৃন্দাবনের অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড তালবনে রাসভরূপধারী ধেনুকাসুরকে বধ করেছিলেন বলরাম, একথা ভাগবতে আছে (১০/১৫)। 'মথুরার উপবনে' এই অংশটি ভাগবতের সঙ্গে মেলে না।

কিম্পুরুষাধিরাজ্যমিব…দ্রুমম্—বৃহৎকথার গল্পগুলি থেকে থেকেই উপমান হয়ে উঠে আসছে বৃহৎকথা-রস-সিক্ত বাণের চিত্তভূমি থেকে।

৭৩. যত্র চ মলিনতা…মুলানাম্ অধোগতিঃ—বাণের অতিপ্রিয় পরিসংখ্যা অলংকার।

৭৪. প্রেমের অপরাধে নায়িকা কর্তৃক নায়কের শাস্তি—মেখলা দিয়ে বাঁধা।

৭৫. দ্বিজপতন—১) দাঁত পড়া; ২) ব্রাহ্মণদের পতন।

৭৬. জরা-জাবালি একাকার! অদ্ভুত বর্ণনা।

৭৭. বাণের কৌতুক থেকে জাবালিঠাকুরেরও রেহাই নেই! সশ্রদ্ধ সসম্ভ্রম বর্ণনার মধ্যে এই অনুচ্ছেদটি একটি হাসির ঝিলিক।

৭৮. আবার জ্যোতির্বিদ্ বাণ (দ্র. ৫৪)।

৭৯. বৈনতেয়ম্ ইব…ভস্ম-পাণ্ডুরোমাশ্লিষ্টশরীরম্—শ্লিষ্ট উপমা দিয়ে জাবালি-বর্ণনা। তু. ৭০ ইত্যাদি।

৮০. দ্বিজ শব্দের ৩টি অর্থ—১) দাঁত, ২) ব্রাহ্মণ, ৩) পাখি। সরস্বতীর পক্ষে প্রথম অর্থ দুটি খাটবে, রাজহংসীর পক্ষে তৃতীয়টি।

৮১. আশুশুক্ষণি—অগ্নি। বৈদিক প্রয়োগ। √শুচ্—দীপ্ত>আশুশুক্ষণি—দেদীপ্যমান।

৮২. ক্ষয়ম্ উপগতায়াং চ…অমৃতদীধিতির্ অধ্যাতিষ্ঠত্—সুদীর্ঘ জটিল অদ্ভুত শ্লিষ্ট উপমা।

৮৩. মৃগচর্মের পাখাকে বলে 'ধবিত্র', ধবিত্রং ব্যজনং তদ্ যদ্ রচিতং মৃগচর্মণা—(অমর)। দর্ভ-পবিত্র—কুশের ছাঁকনি। এটির এক্ষেত্রে প্রয়োজন বোঝা যাচ্ছে না। কেউ কেউ 'কুশের মতো পবিত্র' পাখা—এরকম অর্থ করেছেন। পাখা সম্ভবত মশা তাড়ানোর জন্য, কেননা হাওয়া তো ছিলই।

কথারম্ভ

১. ধারাগৃহ—shower-bath.

২. অনিমিষ—১) মাছ, ২) অপলক।

৩. হরজটাচন্দ্রেণেব…বহুপ্রকৃতিরপি স্থিরা—শ্লিষ্ট উপমা ও বিরোধাভাস সহযোগে বাণের প্রিয়শৈলীতে উজ্জয়িনী বর্ণনা। দ্র. জাবালি-বর্ণনা ইত্যাদি।

৪. চোরের ভয় নেই বলে লুকিয়ে রাখতে হয় না, অথবা অসদুপায়ে অর্জিত কালো টাকা নয়।

৫. একশ বা হাজার কোটি।

৬. স্মৃতিশাস্ত্রে এইসব পূর্তকর্মের বিধান আছে।

৭. যন্ত্রচালিত যা কিছু। যেমন, কুয়ো থেকে জল তোলার জন্য জলঘটী-যন্ত্র।

৮. খল—১) দুর্জন, ২) খামার। প্রণয়িজন—১) প্রণয়-যুক্ত, যারা ভালবাসে। (২) প্রার্থী, যাচক।

৯. বৃহৎকথা—(১) পৈশাচী ভাষায় লেখা কবি গুণাঢ্যের প্রকাণ্ড বিখ্যাত গল্পের বই, সেসময়ে মুখে মুখে চলত, অধুনা-লুপ্ত। কথাসরিৎসাগর, বৃহৎকথামঞ্জরী এবং বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহে কিছুটা ধরা আছে। ২) বড় বড় গল্প।

১০. অর্থাৎ ১) কোন প্রার্থীকে কখনো বিমুখ করে না। ২) তাদের দোকান সবসময় পণ্যে-পূর্ণ থাকে—supermarket ! আবার ৩) optimistic attitude এই অর্থও হয়। সর্বাস্তিবাদ (বৈভাষিক), সর্বশূন্যবাদ (মাধ্যমিক), ও বিজ্ঞানবাদ (যোগাচার)—বৌদ্ধদর্শনের এই তিনটি মতের মধ্যে প্রথমটি সবকিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে।

১১. উজ্জয়িনীতে এতগুলি বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন সম্প্রদায়ের লোকেরা মিলে-মিশে সুখে বাস করত, উপমাচ্ছলে একথাও বলা হল।

১২. ক্ষয়—১) হানি, ২) বাড়ি। জাতরূপ—সোনা। সভঙ্গ শ্লেষ।

১৩. অর্থাৎ অধিবাসীরা কেউ ধর্মচ্যুত হয় না।

১৪. প্রবুদ্ধ—শিক্ষিত, বোদ্ধা, enlightened.

১৫. নাগদন্ত—১) হাতির দাঁত, ২) জিনিস রাখার জন্য দেওয়ালে গোঁজ, peg.

১৬. অদ্ভুত সভঙ্গ শ্লেষ।

১৭. সমুদ্রমন্থনের গল্পটি বাণের বড়ই প্রিয়। কতবার কত উপমায় যে এটিকে ব্যবহার করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

১৮. প্রেমার্ত নায়ক যেমন শীতল উপচার ভালবাসে! অনুবাদে মৃগাঙ্ক-চন্দ্র অর্থ—১) চাঁদ, (২) নামের অনুকরণ। দ্র. ২৯১।

১৯. ভস্ম-রজঃ—ছাই-পাঁশ (পাংশু)

২০. শক্তি-ত্রয়—১) প্রভু-শক্তি (কোষ এবং সৈন্য), ২) মন্ত্র-শক্তি, ৩) উৎসাহ-শক্তি (ambition)।

২১. পরিহৃত-প্রজাপীড়ঃ—পা. পরিহত-প্রজাপীড়ঃ।

২২. যঃ, যম্, যেন, যস্মৈ, যস্মাত্, যস্য, যস্মিন্—এইভাবে ক্রমে-ক্রমে সাত বিভক্তিতে তারাপীড়ের বর্ণনা। বাণের গদ্যছন্দের আর একটি নমুনা।

২৩. জটিল শিলষ্ট উপমা। শিলীমুখ—১) বাণ, ২) ভ্রমর। এই শ্লেষটি বাণ বহুত্র ব্যবহার করেছেন।

২৪. শিবের কাছে ধনুর্বেদ-শিক্ষারত পরশুরাম, কার্ত্তিক শক্তি-অস্ত্র দিয়ে ক্রৌঞ্চ-পর্বত বিদীর্ণ করেছেন শুনে তাঁর সঙ্গে স্পর্ধা করে শর দিয়ে ক্রৌঞ্চ-পর্বত বিদীর্ণ করেন। তখন তার মধ্যে থেকে হাঁসের দল বেরিয়ে আসে (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)।

২৫. গিরীণাং বিপক্ষতা…শূন্যগৃহদর্শনম্—পরিসংখ্যা অলঙ্কার দিয়ে তারাপীড়ের মাহাত্ম্য-বর্ণনা।

২৬. বারিপ্রবেশ, অগ্নিধারণ, তুলারোহণ, বিষশুদ্ধি—নির্দোষিতা প্রমাণের তৎকাল-প্রচলিত রীতি। যে নির্দোষ সে ডুববে না, পুড়ে যাবে না, পাল্লা ভারি হয়ে নেমে যাবে না, অজ্ঞান হবে না।

২৭. দান-বিচ্ছিত্তি—দান ১) মদধারা, ২) দেওয়া। বিচ্ছিত্তি—১) অঙ্গরাগ, পুরোপুরি মাখিয়ে বা রেখারচনা করে, ২) বিচ্ছেদ, বিরাম।

২৮. সিন্ধুঃ সত্যস্য—পা. সেতুঃ সত্যস্য।

২৯. সত্ত্ব—১) প্রাণী, ২) বল, দৃঢ়তা, মনঃশক্তি ইত্যাদি।

৩০. তরুণীর মুখমদে বকুল এবং চরণপ্রহারে অশোক বিকশিত হয়, এই ছিল কবিকল্পনা।

৩১. কুঁড়ির বোঁটার দিকে যে সবুজ রঙের বৃতি থাকে, তার দাঁতের মতো খোঁচা-খোঁচা কতগুলি বৃত্যংশ থাকে। ফুলটি যতক্ষণ না পুরোপুরি ফোটে, ততক্ষণ এই বৃত্যংশগুলি অত্যন্ত প্রকট হয়ে থাকে। এইজন্য কুঁড়ির বা কুঁড়ি-ভরা গাছ-লতা-কুঞ্জের বর্ণনায় 'দন্তুর' শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করেছেন বাণ।

৩২. সুনিবিড়পর্যঙ্ককোপবিষ্টাম্—শ্লিষ্ট। ১) মজবুত ছোট পালঙ্কে (কৌচ) বসে, ২) পর্যঙ্ককাবন্ধ—ধ্যানাসন বিশেষ, সুনিবিড়ভাবে 'বাবু হয়ে' বসে। তবে দ্বিতীয় অর্থটি সম্ভবত অভিপ্রেত নয়।

৩৩. কলহংসক—'বাচ্চা' এবং 'অনুকম্পা' (আহা) অর্থে ক-প্রত্যয়।

৩৪. মহাগ্রহগৃস্তা ইব বিফলনরেন্দ্রসমাগমা অস্মি—শ্লিষ্ট। মহাগ্রহ—১) প্রবল ভূত, ২) শনি বা রাহু। নরেন্দ্র—১) রাজা, ২) ওঝা।

৩৫. দানবশ্রীরিব সততানিন্দিতসুরতা—বাণভট্টের প্রিয় পদগুচ্ছ। চণ্ডালকন্যার বর্ণনায় ব্যবহার করেছেন। দ্র. কথামুখ ৩১।

৩৬. পূর্ণপাত্রহরণ—আনন্দে মেতে গিয়ে বস্ত্র-মাল্য আভরণ ইত্যাদি জোর করে কেড়ে নেওয়া। শুকনাসের পুত্রজন্মের সংবাদে তারাপীড় পূর্ণপাত্রহরণ করেছেন শুকনাসের উত্তরীয়টি।

৩৭. সর্বৌষধি—১) ঐ নামের ওষধি-বিশেষ, ২) সবরকমের ওষধি।

৩৮. কদা হারিদ্রবসনধারিণী……মে পুরঃ পর্যটিষ্যতি সভান্তরেষু ?—রাজার কল্পনার মধ্যে দিয়েই সুকৌশলে চন্দ্রাপীড়ের শৈশবের সব কটি পর্ব বর্ণনা করে দিলেন। পরে আর পুনরাবৃত্তি করেন নি।

৩৯. উপযাচিতক—মানত।

৪০. কক্ষান্তর—মহল। পরে রাজবাড়ির বর্ণনায় 'সপ্ত-কক্ষান্তর' বা সাত-মহলের কথা আছে।

৪১. ভূমিলিখিত—পা. ভূতি…ভস্মের আলপনা।

৪২. নিদ্রাকলস—জলভরা রুপোর কলস। সুনিদ্রার জন্য মাথার দিকে রাখা হত। 'নিদ্রাকলশো রূপ্যময়ঃ সর্বশ্বেতঃ শিরোভাগেঽহর্নিশং পূর্ণজলঃ স্থাপ্যতে'।

৪৩. বালযোক্ত্র—চুল দিয়ে তৈরি দড়ি।

৪৪. অবতারণকমঙ্গল—আরতি, বরণ, ঝাড়-ফুঁক পর্যায়ের। উদ্দেশ্য—গুজরাতে যাকে বলা হয় নজর 'নামানো', অর্থাৎ নজর লেগে থাকলে তার প্রতিকার।

৪৫. নাড়িকা—জল-ঘড়ি।

৪৬. দিষ্টিবৃদ্ধি—খোশখবরে অভিনন্দন জানাতে 'দিষ্ট্যা বর্ধসে' এই বাগ্ভঙ্গীটি প্রয়োগ করা হত।

৪৭. কিরাত—পুঁচকে মানুষ, রাম-খুদে, খুদিরাম। বামন-কুঁজো-বোবা-কালা-পুঁচকে ইত্যাদি বিধিবিড়ম্বিত মানুষদের রাজবাড়িতে ভৃত্য হিসেবে নিয়োগ করা হত। অনেকবার উল্লেখ আছে।

৪৮. বহুপুত্রিকা—১) অনেক পুত্রিকা অর্থাৎ পুতুল। দেবদেবীদের চিত্রিত করা

হয়েছে পুতুল-আকারে। ২) বহুপুত্রবতী নারী। বহুপুত্রবতী নারীরা গায়ে গা ঘেঁষে শোভা করে দাঁড়িয়ে আছে—সিদ্ধান্তবাগীশ।

৪৯. বন্দনমালা—তোরণে টাঙানো মঙ্গল-মালা। তোরণার্থে তু মঙ্গল্যং দাম বন্দনমালিকা—অভিধানচিন্তামণি।

পিষ্ট—পা. পিষ্টাতক—আবীর (সিদ্ধান্তবাগীশ)। অধররুচক—দ্র. ২৫৮।

৫০. আবার আত্ম-জীবনের ইঙ্গিত। পরশুরাম মাতৃঘাতী। বাণভট্টও শৈশবে মাতৃহারা এবং সম্ভবত তাঁর জন্মই মায়ের মৃত্যুর কারণ।

৫১, সর্বথা সমানসুখদুঃখতাং দর্শয়তা বিধিনাপি ভবতা ইব বয়ম্ অনুবর্তিতাঃ—চারটি অর্থ। দুটি শুকনাসের পক্ষে, দুটি বিধির পক্ষে। চতুর্থ অর্থটি হল, সুখ-দুঃখ সমান এটি দেখাতে-দেখাতে আমাদের সবার সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে বিধি।

৫২. বৈকক্ষক—পৈতের মতো করে হেলিয়ে পরা মালা। বৈকক্ষকং তু তত্। যত্ তির্যক্ ক্ষিপ্তম্ উরসি'—অমর।

৫৩. চূড়াকরণ—মাথা ন্যাড়া করা। প্রথম বা তৃতীয় বছরে কর্তব্য।

৫৪. শৈশব আলাদা করে বর্ণনা করলেন না। তারাপীড়ের কল্পনার মধ্যে দিয়ে আগেই করে দিয়েছেন। দ্র. ৩৮।

৫৫. এসময় চন্দ্রাপীড়ের—এবং বৈশম্পায়নের—বয়স মাত্র ছয় চলছে। দ্র. পরে বলাহকের উক্তি 'ষষ্ঠম্ অনুভবন্ বর্ষম্'।

৫৬. হস্তিশিক্ষা—হাতিকে ট্রেনিং দেওয়া।

৫৭. পত্রচ্ছেদ্য—১) পত্রলতা বা আলপনা আঁকার বিদ্যা, ২) পাতা কেটে-কেটে শিল্পকর্ম।

৫৮. পুস্তকব্যাপার—১) পুঁথি তৈরি ২) মাটি কাঠ বা ধাতুর পুতুল তৈরিকে বলে পুস্ত। সেই বিদ্যা।

৫৯. লেখ্যকর্ম—১) লেখা, ২) নকল করা, ৩) আঁকা।

৬০. গন্ধশাস্ত্র—গন্ধদ্রব্য নির্মাণের বিদ্যা। এই পাঠটি কোথাও-কোথাও নেই।

৬১. গ্রহগণিত—astronomy. বাস্তুবিদ্যা—architecture.

৬২. দেশভাষা—dialect.

ষোল বছর বয়সে এতগুলি বিদ্যায় নৈপুণ্যলাভ কি সম্ভব?

৬৩. চন্দ্রাপীড়স্য…রমণীয়তাং পুপোষ—কাদম্বরীর জটিলতম বাক্য এটি। অদ্ভুত শ্লিষ্ট মালা উপমা, জটিল গিটকিরি তানের মতো। মালার মতো চলেছে একটির পর একটি উপমা, প্রতিটি উপমার বিশেষণগুলি 'যৌবনারম্ভে'র পক্ষেও খাটবে। যেমন অমৃতরস ত্রিভুবনবিলোভনীয়, যৌবনারম্ভও তাই, চন্দ্রোদয় সকললোকহৃদয়ানন্দ, যৌবনারম্ভও তাই। এবং ওস্তাদের শেষরাতের মারের মতো বাক্যশেষে 'রমণীয়স্যাপি দ্বিগুণাং রমণীয়তাং পুপোষ' এই অংশটি ফিরে ফিরে প্রতিটি উপমার মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে জটিল-রমণীয় বাক্যটিকে জটিলতর-রমণীয়তর করে তুলেছে। ঠিক যেন কবিচিত্ত লুব্ধ মুগ্ধ মধুপের মতো 'যৌবনারম্ভে'র চারপাশে গুনগুন করে ফিরছে, গাঁথছে এক শব্দময়ী গোড়ে-মালা।

অনুবাদের প্রথম স্তবকের এক-একটি বিশেষণের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তবকের এক-একটি বাক্যের সম্পর্ক বুঝতে হবে।

৬৪. লক্ষ্ম্যা সহ…গম্ভীরতাম্ আজগাম হৃদয়ম্—সহোক্তি অলংকার

৬৫. ভাবী স্বামি-বিরহের আশংকায় চুল-বাঁধার অভাবে।

৬৬. তারা—১) আঁখির তারা, ২) তাহারা।

৬৭. অশ্বালঙ্কার—অশ্বের অলঙ্কার, ঘোড়ার সাজ।

৬৮. বেগ-সব্রহ্মচারী—একই সঙ্গে বেদ পড়েছে যারা তারা পরস্পর সব্রহ্মচারী। >সহপাঠী। ইন্দ্রায়ুধ আর মন নিশ্চয় একই সঙ্গে 'বেগ পড়েছিল' কোন গুরুকুলে, তাই দুজনেই সমানভাবে 'বেগ শিখেছে'। ইন্দ্রায়ুধ মনের সমান বেগসম্পন্ন—এই কথাটিকে এইভাবে সাজিয়ে বললেন।

৬৯. হরিচরণম্ ইব……সকলভুবনার্ঘার্হম্—একরাশ শ্লিষ্ট উপমা। বিশেষণগুলির দুটি করে অর্থ। অনুবাদে যেগুলি জিজ্ঞাসার চিহ্ন-যুক্ত সেগুলি উপমানের পক্ষে প্রযোজ্য, আর দাঁড়ি-যুক্তগুলি ইন্দ্রায়ুধের পক্ষে।

৭০. বামনাবতারের গল্প।

৭১. বৃহৎকথার গল্প। কথাসরিৎসাগরে আছে, বৎসরাজ উদয়ন ও বাসবদত্তার পুত্র নরবাহনদত্ত বিদ্যাধরদের সম্রাট হয়েছিলেন (২৩।৫১-৫৪)। 'নরবাহন' এই সংজ্ঞা-শব্দটিকে ভেঙে শ্লেষ করলেন, '(সম্রাট্) নরের বাহন'।

৭২. দেবতাদের নিয়ে কৌতুক করতে বাণ সিদ্ধহস্ত। দ্র. কথামুখ ৬।

৭৩. মহাভারতের গল্পটি এই—স্থূলশিরা (মাথা-মোটা!) একদিন সমিৎ-কুশ কুড়োতে বনে গিয়ে আর্তরব শুনে গিয়ে দেখেন, কয়েকটি পুরুষ এক অতল-স্পর্শ গর্তে পড়-পড় অবস্থায় ঝুলছেন লতা আঁকড়ে। আপনারা কে? প্রশ্ন করাতে তাঁরা বললেন, আমরা স্থূলশিরার পূর্বপুরুষ। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বংশলোপ হবে, আমরাও ঐ গর্তে পড়ে যাব। তখন স্থূলশিরা সন্তানার্থী হয়ে রম্ভার কাছে গেলেন। রম্ভা দেখলে বেগতিক। বললে, ঠাকুর, একটু দাঁড়ান, দেবতাদের একটু কাজ আছে, সেটা সেরেই এক্ষুণি আসছি। স্থূলশিরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর রেগেমেগে শাপ দিলেন—ঘুড়ী হ।

গল্পের পরবর্তী অংশ বাণ নিজেই বলে দিয়েছেন।

৭৪. অর্থাৎ এখনই যেন চন্দ্রাপীড়ের সত্যিকারের যৌবরাজ্যে অভিষেক হয়ে গেল। পরে যা হবে, তা শুধু বাইরের অনুষ্ঠানমাত্র।

৭৫. আবার সেই দেবতাকে নিয়ে কৌতুক। মার অর্থাৎ কন্দর্পও যার থেকে কুৎসিত সে-ই কুমার নামের যোগ্য। দ্র. ৭২

৭৬. ছবিটা এই—চোখজোড়া যেন নদী। গোপন উৎস থেকে যেমন ভরে ওঠে নদী, তেমনি বুক-ভরা প্রীতির রসে কুলকুলিয়ে ভরে উঠছে, বড় হয়ে যাচ্ছে, কূল ছাপিয়ে যাচ্ছে চোখ।

৭৭. অর্থাৎ পুলিশ নেই।

৭৮. 'তাই দিয়ে গড়া' (তস্য বিকারঃ, ময়ড় বা…), 'তাইতে ভরা' (তৎপ্রকৃতবচনে

ময়ট্‌), 'তাইতে ছাওয়া,' 'তার সঙ্গে অভিন্ন' ইত্যাদি ময়ট্‌-প্রত্যয়ের প্রায় সব কটি অর্থই এই অনুচ্ছেদে জড়াজড়ি করে বর্তমান। বাণভট্ট শুধু প্রকৃতিরই শ্লেষ করেন না, প্রত্যয়েরও শ্লেষ করেন !

৭৯. কপালের বা মাথার গয়না। যাতে দৃষ্টি রোধ না করে, তাই।

৮০. মেঝের ওপর বিচিত্র নক্সায় ফুলের আলপনা সাজিয়ে রাখা গৃহসজ্জার অঙ্গ ছিল। অনেকবার উল্লেখ। দ্র. শূদ্রকের ভুক্তাস্থানমণ্ডপের বর্ণনা।

৮১. অলীকমুগ্ধা—মিছিমিছি মুগ্ধতার (সরলতার) ভান করছে যে, যেন কিছুই বোঝে না। ন্যাকা।

৮২. মিথ্যাবিনীতা—সভ্য-সংযত হওয়ার ভান করছে যে, ন্যাকা।

৮৩. আতাম্রপুষ্করশোভী—শ্লিষ্ট। পুষ্কর—১) পদ্ম, ২) শুঁড়ের আগা। প্রথম অর্থে চন্দ্রাপীড়ের হাতের বিশেষণ, দ্বিতীয় অর্থে হাতির শুঁড়ের বিশেষণ।

৮৪. অনেক রাজবাড়ি বাণের দেখা। কতগুলি ইঙ্গিত থেকে মনে হয়, এটি প্রধানত হর্ষেরই রাজপুরীর বর্ণনা।

৮৫. পৌরাণিক পুণ্যলোক।

৮৬. গয়নার মণিরত্নের দ্যুতির কথা কাদম্বরীতে অজস্রবার আছে। তার মধ্যে এইটি, চন্দ্রাপীড়ের দিগ্বিজয় যাত্রার সময় রাজাদের অলঙ্কারদ্যুতির ঘুরে ফিরে বর্ণনা, আর কাদম্বরীর ভবনে ঢোকার মুখে নদীস্রোতের মতো অলঙ্কারপ্রভাপ্রবাহের বর্ণনা (৩০১) খুবই উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত অত্যুক্তি নয়, বাণের সমকালীন ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির প্রমাণ।

৮৭. হর্ষবর্ধনের বিপুলকায় হাতি দর্পশাতের আদলে আঁকা। হর্ষচরিতে দর্পশাতের বিস্তৃত বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

৮৮. ত্রিভাগ—তিনভাগ নয়, তৃতীয় ভাগ। 'বৃত্তিবিষয়ে সংখ্যাশব্দস্য পূরণার্থত্বম্‌', অর্থাৎ, সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ পূরণার্থক হয়ে থাকে, যেমন 'ত্রিভাগশেষা নিশা, অর্থাৎ যে-রাত পোয়াতে আর এক-তৃতীয়াংশ বাকি আছে।

৮৯. নিশাসময়েনেব…কর্ণপল্লবাহতমুখেন—শ্লিষ্ট উপমা দিয়ে গন্ধমাদনের বর্ণনা। প্রতিমা—১) প্রতিচ্ছবি, ২) হাতির দুই দাঁতের মাঝখান।

৯০. মন্দুরা—আস্তাবল। হর্ষচরিতে হর্ষের মন্দুরার বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

৯১. …মধুর-সরস…—পা. মধু-রস-লব-লুলিত।

৯২. শাদা পাগড়ি যেন ঝরণা। মুকুটের মণিরত্নের, বিশেষ করে পদ্মরাগের, রঙীন আলো যেন সকালের রাঙা-রোদ।

৯৩. অষ্টাপদ—পাশার ছক (শব্দকল্পদ্রুম)। বাণ দাবা অর্থে ব্যবহার করেছেন। দ্র. অষ্টাপদানাং চতুরঙ্গকল্পনা (হর্ষচরিত)। চতুরঙ্গ-কল্পনা দাবাতেই হয়ে-থাকে।

৯৪. সপ্ততন্ত্রী—বীণা।

৯৫. 'রাজার রচিত কাব্য' সুস্পষ্টভাবে হর্ষেরই ইঙ্গিত। চূড়ান্ত তোষামোদের দৃষ্টান্ত এ-রাজসভা হর্ষের বলেই মনে হয়। ভাবনা—criticism, সাহিত্যরস-বিচার। যেমন, ভাবক—critic (দ্র. টীকা, শ্লোক-ভূমিকা ৫-৭)

৯৬. কার্পেট—Kale। বিচিত্র কম্বল—সিদ্ধান্তবাগীশ। হাতীর পিঠের ঝুল—শব্দকল্পদ্রুম। বাণ হাতির পিঠের আবরণ এবং গালচে-জাতীয় বিচিত্র আস্তরণ দুই অর্থেই ব্যবহার করেছেন। এখানে দ্বিতীয় অর্থটি হবে। >কাঁথা ?

৯৭. পরে অনবধানতাবশত বলেছেন, চন্দ্রাপীড় কিন্নর কখনো দেখে নি (দ্র. ১৯৭)

৯৮. বনহরিণ···—পা. ভবনহরিণ। সদ্য-ধরে-আনা বনহরিণদের দাবানল-ভীতি স্বাভাবিক। পোষারা অভ্যস্ত। তাই 'বনহরিণ' পাঠটিই মনে হয় সঙ্গত-তর।

৯৯. স্থলোৎপলিনীবন—যখন হাওয়ায় পদ্মের বন নড়ে-চড়ে, তখন পদ্মপাতার ওলট-পালটে ঠিক মনে হয় ঝাঁক ঝাঁক ধূসরপক্ষ পায়রা নড়াচড়া করছে।

১০০. অন্তঃপুরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মধুর সহাস্য ছবি।

১০১. অবলুপ্ত-ভবন-দাড়িমীফলৈঃ আখণ্ডিতাঙ্গন-সহকার-পল্লবৈঃ—এ দুটি একই সঙ্গে বহুব্রীহি ও কর্মধারয় সমাস। বহুব্রীহিতে বানরের বিশেষণ—ঐরকম বানরেরা। কর্মধারয়ে করণ—ঐসব ডালিম এবং আমের পাতা ছুঁড়ে ছুঁড়ে।

১০২. জলধরসনাথমিব···শালভঞ্জিকাভিঃ—উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে রাজবাড়ির বর্ণনা।

১০৩. শিবভবনমিব···ভ্রমনঙ্গলোকম্—শ্লিষ্ট (কোথাও অশ্লিষ্টও) উপমা ও বিরোধাভাস দিয়ে রাজবাড়ির অদ্ভুত বর্ণনা।

১০৪. উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য কেমন হবে সে-সম্পর্কে অভিমত দিলেন উপমাচ্ছলে। এ-যেন কাদম্বরী-কাব্যেরই এক-টুকরো বর্ণনা।

১০৫. মৃদুকর—হর্ষের শাসন-কৌশলের ইঙ্গিত।

১০৬. ব্রহ্মাণ্ড—যে আদিম হিরণ্ময় অণ্ডের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল বলে কল্পনা করা হয়।

১০৭. শূর—১) বসুদেব ও কুন্তীর পিতা। এইজন্যই কৃষ্ণ হলেন শৌরি অর্থাৎ শূরের বংশধর। ২) বীর।
ভীম—১) যদুবংশীয় কোন বীর ? ২) ভয়ংকর।
পুরুষোত্তম—১) কৃষ্ণ, ২) পুরুষশ্রেষ্ঠ।
বল—১) বলরাম, ২) সৈন্য।

১০৮. বাণাসুরের মেয়ে উষা স্বপ্নে পরমসুন্দর এক তরুণকে দেখে ব্যাকুল হন। তখন তাঁর অদ্ভুত প্রতিভাময়ী চিত্রকরী সখী চিত্রলেখা ত্রিভুবনের বিশিষ্ট পুরুষদের ছবি এঁকে-এঁকে উষার স্বপ্নে-দেখা মানুষটির পরিচয় আবিষ্কার করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। পরে চিত্রলেখারই বুদ্ধিতে ও কৌশলে উভয়ের মিলন ঘটে।

১০৯. বৃহৎকথার গল্প। কথাসরিৎসাগরে আছে।

১১০. প্রাগ্বংশ—সোমযজ্ঞে নির্মিত বিশেষ যজ্ঞশালা। চালের মাঝখানের বাঁশ পশ্চিম থেকে পূবে বিস্তৃত হত, তাই নাম প্রাগ্ বা প্রাচীন (পূবমুখো)-বংশ।

১১১. গান্ধিকভবনমিব······বিবিধশ্বাপদ-দ্বিজোপঘুষ্টম্—এই উপমাগুলি শ্লিষ্ট নয়। বিশেষণগুলির উভয়ত্র একই অর্থ। শুধু, 'দ্বিজ' শব্দের অর্থ রাজবাড়ির পক্ষে ব্রাহ্মণও হতে পারে।

১১২. বাণের জ্যোতিষপ্রিয়তা তথা ঐ শাস্ত্রে অধিকারের প্রমাণ কাদম্বরীতে ছড়ানো। তারই আর একটি দৃষ্টান্ত। কলা একমতে অহোরাত্রের $\frac{১}{৯০০}$ ভাগ বা ১ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড (বঙ্গীয় শব্দকোষ)। ভাগ—১) কলার ভাগ বা অংশ ২) রাশির $\frac{১}{৩০}$ ভাগ। রাজপুরীর পক্ষে 'কলাভাগ' মানে বিবিধরকমের কলা, arts.

১১৩. আবার ভাবক (critic) বাণভট্ট। বর্ণনাটি কাদম্বরী-কাব্য সম্পর্কে পুরোপুরি খাটে।

১১৪. দৃশ্যমানচন্দ্রাপীড়োদয়ম্, বলভদ্রমিব কাদম্বরী-রস-বিশেষ-বর্ণনাকুল-মতি—নিজের কাব্যের ও নায়ক-নায়িকার উল্লেখ করছেন সুকৌশলে শ্লেষের আড়ালে। এবার থেকে গল্পে চন্দ্রাপীড়ের প্রাধান্য—এ অর্থও সূচিত হচ্ছে। কাদম্বরী—১) কদম্বফুলের সুরা ২) যে-কোন সুরা ৩) কাদম্বরী কাব্য। বলভদ্র—১) বলরাম, তাছাড়া, অনুমান করতে ইচ্ছে করে, ২) কাদম্বরী-কাব্যের বিশেষ সমঝদার বাণের কোন প্রিয়বন্ধু। রাজবাড়ির লোকেরা কাদম্বরী-কাব্যের রসমুগ্ধ ছিল, এ-অর্থও নিশ্চয় অভিপ্রেত। এ মুগ্ধতা কি ভবিষ্যতে যা ঘটবে, তার আন্দাজ? না, লিখতে লিখতে পড়ে শোনাতেন, তার গুণগ্রহণ দেখে লেখা? কেননা, কাব্য এখন মাত্র মাঝপথে। দ্র. ভূমিকা, কাদম্বরী-কাব্য-রহস্য।

১১৫. পদ্মাসন—১) পদ্মা অর্থাৎ লক্ষ্মীর আসন যিনি, বিষ্ণু। ২) পদ্মাসনোপবিষ্ট বুদ্ধ। সে-সময়কার বৌদ্ধপ্রাধান্য সূচিত হচ্ছে।

১১৬. শ্বেতকেতু......আবার কাহিনীর পাত্রের উল্লেখ। পুণ্ডরীকের পিতা।

১১৭. দুটি বর্ষকে যা আলাদা করে।

১১৮. আবার কাহিনীর ইঙ্গিত। কাদম্বরী হেমকূটের রাজার মেয়ে। শৃঙ্গীহেমকূটের দ্বিতীয় অর্থ সোনার চূড়ো (শৃঙ্গযুক্ত সোনার রাশি)।

১১৯. বিনোদন—entertainment.

১২০. বেতের চেয়ার বা টুল। ক্ষুদ্রখট্টা (শব্দকল্পদ্রুম)। গুরুযন্ত্রণা—১) গুরুদের নিয়ন্ত্রণ ২) বিষম যন্ত্রণা।

১২১. বিনয়...ধর্মপট—বৌদ্ধভিক্ষুদের আচরিতব্য নিয়মাবলীকে বলে বিনয়, যার সংগ্রহগ্রন্থের নাম বিনয়পিটক। ধর্মপট—যে-কাপড়ে ধর্মের অনুশাসন লেখা হয়। ভিক্ষুদের চীবরগুলি যেন চীবর নয়, ধর্মপটকেই তাঁরা গায়ে জড়িয়েছেন, এতই তাঁদের ধর্ম তথা বিনয়ের প্রতি অনুরাগ। তু. নামাবলী।

১২২. এঁরা লাল কাপড় পরেন, তাই রক্ত-পট নাম। পরেও এঁদের উল্লেখ আছে। দ্র. ৩২৮।

১২৩. শৈবসম্প্রদায়।

১২৪. বাণের কৌতুকের একজন অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র (favourite subject) হচ্ছেন লক্ষ্মী। কৌতুকের প্রয়োজনে লক্ষ্মী কখনো একনিষ্ঠা, কখনো বহুচারিণী (দ্র তারাপীড়ের বর্ণনা—নির্ব্যাজম্ আলিঙ্গিতো লক্ষ্ম্যা)।

১২৫. বড় সভাঘর, রাজভবনের বৈঠকখানা। পরে কাদম্বরী-প্রসঙ্গেও উল্লেখ। দ্রঃ ৩০২।

১২৬. উন্মুক্তপাদম্—৩টি অর্থ ১) পা থেকে খসে-পড়া ২) কিরণ-হীন ৩) যার কিরণ ওপর দিকে ছড়ানো।

১২৭. ববাম—সূর্য রক্ত-বমি করল। বমন, নিষ্ঠীবন, উদ্গার ইত্যাদি মুখ্য অর্থে জুগুপ্সাকর এবং সাহিত্যে গ্রাম্য প্রয়োগ বলে গণ্য। কিন্তু গৌণ-অর্থে এদের প্রয়োগ অতি সুন্দর বলে মনে করা হয়। নিষ্ঠ্যূত-উদ্গীর্ণ-বান্তাদি গৌণবৃত্তি-ব্যাপাশ্রয়ম্। অতিসুন্দরম্, অন্যত্র গ্রাম্যকক্ষাং বিগাহতে॥

১২৮. যে খুব সাজতে-গুজতে ভালবাসে, যথা—মেয়েটা খুব ভাবুনে হয়েছে। 'বিলাসিনী'র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বেশ মানায়।

১২৯. দলা-পাকানো নৈবেদ্য।

১৩০. পদাতিক>পাইক।

১৩১. চন্দ্রাপীড়ের অমানুষিক শারীরিক বলের বর্ণনা আগেই গেছে।

১৩২. খলীন—লাগামের যে অংশ মুখের মধ্যে থাকে। কাঁড়য়াল।

১৩৩. মহাপ্রতীহার—হেড-দারোয়ান!

১৩৪. আহার-মণ্ডপ—Dining-hall.

১৩৫. এ যেন anti-climax. কৌতুক বলব? না, বাস্তবানুগতি? পানের ছোপের এই খুঁটিনাটি পরে কেয়ূরক (২৯২) এবং কাদম্বরী-বর্ণনাতেও (৩৩৪) আছে। বাণভট্ট বোধহয় বেশী পান-খাওয়া পছন্দ করতেন না!

১৩৬. রাধেয়-রাজলক্ষ্ম্যা ইব……কনকপত্রালঙ্কৃতয়া—বাণের অভ্যস্ত শৈলীতে শ্লিষ্ট উপমা দিয়ে পত্রলেখার বর্ণনা।

১৩৭. চরণ—(১) বেদাধ্যায়ীদের সম্প্রদায়, school of vedic study. ২) পা।

১৩৮. যজ্ঞবেদির মাঝখানটি সরু হয়।

১৩৯. কানের গয়না।

১৪০. মথুরানাথ শাস্ত্রীর অনুমান, এটি আধুনিক কুলু।

১৪১. পানের বাটা বয় যে, অতি অন্তরঙ্গ, P. A.-র মত।

১৪২. অর্থাৎ শুধু দাঁড়িয়ে-বসে দ্বার-পালন (দরজা-আগলানো) নয়, এ ধরণের দায়িত্বপূর্ণ কাজও দ্বারপালদের করতে হত।

১৪৩. কাদম্বরীর মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক না থাকলেও, এই 'শুকনাসের উপদেশ' কাদম্বরী-কাব্যের একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অংশ। এটি হল বাণের রাজা এবং রাজনীতি-সংক্রান্ত যাবতীয় তিক্ত অভিজ্ঞতার নির্যাস। বলার ভঙ্গীটিও বড় চমৎকার, ব্যঙ্গে কৌতুকে শ্লেষে অলঙ্কারে উজ্জ্বল।

১৪৪. চোখের একরকম রোগ (ছানি নয়), যাতে আংশিক অন্ধত্ব আসে। বিশেষভাবে প্রস্তুত অঞ্জন শলাকা দিয়ে লাগিয়ে লাগিয়ে সারাতে হয়। তু. অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন……অজ্ঞান-রূপ তিমির রোগে (অন্ধকারে নয়) যে অন্ধ, তার চোখ যিনি খুলে দিয়েছেন জ্ঞান-রূপ কাজল-কাঠি দিয়ে।

১৪৫. শ্লেষ—১) রাজ্যসুখসন্নিপাত-নিদ্রা, সন্নিপাত=সমবায়। ২) রাজ্যসুখ-সন্নিপাতনিদ্রা, রাজ্যসুখরূপ সান্নিপাতিক কালনিদ্রা, সন্নিপাত=বায়ু-পিত্ত-কফের বিশৃঙ্খলা।

১৪৬. গর্ভেশ্বরত্বম্—কিছুটা 'born with a silver spoon in the mouth' এর

মতো। তবে এটি বেশী ব্যাপক, শুধু ধনশালিতার ইঙ্গিত নয়, 'ঈশ্বর' বলতে রাজা, হুজুর, মালিক, ধনী সবই বোঝায়।

১৪৭. মহতী ইয়ম্ অনর্থ-পরম্পরা—মহতাম্ অনর্থানাং পরম্পরা এই অর্থে একটু খাপছাড়া সমাস, যাকে বলা চলতে পারে 'সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাত্ সমাসঃ'।

১৪৮. সমুদ্ভূতরজোভ্রান্তিঃ—শ্লিষ্ট। ১) রজঃ—ধুলো। ভ্রান্তি—ঘূর্ণি। ধুলোর ঘূর্ণি ওড়ানো ঝড়। ২) রজঃ—আসক্তি; রঙীন নেশা। ভ্রান্তি—ঘূর্ণি এবং ভুল। নেশা লাগিয়ে, মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে উদ্ভ্রান্ত করে এবং ঘুরপাক খাওয়ায় যে প্রকৃতি।

১৪৯. কল্যাণাভিনিবেশী—কল্যাণে যার অভিনিবেশ আছে, যার মতিগতি ভাল। একরকমের ভদ্রতাসূচক সম্ভাষণ। পরে মহাশ্বেতাও বলেছে চন্দ্রাপীড়কে। দ্র. ২৪৮।

১৫০. লক্ষ্মী যে বাণভট্টের ব্যঙ্গ-কৌতুকের প্রিয়-পাত্র, তার চরম দৃষ্টান্ত পরবর্তী অংশটি।

১৫১. অদ্ভুত কল্পনা। লক্ষ্মী চঞ্চলা, অতএব ভ্রমরীর সঙ্গে তুলনীয়া। কিন্তু এ-ভ্রমরী ঘুরে বেড়ান কোন্ পদ্মবনে? না, উৎকৃষ্ট যোদ্ধারা বাঁই বাঁই করে তরোয়াল ঘুরিয়ে যে মণ্ডলাকার ডাঁটি-উঁচু পদ্মবনের মত বস্তুটি রচনা করে, সেইখানে। অর্থাৎ ভাল যোদ্ধা না হলে সে লক্ষ্মীলাভ করতে পারে না। আবার একবার লক্ষ্মীকে লাভ করার পর তিনি যে তার কাছেই থাকবেন, তার কোনই স্থিরতা নেই। কেননা, তিনি হচ্ছেন…উৎপলবন-বিভ্রম-ভ্রমরী। ফরফর করে ঘুরছেন একবার এ-ফুলে, একবার ও-ফুলে। 'বিভ্রম' (অনুবাদে 'ফর্‌ফরে') শব্দটি তাঁর ভ্রমণশীলতা এবং চাঞ্চল্য-চাপল্য coquetry দুটোকেই বোঝাচ্ছে।

১৫২. অদ্ভুত আশ্চর্য কল্পনা।

১৫৩. দৃঢ়গুণপাশ……গুণের ৩টি অর্থ ১) দড়ি ২) চরিত্রগত শৌর্যবীর্যাদি গুণ ৩) সন্ধি-বিগ্রহ-যান-আসন-দ্বৈধীভাব-সংশ্রয় এই ছটি বৈদেশিক নীতি। অর্থাৎ, রাজার যতই গুণ থাক না কেন, তাঁর বৈদেশিক নীতি যতই সুষ্ঠু-সুদৃঢ় হোক না কেন, লক্ষ্মীকে তিনি ধরে-বেঁধে রাখতে পারবেন না।

১৫৪. প্রকৃতির খেয়ালে আকাশে দৃশ্যমান মায়া-নগর। সংস্কৃত সাহিত্যে খুব উল্লেখ আছে। হরিশ্চন্দ্র-পুরীও বলা হয় একে। ইদানীং বোধহয় দেখা যায় না!

১৫৫. অদ্যাপি……নারায়ণমূর্তিম্—পরপর কয়েকটি চমৎকার উৎপ্রেক্ষা। শেষেরটি চরম। বাণের গদ্যছন্দের আর এক দৃষ্টান্ত।

১৫৬. অপ্রত্যয়বহুলা……উন্মত্তীকরোতি—অভ্যস্ত ভঙ্গিতে শ্লিষ্ট উপমায় লক্ষ্মী-বর্ণনা। 'অপ্রত্যয়বহুলা' পদটিও শ্লিষ্ট।

১৫৭. মূল-দণ্ড-কোষ-মণ্ডল—১) রাজার পক্ষে, মূল—পৈতৃক রাজ্য, দণ্ড—সেনা, কোষ—ধন, মণ্ডল—মিত্রবর্গ। ২) পদ্মের পক্ষে, মূল—শেকড়, দণ্ড—ডাঁটি, নাল, কোষ—মাঝখান, মণ্ডল—বিস্তার। পদ্মের পক্ষে লক্ষ্মীর অর্থ শোভা।

১৫৮. বিটপক—১) শাখা ২) দুষ্টলোক।
১৫৯. বসু—১) অষ্টবসু ২) ধন।
১৬০. আবার জ্যোতির্বিদ বাণ। এক একটি রাশিতে সূর্যের সংক্রান্তি বা গমন হয়। আবার অয়ন-অনুসারে কর্কট ও মকরসংক্রান্তি হয়।
১৬১. উচ্চারণে 'মহান্ধকার' অর্থও আসবে।
১৬২. ১) ভীমের মত ২) ভয়ংকর।
১৬৩. উষ্মাণম্ আরোপয়ন্তী অপি……কলুষীকরোতি—বিরোধাভাস দিয়ে লক্ষ্মীর বর্ণনা।
১৬৪. ইয়ং সংবর্ধনবারিধারা……ধর্মেন্দুমণ্ডলস্য—রূপক অলংকার।
১৬৫. বর্ষাগমে মানসে যায় হাঁসেরা। লক্ষ্মী এলে সব গুণ উড়ে যায়, তাই তাঁকে অকালবর্ষা বলা হল।
১৬৬. যৌবন-নিন্দা এবং লক্ষ্মী-নিন্দার পর এইটি শুকনাস-উপদেশের তৃতীয় অংশ—লক্ষ্মীকবলিত রাজাদের নিন্দা। বিক্লব>ক্যাব্লা।
১৬৭. অভিষেকসময়ে……পরামৃশ্যতে যশঃ—এক ঝাঁক উৎপ্রেক্ষা। নিশ্চয় কোন উদ্ধত অভিষেক-উৎসবে উপস্থিত ছিলেন বাণ।
১৬৮. অদ্ভুত উপমা। পক্ষি-পর্যবেক্ষণের প্রমাণ।
১৬৯. ১) কুসুম-রজোবিকারৈঃ—কুসুম নেত্ররোগবিশেষ, তার মত রজোগুণের বিকৃতির ফলে ২) কুসুমরজো-বিকারৈঃ—ফুলরেণু পড়ার ফলে।
১৭০. অকালের ফুল মহা অমঙ্গলের সূচক।
১৭১. রাজাদের ঘিরে থাকে যে তোষামুদের দল, এবং তাদের পাল্লায় পড়ে তাঁদের কি অবস্থা হয়, তার অদ্ভুত একটি ব্যঙ্গচিত্র দিচ্ছেন। বিনোদ—relaxation.
১৭২. বাণ প্রতিশব্দের রাজা। অতিসূক্ষ্ম ব্যবধানে প্রতিশব্দ দিতে দিতে এমন অনেক রামধনু বাণ রচনা করেছেন কাদম্বরীময়। এ-ও বাণের গদ্যছন্দের এক নমুনা।
১৭৩. খলীকরোতি—১) খল করেন। খল = দুষ্ট। ২) নিষ্পিষ্ট করেন। খল = ধান প্রভৃতি মাড়াই হয় যেখানে।
১৭৪. পর পর নয়টি ঘেঁষাঘেঁষি-অর্থের শব্দ দিয়ে 'উৎপ্রেক্ষিত' রামধনু-রচনা। দ্র. ১৭২।
১৭৫. অথবা শেখর, গোরোচনা ও কর্ণপূর দিল অন্য প্রসাধনকারিণীরা।
১৭৬. অভিষেকের ঠিক পরেই দিগ্বিজয়-প্রস্থান, ঠিক যেন বিয়ের পরেই মধুচন্দ্রমা!
১৭৭. শুধু দেবতা নয়, তাঁদের বাহনদের নিয়েও কৌতুক করতে ভালোবাসেন বাণ।
১৭৮. সহ দ্বিষতাং শ্রিয়া সঞ্চচাল—সহোক্তি অলংকার। চন্দ্রাপীড়ই শুধু 'সঞ্চলন' করল না, সেই সঙ্গে চঞ্চলা হয়ে উঠলেন শত্রুকুল লক্ষ্মীও। অর্থাৎ দিগ্বিজয়-যাত্রার আগেই রাজাদের সিংহাসন নড়িয়ে দিল চন্দ্রাপীড়। যাত্রার বর্ণনাটি এত জীবন্ত, মনে হয় হর্ষেরই কোন দিগ্বিজয়-যাত্রার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এটি।
১৭৯. রাবণ কুবেরকে হারিয়ে দিয়ে পুষ্পকরথটি কেড়ে নিয়ে তাতে চড়ে কৈলাসের দিকে আসতেই শিব তার গতিরোধ করলেন। নন্দী তাকে বলল স্থান-ত্যাগ

করতে। রাবণ তখন রাগে বিশহাত দিয়ে কৈলাস-পাহাড়টাকেই তুলে ফেলল। তারপর অবশ্য শিব বাঁ পায়ের বুড়ো-আঙুল দিয়ে কৈলাসকে বসিয়ে দিয়ে রাবণের দর্প চূর্ণ করলেন।

১৮০. এমনিতেই হাতি বাণভট্টের প্রিয় পশু। তার মদধারা, ঘুরে তাকানো, চটাস চটাস কান নাড়ানো, বাহারে শুঁড় লালচে-ডগা, দাঁত দুখানি, ল্যাজের আগা—সবই তিনি লক্ষ্য এবং বর্ণনা করেছেন। তার ওপর রাজহস্তীর সাজ-পোষাক জাঁকজমক নক্ষত্রমালা শাঁখের গয়না—সবই তিনি জমিয়ে রসিয়ে বলেছেন, কোথাও সোজাসুজি, কোথাও উপমান হিসেবে। আর গন্ধমাদন তো হস্তিরাজ! কাজেই তার খুঁটিনাটি বর্ণনায় তাঁর এবং তাঁর প্রতিভার বিশেষ স্ফূর্তি! দ্র. গন্ধমাদনের পূর্ববর্ণনা, ৮৭।

১৮১. অবচূল—পতাকার অধো-লম্বিত ঝালর। ধ্বজাগ্রবন্ধাধোমুখবস্ত্রম্—শব্দকল্পদ্রুম কারো কারো মতে অলঙ্কার বিশেষ, হাতির সাজ।

১৮২. ফুলের মত নয়, কুঁড়ির মত কাঁটা-কাঁটা হয়ে। দ্র. ৩১।

১৮৩. প্রস্থানকালীন মঙ্গলানুষ্ঠান।

১৮৪. আভরণ-দ্যুতির অপূর্ব বর্ণনা। দ্র. ৮৬।

১৮৫. মাঝে মাঝে বাণ-বাণী হয়ে যান ময়-ময়ী! অর্থাৎ ময়ট্-প্রত্যয়ে ভরা! তখন তাঁর ময়ের চলন, ময়ের বলন, ময়ের অলঙ্কার। দ্র. ৭৮।

১৮৬. মহাবিনাশ-সূচক দুর্লক্ষণগুলির একটি—আকাশে একাধিক চাঁদের দর্শন। সেক্স্পীয়ার থেকে Kale-র উদ্ধৃতি—

Hubert—My lord, they say five moons were seen to night,
Four fixed, and the fifth did whirl about
The other four in wondrous motion.
King John—Five moons!
Hubert—Old men and bedlams in the streets
Do prophesy upon it dangerously.
(King John, Act IV, scene III)

১৮৭. মদমত্ত অবস্থায় হাতি নাকি নিজের মদগন্ধ ছাড়া আর কোন গন্ধ পায় না।

১৮৮. শব্দের খুটিনাটি লক্ষ্য করায় এবং বর্ণনায় বাণ সিদ্ধকর্ণ এবং সিদ্ধহস্ত দ্র. শূদ্রকের সভাভঙ্গ-বর্ণনা।

১৮৯. বাণভট্টেও এ-ধূলিবর্ণনার কোন তুলনা নেই।

১৯০. ধূসর অথবা রঙ-বেরঙা।

১৯১. মাটির নিচের ঘর। তু. গুজরাতী ভঁয়্-তড়িয়ো (ভূমি-তল)। basement.

১৯২. রাবণ, কংস ইত্যাদির ভার নামানোর প্রার্থনা জানাতে আগে স্ব-রূপে গিয়েছিল, এখন চলেছে ধূলির রূপ ধরে।

১৯৩. দ্বীপান্তর—মহাদেশ।

১৯৪. এখানে দুর্গ-অর্থে এবড়ো-খেবড়ো জমি, fort নয়, কেননা এটি যাত্রাপথের বর্ণনা। দিগ্বিজয় পরের অনুচ্ছেদে।

১৯৫. কণ্টক—ক্ষুদ্রশত্রু।
১৯৬. অর্থাৎ প্রোপাগ্যান্ডা করাল।
১৯৭. কথাটা পুরোপুরি ঠিক হল না। রাজবাড়িতে ধরে-আনা কিন্নরমিথুন ছিল (দ্র. ৯৭)। তবে এরকম খোলামেলায় স্বাধীন কিন্নরমিথুন দর্শন এই প্রথম।
১৯৮. তৃণ-উলপ। উলপ—বাবুই ঘাস, উলুখড়, বিস্তীর্ণা-লতা।
১৯৯. অন্য নাম 'অশ্ম-ঘ্ন'। পাথুরী রোগ সারিয়ে দেয় বলে এই নাম।
২০০. টঙ্কন—টাঙ্গন ঘোড়া, সোহাগা। 'টঙ্ক' শব্দের অর্থ শাবল, > শাবলের মত ঘোড়ার খুরে, এরকম অর্থ কেউ কেউ করেছেন।
২০১. কেউ বলেন চকোর। কিন্তু কৌটিল্য জীবঞ্জীবক ও চকোরের ওপর বিষদর্শনের প্রতিক্রিয়া আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন—জীবঞ্জীবক ম্লান হয়ে যায়, চকোরের চোখ লাল হয়ে যায়। এইভাবে বিষ-পরীক্ষার যন্ত্রের মত কাজ ক'রে মানুষকে বাঁচায় বলে নাম 'জীবং-জীবক'।
২০২. সম্ভবত বুনো আদিবাসী।
২০৩. গন্ধক (শব্দকল্পদ্রুম)।
২০৪. কবি নিজেই বর্ণনা করছেন, অতএব চন্দ্রাপীড় নাম জানল কি করে, এ প্রশ্ন ওঠে না। আগে শবরসেনাপতির বর্ণনায় শুক নিজমুখে 'মাতঙ্গ' নামটি বলেছিল, তাই 'নামটা অবশ্য পরে জেনেছিলুম'—এটুকু যোগ করেছে। অচ্ছোদ—যার 'উদ' (উদক) অর্থাৎ জল 'অচ্ছ' অর্থাৎ স্বচ্ছ। স্বচ্ছসলিল। পরে চন্দ্রাপীড় বলছে, অচ্ছোদ পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। অচ্ছোদ-বর্ণনাও তাই। পড়তে পড়তে দেখা যায়, শোনা যায়, শোঁকা যায়, আস্বাদন করা যায়, শীতল স্পর্শের অনুভূতি হয়। আগে বর্ণিত পম্পাসরোবর হল পৃথিবীর। আর এ অচ্ছোদ হল দেবভূমির। এ বর্ণনার পর্দা (সুরসপ্তক) আলাদা, দেবতাত্মা হিমালয়ের সুরে বাঁধা। যেমন তপোবনের সন্ধ্যা আর রাজধানীর সন্ধ্যা—একটি বৈরাগী কল্যাণ, আর একটি বসন্তবাহার।
২০৫. যৌবনম্ ইব...অদৃষ্টান্তম্—অভ্যস্ত শৈলীতে শ্লিষ্ট উপমায় অচ্ছোদ-বর্ণনা।
২০৬. উৎকলিকা—১) উৎকণ্ঠা, হা-হুতাশ ২) ঢেউ, কুঁড়ি।
২০৭. লক্ষণ—চিহ্ন। লক্ষণা—সারসী। হরিবংশে গল্প আছে, ময়াসুরের পুত্র ক্রৌঞ্চকে বধ করেছিলেন কার্তিক।
২০৮. ১) পাণ্ডুকুল অর্থাৎ পাণ্ডবদের পক্ষ, আর ধার্তরাষ্ট্র-কুল অর্থাৎ কৌরবদের পক্ষ। ২) 'পাণ্ডু' অর্থাৎ শাদা 'ধার্তরাষ্ট্র' অর্থাৎ ঠোঁট-পা-কালো হাঁসবিশেষের 'কুল' অর্থাৎ ঝাঁক। 'পক্ষ'—পাখা।
২০৯. হরি—১) কৃষ্ণ ২) বানর।
২১০. পুণ্ডরীক—১) শ্বেতপদ্ম ২) বাঘ।
২১১. কুবলয়াপীড়—১) হাতিটির নাম ২) কুবলয় অর্থাৎ নীলপদ্মের আপীড়—শেখর।
২১২. নাগ—১) হাতি ২) সাপ। পয়ঃ—১) জল ২) দুধ।
২১৩. বাণের 'দিব্য'-কৌতুকের একটি চরম নমুনা। দ্র. কথামুখ ৬। পরিকলিত—পরি-√কল্—গেলা।

২১৪. কারা এরা ?—Kale-র অনুমান, mermaids।

২১৫. ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী, চণ্ডী (ঐন্দ্রী) বারাহী বৈষ্ণবী তথা।
কৌমারী চৈব চামুণ্ডা চর্চিকেত্যষ্টমাতরঃ ॥
ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, চণ্ডী বা ঐন্দ্রী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, চামুণ্ডা ও চর্চিকা —এই অষ্ট মাতৃকা।

২১৬. এ যেন গণেশের সঙ্গে খুনসুটি!

২১৭. জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ কিন্নরবর্ষ হরিবর্ষ ইত্যাদি নয়টি বর্ষ। উত্তর কুরু তার একটি।

২১৮. শুধু চন্দ্রাপীড় নয়, কবিও প্রবেশ করছেন তাঁর কাব্যের মর্মস্থলে (দ্র. ভূমিকা) এ-হাওয়ায় তারি বারতা।

২১৯. সিদ্ধায়তন—জাগ্রত দেবতার মন্দির, যেখানে লোকের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

২২০. সুগন্ধি গাছ, প্রতি গাঁটে পাতা হয়, কস্তুরী হরিণের প্রিয়খাদ্য।

২২১. ইন্দ্রায়ুধৈরিব……দৃষ্টিহারিভিঃ—অভ্যস্ত রীতিতে শ্লিষ্ট উপমা দিয়ে পাদপ-বর্ণনা।
ঘন—১) মেঘ ২) ঘেঁষ-ঘেঁষ।

২২২. বনবাসী তাপস নয়, ভবনবাসী—কাজেই আসবাবপত্র ঘরদোর সবই গোছানো। একাধিকবার এঁদের উল্লেখ করেছেন বাণ, কখনো সকৌতুকে।

২২৩. প্রবাল—১) বিদ্রুম ২) কিসলয়।

২২৪. দ্র. ৩৭।

২২৫. চিত্র—১) ছবি ২) বিস্ময়কর, চমৎকার। পত্র—১) যানবাহন ২) পালক, ডানা।

২২৬. পুন্নাগ—১) নাগকেশর ২) বড় বড় যোদ্ধা ৩) পুং-নাগ, পুরুষ-হাতি।
শিলীমুখ—১) ভ্রমর ২) বাণ।

২২৭. বাল-পল্লব—১) ল্যাজের চুলের গোছা ২) কচিপাতা।

২২৮. গুল্ম—১) সৈন্যদের ঘাঁটি, ২) ঝোপ।

২২৯. অথবা, কোন ব্যঙ্গ নেই, শুধু 'বানরের মত' অর্থ। কুঁচফল স্যাকরা-জহুরীরা ওজনে ব্যবহার করে।

২৩০. উৎ-শিখ শিখী—১) ঊর্ধ্ব-শিখা আগুন ২) ঝুঁটি-তোলা ময়ূর।

২৩১. দীক্ষিতকে কতগুলি নিয়মপালন করতে হয় যজ্ঞান্ত পর্যন্ত। তার মধ্যে একটি হল নোখ দিয়ে না চুলকে কৃষ্ণসারের শিং দিয়ে চুলকোন।

২৩২. দ্র. ২২২। ১) জটাল-বালক-মণ্ডল, ২) জটা-আলবালক-মণ্ডল।

২৩৩. মুক্তাশিলা—'Moon-stone জাতীয় পাথর। এর দ্বারা শিবলিঙ্গ তৈরীর কথা গোপীমোহন ঠাকুর সম্পাদিত শিলাচক্রার্থবোধিনীতে আছে। এখনও তীর্থস্থানে কাঁচের মত নীলচে শাদা পাথরে তৈরী শিবলিঙ্গ বিক্রি হয়।' —কল্যাণী দত্ত।

২৩৪. বিভ্রম—১) ভ্রম ২) সৌন্দর্য। অনেকবারই দ্ব্যর্থকভাবে শব্দটি ব্যবহার করেছেন বাণ।

২৩৫. সর্বকালের দ্রষ্টা কবিদের মত বাণভট্টেরও কল্পনায় দেখা দিয়েছে মানুষের তথা

পৃথিবীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎকে বাণ তিনবার তিনটি নামে অভিহিত করেছেন—১) কৃত বা সত্যযুগ ১) নারীযুগ (দ্র. হেমকূটের কন্যান্তঃপুরের বর্ণনা, ২৯৫) ৩) মন্মথযুগ বা প্রেমযুগ (দ্র. পত্রলেখার কাদম্বরীপ্রেমবর্ণনা ৩৬৭)

২৩৬. হারলতয়েব···অনেকভাবনানুবিদ্ধয়া—শ্লিষ্ট উপমা দিয়ে গানের বর্ণনা। 'ভাবনা' মীমাংসাদর্শনের একটি পারিভাষিক শব্দ। যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্তির প্রেরণা-মূলক শব্দার্থকে বলে ভাবনা। যেমন 'যজেত স্বর্গকামঃ' (যে স্বর্গ চায় সে যজ্ঞ করবে) এখানে 'যজেত' পদটি ভাবনা-যুক্ত।
ভাবনা-শব্দের অন্য অর্থ ভক্তিভাব।
বিপঞ্চী—নবতন্ত্রী-বীণা যা 'কোণ' দিয়ে বাজানো হত। সপ্ততন্ত্রী ভবেচ্চিত্রা বিপঞ্চী নবতন্ত্রিকা। বিপঞ্চী কোণবাদ্যা স্যাচ্চিত্রা চাঙ্গুলিবাদনা॥

২৩৭. অমরাপগাম্ ইব······তচ্ছায়ানুলিপ্তভূতলাম্—শ্লিষ্ট উপমা দিয়ে মহাশ্বেতার বর্ণনা।

২৩৮. অপ্রাকৃতা—১) অপার্থিব ২) প্রাকৃত ভাষা নয়। যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তিকে সংস্কৃতে কথা বলতে হয়। দ্র. ২৩১।

২৩৯. রাগ—১) রং, লাল রং ২) আসক্তি।

২৪০. কাব্যশাস্ত্রী বাণভট্ট। দ্র. ১০৪, ১১৩।

২৪১. পরে কিন্তু ফলাহারের কথাও বলা হয়েছে।

২৪২. যতিগণোচিতমাত্রা—১) পথ্যা, বিপুলা, চপলা ইত্যাদি নয় রকমের ভেদ-বিশিষ্ট (হলায়ুধের মতে আশীরকমের) মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নাম আর্যা। চার-মাত্রায় এক গণ হয়। যতি মানে বিরতি। যে-ছন্দে যত গণ এবং যেখানে যতি প্রয়োজন, সেই অনুসারে মাত্রাগুলি কল্পিত হয়। ২) যতিগণ—সন্ন্যাসীরা। তাঁদের মত 'মাত্রা' উপকরণ যার।

২৪৩. সব কটি বিশেষণই 'প্রগল্ভ' শব্দের অর্থ।

২৪৪. যোগপট্টিকা—ব্যাঘ্রচর্ম মৃগচর্ম বা সুতির চার-বিঘৎ (?) চওড়া ও পৈতের সমান লম্বা (চতুর্মাত্রপ্রবিস্তারং দৈর্ঘ্যেণ যজ্ঞসূত্রবত্) কাপড়, পিঠ এবং হাঁটু একসঙ্গে আঁট করে বেড় দিয়ে পরা হত। পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্ দৃঢ়ম্। পরিবেষ্ট্য যদ্ ঊর্ধ্বজ্ঞুস্ তিষ্ঠেত্ তদ্ যোগপট্টকম্॥

২৪৫. বিশাখিকা—শিকে।

২৪৬. প্রসীদ—Please, লক্ষীটি।

২৪৭. পাপ-বিনাশন। দ্র. শুকের আত্মকাহিনী, ৬২।

২৪৮. ভদ্রতাসূচক সম্ভাষণ। দ্র. ১৪৯।

২৪৯. প্রায়েণ······এর (নিশ্চয়···বোধহয়)—পরস্পরবিরোধী। দ্র. শুকের আত্ম-কাহিনী ৬১।

২৫০. অতিপ্রভূতম্—একগাদা! গুচ্ছের! করুণ কাহিনীর মধ্যেও হাসির ঝিলিক। পুরাণপাঠের সময় ঐ লম্বা নামের ফর্দ দেখে যে কৌতুক অনুভব করেছেন; সেটি মহাশ্বেতার মুখে বসিয়ে দিলেন। ভাগবতে আছে দক্ষ ও প্রসূতির ষোড়শ

কন্যার কথা (৪।১।৪৭)। মহাভারতে আছে, এঁর অন্য সাতাশ মেয়ে চন্দ্রের ও তেরোটি মেয়ে কশ্যপের পত্নী ছিলেন (১৬৫)। সবগুলি যোগ করলে ৫৬ দাঁড়ায় !

২৫১. অথবা, ভালবাসা এবং দুঃখকষ্ট।

২৫২. মধুমাস অর্থাৎ চৈত্রের মত এল বসন্তের প্রথম বাণী নিয়ে, নবীন পল্লবের মত ভরে উঠল থরে থরে, ফুলের মত ফুটে উঠল, ভ্রমরের মত গুঞ্জন করতে লাগল, মধু-মদের মত নেশা ধরিয়ে দিল। মালার মত গাঁথা এই অলংকারের নাম মালোপমা, বা রশনোপমা।

২৫৩. কালেয়ক—দারুহরিদ্রা।

২৫৪. ভাবটি এই—বসন্তের আগমনে অসহ্য বিরহে প্রোষিত-ভর্তৃকারা প্রাণত্যাগ করছে। নিষ্ঠুর মন্মথ সেই প্রাণবলি পেয়ে বিজয়োল্লাসে ধনুর্ধ্বনি করছে। সেই শব্দে আবার পথিক (বাড়ি-ফিরতে-থাকা) বিরহীদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে প্রেমাবেশে, শংকায়, ভয়ে—'আমারই যদি এই দশা, তাহলে সে আমার বেঁচে আছে তো ?' সেই বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে মাটি।
চৈত্রে বসন্ত এবং বসন্তসখার বাড়াবাড়ি বোঝাতে অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। আসলে মাটি লাল হয়েছে প্রকৃতির এবং মানুষের রঙের খেলায়।

২৫৫. ভৃঙ্গীরিটি বা -রীট বা -রীটি, শিবের একজন অনুচর।

২৫৬. মনোহরতর — তরপ্ প্রত্যয়টি এখানে চলন্ত। অর্থাৎ এর অর্থ শুধু 'খুব' বা 'আরো' নয়, 'আরো, আরো', 'যতই দেখি, ততই'।

২৫৭. মহাশ্বেতার মনের গভীরে চিত্তচাঞ্চল্যের জন্য অভিশাপের ভয়। তার থেকেই জন্ম নিয়েছে এই অদ্ভুত কল্পনা।

২৫৮. অধররুচক। রুচক—১) সুন্দর, মনোহর, রুচিকর। ২) অলংকার-বিশেষ। ৩) কলম্বী লেবু। এর থেকে অধররুচকের তিনটি অর্থ সম্ভব। ১) মনোহর অধর। beautiful lower lip—Kale (Notes). ২) lower lip like a Ruchaka ornament (in beauty)—Kale. ৩) The citron of his lower lip—শ্রীমতী রিডিং। যেমন, আপেলের মত গাল।
দ্র. নবজাত চন্দ্রাপীড়ের বর্ণনা।

২৫৯. মহাশ্বেতার পুণ্ডরীক-বর্ণনায় অনুরাগের রঙে বৈরাগ্য ও শৃঙ্গার একাকার হয়ে গেছে। শেষ বাক্যটিতে বৈরাগ্য-শৃঙ্গারের পূর্ণান্বিত। বেদের গোপন অর্থ 'মরমিয় ঠার' পুণ্ডরীক জানে, বেদময়ী বাক্ তার প্রিয়া হয়ে, অভিসারিকা হয়ে ডাক দিয়েছেন হৃদয়গুহার গোপনমিলনকুঞ্জে।
পুণ্ডরীকের ধ্যানে তন্ময় মহাশ্বেতা তার হৃদয়-বিপঞ্চী-বীণায় অনুক্ষণ যে রাগটি বাজিয়ে চলেছে, তার নাম বৈরাগীশৃঙ্গার। তারই কয়েকটি অতি মধুর তান তার এই পুণ্ডরীক-বর্ণনা।

২৬০. জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় গ্রীষ্মঋতু। দ্র. শুকের আত্মকাহিনী ১৯।

২৬১. নিদাঘকালম্ ইব……ভূষিতমুখম্—শ্লিষ্ট উপমা।

২৬২. আবার বাণের তারকা-দর্শনের নমুনা।

২৬৩. কুসুমাসব-মদঃ—পা. কুসুমসময়-মদঃ।

২৬৪. উচ্ছ্বসিতৈঃ সহ বিস্মৃতনিমেষেণ—'উচ্ছ্বসিত' শব্দটি সমাসের বাইরে থাকলেও তার অন্বয় হবে 'বিস্মৃত'র সঙ্গে। সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাত্ সমাসঃ। দ্র. ১৪৭।

২৬৫. সাচীকৃত অর্থাৎ ঈষৎ-ফেরানো মুখ, তাই শুধু ডানচোখ দিয়ে!

২৬৬. কালো হি…সর্বথা—আর একটি অর্থ—আর যদি কালক্ষেপ করি, তাহলে এঁর সঙ্গে পরিচয় হলে এবং গুণাবলী জানলে তো আরো দুর্বার হয়ে উঠবে প্রেম। অতএব—

২৬৭. ১) উৎফুল্ল শ্বেতপদ্মের মত নয়নের দৃষ্টিতে জায়গাটি যেন ভরে গেল শ্বেতপদ্মের বনে। (২) মহাশ্বেতার কাছে জায়গাটি হয়ে উঠল সে-ময়, পুণ্ডরীকময়। ঘটনার সময় পুণ্ডরীকের নাম সে জানে না, কিন্তু বর্ণনার সময় জানে। আপনিই তার মুখে এসে গেছে প্রিয়-নাম।

২৬৮. বালা—বালিকা, তরুণী, যুবতী, ষোল বছরের কম বয়স্ক কিশোরী ইত্যাদি সব মানেই হয়, কিন্তু মনে হয় কপিঞ্জল বলতে চান 'খুকু' (বালিকা-কিশোরী)। তিনি উভয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন। ব্যাপারটাকে হালকা করে দেওয়ার জন্যে ইচ্ছে করে এমন সম্বোধন করছেন।

২৬৯. অর্থাৎ, কদম-কুঁড়ির। এই প্রথম ফুল হয়ে উঠছে যে-কদম। মূলে 'মুকুল' আছে।

২৭০. মানসজন্মা—১) মনোভব, প্রেম ২) মানস-সরোবরে জন্ম যার (সে-ই হাঁস)। দর্শিতাশঃ ১) আশা দেখিয়ে ২) দিক্ দেখিয়ে। মৃণালের মত সাদা মুক্তামালার লোভ দেখিয়ে মানসজন্মা হংসকে কেউ যেমন অনেক দূরে নিয়ে যায় ঐদিকে ঐদিকে দেখাতে দেখাতে, সেও সেটিকে মৃণাল ভেবে অনুসরণ করতে থাকে, তুমিও তেমনি তোমার মৃণালবৎ শুভ্র মুক্তামালাটি দিয়ে আশা দিয়ে দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গেছ বহুদূরে আমার প্রেমকে। অর্থাৎ, তুমি মুক্তামালাটি দিলে বলেই আমার প্রেম এতদূর এগিয়ে গেছে। এখন তোমারই দায় এর প্রতিকার করা।

২৭১. ইন্দ্রজালিক-পিচ্ছিকা—দর্শকদের দৃষ্টি-বিভ্রম জন্মানোর জন্য যাদুকরের ব্যবহৃত ময়ূরপালক-গুচ্ছ।

২৭২. লিখিত, উৎকীর্ণ, স্তম্ভিত—মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের একই অবস্থা বোঝাতে একই বিশেষণ। কিন্তু উপরত (মৃত) ইত্যাদি পুণ্ডরীকে বেশী, তার গভীরতর প্রেমানুভূতি বোঝাতে। ভাবী ঘটনার ইঙ্গিতও বটে।

২৭৩. নিশ্চলম্ অপি……মরণে ব্যবস্থিতম্—অলঙ্কারের চরম সিদ্ধি হল অলঙ্কারত্ব ঘুচে গিয়ে স্বভাবোক্তি হয়ে ওঠা। এখানে বাণের বিরোধাভাস সেই সিদ্ধি অর্জন করেছে।

২৭৪. উচ্চারণে 'জরজর' অর্থও আসবে।

২৭৫. অতিভূমি……একতলা দোতলা (দ্বি-ভূমি) তিনতলা (ত্রি-ভূমি) সব তলা পেরিয়ে, যেন sky-scraper-এর চূড়ান্ত-তলা।

২৭৬. এষ মে পরমো বিভবঃ—১) চরম ক্ষমতা। আমি তপস্বী হয়ে আপনার কাছে

হাতজোড় করছি, এর বেশী আর কিছু করার সাধ্য নেই আমার। ২) পুণ্ডরীক আমার পরম ধন, তাকে হারালে আমি সর্বস্বান্ত হব।

২৭৭. হারীত পাখির মত সবুজ।

২৭৮. ভবতী—মনের কাতরতায় তরলিকাকে সম্মান দেখিয়ে কথা বলছে। তরলিকাই এখন তার একমাত্র উপদেষ্টা, তাই সম্মানার্হা।

২৭৯. অন্তর্জ্বলিত……মৃত্যুম্ আলোকয়ন্তী—দ্র. ২৭৩।

২৮০. প্রণাল—water-pipe.

২৮১. প্রমদবন—১) প্রমদাদের বাগান, ladies' park। ২) প্রমদ-বন, আনন্দকানন।

২৮২. ক্ষীণ চন্দ্র-সূর্য অমঙ্গলের সূচনা করে।

২৮৩. প্রিয় কিছু ঘটলে অন্তরঙ্গেরা উত্তরীয় অলংকার ইত্যাদি কাড়াকাড়ি করে নিয়ে নেয়, দ্র. ৩৬। অনঙ্গ প্রাণটিই নিয়ে নিয়েছে।

সমাগম-বিয়োগয়োর্ একতাং বিদধদ্ অহো।
বাক্যম্ এব মহাকবেঃ স্বাদু পূর্ণপাত্রায়তে ॥
(বাক্যং করুণশৃঙ্গারং)

মিলন ও মৃত্যুকে এক করে দিয়ে, আহা, মহাকবির এই স্বাদু বাক্যটিই রসের পূর্ণপাত্র হয়ে উঠেছে, যার মধ্যে করুণ ও শৃঙ্গার একাকার।

২৮৪. মলয়-পাহাড়ের গোশীর্ষাকৃতি অংশে জাত অতি সুরভি চন্দন।

২৮৫. অহং হি কিন্দমো নাম তপসাপ্রতিমো মুনিঃ।
ব্যপত্রপন্ মনুষ্যাণাং মৃগ্যাং মৈথুনমাচরম্ ॥ মহাভারত ১।১০৯।২৬

২৮৬. বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ-মতে সান্দীপনি ছিলেন কৃষ্ণ-বলরামের গুরু। শিক্ষান্তে তাঁরা গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে গুরু 'পঞ্চজন দৈত্য কর্তৃক অপহৃত নিজ পুত্রের উদ্ধার'—এই দক্ষিণা চান। কৃষ্ণ সমুদ্রে ডুব দিয়ে পঞ্চজনকে মেরে সেখানে গুরুপুত্রকে না পেয়ে যমপুরীতে চলে যান, ও সেখান থেকে ছেলেটিকে উদ্ধার করে আনেন।

২৮৭. পট্ট বা উষ্ণীষ পাঁচ রকমের—রাজা, রানী, রাজপুত্র, সেনাপতিদের জন্য চার রকমের, তা ছাড়া বিশেষ অনুগৃহীত জনের জন্য প্রসাদপট্ট। পট্ট মানে সিংহাসন, উত্তরীয়, ফলক বা পাটা ইত্যাদিও হয়। চিত্ররথ স্বর্ণপট্ট-চিহ্ন দান করে মদিরাকে তার 'পাটরানী' করেছিলেন।

২৮৮. দক্ষের সাতাশটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন চাঁদ, কিন্তু তাদের মধ্যে রোহিণীই ছিল তাঁর সুয়ো। মেয়েদের নালিশ শুনে দক্ষ চাঁদকে নিষ্পক্ষপাত হতে অনুরোধ করেন। চাঁদ না শোনায় তিনি শাপ দেন 'তোমার যক্ষ্মা হবে'।

২৮৯. অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বাম অর্ধ হলেন অম্বিকা; দক্ষিণ শিব।

২৯০. কেননা চন্দ্রোদয়ে তাদের পক্ষে গোঁসার গোঁ ধরে বসে থাকাটা একটু শক্ত হয়ে পড়ে!

২৯১. অনুবাদে শশাঙ্কমণ্ডল শব্দের দুটি অর্থ কল্পনা করা হয়েছে—১) চন্দ্রবিম্ব ২) নামের অনুকরণ। যেমন আগে গেছে মৃগাঙ্ক-চন্দ্র। (দ্র. ১৮)

২৯২. দ্র. ১৩৫।

২৯৩. মহাশ্বেতার অকৃত্রিম সারল্যের পরে কাদম্বরীর এই বাগাড়ম্বর বেশ কানে ঠেকে।

২৯৪. মেয়ে-গুনতি। আদমসুমারীর মত।

২৯৫. দ্র. ২৩৫, ৩৬৭।

২৯৬. কল্প—সৃষ্টি। পুরাণকারেরা ব্রহ্মাণ্ডের অকল্পনীয় অঙ্কের হিসেব এইভাবে সরল করে বুঝিয়েছেন। ব্রহ্মার এক একটি দিন—আমাদের ৪৩২ কোটি বছর—একটি কল্প বা সৃষ্টির পরমায়ু। ব্রহ্মার পরমায়ু তাঁর ১০০ বছর। অর্থাৎ আমাদের ৪৩২ × ৩৬৫ × ১০০ কোটি বছর। ব্রহ্মা নাকি এখন আধ-বুড়ো, অর্থাৎ তাঁর আয়ুর পঞ্চাশ বছর গত হয়েছে! এখন চলছে তাঁর ৫১ বছর বয়সের একটি দিন—শ্বেতবরাহ-কল্প।

২৯৭. অর্থাৎ লিপস্টিক! কলাভবন = কদলী-ভবন।

২৯৮. সবকটিই 'পরিহাসের' অর্থ।

২৯৯. অন্যেরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, তার যোগান সে নিজেই দিয়ে দিচ্ছে।

৩০০. সকালের রোদ পদ্ম শুধু সহ্য করে না, ভালোবাসে, সেই আলোতেই সে চোখ মেলে। কিন্তু এ মেয়েটি এত কোমল যে সেটুকুও তার চোখে সইছে না। অবশ্য সে যাকে সকালের রাঙা রোদ ভাবছে, আসলে তা পদ্মরাগের দ্যুতি।

৩০১. দ্র. ৮৬।

৩০২. দ্র ১২৫।

৩০৩. দ্র. ১২৭।

৩০৪. পৃথিবীম্ ইব …কামফলপ্রদাম্—শ্লিষ্ট উপমা দিয়ে কাদম্বরী-বর্ণনা।

৩০৫. পৃথিবীর পক্ষে, সমুৎসারিত-মহা-কুলভূভৃৎ-বর-ব্যতিকর-শেষভোগনিষণ্ণাম্—কুলভূভৃৎ = কুলপর্বত, বর = শ্রেষ্ঠ, শেষ-ভোগ = শেষের ফণা। কাদম্বরীর পক্ষে, সমুৎসারিত-মহাকুল-ভূভৃৎ-বরব্যতিকর-শেষভোগনিষণ্ণাম্—মহাকুল = বড় বংশ, ভূভৃৎ = রাজা, বরব্যতিকর = বিয়ের ব্যাপার, 'বর' মানে শ্রেষ্ঠও হবে, শেষ-ভোগ = বাকি সব আমোদ-আহ্লাদ।

৩০৬. ……পাদপরাগাম্। মধুমাসলক্ষ্মীর পক্ষে, পাদপ-রাগ = গাছের রক্তিমা, কাদম্বরীর পক্ষে, পাদ-পরাগ = পায়ের রং।

৩০৭. শরতের পক্ষে, মানসজন্মা = মানসসরোবরে জাত, পক্ষী = পাখি, নীলকণ্ঠ = ময়ূর। কাদম্বরীর পক্ষে, মানসজন্মা = মনোভব মদন, পক্ষী = বাণ, নীলকণ্ঠ = শিব।

৩০৮. গৌরীর পক্ষে, শ্বেতাংশু-কর-চিত-উত্তমাঙ্গ-আভরণাম্। কাদম্বরীর পক্ষে, শ্বেত-অংশুক রচিত-উত্তম-অঙ্গাভরণাম্। 'শ্বেত' মানে এখানে উজ্জ্বল, কেননা আগে বলা হয়েছে কাদম্বরীর পরণে ছিল লাল সিল্ক।

৩০৯. সাগরবেলা-বনলেখার পক্ষে মধুকরকুলনীল-তমাল-কাননা। কাদম্বরীর পক্ষে মধুকরকুল-নীলতম-অলক-আননা।

৩১০. বনরাজি পাণ্ডুশ্যাম-লবলীলতা-অলঙ্কৃত-মধ্যা। কাদম্বরী পাণ্ডুশ্যামল-বলীলতা-অলঙ্কৃত-মধ্যা।

৩১১. দিনমুখ লক্ষ্মী ভাস্বৎ-মুক্ত-অংশু-ভিন্ন-পদ্ম-রাগ-প্রসাধনা। কাদম্বরী ভাস্বৎ-মুক্তা-অংশু-ভিন্ন-পদ্মরাগ-প্রসাধনা।

৩১২. বাণের তারা-দর্শনের আর একটি অভিজ্ঞতা রূপ নিয়েছে একটু জটিল কিন্তু অপূর্ব শ্লিষ্ট উপমায়। ছবিটি এই—স্বচ্ছ আকাশ যেন এক অসংখ্য তারাপদ্ম-ফোটানো পদ্মলতা বা পদ্মদিঘি। তার একটি পদ্ম হল বৃশ্চিক রাশি। বৃশ্চিকের ওপর দিয়ে চলে গেছে একফালি হালকা কাপড়ের মত ছায়াপথ। স্বচ্ছ অম্বরে সেই স্বচ্ছাম্বরতুল্য ছায়াপথের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে পদ্মের অপূর্ব মৃণালটির মত বৃশ্চিকের তলাকার হুল-অংশটি, যার নাম মূলা-নক্ষত্র। মূলার পক্ষে 'কোমল' মানে সুন্দর, অপরূপ, মনোহারী। এই উপমাটি বাণের অতিপ্রিয়। আরো ব্যবহার করেছেন মদনার্তা কাদম্বরীর বর্ণনায় (দ্র. ৩৪৭)। আংশিকভাবে হর্ষচরিতে দধীচের দূতী মালতীর বর্ণনায়—ছাত-কঞ্চুকান্তর-দৃশ্যমানৈরাশ্যানচন্দনধবলৈরবয়বৈঃ স্বচ্ছসলিলাভ্যন্তরবিভাব্যমানমৃণালকান্ডেব সরসী। মনে হয় মালতীর উপমাটি মূল। তার বিস্তার করেছেন কাদম্বরীতে।

৩১৩. ময়ূরেরা নিতম্বচুম্বি-শিখন্ডভার-বিস্ফুরত্-চন্দ্রক-অন্ত। শিখন্ড = ময়ূরপালক, অন্ত = সুন্দর। কাদম্বরী নিতম্বচুম্বি-শিখন্ডভার-বিস্ফুরত্-চন্দ্র-কান্তা। শিখন্ড = চুল।

৩১৪. বাণের গদ্যছন্দের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। দ্র. ১৭২

৩১৫. আড়ষ্টতা কাটিয়ে দুজনে যাতে সহজ হতে পারে, এবং চন্দ্রাপীড় তার বাক্-নৈপুণ্য দেখাবার সুযোগ পায়, সেইজন্য এই কৌতুক-দৃশ্যটির অবতারণা। কাদম্বরী-বর্ণনার পরিশ্রমের পর কবির নিজের বিশ্রামের জন্যও বটে!

৩১৬. এটি কাদম্বরীর মনের কথা হলেও, মহাশ্বেতার কাছে সে এটা ভদ্রতার কথা হিসেবেই বলছে, নয়তো সঙ্গতি থাকে না।

৩১৭. দ্র. ১৪৪

৩১৮. বাণের নিজেরই চিত্তলোকের ঝাঁকিদর্শন!

৩১৯. দ্র ২৭১

৩২০. চন্দন চন্দ্রাপীড়ের দেখতে পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু এরকম আরো করেছেন। যেমন সরোবরের নাম যে অচ্ছোদ, বা শিবমন্দিরটি যে সিদ্ধায়তন, এসব চন্দ্রাপীড়ের জানার কথা নয়। এসব জায়গায় কবি নিজেই বলছেন, ধরে নিতে হবে। পাত্র ও তিনি একাকার।

৩২১. লক্ষ্মীকে নিয়ে এত ব্যঙ্গ-কৌতুকের যেন ক্ষতিপূরণ এটি।

৩২২. প্রণয়ী—১) প্রার্থী ২) প্রণয়ভিক্ষু। মদলেখা এমন কৌশলে কথাগুলি বলছে, যে তা রাজবাড়ির শিষ্টাচারজনিত অত্যুক্তিও হয়, আবার কাদম্বরীর নিজস্ব বার্তাবহ দূতীর উক্তিও হয়।

কাদম্বরীপ্রীতির্ অত্র কারণম্—দুটি অর্থ। ১) কাদম্বরীর আপনার প্রতি প্রীতি এই হার পাঠানোর কারণ। ২) কাদম্বরীর প্রতি আপনার প্রীতি এই হার পরার কারণ হবে বলে আশা করি।

৩২৩. হৃদয়স্থিতকমলিনীরাগেণ ইব রজ্যমানে—সূর্য অস্তে চলেছেন পদ্মিনীর স্মৃতি বুকে নিয়ে। সেই স্মৃতির কমলিনীর রঙে ও অনুরাগে এবং তার প্রতি তাঁর অনুরাগে লাল হয়ে উঠছেন তিনি। এই হল কল্পনা। অথবা, কমলিনীর

প্রতি তাঁর যে হৃদয়ানুরাগ, বিদায়বেলায় তা তীব্র হয়ে উঠেছে, তাইতে তিনি রাঙা হয়ে উঠছেন।

৩২৪. গৃহীতপাদঃ—১) কিরণ-সমেত ২) যাঁকে পায়ে ধরা হয়েছে।
প্রসাদ্যমানঃ—১) ক্রমশ উজ্জ্বল ২) যাঁকে প্রসন্ন করা হচ্ছে।

৩২৫. উপচার—১) ভদ্রব্যবহার ২) উপহার ৩) উৎকোচ।

৩২৬. 'অতিযন্ত্রণয়া' শব্দটি শ্লিষ্ট ও উভয়ান্বিত। ১) ভবতু অতিযন্ত্রণয়া। অতিযন্ত্রণয়া খিদ্যতে খলু সখী কাদম্বরী।

৩২৭. সুধা অর্থাৎ চুন দিয়ে লেপা বেদিকা। রোয়াক—সিদ্ধান্তবাগীশ।

৩২৮. রক্তপট বৌদ্ধ সম্প্রদায়-বিশেষ, এঁরা লাল কাপড় পরেন (দ্র. ১২২) শ্বেতপট জৈন সম্প্রদায়বিশেষ, এঁরা শাদা কাপড় পরেন।

৩২৯. জটাজিন……তাপসীভিঃ—এখানে একটি 'চ' থাকা উচিত ছিল।

৩৩০. অবলোকিতেশ্বর?

৩৩১. বৌদ্ধ জৈন সিদ্ধ পুরুষ। এখানে সম্ভবত কোন তীর্থঙ্করকে বোঝাচ্ছে।

৩৩২. এই সর্বধর্মসমন্বয়ের ছবি উজ্জয়িনীর এবং শুকনাসভবনের বর্ণনাতেও পাই। এটি বাণের সমকালীন ভারতবর্ষেরই ছবি।

৩৩৩. কলগিরা—১) নারদের মেয়ের বিশেষণ, সুকণ্ঠী ২) সুরেলা গলায়।

৩৩৪. দ্র. পত্রলেখা ও কেয়ূরকের বর্ণনা—১৩৫, ২৯২।

৩৩৫. তখন কি বাটিক-শিল্প ছিল?

৩৩৬. তু. সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।

৩৩৭. গুণগৌরব—১) গুণের গৌরব (=গুরুত্ব), অর্থাৎ অসাধারণ গুণ ২) গুণের প্রতি গৌরববোধ অর্থাৎ শ্রদ্ধা।

৩৩৮. অর্থাৎ রাজনীতিতে সে আর আগের মত রস পাচ্ছিল না।

৩৩৯. অর্থাৎ আপনার স্নিগ্ধ সান্নিধ্যকে যে-সব গুণ স্নিগ্ধতর করে তুলছিল, বিরহে তাদের স্মৃতি বড়ই তীব্র সন্তাপদায়ক হয়ে উঠেছে।

৩৪০. এখানে 'উচিত' মানে যোগ্য নয়, অভ্যস্ত।

৩৪১. পাদনখপতনভয়াত্—চন্দ্রাপীড় গুরুজন, তাদের পায়ের নখে চন্দ্রাপীড়ের ছায়া পড়লে তাদের অপরাধ হবে। তাৎপর্য—তাদের নখগুলি মুকুরবৎ উজ্জ্বল।

৩৪২. কারো কারো মতে চন্দনমালিকাও বন্দনমালিকার মত (দ্র. ৪৯) তোরণে লম্বিত মঙ্গলমালা। অথবা চন্দনের মালা। পা. বন্দনমালা।

৩৪৩. নিচুল — হিজল। স্থানাদ্ অস্মাত্ সরসনিচুলাদ্ উত্পতোদঙ্মুখঃ খম্—মেঘদূত।

৩৪৪. করিণীম্ ইব………তুষারস্পর্শাম্—শ্লিষ্ট উপমা ও বিরোধাভাস দিয়ে কাদম্বরী-বর্ণনা।

৩৪৫. করিণী সম্মুখাগত-প্রমদ-বনগন্ধবারণ-প্রসারিতকরা। বনগন্ধবারণ=বুনো গন্ধ-হাতি। কাদম্বরী সম্মুখাগত-প্রমদবন-গন্ধ-বারণ-প্রসারিতকরা।

৩৪৬. যাত্রিণী অনভীষ্ট-দক্ষিণ-বাতমৃগ-আগমনা। বাতমৃগ=বাতপ্রমী-হরিণ।

ডানদিকে থেকে এই হরিণ আসা মেয়েদের যাত্রার পক্ষে অমঙ্গল-সূচক বলে মনে করা হত। কাদম্বরী অনভীষ্ট-দক্ষিণবাত-মৃগ-আগমনা।

৩৪৭ দ্র. ৩১২।

৩৪৮. মধুকরী কুসুম-মার্গণ-আকুলা। মার্গণ=খোঁজা। কাদম্বরী কুসুমমার্গণ-আকুলা। মার্গণ=বাণ। কুসুমমার্গণ=ফুলশর, কন্দর্প।

৩৪৯. কামরতিম্—১) কাম্ অরতিম্ ২) কাম-রতিম্।
কুসুমেষুপীড়য়া পতিতাম্—১) কুসুমেষু পীড়য়া পতিতাম্ ২) কুসুমেষু-পীড়য়া পতিতাম্। কুসুমেষু=পুষ্পবাণ।
অনঙ্গদে—'অনঙ্গদা'র সম্বোধন। ১) অন্-অঙ্গদে ২) অনঙ্গ-দে।
রক্ততামরসাম্—১) রক্ত-তামরসাম্। তামরস=পদ্ম ২) রক্ততাম্ অরসাম্। রক্ততা =অনুরক্তি, প্রেম।
১) গৃহাণ স্বয়ং বরার্হাণি মঙ্গলপ্রসাধনানি।
২) গৃহাণ স্বয়ংবরার্হাণি মঙ্গলপ্রসাধনানি।
১) স-কুসুম-শিলীমুখা হি শোভতে নবা লতা। শিলীমুখ=ভ্রমর।
২) স-কুসুমশিলীমুখা হি শোভতে ন-বালতা। কুসুমশিলীমুখ=পুষ্পবাণ, ন-বালতা=বাল্যভাব নয়, অর্থাৎ যৌবন।

৩৫০. কুমারভাবোপেতা—১) ষোল বছর বয়স পর্যন্ত কৌমার্য > কৌমার্যদশা-যুক্ত, কুমারী। ২) 'কু' পৃথিবীতে যিনি 'মার' কন্দর্প, সেই আপনাতে 'ভাব' অর্থাৎ অনুরাগ-সম্পন্না।
১) মনসি জায়মানম্—মনে যা জন্মাচ্ছে।
২) মনসিজায়মানম্—যা প্রেমে অর্থাৎ প্রেমের জ্বালায় পরিণত হচ্ছে।
১) ধীরত্বম্ এব—ধৈর্যই।
২) ধীর ত্বম্ এব—হে ধীর, আপনিই।

৩৫১. 'তার ওপরে' উভয়ান্বিত—১) অনুগ্রহ তার ওপরে ২) তার ওপরে হিংসে হচ্ছে।

৩৫২. হর্ষচরিতে বাণ লিখেছেন, তাঁর নিবাস প্রীতিকূট থেকে অজিরবতীর তীরে হর্ষের শিবিরে যাবার পথে পড়ে চণ্ডিকাকানন অর্থাৎ চণ্ডীর বন—তার কথা। বাণের চোখে-দেখা সেই চণ্ডীর বনই 'কাদম্বরী'র এই চণ্ডিকা-বনের মধ্যে রূপ নিয়েছে।
রসালো কাদম্বরী-কাহিনীতে এই রুক্ষ চণ্ডীর বন, বীভৎস চণ্ডিকামন্দির এবং অদ্ভুত পূজারী বৃদ্ধ দ্রাবিড় সাধুর প্রসঙ্গটি অবান্তর অতএব আপত্তিকর কেউ কেউ মনে করেন। এই আপত্তির আপত্তি করা যায় তিন দিক থেকে—
১) কাদম্বরী শুধু গদ্যকাব্য নয়, গদ্যে রচিত একটি মহাকাব্য। কাজেই, পদ্য-মহাকাব্যে যেমন মূল-কাহিনীটিই একমাত্র বক্তব্য নয়, তাকে অলংকৃত করা হয় গিরি নদী অরণ্য ঋতু সূর্যোদয় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা পুত্রজন্ম যুদ্ধ ইত্যাদির বিচিত্র বর্ণনা দিয়ে, কাদম্বরীকারও ঠিক তাই করেছেন। মহাকবির সৃষ্টিলোকে কাহিনীটি যেন একটি সুতোর মত, প্রতিভার উত্তাপে যার চারপাশে এসে দানা বাঁধছে তাঁর অন্তর্লোক বহির্লোকের সমস্ত অভিজ্ঞতার রস। তাই বিন্ধ্যাটবী

অগস্ত্যাশ্রম পম্পাসরোবর শবরসেনাপতি ইত্যাদির মত চন্দ্রাপীড়ের উজ্জয়িনী-প্রত্যাবর্তন-পথে আগত এই চণ্ডীর বন, চণ্ডিকা-মন্দির এবং তার পূজারীর বর্ণনাও অপ্রাসঙ্গিক নয়, কাব্যের অলংকরণ, পত্রভঙ্গ।

২) মহাশ্বেতা-পুণ্ডরীকের প্রেমকাহিনীর পরে চন্দ্রাপীড়-কাদম্বরীর প্রেম-প্রসঙ্গ জমে নি (দ্র. ভূমিকা, কাদম্বরী-কাব্য-রহস্য)। দুজনের মাঝখানে দ্বিধা, সংশয়, রাজকীয় শিষ্টাচার ও আড়ম্বর, ভঙ্গি-ভাষিত ইত্যাদির দুস্তর ব্যবধান। মহাশ্বেতার অকৃত্রিম সরলতার পরে কাদম্বরীর হিমগৃহ ইত্যাদির আড়ম্বর দেখে মনে হয়, প্রেম তো নয়, প্রেমের বিজ্ঞাপন, show, অলীকমুগ্ধতা। বাণভট্টের অবাধ-সঞ্চারিণী সুপর্ণী কল্পনাও থেকে থেকে কষ্ট-ক্লিষ্ট-কৃত্রিম হয়ে গেছে এখানে। তার পরই এই অকৃত্রিম রুক্ষ চণ্ডীর বন—এ যেন রসজ্ঞের কাছে 'মরু-তীর হতে সুধা-শ্যামলিম পার'।

৩) কাদম্বরীতে শৃঙ্গার, করুণ (শবরমৃগয়া, পুন্ডরীকের মৃত্যু), অদ্ভুত (মহাপুরুষ কর্তৃক পুণ্ডরীকের মৃতদেহ উন্নয়ন আকাশবাণী ইত্যাদি), বীর (শূদ্রক-বর্ণনা, তারাপীড়-বর্ণনা, চন্দ্রাপীড়ের দিগ্বিজয়-যাত্রা) এবং শান্ত (জাবালির তপোবন, অচ্ছোদ-সরোবর) রসকে অসাধারণ নৈপুণ্যে ফুটিয়েছেন কবি। অনুপম হাস্যরসও তাঁর কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শুকনাস-উপদেশ, ইন্দ্রায়ুধ-বর্ণনা ইত্যাদিতে তার বিশেষ প্রদর্শনী। বাকি থাকে শুধু রৌদ্র-ভয়ানক-বীভৎস। সুদীর্ঘ পথ-চলার পর কবির লেখনী কি এই অবশিষ্ট রসগুলির মধ্যে বিনোদন খুঁজল? প্রতিভার বিশ্রাম হল বিরামে নয়, রসান্তরে ডুব দিয়ে? অথবা অলংকারের পরিভাষা ত্যাগ করে বলি, রুক্ষ, নিষ্ঠুর এবং উদ্ভটও বাণভট্টের লেখনী-স্পর্শে রস হয়ে উঠল, হেসে উঠল। আবার নতুন করে চমৎকৃত হলেন শ্রোতা—অর্থাৎ পাঠক।

৩৫৩. বন্যপশু বা ডাকাতের হাতে নিহত বীরপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে, শহীদস্তম্ভের মত।

৩৫৪. করঞ্জা—করমচা নয়। ফাগরঙের ছোট ছোট ফুলবিশিষ্ট বড় গাছ। অন্য নাম নক্তমাল, চিরবিল্ব।

৩৫৫. তিনটি ব্যাখ্যা সম্ভব। ১) মন্দিরে প্রতিদিন প্রচুর পশুবলি হয়, তাদের যমপুরীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাদি করার ভার কর্মচারীদের ওপরে পুরোপুরি ছেড়ে না দিয়ে, স্বয়ং যমই তাঁর বাহন মহিষটিতে চড়ে এসে তদারক করেন। যম যতক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকেন, ততক্ষণ তাঁর দুর্দান্ত মোষটিকে দেখবে কে? দুর্দান্ত দামাল নাতিকে যেমন সামাল দেন ঠাকুরর্দা, তেমনি যমের পিতা সূর্য এসে আগলান মোষটিকে, মানে baby-sitting করেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন চাঁদকে, যদি পেরে না ওঠেন!

২) পরে চণ্ডিকার সামনে যমমহিষতুল্য একটি লোহার মোষের কথা বলা হয়েছে। চণ্ডিকার যা রকম সকম, বলা যায় না, হয়ত সেই মহিষাসুর ভেবে একেই মেরে বসলেন! সেরকম কিছু ঘটলে যাতে দৌড়ে আসতে পারেন, সেজন্যে সূর্য আগে থেকেই নেমে এসে বসে রয়েছেন ধ্বজদণ্ডটির মাথায়

কড়ির গোলটির ছদ্মবেশে। সঙ্গে অর্ধচন্দ্রকেও এনেছেন, শিবের মাথায় থাকেন তো, সেইসূত্রে শিবানীর সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় আছে—যদি বলে-কয়ে থামাতে পারেন।

(৩) পরে বলা হয়েছে চণ্ডিকার আঙুলগুলি দেখে মনে হয় যেন শাসাচ্ছেন একটি বন্যমহিষকে, যে বেচারা ত্রিশূলদণ্ডের গায়ে গাটি চুলকে ফেলেছে। মহিষমাত্রেই যম-সূত্রে সূর্যের স্নেহের পাত্র। চণ্ডিকার শাসানি বিশসনে (মুণ্ডচ্ছেদে) পরিণত হবার উপক্রম হলেই যাতে এসে বাধা দিতে পারেন। সেজন্যে সূর্য চন্দ্রসমেত ধ্বজদণ্ডের মাথায় প্রস্তুত হয়ে আছেন।

৩৫৬। অগস্তি—বক ফুল। অন্য নাম বাসনা।

৩৫৭। কুবাদী—ভাঁওতাবাজ। সিদ্ধাঞ্জন—গুপ্তধন আবিষ্কারের কাজল।

৩৫৮। লক্ষ্মী সরস্বতীর চেয়ে সৌভাগ্য-শালিনী হবার আকাঙ্ক্ষায় এই পর্বতে তপস্যা করেছিলেন বলে নাম শ্রী-পর্বত (লক্ষ্মী-পাহাড়)।
অষ্টপুষ্পিকা—বকং দ্রোণং চ দুর্ধূরং স্থমনা পাটলা তথা। পদ্মম্ উত্পল-গোসূর্যম্ অষ্টৌ পুষ্পাণি শংকরে॥

৩৫৯। প্রবাহম্ ইব দধানেন—শত অপমানকেও প্রবাহ অর্থাৎ বয়ে যাওয়া স্রোতের মত যে মনে করে তার দ্বারা (অধিষ্ঠিত ছিল মন্দিরটি)। অবিকল বাংলা 'বয়ে যাওয়া'—'উচ্ছন্নে যাওয়া' অর্থে নয়, 'অগ্রাহ্য করা' অর্থে।

৩৬০। দুঃখাসিকা—দুঃখের ছুরি (অসিকা) অথবা মন-খারাপ, দুঃখ-স্থিতি (আস্+ণ্বুল=আসিকা)
মহাশ্বেতাপাদানাম্—১) মহাশ্বেতা-দিদির, গৌরবে বহুবচন। ২) মহাশ্বেতা প্রভৃতির—এই অর্থও সম্ভব, কিন্তু অভিপ্রেত নয়, কেননা পরে প্রত্যেকের নাম করে বলা হয়েছে।

৩৬১। প্রবিশ্য অ(আ)গারগরুঢ়ায়াঃ—পা. প্রবিশ্য অ(আ)গারং, প্ররূঢ়ায়াঃ। পাঠান্তরের অর্থ—গৃহে প্রবেশ করে, একটি স্থলপদ্মের গাছের তলায়। গৃহীত পাঠে ঘরের মধ্যে গাছে রাজভবনের বিশেষত্ব প্রকাশ পায়।

৩৬২। অর্থাৎ শুধু পত্রলেখার নাম-উচ্চারণ করা ছাড়া আর কোন কথা ছিল না তাঁর মুখে।

৩৬৩। 'প্রীতৌ হৃদয়ম্—এর এই দুটি অর্থ।

৩৬৪। এ মুহূর্ত মানে এক পলক নয়। ৪৮ মিনিট। দ্র. কথামুখ ৪০.

৩৬৫। সত্যের অপলাপ হল। একবার হার, একবার অম্বুলাদি পাঠিয়েছে। তবে তার ব্যাখ্যা 'রাজবাড়ির শিষ্টাচার'—এরকমও হতে পারে।

৩৬৬। মানস-রূপ সুন্দরী; মনখানি।

৩৬৭। দ্র. ২৩৫, ২৯৫।

৩৬৮। 'সৌভাগ্য' সোহাগ > সোহাগ-কাড়া আহ্লাদীপনা—এরকম অর্থও হয়।

৩৬৯। অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানের কথা যার মনেও আসে নি, তার মনে সেটি ধরিয়ে দেওয়া।

৩৭০। অসমাপ্ত কাদম্বরীর শেষ বাক্যে রয়েছে মৃত্যুর কথা, যার পরে বাণভট্টের মৃত্যু হয়েছে—আশ্চর্য এই যোগাযোগ।

□□□□□□□□□□ কাদম্বরী □□□□□□□□□□

রজোজুষে জন্মনি সত্ত্ববৃত্তয়ে স্থিতৌ প্রজানাং প্রলয়ে তমঃস্পৃশে।
অজায় সর্গ-স্থিতি-নাশহেতবে ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মনে নমঃ ॥ ১ ॥
জয়ন্তি বাণাসুরমৌলিলালিতা দশাস্যচূড়ামণিচক্রচুম্বিনঃ।
সুরাসুরাধীশ-শিখান্ত-শায়িনো ভবচ্ছিদস্ত্র্যম্বকপাদপাংশবঃ ॥ ২ ॥
জয়ত্যুপেন্দ্রঃ স চকার দূরতো বিভিৎসয়া যঃ ক্ষণলব্ধলক্ষ্যয়া।
দৃশৈব কোপারুণয়া রিপোরুরঃ স্বয়ং ভয়াদ্ভিন্নমিবাস্রপাটলম্ ॥ ৩ ॥
নমামি ভর্বোশ্চরণাম্বুজদ্বয়ং সশেখরৈর্মৌখরিভিঃ কৃতার্চনম্।
সমস্তসামন্তকিরীটবেদিকাবিটঙ্কপীঠোল্লুঠিতারুণাঙ্গুলি ॥ ৪ ॥

অকারণাবিস্কৃতবৈরদারুণাদসজ্জনাত্ কস্য ভয়ং ন জায়তে।
বিষং মহাহেরিব যস্য দুর্বচঃ সুদুঃসহং সন্নিহিতং সদা মুখে ॥ ৫ ॥
কটু ক্বণন্তো মলদায়কাঃ খলাস্তুদন্ত্যলং বন্ধনশৃঙ্খলা ইব।
মনস্তু সাধুধ্বনিভিঃ পদে পদে হরন্তি সন্তো মণিনূপুরা ইব ॥ ৬ ॥
সুভাষিতং হারি বিশত্যধো গলান্ন দুর্জনস্যার্করিপোরিবামৃতম্।
তদেব ধত্তে হৃদয়েন সজ্জনো হরির্মহারত্নমিবাতিনির্মলম্ ॥ ৭ ॥
স্ফুরত্কলালাপবিলাসকোমলা করোতি রাগং হৃদি কৌতুকাধিকম্।
রসেন শয্যাং স্বয়মভ্যুপাগতা কথা জনস্যাভিনবা বধূরিব ॥ ৮ ॥
হরন্তি কং নোজ্জ্বলদীপকোপমৈর্নবৈঃ পদার্থৈরুপপাদিতাঃ কথাঃ।
নিরন্তরশ্লেষঘনাঃ সুজাতয়ো মহাস্রজশ্চম্পককুট্মলৈরিব ॥ ৯ ॥
বভূব বাত্স্যানবংশসম্ভবো দ্বিজো জগদ্গীতগুণোঽগ্রণীঃ সতাম্।
অনেকগুপ্তার্চিতপাদপঙ্কজঃ কুবেরনামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ ॥ ১০ ॥
উবাস যস্য শ্রুতিশান্তকল্মষে সদা পুরোডাশপবিত্রিতাধরে।
সরস্বতী সোমকষায়িতোদরে সমস্তশাস্ত্রস্মৃতিবন্ধুরে মুখে ॥ ১১ ॥
জগুর্গৃহেঽভ্যস্তসমস্তবাঙ্ময়ৈঃ সসারিকৈঃ পঞ্জরবর্তিভিঃ শুকৈঃ।
নিগৃহ্যমাণা বটবঃ পদে পদে যজূংষি সামানি চ যস্য শঙ্কিতাঃ ॥ ১২ ॥
হিরণ্যগর্ভো ভুবনাণ্ডকাদিব ক্ষপাকরঃ ক্ষীরমহার্ণবাদিব।
অভূত্ সুপর্ণো বিনতোদরাদিব দ্বিজন্মনামর্থপতিঃ পতিস্ততঃ ॥ ১৩ ॥
বিবৃণ্বতো যস্য বিসারি বাঙ্ময়ং দিনে দিনে শিষ্যগণা নবাঃ।
উষস্সু লগ্নাঃ শ্রবণেঽধিকাং শ্রিয়ং প্রচক্রিরে চন্দনপল্লবা ইব ॥ ১৪ ॥
বিধানসম্পাদিতদানশোভিতৈঃ স্ফুরন্মহাবী সনাথমূর্তিভিঃ।
মখৈরসংখ্যৈরজয়ত্ সুরালয়ং সুখেন যো যূপকরৈর্গজৈরিব ॥ ১৫ ॥
স চিত্রভানুং তনয়ং মহাত্মনাং সুতোত্তমানাং শ্রুতিশাস্ত্রশালিনাম্।
অবাপ মধ্যে স্ফটিকোপলামলং ক্রমেণ কৈলাসমিব ক্ষমাভৃতাম্ ॥ ১৬ ॥

মহাত্মনো যস্য সুদূরনির্গতাঃ কলঙ্কমুক্তেন্দুকলামলত্বিষঃ।
দ্বিষন্মনঃ প্রাবিবিশুঃ কৃতান্তরা গুণা নৃসিংহস্য নখাঙ্কুশা ইব ॥ ১৭ ॥
দিশামলীকালকভঙ্গতাং গতস্ত্রয়ীবধূকর্ণতমালপল্লবঃ।
চকার যস্যাধ্বরধূমসঞ্চয়ো মলীমসঃ শুক্লতরং নিজং যশঃ ॥ ১৮ ॥
সরস্বতীপাণি-সরোজসম্পুট-প্রমৃষ্টহোমশ্রমশীকরাম্ভসঃ।
যশোংশুশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপাত্ততঃ সুতো বাণ ইতি ব্যজায়ত ॥ ১৯ ॥
দ্বিজেন তেনাক্ষতকণ্ঠকৌণ্ঠ্যয়া মহামনোমোহমলীমসান্ধয়া।
অলব্ধবৈদগ্ধ্যবিলাসমুগ্ধয়া ধিয়া নিবদ্ধেয়মতিদ্বয়ী কথা ॥ ২০ ॥

কথামুখম্

আসীদশেষ-নরপতি-শিরঃ-সমভ্যর্চিতশাসনঃ পাকশাসন ইবাপরঃ, চতুরুদধি-মালা-মেখলায়া ভুবো ভর্তা, প্রতাপানুরাগাবনত-সমস্ত-চক্রঃ, চক্রবর্তিলক্ষণোপেতঃ, চক্রধর ইব করকমলোপলক্ষ্যমাণ-শঙ্খ-চক্র-লাঞ্ছনঃ, হর ইব জিতমন্মথঃ গুহ ইবাপ্রতিহতশক্তিঃ, কমলযোনিরিব বিমানীকৃত-রাজহংসমণ্ডলঃ, জলধিরিব লক্ষ্মী-প্রসূতিঃ, গঙ্গাপ্রবাহ ইব ভগীরথপথ-প্রবৃত্তঃ রবিরিব প্রতিদিবসোপজায়মানোদয়ঃ, মেরুরিব সকলভুবনোপজীব্যমান-পাদচ্ছায়ঃ, দিগ্গজ ইবানবরত-প্রবৃত্ত-দানার্দ্রীকৃতকরঃ, কর্তা মহাশ্চর্যাণাম্, আহর্তা ক্রতূনাম্, আদর্শঃ সর্বশাস্ত্রাণাম্, উৎপত্তিঃ কলানাম্, কুলভবনং গুণানাম্, আগমঃ কাব্যামৃত-রসানাম্, উদয়শৈলো মিত্রমণ্ডলস্য, উত্পাতকেতুরহিতজনস্য, প্রবর্তয়িতা গোষ্ঠীবন্ধানাম্, আশ্রয়ো রসিকানাম্, প্রত্যাদেশো ধনুষ্মতাম্ ধৌরেয়ঃ সাহসিকানাম্, অগ্রণীর্বিদগ্ধানাম্, বৈনতেয় ইব বিনতানন্দজননঃ, বৈন্য ইব চাপকোটি-সমুৎসারিত-সকলারাতিকুলাচলো রাজা শূদ্রকো নাম।

নাম্নৈব যো নির্ভিন্নারাতিহৃদয়ো বিরচিতনরসিংহরূপাড়ম্বরম্ একবিক্রমাক্রান্তসকল-ভুবনতলো বিক্রমত্রয়ায়াসিতভুবনত্রয়ং জহাসেব বাসুদেবম্।

অতিচিরকাললগ্নমতিক্রান্ত-কুনৃপতি-সহস্র-সম্পর্ক-কলঙ্কমিব ক্ষালয়ন্তো যস্য বিমলে কৃপাণধারাজলে চিরমুবাস রাজলক্ষ্মীঃ।

যশ্চ মনসি ধর্মেণ, কোপে যমেন, প্রসাদে ধনদেন, প্রতাপে বহ্নিনা, ভুজে ভুবা, দৃশি শ্রিয়া, বাচি সরস্বত্যা, মুখে শশিনা, বলে মরুতা, প্রজ্ঞায়াং সুরগুরুণা, রূপে মনসিজেন, তেজসি সবিত্রা চ বসতা সর্বদেবময়স্য প্রকটিতবিশ্বরূপাকৃতেরনুকরোতি ভগবতে নারায়ণস্য।

যস্য চ মদকল-করি-কুম্ভ-পীঠ-পাটনমাচরতা লগ্ন-স্থূল, মুক্তাফলেন দৃঢ়মুষ্টি-নিষ্পীড়ন-নিষ্ঠ্যূত-ধারাজলবিন্দু-দন্তুরেণেব কৃপাণেনাকৃষ্যমাণা সুভটোরঃকপাট-ঘটিত-কবচ-সহস্রান্ধকার-মধ্যবর্তিনী-করি-কর-তট-গলিত-মদজলাসার-দুর্দিনাসু অভিসারিকেব সমরনিশাসু সমীপমসকৃদাজগাম রাজলক্ষ্মীঃ।

যস্য চ হৃদয়স্থিতানপি পতীন্ দিধক্ষুরিব প্রতাপানলো বিয়োগিনীনামপি রিপু-সুন্দরীণামন্তর্জনিতদাহো দিবানিশং জজ্বাল।

যস্মিংশ্চ রাজনি জিতজগতি পরিপালয়তি মহীং চিত্রকর্মসু বর্ণসঙ্করাঃ, রতেষু কেশগ্রহাঃ, কাব্যেষু দৃঢ়বন্ধ্যাঃ, শাস্ত্রেষু চিন্তাঃ, স্বপ্নেষু বিপ্রলম্ভাঃ, ছত্রেষু কনকদণ্ডাঃ

ধ্বজেষু প্রকম্পাঃ, গীতেষু রাগবিলসিতানি, করিষু মদবিকারাঃ, চাপেষু গুণচ্ছেদাঃ, গবাক্ষেষু জালমার্গাঃ, শশিকৃপাণকবচেষু কলঙ্কাঃ, রতিকলহেষু দূতসম্প্রেষণানি, সার্যক্ষেষু শূন্যগৃহাঃ প্রজানামাসন্ ।

যস্য চ পরলোকাদ্ভয়ম্, অন্তঃপুরিকালকেষু ভঙ্গঃ, নূপুরেষু মুখরতা, বিবাহেষু করপীড়নম্, অনবরতমখাগ্নিধূমেনাশ্রুপাতঃ, তুরগেষু কশাভিঘাতঃ, মকরধ্বজে চাপধ্বনিরভূত্ ।

তস্য চ রাজ্ঞঃ কলিকাল-ভয়-পুঞ্জীভূত-কৃতযুগানুকারিণী ত্রিভুবন-প্রসবভূমিরিব বিস্তীর্ণা মজ্জন্মালব-বিলাসিনী-কুচতটাস্ফালন-জর্জরিতোর্মিমালয়া জলাবগাহনাবতারিত-জয়কুঞ্জর-কুম্ভ-সিন্দূর-সন্ধ্যায়মান-সলিলয়া উন্মদ-কলহংস-কুল-কোলাহল-কূলয়া বেত্রবত্যা পরিগতা বিদিশাভিধানা নগরী রাজধান্যাসীত্ ।

স তস্যাঞ্চ বিজিতাশেষ-ভুবনমণ্ডলতয়া বিগত-রাজ্যচিন্তা-ভারনিবৃতঃ, দ্বীপান্তরাগতানেক-ভূমিপাল-মৌলিমালা-লালিত-চরণযুগলঃ, বলরমিব লীলয়া ভুজেন ভুবন-ভারমুদ্বহন্, অমর-গুরুমপি প্রজ্ঞয়োপহসদ্ভিরনেক-কুলক্রমাগতৈরসকৃদালোচিত-নীতি-শাস্ত্র-নির্মল-মনোভিরলুব্ধৈঃ স্নিগ্ধৈঃ প্রবুদ্ধৈশ্চামাত্যৈঃ পরিবৃতঃ, সমানবয়োবিদ্যালংকারৈরনেকমূর্ধাভিষিক্ত-পার্থিবকুলোদ্গতৈরখিল-কলা-কলাপালোচন-কঠোর-মতিভিরতিপ্রগল্ভৈঃ কালবিদ্ভিঃ প্রেমানুরক্তহৃদয়ৈরগ্রাম্যপরিহাসকুশলৈরিঙ্গিতাকারবেদিভিঃ কাব্য-নাটকাখ্যানকাখ্যায়িকালেখ্য-ব্যাখ্যানাদি-ক্রিয়া-নিপুণৈরতিকঠিন-পীবর-স্কন্ধোরুবাহুভিঃ অসকৃদবলিত-সমদ-রিপু-গজঘটা-পীঠবন্ধৈঃ কেশরীকিশোরকৈরিব, বিক্রমৈকরসৈরপি বিনয়ব্যবহারিভিরাত্মনঃ প্রতিবিম্বৈরিব রাজপুত্রৈঃ সহ রমমাণঃ প্রথমে বয়সি সুখমতিচিরমুবাস ।

তস্য চাতিবিজিগীষুতয়া মহাসত্ত্বতয়া চ তৃণমিব লঘুবৃত্তি স্ত্রৈণমাকলয়তঃ প্রথমে বয়সি বর্তমানস্যাপি রূপবতোঽপি সন্তানার্থিভিরমাত্যৈরপেক্ষিতস্যাপি সুরতসুখস্যোপরি দ্বেষ ইবাসীত্ ।

সত্যপি রূপবিলাসোপহসিত-রতিবিভ্রমে লাবণ্যবতি বিনয়বত্যন্বয়বতি হৃদয়হারিণি চাবরোধজনে, স কদাচিদনবরত-দোলায়মান-রত্নবলয়ো ঘর্ঘরিকাস্ফালন-প্রকম্পমান-ঝণঝণায়মান-মণিকর্ণপূরঃ স্বয়মারব্ধমৃদঙ্গবাদ্যঃ সঙ্গীতকপ্রসঙ্গেন, কদাচিদবিরল-বিমুক্ত-শরাসার-শূন্যীকৃতকাননো মৃগয়া-ব্যাপারেণ কদাচিদাবদ্ধবিদগ্ধমণ্ডলঃ কাব্যপ্রবন্ধরচনেন, কদাচিচ্ছাস্ত্রালাপেন, কদাচিদাখ্যানকাখ্যায়িকেতিহাসপুরাণাকর্ণনেন, কদাচিদালেখ্যবিনোদেন, কদাচিদ্বীণয়া, কদাচিদ্দর্শনাগত-মুনিজন-চরণশুশ্রূষয়া, কদাচিদক্ষরচ্যুতক-মাত্রাচ্যুতক-বিন্দুমতী-গূঢ়চতুর্থপাদ-প্রহেলিকা-প্রদানাদিভিঃ, বনিতাসম্ভোগসুখপরাঙ্মুখঃ সুহৃৎপরিবৃতো দিবসমনৈষীত্ ।

যথৈব চ দিবসমেবমারব্ধ-বিবিধ-ক্রীড়া-পরিহাসচতুরৈঃ সুহৃদ্ভিরুপেতো নিশামনৈষীত্ ।

একদা তু নাতিদূরোদিতে নব-নলিন-দলসম্পুট-ভিদি কিঞ্চিদুন্মুক্ত-পাটলিম্নি ভগবতি মরীচিমালিনি, রাজানমাস্থানমণ্ডপগতমঙ্গনাজনবিরুদ্ধেন বামপার্শ্বাবলম্বিনা কৌক্ষেয়কেণ সন্নিহিতবিষধরেব চন্দনলতা ভীষণরমণীয়াকৃতিঃ, অবিরলচন্দনানুলেপন-ধবলিত-স্তনতটা উন্মজ্জদৈরাবতকুম্ভ-মণ্ডলেব মন্দাকিনী, চূড়ামণিসংক্রান্ত-প্রতিবিম্বচ্ছলেন রাজাজ্ঞেব মূর্তিমতী রাজভিঃ শিরোভিরুহ্যমানা, শরদিব কলহংস-

ধবলাম্বরা, জামদগ্ন্য-পরশুধারেব বশীকৃত-সকল,রাজমণ্ডলা বিন্ধ্য-বনভূমিরিব বেত্র-লতাবতী, রাজ্যাধিদেবতেব বিগ্রহিণী, প্রতীহারী সমুপসৃত্য ক্ষিতিতল-নিহিত-জানু-করকমলা সবিনয়মব্রবীত্—

দেব, দ্বারস্থিতা সুরলোকমারোহতস্ত্রিশঙ্কোরিব কুপিত-শতমখ-হুঙ্কার-নিপাতিতা রাজলক্ষ্মীর্দক্ষিণাপথাদাগতা চণ্ডাল-কন্যকা পঞ্জরস্থং শুকমাদায় দেবং বিজ্ঞাপয়তি—সকল-ভুবনতল-সর্বরত্নানামুদধিরিবৈকভাজনং দেবঃ, বিহঙ্গমশ্চায়মাশ্চর্যভূতো নিখিল-ভুবনতলরত্নমিতি কৃত্বা দেবপাদমূলমেনমাদায়াগতাহমিচ্ছামি দেবদর্শনসুখমনুভবিতুম্ ইতি। এতদাকর্ণ্য দেবঃ প্রমাণম্ ইত্যুক্ত্বা বিররাম।

উপজাতকুতূহলস্তু রাজা সমীপবর্তিনাং রাজ্ঞামবলোক্য মুখানি, কো দোষঃ, প্রবেশ্যতাম্—ইত্যাদিদেশ।

অথ প্রতীহারী নরপতিকথনানন্তরমুত্থায় তাং মাতঙ্গকুমারীং প্রাবেশয়ত্।

প্রবিশ্য চ সা নরপতিসহস্র-মধ্যবর্তিনমশনিভয়-পুঞ্জিত-কুলশৈলমধ্যগতমিব কনক-শিখরিণম্ অনেক-রত্নাভরণ-কিরণ-জালকান্তরিতাবয়বমিন্দ্রায়ুধ-সহস্র-সংচ্ছাদিতাষ্ট-দিগ্বিভাগমিব জলধরদিবসম্, অবলম্বিত-স্থূলমুক্তাকলাপস্য কনকশৃঙ্খলা-নিয়মিত-মণিদণ্ডিকা-চতুষ্টয়স্য গগন-সিন্ধু-ফেন-পটল-পাণ্ডুরস্য নাতিমহতো দুকূলবিতানস্যা-ধস্তাদিন্দুকান্তমণি-পর্যঙ্কিকা-নিষণ্ণম্, উদ্ধূয়মান-কনক-দণ্ড-চামর-কলাপম্, উন্ময়ূখ-মুখ-কান্তি-নিচয়-পরাভব-প্রণতে শশিনীব স্ফটিক-পাদপীঠে বিন্যস্ত-বামপাদম্, ইন্দ্র-নীলমণি-কুট্টিম-প্রভা-সম্পর্ক-শ্যামায়মানৈঃ প্রণত-রিপু-নিশ্বাসমলিনীকৃতৈরিব চরণ-নখ-ময়ূখ-জালৈরুপশোভমানম্, আসনোল্লসিত-পদ্মরাগ-কিরণ-পাটলীকৃতেনাচির-মৃদিত-মধুকৈটভ-রুধিরারুণেন হরিমিবোরুযুগলেন বিরাজমানম্, অমৃতফেন-ধবলে গোরোচনা-লিখিত-হংস-মিথুন-সনাথ-পর্যন্তেচারুচামর-পবন-প্রণর্তিতান্তদেশে দুকূলে বসানম্, অতি-সুরভি-চন্দনানুলেপন-ধবলিতোরঃস্থলম্, উপরি-বিন্যস্ত-কুঙ্কুম-স্থাসকম্, অন্তরান্তরানিপতিত-বালাতপচ্ছেদমিব কৈলাসশিখরিণম্, অপর-শশিশঙ্কয়া নক্ষত্রমালয়েব হারলতয়া কৃতমুখপরিবেশম্, অতিচপল-রাজলক্ষ্মী-বন্ধননিগড়-শঙ্কামুপ-জনয়তেন্দ্রনীল-কেয়ূরযুগলেন মলয়জ-রস-গন্ধলুব্ধেন ভুজঙ্গদ্বয়েনেব বেষ্টিত-বাহুযুগলম্, ঈষদালম্বি-কর্ণোত্পলম্, উন্নতঘোণম্, উত্ফুল্ল-পুণ্ডরীক-লোচনম্, অমল-কলধৌত-পট্টায়তম্ অষ্টমীচন্দ্র-শকলাকারম্ অশেষ-ভুবন-রাজ্যাভিষেক-সলিল-পূতম্ ঊর্ণাসনাথং ললাটদেশমুদ্বহন্তম্, আমোদিত-মালতীকুসুম-শেখরম্ উষসি শিখর-পর্যস্ত-তারকাপুঞ্জমিব পশ্চিমাচলম্, আভরণ-প্রভা-পিশঙ্গিতাঙ্গতয়া লগ্ন-হর-হুতাশমিব মকরধ্বজম্, আসন্নবর্তিনীভিঃ সেবার্থমাগতাভিরিব দিগ্বধূভির্বার-বিলাসিনীভিঃ পরিবৃতম্, অমল-মণিকুট্টিমম-সংক্রান্ত-সকল-দেহ-প্রতিবিম্বতয়া পতিপ্রেম্ণা বসুন্ধরয়া হৃদয়েনেবোহ্যমানম্, অশেষ-জন-ভোগ্যতামুপনীতয়াপ্য-সাধারণয়া রাজলক্ষ্ম্যা সমালিঙ্গিতম্, অপরিমিত-পরিবারজনমপ্যদ্বিতীয়ম্, অনন্ত-গজ-তুরগ-সাধনমপি খড়্গমাত্রসহায়ম্, একদেশস্থিতমপি ব্যাপ্তভুবনমণ্ডলম্, আসনে স্থিতমপি ধনুষি নিষণ্ণম্, উত্সাদিতাশেষ-দ্বিবদিন্ধনমপি জ্বলত্-প্রতাপানলম্, আয়ত-লোচনমপি সূক্ষ্মদর্শনম্, মহাদোষমপি সকলগুণাধিষ্ঠানম্, কুপতিমপি কলত্রচয়-বল্লভম্, অবিরত-প্রবৃত্ত-দানমপ্যমদম্, অতিশুদ্ধস্বভাবমপি কৃষ্ণচরিতম্, অকরমপি হস্তস্থিত-সকল-ভুবনতলং রাজানমদ্রাক্ষীত্।

আলোক্য চ সা দূরস্থিতৈব প্রচলিতরত্নবলয়েন রক্ত-কুবলয়দল-কোমলেন পাণিনা জর্জরিত-মুখভাগাং বেণুলতামাদায় নরপতিপ্রবোধনার্থং সকৃৎ সভাকুট্টিমমাজঘান, যেন সকলমেব তদ্রাজকম্ একপদে বনকরিযূথমিব তালশব্দেন যুগপদাবলিতবদনমবনিপালমুখাদাকৃষ্য চক্ষুস্তদভিমুখমাসীৎ।

অবনিপতিস্তু 'দূরাদালোকয়' ইত্যভিধায় প্রতীহার্য্যা নির্দিশ্যমানাং তাং বয়ঃপরিণাম-শুভ্র-শিরসা, রক্ত-রাজী-বেক্ষণাপাঙ্গেন, অনবরত-কৃত-ব্যায়ামতয়া যৌবনাপগমেঽপ্যশিথিল-শরীরসন্ধিনা, সত্যপি মাতঙ্গত্বে নাতিনৃশংসাকৃতিনা, অনুগৃহীতার্যবেশেন শুভ্র-বাসসা পুরুষেণাধিষ্ঠিত-পুরোভাগাম, আকুলাকুল-কাকপক্ষধারিণা কনকশলাকা-নির্মিতমপ্যন্তর্গত-শুকপ্রভাশ্যামায়মানঞ্চ মরকতময়মিব পঞ্জরমুদ্বহতা চণ্ডালদারকেণানুগম্যমানাম্, অসুর-গৃহীতামৃতাপহরণ-কৃত-কপট-পটু-বিলাশিনীবেশস্য শ্যামতয়া ভগবতো হরেরিবানুকুর্বতীম্' সঞ্চারিণীমিবেন্দ্রনীলমণিপুত্রিকাম্, আগুল্ফবিলম্বিনা, নীলকঞ্চুকেনাচ্ছন্নশরীরাম্, উপরি-রক্তাংশুক-বিরচিতাবগুণ্ঠনাং নীলোৎপলস্থলীমিব নিপতিতসন্ধ্যাতপাম্, এক-কর্ণাবসক্ত-দন্তপত্র-প্রভা-ধবলিত-কপোলমণ্ডলাম্, উদ্যদিন্দু-বিম্বচ্ছুরিত-মুখীমিব বিভাবরীম্, আকপিল-গোরোচনা-রচিত-তিলক-তৃতীয়-লোচনাম্ ঈশানুচরিত-কিরাতবেশামিব ভবানীম্, উরঃস্থল-নিবাস-সংক্রান্ত-নারায়ণ-দেহপ্রভাশ্যামলিতামিব শ্রিয়ম্, কুপিত-হর-হুতাশন-দহ্যমান-মদন-ধূম-মলিনীকৃতামিব রতিম্, উন্মদ-হলি-হলাকর্ষণ-ভয়-পলায়িতামিব কালিন্দীম্, অতিবহল-পিণ্ডালক্তক-রস-রাগপল্লবিত-পাদপঙ্কজাম্ অচির-মৃদিত-মহিষাসুর-রুধির-রক্ত-চরণামিব কাত্যায়নীম্, আলোহিতাঙ্গুলি-প্রভা-পাটলিত-নখ-ময়ূখাম্, অতিকঠিন-মণিকুট্টিম-স্পর্শমসহমানাং ক্ষিতিতলে পল্লবভঙ্গানিব নিধায় সঞ্চরন্তীম্, আপিঞ্জরেণোৎসর্পিণা নূপুরমণীনাং প্রভাজালেন রঞ্জিত-শরীরতয়া পাবকেনেব ভগবতা রূপৈকপক্ষপাতিনা প্রজাপতিমপ্রমাণীকুর্বতা জাতিসংশোধনার্থমালিঙ্গিতদেহাম্, অনঙ্গ-বারণ-শিরো-নক্ষত্রমালায়মানেন রোমরাজি-লতালবালকেন মেখলা-দাম্না পরিগত-জঘনস্থলাম্, অতিস্থূল-মুক্তাফল-ঘটিতেন শুচিনা হারেণ গঙ্গাস্রোতসেব কালিন্দীশঙ্কয়া কৃতকণ্ঠগ্রহাম্ শরদামিব বিকসিত-পুণ্ডরীক-লোচনাম্, প্রাবৃষমিব ঘনকেশজালাম্, মলয়মেখলামিব চন্দনপল্লবাবতংসাম্, নক্ষত্রমালামিব চিত্রশ্রবণাভরণ-ভূষিতাম্, শ্রিয়মিব হস্তস্থিত-কমল-শোভাম্, মূর্চ্ছামিব মনোহারিণীম্, অরণ্যভূমিমিব অক্ষতরূপসম্পন্নাম্, দিব্যযোষিতমিবাকুলীনাম্, নিদ্রামিব লোচনগ্রাহিণীম্, অরণ্যকমলিনীমিব মাতঙ্গকুলদূষিতাম্, অমূর্তামিব স্পর্শবর্জিতাম্, আলেখ্যাগতামিব দর্শনমাত্রফলাম্, মধুমাস-কুসুম-সমৃদ্ধিমিব অজাতিম্, অনঙ্গ-কুসুম-চাপলেখামিব মুষ্টি-গ্রাহ্য-মধ্যাম্, যক্ষাধিপ-লক্ষ্মীমিব-অলকোদ্ভাসিনীম্, অচিরোপরূঢ়-যৌবনাম্, অতিশয়-রূপাকৃতিম্ অনিমিষলোচনো দদর্শ।

দৃষ্টবা চ তাং সমুপজাত-বিস্ময়স্যাভূন্মনসি মহীপতেঃ—অহো। বিধাতুরস্থানে রূপ-নিষ্পাদন-প্রযত্নঃ। তথাহি, যদি নামেয়মাত্মরূপোপহসিতাশেষরূপসম্পদুৎপাদিতা, কিমর্থমপগত-স্পর্শ-সম্ভোগ-সুখে কৃতং কুলে জন্ম। মন্যে চ মাতঙ্গজাতি-স্পর্শদোষ-ভয়াদস্পৃশতেয়মুৎপাদিতা প্রজাপতিনা, অন্যথা কথিময়মক্লিষ্টতা লাবণ্যস্য। নহি করতল-স্পর্শ-ক্লেশিতানামবয়বানামীদৃশী ভবতি কান্তিঃ। সর্বথা ধিগ্‌বিধাতারম্ অসদৃশসংযোগকারিণম্। অতিমনোহরাকৃতিরপি ক্রূরজাতিতয়া যেনেয়মসুরশ্রীরিব

সতত-নিন্দিত-সুরতা রমণীয়াঽপ্যুদ্বেজয়তি ইতি। এবমাদি চিন্তয়ন্তমেব রাজানমীষদব-গলিত-কর্ণপল্লবাবতংসা প্রভুল্লভবনিতেব কন্যকা প্রণনাম।

কৃতপ্রণামায়াঞ্চ তস্যাং মণিকুট্টিমোপবিষ্টায়াম্ স পুরুষস্তং বিহঙ্গমমাদায় পঞ্জর-গতমেব কিঞ্চিদুপসৃত্য রাজ্ঞে ন্যবেদয়দব্রবীচ্চ—

দেব, বিদিতসকলশাস্ত্রার্থঃ, রাজনীতি-প্রয়োগকুশলঃ, পুরাণেতিহাস-কথালাপ-নিপুণঃ; বেদিতা গীতশ্রুতীনাম্ কাব্য-নাটকাখ্যায়িকাখ্যানক-প্রভৃতীনামপরিমিতানাং সুভাষিতানামধ্যেতা স্বয়ঞ্চ কর্তা, পরিহাসালাপপেশলঃ, বীণা-বেণু-মুরজপ্রভৃতীনাং বাদ্যবিশেষাণামসমঃ শ্রোতা, নৃত্যপ্রয়োগদর্শননিপুণঃ, চিত্রকর্মণি প্রবীণঃ, দ্যূতব্যাপারে প্রগল্ভঃ, প্রণয়কলহ-কুপিত-কামিনী-প্রসাদনোপায়চতুরঃ; গজ-তুরগ-পুরুষ-স্ত্রী-লক্ষণা-ভিজ্ঞঃ সকলভূতল-রত্নভূতোঽয়ং বৈশম্পায়নো নাম শুকঃ। সর্বরত্নানাঞ্চ উদধিরিব দেবো ভাজনমিতি কৃত্বৈনমাদায়াস্মৎস্বামিদুহিতা দেবপাদমূলমায়াতা, তদয়মাত্মীয়ঃ ক্রিয়তাম্ ইত্যুক্ত্বা নরপতেঃ পুরো নিধায় পঞ্জরমসাবপসসার।

অপসৃতে চ তস্মিন্ স বিহঙ্গরাজো রাজাভিমুখো ভূত্বা সমুন্নময্য দক্ষিণং চরণ-মতিস্পষ্ট-বর্ণ-স্বর-সংস্কারয়া গিরা কৃতজয়শব্দো রাজানমুদ্দিশ্যার্যামিমাং পপাঠ—

স্তনযুগমশ্রুস্নাতং সমীপতরবর্ত্তি হৃদয়শোকাগ্নেঃ।
চরতি বিমুক্তাহারং ব্রতমিব ভবতো রিপুস্ত্রীণাম্॥

রাজা তু তাং শ্রুত্বা সঞ্জাত-বিস্ময়ঃ সহর্ষমাসন্নবর্তিনম্ অতিমহার্ঘহেমাসনো-পবিষ্টম্ অমরগুরুমিবাশেষনীতিশাস্ত্র-পারগম্ অতিবয়সমগ্রজন্মানমখিল-মন্ত্রিমণ্ডল-প্রধানমমাত্যং কুমারপালিতনামানমব্রবীৎ—

শ্রুতা ভবদ্ভিরস্য বিহঙ্গমস্য স্পষ্টতা বর্ণোচ্চারণে, স্বরে চ মধুরতা? প্রথমং তাবদিদমেব মহদাশ্চর্যং যদয়মসঙ্কীর্ণবর্ণ-প্রবিভাগমভিব্যক্তমাত্রানুস্বার-স্বর-সংস্কার-যোগাং বিশেষযুক্তাম্ অতিপরিস্ফুটাক্ষরাং গিরমুদীরয়তি। তত্র পুনরপরম্ অভিমত-বিষয়ে তিরশ্চোঽপি মনুজস্যেব সংস্কারবতো বুদ্ধিপূর্বা প্রবৃত্তিঃ। তথাহি, অনেন সমুৎক্ষিপ্ত-দক্ষিণচরণেনোচ্চার্য জয়শব্দমিয়মার্যা মামুদ্দিশ্য পরিস্ফুটাক্ষরং গীতা। প্রায়েণ পক্ষিণঃ পশবশ্চ ভয়াহার-মৈথুন-নিদ্রা-সংজ্ঞামাত্রবেদিনো ভবন্তি। ইদন্তু মহচ্চিত্রম্।

ইত্যুক্তবতি ভূভুজি কুমারপালিতঃ কিঞ্চিৎস্মিতবদনো নৃপমবাদীৎ—দেব! কিমত্র চিত্রম্। এতে হি শুকশারিকাপ্রভৃতয়ো বিহঙ্গ-বিশেষা যথাশ্রুতাং বাচমুচ্চারয়ন্তীত্য-ধিগতমেব দেবেন। তত্রাপ্যন্যজন্মোপাত্ত-সংস্কারানুবন্ধেন বা পুরুষপ্রযত্নেন বা সংস্কারাতিশয় উপজায়ত ইতি নাতিচিত্রম্। অন্যচ্চ; এতেষামপি পুরা পুরুষাণা-মিবাতিপরিস্ফুটাক্ষরা বাগাসীৎ, অগ্নিশাপাত্ত্বস্ফুটালাপতা শুকানামুপজাতা, করিণাঞ্চ জিহ্বাপরিবৃত্তিঃ।

ইত্যেবমুচ্চারয়ত্যেব তস্মিন্নশিশিরকিরণমম্বরতলস্য মধ্যমারূঢ়মাবেদয়ন্ নাড়িকা-চ্ছেদ-প্রহত-পটু-পটহ-নাদানুসারী মধ্যাহ্ন-শঙ্খধ্বনিরুদতিষ্ঠৎ। তমাকর্ণ্য চ সমাসন্ন-স্নান-সময়ো বিসর্জিতরাজলোকঃ ক্ষিতিপতিরাস্থানমণ্ডপাদুত্তস্থৌ।

অথ চলতি মহীপতৌঅন্যোন্যমতিরভস-সঞ্চলন-চালিতাঙ্গদ-পত্রভঙ্গ-মকর-কোটি-পাটিতানেকপটানাম্ আক্ষেপ-দোলায়মান-কণ্ঠদাম্নাম্ অংসস্থলোল্লসিত-কুঙ্কুম-পটবাস-ধূলি-পিঞ্জরিত-দিশাম্ আলোল-মালতী-কুসুম-শেখরোৎপতদলি-কদম্বকানাম্ অর্ধা-

বলম্বিভিঃ কর্ণোত্পলৈশ্চুম্ব্যমান-গণ্ডস্থলানাং গমন-প্রণাম-লালনানাম্ অহমহমিকয়া বক্ষঃ-স্থল-প্রেঙ্খোলিত-হারলতানাম্ উত্তিষ্ঠতামাসীদতিমহান্ সম্ভ্রমো মহীপতীনাম্।

ইতশ্চেতশ্চ নিষ্পতন্তীনাং স্কন্ধাবসক্তচামরাণাং চামরগ্রাহিণীনাং কমল-মধু-পান-মত্ত-জরত্-কলহংস-নাদ-জর্জরেণ পদে পদে রণিতমণীনাং মণিনূপুরাণং নিনাদেন, বারবিলাসিনীজনস্য সঞ্চরতো জঘনস্থলাস্ফালন-রসিত-রত্ন-মালিকানাং মেখলানাং মনোহারিণা ঝঙ্কারেণ, নূপুররবাকৃষ্টানাঞ্চ ধবলিতাস্থানমণ্ডপ-সোপানফলকানাং ভবন-দীর্ঘিকাকলহংসকানাং কোলাহলেন, রসনারসিতোৎসুকানাঞ্চ তারতর-বিরবিণামুল্লিখ্যমান-কাংস্যক্রেঙ্কার-দীর্ঘেণ গৃহসারসানাং কূজিতেন, সরভস-প্রচলিত-সামন্তশত-চরণতলাভিহতস্য চাস্থানমণ্ডপস্য নির্ঘাতগম্ভীরেণ কম্পয়তেব বসুমতীং ধ্বনিনা, প্রতীহারিণাঞ্চ পুরঃ সসম্ভ্রমমুত্সারিতজনানাং দণ্ডিনং সমারব্ধহেলমুচ্চৈরুচ্চারয়তাম্ 'আলোকয়ত আলোকয়ত' ইতি তারতর-দীর্ঘেণ ভবন-প্রাসাদ-কুঞ্জেষূচ্চারিত-প্রতিশব্দতয়া দীর্ঘতরতামুপগতেনালোকশব্দেন, রাজ্ঞাঞ্চ সসম্ভ্রমাবর্জিত-মৌলি-লোল-চূড়ামণীনাং প্রণমতামমল-মণিশলাকা-দন্তুরাভিঃ কিরীট-কোটিভিরুল্লিখ্যমানস্য মণিকুট্টিমস্য নিস্বনেন, প্রণাম-পর্যস্তানামতিকঠিন-মণিকুট্টিম-নিপাতন-রণরণায়িতানাঞ্চ মণিকর্ণপূরাণাং নিনাদেন; মঙ্গলপাঠকানাঞ্চ পুরোযায়িনাং জয়-জীবেতি মঙ্গল-মধুরবচনানুযাতেন পঠতাং দিগন্ত-ব্যাপিনা কলকলেন, প্রচলিত-জন-চরণশত-সংক্ষোভ-ভয়াদপহায় কুসুমপ্রকরমুত্পততাঞ্চ মধুলিহাং হুঙ্কৃতেন; সংক্ষোভাদতিত্বরিতপদপ্রবৃত্তৈরবনিপাতিভিঃ কেয়ূরকোটিতাড়িতানাং ক্বনিতমুখর-রত্নদাম্নাঞ্চ মণিস্তম্ভানাং রণিতেন সর্বতঃ ক্ষুভিতমিব তদাস্থান-ভবনভবত্।

অথ বিসর্জিতরাজলোকো 'বিশ্রম্যতাম্' ইতি স্বয়মেবাভিধায় তাং চাণ্ডাল-কন্যকাম্ 'বৈশম্পায়নঃ প্রবেশ্যতামভ্যন্তরম্' ইতি তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীমাদিশ্য কতিপয়াপ্তরাজ-পুত্রপরিবৃতো নরপতিরভ্যন্তরং প্রাবিশত্।

অপনীতাশেষভূষণশ্চ দিবসকর ইব বিগলিতকিরণজালঃ চন্দ্রতারকাশূন্য ইব গগনাভোগঃ সমুপাহৃত-সমুচিত-ব্যায়ামোপকরণাং ব্যায়ামভূমিমযাসীত্।

স তস্যাঞ্চ সমানবয়োভিঃ সহ রাজপুত্রৈঃ কৃতমধুরব্যায়ামঃ, শ্রমবশাদুন্মিষন্তীভিঃ কপোলয়োরীষদবদলিত-সিন্ধুবার-কুসুম-মঞ্জরী-বিভ্রমাভিঃ, উরসি নির্দয়শ্রমচ্ছিন্নহার-বিগলিত-মুক্তাফল-প্রকরানুকারিণীভিঃ, ললাটপট্টকেঽষ্টমীচন্দ্র-শকল-তলোল্লসদ-মৃতবিন্দু-বিড়ম্বিনীভিঃ স্বেদজল-কণিকা-সন্ততিভিরলঙ্ক্রিয়মাণমূর্তিঃ ইতস্ততঃ স্নানোপকরণ-সম্পাদনসত্বরেণ পুরঃপ্রধাবতা পরিজনেন তৎকালং বিরলজনেঽপি রাজকুলে সমুত্সারণাধিকারমুচিতমাচরদ্ভিঃ দণ্ডিভিরুপদিশ্যমানমার্গঃ, বিতত-সিতবিতানাম্, অনেক-চারণগণ-নিবধ্যমান-মণ্ডলাম্, গন্ধোদক-পূর্ণ-কনকময়-দ্রোণী-সনাথমধ্যাম্, উপস্থাপিত-স্ফটিক-স্নানপীঠাম্, একান্তনিহিতৈরতিসুরভিগন্ধসলিলপূর্ণৈঃ পরিমলা-বকৃষ্ট-মধুকর-কুলান্ধকারিতমুখৈরাতপভয়ান্নীলকর্পটাবগুণ্ঠিতমুখৈরিব স্নানকল-সৈরুপশোভিতং স্নানভূমিমগচ্ছত্।

অবতীর্ণস্য চ জলদ্রোণীং বারবিলাসিনী-কর-মৃদিত-সুগন্ধামলকলিপ্ত-শিরসো রাজ্ঞঃ সমন্তাৎ সমুপতস্থুরংশুক-নিবিড়-নিবদ্ধ-স্তন-পরিকরাঃ,দূরসমুত্সারিত-বলয়-বাহু-লতাঃ, সমুত্ক্ষিপ্ত-কর্ণাভরণাঃ কর্ণোত্সঙ্গোত্সারিতালকাঃ, গৃহীতজলকলসাঃ স্নানার্থমভিষেকদেবতা ইব বারযোষিতঃ।

তাভিশ্চ সমুন্নত-কুচকুম্ভ-মণ্ডলাভির্বারিমধ্যপ্রবিষ্টঃ করিণীভিরিব বনকরী পরিবৃতস্তত্ক্ষণং ররাজ রাজা।

দ্রোণীসলিলাদুত্থায় চ স্নানপীঠমমলস্ফটিকধবলং বরুণ ইব রাজহংসমারুরোহ।

ততস্তাঃ কাশ্চিন্মরকত-কলস-প্রভা-শ্যামায়মানা নলিন্য ইব মূর্তিমত্যঃ পত্রপুটৈঃ, কাশ্চিদ্রজতকলসহস্তা রজন্য ইব পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলাবিনির্গতেন জ্যোত্স্নাপ্রবাহেণ, কাশ্চিত্ কলসোত্ক্ষেপ-শ্রম-স্বেদার্দ্র-শরীরা জলদেবতা ইব স্ফটিকৈঃ কলসৈস্তীর্থজলেন, কাশ্চিন্মলয়সরিত ইব চন্দরসমিশ্রেন সলিলেন, কাশ্চিদুত্ক্ষিপ্তকলস-পার্শ্ব-বিন্যস্ত-হস্তপল্লবাঃ প্রকীর্যমাণ-নখ-ময়ূখ-জালকাঃ প্রত্যঙ্গুলি-বিবর-বিনির্গত-জলধারাঃ সলিলযন্ত্রদেবতা ইব; কাশ্চিজ্জাড্যমপনেতুমাক্ষিপ্ত-বালাতপেনেব দিবসশ্রিয় ইব কনক-কলসহস্তাঃ কুঙ্কুমজলেন বারাঙ্গনাঃ ক্রমেণ রাজানমভিষিষিচুঃ।

অনন্তরমুদপাদি চ স্ফোটয়ন্নিব শ্রুতিপথমনেক-প্রহত-পটু-পটহ-ঝল্লরী-মৃদঙ্গ-বেণু-বীণা-গীত-নিনাদানুগম্যমানো বন্দিবৃন্দ-কোলাহলাকুলো ভুবন-বিবরব্যাপী স্নান-শঙ্খনামাপূর্যমাণানামতিমুখরো ধ্বনিঃ।

এবঞ্চ ক্রমেণ নির্বর্তিতাভিষেকো বিষধরনির্মোক-পরিলঘুনী ধবলে পরিধায় ধৌতে বাসসী শরদম্বরৈকদেশ ইব জলক্ষালন-নির্মলতনুঃ অতিধবল-জলধরচ্ছেদ-শুচিনা দুকূলপট-পল্লবেন তুহিনগিরিরিব গগনসরিত্স্রোতসা কৃতশিরোবেষ্টনঃ সম্পাদিত-পিতৃজলক্রিয়ো মন্ত্রপূতেন তোয়াঞ্জলিনা দিবসকরমভিপ্রণম্য দেবগৃহমগমত্।

উপরচিত-পশুপতিপূজনশ্চ নিষ্ক্রম্য দেবগৃহান্নির্বর্তিতাগ্নিকার্যো বিলেপনভূমৌ ঝঙ্কারিভিরলিকদম্বকৈরনুবধ্যমানপরিমলেন মৃগমদ-কর্পূর-কুঙ্কুম-বাস-সুরভিণা চন্দনেনানুলিপ্তসর্বাঙ্গো বিরচিতামোদি-মালতীকুসুমশেখরঃ কৃতবস্ত্রপরিবর্তো রত্ন-কর্ণপূর-মাত্রাভরণঃ সমুচিতভোজনৈঃ সহ ভূপতিভিরাহারমভিমত-রসাস্বাদ-জাতপ্রীতি-রবনিপো নিবর্তয়ামাস।

পরিপীতধূমবর্তিঃ উপস্পৃশ্য চ গৃহীততাম্বূলস্তস্মাত্ প্রমৃষ্টমনি-কুট্টিমপ্রদেশা-দুত্থায় নাতিদূরবর্তিন্যা সসম্ভ্রম-প্রধাবিতয়া প্রতীহার্যা প্রসারিতং বাহুমবলম্ব্য অনবরত-বেত্রলতাগ্রহণপ্রসঙ্গাদতিজরঠ-কিসলয়ানুকারি-করতলং করেন অভ্যন্তরসঞ্চারসমুচিতেন পরিজনেনানুগম্যমানো ধবলাংশুকজবনিকাপরিগত-পর্যন্ততয়া স্ফটিক-মণিময়ভিত্তি-বন্ধামিবোপলক্ষ্যমাণম্, অতিসুরভিণা মৃগনাভিপরিমলেনামোদিনা চন্দনবারিণা সিক্ত-শিশিরমণিভূমিম্, অবিরলবিপ্রকীর্ণেন বিমল-মণিকুট্টিম-গগনতল-তারাগণেনেব কুসুমোপহারেণ নিরন্তরনিচিতম্, উত্কীর্ণ-শালভঞ্জিকা-নিবহেন সন্নিহিত-গৃহদেবতেনেব গন্ধসলিল-ক্ষালিতেন কলধৌতময়েন স্তম্ভসঞ্চয়েন বিরাজমানম্, অতিবহলাগুরু-ধূপ-পরিমলম্, অখিল বিগলিত-জলনিবহ-ধবল-জলধর-শকলানুকারিণা কুসুমামোদবাসিত-প্রচ্ছদপটেন, পট্টোপধানাধ্যাসিত-শিরোভাগেন মণিময়-প্রতিপাদুকা-প্রতিষ্ঠিতপাদেন পার্শ্বস্থরত্নপাদপীঠেন তুহিনগিরি-শিলাতল-সদৃশেন শয়নেন সনাথীকৃত-বেদিকং ভুক্তবাস্থান-মণ্ডপমযাসীত্।

তত্র চ শয়নে নিষণ্ণঃ ক্ষিতিতলোপবিষ্টয়া শনৈঃ শনৈরুত্সঙ্গ-নিহিতাসিলতয়া খড়্গবাহিন্যা নব-নলিন-দল-কোমলেন করসম্পুটেন সংবাহ্যমান-চরণস্ততকালোচিত-দর্শনৈরবনিপতিভিরমাত্যৈর্মিত্রৈশ্চ সহ তাস্তাঃ কথাঃ কুর্বন্ মুহূর্তমিবাসাঞ্চক্রে।

ততো নাতিদূরবর্তিনীম্ 'অন্তঃপুরাদ্বৈশম্পায়নমাদায়াগচ্ছ' ইতি সমুপজাততদ্বৃত্তান্ত-প্রশ্ন-কুতূহলো রাজা প্রতিহারীমাদিদেশ।

সা ক্ষিতিতল-নিহিত-জানু-করতলা 'যথাজ্ঞাপয়তি দেবঃ' ইতি শিরসি কৃত্বাজ্ঞাং যথাদিষ্টমকরোৎ।

অথ মুহূর্তাদেব বৈশম্পায়নঃ প্রতীহার্যা গৃহীতপঞ্জরঃ কনকবেত্রলতাবলম্বিনা কিঞ্চিদবনত-পূর্বকায়েন সিতকঞ্চুকাচ্ছন্নবপুষা জরাধবলিত-মৌলিনা গদ্গদস্বরেণ মন্দমন্দসঞ্চারিণা বিহঙ্গজাতিপ্রীত্যা জরত্কলহংসেনেব কঞ্চুকিনানুগম্যমানো রাজান্তিকমাজগাম।

ক্ষিতিতল-নিহিতকরতলস্তু কঞ্চুকী রাজানং ব্যজ্ঞাপয়ত্—দেব! দেব্যো বিজ্ঞাপয়ন্তি, দেবাদেশাদেষ বৈশম্পায়নঃ স্নাতঃ কৃতাহারশ্চ দেবপাদমূলং প্রতীহার্যানীতঃ। ইত্যভিধায় গতে চ তস্মিন্ রাজা বৈশম্পায়নমপৃচ্ছত্—কচ্চিদ্ অভিমতমাস্বাদিতমভ্যন্তরে ভবতা কিঞ্চিদশনজাতম্? ইতি।

স প্রত্যুবাচ—দেব! কিং বা নাস্বাদিতম্। আমত্ত-কোকিল-লোচনচ্ছবির্নীলপাটলঃ কষায়মধুরঃ প্রকামমাপীতো জম্বুফলরসঃ। হরি-নখরভিন্ন-মত্ত-মাতঙ্গ-কুম্ভ-মুক্ত-রক্তার্দ্র-মুক্তাফল-ত্বীংষি খণ্ডিতানি দাড়িম-বীজানি। নলিনীদল-হরিন্তি দ্রাক্ষাফল-স্বাদূনি চ দলিতানি স্বেচ্ছয়া প্রাচীনামলকী-ফলানি। কিং বা প্রলপিতেন বহুনা, সর্বমেব দেবীভিঃ স্বয়ং করতলোপনীয়মানমমৃতায়তে—ইতি।

এবংবাদিনো বচনমাক্ষিপ্য নরপতিরব্রবীত্—আস্তাং তাবত্ সর্বমেবেদম্। অপনয়তু নঃ কুতূহলম্। আবেদয়তু ভবানাদিতঃ প্রভৃতি কার্ৎস্ন্যেনাত্মনো জন্ম। কস্মিন্ দেশে ভবান্ কথং জাতঃ। কেন বা নাম কৃতম্। কা তে মাতা। কস্তে পিতা। কথং বেদানামাগমঃ। কথং শাস্ত্রাণাং পরিচয়ঃ। কুতঃ কলাঃ সমাসাদিতাঃ। কিং জন্মান্তরানুস্মরণম্, উত বরপ্রদানম্ অথবা বিহগবেশধারী কশ্চিচ্ছন্নো নিবসসি। ক্ব পূর্বমুষিতম্। কিয়দ্বা বয়ঃ। কথং পঞ্জরবন্ধঃ। কথং চণ্ডালহস্তগমনম্। ইহ বা কথমাগমনম্?

বৈশম্পায়নস্তু স্বয়মুপজাতকুতূহলেন সবহুমানমবনিপতিনা পৃষ্টো মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা সাদরমব্রবীত্—দেব। মহতীয়ং কথা, যদি কৌতুকমাকর্ণ্যতাম—

অস্তি পূর্বাপর জলনিধি-বেলাবলগ্না মধ্যদেশালঙ্কারভূতা মেখলেব ভুবঃ, বনকরিকুল-মদজল-সেক-সংবর্ধিতৈরতিবিকচ-ধবল-কুসুমনিকরমত্যুচ্চতয়া তারা-গণমিব শিখরদেশলগ্নমুদ্বহদ্ভিঃ পাদপৈরুপশোভিতা, মদকল-কুররকুল-দশ্যমান-মরীচপল্লবা, করি-কলভ-কর-মৃদিত-তমাল-কিসলয়ামোদিনী, মধুমদোপরক্ত-কেরলী-কপোল-কোমলচ্ছবিনা সঞ্চরদ্বনদেবতা-চরণালক্তক-রস-রঞ্জিতেনেব পল্লবচয়েন সংচ্ছাদিতা, শুককুল-দলিত-দাড়িমীফল-দ্রবার্দ্রীকৃত-তলৈরতিচপল-কপিকুল-কম্পিত-কঙ্কোল-চ্যুতপল্লব-ফল-শকলৈঃ অনবরত-নিপতিত-কুসুমরেণু-পাংশুলৈঃ পথিক-জন-রচিত-লবঙ্গ-পল্লব-সংস্তরৈঃ অতিকঠোর-নারিকেল-কেতকী-করীর-বকুল-পরিগত-প্রান্তৈঃ তাম্বূলী-লতা-বনদ্ধ-পূগ-ষণ্ড-মণ্ডিতৈর্বনলক্ষ্মী-বাসভবনৈরিব বিরাজিতা লতামণ্ডপৈঃ, উন্মদ-মাতঙ্গ-কপোলস্থল-গলিত-সলিল-সিক্তেনেব নিরন্তরমেলালতাবনেন মদগন্ধিনান্ধকারিতা, নখ-মুখ-লগ্নেভকুম্ভ-মুক্তাফললুব্ধৈঃ শবর-সেনাপতিভিরভিহন্যমানকেশরিশতা, প্রেতাধিপ-নগরীব সদা-সন্নিহিতমৃত্যু-ভীষণা মহিষাধিষ্ঠিতা চ, সমরোদ্যতপতাকিনীব বাণাসনা-

রোপিত-শিলীমুখা বিমুক্ত-সিংহনাদা চ, কাত্যায়নীব প্রচলিত-অংগভীষণা রক্তচন্দনালংকৃতা চ; কর্ণীসুতকথেব সন্নিহিত-বিপুলাচলা শশোপগতা চ কল্পান্তপ্রদোষসন্ধ্যেব প্রনৃত্যন্নীলকণ্ঠা পল্লারুণা চ, অমৃতমথনবেলেব শ্রীদ্রুমোপশোভিতা বারুণী-পরিগতা চ, প্রাবৃডিব ঘনশ্যামলা অনেকশতহ্রদালংকৃতা চ, চন্দ্রমূর্তিরিব সততমৃক্ষসার্থানুগতা হরিণাধ্যাসিতা চ, রাজ্যস্থিতিরিব চমরমৃগ-বালব্যজনোপশোভিতা সমদগজঘটা-পরিপালিতা চ, গিরিতনয়েব স্থাণুসংগতা মৃগপতিসেবিতা চ, জানকীব প্রসূতকুশলবা নিশাচর-পরিগৃহীতা চ, কামিনীব চন্দন-মৃগমদ-পরিমলবাহিনী রুচিরাগুরু-তিলকভূষিতা চ, সোত্কণ্ঠেব বিবিধপল্লবানিলবীজিতা সমদনা চ, বালগ্রীবেব ব্যাঘ্রনখপংক্তিমণ্ডিতা গণ্ডকাভরণা চ, পানভূমিরিব প্রকটিত-মধুকোশশতা প্রকীর্ণবিবিধকুসুমা চ, ক্বচিত্ প্রলয়বেলেব মহাবরাহ-দংষ্ট্রা-সমুত্খাত-ধরণী-মণ্ডলা, ক্বচিদ্দশমুখনগরীব চটুলবানরবৃন্দ-ভজ্যমান-তুংগ-শালাকুলা, ক্বচিদচির-নিবৃত্ত-বিবাহভূমিরিব হরিত-কুশ-সমিত্-কুসুম-শমী-পলাশ-শোভিতা, ক্বচিদুন্মত্ত-মৃগপতি-নাদ-ভীতেব কণ্টকিতা, ক্বচিন্মত্তেব কোকিল-কুল-কল-প্রলাপিনী, ক্বচিদুন্মত্তেব বায়ুবেগ-কৃত-তালশব্দা, ক্বচিদ্বিধবেব উন্মুক্ত-তালপত্রা, ক্বচিত্ সমরভূমিরিব শর-শত-নিচিতা, ক্বচিদমরপতি-তনুরিব নেত্রসহস্র-সংকুলা, ক্বচিন্নারায়ণমূর্তিরিব তমালনীলা, ক্বচিত্ পার্থরথপতাকেব বানরাক্রান্তা, ক্বচিদবনিপতি-দ্বারভূমিরিব বেত্রলতাশতদুষ্প্রবেশা, ক্বচিদ্বিরাটনগরীব কীচকশতাবৃতা; ক্বচিদম্বরশ্রীরিব ব্যাধানুগম্যমান-তরল-তারক-মৃগা, ক্বচিদ্গৃহীতব্রতেব দর্ভ-চীর-জটা-বল্কল-ধারিণী, অপরিমিত-বহুলপত্রসঞ্চয়াঽপি সপ্তপর্ণভূষিতা, ক্রূরসত্ত্বাপি মুনিজনসেবিতা, পুষ্পবত্যাপি পবিত্রা বিন্ধ্যাটবী নাম।

তস্যাঞ্চ দণ্ডকারাণ্যান্তঃপাতি সকলভুবনবিখ্যাতমুত্পত্তি-ক্ষেত্রমিব ভগবতো ধর্মস্য, সুরপতি-প্রার্থনা-পীত-সাগর-সলিলস্য মেরু-মত্সরাদম্বরতল-প্রসারিত-শিরঃসহস্রেণ দিবসকর-রথ-গমন-পথমপনেতুমভ্যুদ্যতেন অবগণিত-সকলসুর-বচসা বিন্ধ্যগিরিণাঽপ্যনুল্লংঘিতাজ্ঞস্য, জঠরানল-জীর্ণ-বাতাপিদানবস্য, সুরাসুর-মুকুট-মকরপত্র-কোটিচুম্বিত-চরণ-রজসো, দক্ষিণাশা-বধূ-মুখ-বিশেষকস্য, সুরলোকাদেক-হুংকার-নিপতিত-নহুষ-প্রকট-প্রভাবস্য ভগবতো মহামুনেরগস্ত্যস্য ভার্যয়া লোপামুদ্রয়া স্বয়মুপরচিতালবালকৈঃ করপুট-সলিল-সেক-সংবর্ধিতৈঃ সুতনির্বিশেষৈরুপশোভিতং পাদপৈঃ, তত্-পুত্রেণ চ গৃহীতব্রতেনাষাঢ়িনা পবিত্র-ভস্ম-বিরচিত-ত্রিপুণ্ড্রকাভরণেন কুশ-চীবর-বাসসা মৌঞ্জ-মেখলাকলিতমধ্যেন গৃহীত-হরিত-পর্ণপুটেন প্রত্যুটজমটতা ভিক্ষাং দৃঢ়দস্যুনাম্না পবিত্রীকৃতমু-অতিপ্রভূতেধ্মাহরণাচ্চ যস্যেধ্মবাহ ইতি পিতা দ্বিতীয়ং নাম চকার—দিশি দিশি শুকহরিতৈশ্চ কদলীবনৈঃ শ্যামলীকৃত-পরিসরং, সরিতা চ কলসযোনিপরিপীত-সাগরমার্গানুগতয়েব বদ্ধবেণিকয়া গোদাবর্য্যা পরিগতমাশ্রমপদমাসীত্।

যত্র চ দশরথবচনমনুপালয়নুত্সৃষ্টরাজ্যো দশবদনলক্ষ্মী-বিভ্রম-বিরামো রামো মহামুনিমগস্ত্যমনুচরন্ সহ সীতয়া লক্ষ্মণোপরচিত-রুচির-পর্ণ-শালঃ পঞ্চবট্যাং কঞ্চিত্ কালং সুখমুবাস। চিরশূন্যোঽদ্যাপি যত্র শাখা-নিলীন-নিভৃত-পাণ্ডু-কপোত-পংক্তয়ো লগ্ন-তাপসাগ্নিহোত্র-ধূমরাজয় ইব লক্ষ্যন্তে তরবঃ। বলিকর্ম-কুসুমান্যুদ্ধরন্ত্যাঃ সীতায়াঃ করতলাদিব সংক্রান্তো যত্র রাগঃ স্ফুরতি লতাকিসলয়েষু। যত্র পীতোদ্গীর্ণজলনিধি-জলমিব মুনিনা নিখিলমাশ্রমোপান্তবর্তিষু বিভক্তং মহাহ্রদেষু। যত্র চ দশরথ-সুত-নিশিত-শর-নিকর-নিপাত-নিহত-রজনীচর-বল-বহুল-রুধির-সিক্ত-মূল-

মদ্যাপি তদ্রাবাবিদ্ধ-নির্গত-পলাশমিবাভাতি নব-কিশলয়মরণ্যম্। অধুনাপি যত্র জলধরসময়ে গম্ভীরমভিনব-জলধর-নিবহ-নিনাদমাকর্ণ্য ভগবতো রামস্য ত্রিভুবন-বিবর-ব্যাপিনশ্চাপ-ঘোষস্য স্মরন্তো ন গৃহ্ণন্তি শষ্প-কবলমজস্রমশ্রুজল-প্লুলিত-দীনদৃষ্টয়ো বীক্ষ্য শূন্যা দশ দিশো জরা-জর্জরিত-বিষাণকোটয়ো জানকী-সংবর্ধিতা জীর্ণমৃগাঃ। যস্মিন্ননবরত-মৃগয়া-নিহত-শেষ-বন-হরিণ-প্রোৎসাহিত ইব কৃত-সীত-নিবপ্রলম্ভঃ কনক-মৃগো রাঘবমতিদূরং জহার। যত্র মৈথিলী-বিয়োগ-দাঃখ-দুঃখিতৌ দশবদন-বিনাশ-পিশুনৌ চন্দ্রসূর্যাবিব কবন্ধগ্রস্তৌ সমং রামলক্ষ্মণৌ ত্রিভুবনভয়ং মহচ্চক্রতুঃ। অত্যায়তশ্চ যস্মিন্ দশরথসুতশর-নিপাতিতো যোজনবাহোর্বাহুরগস্ত্যপ্রসাদনাগত-নহুষাজগর-কায়-শঙ্কামকরোদৃষিজনস্য। জনকতনয়া চ ভর্ত্রা বিরহবিনোদনার্থমুটজাভ্যন্তর-লিখিতা যত্র রামনিবাস-দর্শনোৎসুকা পুনরিব ধরণীতলাদুল্লসন্তী বনচরৈরদ্যাপ্যালোক্যতে।

তস্য চৈবংবিধস্য সম্প্রত্যপি প্রকটোপলক্ষ্যমাণ-পূর্ববৃত্তান্ত-স্যাগস্ত্যাশ্রমস্য নাতিদূরে জলনিধি-পান-কুপিত-বরুণোৎসাহিতেন অগস্ত্য-মৎসরাত্তদাশ্রম-সমীপবর্তী অপর ইব বেধসা মহাজলনিধি-রুৎপাদিতঃ, প্রলয়কাল-বিঘটিতাষ্ট-দিগ্ভাগ-সন্ধিবন্ধং গগনতলমিব ভুবি নিপাতিতম্, আদিবরাহ-সমুদ্ধৃত-ধরামণ্ডল-স্থানমিব সলিল-পূরিতম্, অনবরত-মজ্জদুন্মদ-শবর-কামিনী-কুচকলস-লুলিত-জলম্, উৎফুল্ল-কুমুদ-কুবলয়-কহ্লারম্, উন্নিদ্রারবিন্দ-মধুবিন্দু-বদ্ধচন্দ্রকম্, অলিকুল-পটলান্ধকারিত-সৌগন্ধিকম্, সারসিত-সমদ-সারসম্, অম্বুরুহ-মধুপান-মত্ত-কলহংসকামিনী-কৃত-কোলাহলম্, অনেক-জলচর-পতঙ্গ-শত-সঞ্চলন-চলিত-বাচাল-বীচিমালম্, অনিলোল্লাসিত-কল্লোল-শিখর-শীকরারব্ধ-দুর্দিনম্, অশঙ্কিতাবতীর্ণাভিরম্ভঃক্রীড়া-রাগিণীভিঃ স্নানসময়ে বনদেবতাভিঃ কেশপাশ-কুসুমৈঃ সুরভীকৃতম্, একদেশাবতীর্ণ-মুনিজনাপূর্যমাণ-কমণ্ডলু-কল-জলধ্বনি-মনোহরম্, উম্মিষদুৎপলবন-মধ্যচারিভিঃ সবর্ণতয়া রসিতানুমেয়ৈঃ কাদম্ব-কদম্বকৈরাসেবিতম্, অভিষেকাবতীর্ণ-পুলিন্দরাজ-সুন্দরী-কুচ-চন্দনধূলি-ধবলিত-তরঙ্গম্, উপান্ত-জাত-কেতকী-রজঃপটল-বদ্ধ-কুল-পুলিনম্, আসন্নাশ্রমাগত-তাপস-ক্ষালিতার্দ্র-বল্কল-কষায়-পাটল-তট-জলম্, উপতট-বিটপি-পল্লব-পুটানিল-বীজিতম্, অবিরল-তমাল-বীথিকান্ধকারিতাভিঃ বালিনির্বাসিতেন সঞ্চরতা প্রতিদিনম্ ঋষ্যমূকবাসিনা সুগ্রীবেনাবলুপ্ত-ফল-লঘু-লতাভিঃ, উদবাসিতাপসানাং দেবতার্চনোপযুক্ত-কুসুমাভিঃ, উৎপাতজ্জলচর-পতঙ্গ-পক্ষপুট-বিগলিত-জলবিন্দু-সেক-সুকুমার-কিসলয়াভিঃ, লতামণ্ডপ-তল-শিখণ্ডি-মণ্ডলারব্ধ-তাণ্ডবাভিঃ, অনেক-কুসুম-পরিমল-বাহিনীভির্বনদেবতাভিঃ শ্বাস-বাসিতাভিরিব বনরাজিভিরুপরুদ্ধ-তীরম্, অপরসাগরশঙ্কিভিঃ সলিলমাদাতুমবতীর্ণৈর্জলধরৈরিব বহল-পঙ্ক-মলিনৈর্বন-করিভিরনবরতমাপীয়মানসলিলম্, অগাধম্ অনন্তম্, অপ্রতিমম্, অপাং নিধানং, পম্পাভিধানং পদ্মসরঃ। যত্র চ বিকচ-কুবলয়-প্রভা-শ্যামায়মান-পক্ষপুটান্যদ্যাপি মূর্তিমদ্রামশাপগ্রস্তানীব মধ্যচারিণামালোক্যন্তে চক্রবাকনাম্নাং মিথুনানি।

তস্যৈব পদ্মসরসঃ পশ্চিমে তীরে রাঘব-শর-প্রহার-জর্জরিত-জীর্ণ-তালতরু-খণ্ডস্য চ সমীপে, দিগ্গজ-করদণ্ডানুকারিণা জরদজগরেণ সততমাবেষ্টিতমূলতয়া বদ্ধ-মহালবাল ইব, ভুজঙ্গ-স্কন্ধাবলম্বিভিরনিলবোল্লিতৈরহি-নির্মোকৈর্ধৃতোত্তরীয় ইব, দিক্-চক্রবাল-পরিমাণমিব গৃহ্ণতা, ভুবনান্তরাল-বিপ্রকীর্ণেন শাখাসঞ্চয়েন প্রলয়কাল-তাণ্ডব-

প্রসারিত-ভুজসহস্রমুড়ুপতিশেখরমিব বিড়ম্বয়িতুমুদ্যতঃ, পুরাণতয়া পতনভয়াদিব গগনস্কন্ধলগ্নঃ; নিখিল-শরীর-ব্যাপিনীভিরতিদূরোন্নতাভিজীর্ণতয়া শিরাভিরিব পরিগতো ব্রততিভিঃ, জরা-তিলক-বিন্দুভিরিব কণ্টকৈরাচিততনুঃ; ইতস্ততঃ পরিপীত-সাগর-সলিলৈ-র্গগনাগতৈঃ পত্ররথৈরিব শাখান্তরেষু নিলীয়মানৈঃ ক্ষণমম্বুভারালসৈদ্রী-কৃতপল্লবৈর্জলধরপটলৈরপ্য দৃষ্টশিখরঃ, তুঙ্গতয়া নন্দনবনশ্রিয়মিবাবলোকয়িতুমভ্যুদ্যতঃ; সমীপবর্ত্তিনামুপরি সঞ্চরতাং গগনতল-গমন-খেদায়াসিতানাং রবি-রথ-তুরঙ্গমাণাং সৃক্ক-পরিস্রুতৈঃ ফেনপটলৈঃ সন্দেহিত-তূল-রাশিভির্ধবলীকৃত-শিখর-শাখঃ; বনগজ-কপোলকণ্ডূয়ন-লগ্ন-মদ-নিলীন-মত্ত-মধুকরমালেন লোহশৃঙ্খলাবন্ধন-নিশ্চলেনেব কল্প-স্থায়িনা মূলেন সমুপেতঃ, কোটরাভ্যন্তর-নিবিষ্টৈঃ স্ফুরদ্ভিঃ সজীব ইব মধুকর-পটলৈঃ, দুর্যোধন ইবোপলক্ষিত-শকুনি-পক্ষপাতঃ, নলিননাভ ইব বনমালোপগূঢ়ঃ, নব-জলধরব্যূহ ইব নভসি দর্শিতোন্নতিঃ; অখিলভুবনতলাবলোকনপ্রাসাদ ইব বনদেবতানাম্, অধিপতিরিব দণ্ডকারণ্যস্য, নায়ক ইব সর্ববনস্পতীনাম্, সখেব বিন্ধ্যস্য, শাখাবাহু-ভিরুপগূহ্যেব বিন্ধ্যাটবীমবস্থিতো মহান্ জীর্ণঃ শাল্মলীবৃক্ষঃ।

তত্র চ শাখাগ্রেষু কোটরোদরেষু পল্লবান্তরেষু স্কন্ধসন্ধিষু জীর্ণবল্কলবিবরেষু চ মহাবকাশতয়া বিশ্রব্ধ-বিরচিত-কুলায়-সহস্রানি দুরারোহতয়া বিগলিত-বিনাশ-ভয়ানি নানাদেশ-সমাগতানি শুক-শকুনি-কুলানি প্রতিবসন্তি স্ম। যৈঃ পরিণাম-বিরল-দলসং-হতিরপি স বনস্পতিরবিরল-দল-নিচয়-শ্যামল ইবোপলক্ষ্যতে দিবানিশং নিলীনৈঃ।

তে চ তস্মিন্ বনস্পতাবতিবাহ্যাতিবাহ্য রজনীমাত্মনীড়েষু প্রতিদিনমুত্থায়োত্থায়-হারান্বেষণায় নভসি বিরচিতপঙ্ক্তয়ো মদকল-হলধর-হলমুখোত্ক্ষেপ-বিকীর্ণ-বহু-স্রোতসম্ অম্বরতলে কলিন্দকন্যামিব দর্শয়ন্তঃ, সুরগজোন্মূলিত-বিগলদাকাশগঙ্গা-কমলিনী-শঙ্কামুপজনয়ন্তঃ, দিবসকর-রথ-তুরগ-প্রভানুলিপ্তমিব গগনতলমুপপাদয়ন্তঃ, সঞ্চারিণীমিব মকরস্থলীং বিড়ম্বয়ন্তঃ, শৈবলপল্লবাবলীমিবাম্বরসরসি প্রসারয়ন্তঃ; গগনবিততৈঃ পক্ষপুটৈঃ কদলীদলৈরিব দিনকর-খর-কর-নিকর-পরিখেদিতান্যাশা-মুখানি বীজয়ন্তঃ, বিয়তি বিসারিণীং শষ্পবীথীমিবারচয়ন্তঃ, সেন্দ্রায়ুধমিবান্তরিক্ষমাদধানা বিচরন্তি স্ম শুক-শকুনয়ঃ।

কৃতাহারাশ্চ পুনঃ প্রতিনিবৃত্যাত্মকুলায়াবস্থিতেভ্যঃ শাবকেভ্যো বিবিধান্ ফলরসান্ কলমমঞ্জরী-বিকারাংশ্চ প্রহতহরিণ-রুধিরানুরক্ত-শার্দূলনখ-কোটিপাটলেন চঞ্চুপুটেন দত্ত্বা অধরীকৃত-সর্বস্নেহেনাসাধারণেন গুরুণাপত্যপ্রেম্ণা তস্মিন্নেব ক্রোড়ান্তর্নিহিত-তনয়াঃ ক্ষপাঃ ক্ষপয়ন্তি স্ম।

একস্মিংশ্চ জীর্ণকোটরে জায়া সহ নিবসতঃ পশ্চিমে বয়সি বর্তমানস্য কথমপি পিতুরহমেবৈকো বিধিবশাৎ সূনুরভবম্। অতিপ্রবলয়া চাভিভূতা মমৈব জায়মানস্য প্রসববেদনয়া জননী মে লোকান্তরমগমত্। অভিমত-জায়া-বিনাশ-দুঃখি-তোঽপি খলু তাতঃ সুতস্নেহাদন্তর্নিগৃহ্য পটুপ্রসরমপি শোক-মেকাকী মত্সংবর্ধনপর এবাভবত্। অতিপরিণতবয়াশ্চ কুশচীরানুকারিণীমল্পাবশিষ্ট-জীর্ণ-পিচ্ছজাল-জর্জরাম্ অবস্রস্তাংসদেশ-শিথিলাম্ অপগতোত্পতন-সংস্কারাং পক্ষসন্ততিম্ উদ্বহন্, উপারূঢ়-কম্পতয়া সন্তাপকারিণীমঙ্গলগ্নাং জরামিব বিধুন্বন্, অকঠোর-শেফালিকাকুসুম-নাল-পিঞ্জরেণ কলমমঞ্জরী-দলন-মসৃণিত-ক্ষীণোপান্তলেখেন স্ফুটিতা-গ্রকোটিনা চঞ্চুপুটেন পরনীড়-নিপতিতাভ্যঃ শালিবল্লরীভ্যস্তণ্ডুলকণানাদায়াদায় তরু-

মূলনিপতিতানি চ শুককুলাবদলিতানি ফল-শকলানি সমাহৃত্য পরিভ্রমিতুমশক্তো মহ্যমদাত্। প্রতিদিবসমাত্মনা চ মদুপভুক্তশেষম্ অকরোদশনম্।

একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলে কমলিনী-মধুরক্তপক্ষসম্পুটে বৃদ্ধ-হংস ইব মন্দাকিনীপুলিনাদপর-জলনিধি-তটমবতরতি চন্দ্রমসি, পরিণত-রঙ্কু-রোম-পাণ্ডুনি ব্রজতি বিশালতামাশা-চক্রবালে, গজ-রুধির-রক্ত-হরিসটালোহিনীভিঃ প্রতপ্ত-লাক্ষিক-তন্তু-পাটলাভিরায়ামিনীভিঃ অশিশির-কিরণদীধিতিভিঃ পদ্মরাগশলাকা-সম্মার্জনীভিরিব সমুৎসার্যমাণে গগনকুট্টিমকুসুমপ্রকরে তারাগণে, সন্ধ্যামুপা-সিতুমুত্তরাশাবলম্বিনি মানস-সরস্তীরমিবাবতরতি সপ্তর্ষিমণ্ডলে, তটগত-বিঘটিত-শুক্তি-সম্পুট-বিপ্রকীর্ণমরুণ-কর-প্রেরণাধোগলিত-মুড়ুগণমিব মুক্তাফলনিকরমুদ্বহতি ধবলিত-পুলিনম্ উদন্বতি পূর্বেতরে. তুষারবিন্দুবর্ষিণি বিবুদ্ধ-শিখিকুলে বিজৃম্ভমাণ-কেশরিণি করিণী-কদম্বক-প্রবোধ্যমান-সমদকরিণি ক্ষপাজল-জড়কেসরং কুসুম-নিকরমুদয়গিরি-শিখরস্থিতং সবিতারমিবোদ্দিশ্য পল্লবাঞ্জলিভিঃ সমুৎসৃজতি কাননে, রাসভ-রোম-ধূসরাসু বন-দেবতা-প্রাসাদানাং তরূণাং শিখরেষু পারাবতমালায়-মানাসু ধর্মপতাকাস্বিব সমুন্মিষন্তীষু তপোবনাগ্নিহোত্র-ধূম-লেখাসু, অবশ্যায়শীকরিণি দলিতকমলবনে রতি-খিন্ন-শবর-সীমন্তিনী-স্বেদজলকণাপহারিণি বনমহিষ-রোমন্থ-ফেনবিন্দুবাহিনি চলিত-পল্লব-লতা-লাস্যোপদেশ-ব্যসনিনি বিঘটমান-কমলষণ্ড-মধু-শীকরাসার-বর্ষিণি কুসুমামোদ-তর্পিতালিমালে নিশাবসানজাতজড়িম্নি মন্দমন্দ-সঞ্চারিণি প্রবাতি প্রভাতিকে মাতরিশ্বনি, কমলবন-প্রবোধ-মঙ্গলপাঠকানাম্ ইভগণ্ড-ডিণ্ডিমানাং মধুলিহাম্ কুমুদোদরেষু ঘটমান-দলপুট-নিরুদ্ধপক্ষসংহতীনামুচ্চরৎসু হুঙ্কারেষু, প্রভাতশিশির-মারুতাহত-মুত্তপ্ত-জতুরসাশ্লিষ্ট-পক্ষ্মমালমিব সশেষ-নিদ্রা-জিহ্মিত-তারং চক্ষুরুন্মীলয়ৎসু শনৈঃ শনৈরূষরশয্যা-ধূসর ক্রোড়-রোম-রাজিষু বন-মৃগেষু, ইতস্ততঃ সঞ্চরৎসু বনচরেষু, বিজৃম্ভমাণে শ্রোত্রহারিণি পম্পাসরঃ-কলহংস-কোলাহলে, সমুল্লসতি নর্তিত-শিখণ্ডিমণ্ডলে মনোহরে বনগজ-কর্ণতালশব্দে, ক্রমেণ চ গগনতলমবতরতো দিবসকরবারণস্যাবচূল-চামরকলাপ ইবোপলক্ষ্যমাণে মঞ্জিষ্ঠারাগ-লোহিতে কিরণজালে, শনৈঃ শনৈরুদিতে ভগবতি সবিতরি, পম্পাসরঃ-পর্যন্ত-তরু-শিখর-সঞ্চারিণি অধ্যাসিত-গিরি-শিখরে দিবসকরজন্মনি হৃততারে পুনরিব কপীশ্বরে বনমভিপততি বালাতপে, স্পষ্টে জাতে প্রত্যূষসি, নচিরাদিব দিবসাষ্টমভাগভাজি স্পষ্ট-ভাসি ভাস্বতি ভূতে, প্রয়াতেষু যথাভিমতানি দিগন্তরাণি শুককুলেষু, কুলায়নিলীন-নিভৃত-শুক-শাবক-সনাথেঽপি নিঃশব্দতয়া শূন্য ইব তস্মিন্ বনস্পতৌ, স্বনীড়াবস্থিত এব তাতে; ময়ি চ শৈশবাদসঞ্জাতবলে সমুদ্ভিদ্যমান-পক্ষপুটে তাত-সমীপবর্তিনি কোটরগতে, সহসৈব তস্মিন্ মহাবনে সংত্রাসিতসকলবনচরঃ, সরভসমুৎপতৎ-পতত্রি-পক্ষপুট-সন্ততঃ, ভীত-করিপোত-চীৎকার-পীবরঃ প্রচলিত-লতাকুল-মত্তালি-কুল-ক্বণিত-মাংসলঃ, পরিভ্রমদুদ্ঘোণ-বনবরাহ-রব-ঘর্ঘরঃ, গিরিগুহা-সুপ্ত-প্রবুদ্ধ-সিংহ-নাদোপবৃংহিতঃ, কম্পয়ন্নিব তরূন্, ভগীরথাবতার্যমাণ-গঙ্গাপ্রবাহ-কলকল-বহলো, ভীতবনদেবতাকর্ণিতো মৃগয়া-কোলাহলধ্বনিরুদচরৎ।

আকর্ণ্য চ তমহমশ্রুতপূর্বমুপজাতবেপথুরর্ভকতয়া জর্জরিত-কর্ণ-বিবরো ভয়বিহ্বলঃ সমীপবর্তিনঃ পিতুঃ প্রতীকারবুদ্ধ্যা জরাশিথিল-পক্ষপুটান্তরমবিশম্।

অনন্তরঞ্চ সরভসম্—ইতো গজযূথপতি-দলিত-কমলিনী-পরিমলঃ, ইতঃ ক্রোড়-

কুল-দশ্যমান-ভদ্র-মুস্তা-রসামোদঃ ইতঃ করিকলভ-ভজ্যমান-শল্লকী-কষায়-গন্ধঃ, ইতো নিপাতিত-শুষ্কপত্র-মর্মরধ্বনিঃ, ইতো বনমহিষ-বিষাণ-কোটি-কুলিশ-ভিদ্যমান-বল্মীক-ধূলিঃ, ইতো মৃগকদম্বকম্, ইতো বনগজকুলম, ইতো বনবরাহযূথম্, ইতো বনমহিষবৃন্দম্, ইতঃ শিখণ্ডি-মণ্ডল-বিরুতম্, ইতঃ কপিঞ্জল-কুল-কল-কুজিতম্; ইতঃ কুররকুল-ক্বণিতম, ইতো মৃগপতি-নখ-ভিদ্যমান-কুম্ভ-কুঞ্জর-রসিতম্, ইয়মার্দ্র-পঙ্কমলিনা বরাহ-পদ্ধতিঃ; ইয়মভিনব-শষ্প-কবল-রস-শ্যামলা হরিণ-রোমন্থ-ফেন-সংহতিঃ; ইয়মুন্মদ-গন্ধগজ-গণ্ড-কণ্ডূয়ন-পরিমল-নিলীন-মুখর-মধুকর-বিরুতিঃ, এষা নিপাতিত-রুধির-বিন্দুসিক্ত-শুষ্কপত্র-পাটলা রুরুপদবী, এতদ্দিবরদ-চরণ-মৃদিত-বিটপ-পল্লব-পটলম্, এতত্ খড়্গকুল-ক্রীড়িতম্, এষ নখ-কোটি-বিলিখিত-বিকট-পত্রলেখো রুধির-পাটলঃ করিমৌক্তিক-দন্তুরো মৃগপতি-মার্গঃ, এষা প্রত্যগ্র-প্রসূত-বনমৃগীগর্ভ-রুধির-লোহিনী ভূমিঃ, ইয়মটবী-বেনিকানুকারিণী একচরস্য যূথপতের্মদজল-মলিনা সঞ্চার-বীথী, চমরীপঙ্ক্তিরিয়মনুগম্যতাম্, উচ্ছুকমৃগকরীষ-পাংশুলা ত্বরিততরমধ্যাস্যতামিয়ং বনস্থলী, তরুশিখরমারুহ্যতাম্, আলোক্যতাং দিগিয়ম্, আকর্ণ্যতাময়ং শব্দঃ, গৃহ্যতাং ধনুঃ, অবহিতৈঃ স্থীয়তাম্, বিমুচ্যন্তাং শ্বানঃ—ইত্যন্যোন্যমভিদধতো মৃগয়াসক্তস্য মহতো জনসমূহস্য তরুগহনান্তরিত-বিগ্রহস্য ক্ষোভিতকাননং কোলাহলমশৃণবম্ ।

অথ নাতিচিরাদেবানুলেপনার্দ্র-মৃদঙ্গ-ধ্বনি-ধীরেন গিরি-বিবর-বিজৃম্ভিত-প্রতিনাদ-গম্ভীরেণ শবর-শর-তাড়িতানাং কেশরিণাং নিনাদেন, সন্ত্রস্ত-যূথ-মুক্তানামেকাকিনাঞ্চ সঞ্চরতামনবরত-করাস্ফোট-মিশ্রেণ জলধর-রসিতানুকারিণা গজযূথপতীনাং কণ্ঠগর্জিতেন, সরভস-সারমেয়-বিলুপ্যমানাবয়বানামালোল-কাতর-তরলতর-তারকাণামেণকানাঞ্চ করুণ-কূজিতেন, নিহতযূথপতীনাং বিয়োগিনীনামনুগত-কলভানাঞ্চ স্থিত্বা স্থিত্বা সমাকর্ণ্য কলকলমুত্কর্ণপল্লবানামিতস্ততঃ পরিভ্রমন্তীনাং প্রত্যগ্র-পতিবিনাশ-শোক-দীর্ঘেণ করিণীনাং চীত্কৃতেন, কতিপয়দিবস-প্রসূতানাঞ্চ খড়্গিবেনুকানাং ত্রাস-পরিভ্রষ্ট-পোতকান্বেষিণীনামুন্মুক্তকণ্ঠমারসন্তীনামাক্রন্দিতেন, তরুশিখর-সমুত্-পতিতানামাকুলাকুলচারিণাঞ্চ পত্ররথানাং কোলাহলেন, রূপানুসারপ্রধাবিতানাঞ্চ মৃগয়ূণাং যুগপদতিরভসপাদ-পাতাভিহতায়া ভুবঃ কম্পমিব জনয়তা চরণশব্দেন, কর্ণান্তাকৃষ্ট-জ্যানাঞ্চ মদকল-কুররকামিনী-কণ্ঠ-কূজিতকলেন শরনিকর-বর্ষিণাং ধনুষাং নিনাদেন, পবনাহতি-ক্বণিত-ধারাণাম্ অসীনাঞ্চ কঠিন-মহিষ-স্কন্ধপীঠপাতিনাং রণিতেন, শুনাঞ্চ সরভস-বিমুক্ত-ঘর্ঘর-ধ্বনীনাং বনান্তরব্যাপিনা ধ্বানেন সর্বতঃ প্রচলিতমিব তদরণ্যমভবত্ ।

অচিরাচ্চ প্রশান্তে তস্মিন্ মৃগয়াকলকলে, নিবৃষ্ট-মূক-জলধর-বৃন্দানুকারিণি মথনাবসানোপশান্তবারিণি সাগর ইব স্তিমিততামুপগতে কাননে, মন্দীভূত-ভয়োঽহমুপজাতকুতূহলঃ পিতুরুত্সঙ্গাদীষদিব নিষ্ক্রম্য কোটরস্থ এব শিরোধরাং প্রসার্য সন্ত্রাস-তরল-তারকঃ শৈশবাত্ কিমিদমিতি সঞ্জাতদিদৃক্ষঃ তামেব দিশং চক্ষুঃ প্রাহিণবম্ !

অভিমুখমাগতচ্চ তস্মাদ্বনান্তরাদর্জুনভুজদণ্ড-সহস্র-বিপ্রকীর্ণমিব নর্মদাপ্রবাহম, অনিলচালিতমিব তমাল-কাননম্, একীভূতমিব কালরাত্রীণাং যামসংঘাতম্, অঞ্জনশিলা-স্তম্ভ-সম্ভারমিব ক্ষিতিকম্প-বিঘূর্ণিতম্, অন্ধকারপূরমিব রবিকিরণাকুলিতম্, অন্তক-পরিবারমিব পরিভ্রমন্তম্; অবদারিত-রসাতলোদ্গতমিব দানবলোকম্; অশুভকর্ম-সমূহমিবৈকত্রসমাগতম্, অনেক-দণ্ডকারণ্যবাসি-মুনিজন-শাপ-সার্থমিব

সঞ্চরন্তম্, অনবরত-শর-নিকর-বর্ষি-রাম-নিহত-খর-দূষণ-বলমিব তদপধ্যানাৎ পিশাচ-তামুপগতম্, কলিকাল-বন্ধুবর্গমিব সংগতম্, অবগাহ-প্রস্থিতমিব বনমহিষযূথম্, অচল-শিখরস্থিত-কেশরি,-করাকৃষ্ট-পতন-শীর্ণমিব কালমেঘপটলম্, অখিলরূপ-বিনাশায় ধূমকেতুজালমিব সমুদ্গতম্; অন্ধকারিতাশেষকাননম্, অনেক-সহস্র-সংখ্যম্, অতিভয়জনকম্, উৎপাত-বেতাল-ব্রাতমিব শবরসৈন্যমদ্রাক্ষম্ ।

মধ্যে চ তস্যাতিমহতঃ শবরসৈন্যস্য প্রথমে বয়সি বর্তমানম্, অতিকর্কশত্বাদায়স-ময়মিব, একলব্যমিব জন্মান্তরাগতম্, উদ্ভিদ্যমান-শ্মশ্রুরাজিতয়া প্রথম-মদলেখা-মণ্ড্য-মানগণ্ডভিত্তিমিব গজযূথপতিকুমারম্, অসিত-কুবলয়-শ্যামলেন দেহপ্রভা-প্রবাহেণ কালিন্দীজলেনেব পূরয়ন্তমরণ্যম্, আকুটিলাগ্রেণ স্কন্ধাবলম্বিনা কুন্তল-ভারেণ কেশরিণমিব গজমদমলিনীকৃতেন কেশরকলাপেনোপেতম্, আয়তললাটম্, অতিতুঙ্গ-ঘোরঘোণম্, উপনীতস্যৈককর্ণাভরণতাং ভুজগফণামণেরাপটলৈরংশুভিরালোহিতীকৃতেন পর্ণশয়নাভ্যাসাল্লগ্ন-পল্লবরাগেণেব বামপার্শ্বেন বিরাজমানম্; অচির-হত-গজ-কপোল-গৃহীতেন সপ্তচ্ছদ-পরিমল-বাহিনা কৃষ্ণাগুরু-পঙ্কেনেব সুরভিনা মদেন কৃতাঙ্গরাগম্, উপরি তৎপরিমলান্ধেন পরিভ্রমতা মায়ূর-পিচ্ছাতপত্রানুকারিণা মধুকরকুলেন তমাল-পল্লবেনেব নিবারিতাতপম্, আলোলকর্ণপল্লবব্যাজেন ভুজবল-নির্জিতয়া ভয়-প্রযুক্তসেবয়া বিন্ধ্যাটব্যেব করতলেনাপমৃজ্যমান-গণ্ডস্থল-স্বেদলেখম্, আপাটলয়া হরিণকুল-কালরাত্রি-সন্ধ্যায়মানয়া শোণিতার্দ্রয়েব দৃষ্ট্যা রঞ্জয়ন্তমিবাশাবিভা-গান্, আজানুলম্বিনা দিক্কুঞ্জর-কর-প্রমাণমিব গৃহীত্বা নির্মিতেন চণ্ডিকা-রুধির-বলি-প্রদানার্থমসকৃন্নিশিত-শস্ত্রোল্লেখ-বিষমিত-শিখরেণ ভুজযুগলেনোপশোভিতম্, অন্তরান্তরা-লগ্নাশ্যান-হরিণ-রুধির-বিন্দুনা স্বেদজল-কণিকাচিতেন গুঞ্জাফল-মিশ্রৈঃ করি-কুম্ভ-মুক্তাফলৈরিব বিরচিতাভরণেন বিন্ধ্য-শিলাতল-বিশালেন বক্ষঃস্থলেন উদ্ভাস-মানম্, অবিরত-শ্রমাভ্যাসাদুল্লিখিতোদরম্, ইভমদ-মলিনমালানস্তম্ভ-যুগলমুপ-হসন্তমিবোরুদণ্ডদ্বয়েন, লাক্ষালোহিত-কৌশেয়-পরিধানম্, অকারণেঽপি ক্রূরজাতিতয়া বদ্ধত্রিপতাকোদগ্র-ভ্রূকুটীকরালে ললাটপট্টে প্রবলভক্ত্যারাধিতয়া 'মৎপরিগ্রহোঽয়ম্' ইতি কাত্যায়ন্যা ত্রিশূলেনেবাঙ্কিতম্, উপজাত-পরিচয়ৈরনুগচ্ছদ্ভিঃ শ্রমবশাদদূরবিনি-র্গতাভিঃ স্বভাবপাটলতয়া শুষ্কাভিরপি হরিণ-শোণিতমিব ক্ষরন্তীভির্জিহ্বাভিরা-বেদ্যমান-খেদৈঃ বিবৃতমুখতয়া স্পষ্ট-দৃষ্ট-দন্তাংশুন্ দংষ্ট্রান্তরাল-লগ্ন-কেশরি-সটানিব সৃক্কভাগানুদ্বহদ্ভিঃ, স্থূল-বরাটক-মালিকা-পরিগত-কণ্ঠৈর্মহাবরাহদংষ্ট্রা-প্রহারজর্জরৈঃ, অল্পকায়ৈরপি মহাশক্তিত্বাদনুপজাত-কেশরৈরিব কেশরি-কিশোরকৈঃ মৃগবধূ-বৈধব্য-দীক্ষাদান-দক্ষৈরনেকবর্ণৈঃ শ্বভিঃ, অতিপ্রমাণাভিশ্চ কেশরিণামভয়প্রদান-যাচনার্থ-মাগতাভিঃ সিংহীভিরিব কৌলেয়ককুটুম্বিনীভিরনুগম্যমানম্ ; কৈশ্চিদগৃহীত-চমর-বাল-গজ-দন্তভারৈঃ, কৈশ্চিদাচ্ছিদ্র-পর্ণ-বন্ধ-মধুপুটৈঃ; কৈশ্চিন্মৃগপতিভিরিব গজ-কুম্ভ-মুক্তাফল-নিকর-সনাথ-পাণিভিঃ, কৈশ্চিদ্যাতুধানৈরিব গৃহীতপিশিত-ভারৈঃ, কৈশ্চিৎ প্রমথৈরিব কেশরি-কৃত্তিধারিভিঃ, কৈশ্চিৎ ক্ষপণকৈরিব ময়ূরপিচ্ছ-বাহিভিঃ, কৈশ্চিচ্ছিশুভিরিব কাকপক্ষ-ধরৈঃ কৈশ্চিৎ কৃষ্ণচরিতমিব দর্শয়দ্ভিঃ সমুৎখাত-বিধৃত-গজদন্তৈঃ কৈশ্চিজ্জলদাগম-দিবসৈরিব জলধরচ্ছায়া-মলিনাম্বরৈঃ, অনেকবৃত্তান্তৈঃ শবরবৃন্দৈঃ পরিবৃতম ; অরণ্যমিব সখড়্গধেনুকম্ অভিনব-জলধরমিব ময়ূর-পিচ্ছ-চিত্র-চাপধারিণম্, বকরাক্ষসমিব গৃহীতৈকচক্রম্, অরুণানুজমিবোদ্ধৃতানেক-মহানাগ-

দশনম্, ভীষ্মমিব শিখণ্ডি-শত্রুম্, নিদাঘ-দিবসমিব সততাবিভূর্ত-মৃগতৃষ্ণম্, বিদ্যাধরমিব মানসবেগম্ পরাশরমিব যোজনগন্ধানুসারিণম্, ঘটোৎকচমিব ভীমরূপধারিণম্, অচলরাজ-কন্যকা-কেশপাশমিব নীলকণ্ঠ-চন্দ্রকাভরণম্, হিরণ্যাক্ষ-দানবমিব মহাবরাহ-দংষ্ট্রা-বিভিন্ন-বক্ষঃস্থলম্, অতিরাগিণমিব কৃত-বহু-বন্দিপরিগ্রহম্, পিশিতাশনমিব রক্তলুব্ধকম্, গীতকলা-বিন্যাসমিব নিষাদানুগতম্, অম্বিকা-ত্রিশূলমিব মহিষ-রুধিরার্দ্রকায়ম্, অভিনবযৌবনমপি ক্ষপিত-বহুবয়সম্, কৃত-সারমেয়-সংগ্রহমপি ফলমূলাশিনম্, কৃষ্ণমপ্যসুদর্শনম্, স্বচ্ছন্দপ্রচারমপি দুর্গৈকশরণম্, ক্ষিতিভৃৎ-পাদানুবর্তিনমপি রাজসেবানভিজ্ঞম্ অপত্যমিব বিন্ধ্যাচলস্য, অংশাবতারমিব কৃতান্তস্য, সহোদরমিব পাপস্য; সারথিমিব কলিকালস্য, ভীষণমপি মহাসত্ত্বতয়া গম্ভীরমিবোপলক্ষ্যমাণম্ অনভিভবনীয়াকৃতিম্ মাতঙ্গনামানং শবরসেনাপতিমপশ্যম্। অভিধানন্তু তস্য পশ্চাদহমশ্রৌষম্।

আসীচ্চ মে মনসি—অহো! মোহপ্রায়মেবাং জীবিতম্, সাধুজনবিগর্হিতঞ্চ চরিতম্। তথাহি —পুরুষ-পিশিতোপহারে ধর্মবুদ্ধিঃ। আহারঃ সাধুজন-বিগর্হিতো মধু-মাংসাদিঃ। শ্রমো মৃগয়া। শাস্ত্রং শিবারুতম্। উপদেষ্টারঃ সদসতাং কৌশিকাঃ। প্রজ্ঞা শকুনিজ্ঞানম্। পরিচিতাঃ শ্বানঃ। রাজ্যং শূন্যাটবীষু। আপানকমুৎসবঃ। মিত্রাণি ক্রূরকর্মসাধনানি ধনূংষি। সহায়া বিষদিগ্ধ-মুখা ভুজঙ্গা ইব সায়কাঃ। গীতমুৎসাদকারি মুগ্ধমৃগাণাম্। কলত্রাণি বন্দিগৃহীতাঃ পরযোষিতঃ। ক্রূরাত্মভিঃ শার্দূলৈঃ সহ সংবাসঃ। পশুরুধিরেণ দেবতার্চনম্। মাংসেন বলিকর্ম। চৌর্যেণ জীবনম্। ভূষণানি ভুজঙ্গমণয়ঃ। বনগজ-মদৈরঙ্গরাগঃ। যস্মিন্নেব কাননে নিবসন্তি তদেবোৎখাতমূলমশেষতঃ কুর্বন্তি।

ইতি চিন্তয়ত্যেব ময়ি স শবরসেনাপতিরটবী-পরিভ্রমণ-সমুদ্ভবং শ্রমমপনিনীষু-রাগত্য তস্যৈব শাল্মলীতরোরধশ্ছায়ায়ামবতারিত-কোদণ্ডস্তদ্বরিত-পরিজনোপনীত-পল্লবাসনে সমুপাবিশত্।

অন্যতমস্তু শবরযুবা সসম্ভ্রমবতীর্য তস্মাত্ করযুগল-পরিক্ষেভিতাম্ভসঃ সরসো বৈদূর্যদ্রবানুকারি, প্রলয়-দিবস-কর-কিরণোপতাপাদম্বরৈকদেশমিব বিলীনম্, ইন্দুমণ্ডলাদিব প্রস্যন্দিতম্, দ্রুতমিব মুক্তাফল-নিকরম্, অত্যচ্ছতয়া স্পর্শানুমেয়ং, ইন্দুমণ্ডলাদিব প্রস্যন্দিতম্, অরবিন্দকোষরজঃ-কষায়মম্ভঃ কমলিনী-পত্রপুটেন, প্রত্যগ্রোদ্ধৃতাশ্চ ধৌত-পঙ্কানির্মলা মৃণালিকাঃ সমুপাহরত্।

আপীত-সলিলশ্চ সেনাপতিস্তা মৃণালিকাঃ শশিকলা ইব সৈংহিকেয়ঃ ক্রমেণা-দশত্। অপগতশ্রমশ্চোত্থায় পরিপীতাম্ভসা-সকলেন তেন শবর-সৈন্যেনানুগম্যমানঃ শনৈঃ শনৈরভিমতং দিগন্তরমযাসীত্।

একতমস্তু জরচ্ছবরস্তস্মাত্ পুলিন্দ-বৃন্দাদনাসাদিত-হরিণ-পিশিতঃ পিশিতাশন ইবাতিবিকৃতদর্শনঃ পিশিতার্থী তস্মিন্নেব তরুমূলে মুহূর্তমিব ব্যলম্বত। অন্তরিতে চ তস্মিন্ শবরসেনাপতৌ স জীর্ণশবরঃ পিবন্নিবাস্মাকমায়ূংষি রুধিরবিন্দু-পাটলয়া কপিল-ভ্রূলতা-পরিবেষ-ভীষণয়া দৃষ্ট্যা গণয়ন্নিব শুককুল-কুলায়-স্থানানি শ্যেন ইব বিহগামিষাস্বাদ-লালসঃ সুচিরমারুরুক্ষুস্তং বনস্পতিমামূলাদপশ্যত্।

উৎক্রান্তমিব তস্মিন্ ক্ষণে তদালোকন-ভীতানাং শুককুলানামসুভিঃ। কিমিব হি দুষ্করমকরুণানাম্? যতঃ স তমনেকতাল-তুঙ্গমভ্রংলিহ-শাখা-শিখরমপি

সোপানৈরিবাযত্নেনৈব পাদপমারুহ্য তাননুপজাতোত্পতনশক্তীন্, কাংশ্চিদল্পদিবস-জাতান্ গর্ভচ্ছবি-পাটলান্ শাল্মলীকুসুম-শঙ্কামুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুদ্ভিদ্যমান-পক্ষতয়া নলিন-সংবর্তিকানুকারিণঃ, কাংশ্চিদর্কফলসদৃশান্, কাংশ্চল্লোহিতায়মান-চঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্বিঘটিত-দলপুট-পাটল-মুখানাং কমল-মুকুলানাং শ্রিয়মুদ্বহতঃ, কাংশ্চিদনবরত-শিরঃকম্প-ব্যাজেন নিবারয়ত ইব, প্রতীকারাসমর্থান্ একৈকশঃ ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখাসন্ধিভ্যঃ কোটরান্তরেভ্যশ্চ শুক-শাবকানগ্রহীত্, অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ত্।

তাতস্তু তং মহান্তমকাণ্ড এব প্রাণহরমপ্রতীকারমুপপ্লবমুপনতম্ অবলোক্য দ্বিগুণতরোপজাত-বেপথুর্মরণভয়াদুদ্ভ্রান্ত-তরল-তারকাং বিষাদশূন্যামশ্রুজলপ্লুতাং দৃশমিতস্ততো দিক্ষু বিক্ষিপন্, উচ্ছুষ্ক-তালুরপ্রতীকারাক্ষমঃ ত্রাস-স্রস্ত-সন্ধি-শিথিলেন পক্ষপুটেনাচ্ছাদ্য মাং তত্কালোচিত-প্রতীকারং মন্যমানঃ স্নেহপরবশো মদ্রক্ষণাকুলঃ কিংকর্তব্যতাবিমূঢ়ঃ ক্রোড়ভাগেন মামবষ্টভ্য তস্থৌ।

অসাবপি পাপঃ ক্রমেণ শাখান্তরৈঃ সঞ্চরমাণঃ কোটরদ্বারমাগত্য জীর্ণাসিত-ভুজঙ্গ-ভোগ-ভীষণং প্রসার্য বিবিধ-বন-বরাহ-বসা-বিস্র-গন্ধি-করতলম্ অনবরত-কোদণ্ড-গুণাকর্ষণ-ব্রণাঙ্কিত-প্রকোষ্ঠম্ অন্তক-দণ্ডানুকারিণং বামবাহুমতিনৃশংসো মুহুর্মুহু-র্দত্তচঞ্চু-প্রহারমুৎকূজন্তমাকৃষ্য তাতমপগতাসুমকরোত্। মাংতু স্বল্পশরীরত্বাদ্ ভয়সম্পিণ্ডিতাঙ্গত্বাত্ সাবশেষত্বাচ্চায়ুষঃ কথমপি তত্পক্ষ-পুটান্তর-গতং নালক্ষয়ত্। উপরতঞ্চ তমবনিতলে শিথিলশিরোধরমধোমুখমমুঞ্চত্।

অহমপি তচ্চরণান্তরে নিবেশিতশিরোধরো নিভৃতমঙ্ক-নিলীনস্তেনৈব সহাপতম্। অবশিষ্টপুণ্যতয়া তু পবনবশাত্ পুঞ্জিতস্য মহতঃ শুষ্কপত্ররাশেরুপরি পতিতমাত্মানম-পশ্যম্। অঙ্গানি যেন মে নাশীর্যন্ত।

যাবচ্চাসৌ তস্মাত্তরুশিখরান্নাবতরতি তাবদহমবশীর্ণ-পর্ণ-সবর্ণত্বাদস্ফুটোপলক্ষ্য-মাণ-মূর্তিঃ, পিতরমুপরতমুত্সৃজ্য নৃশংস ইব প্রাণপরিত্যাগ-যোগ্যেঽপি কালে বালতয়া কালান্তরভুবঃ স্নেহরসস্যানভিজ্ঞো জন্ম-সহভুবা ভয়েনৈব কেবলমভিভূয়মানঃ, কিঞ্চিদুপজাতাভ্যাং পক্ষাভ্যামীষত্কৃতাবষ্টম্ভো, লুঠন্নিতস্ততঃ কৃতান্তমুখকুহরাদিব বিনির্গতমাত্মানং মন্যমানঃ, নাতিদূরবর্তিনঃ, শবরসুন্দরী-কর্ণপুর-রচনোপযুক্ত-পল্লবস্য, সংকর্ষণ-পট-নীলচ্ছায়য়োপহসত ইব গদাধর-দেহ-চ্ছবিম্, অচ্ছৈঃ কালিন্দী-জল চ্ছেদৈরিব বিরচিতচ্ছদস্য, বনকরি-মদোপসিক্ত-কিসলয়স্য, বিন্ধ্যাটবী-কেশপাশ-শ্রিয়মুদ্বহতঃ, দিবাপ্যন্ধকারিতশাখান্তরস্য, অপ্রবিষ্ট-সূর্য-কিরণমতিগহনমপরস্যেব পিতুরুত্সংগমতিমহতস্তমালবিটপিনো মূলদেশমবিশম্।

অবতীর্য চ স তেন সময়েন ক্ষিতিতল-বিপ্রকীর্ণান্ সংহৃত্য তান্ শুকশিশূননেক-লতা-পাশ-সংযতানাবধ্য পর্ণ-পুটেঽতিত্বরিত-গমনঃ সেনাপতিগতেনৈব বর্ত্মনা তামেব দিশমন্বগচ্ছত্।

মাংতু লব্ধ-জীবিতাশং প্রত্যগ্র-পিতৃমরণ-শোক-শুষ্ক-হৃদয়ম্ অতিদূরাপাতাদায়াসিত-শরীরং সংত্রাস-জাত-বেপথুং সর্বাঙ্গোপতাপিনী বলবতী পিপাসা পরবশম্ অকরোত্।

অনয়া চ কালকলয়া সুদূরমতিক্রান্তঃ স পাপকৃদিতি পরিকলয্য, কিঞ্চিদুন্নমিত-কন্ধরো ভয়চকিতয়া দৃশা দিশোঽবলোক্য, তৃণেঽপি চলতি পুনঃ প্রতিনিবৃত্ত ইতি

তমেব পদে পদে পাপকারিণমুৎপ্রেক্ষমাণো নিষ্ক্রম্য তস্মাত্তমাল-তরু-মূলাৎ সলিল-সমীপমুপসর্তুং প্রযত্নমকরবম্।

অজাতপক্ষতয়া চ নাতিস্থিরতর-চরণ-সঞ্চারস্য, মুহুর্মুহুর্মুখেন পততো মুহুস্তির্যঙ্‌নিপতন্তমাত্মানমেকয়া পক্ষপাল্যা সন্ধারয়তঃ, ক্ষিতিতল-সংসর্পণ-শ্রমাতুরস্য, অনভ্যাসবশাদেকমপি দত্ত্বা পদমনবরতমুন্মুখস্য, স্থূলস্থূলং শ্বসতঃ, ধূলিধূসরস্য, সংসর্পতো মমাভূন্মনসি—অতিকষ্টাসু দশাস্বপি জীবিত-নিরপেক্ষা ন ভবন্তি খলু জগতি প্রাণিনাং বৃত্তয়ঃ। নাস্তি জীবিতাদন্যদভিমততরমিহ জগতি সর্বজন্তূনাম্। এবমুপরতেঽপি সুগৃহীতনাম্নি তাতে যদহমবিকলেন্দ্রিয়ঃ পুনরেব প্রাণিমি। ধিঙ্‌মামকরুণমতিনিষ্ঠুরমকৃতজ্ঞম্। অহো! সোঢ়-পিতৃমরণ-শোক-দারুণং যেন ময়া জীব্যতে; উপকৃতমপি নাপেক্ষ্যতে। খলং হি খলু মে হৃদয়ম্। অহং হি লোকান্তরমুপগতায়ামম্বায়াং নিযম্য শোকাবেগমাপ্রসব-দিবসাৎ পরিণত-বয়সাপি সতা তাতেন তৈস্তৈরুপায়ৈঃ সংবর্ধন-ক্লেশমতিমহান্তমপি স্নেহবশাদগণয়তা যৎ পরিপালিতঃ, তৎসর্বমেকপদে বিস্মৃতম্। অতিকৃপণাঃ খল্বমী প্রাণাঃ, যদু-পকারিণমপি তাতং ক্বাপি গচ্ছন্তমদ্যাপি নানুগচ্ছন্তি। সর্বথা ন কঞ্চিন্ন খলীকরোতি জীবিততৃষ্ণা, যদীদৃগবস্থমপি মামায়াসয়তি জলাভিলাষঃ। মন্যে চাপনীত-পিতৃমরণ-শোকস্য নির্ঘৃণতৈব কেবলমিয়ং মম সলিলপানবুদ্ধিঃ। অদ্যাপি দূরত এব সরঃ। তথা হি জলদেবতা-নূপুর-রবানুকারি দূরেঽদ্যাপি কলহংস-বিরুতমেতৎ, অস্ফুটানি শ্রূয়ন্তে সারস-রসিতানি, অয়ঞ্চ বিপ্রকর্ষাদাশামুখ-বিসর্পণ-বিরলঃ সঞ্চরতি নলিনী-ষণ্ড-পরিমলঃ। দিবসস্যেয়মতিকষ্টা চ দশা বর্ততে। তথা হি রবিরম্বরতল-মধ্যবর্তী স্ফুরন্তমাতপমনবরতমনল-ধূলি-নিকরমিব বিকিরতি করৈঃ, অধিকামুপজনয়তি তৃষম্। আতপ-সন্তপ্ত-পাংসু-পটল-দুর্গমা ভূমিঃ। অতিপ্রবল-পিপাসাবসন্নানি গন্তুমল্পমপি মে নালমঙ্গকানি। অপ্রভুরস্ম্যাত্মনঃ। সীদতি মে হৃদয়ম্। অন্ধকার-তামুপযাতি চক্ষুঃ। অপি নাম খলো বিধিরনিচ্ছতোঽপি মে মরণমদ্যৈব উপপাদয়েৎ।

ইত্যেবং চিন্তয়ত্যেব ময়ি তস্মাৎ সরসো নাতিদূরবর্তিনি তপোবনে জাবালির্নাম মহাতপা মুনিঃ প্রতিবসতি স্ম, তত্তনয়শ্চ হারীতনামা মুনি-কুমারকঃ সনৎকুমার ইব সর্ববিদ্যাবদাতচেতাঃ, সমানবয়োভিরপরৈস্তপোধন-কুমারকৈরনুগম্যমানস্তেনৈব পথা, দ্বিতীয় ইব ভগবান্ বিভাবসুরতিতেজস্বিতয়া দুর্নিরীক্ষ্যমূর্তিঃ, উদ্যতো দিবসকর-মণ্ডলাদিবোৎকীর্ণঃ, তড়িদ্ভিরিব বিরচিতাবয়বঃ, তপ্তকনক-দ্রবেণেব বহিরুপলিপ্ত-মূর্তিঃ, আপিশঙ্গাবদাতয়া দেহপ্রভয়া স্ফুরন্ত্যা সবালাতপমিব দিবসং স-দাবানলমিব বনমুপদর্শয়ন্, উত্তপ্ত-লোহ-লোহিনীনামনেক-তীর্থাভিষেক-পূতানামংসস্থলাবলম্বি-নীনাং জটানাং নিকরেণোপেতঃ, স্তম্ভিত-শিখাকলাপঃ খাণ্ডব-বন-দিধক্ষয়া কৃত-কপট-বটু-বেশ ইব ভগবান্ পাবকঃ, তপোবন-দেবতা-নূপুরানুকারিণা ধর্মশাসন-কটকেনেব স্ফাটিকেনাক্ষবলয়েন দক্ষিণ-শ্রবণাবলম্বিনা বিরাজমানঃ, সকল-বিষয়োপভোগ-নিবৃত্ত্যর্থমুপপাদিতেন ললাটপট্টকে ত্রিসত্যেনেব ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রকেণালঙ্কৃতঃ, গগন-গমনোন্মুখ-বলাকানুকারিণা স্বর্গ-মার্গমিব দর্শয়তা সততমুদগ্রীবেণ স্ফটিক-মণি-কমণ্ডলুনাধ্যাসিত-বাম-করতলঃ, স্কন্ধদেশাবলম্বিনা কৃষ্ণাজিনেন নীল-পাণ্ডু-ভাসা তপস্তৃষ্ণা-নিপীতেনান্তর্নিষ্পততা ধূম-পটলেনেব পরীত-মূর্তিঃ, অভিনব-বিন-সূত্র-

নির্মিতেনেব পরিলঘুতয়া পবনলোলেন নির্মাংস-বিরল-পার্শ্বাস্থি-পঞ্জরমিব গণয়তা বামাংসাবলম্বিনা যজ্ঞোপবীতেনোদ্ভাসমানঃ, দেবতার্চনার্থমাগৃহীত-বনলতা-কুসুম-পরিপূর্ণ-পর্ণপুট-সনাথ-শিখরেণাষাঢ়দণ্ডেন ব্যাপৃত-সব্যেতর-পাণিঃ, বিষাণ-শিখরোৎখাতামুদ্বহতা স্নানমৃদমুপজাত-পরিচয়েন নীবারমুষ্টি-সংবর্ধিতেন কুশ-কুসুম-লতায়াস্যমান-লোলদৃষ্টিনা তপোবনমৃগেণানুগম্যমানঃ, বিটপ ইব কোমল-বল্কলাবৃত-শরীরঃ, গিরিরিব সমেখলঃ, রাহুরিবাসকৃদাস্বাদিত-সোমঃ, পদ্মিনীকর ইব দিবসকর-মরীচিপঃ, নদীতট-তরুরিব সতত-জল-ক্ষালন-বিমল-জটঃ, করি-করভ ইব বিকচ-কুমুদ-দল-শকল-সিত-দশনঃ, দ্রৌণিরিব কৃপানুগতঃ, নক্ষত্ররাশিরিব চিত্রমৃগ-কৃত্তিকাশ্লেষোপশোভিতঃ, ঘর্মকাল-দিবস ইব ক্ষয়িতদোষঃ, জলধর-সময় ইব প্রশমিতরজঃপ্রসরঃ, বরুণ ইব কৃতোদবাসঃ, হরিরিবাপনীত-নরক-ভয়ঃ, প্রদোষারম্ভ ইব সন্ধ্যা-পিঙ্গল-তারকঃ, প্রভাতকাল ইব বালাতপ-কপিলঃ, রবি-রথ ইব দৃঢ়-নিয়মিতাক্ষচক্রঃ, সুরাজেব নিগূঢ়-মন্ত্র-সাধন-ক্ষপিত-বিগ্রহঃ, জলধিরিব করাল-শঙ্খমণ্ডলাবর্ত-নাভিগর্তঃ, ভগীরথ ইব দৃষ্ট-গঙ্গাবতারঃ, মধুকর ইবাসকৃদনুভূত-পুষ্কর-বন-বাসঃ, বনচরোঽপি কৃত-মহালয়-প্রবেশঃ, অসংযতোঽপি মোক্ষার্থী, সামপ্রয়োগ-পরোঽপি সততাবলম্বিত-দণ্ডঃ, সুপ্তোঽপি প্রবুদ্ধঃ, সন্নিহিত-নেত্রদ্বয়োঽপি পরিত্যক্ত-বামলোচনস্তদেব কমলসরঃ স্নানার্থমুপাগমত্।

প্রায়েণাকারণ-মিত্রাণ্যতিকরুণার্দ্রাণি চ সদা খলু ভবন্তি সতাং চেতাংসি। যতঃ স মাং তদবস্থমালোক্য সমুপজাতকরুণঃ সমীপবর্তিনমৃষিকুমারকমন্যতমমব্রবীৎ—অয়ং কথমপি শুক-শিশুরসঞ্জাতপক্ষপুট এব তরুশিখরাদস্মাৎ পরিচ্যুতঃ। শ্যেন-মুখ-পরিভ্রষ্টেন বাঽনেন ভবিতব্যম্। তথা হি—অস্যল্পশেষং জীবিতম্। অয়মামীলিত-লোচনো মুহুর্মুহুরত্যল্পবণং শ্বসিতি। মুহুর্মুহুর্মুখেন পততি। মুহুর্মুহুশ্চঞ্চু-পুটং বিবৃণোতি। ন শক্নোতি শিরোধরাং ধারয়িতুম্। তদেহি যাবদেবায়মসুভির্ন বিযুজ্যতে তাবদেব গৃহাণৈনম্, অবতারয় সলিলসমীপম্—ইত্যভিধায় তেন মাং সরস্তীরমনায়য়ত্।

উপসৃত্য চ জলসমীপমেকদেশ-নিহিত-দণ্ড-কমণ্ডলুরাদায় স্বয়ং মাং মুক্তপ্রযত্নম্ উত্তানিত-মুখম্ অঙ্গুল্যা কতিচিৎ সলিল-বিন্দূনপায়য়ৎ। অম্ভঃক্ষোদকৃতসেকঞ্চ সমুপজাত-প্রত্যগ্রম্ উপতট-প্ররূঢ়-নলিনী-পলাশস্য জল-শিশিরায়াং ছায়ায়াং নিধায় যথা-সমুচিতমকরোৎ স্নানবিধিম্। অভিষেকাবসানে চানেকপ্রাণায়াম-পূতোঽপি জপন্ন-ঘমর্ষণানি প্রত্যগ্র-ভঙ্গিনরুন্মুখো রক্তারবিন্দৈর্নলিনীপত্র-পুটেন ভগবতে সবিত্রে দত্ত্বার্ঘমুদতিষ্ঠৎ। আগৃহীত-ধৌত-ধবল-বল্কলশ্চ স-জ্যোৎস্ন ইব সন্ধ্যাতপঃ করতল-নির্ধূনন-বিশদ-সটঃ কমণ্ডলুমাপূর্য কমলকিঞ্জল্কসুরভিণা শুচিনা সরোবারিণা প্রত্যগ্র-স্নানার্দ্র-জটেন সকলেন তেন মুনিকুমার-কদম্বকেনানুগম্যমানো মাং গৃহীত্বা তপোবনা-ভিমুখং শনৈঃ শনৈরগচ্ছত্।

অনতিদূরমিব গত্বা, দিশি দিশি সদা-সন্নিহিত-কুসুম-ফলৈঃ, তাল-তিলক-তমাল-হিন্তাল-বকুল-বহুলৈঃ, এলালতা-কুলিত-নারিকেল-কলাপৈঃ, আলোল-লোধ্র-লবলী-লবঙ্গ-পল্লবৈঃ, উল্লসচ্চূত-রেণু-পটলৈঃ, অলিকুল-ঝঙ্কার-মুখর-সহকারৈঃ, উন্মদ-কোকিল-কুল-কলালাপ-কোলাহলিভিঃ, উৎফুল্ল-কেতকী-কুসুম-মঞ্জরী-রজঃ-পুঞ্জ-পিঞ্জরৈঃ, পূগীলতা-দোলাধিরূঢ়-বনদেবতৈঃ, তারকাবর্ষমিবাধর্ম-বিনাশ-পিশুনং কুসুম-নিকরমনিল-চলিতমনবরতমতিধবলমুৎসৃজদ্ভিঃ, সংসক্ত-পাদপৈঃ কাননৈরুপগূঢ়ম্;

অচকিত-প্রচলিত-কৃষ্ণসার-শত-শবলাভিঃ, উৎফুল্ল-স্থল-কমলিনী-লোহিনীভিঃ, মারীচ-মায়ামৃগাবলূন-প্ররূঢ়-বীরুদ্দলাভিঃ, দাশরথি-চাপ-কোটি-ক্ষত-কন্দ-গর্ভবিষমিত-তলাভিঃ, দণ্ডকারণ্যস্থলীভি-রুপশোভিতপ্রান্তম্; আগৃহীত-সমিৎকুশ-কুসুম-মৃদ্ভিঃ, অধ্যয়ন-মুখর শিষ্যানুগতৈঃ সর্বতঃ প্রবিশদ্ভিঃ মুনিভিরশূন্যোপকণ্ঠম্; উৎকণ্ঠিত-শিখণ্ডি-মণ্ডল-শ্রূয়মাণ-জলকলস-পূরণধ্বানম্; অনবরতাজ্যাহুতি-প্রীতৈশ্চিত্রভানুভিঃ সশরীরমেব মুনিজনমমরলোকং নিনীষুভিঃ, উদ্ধূয়মান-ধূমলেখাচ্ছলেনাবধ্যমান-স্বর্গমার্গ-গমন-সোপান-সেতুমিবোপলক্ষ্যমানম্; আসন্নবর্তিনীভিস্তপোধনসম্পর্কাদিবাপগত-কালুষ্যাভিঃ, তরঙ্গ-পরম্পরা-সংক্রান্ত-রবি-বিম্ব-পঙ্ক্তিভিস্তাপসদর্শনাগত-সপ্তর্ষি-মালা-বিগাহ্যমানাভিরিব, অতিবিকচ-কুমুদবনমৃষিজনমুপাসিতুমবতীর্ণং গ্রহগণমিব নিশাসু বহন্তীভির্দীর্ঘিকাভিঃ পরিবৃতম্; অনিলাবনমিত-শিখরাভিঃ প্রণম্যমানমিব বনলতাভিঃ; অনবরত-মুক্ত-কুসুমৈরভ্যর্চ্যমানমিব পাদপৈঃ; আবদ্ধ-পল্লবাঞ্জলিভিঃ উপাস্যমানমিব বিটপৈঃ; উটজাজির-প্রকীর্ণ-শুষ্যচ্ছ্যামাকম্; উপসংগৃহীতামলক-লবলী-লবঙ্গ-কর্কন্ধু-কদলী-লকুচ-চূত-পনস-তাল-ফলম্; অধ্যয়ন-মুখর-বটু-জনম্; অনবরত-শ্রবণ-গৃহীত-বষট্কার-বাচাল-শুককুলম্; অনেক-সারিকোদ্ঘুষ্যমাণ-সুব্রহ্মণ্যম্; অরণ্য-কুক্কুটোপভুজামান-বৈশ্বদেব-বলিপিণ্ডম্; আসন্ন-বাপী-কলহংস-পোত-ভুজ্যমান-নীবার-বলিম্; এণী-জিহ্বাপল্লবোপলিহ্যমান-মুনিবালকম্; অগ্নিকার্যার্ধ-দগ্ধ-সিমসিমায়মান-কুশ-সমিৎ-কুসুমম্; উপল-ভগ্ন-নারিকেল-রস-স্নিগ্ধ-শিলাতলম্; অচির-ক্ষুণ্ণ-বল্কল-রস-পাটল-ভূতলম্; রক্ত-চন্দনোপলিপ্তাদিত্যমণ্ডল-নিহিত-করবীর-কুসুমম্; ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত-ভস্ম-লেখালঙ্কৃত-মুনিজন-ভোজন-ভূমিভাগম্; পরিচিত-শাখামৃগ-করাকৃষ্ট-যষ্টিনিষ্কাশ্যমান-প্রবেশ্যমান-জরদন্ধতাপসম্; ইভ-করভকার্ধোপভুক্ত-পতিতৈঃ সরস্বতী-ভুজলতা-বিগলিতৈঃ শঙ্খবলয়ৈরিব মৃণাল-শকলৈঃ কল্মাষিতম্; ঋষিজনার্থমেণকৈর্বিষাণ-শিখরোৎখন্যমান-বিবিধ-কন্দমূলম্; অম্বুপূর্ণ-পুষ্করপুটৈর্বনকরিভিরাপূর্যমাণ-বিটপালবালকম্; ঋষি-কুমারকাকৃষ্যমাণ-বনবরাহ-দংষ্ট্রান্তরাল-লগ্ন-শালূকম্; উপজাত-পরিচয়ৈঃ কলাপিভিঃ পক্ষপুট-পবন-সন্ধুক্ষ্যমাণ-মুনি-হোম-হুতাশনম্; আরব্ধামৃত-চরু-চারুগন্ধম্; অর্ধপক্ক-পুরোডাশ-পুণ্য-পরিমলামোদিতম্; অবিচ্ছিন্নাজ্য-ধারাহুতি-হুত-ভুক্-ঘুঙ্কার-মুখরিতম্; উপচর্যমাণাতিথিবর্গম্; পূজ্যমান-পিতৃ-দৈবতম্; অর্চ্যমান-হরি-হর-পিতামহম্; উপদিশ্যমান-শ্রাদ্ধকল্পম্; ব্যাখ্যায়মান-যজ্ঞবিদ্যম্; আলোচ্যমানধর্মশাস্ত্রম্; পঠ্যমান-বিবিধপুস্তকম্; বিচার্যমাণ-সকল-শাস্ত্রার্থম্; আরভ্যমাণ-পর্ণশালম্; উপলিপ্যমানাজিরম্; উপমৃজ্যমানোটজাভ্যন্তরম্; আবধ্যমান-ধ্যানম্; সাধ্যমান-মন্ত্রম্; অভ্যস্যমানযোগম্; উপহ্রিয়মাণ-বনদেবতাবলিম্; নির্বর্ত্যমান-মৌঞ্জ-মেখলম্; প্রক্ষাল্যমানবল্কলম্; উপসংগৃহ্যমাণ-সমিধম্; সংস্ক্রিয়মাণ-কৃষ্ণাজিনম্; গৃহ্যমাণ-গবেধুকম্; শোষ্যমাণ-পুষ্কর-বীজম্; গ্রথ্যমানাক্ষমালম্; গৃহ্যমাণ-ত্রিপুণ্ড্রকম্; ন্যস্যমানবেত্রদণ্ডম্; আপূর্যমাণ-কমণ্ডলুম্; অদৃষ্টপূর্বং কলিকালস্য; অপরিচিতমনৃতস্য; অশ্রুতপূর্বমনঙ্গস্য; অব্জযোনিমিব ত্রিভুবন-বন্দিতম্; অসুরারিমিব প্রকটিত-বরাহ-নরসিংহ-রূপম্; সাংখ্যমিব কপিলাধিষ্ঠিতম্; মথুরোপবনমিব বলাবলীঢ়-দর্পিতধেনুকম্; উদয়নমিবানন্দিত-বৎস-কুলম্; কিম্পুরুষাধিরাজ্যমিব মুনিজন-গৃহীত-কলসাভিষিচ্যমানদ্রুমম্;

নিদাঘ-সময়াবসানমিব আসন্নজলপ্রপাতম্ ; জলধরসময়মিব বন-গহন-মধ্য-সুখ-সুপ্ত-হরিম্ ; হনুমন্তমিব শিলা-শকল-প্রহার-সঞ্চূর্ণিতাক্ষাস্থিসঞ্চয়ম্ ; খাণ্ডব-বিনাশোদ্যতার্জুনমিব প্রারব্ধাগ্নিকার্যম্ ; সুরভিবিলেপনধরমপি সততাবিভূর্ত-ধূম-গন্ধম্ ; মাতঙ্গ-কুলাধ্যাসিতমপি পবিত্রম্ ; উল্লসিত-ধূমকেতুশতমপি প্রশান্তো-পদ্রবম্ ; পরিপূর্ণ-দ্বিজপতি-মণ্ডল-সনাথমপি সদা-সন্নিহিত-তরু-গহনান্ধকারম্ ; অতিরমণীয়মপরমিব ব্রহ্মলোকমাশ্রমমপশ্যম্ ।

যত্র চ মলিনতা হবির্ধূমেষু, ন চরিতেষু । মুখরাগঃ শুকেষু, ন কোপেষু । তীক্ষ্ণতা কুশাগ্রেষু, ন স্বভাবেষু । চঞ্চলতা কদলীদলেষু, ন মনঃসু । চক্ষুরাগঃ কোকিলেষু, ন পরকলত্রেষু । কণ্ঠগ্রহঃ কমণ্ডলুষু, ন সুরতেষু । মেখলাবন্ধো ব্রতেষু, নের্ষ্যাকলহেষু । স্তনস্পর্শো হোমধেনুষু, ন বনিতাসু । পক্ষপাতঃ কৃকবাকুষু, ন বিদ্যাবিবাদেষু । ভ্রান্তিরনলপ্রদক্ষিণেষু, ন শাস্ত্রেষু । বসুসংকীর্তনং দিব্যকথাসু, ন তৃষ্ণাসু । গণনা রুদ্রাক্ষবলয়েষু, ন শরীরেষু । মুনি-বালনাশঃ ক্রতুদীক্ষয়া, ন মৃত্যুনা । রামানুরাগো রামায়ণেন, ন যৌবনেন । মুখভঙ্গবিকারো জরয়া, ন ধনাভিমানেন ।

যত্র চ মহাভারতে শকুনি-বধঃ, পুরাণে বায়ু-প্রলপিতম্, বয়ঃপরিণামে দ্বিজ-পতনম্, উপবন-চন্দনেষু জাড্যম্, অগ্নীনাং ভূতিমত্ত্বম্, এণকানাং গীত-শ্রবণ-ব্যসনম্, শিখণ্ডিনাং নৃত্য-পক্ষপাতঃ, ভুজঙ্গমানাং ভোগঃ, কপীনাং শ্রীফলাভিলাষঃ, মূলানা-মধোগতিঃ ।

তস্য চৈবংবিধস্য মধ্যভাগমলঙ্কুর্বাণস্য, অলক্তকালোহিত-পল্লবস্য, মুনিজনালম্বিত-কৃষ্ণাজিন-জল-করঙ্ক-সনাথ-শাখস্য, তাপসকন্যাকাভির্মুলভাগ-দত্ত-পীত-পিষ্টাতকানেক-পঞ্চাঙ্গুলস্য, হরিণশিশুভিঃ পরিপীয়মানালবাল-সলিলস্য, মুনিকুমারকাবন্ধ-কুশচীর-দাম্নঃ, হরিত-গোময়-লেপন-বিবিক্ত-তলস্য, তৎক্ষণ-কৃত-কুসুমোপহার-রমণীয়স্য, নাতিমহতঃ, পরিমণ্ডলতয়া বিস্তীর্ণাবকাশস্য রক্তাশোকতরোরধশ্ছায়ায়ামুপবিষ্টম্ ; অত্যুগ্রতপোভি-র্ভুবনমিব সাগরৈঃ, কনক-গিরিমিব কুলাচলৈঃ, ক্রতুমিব বৈতান-বহ্নিভিঃ, কল্পান্তদিবসমিব রবিভিঃ, কালমিব কল্পৈঃ, সমন্তান্মহর্ষিভিঃ পরিবৃতম্ ; উগ্র-শাপ-ভীতয়েব কম্পিতদেহয়া, প্রণয়িন্যেব বিহিত-কেশগ্রহয়া, ক্রুদ্ধয়েব কৃত-ভ্রূভঙ্গয়া, মত্তয়েবা-কুলিতগমনয়া, প্রসাধিতয়েব প্রকটিত-তিলকয়া জরয়া গৃহীতব্রতয়েব ভস্মধবলয়া ধবলী-কৃত-বিগ্রহম্ ; আম্রাম্নীভিঃ, পলিত-পাণ্ডুরাভিঃ, তপোভির্বিজিত্য মুনি-জনমখিলং ধর্মপতাকাভিরিবোচ্ছ্রিতাভিঃ, অমরলোকমারোঢ়ুং পুণ্য-রজ্জুভিরিবোপসংগৃহীতাভিঃ, অতিদূর-প্রবৃদ্ধস্য তপস্তরোঃ কুসুম-মঞ্জরীভিরিবোদ্গতাভির্জটাভিরুপশোভমানম্ ; উপরচিত-ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রকেণ তির্যক্-প্রবৃত্ত-গঙ্গাস্রোতস্ত্রয়েণ হিমগিরি-শিলাতলেনেব ললাটফলকেনোপেতম্ ; অধোমুখ-চন্দ্রকলাকারাভ্যামবলম্বিত-বলি-শিথিলাভ্যাং ভ্রূলতাভ্যামবষ্টভ্যমান-দৃষ্টিম্ ; অনবরত-মন্ত্রাভ্যাস-বিবৃতাধর-পুটতয়া নিষ্পতদ্ভিরতি-শুচিভিঃ, সত্যপ্ররোহৈরিব, স্বচ্ছেন্দ্রিয়-বৃত্তিভিরিব, বিদ্যাগুণৈরিব, করুণারস-প্রবাহৈরিব, দশনময়ূখৈর্ধবলিত-পুরোভাগম্ উদ্বমদমল-গঙ্গাপ্রবাহমিব জহ্নুম্ ; অনবরত-সোমোদ্গার-সুগন্ধি-নিশ্বাসাবকৃষ্টৈমূর্তিমদ্ভিরিব শাপাক্ষরৈঃ, সদা-মুখভাগ-সন্নিহিতৈঃ পরিস্ফুরদ্ভিরলিভিরবিরহিতম্ । অতিকৃশতয়া নিম্নতর-গণ্ড-গর্তম্, উন্নততর-হনু-ঘোণম্, আকরাল-তারকম্, অবশীর্যমাণ-বিরল-নয়ন-পক্ষ্মমালম্, উদ্গত-দীর্ঘ-রোম-রুদ্ধ শ্রবণ-বিবরম্, আ-নাভি-লম্বিত-কূর্চ-কলাপমাননমাদধানম্ ;

অতিচপলানামিন্দ্রিয়াশ্বানাম্ অন্তঃসংযমন-রজ্জুভিরিবাততাভিঃ কণ্ঠনাড়ীভির্নিরন্তরাবনদ্ধ-কন্ধরম্ ; সমুন্নত-বিরলাস্থি-পঞ্জরম্ ; অংসালম্বিত-ধবল-যজ্ঞোপবীতম্ ; অনিল-বশ-জনিত-তনু-তরঙ্গ-ভঙ্গম্ উৎপ্লবমান নবমৃণালমিব মন্দাকিনীপ্রবাহম্ অকল্মষমঙ্গমুদ্বহন্তম্ ; অমল-স্ফটিক-শকল-ঘটিতমক্ষ-বলয়মত্যুজ্জ্বল-স্থূল-মুক্তাফল-গ্রথিতং সরস্বতী-হারমিব চলদঙ্গুলি-বিবর-গতমাবর্তয়ন্তম্ ; অনবরত-ভ্রমিত-তারকাচক্রমপরমিব ধ্রুবম্ ; উন্নমতা শিরাজালকেন জরৎ-কল্পতরুমিব পরিণত-লতা-সঞ্চয়েন নিরন্তর-নিচিতম্ ; অমলেন, চন্দ্রাংশুভিরিবামৃতফেনৈরিব গুণ-সন্তানতন্তুভিরিব নির্মিতেন, মানস-সরো-জল-ক্ষালন-শুচিনা, দুকূল-বল্কলেন, দ্বিতীয়েনেব জরাজালকেন সংচ্ছাদিতম্, আসন্নবর্তিনা মন্দাকিনী-সলিল-পূর্ণেন ত্রিদণ্ডে পবিষ্টেন স্ফাটিক-কমণ্ডলুনা বিকচ-পুণ্ডরীক-রাশিমিব রাজহংসেনোপশোভমানম্ ; স্থৈর্যেণ চলানাং, গাম্ভীর্যেণ সাগরাণাং, তেজসা সবিতুঃ, প্রশমেন তুষাররশ্মের্নির্মলতয়াম্বরতলস্য সংবিভাগমিব কুর্বাণম্ ; বৈনতেয়মিব স্বপ্রভাবোপাত্ত-সকলদ্বিজাধিপত্যম্ ; কমলাসনমিবাশ্রমগুরুম্ ; জরচ্চন্দনতরুমিব ভুজঙ্গ-নির্মোক-ধবল-জটাকুলম্ ; প্রশস্ত-বারণমিব প্রলম্ব-কর্ণবালম্ ; বৃহস্পতিমিবাজন্ম-বর্ধিত-কচম্ ; দিবস মিবোদ্যদর্ক-বিম্ব-ভাস্বর-মুখম্ ; শরৎকালমিব ক্ষীণবর্ষম্ ; শান্তনুমিব প্রিয়সত্যব্রতম্ ; অম্বিকা-করতলমিব রুদ্রাক্ষ-গ্রহণ-নিপুণম্ ; শিশিরসময়-সূর্যমিব কৃতোত্তরাসঙ্গম্ ; বড়বানলমিব সতত-পয়ো-ভক্ষম্ ; শূন্য-নগরমিব দীনানাথ-বিপন্ন-শরণম্ ; পশুপতিমিব ভস্ম-পাণ্ডুরোমাশ্লিষ্ট-শরীরং ভগবন্তং জাবালিমপশ্যম্ ।

অবলোক্য চাহমচিন্তয়ম্—অহো প্রভাবস্তপসাম্ । ইয়মস্য শান্তাপি মূর্তিরুত্তপ্ত-কনকাবদাতা পরিস্ফুরন্তী সৌদামিনীব চক্ষুষঃ প্রতিহন্তি তেজাংসি, সততমুদাসীনাপি মহাপ্রভাবতয়া ভয়মিবোপজনয়তি প্রথমোপগতস্য । শুষ্ক-নল-কাশ-কুসুম-নিপতিতানল-চটুল-বৃত্তি-নিত্যমসহিষ্ণু তপস্বিনাং প্রতনু-তপসামপি তেজঃ প্রকৃত্যা দুঃসহং ভবতি, কিমুত সকল-ভুবন-বন্দিত-চরণানামনবরত-তপঃসলিল-ক্ষালিত-মলানাং কর-কমল-তলামলকফলবদখিলং জগদালোকয়তাং দিব্যেন চক্ষুষা ভগবতামেবংবিধানামঘ-ক্ষয়কারিণাম্ । পুণ্যানি হি নামগ্রহণান্যপি মহামুনীনাম্, কিং পুনর্দর্শনানি । ধন্যমিদমাশ্রমপদময়মধিপতির্যত্র । অথবা ভুবনতলমেব ধন্যমখিলমনেনাধিষ্ঠিত-মবনিতল-কমলযোনিনা । পুণ্যভাজঃ খল্বমী মুনয়ো যদহর্নিশমেনমপরমিব নলিনাসনমপগতান্যব্যাপারা মুখাবলোকন-নিশ্চল-দৃষ্টয়ঃ পুণ্যাঃ কথাঃ শৃন্বন্তঃ পর্যুপাসতে । সরস্বত্যপি ধন্যা, যাহস্য সততমতিপ্রসন্নে করুণা-জলনিস্যন্দিন্যগাধগাম্ভীর্যে রুচির-দ্বিজপরিবারা মুখকমল-সম্পর্ক-সুখমনুভবন্তী নিবসতি রাজহংসীব মানসে । চতুর্মুখ-মুখকমল-বাসিভিশ্চতুর্বেদৈঃ সুচিরাদিব ইদমপরমুচিতমাসাদিতং স্থানম্ । এনমাসাদ্য শরৎকালমিব কলিকাল-জলধর-সময়-কলুষিতাঃ প্রসাদমুপগতাঃ পুনরপি জগতি সরিত ইব সর্ববিদ্যাঃ । নিয়তমিহ সর্বাত্মনা কৃতাবস্থিতিনা ভগবতা পরিভূত-কলিকাল-বিলসিতেন ধর্মেণ ন স্মর্যতে কৃতযুগস্য । ধরণিতলমনেনাধিষ্ঠিতমালোক্য ন বহতি নূনমিদানীং সপ্তর্ষিমণ্ডল-নিবাসাভিমানমম্বরতলম্ । অহো ! মহাসত্ত্বেয়ং জরা, যাস্য-প্রলয়-রবি-কর-নিকর-দুর্নিরীক্ষ্যে রজনিকর-কিরণ-পাণ্ডু-শিরোরুহে জটা-ভারে ফেনপুঞ্জ-ধবলা গঙ্গেব পশুপতেঃ, ক্ষীরাহুতিরিব শিখাকলাপে বিভাবসো-র্নিপতন্তী ন ভীতা । বহলাজ্য-ধূম-পটল-মলিনীকৃতাশ্রমস্য ভগবতঃ প্রভাবা-

ভীতমিব রবি-কিরণজালমপি দূরতঃ পরিহরতি তপোবনম্। এতে চ পবন-লোল-পুঞ্জীকৃত-শিখাকলাপা রচিতাঞ্জলয় ইবাত্র মন্ত্রপূতানি হবীংষি গৃহ্ণন্তি এতত্-প্রীত্যাশুশুক্ষণয়ঃ। তরলিত-দুকূল-বল্কলোঽয়ন্তভ্রমলতা-কুসুম-সুরভি-পরিমলো মন্দমন্দ-সঞ্চারী সশঙ্ক ইবাস্য সমীপমুপসর্পতি গন্ধবাহঃ। প্রায়ো মহাভূতানামপি দূরীভবানি ভবন্তি তেজাংসি। সর্ব-তেজস্বিনাময়ঞ্চাগ্রণীঃ। দ্বিসূর্যমিবাভাতি জগদনেনাধিষ্ঠিতং মহাত্মনা। নিষ্কম্পেব ক্ষিতিরেতদবষ্টম্ভাৎ। এষ প্রবাহঃ করুণা-রসস্য। সন্তরণসেতুঃ সংসার-সিন্ধোঃ। আধারঃ ক্ষমাম্ভসাম্। পরশুস্তৃষ্ণালতা-গহনস্য। সাগরঃ সন্তোষামৃতরসস্য। উপদেষ্টা সিদ্ধিমার্গস্য। অস্তগিরিরসদ্গ্রহস্য। মূল-মুপশমতরোঃ। নাভিঃ প্রজ্ঞা-চক্রস্য। স্থিতিবংশো ধর্মধ্বজস্য। তীর্থং সর্ববিদ্যা-বতারাণাম্। বড়বানলো লোভার্ণবস্য। নিকষোপলঃ শাস্ত্র-রত্নানাম্। দাবানলো রাগপল্লবস্য। মহামন্ত্রঃ ক্রোধভুজঙ্গস্য। দিবসকরো মোহান্ধকারস্য। অর্গলবন্ধো নরক-দ্বারাণাম্। কুলভবনমাচারাণাম্। আয়তনং মঙ্গলানাম্। অভূমির্মদ-বিকারাণাম্। দর্শকঃ সৎপথানাম্। উৎপত্তিঃ সাধুতায়াঃ। নেমিরুৎসাহ-চক্রস্য। আশ্রয়ঃ সত্ত্বস্য। প্রতিপক্ষঃ কলিকালস্য। কোশস্তপসঃ। সখা সত্যস্য। ক্ষেত্রমা-র্জবস্য। প্রভবঃ পুণ্যসঞ্চয়স্য। অদত্তাবকাশো মৎসরস্য। অরাতির্বিপত্তেঃ। অস্থানং পরিভূতেঃ। অননুকূলোঽভিমানস্য। অসম্মতো দৈন্যস্য। অনায়ত্তো রোষস্য। অনভিমুখঃ সুখানাম্।

অস্য ভগবতঃ প্রভাবাদেবোপশান্ত-বৈরমপগত-মৎসরং তপোবনম্। অহো! প্রভাবো মহাত্মনাম্। অত্র হি শাশ্বতিকমপহায় বিরোধমুপশান্তান্তরাত্মানস্তির্যঞ্চোঽপি তপোবন-বসতি-সুখমনুভবন্তি। তথা হি এষ বিকচোৎপলবন-রচনানুকারিণমুৎ-পতচ্চারু-চন্দ্রকশতং হরিণ-লোচন-দ্যুতি-শবলমভিনব-শাদ্বলমিব বিশতি শিখিনঃ কলাপমাতপাহতো নিঃশঙ্কমহিঃ। অয়মুৎসৃজ্য মাতরমজাত-কেশরৈঃ কেশরি-শিশুভিঃ সহোপজাতপরিচয়ঃ ক্ষরৎ-ক্ষীরধারং পিবতি কুরঙ্গ-শাবকঃ সিংহী-স্তনম্। এষ মৃণালকলাপাশঙ্কিভিঃ শশিকর-ধবলং সটাভারম্ আমীলিত-লোচনো বহুমন্যতে দ্বিরদ-কলভৈরাকৃষ্যমাণং মৃগপতিঃ। ইদমিহ কপি-কুলমপগত-চাপলমুপনয়তি মুনি-কুমারকেভ্যঃ স্নাতেভ্যঃ ফলানি। এতে চ ন নিবারয়ন্তি মদান্ধা অপি গণ্ডস্থলীভাজি মদজল-পান-নিশ্চলানি মধুকর-কুলানি সঞ্জাতদয়াঃ কর্ণতালৈঃ করিণঃ। কিং বহুনা, তাপসাগ্নিহোত্র-ধূমলেখাভিরুৎসর্পন্তীভিরনিশমুপপাদিত-কৃষ্ণাজিনোত্তরা-সঙ্গশোভাঃ ফলমূলভৃতো বল্কলিনো নিশ্চেতনাস্তরবোঽপি সনিয়মা ইব লক্ষ্যন্তেঽস্য ভগবতঃ, কিং পুনঃ সচেতনাঃ প্রাণিনঃ?

ইত্যেবং চিন্তয়ন্তমেব মাং তস্যৈব রক্তাশোকতরোশ্ছায়ায়ামুদ একদেশে স্থাপয়িত্বা হারীতঃ পাদাবুপগৃহ্য কৃতাভিবাদনঃ পিতুরনতিসমীপবর্তিনি কুশাসনে সমুপাবিশত্। আলোক্য তু মাং সর্ব এব মুনয়ঃ 'কুতোঽয়মাসাদিতঃ শুকশিশুঃ' ইতি তমাসীনমপৃচ্ছন্। অসৌ তু তানব্রবীৎ—অয়ং ময়া স্নাতুমিতো গতেন কমলিনীসরস্তীর-তরু-নীড়-পতিতঃ শুক-শিশুরাতপ-জনিত-ক্লান্তি রুগুন্ত-পাংশু-পটল-মধ্যগতো দূর-নিপতন-বিহ্বল-তনুরল্পাবশেষায়ুরাসাদিতঃ। তপস্বিদুরারোহতয়া চ তস্য বনস্পতের্ন শক্যতে মুৎপতিতুম্, তাবদত্রৈব কস্মিংশ্চিদাশ্রমতরুকোটরে মুনিকুমারকৈরস্মাভিশ্চাপনীতেন

নীবার-কণ-নিকরেণ বিবিধফলরসেন চ সংবর্ধ্যমানো ধারয়তু জীবিতম্। অনাথ-পরিপালনং হি ধর্মোঽস্মদ্বিধানাম্। উদ্ভিন্ন-পক্ষতিস্তু গগনতল-সঞ্চরণ-সমর্থো যাস্যতি যত্রাস্মৈ রোচিষ্যতে। ইহৈব বোপজাত-পরিচয়ঃ স্থাস্যতি।

ইত্যেবমাদিকমস্মত্-সংবন্ধমালাপমাকর্ণ্য কিঞ্চিদুপজাতকুতূহলো ভগবান্ জাবালিরীষদাবলিত-কন্ধরঃ পুণ্যজলৈঃ প্রক্ষালয়ন্নিব মামতিপ্রশান্তয়া দৃষ্ট্যা দৃষ্ট্বা সুচিরমুপজাতপ্রত্যভিজ্ঞান ইব পুনঃ পুনর্বিলোক্য 'স্বস্যৈবাবিনয়স্য ফলমনেনানুভূয়তে' ইত্যবোচত্।

স হি ভগবান্ কালত্রয়দর্শী তপঃপ্রভাবাদ্দিব্যেন চক্ষুষা সর্বমেব করতলগতমিব জগদবলোকয়তি, বেত্তি চ জন্মান্তরাণ্যপ্যতীতানি, কথয়ত্যাগামিনমপ্যর্থম্, ঈক্ষণগোচর-গতানাঞ্চ প্রাণিনামায়ুষঃ সংখ্যামাবেদয়তি।

ততঃ সর্বৈব সা তাপস-পরিষচ্ছ্রুত্বা বিদিততত্-প্রভাবা 'কীদৃশোঽনেনাবিনয়ঃ কৃতঃ, কিমর্থং বা কৃতঃ, ক্ব বা কৃতঃ, জন্মান্তরে বা কোঽয়মাসীত্' ইতি কুতূহলিন্যভবত্, অসকৃদুপযাচিতবতী চ তং ভগবন্তম্—আবেদয়, প্রসীদ ভগবন্, কীদৃশস্যাবিনয়স্য ফলমনেনানুভূয়তে, কশ্চায়মাসীজ্জন্মান্তরে, বিহগজাতৌ বা কথমস্য সম্ভবঃ, কিমভিধানো বায়ম্, অপনয়তু নঃ কুতূহলম্। আশ্চর্যাণাং হি সর্বেষাং ভগবান্ প্রভবঃ।

ইত্যেবমুপযাচিতস্তপোধনপরিষদা স মহামুনিরবদত্—অতিমহদিদমাশ্চর্য-মাখ্যাতব্যম্। অল্পশেষমহঃ। প্রত্যাসীদতি চ নঃ স্নানসময়ঃ। ভবতামপ্যতিক্রামতি দেবার্চনবেলা। তদুত্তিষ্ঠন্তু ভবন্তঃ। সর্ব এব তাবদাচরন্তু যথোচিতং দিবস-ব্যাপারম্। অপরাহ্নসময়ে ভবতাং পুনঃ কৃত-ফল-মূলাশনানাং বিস্রব্ধোপবিষ্টানামাদিতঃ প্রভৃতি সর্বমাবেদয়িষ্যামঃ। যোঽয়ং যচ্চ কৃতমনেনাপরস্মিন্ জন্মনি, ইহলোকে চ যথাস্য সম্ভূতিঃ। অয়ঞ্চ তাবদপগতক্লমঃ ক্রিয়তামাহারেণ। নিয়তময়মপ্যাত্মনো জন্মান্তরোদন্তং স্বপ্নোপলব্ধমিব ময়ি কথয়তি সর্বমশেষতঃ স্মরিষ্যতি—ইত্যভিদধ-দেবোত্থায় সহ তৈর্মুনিভিঃ স্নানাদিকমুচিত-দিবস-ব্যাপারম্ অকরোত্।

অনেন চ সময়েন পরিণতো দিবসঃ। স্নানোত্থিতেন মুনিজনেনার্ঘবিধিমুপপাদয়তা যঃ ক্ষিতিতলে দত্তঃ, তমম্বরতলগতঃ সাক্ষাদিধ রক্তচন্দনাঙ্গরাগং রবিরুদবহত্। ঊর্ধ্ব-মুখৈরর্ক-বিম্ব-বিনিহত-দৃষ্টিভিরূষ্মপৈস্তপোধনৈরিব পরিপীয়মান-তেজঃপ্রসরো বিরলাতপস্তনিমানমভজত্। উদ্যত্সপ্তর্ষি-সার্থ-স্পর্শ-পরিজিহীর্ষয়েব সংহৃতপাদঃ পারাবত-পাদ-পাটলরাগো রবিরম্বরতলাদলম্বত। আলোহিতাংশু-জালং জলশয়ন-মধ্যগতস্য মধু-রিপোর্বিগলন্মধুধারমিব নাভি-নলিনং প্রতিমাগতমপরার্ণবে সূর্যমণ্ডল-মলক্ষ্যত। বিহায় ধরাতলম্ উন্মুচ্য চ কমলিনী-বনানি শকুনয় ইব দিবসাবসানে তরু-শিখরেষু পর্বতাগ্রেষু চ রবিকিরণাঃ স্থিতিমকুর্বত। আলগ্ন-লোহিতাতপচ্ছেদা মুনিভিরালম্বিত-লোহিত-বল্কলা ইবাশ্রম-তরবঃ ক্ষণমদৃশ্যন্ত। অস্তমুপগতে চ ভগবতি সহস্র-দীধিতাবপরার্ণব-তটাত্ উল্লসন্তী বিদ্রুম-লতেব পাটলা সন্ধ্যা সমদৃশ্যত। যস্যামাবধ্যমান-ধ্যানম্, একদেশ-দুহ্যমান-হোমধেনু-দুগ্ধধারা-ধ্বনি-মনোহরম্, অগ্নিহোত্র-বেদি-বিপ্রকীর্যমাণ-হরিত্-কুশম্ ঋষিকুমারিকাভিরিতস্ততো বিক্ষিপ্যমাণ-দিগ্-দেবতার্চন-বলি-সিক্থকম্ আশ্রমপদমভবত্। ক্বাপি বিহৃত্য দিবাবসানে লোহিততারকা তপোবনধেনুরিব কপিলা পরিবর্তমানা সন্ধ্যা মুদিতৈস্তপোধনৈরদৃশ্যত। অচির-

প্রোষিতে চ সবিতরি শোক-বিধুরা কমল-মুকুল-কমণ্ডলুধারিণী হংস-সিত-দুকূল-পরিধানা মৃণাল-ধবল-যজ্ঞোপবীতিনী মধুকর-মণ্ডলাক্ষবলয়ম্ উদ্বহন্তী কমলিনী দিনপতি-সমাগম-ব্রতমিবাচরত্। অপর-সাগরাম্ভসি পতিতে দিবসকরে তত্-পতন-বেগোত্থিতম্ অম্ভঃশীকর-নিকরমিব তারাগণমম্বরম্ অধারয়ত্। অচিরাচ্চ সিদ্ধ-কন্যকা-বিক্ষিপ্ত-সন্ধ্যার্চন-কুসুম-শবলমিব তারকিতং বিয়দরাজত। ক্ষণেন চোন্মুখেন মুনিজনেনোর্দ্ধ-বিপ্রকীর্ণৈঃ প্রণামাঞ্জলি-সলিলৈঃ প্রক্ষাল্যমান ইবাগলদখিলঃ সন্ধ্যারাগঃ।

ক্ষয়মুপগতায়াঞ্চ সন্ধ্যায়াং তদ্বিনাশ-দুঃখিতা কৃষ্ণাজিনমিব বিভাবরী তিমিরোদ্-গমমভিনবমবহত্। অপহায় মুনি-হৃদয়ানি সর্বমন্যদন্ধকারতাং তিমিরমনয়ত্। ক্রমেণ চ রবিরস্তং গত ইত্যুদন্তমুপলভ্য জাতবৈরাগ্যো ধৌতদুকূল-বল্কল-ধবলাম্বরঃ স-তারান্তঃ-পুরঃ পর্যন্ত-স্থিততনু-তিমির-তমাল-বন-লেখম্, সপ্তর্ষি-মণ্ডলাধ্যুষিতম্, অরুন্ধতী-সঞ্চরণ-পবিত্রম্, উপহিতাষাঢ়ম্, আলক্ষ্যমাণ-মূলম্, একান্তস্থিতচারু-তারক-মৃগম্ অমরলোকাশ্রমমিব গগনতলম্ অমৃত-দীধিতিরধ্যতিষ্ঠত্। চন্দ্রাভরণভৃত-তারকা-কপাল-শকলালংকৃতাদম্বরতলাত্ ত্র্যম্বকোত্তমাঙ্গাদিব গঙ্গা সাগরম্ আপূরয়ন্তী হংস-ধবলা ধরণ্যামপতজ্জ্যোৎস্না। হিমকরসরসি বিকচ-পুণ্ডরীক-সিতে চন্দ্রিমা-জলপান-লোভাদ-বতীর্ণো নিশ্চল-মূর্তিরমৃতপঙ্ক-লগ্ন ইবাদৃশ্যত হরিণঃ। তিমির-জলধর-সময়াপ-গমানন্তরম্ অভিনব-সিত-সিন্ধুবারকুসুম-পাণ্ডুরৈরর্ণবাগতৈরগাহ্যন্ত হংসৈরিব কুমুদ-সরাংসি চন্দ্রপাদৈঃ। বিগলিত-সকলোদয়রাগং রজনীকর-বিম্বমম্বরাপগাবগাহ-ধৌত-সিন্দূরমৈরাবত-কুম্ভস্থলমিব তত্ক্ষণমলক্ষ্যত! শনৈঃ শনৈশ্চ দূরোদিতে ভগবতি হিমদ্যুতি সুধা-ধূলি-পটলেনেব ধবলীকৃতে চন্দ্রাতপেন জগতি, অবশ্যায়-জলবিন্দু-মন্দ-গতিষু বিঘটমান-কুমুদবন-কষায়-পরিমলেষু সমুপোঢ়-নিদ্রা-ভরালস-তারকৈরন্যোন্য-গ্রথিত-পক্ষপুটৈরারব্ধ-রোমন্থ-মন্থর-মুখৈঃ সুখাসীনৈরাশ্রমমৃগৈরভিনন্দিতাগমনেষু প্রবহত্সু নিশামুখ-সমীরণেষু, অর্ধযামমাত্রাবখণ্ডিতায়াং বিভাবর্যাম্, হারীতঃ কৃতাহারং মামাদায় সর্বৈস্তৈঃ সহ মুনিভিঃ উপসৃত্য চন্দ্রাতপোদ্ভাসিনি তপোবনৈকদেশে বেত্রাসনে সুখোপবিষ্টম্, অনতিদূরবর্তিনা জালপাদনাম্না শিষ্যেণ দর্ভ-পবিত্র-পবিত্র-পাণিনা মন্দমন্দম্ উপবীজ্যমানং পিতরমবোচত্—তাত, সকলেয়মাশ্চর্য-শ্রবণকুতূহলাকলিত-হৃদয়া সমুপস্থিতা তাপস-পরিষদাবদ্ধমণ্ডলা প্রতীক্ষতে। ব্যপনীতশ্রমশ্চ কৃতোঽয়ং পতত্রি-পোতঃ। তদাবেদ্যতাং কিমনেন কৃতমন্যস্মিন্ জন্মনি, কো বায়মভূদ্ভবিষ্যতি বা ইতি। এবমুক্তস্তু স মহামুনিরগ্রতঃ স্থিতং মামবলোক্য তাংশ্চ সর্বানেকাগ্রান্ শ্রবণ-তত্পরান্ মুনীন্ বুদ্ধ্বা শনৈঃ শনৈরব্রবীত্—

শ্রূয়তাং যদি কুতূহলম্।

× × × × × × × × × × × × কথারম্ভঃ × × × × × × × × × × × ×

অস্তি সকল-ত্রিভুবন-ললামভূতা, প্রসব-ভূমিরিব কৃত-যুগস্য, আত্মনিবাসোচিতা ভগবতা মহাকালাভিধানেন ভুবনত্রয়-সর্গ-স্থিতি-সংহার-কারণেন প্রমথনাথেনাপরেব পৃথিবী সমুত্পাদিতা, দ্বিতীয়-পৃথিবী-শঙ্কয়া চ জলনিধিনেব রসাতল-গভীরেণ পরিখা-বলয়েন পরিবৃতা, পশুপতি-নিবাস-প্রীত্যা চ গগন-পরিসরোল্লেখি-শিখরমালেন

কৈলাস-গিরিণেব সুধাসিতেন প্রাকার-মণ্ডলেন পরিগতা, প্রকট-শঙ্খ-শুক্তি-মুক্তা-প্রবাল-মরকত-মণিরাশিভিশ্চামীকর-চূর্ণ-সিকতা-নিকর-নিচিতৈরায়ামিভিরগস্ত্য-পরিপীত-সলিলৈঃ সাগরৈরিব মহাবিপণি-পথৈরুপশোভিতা, সুরাসুর-সিদ্ধ-গন্ধর্ব-বিদ্যাধরোরগাধ্যাসিতাভিশ্চিত্রশালাভিরনবরতোৎসবাবলোকন-কুতূহলাদম্বরতলাদবতীর্ণাভির্দিব্যবিমানপঙ্ক্তিভিরিবালঙ্কৃতা, মথনোদ্ধৃত-দুগ্ধ-ধবলিত-মন্দর-দ্যুতিভিঃ কনকময়ামল-কলশ-শিখরৈরনিল-দোলায়িত-সিত-ধ্বজৈরুপরি-পতদভ্রগঙ্গৈরিব তুষার-গিরি-শিখরৈরমরমন্দিরৈর্বিরাজিত-শৃঙ্গাটকা; সুধাবেদিকোপশোভিতোদপানৈরনবরত-চলিত-জল-ঘটীযন্ত্র-সিচ্যমান-হরিতোপবনান্ধকারৈঃ। কেতকী-ধূলি-ধূসরৈরুপশল্যকৈরুপশোভিতা, মদ-মুখর-মধুকর-পটলান্ধকারিত-নিষ্কুটা, স্ফুরদুপবন-লতা-কুসুম-পরিমল-সুরভি-সমীরণা রণিত-সৌভাগ্যঘণ্টৈরালোহিতাংশুক-পতাকৈরাবদ্ধ-রক্তচামরৈর্বিদ্রুমময়ৈঃ প্রতিভবনম্ উচ্ছ্রিতৈর্মকরাঙ্কিতৈঃ মদন-যষ্টিকেতুভিঃ প্রকাশিত-মকরধ্বজ-পূজা, সতত-প্রবৃত্তাধ্যয়ন-ধ্বনি-ধৌতকল্মষা, স্তিমিত-মুরজ-রব-গম্ভীর-গর্জিতেষু সলিল-শীকরাসার-রচিত-দুর্দিনেষু পর্যন্ত-রবি-কিরণ-রচিত-সুরচাপ-চারুষু ধারাগৃহেষু মত্ত ময়ূর-মণ্ডলৈর্মণ্ডলীকৃত-শিখণ্ডৈস্তাণ্ডব-ব্যসনিভিরাধমান-কেকারব-কোলাহলা বিকচ-কুবলয়-কান্তৈ-রুৎফুল্ল-কুমুদ-ধবলোদরৈরনিমিষ-দর্শন-রমণীয়ৈরাখণ্ডললোচনৈরিব সহস্র-সংখ্যৈরুদ্ভাসিতা সরোভিঃ, অবিরল-কদলী-বন-কলিতাভিরমৃত-ফেনপুঞ্জ-পাণ্ডুরাভির্দিশি দিশি দন্ত-বলভিকাভির্ধবলীকৃতা, যৌবন-মদমত্ত-মালবী-কুচকলস-ক্ষুভিত সলিলয়া ভগবতো মহাকালস্য শিরসি সুর-সরিতমালোক্য সমুপজাতের্ষ্যয়েব সততাবদ্ধ-তরঙ্গ-ভ্রূকুটী-লেখয়া খমিব ক্ষালয়ন্ত্যা শিপ্রয়া পরিক্ষিপ্তা; সকল-ভুবন-খ্যাত-যশসা হরজটা-চন্দ্রেণেব কোটিসারেণ, মৈনাকেনেবাবিদিতপক্ষপাতেন, মন্দাকিনী-প্রবাহেণেব প্রকটিত-কনকপদ্মরাশিনা, স্মৃতিশাস্ত্রেণেব সভাবসথ-কূপ-প্রপারাম-সুরসদন-সেতু-যন্ত্র-প্রবর্ত্তকেন, মন্দরেণেবোদ্ধৃত-সমস্ত-সাগর-রত্ন-সারেণ, সংগৃহীত-গারুড়েনাপি ভুজঙ্গভীরুণা খলোপজীবিনাঽপি প্রণয়িজনোপজীব্যমান-বিভবেন, বীরেনাপি বিনয়বতা, প্রিয়ংবদেনাপি সত্যবাদিনা, অভিরূপেণাপি স্বদার-সন্তুষ্টেন, অতিথিজনাভ্যাগমার্থিনাপি পরপ্রার্থনানভিজ্ঞেন, কামার্থপরেণাপি ধর্মপ্রধানেন, মহাসত্ত্বেনাপি পরলোক-ভীরুণা, সকল-বিজ্ঞান-বিশেষবিদা, বদান্যেন, দক্ষেণ, স্মিতপূর্বাভিভাষিণা, পরিহাস-পেশলেন, উজ্জ্বলবেশেন, শিক্ষিতাশেষদেশ-ভাষেণ, বক্রোক্তি-নিপুণেন, আখ্যায়িকাখ্যান-পরিচয়-চতুরেণ সর্বলিপিজ্ঞেন মহাভারত-পুরাণ-রামায়ণানুরাগিণা, বৃহৎকথা-কুশলেন দ্যূতাদি-কলা-কলাপ-পারগেণ, শ্রুত-রাগিণা, সুভাষিত-ব্যসনিনা, প্রশান্তেন, সুরভিমাস-মারুতেনেব সতত-দক্ষিণেন, হিমগিরি-কাননেনেবান্তঃ-সরলেন, লক্ষ্মণেনেব রামারাধন-নিপুণেন, শত্রুঘ্নেনেবাবিষ্কৃত-ভরত-পরিচয়েন, দিবসেনেব মিত্রানুবর্তিনা, বৌদ্ধেনেব সর্বাস্তিবাদ-শূরেণ, সাংখ্যাগমেনেব প্রধান-পুরুষোপেতেন, জিনধর্মেণেব জীবানু-কম্পিনা বিলাসিজনেনাধিষ্ঠিতা; সশৈলেব প্রাসাদৈঃ; সশাখানগরেব মহাভবনৈঃ; সকল্পবৃক্ষেব সৎপুরুষৈঃ; দর্শিতবিশ্বরূপেব চিত্রভিত্তিভিঃ; সন্ধ্যেব পদ্মরাগানু-রাগিণী; অমরাধিপ-মূর্ত্তিরিব মখশতানলধূমপূতা; পশুপতি-লাস্যক্রীড়েব সুধাধব-লাট্টহাসা; বৃদ্ধেব জাতরূপক্ষয়া; গরুড়মূর্ত্তিরিবাচ্যুতস্থিতি-রমণীয়া; প্রভাতবেলেব প্রবুদ্ধ-সর্ব-লোকা; শবর-বসতিরিবাবলম্বিত-চারু-চামর-নাগদন্ত-ধবল-গৃহা; শেষ-তনুরিব সদাসন্নবসুধাধরা; জলধি-মথন-বেলেব মহাঘোষ-পূরিত-দিগন্তরা; প্রস্তুতা-

ভিষেক-ভূমিরিব সন্নিহিত-কনকঘটসহস্রা ; গৌরীব মহাসিংহাসনোচিতমূর্ত্তিঃ ; অদিতিরিব দেবকুলসহস্রসেব্যা ; মহাবরাহ-লীলেব দর্শিত-হিরণ্যাক্ষ-পাতা ; আস্তীক-তনুরিব আনন্দিত-ভুজংগলোকা ; হরিবংশ-কথেব অনেক-বাল-ক্রীড়া-রমণীয়া ; প্রকটাঙ্গনোপভোগাপ্যখণ্ডিত-চরিত্রা ; রক্তবর্ণাপি সুধাধবলা ; অবলম্বিত-মুক্তাকলাপাপি বিহারভূষণা ; বহু প্রকৃতিরপি স্থিরা ; বিজিতামরলোক-দ্যুতিরবন্তীষুজ্জয়িনী নাম নগরী।

যস্যামুত্তুংগ-সৌধোৎসংগ-সংগীত-সংগিনীনাম্ অংগনানামতিমধুরেণ গীতরবেণা-কৃষ্যমাণাধোমুখ-রথ-তুরংগঃ পুরঃ-পর্যস্ত-রথ-পতাকা-পটঃ কৃতমহাকাল-প্রণাম ইব প্রতিদিনং লক্ষ্যতে গচ্ছন্ দিবসকরঃ।

যস্যাঞ্চ সন্ধ্যারাগারুণা ইব সিন্দুরমণি-কুট্টিমেষু, প্রারব্ধ-নীল-কমলিনী-পরিমণ্ডলা ইব মরকত-বেদিকাসু, গগনতল-প্রসৃতা ইব বৈদূর্যমণি-ভূমিষু, তিমির-পটল-বিঘটনোদ্যতা ইব কৃষ্ণাগুরু-ধূম-মণ্ডলেষু, অভিভূত-তারকা-পঙ্‌ক্তয় ইব মুক্তা-প্রালম্বেষু, বিকচ-কমল-চুম্বিন ইব নিতম্বিনী-মুখেষু, প্রভাত-চন্দ্রিকা-মধ্য-পতিতা ইব স্ফটিক-ভিত্তি-প্রভাসু, গগনসিন্ধু-তরংগাবলম্বিন ইব সিতপতাকাংশুকেষু, পল্লবিতা ইব সূর্যকান্তোপলেষু, রাহুমুখ-কুহর-প্রবিষ্টা ইবেন্দ্রনীল-বাতায়ন-বিবরেষু বিরাজন্তে রবি-গভস্তয়ঃ।

যস্যাঞ্চানুপজাত-তিমিরত্বাদবিঘটিত-চক্রবাকমিথুনা ব্যর্থীকৃত-সুরত-প্রদীপাঃ সঞ্জাত-মদনানল-দিগ্‌দাহা ইব যান্তি কামিনীনাং ভূষণ-প্রভাভির্বালাতপপিঞ্জরা ইব রজন্যঃ।

যাঞ্চ সন্নিহিত-বিষমলোচনামনবরতমতিমধুরো রতিপ্রলাপ ইব প্রসর্পন্ মুখরী-করোতি মকরকেতু-দাহ-হেতুভূতো ভবন-কলহংস-কোলাহলঃ।

যস্যাঞ্চ নিশি নিশি পবনবিলোলৈঃ দুকূলপল্লবৈরুল্লসম্ভির্মালবী-মুখকমল-কান্তি-লজ্জিতস্যেন্দোঃ কলঙ্কমিবাপনয়ন্তো দূর-প্রসারিত-ধ্বজ-ভুজাঃ প্রাসাদা লক্ষ্যন্তে।

যস্যাঞ্চ সৌধ-শিখর-শায়িনীনাং পশ্যন্ মুখানি পুরসুন্দরীণাং মদন-পরবশ ইব পতিতঃ প্রতিমাচ্ছলেন লুঠতি বহল-চন্দন-জল-সেক-শিশিরেষু মণিকুট্টিমেষু মৃগলাঞ্ছনঃ।

যস্যাঞ্চ নিশাবসানে প্রবুদ্ধস্য তারতরমপি পঠতঃ পঞ্জরভাজঃ শুক-সারিকা-সমূহস্যাভিভূত-গৃহসারস-স্বরামৃতেন বিস্তারিণা বিলাসিনী-ভূষণ-রবেণাবিভাব্যমানাঃ ব্যর্থীভবন্তি প্রভাত-মংগল-গীতয়ঃ।

যস্যাঞ্চানিবৃত্তিঃ মণিপ্রদীপানাম্, তরলতা হারলতানাম্, অস্থিতিঃ সংগীত-মুরজ-ধ্বনীনাম্, দ্বন্দ্ব-বিয়োগঃ চক্রনাম্নাম্, বর্ণ-পরীক্ষা কনকানাম্, অস্থিরত্বং ধ্বজানাম্, মিত্র-দ্বেষঃ কুমুদানাম্, কোষ-গুপ্তিরসীনাম্।

কিং বহুনা, যস্যাং সুরাসুর-চূড়া-মণি-মরীচি-চয়চুম্বিত-চরণনখ-ময়ূখো নিশিত-ত্রিশূল-দারিতান্ধক-মহাসুরঃ, গৌরী-নূপুর-কোটি-ঘৃষ্ট-শেখর-চন্দ্র-শকলঃ, ত্রিপুর-ভস্মরজঃ-কৃতাঙ্গরাগঃ, মকরধ্বজ-ধ্বংস-বিধুরয়া রত্যা প্রসাদয়ন্ত্যা প্রসারিত-কর-যুগল-বিগলিত-বলয়-নিকরার্চিত-চরণঃ, প্রলয়ানল-শিখাকলাপ-কপিল-জটাভার-ভ্রান্ত-সুরসিন্ধুঃ অন্ধকারিভর্গবান্, উৎসৃষ্ট-কৈলাস-বাস-প্রীতির্মহাকালাভিধানঃ স্বয়ং প্রতিবসতি।

তস্যাঞ্চৈবং বিধায়ং নগর্যাং নল-নহুষ-যযাতি-ধুন্ধুমার-ভরত-ভগীরথ-দশরথপ্রতিমঃ,

ভুজবলার্জিত-ভূমণ্ডলঃ, ফলিত-শক্তিত্রয়ঃ, মতিমান্, উৎসাহ-সম্পন্নঃ, নীতিশাস্ত্রাখিন্ন-বুদ্ধিঃ, অধীত-ধর্মশাস্ত্রঃ, তৃতীয় ইব তেজসা কান্ত্যা চ সূর্যাচন্দ্রমসোঃ, অনেক-সপ্ততন্তু-পূত-মূর্তিঃ, উপশমিত-সকল-জগদুপপ্লবঃ, বিহায় কমল-বনানি অবিগণয্য নারায়ণ-বক্ষঃস্থল-বসতিসুখম্ উৎফুল্লারবিন্দ-হস্তয়া শূর-সমাগম-ব্যসনিন্যা নির্ব্যাজমালিঙ্গিতো লক্ষ্ম্যা, মহামুনি-জন-সংসেবিতস্য মধুসূদন-চরণ ইব সুর-সরিৎ-প্রবাহস্য প্রভবঃ সত্যস্য, শিশিরস্যাপি রিপুজনসন্তাপকারিণঃ, স্থিরস্যাপ্যবিরতং ভ্রমতঃ, নির্মলস্যাপি মলিনীকৃতারাতিবনিতা-মুখকমল-দ্যুতেঃ, অতিধবলস্যাপি সর্বজন-রাগকারিণঃ, সুধাসূতেরিব জলনিধিরুদ্ভবো যশসঃ ; পাতালবদাশ্রিতো নিজ-পক্ষ-ক্ষতি-ভীতৈঃ ক্ষিতিভৃতাং কুলৈঃ, গ্রহগণ ইব বুধানুগতঃ, মকরধ্বজ ইবোৎসন্ন-বিগ্রহঃ, দশরথ ইব সুমিত্রোপেতঃ, পশুপতিরিব মহাসেনানুযাতঃ, ভুজগরাজ ইব ক্ষমাভর-গুরুঃ, নর্মদা-প্রবাহ ইব মহাবংশ-প্রভবঃ, অবতার ইব ধর্মস্য, প্রতিনিধিরিব পুরুষোত্তমস্য, পরিহৃত-প্রজাপীড়ো রাজা তারাপীড়ো নামাভূৎ ।

যস্তমঃ-প্রসর-মলিন-বপুষা পাপ-বহুলেন কলিকালেন চালিতমামূলতো ধর্মং দশাননেনেব কৈলাসমিব পশুপতিরিবাবষ্টভ্য পুনরপি স্থিরীচকার !

যশ্চ রতি-প্রলাপ-জনিত-দয়ার্দ্র-হৃদয়-হর-নির্মিতমপরমিব মকরকেতুমমংস্ত লোকঃ ।

যশ্চ জলনিধি-তরঙ্গ-ধৌত-মেখলাৎ, পর্যান্ত-বিচারি-তারাগণ-দ্বিগুণিত-তট-তরু-কুসুম-প্রকরাৎ, উদ্যদিন্দুবিম্ব-বিগলদমৃত-বিন্দুসারার্দ্র-চন্দনাৎ, অশিশির-কর-রথ-তুরঙ্গ-খুর-শিখরোল্লেখ খণ্ডিতোল্লসল্লবঙ্গ-পল্লবাৎ, ঐরাবত-কর-লূন-শল্লকী-কিসলয়াৎ আ শৈলাদুদয়নাম্নঃ ; কপি-বল-বিলুপ্ত-বিরল-লবলীলতা-ফলাৎ, উদধি-বিনির্গত-জলদেবতাভিবন্দ্যমান-রাঘবপাদাৎ, অচল-পাত-দলিতশঙ্খকুল-শকল-তার-কিত-শিলাতলাৎ, নল-করতলাকলিত-শৈল-সহস্র-সম্ভূতাদাসেতুবন্ধাৎ ; অচ্ছ-নির্ঝর-জল-ধৌত-তারকা-সার্থাৎ, অমৃত-মথনোদ্যত বৈকুণ্ঠ-কেয়ূর-পত্র-মকর-কোটি-কর্ষণ-মসৃণিত-গ্রাবৃণঃ সুরাসুর-হেলা-বলয়িত-বাসুকি-সমাকর্ষণ-প্রারম্ভ-চলিত-চরণ-ভর-দলিত-নিতম্বাৎ, অমৃত-সীকরাসিক্ত-সানোরা মন্দরাচলাৎ ; নর-নারায়ণ-চরণ-মুদ্রাঙ্কিত-বদরিকাশ্রম-রমণীয়াৎ, কুবের-পুর-সুন্দরী-ভূষণ-রব-মুখর-শিখরাৎ, সপ্তর্ষি-সন্ধ্যোপাসনা-পূত-প্রস্রবণাম্ভসঃ বৃকোদরোদ্দলিত-সৌগন্ধিক-ষণ্ড-সুগন্ধি-মেখলাৎ, আ গন্ধমাদনাৎ, সেবাঞ্জলি-কমল-মুকুল-দন্তুরৈঃ শিরোভিশ্চরণ-নখ-ময়ূখ-গ্রথিত-মুকুট-পত্রলতা-গ্রন্থয়ো ভয়-চকিত-তরল-তারক-দৃশো ভুজবল-বিজিতাঃ প্রণেমুরবনী-পতয়ঃ ।

যেন চানেকরত্নাংশুজাল-পল্লবিতে ব্যালম্বি-মুক্তাফল-জালকে দিগ্গজেনেব কল্পতরাবাক্রান্তে সিংহাসনে ভরেণ শিলীমুখ-ব্যতিকর-কম্পিতা লতা ইব নেমুরায়ামিন্যঃ সর্বা দিশঃ ।

যস্মৈ চ মন্যেহনন্যসাধারণ-শক্তি-সম্পদে সুরপতিরপি স্পৃহয়াঞ্চকার ।

যস্মাচ্চ ধবলীকৃত-ভুবনতলঃ সকল-লোক-হৃদয়ানন্দকারী ক্রৌঞ্চাদিব হংসনিবহো নির্জগাম গুণগণঃ ।

যস্য চামৃতামোদ-সুরভি পরিমলয়া মন্দরোদ্ধত-বহুল-দুগ্ধসিন্ধু-ফেন-লেখয়েব ধবলীকৃতসুরাসুর-লোকয়া দশসু দিক্ষু মুখরিত-ভুবনমভ্রম্যত কীর্ত্যা । যস্য চাতি-

দুঃসহ-প্রতাপ-সন্তাপ-খিদ্যমানেব ক্ষণমপি ন মুমোচাতপত্রচ্ছায়াং রাজলক্ষ্মীঃ। তথা চ যস্য দিষ্টবৃদ্ধিমিব শুশ্রাব, উপদেশমিব জগ্রাহ, মঙ্গলমিব বহু মেনে, মন্ত্রমিব জজাপ, আগমমিব ন বিসস্মার চরিতং জনঃ।

যস্মিংশ্চ রাজনি গিরীণাং বিপক্ষতা, প্রত্যয়ানাং পরত্বম্, দর্পণানামভিমুখাবস্থানম্, শূলপাণি-প্রতিমানাং দুর্গাশ্লেষঃ, জলধরাণাং চাপ-ধারণম্, প্রতীহারাণামসিধারণম্, তৈক্ষ্ম্যমসি-ধারাণাম্, ধ্বজানামুন্নতিঃ, ধনুষামবনতিঃ, বংশানাং শিলীমুখক্ষতিঃ, দেবতানাং যাত্রা, কুসুমানাং বন্ধন-স্থিতিঃ, ইন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহঃ, বনকরিণাং বারিপ্রবেশঃ, ব্রতিনামগ্নিধারণম্, গ্রহাণাং তুলারোহণম্, অগস্ত্যোদয়ে বিষ-শুদ্ধিঃ, কেশনখানামায়তি-ভঙ্গঃ, জলধরদিবসানাং মলিনাম্বরত্বম্, রত্নোপলানাং ভেদঃ, মুনীনাং যোগ-সাধনম্, কুমার-স্তুতিষু তারকোদ্ধরণম্, উষ্ণরশ্মের্গ্রহণাশঙ্কা, শশিনো জ্যোষ্ঠাতিক্রমঃ, মহাভারতে দুঃশাসনাপরাধাকর্ণনম্, বয়ঃ-পরিণামে দণ্ডগ্রহণম্, অসিপরিবারেষু কলঙ্কযোগঃ, কামিনী-কুচ-পত্রভঙ্গেষু বক্রতা, করিণাং দান-বিচ্ছিত্তিঃ, অক্ষক্রীড়াসু শূন্যগৃহ-দর্শনং পৃথিব্যামাসীৎ।

তস্য চ রাজ্ঞঃ নিখিল-শাস্ত্র-কলাবগাহ-গম্ভীর-বুদ্ধিঃ, আ শৈশবাদুপারূঢ়-নির্ভর-প্রেমরসঃ, নীতিশাস্ত্রপ্রয়োগ-কুশলঃ, ভুবন-রাজ্যভার-নৌ-কর্ণধারঃ মহত্স্বপি কার্য-সঙ্কটেষ্ববিষণ্ণধীঃ, ধাম ধৈর্যস্য, স্থানং স্থিতেঃ, সিন্ধুঃ সত্যস্য, গুরুর্গুণানাম্, আচার্য আচারাণাম্, ধাতা ধর্মস্য, শেষাহিরিব সকল-মহী-ভার-ধারণ-ক্ষমঃ, সলিলনিধিরিব মহাসত্ত্ব-নিবাসঃ, জরাসন্ধ ইব ঘটিত-সন্ধি-বিগ্রহঃ, ত্র্যম্বক ইব প্রসাধিত-দুর্গঃ, যুধিষ্ঠির ইব ধর্ম-প্রভবঃ, সকলবেদ-বেদাঙ্গ-বিৎ, অশেষ-রাজ্যমণ্ডলৈকসারঃ, বৃহস্পতিরিব সুনাসীরস্য, কবিরিব বৃষপর্বণঃ, বশিষ্ঠ ইব দশরথস্য, বিশ্বামিত্র ইব রামস্য, ধৌম্য ইবাজাতশত্রোঃ, দমনক ইব ভীমস্য, সুমতিরিব নলস্য, সর্বকার্যেষ্বাহিতমতিঃ অমাত্যো ব্রাহ্মণঃ শুকনাসো নামাসীৎ।

যো নরকাসুর-শস্ত্রপ্রহার-ভীষণে ভ্রমন্মন্দর-নিতম্ব-নির্দয়-নিষ্পেষ-কঠিনাংসপীঠে নারায়ণ-বক্ষঃস্থলেঽপি স্থিতামদুষ্কর-লাভামমন্যত প্রজ্ঞাবলেন লক্ষ্মীম্।

যঞ্চ সমাসাদ্য দর্শিতানেক-রাজ্য-ফলা লতেব মহাপাদপম্ অনেকপ্রতানগহনা বিস্তারমুপযযৌ প্রজ্ঞা।

যস্য চানেক-চারপুরুষ-সহস্র-সঞ্চার-নিচিতে চতুরুদধি-বলয়-পরিখা-প্রমাণে ধরণীতলে ভবন ইবাবিদিতমহরহঃ সমুচ্ছ্বসিতমপি রাজ্ঞাং নাসীৎ।

স রাজা বাল এব সুর-কুঞ্জর-কর-পীবরেণ রাজলক্ষ্মীলীলোপধানেন, সকল-জগদভয়-প্রদান-শৌণ্ডেন, রণ-যজ্ঞ-দীক্ষা-যূপেন, স্ফুরদসিলতা-মরীচি-জাল-জটিলেন, নিখিলারাতি-কুল-প্রলয়-ধূমকেতুনা বাহুদণ্ডেন বিজিত্য সপ্তদ্বীপবলয়াং বসুন্ধরাং, তস্মিন্ শুকনাসনাম্নি মন্ত্রিণি সুহৃদীব রাজ্যভারমারোপ্য, সুস্থিতাঃ প্রজাঃ কৃত্বা, কর্তব্যশেষমপরমপশ্যন্ প্রশমিতাশেষ-বিপক্ষতয়া বিগতাশঙ্কঃ, শিথিলীকৃত-বসুন্ধরাব্যাপারঃ প্রায়শো যৌবনসুখমনুবভূব।

তথাহি কদাচিদুল্লসৎ-কঠোর-কপোল-পুলক-জর্জরিত-কর্ণপল্লবানাং প্রণয়িনীনাং চন্দন-জলচ্ছটাভিরিব স্মিত-সুধা-চ্ছবিভিরভিষিচ্যমানঃ, কর্ণোৎপলৈরিব লোচনাংশুভিস্তাড্যমানঃ, কুঙ্কুম-ধূলিভিরিবাভরণ-প্রভাভিরাকুলীক্রিয়মাণ-লোল-লোচনঃ, ধবলাংশুকৈরিব কর-নখ-ময়ূখ-জালকৈ রাহন্যমানঃ, চম্পক-কুসুম-দল-মালিকাভিরিব ভুজলতা-

ভিরাবধ্যমানঃ, দষ্টাধর-ধূত-করতল-চলন্মণিবলয়-কলকল-রমণীয়ম্, অতিরভস-দলিত-পত্র-দন্তুর-শয়নম্, উৎক্ষিপ্ত-চরণতল-গলদলক্তক-রক্ত-শেখরম্, সরভস-কচ-গ্রহ-চূর্ণিত-মণি-কর্ণপূরম্, উল্লাসিত-কুচ-কৃষ্ণাগুরু-পঙ্ক-পত্র-লতাঙ্কিত-প্রচ্ছদপটম্, অচ্ছ-শ্রমজল-লুলিত-গোরোচনা-তিলক-পত্রভঙ্গম্, অনঙ্গ-পরবশঃ সুরতমাততান।

কদাচিন্মকরকেতু-কনক-নারাচ-পরম্পরাভিরিব কামিনী-করপুট-বিনির্গতাভিঃ কুঙ্কুমজলধারাভিঃ পিঞ্জরীক্রিয়মাণকায়ো লাক্ষাজলচ্ছটা-প্রহার-পাটলীকৃত-দুকূলো মৃগমদ-জলবিন্দু-শবল-চন্দন-স্থাসকঃ কনকশৃঙ্গকোষৈশ্চিরং চিক্রীড়।

কদাচিৎ কুচ-চন্দন-চূর্ণ-ধবলিতোর্মিমালম্, চটুলতুলাকোটি-বাচাল-চরণালক্তক-সিক্ত-হংস-মিথুনম্, অলক-নিপতিত-কুসুম-নিকর-শারম্, শ্বসমান-কর্ণপূরকুবলয়-দলম্, উন্নত-নিতম্ব-সংক্ষোভ-জর্জরিত-তরঙ্গম্, উদ্দলিত-নাল-পর্যস্ত-নলিন-নিপাতিত-ধূলি-পটলম্, অনবরত-করাস্ফালন-স্ফুরৎ-ফেনবিন্দু-চন্দ্রকিতম্, সাবরোধজনো জলক্রীড়য়া গৃহদীর্ঘিকাণামম্ভশ্চকার।

কদাচিৎ সঙ্কেত-বঞ্চিতাভিঃ প্রণয়িনীভিরাবন্ধ-ভঙ্গুর-ভ্রূকুটিভিঃ আরণিত-মণি-পারিহার্য-মুখর-ভুজলতাভির্বকুল-কুসুমাবলীভিঃ সংযত-চরণঃ নখ-কিরণ-বিমিশ্রৈঃ কুসুম-দামভিঃ কৃতাপরাধো দিবসমতাড্যত।

কদাচিদ্বকুলতরুরিব কামিনী-গণ্ডূষ-সীধু-ধারাস্বাদ-মুদিতো বিকাশমভজত। কদাচিদশোক-পাদপ ইব যুবতি-চরণতল-প্রহার-সংক্রান্তালক্তক-রসো রাগমুবাহ। কদাচিন্মুষলায়ুধ ইব চন্দন-ধবলঃ কণ্ঠাবসক্তোৎপলসল্লোল-কুসুম-মালঃ পানমসেবত! কদাচিদ্ গন্ধগজ ইব মদরক্ত-কপোল-দোলায়মান-কর্ণপল্লবো মদকলঃ কাননং বিকচ-বনলতা-কুসুম-সুরভি-পরিমলং জগাহে। কদাচিৎ ক্বণমণিনূপুর-নিনাদানন্দিত-মানসো হংস ইব কমলবনেষু রেমে। কদাচিন্মৃগপতিরিব স্কন্ধাবলম্বিত-কেশর-মালঃ ক্রীড়া-পর্বতেষু বিচচার। কদাচিন্মধুকর ইব বিজৃম্ভমাণ-কুসুম-মুকুল-দন্তুরেষু লতাগৃহেষু বভ্রাম। কদাচিৎ নীল-পটবিরচিতাবগুণ্ঠনো বহুলপক্ষ-প্রদোষ-দত্ত-সঙ্কেতাঃ সুন্দরীরভিসসার। কদাচিচ্চ বিঘটিত-কনক-কপাট-প্রকট-বাতায়নেষ্বনবরত-দহ্যমান-কৃষ্ণাগুরু-ধূমরক্তৈরিব পারাবতৈঃ অধ্যাসিত-বিটঙ্কেষু মহাপ্রাসাদ-কুক্ষিষু কতিপয়াপ্ত-সুহৃৎ-পরিবৃতো বীণা-বেণু-মুরজ-মনোহরমন্তঃপুর-সঙ্গীতবং দদর্শ। কিং বহুনা, যদ্ যদতিরমণীয়মভিমতমবিরুদ্ধমায়ত্যাং তদাস্থে চ তত্তদনাক্ষিপ্ত-চেতাঃ পরিসমাপ্তত্বাদন্যোষাং পৃথিবীব্যাপারাণাং সিষেবে, ন তু ব্যসনিতয়া। প্রমুদিত-প্রজস্য হি পরিসমাপ্ত-সকলমহী-প্রয়োজনস্য নরপতের্বিষয়-সম্ভোগ-লীলা ভূষণম্, ইতরস্য তু বিড়ম্বনা। প্রজানুরাগহেতোরন্তরান্তরা দর্শনং দদৌ। সিংহাসনঞ্চ নিমিত্তেষ্বা-রুরোহ।

শুকনাসোঽপি মহান্তং তং রাজ্যভারমনায়াসেনৈব প্রজ্ঞাবলেন বভার। যথৈব রাজা সর্বকার্যাণ্যকার্ষীৎ তদ্বদসাবপি দ্বিগুণীকৃত-প্রজানুরাগো রাজকার্যাণি চক্রে। তমপি আবলিত-চূড়ামণি-মরীচি-মঞ্জরী-জালিভির্মৌলিভিরাবর্জিত-কুসুম-শেখর-চ্যুত-মধু-শীকর-সিক্ত-নৃপ-সভং দূরাবনতি-প্রেঙ্খোলিত-মণি-কুণ্ডল-কোটি-সংঘট্টিতাঙ্গদং রাজক-মাননাম। তস্মিন্নপি চলতি চলিত-চটুল-তুরগ-বল-মুখর-খুর-রব-বধিরীকৃত-ভুবনান্তরালাঃ, বল-ভর-প্রচল-বসুধাতল-দোলায়মান-গিরয়ঃ, গলন্মদান্ধ-গন্ধগজ-দান-ধারান্ধকারঃ, সংসর্পদতিবহল-ধূলি-পটল-ধূসরিত-সিন্ধবঃ, প্রচলৎ-পদাতিবল-কল-

কল-স্ফোটিত-কর্ণবিবরাঃ, সরভসোদ্ঘুষ্যমাণ-জয়শব্দ-নিরন্তরাঃ, প্রোদ্ধূয়মান-ধবল-চামর-সহস্র-সংচ্ছাদিতাঃ, পুঞ্জিত-নরেন্দ্রবৃন্দ-কনকদণ্ডাতপত্র-সংঘট্ট-নষ্ট-দিবসাঃ, দশ দিশো বভূবুঃ।

এবং তস্য মন্ত্রি-বিনিবেশিত-রাজ্যভারস্য যৌবন-সুখমনুভবতঃ কালো জগাম। ভূয়সা চ কালেনান্যেষামপি জীবলোকসুখানাং প্রায়ঃ সর্বেষামন্তং যযৌ, একন্তু সুত-মুখ-দর্শনসুখং ন লেভে। তথা সম্ভুজ্যমানমপি নিষ্ফল-পুষ্প-দর্শনং শরবণমিবান্তঃ-পুরমভবত্। যথা যথা চ যৌবনমতিচক্রাম, তথা তথা বিফল-মনোরথস্যানপত্যতা-জন্মাঽবর্ধতাস্য সন্তাপঃ। বিষয়োপভোগ-সুখেচ্ছাভিশ্চ মনো বিজহে। নরপতি-সহস্র-পরিবৃতমপ্যসহায়মিব, চক্ষুষ্মন্তমপ্যন্ধমিব, ভুবনালম্বনমপি নিরালম্বনমিব আত্মানম্ অমন্যত।

অথ তস্য চন্দ্রলেখেব হরজটা-কলাপস্য, কৌস্তুভপ্রভেব কৈটভারি-বক্ষঃস্থলস্য, বন-মালেব মুসলায়ুধস্য, বেলেব সাগরস্য, মদলেখেব দিগ্গজস্য, লতেব পাদপস্য, কুসুমোন্নতিরিব সুরভিমাসস্য, চন্দ্রিকেব চন্দ্রমসঃ, কমলিনীব সরসঃ, তারকাপঙ্‌ক্তিরিব নভসঃ, হংসমালেব মানসস্য, চন্দনবনরাজিরিব মলয়স্য, ফণা-মণিশিখেব শেষস্য, ভূষণমভূত্ ত্রিভুবন-বিস্ময়-জননী জননীব বনিতা-বিভ্রমাণাং সকলান্তঃপুর-প্রধান-ভূতা মহিষী বিলাসবতী নাম।

একদা চ স তদাবাসমুপগতঃ তাং চিন্তা-স্তিমিত-দীন-দৃষ্টিনা শোক-মূকেন পরিজনেন পরিবৃতাম, আরাদবস্থিতৈশ্চ ধ্যানানিমিষ-লোচনৈঃ কঞ্চুকিভিরুপাস্যমানাম্, অনতিদূরবর্তিনীভিশ্চান্তঃপুরবৃদ্ধাভিরাশ্বাস্যমানাম্, অবিরলাশ্রুপাতার্দ্রীকৃত-দুকূলাম্, অনলঙ্কৃতাং, বাম-করতল-বিনিহিত-মুখ-কমলাম্, অসংযতাকুলালকাম্, সুবিনিড়-পর্যঙ্কোপবিষ্টাম্, দেবীং দদর্শ। কৃতাভ্যুত্থনাঞ্চ তাং তস্যামেব পর্যঙ্ক-কায়ামুপবেশ্য স্বয়ঞ্চোপবিশ্য অবিজ্ঞাত-বাষ্পকারণো ভীতভীত ইব করতলেন বিগত-বাষ্পাম্ভঃকণৌ কুর্বন্ কপোলৌ ভূপালঃ তামবাদীত্।

দেবি, কিমর্থমন্তর্গত-গুরু-শোকভার-মন্থরমশব্দং রুদ্যতে ? গৃহ্নীত হি মুক্তাফল-জালকানিব বাষ্পবিন্দু-নিকবরম্ এতাস্তব পক্ষ্ম পঙ্‌ক্তয়ঃ। কিমর্থঞ্চ কৃশোদরি নালংকৃতাসি ? বালাতপ ইব রক্তারবিন্দ-কোশয়োঃ কিমিতি ন পাতিতশ্চরণয়োরলক্তকরসঃ ? কুসুমশর-সরঃ-কলহংসকৌ কস্মাত্ পাদপঙ্কজ-স্পর্শেন নানুগৃহীতৌ মণিনূপুরৌ ? কিং নিমিত্তমযম পগত-মেখলাকলাপ-মূকো মধ্যভাগঃ ? কিমিতি চ হরিণ ইব হরিণ-লাঞ্ছনে ন লিখিতঃ কৃষ্ণাগুরু-পাত্রভঙ্গঃ পয়োধরভারে ? কেন কারণেন তন্বীয়ং হর-মুকুট-চন্দ্রলেখেব গঙ্গাস্রোতসা ন বিভূষিতা হারেণ বরারোহে শিরোধরা ? কিং বৃথা বহসি বিলাসিনি প্রবদশ্রুজল-লব-ধৌত-কুঙ্কুম-পত্রনতং কপোলযুগলম্ ? ইদঞ্চ কোমলাঙ্গুলি-দল-নিকরং রক্তোত্পলমিব করতলং কিমিতি কর্ণপূরতামারোপিতম্ ? ইমাঞ্চ কেন হেতুনা মানিনি ধারয়স্যনুপরচিত-গোরোচনা-বিন্দু-তিলকামসংস্কৃতা-লকিনীম্ অলিকলেখাম্ ? অয়ঞ্চ তে বহুল-পক্ষ-প্রদোষ ইব চন্দ্রলেখা-বিরহিতঃ করোতি মে দৃষ্টিখেদম্ অতিবহুল-তিমির-পটলান্ধকারঃ কুসুমরহিতঃ কেশপাশঃ। প্রসীদ, নিবেদয় দেবি দুঃখনিমিত্তম্। এতে হি পল্লবমিব সরাগং মে হৃদয়ম্ কম্পয়ন্তি তরলীকৃতস্তনাংশুকাস্তবায়তা নিশ্বাস-মারুতাঃ। কচ্চিত্ ময়াপরাদ্ধম্ ? অন্যেন বা কেনচিদস্মদুপজীবিনা পরিজনেন ? অতিনিপুণমপি চিন্তয়ন্ ন পশ্যামি

খলু স্খলিতমল্পমপ্যাত্মনস্মদ্বিষয়ে। ত্বদায়ত্তং হি মে জীবিতং রাজ্যঞ্চ। কথ্যতাং সুন্দরি, শুচঃ কারণম্—ইত্যেবমভিধীয়মানাপি বিলাসবতী যদা ন কিঞ্চিৎ প্রতিবচনং প্রতিপেদে, তদা বিবৃদ্ধ-বাষ্প-হেতুমস্যাঃ পরিজনমপৃচ্ছৎ।

অথ তস্যাস্তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী সতত-প্রত্যাসন্না মকরিকা নাম রাজানমুবাচ—দেব, কুতো দেব্যাদল্পমপি পরিস্খলিতম্? অভিমুখে চ দেবে কা শক্তিঃ পরিজনস্যান্যস্য বা কস্যচিদপরাদ্ধুম্? কিন্তু 'মহাগ্রহগ্রস্তেব বিফল-নরেন্দ্র-সমাগমাস্মি' ইত্যয়মস্যা দেব্যাঃ সন্তাপঃ সুমহাংশ্চ কালঃ সন্তপ্যমানায়াঃ। প্রথমমপি স্বামিনী দানব-শ্রীরিব সতত-নিন্দিত-নরগা শয়নাসন-স্নান-ভোজন-ভূষণ-পরিগ্রহাদিষু সমুচিতেষ্বপি দিবস-ব্যাপারেষু কথং কথমপি পরিজন-প্রযত্নতঃ প্রবর্তমানা সশোকেবাসীৎ। দেবহৃদয়-পীড়া-পরিজিহীর্ষয়া চ ন দর্শিতবতী বিকারম্। অদ্য তু চতুর্দশীতি ভগবন্তং মহাকালমর্চিতুমিতো গতয়া তত্র মহাভারতে বাচ্যমানে শ্রুতম্—'অপুত্রাণাং কিল ন সন্তি লোকাঃ শুভাঃ পুন্নাম্নো নরকাৎ ত্রায়ত ইতি পুত্রঃ'—ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা ভবনমাগত্য পরিজনেন সশিরঃপ্রণামমভ্যর্থ্যমানাপি নাহারমভিনন্দতি ন ভূষণপরিগ্রহমাচরতি, নোত্তরং প্রতিপদ্যতে, কেবলমবিরল-বাষ্প-দুর্দিনান্ধকারিত-মুখী রোদিতি। এতদাকর্ণ্য দেবঃ প্রমাণম্—ইত্যভিধায় বিররাম।

বিরতবচনায়াং তস্যাং ভূমিপালস্তূষ্ণীং মুহূর্তমিব স্থিত্বা দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য নিজগাদ—দেবি, কিমত্র ক্রিয়তাং দৈবায়ত্তে বস্তুনি। অলমতিরুদিতেন। ন বয়মনুগ্রাহ্যাঃ প্রায়ো দেবতানাম্। আত্মজ-পরিষ্বঙ্গামৃতাস্বাদ-সুখস্য নূনমভাজনমস্মাকং হৃদয়ম্। অন্যস্মিন্ জন্মনি ন কৃতমবদাতং কর্ম। জন্মান্তর-কৃতং হি কর্ম ফলমুপনয়তি পুরুষস্যেহজন্মনি। ন হি শক্যং দৈবমন্যথা কর্তুমভিযুক্তেনাপি। যাবত্তু মানুষ্যকে শক্যমুপপাদয়িতুং তাবৎ সর্বমুপপাদ্যতাম্। অধিকাং কুরু দেবি, গুরুষু ভক্তিম্। দ্বিগুণামুপপাদয় দেবতাসু পূজাম্। ঋষিজন-সপর্যাসু দর্শিতাদরা ভব। পরং হি দৈবতমৃষয়ো যত্নেনারাধিতা যথাসমীহিত-ফলানামতিদুর্লভানামপি বরাণাং দাতারো ভবন্তি। শ্রূয়তে হি পুরা চণ্ডকৌশিক-প্রসাদাৎ মগধেষু বৃহদ্রথো নাম রাজা জনার্দনস্য জেতারম্ অতুল২-ভুজবলমপ্রতিরথং জরাসন্ধং নাম তনয়ং লেভে। দশরথশ্চ রাজা পরিণত-বয়া অপি বিভাণ্ডক-মহামুনি-সুতস্য ঋষ্যশৃঙ্গস্য প্রসাদাৎ নারায়ণ-ভুজানিবাপ্রতিহতান্ উদধীনিবাক্ষোভ্যানবাপ চতুরঃ পুত্রান্। অন্যে চ রাজর্ষয়স্তপোধনানারাধ্য পুত্রদর্শনামৃতস্বাদ-সুখভাজো বভূবুঃ। অমোঘফলা হি মহামুনিসেবা ভবতি। অহমপি খলু দেবি কদা সমুপারূঢ়-গর্ভভরালসামাপাণ্ডুরমুখীম্ আসন্ন-পূর্ণচন্দ্রোদয়ামিব পৌর্ণমাসী-নিশাং দেবীং দ্রক্ষ্যামি? কদা মে তনয়জন্ম-মহোৎসবানন্দ-নির্ভরো হরিষ্যতি পূর্ণপাত্রং পরিজনঃ? কদা হারিদ্রবসন-ধারিণী সুতসনাথোৎসঙ্গা দ্যৌরিবোদিত-রবিমণ্ডলা সবালাতপা মামানন্দয়িষ্যতি দেবী? কদা সর্বৌষধি-পিঞ্জর-জটিলকেশো নিহিত-রক্ষাঘৃতবিন্দুনি তালুনি বিন্যস্ত-গৌরসর্ষপোন্মিশ্র-ভূতিলেখঃ গোরোচনা-চিত্রিত-কণ্ঠসূত্রগ্রন্থিঃ উত্তানশয়ো দশনশূন্য-স্মিতাননঃ পুত্রকো জনয়িষ্যতি মে হৃদয়াহ্লাদম্? কদা গোরোচনা-কপিল-দ্যুতিরন্তঃপুরিকা-করতল-পরম্পরা-সঞ্চার্যমাণমূর্তিরশেষজনাভিনন্দিতো। মঙ্গলপ্রদীপ ইব মে শোকান্ধকারমুন্মূলয়িষ্যতি চক্ষুষোঃ? কদা চ ক্ষিতিরেণু-ধূসরো মণ্ডয়িষ্যতি মম হৃদয়েন দৃষ্ট্যা চ সহ পরিভ্রমন্ ভবনাঙ্গনম্? কদা কেশরি-কিশোরক ইব সঞ্জাত-জানু-চঙ্ক্রমণারম্ভঃ

সঞ্চরিষ্যতীতস্ততঃ স্ফটিক-মণিময়ভিত্ত্যন্তরিতান্ ভবনমৃগশাবকান্ জিঘৃক্ষুঃ? কদা অন্তঃপুরিকানূপুর-নিনাদসংগতান্ গৃহকলহংসকান্ অনুসরন্ কক্ষান্তর-প্রধাবিতঃ কনকমেখলা-ঘণ্টিকা-রবানুসারিণীমায়াসয়িষ্যতি ধাত্রীম্? কদা কৃষ্ণাগুরু-পংক-লিখিত-মদলেখালংকৃত-গণ্ডস্থলকঃ, মুখ-ডিণ্ডিম-ধ্বনি-জনিত-প্রীতিঃ উর্ধ্বকর-বিপ্রকীর্ণ-চন্দনচূর্ণ-ধূলি-ধূসরঃ, কুঞ্চিতাংগুলি-শিখরাংকুশাকর্ষণ-বিধুত-শিরাঃ, করিষ্যতি মদমত্ত-গজরাজ-লীলাম্? কদা মাতুশ্চরণযুগল-রাগোপযুক্ত-শেষেণ পিণ্ডালক্তক-রসেন বৃদ্ধকঞ্চুকিনাং বিড়ম্বয়িষ্যতি মুখানি? কদা কুতূহল-চঞ্চল-লোচনো মণিকুট্টিমেষ্বধো-দত্ত-দৃষ্টিরনুসরিষ্যতি স্খলদ্গতিরাত্মনঃ প্রতিবিম্বানি? কদা নরেন্দ্র-সহস্র-প্রসারিত-ভুজ-যুগলাভিনন্দ্যমানাগমনো ভূষণ-মণি-ময়ূখ-লেখাকুলীক্রিয়-মাণ-লোলদৃষ্টিরাস্থান-স্থিতস্য মে পুরঃ পর্যটিষ্যতি সভান্তরেষু? ইত্যেতানি অন্যানি চ মনোরথশতানি চিন্তয়তোঽন্তঃ-সন্তপ্যমানস্য প্রযান্তি রজন্যঃ। মামপি দহত্যেবায়মহর্নিশমনল ইবানপত্যতা-সমুদ্ভবঃ সন্তাপঃ। শূন্যমিব মে প্রতিভাতি জগত্। অফলমিব পশ্যামি রাজ্যম্। অপ্রতিবিধেয়ে তু বিধাতরি কিং করোমি? তন্মুচ্যতাং দেবি, শোকানুবন্ধঃ। আধীয়তাং ধৈর্যে ধর্মে চ ধীঃ। ধর্মপরায়ণানাং হি সদা সমীপসঞ্চারিণ্যঃ কল্যাণসম্পদো ভবন্তি। ইত্যেবম্ অভিধায় সলিলমাদায় স্বয়ং করতলেনাভিনব-পল্লবেনেব বিকচ-কমল-তুল্যম্ আননমস্যাঃ সাশ্রুলেখং মমার্জ। পুনঃ পুনশ্চ প্রিয়-শত-মধুরাভিঃ শোকাপনোদন-নিপুণাভির্ধর্মোপদেশগর্ভাভির্বাগ্-ভিরাশ্বাস্য সুচিরং স্থিত্বা নরেন্দ্রো নির্জগাম।

নির্গতে চ তস্মিন্ মন্দীভূত-শোক-বেগা বিলাসবতী যথাক্রিয়মাণাভরণ-পরিগ্রহাদিক-মুচিতং দিবসব্যাপারমন্বতিষ্ঠত্। ততঃ প্রভৃতি সুতরাং দেবতারাধনেষু ব্রাহ্মণ-পূজাসু গুরুজন-সপর্যাসু চাদরবতী বভূব। যদ্যচ্চ কিঞ্চিত্ কুতশ্চিত্ শুশ্রাব ব্রতং তত্তদর্ভক-তৃষ্ণয়া সর্বং চকার। ন মহান্তমপি ক্লেশমজীগণত্। অনবরত-দহ্যমান-গুগ্গুলু-ধূমান্ধকারিতেষু চণ্ডিকা-গৃহেষু ধবলাম্বরা শুচি-মূর্তিরুপোষিতা হরিত-কুশোপচ্ছদেষু মুসলশয়নেষু সুষ্বাপ। পুণ্যসলিল-পূর্ণৈঃ বিবিধ-কুসুম-ফলোপেতৈঃ ক্ষীরতরু-পল্লব-লাঞ্ছনৈঃ সকল-রত্ন-গর্ভৈঃ শাতকুম্ভ-কুম্ভৈর্গোকুলেষু বৃদ্ধ-গোপবনিতা-কৃত-মংগলানাং লক্ষণ-সম্পন্নানাং গবামধঃ সস্নৌ। প্রতিদিবসমুত্থায়োত্থায় সর্বরত্নো-পেতানি হৈমানি তিল-পাত্রাণি ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ। মহানরেন্দ্র-লিখিত-মণ্ডল-মধ্যবর্তিনী বিবিধ-বলিদানানন্দিত-দিগ্দেবতানি বহুল-চতুর্দশী-নিশাসু চতুষ্পথে স্নান-মংগলানি ভেজে। সিদ্ধায়তনানি কৃত-বিবিধ-দেবতোপযাচিতকানি সিষেবে। দর্শিত-প্রত্যয়ানি সন্নিহিত-মাতৃকা-ভবনানি জগাম। প্রসিদ্ধেষু নাগকুল-হ্রদেষু মমজ্জ। অশ্বত্থ-প্রভৃতীনুপপাদিত-পূজান্মহাবনস্পতীন্ কৃত-প্রদক্ষিণা ববন্দে। দোলায়মান-বলয়েন পাণিযুগলেন স্নাতা স্বয়মখণ্ড-সিক্থ-সম্পাদিতং রজতপাত্র-পরিগৃহীতং বায়সেভ্যো দধ্যোদন-বলিমদাত্। অপরিমিত-কুসুম-ধূপ-বিলেপাপূপ-পলল-পায়স-লাজ-কলিতা-মহরহরম্বাদেবী-সপর্যামাততান। স্বয়মুপহৃত-পিণ্ড-পাত্রান্ ভক্তিপ্রবণেন মনসা সিদ্ধা-দেশান্নগ্নক্ষপণকান্ পপ্রচ্ছ। বিপ্রশ্নিকাদেশ-বচনানি বহুমেনে। নিমিত্তজ্ঞানুপচচার। শকুনজ্ঞান-বিদামাদরমদর্শয়ত্। অনেক-বৃদ্ধ-পরম্পরা-সমাগতানি রহস্যানি চকার। দর্শনাগত-দ্বিজগণান্ আত্মজ-দর্শনোত্সুকা বেদশ্রুতীরকারয়ত্। অনবরত বাচ্যমানাঃ পুণ্য-কথাঃ শুশ্রাব। গোরোচনা-লিখিত-ভূর্জপত্র-গর্ভান্ মন্ত্র-করণ্ডকান্ উবাহ।

রক্ষা-প্রতিসরোপেতানি ওষধি-সূত্রাণি ববন্ধ। পরিজনোঽপি চাস্যাঃ সততমুপশ্রুত্যৈ নির্জগাম; তন্নিমিত্তানি চ জগ্রাহ, শিবাভ্যো মাংস-বলি-পিণ্ডমনুদিনং নিশ্যুৎসসর্জ, স্বপ্নদর্শনাশ্চর্যাণ্যাচার্যাণামাচচক্ষে, চত্বরেষু শিবাবলিমুপজহার।

এবং গচ্ছতি কালে কদাচিদ্রাজা ক্ষীণভূয়িষ্ঠায়াং রজন্যামল্পাবশেষ-পাণ্ডু-তারকে জরৎ-পারাবত-পক্ষ-ধূসরে নভসি স্বপ্নে সৌধশিখর-স্থিতায়া বিলাসবত্যাঃ করিণ্যা ইব বিস-বলয়মাননে সকলকলা-পূর্ণ-মণ্ডলং শশিনং প্রবিশন্তমদ্রাক্ষীৎ। প্রবুদ্ধশ্চোত্থায় হর্ষ-বিকাশ-স্ফীততরেণ চক্ষুষা ধবলীকৃত-বাসভবনস্তস্মিন্নেব ক্ষণে সংবহ্মানং শুকনাসমাহূয় তং স্বপ্নমকথয়ৎ।

সমুপজাত-হর্ষঃ স তং প্রত্যুবাচ—দেব; সম্পন্নাঃ সুচিরাদস্মাকং প্রজানাঞ্চ মনোরথাঃ। কতিপয়ৈরেবাহোভিরসংশয়মনুভবিষ্যতি স্বামী সুত-মুখকমলাবলোকন-সুখম্। অদ্য খলু ময়াপি নিশি স্বপ্নে ধৌত-ধবল-বাসসা শান্ত-মূর্তিনা দিব্যাকৃতিনা দ্বিজেন বিকচং চন্দ্রকলাবদাত-দল-শতম্, আলোল-কেসর-সহস্র-জটালম্, মকরন্দ-বিন্দু-সন্দোহবর্ষি-পুণ্ডরীকমুৎসঙ্গে দেব্যা মনোরমায়া নিহিতং দৃষ্টম্। আবেদয়ন্তি হি প্রত্যাসন্নমানন্দমগ্রজাতানি শুভানি নিমিত্তানি। কিং চান্যৎ প্রিয়তরমধিকানন্দ-কারণমতো ভবিষ্যতি? অবিতথ-ফলা হি প্রায়ো নিশাবসান-সময়-দৃষ্টাঃ ভবন্তি স্বপ্নাঃ। সর্বথা নচিরেণৈব মান্ধাতারমিব ধৌরেয়ং রাজর্ষীণাং ভুবনানন্দ-হেতুমাত্মজং জনয়িষ্যতি দেবী। শরৎকাল-কমলিনীব অভিনব-কমলোদ্গমেন গন্ধগজমাহ্লাদয়িষ্যতি দেবম্। যেনেয়ং দিগ্গজ-মদলেখেবাবিচ্ছিন্ন-সন্তানা ক্ষিতিভারধারণোচিতা ভবিষ্যতি কুল-সন্ততিঃ স্বামিনঃ—ইত্যেবমভিদধানমেব তং করেণ গৃহীত্বা নরেন্দ্রঃ প্রবিশ্যাভ্যন্তর-মুভাভ্যামপি তাভ্যাং স্বপ্নাভ্যাং বিলাসবতীমানন্দয়াঞ্চকার।

কতিপয়-দিবসাপগমে চ দেবতা-প্রসাদাৎ সরসীমিব প্রতিমা-শশী বিবেশ গর্ভো বিলাসবতীম্। যেন চ নন্দন-বনরাজিরিব পারিজাতেন, মধুসূদন-বক্ষঃস্থলীব কৌস্তুভমণিনা সা সুতরামরাজত। দর্পণ-শ্রীরিব গর্ভচ্ছলেন সংক্রান্তমবনিপাল-প্রতিবিম্ব-মুবাহ। শনৈঃ শনৈশ্চ প্রতিদিনমুপচীয়মান-গর্ভা নির্ভর-পরিপীত-সাগর-সলিল-ভর-মন্থরেব মেঘমালা মন্দং মন্দং সঞ্চচার। মুহুর্মুহুরনুবন্ধ-জৃম্ভিকমাজিহ্মিত-লোচনং সালসং নিশশ্বাস। তথাবস্থাঞ্চ তামহরহঃ স্বয়মনেকরস-বাঞ্ছিত-পান-ভোজনাং প্রাবৃষমিব শ্যামায়মান-পয়োধরমুখীং কেতকীমিব গর্ভপাণ্ডুরামালোক্য ইঙ্গিত-কুশলঃ পরিজনঃ বিজ্ঞাতবান্।

অথ তস্যাঃ সর্বপরিজন-প্রধানভূতা সদা রাজকুল-সংবাস-চতুরা সর্বদা চ রাজ-সন্নিকর্ষ-প্রগল্ভা সর্বমঙ্গল-কুশলা কুলবর্ধনা নাম মহত্তরিকা প্রশস্তে দিবসে প্রদোষ-বেলায়ামভ্যন্তরাস্থান-মণ্ডপ-গতং গন্ধতৈলাবসেক-জ্বলিত-দীপিকাসহস্র-পরিবৃতম্ উড়ুনিকর-মধ্যবর্তিনমিব পৌর্ণমাসী-শশিনম্, উরগ-রাজ-ফণা-মণি-সহস্রান্তরাল-স্থিতমিব নারায়ণম্, মূর্ধাবসিক্তৈঃ প্রধান-নরেন্দ্রৈঃ পরিমিতৈঃ পরিবৃতম্, অনতিদূরা-বস্থিত-পরিজনম্, অনন্তরমুত্তুঙ্গ-বেত্রাসনোপবিষ্টেন ধৌত-ধবলাম্বর-পরিধানেন নাত্যুল্বণবেষেণ জলনিধিনেবাগাধ-গাম্ভীর্যেণ সমুপারূঢ়-বিশ্রম্ভ-নির্ভরাস্তাস্তাঃ কথাঃ শুকনাসেন সহ কুর্বাণম্, ভূমিপালমুপসৃত্য রহঃ কর্ণমূলে বিদিতং বিলাসবতী-গর্ভ-বৃত্তান্তমকার্ষীৎ।

তেন তু তস্যা বচনেনাশ্রুতপূর্বেণাসম্ভাব্যেন অমৃতরসেনেব সিক্ত-সর্বাঙ্গস্য, সদ্যঃ-

প্ররূঢ়-রোমাঞ্চ-নিকর-কণ্টকিত-তনোরানন্দ-রসেন বিহ্বলীক্রিয়মাণস্য, স্মিত-বিকশিত-কপোলস্থলস্য, পরিপূরিত-হৃদয়াতিরিক্তং হর্ষমিব দশনাংশু-বিতানচ্ছলেন বিকিরতো রাজ্ঞঃ শুকনাস-মুখে লোল-তারকমানন্দ-জলবিন্দু-ক্লিন্ন-পক্ষ্ম-মালং তৎক্ষণং পপাত চক্ষুঃ।

অনালোকিত-পূর্বং তু হর্ষ-প্রকর্ষমভিসমীক্ষ্য ভূপতেঃ কুলবর্ধনাঞ্চ স্মিত-বিকশিতমুখীমাগতাং দৃষ্ট্বা, তস্য চার্থস্য সততং মনসি বর্তমানত্বাদ্, অবিদিত-বৃত্তান্তোঽপি তৎকালোচিতমপরমতিমহতো হর্ষস্য কারণমপশ্যন্ শুকনাসঃ স্বয়-মুৎপ্রেক্ষ্য সমুৎসর্পিতাসনঃ সমীপতরমুপসৃত্য নাতিপ্রকটমাবভাষে—দেব, কিমপি কিঞ্চিত্তৎস্বপ্নদর্শনে সত্যম্? অতস্তমুৎফুল্ল-লোচনা হি কুলবর্ধনা দৃশ্যতে। দেবস্যাপীদং প্রিয়বচন-শ্রবণ-কুতূহলাদিব শ্রবণমূলমুপসর্পদুপরচয়দিব নীলকুবলয়-কর্ণপূর-শোভাম্, আনন্দজল-পরিপ্লুতং, তরল-তারকং বিকসদাবেদয়তি মহৎ প্রকর্ষ-কারণমীক্ষণযুগলম্। উপারূঢ়-মহোৎসব-শ্রবণ কুতূহলম্ উৎসুকোৎসুকং ক্রামতি মে মনঃ। তদাবেদয়তু দেবঃ, কিমিদম্?

ইত্যুক্তবতি তস্মিন্ রাজা বিহস্যাব্রবীৎ—যদি সত্যমনয়া যথা কথিতম্, তদা সর্বমবিতথং স্বপ্ন-দর্শনম্। অহন্তু ন শ্রদ্দধে। কুতোঽস্মাকমিয়তী ভাগ্যসম্পৎ। অভাজনং হি বয়মীদৃশানাং প্রিয়বচন-শ্রবণানাম্। অবিতথবাদিনীমপ্যহং কুলবর্ধনামেবং-বিধানাং কল্যাণানামসম্ভাবিতমাত্মানং মন্যমানো বিপরীতামিবাদ্য পশ্যামি। তদুত্তিষ্ঠ। স্বয়মেব গত্বা কিমত্র সত্যমিতি দেবীং পৃষ্ট্বা জ্ঞাস্যামি।

ইত্যভিধায় বিসৃজ্য সকল-নরেন্দ্র-লোকম্, উন্মুচ্য স্বাঙ্গেভ্যো ভূষণানি কুল-বর্ধনায়ৈ দত্ত্বা, তয়া চ দত্তপ্রসাদানন্তরম্ অবনিতলাশ্লিষ্ট-ললাট-রেখয়া শিরঃ-প্রণামেনাভ্যর্চিতঃ, সহ শুকনাসেনোত্থায় হর্ষ-বিশেষ-নির্ভরেণ ত্বর্যমাণো মনসা পবন-চলিত-নীল-কুবলয়-দল-লীলা-বিড়ম্বকেন দক্ষিণেন অক্ষ্ণা পরিস্ফুরতাঽভিনন্দ্যমানঃ, তৎকাল-সেবা-সমুচিতেন বিরলবিরলেন পরিজনেনানুগম্যমানঃ পুরঃ সংসর্পিণী-নামনিল-লোল-শিখানাং প্রদীপিকানামালোকেন সমুৎসার্যমাণ-কক্ষান্তর-তিমিরম্ অন্তঃপুরমযাসীৎ।

তত্র চ সুকৃত-রক্ষা-সংবিধানে, নবসুধানুলেপন-ধবলিতে, প্রজ্বলিত-মঙ্গল-প্রদীপে, পূর্ণকলশাধিষ্ঠিত-পক্ষকে, প্রত্যগ্র-লিখিতমঙ্গল লেখ্যোজ্জ্বলিতভিত্তি-ভাগ-মনোহারিণি, সমুপরচিত-সিত-বিতান-পর্যন্তাববন্ধ-মুক্তা-গুণে, মণিপ্রদীপ-প্রহত-তিমিরে বাসভবনে, ভূমি-লিখিত-পত্রলতা-কৃত-রক্ষা-পরিক্ষেপম্, শয়ন-শিরোভাগ-বিন্যস্ত-ধবল-নিদ্রাকলসম্, আবদ্ধ-বিবিধৌষধি-মূল-যন্ত্র-পবিত্রম্, অবস্থাপিত-রক্ষা-শক্তিবলয়ম্, ইতস্ততো বিকীর্ণ-গৌরসর্ষপম্, অবলম্বিত-বাল-যোক্ত্র-গ্রথিত-লৌহ-পিপ্পল-পত্রম্, আসক্ত-হরি-তারিষ্ট-পল্লবম্, উত্তুঙ্গ-পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠিতম্, ইন্দু-দীধিতি-ধবল-প্রচ্ছদ-পটম্, অচলরাজ-শিলাতল-বিশালম্, গর্ভোচিতং শয়নতলমধিশয়ানাম্; কনক-পাত্র-পরি-গৃহীতৈঃ অবিচ্ছিন্ন-বিরলাবস্থিত-দধি-লবৈঃ জল-তরঙ্গ-তরল-শ্বেত-শালি-সিক্থ-নিকরৈঃ অগ্রথিত-কুসুম-সনাথৈঃ পূর্ণভাজনৈঃ, অখণ্ডিতানন--মৎস্য-পটৈশ্চ প্রত্যগ্র-পিশিত-পিণ্ডমিশ্রৈঃ, অবিচ্ছিন্ন-সলিলধারানুগম্যমান-মার্গৈঃ, পটলক-প্রজ্বলিতৈশ্চ শীতল-প্রদীপৈঃ, গোরোচনা-মিশ্র-গৌরসর্ষপৈশ্চ, সলিলাঞ্জলিভিশ্চ, আচার-কুশলেনান্তঃ-পুর-জরতীজনেন ক্রিয়মাণাবতারণক-মঙ্গলাম্; ধবলাম্বর-বিবিক্ত-বেষেণ প্রমুদিতেন

প্রস্তুত-মঙ্গল-প্রায়ালাপেন পরিজনেনোপাস্যমানাম্; উপারূঢ়-গর্ভতয়াঽন্তর্গত-কুল-শৈলামিব ক্ষিতিম্; সলিল-নিমগ্নৈরাবতামিব মন্দাকিনীম্; গুহাগত-সিংহামিব গিরিরাজ-মেখলাম্; জলধর-পটলান্তরিত-দিনকরামিব দিবস-শ্রিয়ম্; উদয়গিরি-তিরোহিত-শশিমণ্ডলামিব বিভাবরীম্; অভ্যর্ণ-ব্রহ্ম-কমল-বিনির্গমামিব নারায়ণনাভিম্; আসন্নাগস্ত্যোদয়ামিব দক্ষিণাশাম্; ফেনাবৃতামৃতকলসামিব ক্ষীরোদবেলাম্; গোরোচনা-চিত্রিত-দশমনুপহতমতিধবলং দুকূল-যুগলং বসানাং বিলাসবতীং দদর্শ।

সসম্ভ্রম-পরিজন-প্রসারিত-করতলাবলম্বনাবষ্টম্ভেন বামজানু-বিন্যস্ত-হস্তপল্লবাং প্রচলিত-ভূষণমণি-রব-মুখরমুত্তিষ্ঠন্তীং বিলাসবতীম্ 'অলমলমত্যাদরেণ, দেবি, নোত্থাতব্যম্' ইত্যভিধায় সহ তয়া তস্মিন্নেব শয়নীয়ে পার্থিবঃ সমুপাবিশত্। প্রমৃষ্ট চামীকর-চারুপাদে ধবলোপচ্ছদে চাসনে শয়নান্তরে শুকনাসোঽপি ন্যষীদত্।

অথ তামুপারূঢ়-গর্ভামালোক্য হর্ষভর-মন্থরেণ মনসা প্রস্তুত-পরিহাসো রাজা—দেবি, শুকনাসঃ পৃচ্ছতি, 'যদাহ কুলবর্ধনা কিমপি, তত্ কিং তথৈব?' ইত্যুবাচ। অথাব্যক্ত-স্মিতস্ফুরিত-কপোলাধর-লোচনা লজ্জয়া দশনাংশু-জালক-ব্যাজেনাংশুকেনেব মুখমাচ্ছাদয়ন্তী বিলাসবতী তত্ক্ষণমধোমুখী তস্থৌ। পুনঃ পুনশ্চানুরুধ্যমানা 'কিং মামতিমাত্রং ত্রপা-পরবশাং করোষি, নাহং কিঞ্চিদপি বেদ্মি' ইত্যভিদধানা তির্যগ্-বলিত-তারকেণ চক্ষুষা অবনত-মুখী রাজানং সাভ্যসূয়মিবাপশ্যত্। অপরিস্ফুট-হাস-জ্যোত্স্না-বিশদেন মুখ-শশিনা ভ্রূভুজ্গাং পতিরেণাং ভূয়ো বভাষে—সুতনু, যদি মদীয়েন বচসা তব ত্রপা বিতন্যতে, তদয়মহং স্থিতো নিভৃতম্। অস্য তু কিং প্রতিবিধাস্যসি বিঘটমান-দল-কোশ-বিশদ-চম্পক-দ্যুতেঃ সবর্ণতয়া পরিমলানুমীয়মান-কুঙ্কুমাঙ্গরাগস্য পাণ্ডুরতামাপদ্যমানস্য বর্ণস্য, অনয়োশ্চ গর্ভসম্ভবামৃতাবসেক-নির্বাপ্যমান-শোকানল-প্রভবং ধূমমিব বমতোঃ আনন-গৃহীত-নীলোত্পলয়োরিব চক্রবাকয়োঃ তমাল-পল্লব-লাঞ্ছিত-মুখয়োরিব কনক-কলসয়োঃ সকৃদিবালিখিত-কৃষ্ণাগুরু-পঙ্ক-পত্রলতয়োঃ শ্যামায়মান-চুচুকয়োঃ পয়োধরয়োঃ, অস্য চ প্রতিদিনমতিগাঢ়তামাপদ্যমানেন কাঞ্চী-কলাপেন দূয়মানস্য নষ্টত্রিবলি-লেখা-বলয়স্য ক্লাশমানমুজ্ঝতো মধ্যভাগস্য—ইত্যেবং ব্রুবাণমবনিপালমন্তর্মুখ-বিনিগূঢ়-হাসঃ শুকনাসঃ—দেব, কিমায়াসয়সি দেবীম্? ইয়মনয়া কথয়াপি লজ্জতে। ত্যজ কুলবর্ধনা-কথিত-বার্তা-সম্বন্ধমালাপম্—ইত্যব্রবীত্। এবংবিধাভিশ্চ নর্ম-প্রায়াভিঃ কথাভিঃ সুচিরং স্থিত্বা শুকনাসঃ স্বভবনম্ অযাসীত্। নরেন্দ্রোঽপি তস্মিন্নেব বাসগৃহে তয়া সহ তাং নিশামত্যবাহয়ত্।

ততঃ ক্রমেণ যথা-সমীহিত-গর্ভদোহদ-সম্পাদন-প্রমুদিতা, পূর্ণে প্রসব-সময়ে, পুণ্যেঽহনি, অনবরত-গলন্নাড়িকা-কলিত-কাল-কলৈঃ বহুগাগৃহীতচ্ছায়ৈর্গণকৈর্গৃহীতে লগ্নে, প্রশস্তায়াং বেলায়ামিরম্মদমিব মেঘমালা সকললোক-হৃদয়ানন্দকারিণং বিলাসবতী সুতমসূত। তস্মিন্ জাতে সরভসমিতস্ততঃ প্রধাবতস্য পরিজনস্য চরণশত-সংক্ষোভ-চলিত-ক্ষিতিতলো, ভূপালাভিমুখ-প্রসৃত-স্খলদ্-গতি-বিকল-কঞ্চুকি-সহস্রো, জন-সম্মর্দ-নিষ্পিষ্যমাণ-পতিত-কুব্জ-বামন-কিরাত-গণো, বিস্ফার্যমাণান্তঃপুরজনাভরণ-ঝঙ্কার-মনোহরঃ, পূর্ণপাত্রাহরণ-বিলুট্যমান-বসন-ভূষণঃ, সংক্ষোভিত-নগরো রাজকুলে দিষ্টি-বৃদ্ধি-সম্ভ্রমোঽতমহানভূত্। অনন্তরঞ্চ মন্দরমথ্যমান-জলনিধি-ঘোষ-গম্ভীর-দুন্দুভি-ধ্বান-পুরঃসরেণ প্রহত-মৃদু-মৃদঙ্গ-শঙ্খ-কাহলানক-নিবহ-নিনাদ-নির্ভরেণ মঙ্গল-পটহ-পটুরব-সংবর্ধিতেন অনেক-জন-সহস্র-কলকল-বহুলেন ত্রিভুবনমাপূরয়তা

উৎসব-কোলাহলেন সসামন্তাঃ সান্তঃপুরাঃ সপ্রকৃতয়ঃ সরাজলোকাঃ সবেশ্যাযুবতয়ঃ সবালবৃদ্ধা ননৃতুরাগোপালমুন্মত্তা ইব হর্ষ-নির্ভরাঃ প্রজাঃ। প্রতিক্ষণমুবর্ধত চন্দ্রোদয়েনেব জলনিধিঃ কলকল-মুখরো রাজসূনোর্জন্ম-মহোৎসবঃ।

পার্থিবস্তু তনয়ানন-দর্শন-মহোৎসব-হৃত-হৃদয়োঽপি দিবস-বশেন মৌহূর্তিক-গণোপদিষ্টে প্রশস্তে মুহূর্তে নিবারিত-নিখিল-পরিজনঃ, শুকনাস-দ্বিতীয়ঃ, মণিময়-মঙ্গল-কলস-যুগলা-শূন্যেন, আসক্ত-বহুপুত্রিকালঙ্কৃতেন, বিবিধ-নব-রল্লব-নিবহ-নিরন্তর-নিচিতেন, সন্নিহিত-কনকময়-হল-মুসল-যুগেন, বিরল-গ্রথিত-সিত-কুসুম-মিশ্র-দূর্বা-প্রবাল-মালালঙ্কৃতেন, আলম্বিতাবিকল-ব্যাঘ্রচর্মণা, বন্দন-মালাহন্তরাল-ঘটিত-ঘণ্টাগণেন দ্বার-দেশেন বিরাজমানম্; উভয়তশ্চ দ্বারপক্ষকয়োমর্যাদানিপুণেন, গোময়-ময়ীভিরুত্তান-বিনিহিত-বরাটক-প্রকর-দন্তুরাভিঃ অন্তরান্তরাবন্ধ-বিবিধবর্ণ-রাগ-রুচির-কার্পাস-কুসুম-লেশ-লাঞ্ছিতাভিঃ কুসুম্ভ-কেসর-লবাশ্লেষ-লোহিতাভিলেখাভিরালিখিত-স্বস্তিক-ভক্তিজালমুপরচয়তা, হারিদ্র-দ্রব-বিচ্ছুরণ-পরি-পিঞ্জরাম্বর-ধারিণীং ভগবতীং ষষ্ঠী-দেবীং কুর্বতা, বিকচ-পক্ষপুট-বিকট-শিখণ্ডি-পৃষ্ঠমণ্ডলাধিরূঢ়ম্ আলোল-লোহিত-পট-ঘটিত-পতাকম্ উল্লসিত-শক্তিদণ্ড-প্রচণ্ডং কার্তিকেয়ং সংঘটয়তা, বিন্যস্তালক্তক-পটল-পাটল-মধ্যভাগৌ সূর্যাচন্দ্রমসাবাবধ্নতা, কুঙ্কুম-পঙ্ক-পিঞ্জরীকৃতাম্ ঊর্ধ্ব-প্রোত-কনকময়-যব-নিকর-কণ্টকিতাম্ অবিরল-লগ্ন-গৌর-সিদ্ধার্থক-প্রকরতয়া কাঞ্চন-রস-খচিতামিব মৃন্ময়-গুটিকা-কদম্ব-মালাং বিন্যস্যতা, চন্দন-জল-ধবলিতেষু ভিত্তিশিখর-ভাগেষু পঞ্চরাগ-বিচিত্র-চেল-চীর-কলাপ-চিহ্নিতাম্ আপীত-পিষ্ট-পঙ্কাঙ্কিতাং বর্ধমানক-পরম্পরাম্ অন্যানি চ সূতিকা-গৃহ-মণ্ডন-মঙ্গলানি সম্পাদয়তা পুরন্ধ্রি-বর্গেণ সমধিষ্ঠিতম্; উপদ্বার-সংযত-বিবিধ-গন্ধ-কুসুম-মালালঙ্কৃত-জরচ্ছাগম্ অখিল-ব্রীহি-মধ্যাবস্থাপিতার্য-বৃদ্ধ্যাসিত-শয়নীয়-শিরোভাগম্, অনবরত-দহ্যমানাজ্যমিশ্র-ভুজগ-নির্মোক-মেষবিষাণ-ক্ষোদম্; অনল-প্লুষ্যমাণারিষ্টতরু-পল্লবোল্লসিত-রক্ষাধূম-গন্ধম্; অধ্যয়ন-মুখর-দ্বিজগণ-বিপ্রকীর্যমাণ-শান্ত্যুদক-লবম্; অভিনব-লিখিত-মাতৃ-পট-পূজা-ব্যগ্র-ধাত্রীজনম্; অনেক-বৃদ্ধাঙ্গনারব্ধ-সূতিকা-মঙ্গল-গীতিকা-মনোহরম্; উপপাদ্যমান-স্বস্ত্যয়নম্; ক্রিয়মাণ-শিশুরক্ষা-বলি-বিধানম্; আবধ্যমান-ধবল-কুসুম-দাম-শতম্; অবিচ্ছিন্ন-পঠ্যমান-নারায়ণ-নাম-সহস্রম্; অমল-হাটক-যষ্টি-প্রতিষ্ঠাপিতৈরন্তঃশুভশতানীব নিশ্চল-শিখৈর্ধ্যায়দ্ভির্মঙ্গল-প্রদীপৈরুদ্ধাসিতম্; উৎখাতাসি-লতা-সনাথ-পাণিভিঃ সর্বতো রক্ষাপুরুষৈঃ পরিবৃতম্, সূতিকাগৃহমপশ্যৎ। অম্ভঃ পাবকঞ্চ স্পৃষ্টা বিবেশ।

প্রবিশ্য চ প্রসব-পরিক্ষাম-পাণ্ডুর-মূর্তেরুৎসঙ্গ-গতং বিলাসবত্যাঃ, স্ব-প্রভা-সমুদয়োপহত-গর্ভগৃহ-প্রদীপ-প্রভম্, অপরিত্যক্ত-গর্ভরাগত্বাদুদয়-পরিপাটল-মণ্ডলমিব সবিতারম্, অপরসন্ধ্যা-লোহিতবিম্বমিব চন্দ্রমসম্ অনুপজাত-কাঠিন্যমিব কল্পতরু-পল্লবম্, উৎফুল্লমিব রক্তারবিন্দ-রাশিম্, অবনি-দর্শনাবতীর্ণমিব লোহিতাঙ্গম্, বিদ্রুম-কিসলয়-দলৈরিব বালাতপ-চ্ছেদৈরিব পদ্মরাগ-রশ্মিভিরিব বিরচিতাবয়বম্, অনভিব্যক্ত-মুখ-পঞ্চকমিব মহাসেনম্, সুরবনিতা-করতলপরিভ্রষ্টমিবামরপতি-কুমারম্, উত্তপ্ত-কল্যাণ-কার্তস্বর-ভাস্বরয়া স্বদেহপ্রভয়া পূরয়ন্তমিব বাসভবনম্, উদ্ভাসমানৈঃ সহজ-ভূষণৈরিব মহাপুরুষ-লক্ষণৈরুপেতম্, আগামি-কাল-পালন-প্রহৃষ্টয়েব শ্রিয়া সমালিঙ্গিতম্, আহ্লাদহেতুমাত্মজং দদর্শ। বিগত-নিমেষ-নিশ্চল-পক্ষ্মণা চ মুহুর্মুহুঃ

প্রমৃষ্ট-সংঘটিতানন্দ-বাষ্প-পটল-প্লুত-তারকেণ দূর-বিস্ফারিতেন স্নিগ্ধেন চক্ষুষা পিবন্নিব আলপন্নিব স্পৃশন্নিব মনোরথ-সহস্র-প্রাপ্ত-দর্শনং সস্পৃহমীক্ষমাণঃ তনয়াননং মুমুদে, কৃতকৃত্যমাত্মানং মেনে।

সমৃদ্ধ-মনোরথঃ শুকনাসস্তু শনৈঃ শনৈরঙ্গপ্রত্যঙ্গান্যস্য নিরূপয়ন্ প্রীতি-বিস্ফারিত-লোচনঃ ভূমিপালমবাদীৎ—দেব, পশ্য পশ্য, অস্য কুমারস্য গর্ভসম্পীড়ন-বশাদ্ অপরিস্ফুটাবয়ব-শোভস্যাপি মাহাত্ম্যমাবির্ভাবয়ন্তি চক্রবর্তি-চিহ্নানি। তথাহি, অস্য সন্ধ্যাংশু-রক্ত-বালশশিকলাকারে ললাট-পট্টে নব-নলিন-নাল-ভঙ্গ-তন্তু-তন্বীয়মূর্ণা পরিস্ফুরতি। এতদ্বিকচ-পুণ্ডরীক-ধবলং কর্ণান্তায়তং মুহুর্মুহুরুন্মিষিতৈর্ধবলয়-তীব বাসভবনম্ অরালপক্ষ্ম লোচন-যুগলম্। বিজৃম্ভমাণ-কমল-কোষ-পরিমল-মনোহরমিয়মস্য সহজমাননামোদমাজিঘ্রতীব দুরায়তা কনক-লেখেব নাসিকা। রক্তোৎপল-কলিকাকারমুদ্বহতীব চাস্যাধর-রুচকম্। রক্তোৎপল-কলিকা-লোহিত-তলৌ ভগবতো বিষ্টরশ্রবস ইব শঙ্খ-চক্র-চিহ্নৌ প্রশস্তলেখা-লাঞ্ছিতৌ করৌ। অভিনব-কল্পতরু-পল্লব-কোমলং লেখাময়ধ্বজ-রথ-তুরগাতপত্র-কমলৈরলঙ্কৃতম্ অনেক-নরেন্দ্র-সহস্র-চূড়ামণি-চক্র-চুম্বনোচিতং চরণ-যুগলম্। এষ চ দুন্দুভেরিবাতিগম্ভীরঃ স্বরযোগোহস্য রুদতঃ শ্রূয়তে।

ইত্যেবং কথয়ত্যেব তস্মিন্, সসম্ভ্রমাপসৃতেন রাজলোকেন দ্বারি-স্থিতেন দত্তমার্গ-স্ত্বরিতগতিরাগত্য, প্রহর্ষোদ্গম-পুলকিত-তনুঃ, স্ফারীভবল্লোচনো মঙ্গলক-নামা প্রহৃষ্ট-বদনঃ পুরুষঃ পাদয়োঃ প্রণম্য রাজানং ব্যজিজ্ঞপৎ—দেব, দিষ্ট্যা বর্ধসে। প্রতিহতাস্তে শত্রবঃ। চিরং জীব। জয় চ পৃথিবীম্। ত্বৎপ্রসাদাদত্র ভবতঃ শুকনাসস্যাপি জ্যেষ্ঠায়াং ব্রাহ্মণ্যাং মনোরমাভিধানায়াং, রাম ইব রেণুকায়াং, তনয়ো জাতঃ। শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণম্—ইতি।

অথ নৃপতিঃ অমৃতবৃষ্টি-প্রতিমমাকর্ণ্য তদ্বচনং প্রীতি-বিস্ফারিতাক্ষঃ প্রত্যবদৎ—অহো কল্যাণপরম্পরা। সত্যোহয়ং লোকপ্রবাদো যৎ 'বিপদ্বিপদং সম্পৎ সম্পদ-মনুবধ্নাতি' ইতি। সর্বথা সমানসুখদুঃখতাং দর্শয়তা বিধিনাহপি ভবতেব বয়মনুবর্তিতাঃ। ইত্যভিধায় প্রীতি-বিকসিত-মুখঃ সরভসমালিঙ্গ্য বিহসন্ স্বয়মেব শুকনাসস্যোত্তরীয়ং পূর্ণপাত্রং জহার। তস্মৈ চ প্রীতমনাঃ প্রিয়বচনানুরূপং পুরুষায়া-পরিমিতং পারিতোষিকমাদিদেশ।

উত্থায় চ তথৈব তেন চরণ-বিঘট্টন-ক্বণিতনূপুর-সহস্র-মুখরিত-দিগন্তরেণ, সরভ-সোৎক্ষেপ-চলিত-মণিবলয়াবলী-বাচালিত-ভুজলতেন, ঊর্ধ্বীকৃতৈরুত্তান-তলৈঃ করপুটৈরনিল-লুলিতাম্ আকাশগঙ্গা-কমলিনীমিব দর্শয়তা, পর্যস্ত-মৃদিত-কর্ণ-পল্লবেন, পরস্পরাঙ্গদ-সংঘট্ট-ত্রুট-পাটিতোত্তরীয়াংশুকেন, শ্রমজল-ধৌতাঙ্গরাগ-রঞ্জিত-চীনবাসসা, কিঞ্চিদবশিষ্ট-তমালপত্রেণ, বিলাসবদ্বাবিলাসিনী-হসিতৈরুন্নিদ্র-কৈরব-বনানুকারং প্রথয়তা, সরভস-বল্গন-স্খলল্লোল-হারলতাস্ফালিত-কুচস্থলেন সিন্দূর-তিলক-সলিলালক-লেখেন, বিপ্রকীর্ণ-পিষ্টাতক-পাংশু-পুঞ্জ-পিঞ্জরিত-কেশপাশেন, প্রনৃত্ত-বিকল-মূক-কুব্জ-কিরাত-বামন-বধির-জড়-জন-পুরঃসরেণ উত্তরীয়াংশুক-গ্রীবাব-বদ্ধাবকৃষ্ট-বিড়ম্বিত-জরৎ-কঞ্চুকি-কদম্বকেন, বীণা-বেণু-মুরজ-কাংস্য-তাল-লয়ানু-গতেন, কল-মধুরমুদ্গায়তা, হর্ষ-নির্ভরতয়া মত্তেনেব উন্মত্তেনেব গ্রহগৃহীতেনেব ব্যপগত-বাচ্যাবাচ্য-বিবেকেন, নৃত্য-গীত-ক্রীড়া-প্রসক্তেনান্তঃপুরিকা-জনেন ; প্রচলিত-

মণিকুণ্ডলাহত-কপোলভিত্তিনা চ বিঘূর্ণ্যমান-কর্ণোৎপলনাধোগলিত-বিলোল-শেখরেণ, দোলায়মান-বৈকক্ষক-কুসুমমালেন, নির্দয়-প্রহত-ভেরী-মৃদঙ্গ-মর্দল-পটহ-নিনাদানুগত-কাহল-শঙ্খ-রব-জনিত-রভসেন, চরণ-সন্নিপাতৈর্দারয়তেব বসুধাং রাজ-পরিজনেন; প্রবৃত্ত-নৃত্যেন চ চারণ-গণেন বিবিধ-মুখবাদ্যকৃত-কোলাহলেন পঠতা গায়তা বল্গতা চানুগম্যমানঃ শুকনাস-ভবনং গত্বা দ্বিগুণতরমুৎসবমকারয়ৎ।

অতিক্রান্তে চ ষষ্ঠীজাগরে, প্রাপ্তে দশমেঽহনি পুণ্যে মুহূর্তে গাঃ সুবর্ণঞ্চ কোটিশো ব্রাহ্মণসাৎ কৃত্বা 'মাতুরস্য ময়া পরিপূর্ণমণ্ডলশ্চন্দ্রঃ স্বপ্নে মুখকমলমাবিশন্ দৃষ্টঃ'—ইতি স্বপ্নানুরূপমেব সূনোঃ চন্দ্রাপীড় ইতি নাম চকার।

অপরেদ্যুঃ শুকনাসেঽপি কৃত্বা ব্রাহ্মণোচিতাঃ সকলাঃ ক্রিয়া রাজানুমতমাত্মজস্য বিপ্রজনোচিতং বৈশম্পায়ন ইতি নাম চক্রে।

ক্রমেণ কৃত-চূড়াকরণাদি-ক্রিয়াকলাপস্য শৈশবমতিচক্রাম চন্দ্রাপীড়স্য।

তারাপীড়ঃ ক্রীড়া-ব্যাসঙ্গ-বিঘাতার্থং বহির্নগরাদ্ অনুশিপ্রম্, অর্ধক্রোশ-মাত্রায়ামম্ অতিমহতা তুহিনগিরি-শিখর-মালানুকারিণা সুধা-ধবলিতেন প্রাকার-মণ্ডলেন পরিবৃতম্, অনুপ্রাকারমাহিতেন মহতা পরিখা-বলয়েন পরিবেষ্টিতম্, অতিদৃঢ়-কপাট-সম্পুটম্, উদ্ঘাটিতৈকদ্বার-প্রবেশম্, একান্তোপরচিত-তুরগ-বাহ্যালী-বিভাগম্, অধঃকল্পিত-ব্যায়ামশালম্, অমরাগারাকারং বিদ্যামন্দিরম্ অকারয়ৎ। সর্ববিদ্যাচার্যাণাঞ্চ সংগ্রহে যত্নমতিমহান্তমন্বতিষ্ঠৎ। তত্রস্থঞ্চ তং কেশরি-কিশোরকমিব পঞ্জরগতং কৃত্বা প্রতিষিদ্ধ-নির্গমম্, আচার্য-কুল-পুত্র-প্রায়-পরিজনম্, অপনীতাশেষ-শিশুজন-ক্রীড়ন-ব্যাসঙ্গম্, অনন্যমনসম্, অখিলবিদ্যোপাদানার্থমাচার্যেভ্যশ্চন্দ্রাপীড়ং শোভনে দিবসে বৈশম্পায়ন-দ্বিতীয়মর্পয়াম্বভূব। প্রতিদিনমুত্থায়োত্থায় সহ বিলাসবত্যা বিরল-পরিজনস্তত্রৈব গত্বৈনমালোকয়ামাস রাজা।

চন্দ্রাপীড়োঽপ্যনন্য-হৃদয়তয়া, তথা নিয়ন্ত্রিতো রাজ্ঞা, অচিরেণৈব কালেন, যথা-স্বমাত্ম-কৌশলং প্রকটয়দ্ভিঃ পাত্রবশাদুপজাতোৎসাহৈরাচার্যৈরুপদিশ্যমানঃ সর্বা বিদ্যা জগ্রাহ। মণিদর্পণ ইবাতিনির্মলে তস্মিন্ সঞ্চক্রাম সকলঃ কলা-কলাপঃ। তথাহি পদে, বাক্যে, প্রমাণে, ধর্মশাস্ত্রে রাজনীতিষু, ব্যায়ামবিদ্যাসু, চাপ-চক্র-চর্ম-কৃপাণ-শক্তি-তোমর-পরশু-গদা-প্রভৃতিষু সর্বেষায়ুধবিশেষেষু, রথচর্যাসু, গজ-পৃষ্ঠেষু, তুরঙ্গমেষু, বীণা-বেণু-মুরজ-কাংস্য-তাল-দর্দুর-পুট-প্রভৃতিষু বাদ্যেষু, ভরতাদি-প্রণীতেষু নৃত্যশাস্ত্রেষু, নারদীয়-প্রভৃতিষু গান্ধর্ববেদ-বিশেষেষু, হস্তিশিক্ষায়াম্, তুরগ-বয়োজ্ঞানে, পুরুষলক্ষণেষু, চিত্রকর্মণি, পত্রচ্ছেদ্যে, পুস্তক-ব্যাপারে, লেখ্য-কর্মণি, সর্বাসু দ্যূতকলাসু, গন্ধ-শাস্ত্রেষু, শকুনি-রুত-জ্ঞানে, গ্রহ-গণিতে, রত্ন-পরীক্ষাসু, দারু-কর্মণি দন্ত-ব্যাপারে, বাস্তু-বিদ্যাসু, আয়ুর্বেদে, মন্ত্র-প্রয়োগে, বিষাপহরণে, সুরঙ্গোপভেদে, তরণে, লঙ্ঘনে, প্লুতিষু, আরোহণে রতিতন্ত্রেষু, ইন্দ্রজালে, কথাসু, নাটকেষু আখ্যায়িকাসু, কাব্যেষু, মহাভারত-পুরাণেতিহাস-রামায়ণেষু, সর্ব-লিপিষু, সর্ব-দেশভাষাসু, সর্ব-সংজ্ঞাসু, সর্ব-শিল্পেষু, ছন্দঃসু, অন্যেষ্বপি কলা-বিশেষেষু পরং কৌশলমবাপ।

সহজা চাস্যাজস্রম্ অভ্যাসতো বৃকোদরস্যেব শৈশব এব আবির্বভূব সর্বলোক-বিস্ময়জননী মহাপ্রাণতা। যদৃচ্ছয়া ক্রীড়তাম্ অপাঙ্গেন করতলাবলম্বিত-কর্ণপল্লবা-বনতাঙ্গাঃ সিংহ-কিশোরক-ক্রমাক্রান্তা ইব গজকলভাশ্চলিতুমপি ন শেকুঃ। একৈকেন

কৃপাণ-প্রহারেণ তালতরূন্ মৃণালদণ্ডানিব লুলাব। সকল-রাজন্য-বংশ-বন-দাবানলস্য পরশুরামস্যেবাস্য নারাচাঃ শিখরি-শিলাতল-ভিদো বভূবুঃ। দশ-পুরুষ-সংবাহন-যোগ্যেন চায়োদণ্ডেন শ্রমমকরোত্। ঋতে চ মহাপ্রাণতায়াঃ সর্বাভিরন্যাভির্বিদ্যাভিঃ অনুচকার তং বৈশম্পায়নঃ। চন্দ্রাপীড়স্য তু সকল-কলা-কলাপ-পরিচয়-বহুমানেন, শুকনাস-গৌরবেন, সহ-পাংশু-ক্রীড়নয়া, সহ-সংবৃদ্ধতয়া চ, সর্ব-বিশ্রম্ভ-স্থানং দ্বিতীয়মিব হৃদয়ং বৈশম্পায়নঃ পরং মিত্রমাসীত্। নিমেষমপি তেন বিনা স্থাতুমেকাকী ন শশাক। বৈশম্পায়নোঽপি তমুষ্ণকরমিব বাসরোঽনুগচ্ছন্ন ক্ষণমপি বিরহয়াঞ্চকার।

এবং তস্য সর্ব-বিদ্যা-পরিচয়মাচরতশ্চন্দ্রাপীড়স্য ত্রিভুবন-বিলোভনীয়োঽমৃতরস ইব সাগরস্য, সকল-লোক-হৃদয়-নয়নানন্দ-জননশ্চন্দ্রোদয় ইব প্রদোষস্য, বহুবিধ-রাগ-বিকার-ভঙ্গুরঃ সুরধনুঃকলাপ ইব জলধর-সময়স্য, মকরধ্বজায়ুধভূতঃ কুসুম-প্রসব ইব কল্প-পাদপস্য অভিনবাভিব্যজ্যমান-রাগ-রমণীয়ঃ সূর্যোদয় ইব কমল-বনস্য, বিবিধ-লাস্য-বিলাস-যোগ্যঃ কলাপ ইব শিখণ্ডিনো যৌবনারম্ভঃ প্রাদুর্ভবন্ রমণীয়স্যাপি দ্বিগুণাং রমণীয়তাং পুপোষ। লব্ধাবসরঃ সেবক ইব নিকটীবভূবাস্য মন্মথঃ। লক্ষ্ম্যা সহ বিতস্তার বক্ষঃস্থলম্। বন্ধুজন-মনোরথৈঃ সহাপূর্যতোরুদণ্ডদ্বয়ম্। অরিজনেন সহ তনিমানমভজত মধ্যভাগঃ। ত্যাগেন সহ প্রথিমানমাততান নিতম্বভাগঃ। প্রতাপেন সহারুরোহ রোমরাজিঃ। অহিত-কলত্রালক-লতাভিঃ সহ প্রলম্বতামুপযযৌ ভুজ-যুগলম্। চরিতেন সহ ধবলতাম্ অভজত লোচন-যুগলম্। আজ্ঞয়া সহ গুরূর্বভূব ভুজ-শিখরদেশঃ। স্বরেণ সহ গম্ভীরতামাজগাম হৃদয়ম্।

এবঞ্চ ক্রমেণ সমারূঢ়-যৌবনারম্ভং পরিসমাপ্ত-সকলকলা-বিজ্ঞানমধীতাশেষ-বিদ্যঞ্চাবগম্যানুমোদিতমাচার্যৈশ্চন্দ্রাপীড়মানেতুং রাজা বলাহিকৃতং বলাহকনামানমাহূয় বহু-তুরঙ্গ-বল-পদাতি-পরিবৃতমতিপ্রশস্তেঽহনি প্রাহিণোত্। স গত্বা বিদ্যাগৃহং, দ্বারপৈঃ সমাবেদিতঃ, প্রবিশ্য ক্ষিতিতল-বিলম্বিত-চূড়ামণিনা শিরসা প্রণম্য বভূমি-সমুচিতে রাজসমীপ ইব সবিনয়মাসনে রাজপুত্রানুমতো ন্যষীদত্। স্থিত্বা চ মুহূর্তমাত্রং বলাহকশ্চাপীড়মুপসৃত্য ব্যজিজ্ঞপত্—কুমার, মহারাজঃ সমাজ্ঞাপয়তি— পূর্ণা নো মনোরথাঃ। অধীতানি শাস্ত্রাণি। শিক্ষিতাঃ সকলাঃ কলাঃ। গতোঽসি সর্বাস্বায়ুধবিদ্যাসু পরাং প্রতিষ্ঠাম্। অনুমতোঽসি নির্গমায় বিদ্যাগৃহাত্ সর্বাচার্যৈঃ। উপগৃহীত-শিক্ষং গন্ধগজ-কুমারকমিব বারি-বিনির্গতম্ অধিগত-সকল-কলা-কলাপং পৌর্ণমাসী-শশিনমিব নবোদ্গতং পশ্যতু ত্বাং জনঃ। ব্রজন্তু সফলতামতিচির-দর্শনোত্কণ্ঠিতানি লোক-লোচনানি। দর্শনং প্রতি তে সমুত্সুকান্যতীব সর্বাণ্যন্তঃ-পুরাণি। অয়মত্রভবতো দশমো বত্সরঃ বিদ্যাগৃহমধিবসতঃ। প্রবিষ্টোঽসি ষষ্ঠমনুভবন্ বর্ষম্। এবং সম্পিণ্ডিতেনাধুনা ষোড়শেন প্রবর্ধসে। তদ্ অদ্য প্রভৃতি নির্গত্য দর্শনোত্সুকাভ্যো দত্ত্বা দর্শনমখিলাভ্যো মাতৃভ্যঃ অভিবাদ্য চ গুরূন্, অপগত-নিয়ন্ত্রণো যথাসুখমনুভব রাজ্য-সুখানি নবযৌবন-ললিতানি চ। সম্মানয় রাজলোকম্। পূজয় দ্বিজাতীন্। পরিপালয় প্রজাঃ। আনন্দয় বন্ধুবর্গম্। অয়ঞ্চ তে ত্রিভুবনৈকরত্নমনিল-গরুড়-সমজব ইন্দ্রায়ুধ-নামা তুরঙ্গমঃ প্রেষিতো মহারাজেন দ্বারি তিষ্ঠতি। এষ খলু দেবেন পারসীকাধিপতিনা ত্রিভুবনাশ্চর্যমিতি কৃত্বা অযোনিজম্ 'জলনিধি-জলাদুত্থিতম্ ইদমশ্বরত্নমাসাদিতং ময়া মহারাজাধিরোহণযোগ্যম্' ইতি

সন্দিশ্য প্রহিতঃ। দৃষ্টবা চ নিবেদিতং লক্ষণবিদ্ভিঃ—'যান্যুচ্চৈঃশ্রবসঃ শ্রূয়ন্তে লক্ষণানি তৈরয়মুপেতঃ। নৈবংবিধো ভূতো ভাবী বা তুরঙ্গমঃ' ইতি। তদয়মনুগৃহ্যতামধিরোহণেন। ইদঞ্চ মূর্ধাভিষিক্ত-পার্থিব-কুল-প্রসূতানাং বিনয়োপপন্নানাং শূরাণামভিরূপাণাং কলাবতাঞ্চ কুলক্রমাগতানাং রাজপুত্রাণাং সহস্রং পরিচারার্থমনুপ্রেষিতং তুরঙ্গমারূঢ়ং দ্বারি প্রণাম-লালসং প্রতিপালয়তি।'—ইত্যভিধায় বিরতবচসি বলাহকে, চন্দ্রাপীড়ঃ পিতুরাজ্ঞাং শিরসি কৃত্বা নবজলধর-ধ্বান-গম্ভীরয়া গিরা 'প্রবেশ্যতামিন্দ্রায়ুধঃ' ইতি নির্জিগমিষুরাদিদেশ।

অথ বচনান্তরমেব প্রবেশিতম্, উভয়তঃ খলীন-কনক-কটকাবলগ্নাভ্যাং পদে পদে কৃতাকুঞ্চন-প্রযত্নাভ্যাং পুরুষাভ্যামাকৃষ্যমানম্, অতিপ্রমাণম্, ঊর্ধ্বকর-পুরুষ-প্রাপ্য-পৃষ্ঠভাগম্, আপিবন্তমিব সম্মুখাগতমখিলমাকাশম্, অতিনিষ্ঠুরেণ মুহুর্মুহুঃ প্রকম্পিতোদর-রন্ধ্রেণ হেষা-রবেণ পূরিত-ভুবনোদর-বিবরেণ নির্ভৎসয়ন্তমিবালীক-বেগ-দুর্বিদগ্ধং গরুত্মন্তম্, অতিদূরমনন্মতা প্রতিক্ষণমতিদূরন্নমতা চ জব-নিরোধ-স্ফীত-রোষ-ঘুরঘুরায়মাণ-ঘোর-ঘোণেন শিরোভাগেন নিজ-জব-দর্প-বশাদুল্লঙ্ঘনার্থ-মাকলয়ন্তমিব ত্রিভুবনম্, অসিত-পীত-হরিত-পাটলাভিরাখণ্ডল-চাপানুকারিণীভিলেখাভিঃ কল্মাষিত-শরীরম্, আস্তীর্ণ-বিবিধ-বর্ণ-কম্বলমিব কুঞ্জর-কলভম্, কৈলাস-তটাঘাত-ধাতু-ধূলি-পাটলমিব হর-বৃষভম্, অসুর-রুধির-পঙ্কলেখা-লোহিত-সটমিব পার্বতী-সিংহম্, রহঃ-সংঘাতমিব মূর্তিমন্তম্, অনবরত-পরিস্ফুরত্-প্রোথপুটোন্মুক্ত-সূৎকারেণ অতিজবা-পীতমনিলমিব নাসিকা-বিবরেণোদ্বমন্তম্, অন্তস্খলিত-মুখর-খলীন-খর-শিখর-ক্ষোভ-জন্মনো লালাজল-ভুবঃ ফেনপল্লবান্ উদধি-নিবাস-পরিপীতামৃতরস-গণ্ডূষানিবোদ্গিরন্তম্, অত্যায়তং নির্মাংসতয়া সমুৎকীর্ণমিব বদনমুদ্বহন্তম্, আনন-মণ্ডল-নিহিতা-রুণমণি-সমুদ্গতৈরংশু-কলাপৈরুপেতেনাবসক্ত-রক্ত-চামরেণেব নিশ্চল-শিখরেণ কর্ণযুগলেন বিরাজমানম্, উজ্জ্বল-কনক-শৃঙ্খলা-রচিত-রশ্মি-কলাপ-কলিতয়া লাক্ষা-লোহিত-লম্ব-লোল-সটা-সন্তানয়া জলনিধি-সঞ্চরণ-লগ্ন-বিদ্রুম-পল্লবয়েব শিরো-ধরয়োপশোভিতম্, অতিকুটিল-কনক-পত্রলতা-প্রতান-ভঙ্গুরেণ পদে পদে রণিত-রত্ন-মালেন স্থূল-মুক্তাফল-প্রায়েণ তারাগণেনেব সন্ধ্যারাগমরুণেনাশ্বালংকারেণালংকৃতম্ অশ্বালংকার-নিহিত-মরকত-রত্ন-প্রভা-শ্যামায়মান-দেহতয়া গগনতল-নিপতিত-দিবসকর-রথ-তুরগ-শঙ্কামিবোপজনয়ন্তম্, অতি-তেজস্বিতয়া জব-নিরোধ-রোষ-বশাৎ প্রতি-রোম-কূপাৎ সমুদ্গতানি সাগর-পরিচয়-লগ্নানি মুক্তাফলানীব স্বেদ-লব-জালকানি বর্ষন্তম্, ইন্দ্রনীলমণি-পদপীঠানুকারিভিঃ অঞ্জনশিলা-ঘটিতৈরিব অনবরত-পতনোৎপতন-জনিত-বিষম-মুখরৈঃ পৃথুভিঃ খুরপুটৈর্জর্জরিত-বসুন্ধরৈর্মুরজ-বাদ্যমিবাভ্যসন্তম্, উৎকীর্ণমিব জঙ্ঘাসু, বিস্তারিতমিবোরসি, শলক্ষ্ণীকৃতম্ ইব মুখে প্রসারিতমিব কন্ধরায়াম্, উল্লিখিতমিব পার্শ্বয়োঃ, দ্বিগুণীকৃতমিব জঘনভাগে, জব-প্রতিপক্ষমিব গরুত্মতঃ ত্রৈলোক্য-সঞ্চরণ-সহায়মিব মারুতস্য, অংশাবতারমিবোচ্চৈঃশ্রবসঃ, বেগ-সব্রহ্মচারিণমিব মনসঃ, হরিচরণমিব সকল-বসুন্ধরোল্লঙ্ঘনক্ষমম্, বরুণ-হংসমিব মানস-প্রচারম্, মধুমাস-দিবসমিব বিকাসিতাশোক-পাটলম্, ব্রতিনমিব ভস্ম-সিত-পুণ্ড্রাঙ্কতমুখম্, কমলবনমিব মধু-পঙ্ক-পিঙ্গকেশরম্, গ্রীষ্ম-দিবসমিব মহায়ামমুগ্রতেজসঞ্চ, ভুজঙ্গমিব সদাগত্যভিমুখম্, উদধি-পুলিনমিব শঙ্খমালিকাভরণম্, ভীতমিব স্তব্ধ-কর্ণম্,

বিদ্যাধর-রাজ্যমিব চক্রবর্তি-নরবাহনোচিতম্, সূর্যোদয়মিব সকলভুবনার্ঘার্হম্ অশ্বাতিশয়মিন্দ্রায়ুধমদ্রাক্ষীত্।

দৃষ্ট্বা চ তমদৃষ্টপূর্বমমানষলোকোচিতাকারমখিল-ত্রিভুবন-রাজ্যোচিতমশেষ-লক্ষণোপপন্নমশ্বরূপাতিশয়মতি-ধীর-প্রকৃতেরপি চন্দ্রাপীড়স্য পস্পর্শ বিস্ময়ং হৃদয়ম্। আসীচ্চ স্য মনসি—সরভস-পরিবর্তন-বলিত-বাসুকি-ভ্রমিত-মন্দরেণ মথন্তা জলধি-জলম্ ইদমশ্বরত্নমনুদ্ধরতা পূর্বং কিং নামরত্নমুদ্ধৃতং সুরাসুর-লোকেন। অনারোহতা চ মেরু-শিলাতল-বিশালমস্য পৃষ্ঠমাখণ্ডলেন কিমাসাদিতং ত্রৈলোক্য-রাজ্য-ফলম্। উচ্চৈঃশ্রবসা বিস্মৃত-হৃদয়ো বঞ্চিতঃ খলু জলনিধিনা শতমখঃ। মন্যে চ ভগবতো নারায়ণস্য চক্ষুর্গোচরমিয়তাপি কালেন নায়মুপগতঃ, যেনাদ্যাপি তাং গরুড়ারোহণ-ব্যসনিতাং ন ত্যজতি। অহো! খল্বতিশয়িত-ত্রিদশ-রাজ-সমৃদ্ধিরিয়ং তাতস্য রাজলক্ষ্মীঃ, যদেবংবিধান্যপি সকল-ত্রিভুবন-দুর্লভানি রত্নান্যুপকরণতামা-গচ্ছন্তি। অতি-তেজস্বিতয়া মহাপ্রাণতয়া চ সদৈবতেবেয়ম্ অস্যাকৃতিঃ যত্সত্যমারোহণে শঙ্কামিব মে জনয়তি। ন হি সামান্যবাজিনামমানুষ-লোকোচিতাঃ সকল-ত্রিভুবন-বিস্ময়-জনন্য ঈদৃশ্যো ভবন্ত্যাকৃতয়ঃ। দৈবতান্যপি হি মুনিশাপ-বশাদুজ্ঝিত-নিজ-শরীরাণি শাপবচন-বলোপনীতানি এতানি শরীরান্তরাণি অধ্যাসত এব। শ্রূয়তে হি পুরা কিল স্থূলশিরা নাম মহাতপা মুনিরখিল-ত্রিভুবন-ললামভূতামপ্সরসং রম্ভাভিধানাং শশাপ। সা সুরলোকমপহায়াশ্বহৃদয়ে নিবেশ্যাত্মানমশ্বহৃদয়েতি বিখ্যাতা বড়বা ভূত্বা মৃত্তিকাবত্যাং শতধন্বানং নাম রাজানমুপসেবমানা মর্ত্যলোকে মহান্তং কালমুবাস। অন্যে চ মহাত্মনো মুনিজন-শাপ-পরিপীত-প্রভাবা নানাকারা ভূত্বা বভ্রমুরিমং লোকম্। অসংশয়মনেনাপি মহাত্মনা কেনাপি শাপভাজা ভবিতব্যম্। আবেদয়তীব মদন্তঃকরণমস্য দিব্যতাম্।

ইতি বিচিন্তয়ন্নেবারুরুক্ষুরাসনাদুদতিষ্ঠত্। মনসা চ তং তুরঙ্গমমুপসৃত্য 'মহাত্মন্ অর্বন্, যোঽসি সোঽসি, নমোঽস্তু তে। সর্বথা মর্ষণীয়োঽয়মারোহণাতি-ক্রমোঽস্মাকম্। অপরিগতানি দৈবতান্যপ্যনুচিত-পরিভবভাঞ্জি ভবন্তি'—ইত্যা-মন্ত্রয়াম্বভূব। বিদিতাভিপ্রায় ইব স তমিন্দ্রায়ুধশ্চটুল-শিরঃ-কেসর-সটাহতি-কূণিতা-কেকর-তারকেণ তির্যক্ চক্ষুষা বিলোক্য মুহুর্মুহুস্তাড়য়তা ক্ষিতিতলম্ উত্খাত-ধূলি-ধূসরিত-ক্রোড়-রোম-রাজিনা দক্ষিণ-খুরেণারোহণায়াহ্বয়ন্নিব স্ফুরিত-ঘ্রাণ-বিবর-ঘর্ঘরধ্বনি-মিশ্রং মধুরমপরুষ-হুঙ্কার-পরম্পরানুবন্ধমতিমনোহরং হ্রেষারবম্ অকরোত্।

অথানেন মধুর-হ্রেষিতেন দত্তারোহণাভ্যনুজ্ঞ ইব ইন্দ্রায়ুধমারুরোহ চন্দ্রাপীড়ঃ। সমারুহ্য তং প্রাদেশমাত্রমিব ত্রৈলোক্যমখিলং মন্যমানো নির্গত্য, প্রলয়-জলধর-বিমুক্তোপ-লাসার-পরুষেণ জর্জরয়তেব রসাতলমতিনিষ্ঠুরেণ খুর-পুটানাং রবেণ খুর-রজো-নিরুদ্ধ-ঘ্রাণ-ঘোর-ঘোষেণ চ হ্রেষিতেন বধিরীকৃত-সকল-ভুবন-বিবরম্, অশিশিরকিরণ-দীধিতি-পরামর্শ-স্ফুরিত-বিমল-ফলকেন উর্ধ্বীকৃতেন কুন্ত-লতা-বনেন উন্নাল-নীলোত্-পল-কলিকা-বন গহনং সর ইব গগনতলমলঙ্কুর্বাণম্, উদ্দণ্ড মায়ূরাতপত্র-সহস্রান্ধকারি-তাষ্ট দিঙ্মুখতয়া স্ফুরিত-শতমন্যু-চাপ-কলাপ-কল্মাষমিব জলধরবৃন্দম্, উদ্ধত-ফেনপুঞ্জ-ধবলত-মুখতয়া অনবরত-বল্গন-চটুলতয়া চ প্রলয়-সাগর-জল-কল্লোল-সঙ্ঘাতমিব সমুদ্গতম্ অদৃষ্ট পর্যন্তমশ্বসৈন্যম্ অপশ্যত্! তচ্চ সাগর-জলমিব

চন্দ্রোদয়েন চন্দ্রাপীড়-নির্গমেন সকলমেব সঞ্চচালাশ্বীয়ম্। অহমহমিকয়া চ প্রণাম-লালসাঃ সরভসাপনীতাতপত্র-শূন্য-শিরসঃ, পরস্পরোৎপীড়ন-কুপিত-তুরঙ্গম-নিবারণায়স্তাঃ রাজপুত্রাস্তং পর্যবারয়ন্ত। একৈকশশ্চ প্রতিনাম-গ্রাহম্ আবেদ্যমানা বলাহকেন বিচলিত-মুকুট-পদ্মরাগ-কিরণোদ্গমচ্ছলেনানুরাগমিবোদ্বমদ্ভিঃ সংঘটিত-সেবাঞ্জলি-মুকুলতয়া যৌবরাজ্যাভিষেক-কলসাবর্জিত-সলিল-লগ্ন-কমলৈরিব দূরাবনতৈঃ শিরোভিঃ প্রণেমুঃ।

চন্দ্রাপীড়স্তু তান্ সর্বান্ মানয়িত্বা যথোচিতমনন্তরং তুরঙ্গমাধিরূঢ়েনানুগম্যমানো বৈশম্পায়নেন; রাজলক্ষ্মী-নিবাস-যোগ্য-পুণ্ডরীকাকৃতিনা, সকল-রাজন্য-কুল-কুমুদ-খণ্ড-চন্দ্রমণ্ডলেনেব, তুরঙ্গম-সেনা-স্রবন্তী-পুলিনায়মানেন, ক্ষীরোদ-ফেন-ধবলিত-বাসুকি-ফণ-মণ্ডল-চ্ছবিনা, স্থূল-মুক্তা-কলাপ-জালকাবৃতেন, উপরি-চিহ্নীকৃতং কেসরিণমুদ্বহতা অতিমহতা কার্তস্বর-দণ্ডেন ধ্রিয়মাণেনাতপত্রেণ নিবারিতাতপঃ; উভয়তঃ সমুদ্ধূয়মান-চামর-কলাপ-পবন-নর্তিত-কর্ণপল্লবঃ; পুরঃপ্রধাবতা তরুণবীর-পুরুষ-প্রায়েণ অনেক-সহস্র-সংখ্যেন পদাতি-পরিজনেন, 'জয় জীবে'তি চ মধুর-বচসা মঙ্গলপ্রায়ম্ অনবরতমুচ্চৈঃ পঠতা বন্দিজনেন স্তূয়মানো নগরাভিমুখং প্রতস্থে।

ক্রমেণ চ তং সমাসাদিত-বিগ্রহমনঙ্গমিবাবতীর্ণং নগরমার্গমনুপ্রাপ্তমবলোক্য সর্ব এব পরিত্যক্ত-সকল-ব্যাপারো রজনিকরোদয়-পরিবর্ধমান-কুমুদবনানুকারী জনঃ সমজনি। 'সত্যমস্মিন্ সম্প্রতি মুখ-কুমুদ-কদম্বক-বিকৃতাকৃতিঃ কার্তিকেয়ো বিড়ম্বয়তি কুমার-শব্দম্। অহো বয়মতিপুণ্যভাজো যদিমামমানুষীম্ অস্যাকৃতিমন্তঃসমারূঢ়-প্রীতিরস-নিঃস্যন্দ-বিস্তারিতেন কুতূহলোত্তানিতেন লোচনযুগলেনানিবারিতাঃ পশ্যামঃ। সফলা নোহদ্য জাতা জন্মবত্তা। সর্বথা নমো হংস-রূপান্তরধারিণে ভগবতে চন্দ্রাপীড়-চ্ছদ্মনে পুণ্ডরীকেক্ষণায়,—ইতি বদন্নারচিত-প্রণামাঞ্জলির্নগর-লোকঃ প্রণনাম। সর্বতশ্চ সমপাবৃত-কপাট-পুট-প্রকট-বাতায়ন-সহস্রতয়া চন্দ্রাপীড়-দর্শন-কুতূহলান্নগরমপি সমুন্মীলিত-লোচন-নিবহমিবাভবত্।

অনন্তরঞ্চ 'সমাপ্ত-সকল-বিদ্যো বিদ্যাগৃহান্নির্গতোহয়মাগচ্ছতি চন্দ্রাপীড়ঃ' ইতি সমাকর্ণ্যালোকন-কুতূহলিন্যঃ সর্বস্মিন্নেব নগরে সসম্ভ্রমমুৎসৃষ্টার্ধ-পরিসমাপ্ত-প্রসাধন-ব্যাপারাঃ, কাশ্চিদ্বাম-করতল-গত-দর্পণাঃ স্ফুরিত-সকল-রজনিকর-মণ্ডলা ইব পৌর্ণমাসী-রজন্যঃ, কাশ্চিদার্দ্রালক্তক-রস-পাটলিত-চরণ-পুটাঃ কমল-পরিপীত-বালাতপা ইব নলিন্যঃ, কাশ্চিৎ সসম্ভ্রম-গতি-বিগলিত-মেখলা-কলাপাকুলিত-চরণ-কিসলয়াঃ শৃঙ্খলা-সন্দান-মন্দ-মন্দ-সঞ্চারিণ্য ইব করিণ্যঃ, কাশ্চিজ্জলধর-সময়-দিবস-শ্রিয় ইবেন্দ্রায়ুধ-রাগ-রুচিরাম্বর-ধারিণ্যঃ, কাশ্চিদুল্লসিত-ধবল-নখ-ময়ূখ-পল্লবান্ নূপুর-রবাকৃষ্ট-গৃহ-কলহংসকানিব চরণপুটানুদ্বহন্ত্যঃ কাশ্চিৎ করতল-স্থিত-স্থূল-মুক্তাহার-যষ্টয়ো রতিমিব মদন-বিনাশ-শোক-গৃহীত-স্ফটিকাক্ষবলয়াং বিড়ম্বয়ন্ত্যঃ, কাশ্চিৎ পয়োধরান্তরাল-গলিত-মুক্তালতা-তন্তু-বিমল-স্রোতো-জলান্তরিত-চক্রবাকমিথুনা ইব প্রদোষ-শ্রিয়ঃ, কাশ্চিন্নূপুর-মণি-সমুত্থিতেন্দ্রায়ুধতয়া পরিচয়ানুগত-গৃহময়ূরিকা ইব বিরাজন্ত্যঃ, কাশ্চিদর্ধপীতোজ্ঝিত-মণি-চষকাঃ স্ফুরিত-রাগৈর্মধু-রসমিবাধর-পল্লবৈঃ ক্ষরন্ত্যো হর্ম্য-তলানি ললনাঃ সমারুরুহুঃ। অন্যাশ্চ মরকত-বাতায়ন-বিবর-বিনির্গত-মুখমণ্ডলা বিকচ-কমল-কোষ-পূর্ণামম্বরতল-সঞ্চারিণীং কমলিনীমিব দর্শয়ন্ত্যো দদৃশুঃ।

উদপাদি চ সহসা সরভস-সঞ্চলন-জন্মা মধুর-সারণাস্ফালিত-বীণারব-কোলাহল-বহলঃ রশনা-রবাহূত-গৃহসারস-রসিত-সম্ভিন্নঃ, স্খলিত-চরণতল-তাড়িত-মণি-সোপান-জাত-গম্ভীর-ধ্বনি-প্রহৃষ্টানমবরেধ-শিখণ্ডিনাং কেকা-রবৈরনুগম্যমানঃ, নব-জলধর-রব-ভয়-চকিত-কলহংস-কুল-কোলাহল-কোমলঃ, মকরধ্বজ-বিজয়-ঘোষণানুকারী পরস্পর বিঘট্টনারণিত-তারতর-হারমণীনাং রমণীনাং শ্রোত্রহারী, হর্ম্যকুক্ষিষু প্রতিরব-নির্হ্রাদী ভূষণ-নিনাদঃ।

মুহূর্তাদিব যুবতিজন-নিরন্তরতয়া নারীময়া ইব প্রাসাদাঃ সালক্তক-পদ-কমল-বিন্যাসৈঃ পল্লবময়মিব ক্ষিতিতলম্, অঙ্গনানাম্ অঙ্গপ্রভা-প্রবাহেণ লাবণ্যময়-মিব নগরম্, আনন-মণ্ডল-নিবহেন চন্দ্রবিম্বময়মিব গগনতলম্, আতপ-নিবারণয়োত্তানিত-করতল-জালকেন কমলবনময়মিব দিকচক্রবালম্, আভরণাংশু-কলাপেন ইন্দ্রায়ুধময় ইবাতপঃ লোচন-ময়ূখ-লেখা-সন্তানেন নীলোৎপলময় ইব দিবসো বভূব। কৌতুক-প্রসারিত-নিশ্চল-লোচনানাঞ্চ পশ্যন্তীনাং তাসামাদর্শময়ানীব সলিলময়ানীব স্ফটিকময়ানীব হৃদয়ানি বিবেশ চন্দ্রাপীড়াকৃতিঃ।

আবির্ভূত-মদনরসানাঞ্চান্যোন্যতঃ সপরিহাসাঃ সবিশ্রম্ভাঃ সসম্ভ্রমাঃ, সের্ষ্যাঃ, সোৎপ্রাসাঃ, সাভসূয়াঃ, সবিলাসাঃ, সমন্মথাঃ, সস্পৃহাশ্চ তৎক্ষণমতিরমণীয়াঃ প্রসস্রুরালাপাঃ।

তথাহি—ত্বরিতগমনে, মামপি প্রতিপালয়। দর্শনোন্মত্তে, গৃহাণোত্তরীয়ম্। চপলে, উল্লাসয় অলক-লতামাননাবলম্বিনীম্। মূঢ়ে, চন্দ্রলেখামুপাহর। উপরত্র কুসুম-স্খলিত-চরণা পতসি মদনান্ধে। সংযময় মদ-নশ্যেত্তরে কেশপাশম্। উৎক্ষিপ চন্দ্রাপীড় দর্শন-ব্যসনিনি কাঞ্চিদামকম্। উৎসর্পয় পাপে কপোল-দোলায়িতং কর্ণপল্লবম্। অহৃদয়ে গৃহাণ নিপতিতং দন্তপত্রম্। যৌবনোন্মত্তে, বিলোকাসে জনেন, স্থগয় পয়োধরভারম্। অপগতলজ্জে, শিথিলীভূতমাকলয় দুকূলম্। অলীকমুগ্ধে দ্রুততরমাগম্যতাম্। কুতূহলিনি, দেহি দর্শনান্তরম্। অসন্তুষ্টে, কিয়দালোকয়সে। তরলহৃদয়ে, পরিজনম পক্ষস্ব। পিশাচি, গলিতোত্তরীয়া বিহস্যসে জনেন। রাগাবৃতনয়নে পশ্যসি ন সখীজনম্। অনেক-ভঙ্গ-বিকার-পূর্ণে, দুঃখ-মকারণায়াসিতহৃদয়া জীবসি। মিথ্যাবিনীতে কিং ব্যপদেশ-বীক্ষিতৈঃ? বিশ্রব্ধমা-লোকয়। যৌবনশালিনি, কিং পীড়য়সি পয়োধরভারেণ। অতিকোপনে, পুরতো ভব। মৎসরিণি কিমেকাকিনী রুণৎসি ব্যাতায়নম্? অনঙ্গাপরাধে, মদীয়মুত্তরীয়াংশুকমুত্তরীতাং নয়সি। রাগানব-মত্তে নিবারয়াত্মানম্। উজ্ঝিত ধৈর্যে, কিং ধাবসি গুরুজন-সমক্ষমু। উল্লসৎ-স্বভাবে কিমেবমাকুলীভবসি? মুগ্ধে, নিগূহস্ব মদনজ্বর-জনিত-পুলকজালকম্। অনাধ্ব চরণে, কিমেবমাত্তম্যসি? বহু-বিকারে বিবিধাঙ্গ-বলনয়াসিত-মধ্যভাগা বৃথা খিদ্যসে। শূন্যহৃদয়ে, স্বভবনা-ন্নির্গতমপি নাত্মানমবগচ্ছসি। কৌতুকাবিষ্টে, বিস্মৃতাসি নিশ্বসিতুম্। অন্তঃ-সঙ্কল্প-রচিত-সুরত-সমাগম-সুখ-রস-নিমীলিত-লোচনে, সমুন্মলয় লোচনযুগলম্, অতিক্রামত্যয়ম্। অনঙ্গ-শর-প্রহার-মূর্চ্ছিতে, রবি-কিরণ-নিবারণায় কুরু শিরস্যুত্ত-রীয়াংশুক-পল্লবম্। অয়ি সতীব্রত-গ্রহ-গৃহীতে, দ্রষ্টব্যমপশ্যন্তী বঞ্চয়সি লোচন-যুগলম্। অধন্যে, হতাসি পরপুরুষ-দর্শন-পরীহার-ব্রতেন। প্রসীদ, উত্তিষ্ঠ সখি, পশ্য রতি-বিরহিতং সাক্ষাদিব ভগবন্তমগৃহীত-মকর-ধ্বজং মকরধ্বজম্। অয়মস্য

সিতাতপত্রান্তরেণ অলিকুলনীলে শিরসি তিমির-শঙ্কা-নিপতিত ইব শশি-কর-কলাপো মালতী-কুসুম-শেখরোঽভিলক্ষ্যতে। এতদস্য কর্ণাভরণ-মরকত-প্রভা-শ্যামায়িতম্ উপরচিত-বিকচ-শিরীষ-কুসুম-কর্ণপূরমিব কপোলতলমাভাতি অয়মস্য হারান্ত-র্নির্বিষ্টারুণ-মণি-কিরণ-কলাপচ্ছলেন হৃদয়ং বিবিক্ষুরভিনব-যৌবন-রাগ ইব বহিঃ পরিস্ফুরতি। এতদনেন চামরকলাপান্তরৈরিত ইব বীক্ষিতম্। এতত্ কিমপি বৈশম্পায়নেন সহ সমামন্ত্র্য দশন-ময়ূখ-লেখা-ধবলীকৃত-দিক্‌চক্রবালং হসিতম্। এষোঽস্য শুক-পক্ষতি-হরিত-রাগেণোত্তরীয়াংশুক-প্রান্তেন বলাহকস্তুরগ-খুর-চলন-জন্মানং লগ্নম্ অগ্র-কেশেষু রেণুমপহরতি। অয়মনেন লক্ষ্মী-কর কমল-কোমল-তলঃ সমুৎক্ষিপ্য তির্যক্, তুরঙ্গমস্কন্ধে নিক্ষিপ্তশ্চরণ-পল্লবঃ। সলীলময়মনেন চ তাম্বূল-যাচনার্থমুত্তানিত-তলঃ কোমল-দীর্ঘাঙ্গুলিঃ আতাম্র-পুষ্কর-শোভী গজেনেব শৈবাল-কবল-লালসঃ প্রসারিতঃ করঃ। ধন্যা সা, যা লক্ষ্মীরিব নির্জিত-কমলং করতল-মস্য বসুন্ধরা-সপত্নী গ্রহীষ্যতি। ধন্যা চ দেবী বিলাসবতী, সকল-মহীমণ্ডল-ভার-ধারণ-ক্ষমঃ ককুভা দিগ্‌গজ ইব গর্ভেণ যয়া অয়ম্ উঢ়ঃ।

ইত্যেবংবিধানি চান্যানি চ বদন্তীনাং তাসাম্ আপীয়মান ইব লোচন-পুটৈঃ, আহূয়মান ইব ভূষণ-রবৈঃ, অনুগম্যমান ইব হৃদয়ৈঃ, নিবধ্যমান ইব আভরণ-রত্ন-রশ্মি-রজ্জুভিঃ, উপহ্রিয়মাণ ইব নব-যৌবন-বলিভিঃ, শিথিল-ভুজলতা-বিগলিত-ধবল-বলয়-নিকরৈঃ পদে পদে বিবাহানল ইব কুসুম-মিশ্রৈর্লাজাঞ্জলিভিরবকীর্যমাণশ্চন্দ্রাপীড়ো রাজকুল-সমীপমাসসাদ।

ক্রমেণ চ যামাবস্থিতাভিঃ অনবরত-করট-স্থল-বিগলিত-মদ-মসী-পঙ্ক-করীভিঃ অঞ্জনগিরি-মালা-মলিনাভিঃ কুঞ্জর-ঘটাভিরন্ধকারিত-দিঙ্-মুখতয়া জলধরদিবসায়মানম্, উদ্দণ্ড-ধবলাতপত্র-সহস্র-সংকটম্, অনেক-দ্বীপান্তরাগত-দূত-শত-সমাকুলং রাজদ্বারমা-সাদ্য তুরঙ্গমাদবততার।

অবতীর্য চ, করতলেন করে বৈশম্পায়নমবলম্ব্য, পুরঃ সবিনয়ং প্রস্থিতেন বলাহকেনোপদিশ্যমান-মার্গঃ, ত্রিভুবনমিব পুঞ্জীভূতম্; আগৃহীত-কনক-বেত্রলতৈঃ সিত-বারবাণৈঃ সিতাঙ্গরাগৈঃ সিতকুসুম-শেখরৈঃ সিতোষ্ণীষৈঃ সিতবেষ-পরিগ্রহতয়া শ্বেতদ্বীপ-সম্ভবৈরিব কৃতযুগপুরুষৈরিব মহাপ্রমাণৈর্দিবানিশমালিখিতৈরিব উৎ-কীর্ণৈরিব তোরণ-স্তম্ভ-নিষণ্ণৈর্দ্বারপালৈরনুজ্‌ঝিত-দ্বারদেশম্; অনেক-সংজবন-চন্দ্রশালা-বিটঙ্ক-বেদিকা-সঙ্কট-শিখরৈরভ্রঙ্কষৈরুপহসিত-কৈলাস-শৈল-শোভৈঃ অমল-সুধাবদাতৈঃ স-প্রালেয়-শৈলমিব মহাপ্রাসাদৈঃ; অনেক-বাতায়ন-বিবর-বিনির্গত-যুবতি-ভূষণ-কিরণ-সহস্রতঃ। কনক-শৃঙ্খলা-জালকেনেবোপরি-বিস্তীর্ণেন বিরাজমানম্; অন্তর্গতায়ুধ-নিবহাভিরাশীবিষ-কুল-সঙ্কুলাভিঃ পাতাল-গুহাভিরিবাতি-গম্ভীরা-ভিরায়ুধ-শালাভিরুপেতম্; অবলাচরণালক্তক-রস-রক্ত-মণি-শকলৈঃ শিখর-নিলীন-শিখি-কুল-কৃত-কেকারব-কলকলৈঃ ক্রীড়াপর্বতকৈরুপশোভিতম্; উজ্জ্বল-বর্ণ-কম্বলাব-গুণ্ঠিত-কনক-পর্যাণাভিঃ প্রলম্ব-চামর-কলাপ-চুম্বিত-চল-কর্ণপল্লবাভিঃ কুল-যুবতীভিরিবোপরূঢ়-শিক্ষাবিনয়-নিভৃতাভিঃ যাম-করেণুকাভিরশূন্য-কক্ষান্তরম্; আলান-স্তম্ভ-নিষণ্ণেন চ নব-জলধর-ঘোষ-গম্ভীরম্ অনুগত-বীণা-বেণু-রব-রম্যম্ আস্ফালিত-ঘর্ঘরিকা-ঘর্ঘরম্ অনবরত-মৃদু-মৃদঙ্গ-ধ্বনিম্ আমীলিত-লোচন-ত্রিভাগেণ বাম-দশন-কোটি-নিষণ্ণ-হস্তেন নিশ্চল-কর্ণ-তালেনাকর্ণয়তা, সলীলমুভয়-পার্শ্বাবলম্বি-

বর্ণ-কম্বলতয়া বিন্ধ্যগিরিনেবাবিষ্কৃত-ধাতু-বিচিত্র-পক্ষসম্পুটেন, আধোরণ-গীতানন্দ-কৃত-মন্দ্র-কণ্ঠ-গর্জিতেন, মদজল-শবল-শঙ্খ-শোভিত-শ্রবণ-পুটেন রজনিকর-বিম্ব-চুম্বি-সংবর্তকাম্বুদ-বৃন্দ-বিড়ম্বকেন; কর্ণাবলম্বিনা কাঞ্চনময়েন কৃত-কর্ণপূরমিবাঙ্কুশেন মুখমুদ্বহতা, মদজলমলিনেন দ্বিতীয়েনেব কর্ণ-চামরেণ কপোলতল-দোলায়মানেন মধুকর-কুলেনালঙ্ক্রিয়মাণেন, অত্যুদগ্রতয়া পূর্বকায়স্য অতি-বামনতয়া চ জঘনভাগস্য পাতালাদিব উত্তিষ্ঠতা, নিশাসময়েনেব পরিস্ফুরত্-সার্ধচন্দ্র-নক্ষত্র-মালেন, শরদারম্ভেণেব প্রকটিতারুণ-চারু-পুষ্করেণ, বামনরূপেণেব কৃত-ত্রিপদী-বিলাসেন, স্ফটিক-গিরি-তটেনেব লগ্ন-সিংহ-মুখ-প্রতিমেন, প্রসাধিতেনেব আলোল-কর্ণপল্লবাহত-মুখেন গন্ধমাদন-নাম্না গন্ধহস্তিনা সনাথীকৃতৈকদেশম্; উজ্জ্বল-পট্টকম্বল-পটু-প্রাবারিত-পৃষ্ঠৈশ্চ, রসিত-মধুর-ঘণ্টিকা-রব-মুখর-কণ্ঠৈঃ, মঞ্জিষ্ঠা-লোহিত-স্কন্ধ-কেসর-বালৈঃ, নিহত-বন-গজ-রুধির-পাটল-সটৈরিব কেসরিভিঃ, পুরো-নিহিত-যবস-রাশি-শিখরোপবিষ্ট-মন্দুরাপালৈঃ, আসন্ন-মঙ্গল-গীত-ধ্বনি-দত্ত-কর্ণৈঃ, অন্তঃকপোল-ধৃত-মধুর-সরস-লুলিত-লাজ-কবলৈঃ, ভূপালবল্লভৈর্মন্দুরা-গতৈস্তুরঙ্গমৈরুদ্ভাসিতম্; অধিকরণ-মণ্ডপ-গতৈশ্চার্ব-বেশৈরত্যুচ্চ-বেত্রাসনোপ-বিষ্টৈর্ধর্ম-ময়ৈরিব ধর্মাধিকারিভির্মহাপুরুষৈরধিষ্ঠিতম্; অধিগত-সকল-গ্রাম-নগর-নামভিরেক-ভবনমিব জগদখিলমালোকয়দ্ভিরালিখিত-সকল-ভবন-ব্যাপারতয়া ধর্মরাজ-নগর-ব্যতিকরমিব দর্শয়দ্ভিরধিকরণ-লেখকৈরালিখ্যমান-শাসন-সহস্রম্; অভ্যন্তরাবস্থিত-নরপতি-নির্গম-প্রতীক্ষণ-পরেণ চ স্থান-স্থানেষু বদ্ধ-মণ্ডলেন, কনকময়ার্ধচন্দ্র-তারাগণ-শবলৈঃ চর্মফলকৈর্নিশা-সময়মিব দর্শয়তা, স্ফুরিত-নিশিত-করবাল-কর-প্ররোহ-করালিতাতপেন, এক-শ্রবণপুট-ঘটিত-ধবল-দন্তপত্রেণ ঊর্ধ্ব-বদ্ধ-মৌলিকলাপেন, ধবল-চন্দন-স্থাসক-খচিত-ভুজোরুদণ্ডেন, বদ্ধাসি-ধেনুকেন, অন্ধ্র-দ্রবিড়-সিংহল-প্রায়েণ সেবক-জনেন; আস্থান-মণ্ডপগতেন চ যথোচিতাসনোপবিষ্টেন; প্রসারয়তা দুরোদর-ক্রীড়াম্, অভ্যস্যতাষ্টাপদ-ব্যাপারম্, আস্ফালয়তা পরিবাদিনীম, আলিখতা চিত্রফলকে ভূমিপাল-প্রতিবিম্বম্, আবধ্নতা কাব্য-গোষ্ঠীম্, আতন্বতা পরিহাস-কথাম্, বিন্দতা বিন্দুমতীম্, চিন্তয়তা প্রহেলিকাম্, ভাবয়তা নরপতি-কৃত-কাব্য-সুভাষিতানি, পঠতা দ্বিপদীম্, গৃহ্ণতা কবি-গুণান্, উত্কিরতা পত্রভঙ্গান্, আলপতা বারবিলাসিনীজনম্, আকর্ণয়তা বৈতালিকগীতম্, অনেক-সহস্র-সংখ্যেন, ধবলোষ্ণীষ-পটাশ্লিষ্ট-বিকট-কিরীট-সঙ্কট-শিরসা, সনির্ঝর-শিখর-লগ্ন-বালাতপ-মণ্ডলেনেব কুল-পর্বত-চক্রবালেন, মূর্ধাভিষিক্তেন, সামন্তলোকেনাধিষ্ঠিতম্; আস্থানোত্থিত-ভূমিপাল-সংবর্তিতানাঞ্চ কুথানাং রত্নাসনানাঞ্চ রাশিভিরনেকবর্ণৈরিন্দ্রায়ুধ-পুঞ্জৈরিব বিরাজিত-সভাপর্যন্তম্; অমল-মণি-ভূমি-সংক্রান্ত-মুখ-নিবহ-প্রতিবিম্বতয়া বিকচ-কমল-পুষ্প-প্রকরমিব সম্পাদয়তা, গতি-বশ-রণিত-নূপুর-পারিহার্য-রশনা-স্বন-মুখরেণ, স্কন্ধাবসক্ত-কনকদণ্ডচামরেণ, নির্গচ্ছতা প্রবিশতা চানবরতং বারবিলাসিনী-জনেনাকুলিতম্; একদেশ-নিষণ্ণ-চামীকর-শৃঙ্খলা-সংযত-শ্বগণম্; ইতস্ততঃ-প্রচলিত-পরিচিতামিত-কস্তূরিকা-কুরঙ্গ-পরিমল-বাসিত-দিঙ্মুখম্; অনেক-কুব্জ-কিরাত-বর্বর-বধির-বামন-মূক-সঙ্কুলম্; উপাহৃত-কিন্নরমিথুনম্; আনীত-বনমানুষম্; আবদ্ধ-মেষ-কুক্কুট-কুরর-কপিঞ্জল-লাবক-বর্তিকা-যুদ্ধম্; উত্কূজিত-চকোর-কাদম্ব-হারীত-কোকিলম্; লাপ্যমান-শুকসারিকম্; ইভপতি-মদ-পরিমলামর্ষ-জৃম্ভিতৈশ্চ

নিষ্কূজদ্ভিঃ শিখরিণাং জীবিতৈরিব গিরিগুহানিবাসিভিগৃহীতৈঃ পঞ্জরকেশরিভিরু-
দ্ভাস্যমানম্ ; উত্ত্রাস্যমানৈঃ কাঞ্চন-ভবন-প্রভা-জনিত-দাবানল-শঙ্কৈর্লোল-তারকৈ-
র্ভ্রমদ্ভির্বন-হরিণ-কদম্বকৈর্লোচন-প্রভয়া শবলীকৃত-দিগন্তরম্ ; উদ্দাম-কেকারবানু-
মীয়মান-মরকত-কুট্টিম-স্থিত-শিখণ্ডি-মণ্ডলম্ ; অতিশিশির-চন্দন-বিটপি-চ্ছায়া-
নিষণ্ণ-নিদ্রায়মাণ-গৃহ-সারসম্ ; অন্তঃপুরেণ চ বালিকাজন-প্রস্তুত-কন্দুক-পঞ্চালিকা-
ক্রীড়েন-অবিরত-বাহ্যমান-দোলা-শিখর-ক্বণিত-ঘণ্টা-টঙ্কার-পূরিতাশামুখেন, ভুজগ-
নির্মোক-শঙ্কিত-ময়ূর-হ্রিয়মাণ-হারেণ, সৌধ-শিখরাবতীর্ণ-প্রচলিত-পারাবত-কুলতয়া
স্থলোৎপলিনী-বনশোভি-তনেব অন্তঃপুরিকা-জন-প্রস্তুত-নরপতি-চরিত-বিড়ম্বন-
ক্রীড়েন, অশ্ব-মন্দুরা-পরিভ্রষ্টাগতৈরবলুপ্ত-ভবন-দাড়িমী-ফলৈরাখণ্ডলাঞ্জন-সহকার-
পল্লবৈরভিভূয় কুব্জ-বামন-কিরাত-করতলাচ্ছিন্নানি ভূষণানি বিকিরদ্ভিঃ কপিভিরা-
কুলীকৃতেন শুক-সারিকা-প্রকাশিত-সুরত-বিশ্রম্ভালাপ-লজ্জিতাবরোধ-জনেন, প্রাসাদ-
সোপান-সমারোহণ-চলিতৈরবলানাং চরণারবিন্দৈর্মণিময়ৈঃ পদে পদে রণিতস্তুলাকোটি-
বলয়ৈর্দ্বিগুণীকৃত-কূজিত-রুতাভিঃ ভবন-কলহংস-মালাভির্ধবলিতাঙ্গনেন ধৃত-ধৌত-
ধবল-দুকূলোত্তরীয়ৈঃ কলধৌত-দণ্ডাবলম্বিভিঃ পলিত-পাণ্ডুর-মৌলিভিরাচারময়ৈরিব
বিনয়-ময়ৈরিব মর্যাদাময়ৈরিব গম্ভীরাকৃতিভিঃ স্বভাব-ধীরৈরুষ্ণীষিভির্বয়ঃ-পরি-
ণামেঽপি জরতা-সিংহৈরিবা-পরিত্যক্ত-সত্ত্ব বৃত্তৈঃ কঞ্চুকিভিরধিষ্ঠিতেন-সমুপেতা-
ভ্যন্তরম্ ; জলধর-সনাথমিব গুরু-গুগ্গুলু-ধূম-পটলৈঃ ; স-নীহারমিব যাম-কুঞ্জর-ঘটা-
কর-শীকরৈঃ ; স-নিশমিব তমালবীথিকান্ধকারৈঃ ; স-বালাতপমিব রক্তাশোকৈঃ ;
স-তারাগণমিব মুক্তাকলাপৈঃ ; স-বর্ষা-সময়মিব ধারাগৃহৈঃ ; স-তড়িল্লতমিব হেমময়ী-
ভির্ময়ূর-যষ্টিভিঃ ; স-গৃহ-দেবতমিব শালভঞ্জিকাভিঃ ; শিব-ভবনমিব দ্বারাবস্থিত-
দণ্ডপাণি-প্রতীহার-গণম্ ; উৎকৃষ্ট-কবি-গদ্যমিব বিবিধবর্ণ-শ্রেণি-প্রতিপাদ্যমানা-
নেকাভিনবার্থ-সঞ্চয়ম্ ; অপ্সরো-গণমিব প্রকট-মনোরমারম্ভম্ ; দিবসকরোদয়মিব
উল্লসতা-পদ্মাকর-কমলামোদম্ ; উর্ণাকরণমিব নিজ-লক্ষ্মীকৃত-কমলোপকারম্ ;
নাটকমিব পতাকাঙ্ক-শোভিতম্ ; শোণিতপুরমিব বাণযোগ্যাবাসোপেতম্ ; পুরাণমিব
বিভাগাবস্থাপিত-সকল-ভুবন-কোশম্ ; সম্পূর্ণ-চন্দ্রোদয়মিব মৃদু কর-সহস্র-সংবর্ধিত-
রত্নালয়ম্ ; দিগ্গজমিবাবিচ্ছিন্ন-মহাদান-সন্তানম্ ; ব্রহ্মাণ্ডমিব সকল-জীবলোক-
ব্যবহার-কারণোৎপন্ন-হিরণ্যগর্ভম্ ; ঈশান-বাহু-বনমিব মহাভোগি-মণ্ডল-সহস্রা-
ধিষ্ঠিত-প্রকোষ্ঠম্ ; মহাভারতমিবানন্ত-গীতাকর্ণনানন্দিত-নরম্ ; যদুবংশমিব
কুলক্রমাগত-শূর-ভীম-পুরুষোত্তম-বল-পরিপালিতম্ ; ব্যাকরণমিব প্রথম-মধ্যমোত্তম-
পুরুষ-বিভক্তি-স্থিতানেকাদেশ-কারকাখ্যাত সম্প্রদান-ক্রিয়াব্যয়-প্রপঞ্চ-সুস্থিতম্ ; উদধি-
মিব ভয়ান্তঃ-প্রবিষ্ট-সপক্ষ-ভূমিভৃৎ-সহস্র-সংকুলম্ ; উষানিরুদ্ধ-সমাগমমিব
চিত্রলেখা-দর্শিত-বিচিত্র-সকল-ত্রিভুবনাকারম্ ; বলিযজ্ঞমিব পুরাণ-পুরুষ-বামনা-
ধিষ্ঠিতাভ্যন্তরম্ ; শুক্লপক্ষ-প্রদোষমিব বিতত-শশি-কিরণ-কলাপ-ধবলাম্বর-বিতানম্ ;
নরবাহনদত্ত-চরিতমিব অন্তঃ-সংবর্ধিত-প্রিয়দর্শন-রাজদারিকা-গন্ধর্বদত্তোৎকণ্ঠম্ ;
মহাতীর্থমিব সদ্যোঽনেক-পুরুষ-প্রাপ্তাভিষেক-ফলম্ ; প্রাগ্বংশমিব নানাসত্ত্ব-পাত্র-
সঙ্কুলম্ ; নিশা-সময়মিবা-নেক-নক্ষত্রমালালঙ্কৃতম্ ; প্রভাতসময়মিব পূর্ব-দিগ্ভাগ-
রাগানুমেয়-মিত্রোদয়ম্ ; গান্ধিক-ভবনমিব স্নান-ধূপ-বিলেপন-বর্ণকোজ্জ্বলম্ ;
তাম্বূলিক-ভবনমিব কৃত-লবলী-লবঙ্গলা-কক্কোল-পত্র-সঞ্চয়ম্ ; প্রথম-বেশ্যা-সমাগমমিব

অবিদিত-হৃদয়াভিপ্রায়-চেষ্টা-বিকারম্ ; কামুকজনমিব-বহু-চাটু-সংলাপ-সুভাষিত-রসাস্বাদ-দত্ত-তালশব্দম্ ; ধূর্ত-মণ্ডলমিব দীয়মান-মণি-শত-সহস্রালঙ্করণ-কৃত-লেখ্যপত্র-সঞ্চয়ম্ ; ধর্মারম্ভমিবাশেষজন-মনঃ-প্রহ্লাদনম্ ; মহাবলমিব বিবিধ-শ্বাপদ-দ্বিজোপঘুষ্টম্ ; রামায়ণমিব কপি-কথা-সমাকুলম্ ; মাদ্রীকুলমিব নকুলালঙ্কৃতম্ ; সঙ্গীত-ভবনমিবানেক-স্থানাবস্থাপিত-মৃদঙ্গম্ ; রঘুকুলমিব ভরত-গুণানন্দিতম্ ; জ্যোতিষমিব গ্রহ-মোক্ষ-কলা-ভাগ-নিপুণম্ ; নারদীয়মিব বর্ণ্যমান-রাজধর্মম্ ; যন্ত্রমিব বিবিধ-শব্দ-রসলব্ধাস্বাদম্ ; মৃদু-কাব্যমিবানস্য-চিন্তিত-স্বভাবাভিপ্রায়াবেদকম্ ; মহানদী-প্রবাহমিব সর্বদুরিতাপহরম্ ; ধনমিব ন কস্যচিন্নাকাঙ্ক্ষণীয়ম্ ; সন্ধ্যা-সময়মিব দৃশ্যমান-চন্দ্রাপীড়োদয়ম্ ; নারায়ণ-বক্ষঃস্থলমিব শ্রী-রত্ন-প্রভা-ভাসিত-দিগন্তম্ ; বলভদ্রমিব কাদম্বরী-রস-বিশেষ-বর্ণনাকুলমতি ; ব্রহ্মাণমিব পদ্মাসনোপদেশ-দর্শিত-ভূমণ্ডলম্ ; স্কন্দমিব শিখি-ক্রীড়ারম্ভ-চঞ্চলম্ ; কুলাঙ্গনা-প্রচারমিব সর্বদোপজাত-শঙ্কম্ ; বেশ্যাজনমিবোপচার-চতুরম্ ; দুর্জনমিবাপগত-পরলোক-ভয়ম্ ; অন্ত্যজ-জনমিব অগম্যবিষয়াভিলাষম্ ; অগম্য-বিষয়াসক্তমপি প্রশংসনীয়ম্ ; অন্তক ভটগণমিব কৃতাকৃত-সুকৃত-বিচার-নিপুণম্ ; সুকৃতমিবাদি-মধ্যাবসান-কল্যাণকরম্ ; বাসরারম্ভমিব পরিস্ফুরত্-পদ্মরাগারুণীক্রিয়মাণ-নিশান্তম্ ; দিব্য-মুনিগণমিব কলাপি-সনাম-শ্বেতকেতু-শোভিতম্ ; ভারত-সমরমিব কৃতবর্ম-বাণ-চক্র-সম্ভার-ভীষণম্ ; পাতালমিব মহাকঞ্চুকি-সহস্রাধ্যাসিতম্ । বর্ষ-পর্বত-সমূহমিবান্তঃস্থিতাপরিমিত-শৃঙ্গ-হেমকূটম্ ; মহা-দ্বারমপি দুষ্প্রবেশম্ ; অবন্তি-বিষয়-গতমপি মাগধ-জনাধিষ্ঠিতম্ ; স্ফীতমপি ভ্রমন্নগ্ন-লোকং রাজকুলং বিবেশ ।

সসম্ভ্রমোপগতৈশ্চ কৃত-প্রণামৈঃ প্রতীহারমণ্ডলৈরুপদিশ্যমানমার্গঃ, সর্বতঃ প্রচলিতেন চ পূর্বকৃতাবস্থানেন দূর-পর্যস্ত-মৌলি-শিথিলিত-চূড়ামণি-মরীচি-চুম্বিত-বসুধাতলেন রাজলোকেন প্রত্যেকশঃ প্রতীহার-নিবেদ্যমানেন সাদরং প্রণম্যমানঃ, পদে পদে চাভ্যন্তর-বিনির্গতাভিরাচারকুশলাভিরন্তঃপুর-বৃদ্ধাভিঃ ক্রিয়মাণাবতরণ-মঙ্গলঃ, ভুবনান্তরাণীব বিবিধ-প্রাণি-সহস্র-সঙ্কুলানি সপ্ত-কক্ষান্তরাণ্যতিক্রম্য, অভ্যন্তরাবস্থিতম্ ; অনবরত-শস্ত্র-গ্রহণ-শ্যামিকালীঢ়-করতলৈঃ কর-চরণ-লোচন-বর্জমসিতলোহ-জালকাবৃত-শরীরৈঃ, আলান-স্তম্ভৈরিব গন্ধ-মদ-পরিমল-লোভ-নিরন্তর-নিলীন-মধুকর-পটল-জটিলৈঃ, কুল-ক্রমাগতৈরুদাত্তান্বয়ৈরনুরক্তৈর্মহাপ্রাণতয়া অতিকর্কশতয়া চ দানবৈরিব অতিশয়াকারৈঃ, সম্ভাব্যমানপরাক্রমৈঃ, সর্বতঃ শরীর-রক্ষাধিকার-নিযুক্তৈঃ পুরুষৈঃ পরিবৃতম্ ; উভয়তো বারবিলাসিনীভিশ্চানবরতমুদ্ধূয়মান-ধবল-চামরম্ . অমল-পুলিন-তল-শোভিনি সুর-কুঞ্জরমিব মন্দাকিনী-বারিণি হংস-ধবল-শয়ন-তলে নিষণ্ণং পিতরমপশ্যত্ ।

আলোকয় ইতি চ প্রতীহার-বচনানন্তরম্, অতিদূরাবনতেন চলিত-চূড়া-মণিনা শিরসা কৃত-প্রণামম্, 'এহ্যেহি' ইত্যভিদধানঃ, দূরাদেব প্রসারিত-ভুজযুগলঃ, শয়ন-তলাদী-দুচ্ছ্বসিত-মূর্তিঃ, আনন্দজল-পূর্যমাণ-লোচনঃ, সমুদ্গতৎপুলকতয়া সীব্যন্নিব, একীকুর্বন্নিব, পিবন্নিব তং পিতা বিনয়াবনতমালিলিঙ্গ । আলিঙ্গিতোন্মুক্তশ্চ পিতুশ্চরণপীঠ-সমীপে পিণ্ডীকৃতমুত্তরীয়মাত্মীয়ং তাম্বূলকরঙ্কবাহিন্যা সত্বরমাসনী-কৃতম্ 'অপনয়' ইতি শনৈর্বদন্নগ্র-চরণেন সমুত্সার্য, চন্দ্রাপীড়ঃ ক্ষিতিতল এব নিষসাদ । অনন্তরং নিহিতে চাস্যাসনে রাজ্ঞা সুত-নির্বিশেষমুপগূঢ়ো বৈশম্পায়নো ন্যষীদত্ । মুহূর্তমিব বিস্মৃত-চামরোত্ক্ষেপ-নিশ্চলানাং বারবিলাসিনীনাং সাভিলাষৈরনিল-

চলিত-কুবলয়-দামদীর্ঘৈরাজিহ্ম-তরলতর-তার-শারৈরবলুপ্যমান ইব দৃষ্টিপাতৈঃ স্থিত্বা, 'গচ্ছ বৎস, পুত্রবৎসলাং মাতরমভিবাদ্য দর্শনলালসাঃ যথাক্রমং সর্বা জননীর্দর্শনেনানন্দয়'—ইতি বিসর্জিতঃ পিত্রা, সবিনয়মুত্থায় নিবারিত-পরিজনো বৈশম্পায়ন-দ্বিতীয়োঽন্তঃপুর-প্রবেশ-যোগ্যেন রাজ-পরিজনেন উপদিশ্যমান-বর্ত্মা অন্তপুরমাযযৌ।

তত্র ধবল-কঞ্চুকাবচ্ছন্ন-শরীরৈরনেক-শত-সংখ্যৈঃ শ্রিয়মিব ক্ষীরোদ-কল্লোলৈঃ সমন্তাৎ পরিবৃতাং শুদ্ধান্তান্তর্বংশিকৈঃ; অতিপ্রশান্তাকারাভিশ্চ কষায়-রক্তাম্বর-ধারিণীভিঃ সন্ধ্যাভিরিব সকল-লোকবন্দ্যাভিঃ প্রলম্ব-শ্রবণপাশাভির্বিদিতানেক-কথালাপ-বৃত্তান্তাভিঃ ভূতপূর্বাঃ কথাঃ কথয়ন্তীভিঃ ইতিহাসান্ বাচয়ন্তীভিঃ পুস্তকানি দধতীভিঃ ধর্মোপদেশান্ নিবেদয়ন্তীভির্জরৎ-প্রব্রজিতাভির্বিনোদ্যমানাম্; উপরচিত-স্ত্রীবেশ-ভাষেণ গৃহীত-বিকটপ্রসাধনেন বর্ষবর-জনেন সংসেব্যমানাম্; অনবরত-বিধূয়মান-বাল-ব্যজন-কলাপাম্; অঙ্গনাজনেন চ বসনাভরণ-কুসুম-পটবাস-তাম্বূল-তালবৃন্তাঙ্গরাগ-ভৃঙ্গার-ধারিণা মণ্ডলোপবিষ্টেনোপাস্যমানাম্; পয়োধরান্তরাবলম্বিত-মুক্তাগুণাম্ অচল-দ্বয়-মধ্য-প্রবৃত্ত-গঙ্গাপ্রবাহামিব মেদিনীম্; আসন্ন-দর্পণ-পতিত-মুখ-প্রতিবিম্বাম্; অর্ক-বিম্ব-প্রবিষ্ট-শশিমণ্ডলামিব দিবং সমুপসৃত্য মাতরং প্রণনাম।

সা তু তং সসম্ভ্রমমুত্থাপ্য সত্যপ্যাজ্ঞা-সম্পাদন-দক্ষে পার্শ্ব-পরিবর্তিনি পরিজনে স্বয়মেব কৃতাবতরণ-মঙ্গলা, প্রস্নুত-পয়োধর-ক্ষরৎ-পয়োবিন্দুচ্ছলেন দ্রবীভূয় স্নেহাকুলেন নির্গচ্ছতেব হৃদয়েন অন্তঃশুভশতান্যভিধ্যায়ন্তী মূর্ধন্যুপাঘ্রায় তং সুচিরমাশিশ্লেষ।

অনন্তরঞ্চ তথৈব কৃত-যথোচিত-সমুপচারমাশ্লিষ্ট-বৈশম্পায়না স্বয়মুপবিশ্য বিনয়াদবনিতলে সমুপবিশন্তম্ আকৃষ্য বলাদনিচ্ছন্তমপি চন্দ্রাপীড়মুৎসঙ্গমারোপিতবতী।

সসম্ভ্রম-পরিজনোপনীতায়ামাসন্দ্যামুপবিষ্টে চ বৈশম্পায়নে চন্দ্রাপীড়ং পুনঃ পুনরালিঙ্গ্য ললাটদেশে বক্ষসি ভুজশিখরয়োশ্চ মুহুর্মুহুঃ করতলেন পরামৃশন্তী বিলাসবতী তমাবাদীৎ—বৎস, কঠিনহৃদয়স্তে পিতা, যেনেয়মাকৃতিরীদৃশী ত্রিভুবন-লালনীয়া ক্লেশমতিমহান্তমিয়ন্তং কালং লম্ভিতা। কথমপি সোঢ়বানতিদীর্ঘামিমাং গুরুযন্ত্রণাম্? অহো, বালস্যাপি সতঃ কঠোরস্যেব তে মহদ্ ধৈর্যম্। অহো, বিগত-শিশুজন-ক্রীড়া-কৌতুক-লাঘবমর্ভকস্যাপি তে হৃদয়ম্। অহো, গুরুজনস্যোপরি ভক্তিরসাধারণী সর্বথা। যথা পিতুঃ প্রসাদাৎ সমস্তাভিরুপেতো বিদ্যাভিরালোকিতোঽসি, এবমচিরেণৈব কালেনানুরূপাভির্বধূভিরুপেতমালোকয়িষ্যামি—ইত্যেবমভি-ধায় লজ্জা-স্মিতাবনতমাস্য-মুখ-প্রতিবিম্ব-গর্ভে বিকচ-কমল-কৃত-কর্ণপল্লবাবতংস ইব কপোলে পর্যচুম্বদেনম্। এবঞ্চ তত্রাপি নাতিচিরমেব স্থিত্বা ক্রমেণ সর্বান্তঃপুরাণি দর্শনেন নন্দয়ামাস। নির্গত্য চ রাজকুল-দ্বারাবস্থিতম্ ইন্দ্রায়ুধমারুহ্য তথৈব তেন রাজপুত্র-লোকেনানুগম্যমানঃ শুকনাসং দ্রষ্টুমযাসীৎ।

যামাবস্থিত-বিবিধ-গজ-ঘটা-সঙ্কটম্; অনেক-তুরঙ্গ-সহস্র-সম্বাধম্; অপরিমিত-জন-সমূহ-সম্মর্দ-সংকুলম্; একদেশোপবিষ্টৈঃ সহস্রশো নিবদ্ধ-চক্রবালৈরনেক-কার্যাগতৈদর্শনোৎসুকৈঃ সমন্ততো বিবিধ-শাস্ত্রাঞ্জনোন্মীলিত-বুদ্ধি-লোচনৈঃ চীবর-চ্ছদ্মনা বিনয়ানুরাগিভির্ধর্মপটৈরিবাবগুণ্ঠিতৈঃ শাক্যমুনি-শাসন-পথ-ধোরেয়ৈঃ, রক্তপটৈঃ, পাশুপতৈ, দ্বিজৈশ্চ দিবানিশমাসেব্যমানম্; অভ্যন্তর-প্রবিষ্টানাঞ্চ সামন্তানাং জঘনোপবিষ্ট-পুরুযোৎসঙ্গ-স্থিত-দ্বিগুণিত-কুথাভিঃ অতিচিরাবস্থান-নির্বেদ-প্রসুপ্তাধোরণাভিরপর্যা-

ণাভিঃ সপর্যাণাভিশ্চ নিশ্চলাবস্থান-প্রচলায়িতাভিঃ শতসহস্রশঃ কারিণীভিরাকীর্ণং শুকনাস-গৃহ-দ্বারমাসাদ্য, সত্বর-প্রধাবিতৈর্দ্বারদেশাবস্থিতৈঃ প্রতীহার-পুরুষৈরনিবার্য-মাণোঽপি রাজকুল ইব রাজপুত্রো বাহ্যাঙ্গন এব তুরঙ্গাদ্ অবততার।

দ্বারদেশাবস্থাপিত-তুরঙ্গশ্চ বৈশম্পায়নমবলম্ব্য পুরঃ-প্রধাবিতৈঃ সমুৎসারিত-পরিজনৈস্তৎপ্রতীহার-মণ্ডলৈরুপদিশ্যমানমার্গঃ, তথৈব চলিত-মুকুট-কোটিভির্নরেন্দ্রবৃন্দৈঃ সেবা-সমুপস্থিতৈরুত্থায়োত্থায় প্রণম্যমানঃ, তথৈব চ প্রচণ্ড-প্রতিহার-হুঙ্কার-ভয়-মূকীভবৎ-পরিজনানি প্রচলিত-বেত্রলতা-চকিত-সামন্ত-চক্র-চরণ-শত-চলিত-বসুন্ধরাণি কক্ষান্তরাণি নিরীক্ষমাণঃ, তথৈব চ নব-নব-সুধাবদাত-প্রাসাদ-সহস্র-নিরন্তরং দ্বিতীয়মিব রাজকুলং শুকনাসভবনং বিবেশ। প্রবিশ্য চানেক-নরেন্দ্র-সহস্র-মধ্যোপবিষ্টম্ অপরমিব পিতরমুপদর্শিত-বিনয়ো দূরাবনতেন মৌলিনা শুকনাসং ববন্দে।

শুকনাসস্তং সসম্ভ্রমুত্থায়, আনুপূর্ব্যেণ উত্থিত-রাজলোকঃ, সাদরমভিমুখ-দত্তাবিরল-পদঃ, প্রহর্ষ-বিস্ফারিত-লোচনাগতানন্দ-জল-কণঃ সহ বৈশম্পায়নেন প্রেম্ণা গাঢ়মালিলিঙ্গ। আলিঙ্গিতোন্মুক্তশ্চ সাদরোপনীতমপহায় রত্নাসনমবনাবেব রাজপুত্রঃ সমুপাবিশৎ, তদনু চ বৈশম্পায়নঃ। উপবিষ্টে চ রাজপুত্রে শুকনাসবর্জমন্যদখিলমবনিপাল-চক্রম্ উজ্ঝিত-নিজাসনমবনিতলমভজত। স্থিত্বা চ তুষ্ণীং ক্ষণমিব শুকনাসঃ সনুদ্গত-প্রীতি-পুলকৈরাবেদ্যমান-হৃদয়-হর্ষ-প্রকর্ষস্তমব্রবীৎ—তাত চন্দ্রাপীড়, অদ্য খলু দেবস্য তারাপীড়স্য সমাপ্ত-বিদ্যমুপারূঢ়-যৌবনমালোক্য ভবন্তং সুচিরাৎ্ভুবন-রাজ্য-ফল-প্রাপ্তিরুপজাতা। অদ্য সমৃদ্ধাঃ সর্বা গুরুজনাশিষঃ অদ্য ফলিতমনেক-জন্মান্তরোপাত্তমবদাতং কর্ম। অদ্য প্রসন্নাঃ কুলদেবতাঃ। ন হ্যপুণ্যভাজাং ভবাদৃশাস্ত্রিভুবন-বিস্ময়-জনকাঃ পুত্রতাং প্রতিপদ্যন্তে। ক্বেদং বয়ঃ, ক্বেয়মমানুষী শক্তিঃ, ক্ব চেদমশেষ-বিদ্যা-গ্রহণ-সামর্থ্যম্। অহো, ধন্যাঃ প্রজাঃ, যাসাং ভরত-ভগীরথ-প্রতিমো ভবানুৎপন্নঃ পালয়িতা। কিং খলু কৃতমবদাতং কর্ম বসুন্ধরয়া, যয়াসি ভর্তা সমাসাদিতঃ। হরি-বক্ষঃস্থল-নিবাসাসদ্গ্রহ-ব্যসনিনী হতা খলু লক্ষ্মীঃ, যা বিগ্রহবতী ভবন্তং নোপসর্পতি। সর্বথা কল্পকোটীর্মহাবরাহ ইব দংষ্ট্রাবলয়েন বহ বাহুনা বসুন্ধরা-ভারং সহ পিত্রা—ইত্যভিধায় স্বয়মাভরণ বসন-কুসুমাঙ্গরাগাদিভিরভ্যর্চ্য বিসর্জয়াঞ্চকার।

বিসর্জিতশ্চোত্থায়ান্তঃপুরং প্রবিশ্য, দৃষ্ট্বা বৈশম্পায়নমাতরং মনোরমাভিধানাং, নির্গত্য, সমারুহ্যেন্দ্রায়ুধং, পিত্রা পূর্বকল্পিতং প্রতিচ্ছন্দকমিব রাজকুলস্য, দ্বারাবস্থিত-সিত-পূর্ণ-কলসম্, আবদ্ধ-হরিত-বন্দনমালম্, উল্লসিত-পতাকা-সহস্রম্, অভ্যাহত-মঙ্গল-তূর্য-রব-পরিপূরিত-দিগন্তরম্, উপরচিত-বিকচ-কমল-কুসুম-প্রকরম্, অচির-কৃতাগ্নি-কার্যম্, উজ্জ্বল-বিবিক্ত-পরিজনম্, উপপাদিতাশেষ-গৃহপ্রবেশ-মঙ্গলং কুমারো ভবনং জগাম। গত্বা চ শ্রীমণ্ডপাবস্থিতে শয়নে মুহূর্তমুপবিশ্য সহ তেন রাজপুত্রলোকেন-অভিষেকাদিকম্ অশনাবসানসকরোদ্দিবসবিধিম্। অভ্যন্তরে চ শয়নীয়-গৃহ এবেন্দ্রায়ুধস্যাবস্থানমকল্পয়ৎ।

এবং-প্রায়েণ চ অস্যোদন্তেন তদহঃ পরিণতিমুপযযৌ। গগনতলাদবতরন্ত্যা দিবসশ্রিয়ঃ পদ্মরাগ-নূপুরমিব স্বপ্রভা-পিহিত-রন্ধ্রং রবি-মণ্ডলমুন্মুক্ত-পাদং পপাত। জলপ্রবাহ ইব রথ-চক্র-মার্গানুসারেণ দিবসকরস্য বাসরালোকঃ প্রতীচীং ককুভমগাৎ। অভিনব-পল্লব-লোহিত-তলেন করেণেবাধোমুখ-প্রসৃতেন রবি-বিম্বেন বাসরঃ কমল-রাগম-শেষং মমার্জ। কমলিনী-পরিমল-পরিচয়াগতালিমালাকুলিত-কণ্ঠং কাল-পাশৈরিব চক্রবাক-

মিথুনমাকৃষ্যমাণং বিজঘটে। করপুটৈরাদিবসান্তম্ আপীতমরবিন্দু-মধু-রসমিব রক্তাতপ-চ্ছলেন গগন-গমন-খেদাদিব দিবসকর-বিম্বং ববাম। ক্রমেণ চ প্রতীচী-কর্ণপুর-রক্তোৎপলে লোকান্তরমুপগতে ভগবতি গর্ভস্তিমালিনি, সমুল্লসিতায়ামম্বর-তড়াগ-বিকচ-কমলিন্যাং সন্ধ্যায়াম্, কৃষ্ণাগুরু-পঙ্ক-পত্রলতাস্বিব তিমির-লেখাসু স্ফুরন্তীষু দিশাং মুখেষু, অলিকুল-মলিনেন কুবলয়-বনেনেব রক্ত-কমলাকরে তিমির-নিকরেণ উৎসার্যমাণে সন্ধ্যা-রাগে, কমলিনী-নিপীতমাতপমুদ্‌গময়িতুমন্ধকার-কর-পল্লবেষ্বিব প্রবিশৎসু রক্তকমলোদরাণি মধুকর-কুলেষু, শনৈঃ শনৈশ্চ নিশা-বিলাসিনী-মুখাবতংস-পল্লবে গলিতে সন্ধ্যা-রাগে, দিক্ষু বিক্ষিপ্তেষু সন্ধ্যা-দেবতার্চন-বলি-পিণ্ডেষু, শিখর-দেশ-লগ্ন-তিমিরাম্বনারূঢ়-ময়ূরাস্বপি ময়ূরাধিষ্ঠিতাস্বিব ময়ূর-যষ্টিষু, গবাক্ষ-বিবর-নিলীনেষু প্রাসাদ-লক্ষ্মী-কর্ণোৎপলোষ্বিব পারাবতেষু, বিগত-বিলাসিনী-সংবাহন-নিশ্চল-কাঞ্চন-পীঠাসু মূকীভূত-ঘণ্টাসু অন্তঃপুর-দোলাসু, ভবন-সহকার-শাখাবলম্বিত-পঞ্জরেষু বিগতালাপেষু শুক-সারিকা-নিবহেষু, সঙ্গীত-বিরাম-বিশ্রান্ত-রবাসূৎসার্য-মাণাসু বীণাসু, যুবতি-নূপুরশব্দোপশম-নিভৃতেষু ভবনকলহংসেষু, অপনীয়মান-কর্ণ-শঙ্খ-চামর-নক্ষত্রমালা-মণ্ডনেষু মধুকর-শূন্য-কপোল-ভিত্তিষু মত্ত-বারণেষু, প্রদীপ্যমানেষু রাজ-বল্লভ-তুরঙ্গম-মন্দুরা-প্রদীপেষু, প্রবিশন্তীষু প্রথম-যাম-কুঞ্জর-ঘটাসু, কৃত-স্বস্ত্যয়নেষু নিষ্ক্রামৎসু পুরোহিতেষু, বিসর্জিত-রাজলোক-বিরল-পরিজনেষু বিস্তারিতেষ্বিব রাজকুল-কক্ষান্তরেষু, প্রজ্বলিত-দীপিকা-সহস্র-প্রতিবিম্ব-চুম্বিতেষু কৃত-বিকচ-চম্পক-দলোপহারেষ্বিব মণিভূমি-কুট্টিমেষু, নিপতিত-দীপালোকাসু রবি-বিরহার্ত-নলিনী-বিনোদনাগত-বালাতপাস্বিব ভবনদীর্ঘিকাসু, নিদ্রালসেষু পঞ্জর-কেশরিষু, সমারোপিত-কার্মুকে গৃহীত-সায়কে যামিক ইবান্তঃপুর-প্রবিষ্টে মকরকেতৌ, অবতংস-পল্লবেষ্বিব সরাগেষু কর্ণে ক্রিয়মাণেষু সুরত-দূতী-বচনেষু, সূর্যকান্ত-মণিভ্য ইব সংক্রান্তানলেষু জ্বলৎসু মানিনীনাং শোক-বিধুরেষু হৃদয়েষু, প্রবৃত্তে প্রদোষ-সময়ে, চন্দ্রাপীড়ঃ প্রজ্বলিত-দীপিকা-চক্রবাল-পরিবারশ্চরণাভ্যামেব রাজকুলং গত্বা পিতুঃ সমীপে মুহূর্তং স্থিত্বা দৃষ্টবা চ বিলাসবতীমাগত্য স্বভবনমনেক-রত্ন-প্রভা-শবলমুরগরাজ-ফণা-মণ্ডলমিব হৃষীকেশঃ শয়নতলমধিশিশ্যে।

প্রভাতায়াঞ্চ নিশীথিন্যাং সমুত্থায়, সমভ্যনুজ্ঞাতঃ পিত্রা; অভিনব-মৃগয়া-কৌতুকা-কৃষ্যমাণ-হৃদয়ো ভগবত্যনুদিত এব সহস্ররশ্মাবারূহ্যেন্দ্রায়ুধম্, অগ্রতো বালেয়প্রমাণা-নাকর্ষদ্ভিঃ চামীকর-শৃঙ্খলাভিঃ কৌলেয়কান্, জরদ্ব্যাঘ্র-চর্ম-শবল-বস ন-কঞ্চুক-ধারিভির-নেকবর্ণ-পট্ট-চীরিকোদ্বন্ধ-মৌলিভিরুপচিত-শ্মশ্রু-গহন-মুখৈরেকক র্ণাবসক্ত-হেম-তালী-পুটৈরাবন্ধ-নিবিড়-কক্ষৈরনবরত-শ্রমোপচিতোরু-পিণ্ডিকৈঃ কোদণ্ড-পাণিভিঃ স্ব-পোষ-কৈরনবরত-কৃত-কোলাহলৈঃ প্রধাবদ্ভির্দিগ্‌গুণীক্রিয়মাণ গমনোৎসাহো, বহু-গজ-তুরগ-পদাতি-পরিবৃতো বনং যযৌ।

তত্র চ কুর্ণাণ্ডকুন্ট-মুক্তৈর্বিকচ-কুবলয়-পলাশ-কান্তিভির্ভল্লৈঃ; মদকল-কলভ-কুম্ভ-ভিত্তি-ভিদুরৈশ্চ নারাচৈঃ, চাপ-টঙ্কার-ভয়-চকিত-বনদেবতার্ধাক্ষ-বীক্ষিতো বনবরাহান্ কেসরিণঃ শরভাংশ্চমরাননেককুরঙ্গাংশ্চ সহস্রশো জঘান। অন্যাংশ্চ জীবত এব মহাপ্রাণ-তয়া স্ফুরতো জগ্রাহ।

সমারূঢ়ে চ মধ্যমহ্নঃ সবিতরি, বনাত্, স্নানোত্থিতেনেব শ্রম-সলিল-বিন্দু-বর্ষমনব-রতমুজ্ঝতা, মুহুর্মুহুর্দশন-বিঘট্টনৈঃ খণখণায়িত-খর-খলীনেন, শ্রম-শিথিলমুখ-বিগ-

লিত-ফেনিল-রুধির-লবেন, পর্যাণ-পট্টকানুসরণোত্থিত-ফেনরাজিনা, কর্ণাবতংসীকৃতমুৎ-ফুল্ল-কুসুম-শবলমলিপটল-ঝঙ্কার-মুখরং বনগমনচিহ্নং পল্লবস্তবকমুদ্বহতেন্দ্রায়ুধেনোহ্য-মানঃ ; সমুদ্‌গত-স্বেদতয়াহন্তরার্দ্রীকৃত-মণ্ডলেন মৃগ-রুধির-লব-শত-শবলেন বারবাণেন দ্বিগুণতরমুপজনিতকান্তিঃ ; অনেক-রূপানুসরণ-সম্ভ্রম-পরিভ্রষ্ট-ছত্রধরতয়া ছত্রীকৃতেন নবপল্লবেন নিবার্যমাণাতপঃ ; বিবিধ-বনলতা-কুসুম-রেণু-ধূসরো বসন্ত ইব বিগ্রহবান্ ; অশ্ব-খুর-রজো-মলিন-ললাটাভি-ব্যক্তাবদাত-স্বেদ-লেখঃ দূর-বিচ্ছিন্নেন পদাতি-জনেন শূন্যীকৃত-পুরোভাগঃ ; প্রজবি-তুরঙ্গমাধিরূঢ়ৈরল্পাবশিষ্টৈঃ সহ রাজপুত্রৈঃ ‘এবং মৃগপতিঃ, এবং বরাহঃ, এবং মহিষঃ, এবং শরভঃ, এবং হরিণঃ’ ইতি তমেব মৃগয়া-বৃত্তান্তমুচ্চারয়ন্ স্বভবনমাজগাম।

অবতীর্য চ তুরঙ্গমাত্ সসম্ভ্রম-প্রধাবিত-পরিজনোপনীতে সমুপবিশ্য আসনে, বার-বাণমবতার্য, অপনীয় চাশেষং তুরঙ্গাধিরোহণোচিতং বেশ-পরিগ্রহম্, ইতস্ততঃ-প্রচলিত-তালবৃন্ত-পবনাপনীয়মান-শ্রমো মুহূর্তং বিশশ্রাম। বিশ্রম্য চ মণি-রজত-কনক-কলস-শত-সনাথামন্তর্বিন্যস্ত-কাঞ্চনপীঠাং স্নানভূমিমগাত্। নির্বর্তিতাভিষেক-ব্যাপারস্য চ, বিবিক্ত-বসন-পরিমৃষ্ট-বপুষঃ, স্বচ্ছ-দুকূল-পল্লবাকলিত-মৌলেগৃহীত-বাসসঃ কৃত-দেবতার্চনস্য, অঙ্গরাগ-ভূমৌ সমুপবিষ্টস্য, রাজ্ঞা বিসর্জিতা মহাপ্রতীহারাধিষ্ঠিতা রাজ-কুল-পরিচারিকাঃ, কুলবর্ধনা-সনাথাশ্চ বিলাসবতী-দাস্যঃ, সর্বান্তঃপুর-প্রেষিতাশ্চান্তঃ-পুর-পরিচারিকাঃ পটলক-বিনিহিতানি বিবিধান্যাভরণানি মাল্যান্যঙ্গরাগান্ বাসাংসি চাদায়, পুরতস্তস্যোপতস্থুঃ, উপনিন্যুশ্চ। যথাক্রমমাদায় চ তাভ্যঃ, প্রথমং স্বয়মুপ-লিপ্য বৈশম্পায়নম্, উপচিতাঙ্গরাগো, দত্ত্বা চ সমীপ-বর্তিভ্যো যথার্হমাভরণ-বসনাঙ্গরাগ-কুসুমানি, বিবিধ-মণিভাজন-সহস্র-শারং শারদমম্বরতলমিব স্ফুরিত-তারাগণমাহার-মণ্ড-পমগচ্ছত্। তত্র চ দ্বিগুণীকৃত-কুথাসনোপবিষ্টঃ সমীপোপবিষ্টেন তদ্‌গুণোপবর্ণন-পরেণ বৈশম্পায়নেন যথার্হ-ভূমিভাগোপবেশিতেন রাজপুত্র-লোকেন ‘ইদমস্মৈ দীয়তাম্ ইদমস্মৈ দীয়তাম্’ ইতি প্রসাদ-বিশেষ-দর্শন-সংবর্ধিত-সেবা-রসেন চ সহাহার-বিধিম-করোত্। উপস্পৃশ্য চ গৃহীত-তাম্বূলস্তস্মিন্ মুহূর্তমিব স্থিত্বা ইন্দ্রায়ুধ-সমীপ-মগমত্। তত্র চানুপবিষ্ট এব তদ্‌গুণোপবর্ণন-প্রায়ালাপাঃ কথা কৃথাঃ সত্যপ্যাজ্ঞাপ্রতীক্ষ-ণোন্মুখে পার্শ্ব-পরিবর্তিনি পরিজনে তদ্-গুণ-হৃত-হৃদয়ঃ স্বয়মেবেন্দ্রায়ুধস্য পুরো যবসমাকীর্য নির্গত্য রাজকুলমযাসীত্। তেনৈব চ ক্রমেণাবলোক্য রাজানমাগত্য নিশা-মনৈষীত্।

অপরেদ্যুশ্চ প্রভাত-সময় এব সর্বান্তঃপুরাধিকৃতম্ ; অবনিপতেঃ পরম-সম্মতম্ ; অনুমার্গাগতয়া চ প্রথমে বয়সি বর্তমানয়া, রাজকুল-সংবাস-প্রগল্ভয়াপ্যনুজ্‌ঝিত-বিনয়য়া কিঞ্চিদুপারূঢ়-যৌবনয়া, শক্রগোপকা-লোহিত-রাগেণাংশুকেন রচিতাবগুণ্ঠনয়া সবালা-তপয়েব পূর্বয়া ককুভা, প্রত্যগ্রদলিত-মনঃশিলা-চূর্ণ-বর্ণেন অঙ্গলাবণ্য-প্রভা-প্রবাহেণা-মৃতরস-নদী-পূরেণেব ভবনমাপূরয়ন্ত্যা, জ্যোত্স্নয়েব রাহু-গ্রাস-ভয়াদপহায় রজনীকর-মণ্ডলং গাম্ অবতীর্ণয়া, রাজকুল-দেবতয়েব মূর্তিমত্যা, ক্বণিত-মণি-নূপুরাকলিত-চরণ-যুগলয়া কূজত্-কলহংসাকুলিত-কমলয়েব কমলিন্যা, মহার্হ-হেম-মেখলা-কলাপ-কলিত-জঘন-স্থলয়া, নাতি-নির্ভরোদ্ভিন্ন-পয়োধরয়া, মন্দ-মন্দ-ভুজলতা-বিক্ষেপ-প্রেঙ্খিত-নখ-ময়ূখ-স্থলেন ধারাভিরিব লাবণ্য-রসমনবরতং ক্ষরন্ত্যা, দিঙ্-মুখ-বিসর্পিণি হারলতানাং রশ্মিজালে নিমগ্নশরীরতয়া ক্ষীর-সাগরোন্মগ্নবদনয়েব লক্ষ্ম্যা, বহল-তাম্বূল-কৃষ্ণিমান্ধ-

কারিতাধর-লেখয়া, সম-সুবৃত্ত-তুঙ্গ-নাসিকয়া, বিকসিত-পুণ্ডরীক-ধবল-লোচনয়া, মণি-কুণ্ডল-মকর-পত্রভঙ্গ-কোটি-কিরণাতপাহত-কপোলতয়া স-কর্ণপল্লবমিব মুখমুদ্বহন্ত্যা, পর্যুষিত-ধূসর-চন্দন-রস-তিলকালংকৃত-ললাট-পট্টয়া, মুক্তাফল-প্রায়ালঙ্কারয়া, রাধেয়-রাজলক্ষ্ম্যেব উপপাদিতাঙ্গরাগয়া, নব-বন-লেখয়েব কোমল-তনু-লতয়া, ত্রয্যেব সুপ্রতিষ্ঠিত-চরণয়া, মখশালয়েব বেদি-মধ্যয়া, মেরুবন-লতয়েব কনকপত্রালংকৃতয়া, মহানুভাবাকারয়া অনুগম্যমানং কন্যকয়া ; কৈলাসনামানং কঞ্চুকিনমায়ান্তমপশ্যত্।

স কৃত-প্রণামঃ সমুপসৃত্য ক্ষিতিতল-নিহিত-দক্ষিণ-করো বিজ্ঞাপয়ামাস—কুমার, মহাদেবী বিলাসবতী সমাজ্ঞাপয়তি—'ইয়ং খলু কন্যকা মহারাজেন পূর্বং কুলূত-রাজধানী-মবজিত্য কুলূতেশ্বর-দুহিতা পত্রলেখাভিধানা বালিকা সতী বন্দীজনেন সহানীয়ান্তঃপুর-পরিচারিকা-মধ্যমুপনীতা। সা ময়া বিগত-নাথা রাজ-দুহিতেতি চ সমুপজাতস্নেহয়া দুহিতৃ-নির্বিশেষমিয়ন্তং কালমুপলালিতা সংবর্ধিতা চ। তদিয়মিদানীমুচিতা ভবতস্তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীতি কৃত্বা ময়া প্রেষিতা। ন চাস্যামায়ুষ্মতা পরিজন-সামান্য-দৃষ্টিনা ভবিতব্যম্। বালেব লালনীয়া। স্ব-চিত্ত-বৃত্তিরিব চাপলেভ্যো নিবারণীয়া। শিষ্যেব দ্রষ্টব্যা। সুহৃদিব সর্ব-বিশ্রম্ভেষ্বভ্যন্তরীকরণীয়া। দীর্ঘকাল-সংবর্ধিতস্নেহতয়া স্ব-সুতায়ামিব হৃদয়মস্যামস্তি মে, বলবানস্যাং পক্ষপাতঃ। মহাভিজন-রাজবংশ-প্রসূতা চার্হতীয়মেবংবিধানি কর্মাণি। নিয়তং চ স্বয়মেবেয়মতি-বিনীততয়া কতিপয়ৈরিব দিবসৈঃ কুমারমারাধয়িষ্যতি কেবলমতিচির-কালোপচিতা বলবতী মে প্রেম-প্রবৃত্তিরস্যাম্, অবিদিতশীলশ্চাস্যাঃ কুমার ইতি সংদিশ্যতে। সর্বথা তথা কল্যাণিনা প্রযতিতব্যং যথেয়মতি-চিরমুচিতা পরিচারিকা তে ভবতি' ইত্যভিধায় বিরতবচসি কৈলাসে কৃতাভিজাত-প্রণামাং পত্রলেখামনিমিষ-লোচনং সুচিরমালোক্য চন্দ্রাপীড়ঃ 'যথাজ্ঞাপয়ত্যম্বা' ইত্যেবমুক্ত্বা কঞ্চুকিনং প্রেষয়ামাস।

পত্রলেখা তু ততঃ প্রভৃতি দর্শনেনৈব সমুপজাত-সেবা-রসা ন দিবা, ন রাত্রৌ, ন সুপ্তস্য, নাসীনস্য, নোত্থিতস্য, ন ভ্রমতঃ, ন রাজকুল-গতস্য ছায়েব রাজসূনোঃ পার্শ্বং মুমোচ। চন্দ্রাপীড়স্যাপি তস্যাং দর্শনাদারভ্য প্রতিক্ষণমুপচীয়মানা মহতী প্রীতিরাসীত্। অভ্যধিকঞ্চ প্রতিদিবসম্ অস্যাঃ প্রসাদমকরোত্. আত্মহৃদয়াদব্যতিরিক্তামিব চৈনাং সর্ব-বিশ্রম্ভেষ্বমন্যত।

এবং সমতিক্রামৎসু কেষুচিত্ দিবসেষু রাজা চন্দ্রাপীড়স্য যৌবরাজ্যাভিষেকং চিকীর্ষুঃ প্রতীহারানুপকরণ-সম্ভার-সংগ্রহার্থমাদিদেশ। সমুপস্থিত-যৌবরাজ্যাভিষেকঞ্চ তং কদাচিদ্দর্শনার্থমাগতমারূঢ়-বিনয়মপি বিনীততরমিচ্ছন্ কর্তুং শুকনাসঃ সবিস্তরমুবাচ—

তাত চন্দ্রাপীড়, বিদিত-বেদিতব্যস্য অধীত-সর্বশাস্ত্রস্য তে নাল্পমপ্যুপদেষ্টব্যমস্তি। কেবলঞ্চ নিসর্গত এব অভানু-ভেদ্যমরত্নালোক-চ্ছেদ্যমপ্রদীপ-প্রভাপনেয়মতি-গহনং তমো যৌবন-প্রভবম্। অপরিণামোপশমো দারুণো লক্ষ্মী-মদঃ। কষ্টমনঞ্জন-বর্তি-সাধ্যমপরম্ ঐশ্বর্য-তিমিরান্ধত্বম্। অশিশিরোপচার-হার্যোঽতিতীব্রো দর্প-দাহ-জ্বরোষ্মা। সততমমূলমন্ত্র-গম্যো বিষমো বিষয়-বিষাস্বাদ-মোহঃ। নিত্যমস্নান-শৌচ-বাধ্যো বলবান্ রাগ-মলাবলেপঃ। অজস্রমক্ষপাবসান-প্রবোধা ঘোরা চ রাজ্য-সুখ-সন্নিপাত-নিদ্রা ভবতীত্যতো বিস্তরেণাভিধীয়সে। গর্ভেশ্বরত্বমভিনব-যৌবনত্বমপ্রতিম-রূপত্বমমানুষ-শক্তিত্বং চেতি মহতীয়ং খল্বনর্থপরংপরা। সর্বাবিনয়ানামেকৈকমপ্যে-

ষামায়তনম্, কিমুত সমবায়ঃ। যৌবনারম্ভে চ প্রায়ঃ শাস্ত্র-জল-প্রক্ষালন-নির্মলাপি কালুষ্যমুপযাতি বুদ্ধিঃ। অনুজ্ঝিত-ধবলতাপি সরাগৈব ভবতি যূনাং দৃষ্টিঃ। অপহরতি চ বাত্যেব শুষ্কপত্রং সমুদভূত-রজো-ভ্রান্তিরতিদূরমাত্মেচ্ছয়া যৌবন-সময়ে পুরুষং প্রকৃতিঃ। ইন্দ্রিয়-হরিণ-হারিণী চ সততমতিদুরন্তেয়ম্ উপভোগ-মৃগতৃষ্ণিকা। নবযৌবন-কষায়িতাত্মনশ্চ সলিলানীব তান্যেব বিষয়-স্বরূপাণ্যাস্বাদ্যমানানি, মধুরতরাণ্যাপতন্তি মনসঃ। নাশয়তি চ দিঙ্‌মোহ ইবোন্মার্গ-প্রবর্তকঃ পুরুষমত্যাসঙ্গো বিষয়েষু। ভবাদৃশা এব ভবন্তি ভাজনানি উপদেশানাম্। অপগত-মলে হি মনসি স্ফটিক-মণাবিব রজনিকর-গভস্তয়ো বিশন্তি সুখেন উপদেশ-গুণাঃ। গুরুবচনমমলমপি সলিলমিব মহদুপজনয়তি শ্রবণ-স্থিতং শূলমভব্যস্য। ইতরস্য তু করিণ ইব শঙ্খাভরণমানন-শোভা-সমুদয়মধিকতরমুপজনয়তি। হরতি চ সকলম্ অতি-মলিনমপ্যন্ধকারমিব দোষ-জাতং প্রদোষ-সময়-নিশাকর ইব গুরূপদেশঃ প্রশমহেতুর্বয়ঃপরিণাম ইব পলিত-রূপেণ শিরসিজ-জালমমলীকুর্বন্ গুণ-রূপেণ তদেব পরিণময়তি। অয়মেব চানাস্বাদিত-বিষয়-রসস্য তে কাল উপদেশস্য। কুসুমশর-শর-প্রহার-জর্জরিতে হি হৃদয়ে জলমিব গলত্যুপদিষ্টম্। অকারণঞ্চ ভবতি দুষ্প্রকৃতেরন্বয়ঃ শ্রুতং বা বিনয়স্য। চন্দন-প্রভবো ন দহতি কিমনলঃ, কিংবা প্রশম-হেতুনাপি ন প্রচণ্ডতরীভবতি বড়বানলো বারিণা। গুরূপদেশশ্চ নাম পুরুষাণামখিল-মল-প্রক্ষালন-ক্ষমমজল-স্নানম্, অনুপজাত-পালিতাদি-বৈরূপ্যমজরং বৃদ্ধত্বম্, অনারোপিত-মেদো-দোষং গুরুকরণম্, অসুবর্ণ-বিরচনমগ্রাম্যং কর্ণাভরণম্, অতীত-জ্যোতিরালোকঃ, নোদ্বেগকরঃ প্রজাগরঃ। বিশেষেণ রাজ্ঞাম্। বিরলা হি তেষামুপদেষ্টারঃ। প্রতিশব্দক ইব রাজ-বচনমনুগচ্ছতি জনো ভয়াত্। উদ্দাম-দর্প-শ্বয়থু-স্থগিত-শ্রবণ-বিবরাশ্চোপদিশ্যমানমপি তে ন শৃণ্বন্তি। শৃণ্বন্তোঽপি চ গজ-নিমীলিতেনাবধীরয়ন্তঃ খেদয়ন্তি হিতোপদেশ-দায়িনো গুরূন্। অহঙ্কার-দাহজ্বর-মূর্চ্ছান্ধকারিতা বিহ্বলা হি রাজপ্রকৃতিঃ। অলীকাভিমানোন্মাদকারীণি ধনানি। রাজ্য-বিষ-বিকার-তন্দ্রীপ্রদা রাজলক্ষ্মীঃ।

আলোকয়তু তাবত্ কল্যাণাভিনিবেশী লক্ষ্মীমেব প্রথমম্। ইয়ং হি সুভট-খড়্গ-মণ্ডলোত্পল-বন-বিভ্রম-ভ্রমরী লক্ষ্মীঃ ক্ষীর-সাগরাত্ পারিজাত-পল্লবেভ্যো রাগম্, ইন্দু-শকলাদেকান্ত-বক্রতাম্, উচ্চৈঃশ্রবসশ্চঞ্চলতাম্, কালকূটান্মোহন-শক্তিম্, মদিরায়া মদম্, কৌস্তুভমণেরতিনৈষ্ঠুর্যম্, ইত্যেতানি সহবাস-পরিচয়-বশাদ্বিরহ-বিনোদ-চিহ্নানি গৃহীত্বৈবোদ্‌গতা। ন হ্যেবংবিধমপরম্ অপরিচিতমিহ জগতি কিঞ্চিদস্তি, যথেয়মনার্যা। লব্ধাপি খলু দুঃখেন পরিপাল্যতে। দৃঢ়-গুণ-পাশ-সন্দান-নিস্পন্দীকৃতাপি নশ্যতি। উদ্দাম-দর্প-ভট-সহস্রোল্লাসিতাসিলতা-পঞ্জর-বিধৃতাপ্যপক্রামতি। মদজল-দুর্দিনান্ধকার-গজ-ঘন-ঘটা-পরিপালিতাপি প্রপলায়তে। ন পরিচয়ং রক্ষতি। নাভিজনমীক্ষতে। ন রূপমালোকয়তে। ন কুলক্রমমনুবর্ততে। ন শীলং পশ্যতি। ন বৈদগ্ধ্যং গণয়তি। ন শ্রুতমাকর্ণয়তি। ন ধর্মমনুরুধ্যতে। ন ত্যাগম্ আদ্রিয়তে। ন বিশেষজ্ঞতাং বিচারয়তি। নাচারং পালয়তি। ন সত্যমববুধ্যতে। ন লক্ষণং প্রমাণীকরোতি। গন্ধর্বনগরলেখেব পশ্যত এব নশ্যতি। অদ্যাপ্যারূঢ়-মন্দর-পরিবর্তাবর্ত-ভ্রান্তি-জনিত-সংস্কারেব পরিভ্রমতি। কমলিনী-সঞ্চরণ-ব্যতিকর-লগ্ন-নলিন-নাল-কণ্টক-ক্ষতেব ন ক্বচিদপি নির্ভরমাবধ্নাতি পদম্। অতি-প্রযত্ন-বিধৃতাপি পরমেশ্বর-গৃহেষু বিবিধ-গন্ধগজ-গণ্ড-মধুপান-মত্তেব পরিস্খলতি। পারুষ্যমিবোপশিক্ষিতুমসি-

ধারাসু নিবসতি। বিশ্বরূপত্বমিব গ্রহীতুমাশ্রিতা নারায়ণ-মূর্তিম্। অপ্রত্যয়-বহুলা চ দিবসান্ত-কমলমিব সমুপচিত-মূল-দণ্ড-কোষ-মণ্ডলমপি মুঞ্চতি ভূভুজম্। লতেব বিটপকানধ্যারোহতি। গঙ্গেব বসুজনন্যপি তরঙ্গ-বুদ্বুদ্-চঞ্চলা। দিবসকর-গতিরিব প্রকটিত-বিবিধ-সংক্রান্তিঃ। পাতাল-গুহেব তমো-বহুলা। হিড়িম্বেব ভীম-সাহসৈক-হার্য-হৃদয়া। প্রাবৃড়িবাচিরদ্যুতি-কারিণী। দুষ্টপিশাচীব দর্শিতানেক-পুরুষোচ্ছ্রায়া স্বল্প-সত্ত্বমুন্মত্তীকরোতি। সরস্বতী-পরিগৃহীতমীর্ষ্যয়েব নালিঙ্গতি জনম্। গুণ-বন্তমপবিত্রমিব ন স্পৃশতি। উদার-সত্ত্বমমঙ্গলমিব ন বহু মন্যতে। সুজনমনিমিত্তমিব ন পশ্যতি। অভিজাতমহিমিব লঙ্ঘয়তি। শূরং কণ্টকমিব পরিহরতি। দাতারং দুঃস্বপ্নমিব ন স্মরতি। বিনীতং পাতকিনমিব নোপসর্পতি। মনস্বিনমুন্মত্তমিবোপ-হসতি। পরস্পর-বিরুদ্ধঞ্চেন্দ্র-জালমিব দর্শয়ন্তী প্রকটয়তি জগতি নিজং চরিতম্। তথাহি—সততম্ উষ্মাণমারোপয়ন্ত্যপি জাড্যমুপজনয়তি। উন্নতিমাদধানাপি নীচ-স্বভাবতামাবিষ্করোতি। তোয়রাশি-সম্ভবাপি তৃষ্ণাং সংবর্ধয়তি। ঈশ্বরতাং দধানাপি অশিব-প্রকৃতিত্বমাতনোতি। বলোপচয়মাহরন্ত্যপি লঘিমানমাপাদয়তি। অমৃত-সহো-দরাপি কটু-বিপাকা। বিগ্রহবত্যপি অপ্রত্যক্ষ-দর্শনা। পুরুষোত্তম-রতাপি খল-জন-প্রিয়া। রেণুময়ীব স্বচ্ছমপি কলুষীকরোতি। যথা যথা চেয়ং চপলা দীপ্যতে তথা তথা দীপশিখেব কজ্জল-মলিনমেব কর্ম কেবলমুদ্বমতি। তথাহি—ইয়ং সংবর্ধন-বারি-ধারা তৃষ্ণা-বিষবল্লীনাম্। ব্যাধ-গীতিরিন্দ্রিয়-মৃগাণাম্। পরামর্শ-ধূমলেখা সচ্চরিত-চিত্রাণাম্। বিভ্রম-শয্যা মোহ-দীর্ঘ-নিদ্রাণাম্। নিবাস-জীর্ণবলভী ধনমদ-পিশাচিকা-নাম্। তিমিরোদ্গতিঃ শাস্ত্র-দৃষ্টিনাম্। পুরঃ-পতাকা সর্বাবিনয়ানাম্। উৎপত্তি-নিম্নগা ক্রোধাবেগ-গ্রাহাণাম্। আপান-ভূমিঃ বিষয়-মধুনাম্। সঙ্গীতশালা ভ্রূবিকার-নাট্যানাম্। আবাস-দরী দোষাশীবিষাণাম্। উৎসারণ-বেত্রলতা সৎপুরুষ-ব্যবহারাণাম্। অকাল-প্রাবৃট্ গুণ-কলহংসকানাম্। বিসর্পণ-ভূমির্লোকাপবাদ-বিস্ফোটকানাম্। প্রস্তাবনা কপট-নাটকস্য। কদলিকা কাম-করিণঃ। বধ্য-শালা সাধু-ভাবস্য। রাহু-জিহ্বা ধর্মেন্দু-মণ্ডলস্য। ন হি তং পশ্যামি যো হ্যপরিচিতয়ানয়া ন নির্ভরমুপগূঢ়ঃ, যো বা ন বিপ্রলব্ধঃ। নিয়তমিয়মালেখ্য-গতাপি চলতি। পুস্তময্যপি ইন্দ্রজালমা-চরতি। উৎকীর্ণাপি বিপ্রলভতে। শ্রুতাপ্যভিসন্ধত্তে। চিন্তিতাপি বঞ্চয়তি। এবং বিধয়াপি চানয়া দুরাচারয়া কথমপি দৈববশেন পরিগৃহীতাঃ বিক্লবা ভবন্তি রাজানঃ, সর্বাবিনয়াধিষ্ঠানতাঞ্চ গচ্ছন্তি। তথাহি—অভিষেক-সময় এব চৈষাং মঙ্গলকলস-জলৈরিব প্রক্ষাল্যতে দাক্ষিণ্যম্। অগ্নিকার্য-ধূমেনেব মলিনীক্রিয়তে হৃদয়ম্। পুরোহিত-কুশাগ্র-সম্মার্জনীভিরিবাপনীয়তে ক্ষান্তিঃ। উষ্ণীষপট্ট-বন্ধেনেবাবচ্ছাদ্যতে জরাগমন-স্মরণম্। আতপত্র-মণ্ডলেনেবাপবার্যতে পরলোক-দর্শনম্। চামর-পবনৈরিবাপহ্রিয়তে সত্য-বাদিতা। বেত্রদণ্ডৈরিবোৎসার্যন্তে গুণাঃ। জয়শব্দ-কলকলৈরিব তিরস্ক্রিয়ন্তে সাধু-বাদাঃ। ধ্বজ-পট-পল্লবৈরিব পরামৃশ্যতে যশঃ। কেচিৎ শ্রম-বশ-শিথিল-শকুনিগলপুট-চপলাভিঃ খদ্যোতোন্মেষ-মুহূর্ত-মনোহরাভির্মনস্বিজন-গর্হিতাভিঃ সম্পদ্ভিঃ প্রলোভ্যমানাঃ, ধন-লব-লাভাবলেপন-বিস্মৃত-জন্মানোঽনেকদোষোপচিতেন দুষ্টাসৃজেব রাগাবেশেন বাধ্যমানাঃ, বিবিধ-বিষয়-গ্রাস-লালসৈঃ পঞ্চভিরপ্যনেক-সহস্র-সংখ্যৈরিবেন্দ্রি-য়ৈরায়াস্যমানাঃ, প্রকৃতি-চঞ্চলতয়া লব্ধ-প্রসরেণ একেনাপি শতসহস্রতামিবোপগতেন মনসা আকুলীক্রিয়মাণা বিহ্বলতামুপযান্তি। গ্রহৈরিব গৃহ্যন্তে। ভূতৈরিবাভিভূয়ন্তে।

মন্ত্রৈরিবাবেশ্যন্তে। সত্ত্বৈরিবাবষ্টভ্যন্তে। বায়ুনেব বিড়ম্ব্যন্তে। পিশাচৈরিব গ্রস্যন্তে। মদন-শরৈর্মর্মাহতা ইব মুখভঙ্গ-সহস্রাণি কুর্বতে। ধনোষ্মণা পচ্যমানা ইব বিচেষ্টন্তে। গাঢ়-প্রহারাহতা ইব অঙ্গানি ন ধারয়ন্তি। কুলীরা ইব তির্যক্ পরিভ্রমন্তি। অধর্ম-ভগ্ন-গতয়ঃ পঙ্গব ইব পরেণ সঞ্চার্যন্তে। মৃষাবাদ-বিষ-বিপাক-সঞ্জাত-মুখ-রোগা ইবাতিকৃচ্ছ্রেণ জল্পন্তি। সপ্তচ্ছদ-তরব ইব কুসুম-রজো-বিকারৈরাসন্নবর্তিনাং শিরঃ-শূলমুৎপাদয়ন্তি। আসন্ন-মৃত্যব ইব বন্ধুজনম্ অপি নাভিজানন্তি। উৎকুপিত-লোচনা ইব তেজস্বিনো নেক্ষন্তে। কালদষ্টা ইব মহামন্ত্রৈরপি ন প্রতিবুধ্যন্তে। জাতুষাভরণানীব সোষ্মাণং ন সহন্তে। দুষ্ট-বারণা ইব মহমানস্তম্ভ-নিশ্চলীকৃতাঃ ন গৃহ্নন্ত্যুপদেশম্। তৃষ্ণা-বিষ-মূর্চ্ছিতাঃ কনকময়মিব সর্বং পশ্যন্তি। ইষব ইব পান-বর্ধিত-তৈক্ষ্ণ্যাঃ পর-প্রেরিতা বিনাশয়ন্তি। দূর-স্থিতান্যপি ফলানীব দণ্ড-বিক্ষেপৈ-র্মহাকুলানি শাতয়ন্তি। অকাল-কুসুম-প্রসবা ইব মনোহরাকৃতয়োঽপি লোকবিনাশ-হেতবঃ। শ্মশানাগ্নয় ইবাতিরৌদ্র-ভূতয়ঃ। তৈমিরিকা ইবাদূর-দর্শিনঃ। উপসৃষ্টা ইব ক্ষুদ্রাধিষ্ঠিত-ভবনাঃ। শ্রূয়মানা অপি প্রেত-পটহা ইবোদ্বেজয়ন্তি। চিন্ত্যমানা অপি মহাপাতকাধ্যবসায়া ইবোপদ্রবমুপজনয়ন্তি। অনুদিবসমাপূর্যমাণাঃ পাপেনেবাধ্মাত-মূর্তয়ো ভবন্তি। তদবস্থাশ্চ ব্যসন-শত-শরব্যতামুপগতাঃ বল্মীক-তৃণাগ্রাবস্থিতাঃ জল-বিন্দব ইব পতিতমপ্যাত্মানং নাবগচ্ছন্তি।

অপরে তু স্বার্থ-নিষ্পাদন-পরৈর্ধন-পিশিত-গ্রাস-গৃধ্রৈরাস্থান-নলিনী-বকৈঃ দ্যূতং বিনোদ ইতি, পরদারাভিগমনং বৈদগ্ধ্যমিতি, মৃগয়া শ্রম ইতি, পানং বিলাস ইতি, প্রমত্ততা শৌর্যমিতি, স্বদার-পরিত্যাগঃ অব্যসনিতেতি, গুরুবচনাবধীরণমপর-প্রণয়েত্ব-মিতি, অজিত-ভৃত্যতা সুখোপসেব্যত্বমিতি, নৃত্য-গীত-বাদ্য-বেশ্যাভিসক্তিঃ রসিক-তেতি, মহাপরাধানাকর্ণনং মহানুভাবতেতি, পরিভবসহত্বং ক্ষমেতি, স্বচ্ছন্দতা প্রভুত্ব-মিতি, দেবাবমাননং মহাসত্ত্বতেতি, বন্দিজন-খ্যাতিঃ যশ ইতি, তরলতা উৎসাহ ইতি, অবিশেষজ্ঞতা অপক্ষপাতিত্বমিতি দোষানপি গুণপক্ষমধ্যারোপয়দ্ভিরন্তঃ স্বয়মপি বিহ-সদ্ভিঃ প্রতারণকুশলৈধূর্তৈরমানুষোচিতাভিঃ স্তুতিভিঃ প্রতার্যমাণাঃ, বিত্ত-মদ-মত্ত-চিত্তাঃ, নিশ্চেতনতয়া তথৈবেত্যাত্মন্যারোপিতালীকাভিমানাঃ, মর্ত্য-ধর্মাণোঽপি দিব্যাংশাব-তীর্ণমিব সদৈবতমিবাতিমানুষম্ আত্মানমুৎপ্রেক্ষমাণাঃ, প্রারব্ধ-দিব্যোচিত-চেষ্টানুভাবাঃ সর্ব-জনস্যোপহাস্যতামুপযান্তি। আত্ম-বিড়ম্বনাঞ্চানুজীবিনা জনেন ক্রিয়-মাণামভিনন্দন্তি। মনসা দেবতাধ্যারোপণ-প্রতারণা-সম্ভূত-সম্ভাবনোপহতাশ্চান্তঃপ্রবিষ্টা-পর-ভুজ-দ্বয়-মিবাত্ম-বাহু-যুগলং সম্ভাবয়ন্তি। ত্বগন্তরিত-তৃতীয়-লোচনং স্ব-ললাটমা-শঙ্কন্তে। দর্শন-প্রদানমপি অনুগ্রহং গণয়ন্তি। দৃষ্টি-পাতমপ্যুপকার-পক্ষে স্থাপয়ন্তি। সম্ভাষণমপি সংবিভাগ-মধ্যে কুর্বন্তি। আজ্ঞামপি বর-প্রদানং মন্যন্তে। স্পর্শমপি পাবনমাকলয়ন্তি। মিথ্যা-মাহাত্ম্য-গর্ব-নির্ভরাশ্চ ন প্রণমন্তি দেবতাভ্যঃ। ন পূজয়ন্তি দ্বিজাতীন্। ন মানয়ন্তি মান্যান্। নার্চয়ন্ত্যর্চনীয়ান্। নাভিবাদয়ন্ত্যভিবাদনা-র্হান্। নাভ্যুত্তিষ্ঠন্তি গুরূন্। অনর্থকায়াসান্তরিত-বিষয়োপভোগ-সুখমিত্যুপহ-সন্তি বিদ্বজ্জনম্। জরা-বৈক্লব্য-প্রলপিতমিতি পশ্যন্তি বৃদ্ধজনোপদেশম্। আত্ম-প্রজ্ঞা-পরিভব ইত্যসূয়ন্তি সচিবোপদেশায়। কুপ্যন্তি হিতবাদিনে। সর্বথা তমভি-নন্দন্তি, তমালপন্তি, তং পার্শ্বে কুর্বন্তি, তং সংবর্ধয়ন্তি, তেন সহ সুখমবতিষ্ঠন্তে, তস্মৈ দদতি, তং মিত্রতামুপনয়ন্তি, তস্য বচনং শৃণ্বন্তি, তত্র বর্ষন্তি, তং বহু

মন্যন্তে, তমাপ্ততামাপাদয়ন্তি, যোঽহর্নিশমনবরতমুপ-রচিতাঞ্জলিরধিদৈবতমিব বিগতান্য-কর্তব্যঃ স্তৌতি, যো বা মাহাত্ম্যমুদ্ভাবয়তি। কিং বা তেষামসাম্প্রতম্, যেষামতিনৃশংস-প্রায়োপদেশ-নির্ঘৃণং কৌটিল্যশাস্ত্রং প্রমাণম্, অভিচার-ক্রিয়াক্রূরৈক-প্রকৃতয়ঃ পুরোধসো গুরবঃ, পরাভিসন্ধান-পরা মন্ত্রিণ উপদেষ্টারঃ, নরপতি-সহস্র-ভুক্তোজ্ঝিতায়াং লক্ষ্ম্যামাসক্তিঃ, মারণাত্মকেষু শাস্ত্রেষু অভিযোগঃ, সহজ-প্রেমার্দ্র-হৃদয়ানুরক্তা ভ্রাতর উচ্ছেদ্যাঃ।

তদেবংপ্রায়াতি-কুটিল-কষ্ট-চেষ্টা-সহস্র-দারুণে রাজ্য-তন্ত্রে, অস্মিন্ মহামোহান্ধকারিনি চ যৌবনে, কুমার, তথা প্রযতেথাঃ, যথা নোপহস্যসে জনৈঃ, ন নিন্দ্যসে সাধুভিঃ, ন ধিক্ক্রিয়সে গুরুভিঃ, নোপালভ্যসে সুহৃদ্ভিঃ, ন শোচ্যসে বিদ্বদ্ভিঃ। যথা চ ন প্রকাশ্যসে বিটৈঃ, ন প্রহস্যসে কুশলৈঃ, নাস্বাদ্যসে ভুজঙ্গৈঃ, নাবলুপ্যসে সেবকবৃকৈঃ, ন বঞ্চ্যসে ধূর্তৈঃ, ন প্রলোভ্যসে বনিতাভিঃ, ন বিড়ম্ব্যসে লক্ষ্ম্যা, ন নর্ত্যসে মদেন, নোন্মত্তীক্রিয়সে মদনেন, নাক্ষিপ্যসে বিষয়ৈঃ, নাবকৃষ্যসে রাগেণ, নাপহ্রিয়সে সুখেন। কামং ভবান্ প্রকৃত্যৈব ধীরঃ, পিত্রা চ মহতা প্রযত্নেন সমারোপিত-সংস্কারঃ, তরলহৃদয়মপ্রতিবুদ্ধঞ্চ মদয়ন্তি ধনানি, তথাপি ভবদ্-গুণ-সন্তোষো মামেবং মুখরীকৃতবান্। ইদমেব চ পুনঃ পুনরভিধীয়সে—বিদ্বাংসমপি সচেতনমপি মহাসত্ত্বমপ্যভিজাতমপি ধীরমপি প্রযত্নবন্তমপি পুরুষমিয়ং দুর্বিনীতা খলীকরোতি লক্ষ্মীরিতি। সর্বথা কল্যাণৈঃ পিত্রা ক্রিয়মাণমনুভবতু ভবান্ নব-যৌবরাজ্যাভিষেক-মঙ্গলম্। কুলক্রমাগতামুদ্বহ পূর্ব-পুরুষৈরূঢ়াং ধুরম্। অবনময় দ্বিষতাং শিরাংসি। উন্নময় বন্ধুবর্গম্। অভিষেকানন্তরঞ্চ প্রারব্ধ-দিগ্বিজয়ঃ পরিভ্রমন্ বিজিতামপি তব পিত্রা সপ্তদ্বীপ-ভূষণাং পুনর্বিজয়স্ব বসুন্ধরাম্। অয়ঞ্চ তে কালঃ প্রতাপমারোপয়িতুম্। আরূঢ়-প্রতাপো হি রাজা ত্রৈলোক্য-দর্শীব সিদ্ধাদেশো ভবতি—ইত্যেতাবদভিধায়োপশশাম।

উপশান্ত-বচসি শুকনাসে চন্দ্রাপীড়স্তাভিরমলাভিঃ উপদেশ-বাগ্ভিঃ প্রক্ষালিত ইব, উন্মীলিত ইব, স্বচ্ছীকৃত ইব, নিমৃষ্ট ইব, অভিষিক্ত ইব, অভিলিপ্ত ইব, অলঙ্কৃত ইব, পবিত্রীকৃত হব, উদ্ভাসিত ইব, প্রীত-হৃদয়ো মুহূর্তং স্থিত্বা স্বভবনমাজগাম।

ততঃ কতিপয়-দিবসাপগমে চ রাজা স্বয়মুৎক্ষিপ্ত-মঙ্গল-কলসঃ সহ শুকনাসেন পুণ্যেঽহনি পুরোধসা সম্পাদিতাশেষ-রাজ্যাভিষেক-মঙ্গলম্, অনেক-নরপতি-সহস্র-পরিবৃতঃ, সর্বেভ্যস্তীর্থেভ্যঃ, সর্বাভ্যো নদীভ্যঃ, সর্বেভ্যশ্চ সাগরেভ্যঃ সমাহৃতেন, সর্বৌষধিভিঃ-সর্বফলৈঃ সর্বমৃদ্ভিঃ সর্বরত্নৈশ্চ পরিগৃহীতেন, আনন্দবাষ্পজলমিশ্রেণ, মন্ত্রপূতেন বারিণা সুতমভিষিষেচ। অভিষেকসলিলার্দ্রদেহঞ্চ তং লতেব পাদপান্তরং নিজ-পাদপমমুঞ্চন্ত্যপি তারাপীড়ং তৎক্ষণমেব সঞ্চক্রাম রাজলক্ষ্মীঃ।

অনন্তরমখিলান্তঃপুর-পরিবৃতয়া চ প্রেমার্দ্র-হৃদয়য়া বিলাসবত্যা স্বয়মাপাদ-তলাদামোদিনা-চন্দ্রাতপ-ধবলেন চন্দনেনানুলিপ্তমূর্তিঃ, অভিনব-বিকসিত-সিত-কুসুম-কৃতশেখরঃ, গোরোচনা-চ্ছুরিত-দেহঃ, দূর্বা-প্রবাল-রচিত-কর্ণপূরঃ, দীর্ঘ-দশমনুপহতমিন্দুধবলং দুকূল-যুগলং বসানঃ, পুরোহিত-প্রতিবদ্ধ-প্রতিসর-প্রসাধিত-পাণিঃ, অভিনব-রাজলক্ষ্মী-কমলিনী-মৃণালেন অভিষেক-দর্শনার্থমাগতেন সপ্তর্ষি-মণ্ডলেনেব হারেণালঙ্কৃত-বক্ষঃস্থলঃ, সিত-কুসুম-গ্রথিতাভিরাজানুলম্বিনীভিরিন্দু-কর-কলাপ-কোমলাভিঃ বৈকক্ষক-স্রগ্ভিঃ নিরন্তর-নিচিত-শরীরতয়া ধবল-বেশ-পরিগ্রহতয়া চ নরসিংহ ইব

বিধূত-কেসর-নিকরঃ, কৈলাস ইব স্রবৎ-স্রোতস্বিনী-স্রোতোরাশিঃ, ঐরাবত ইব মন্দাকিনী-মৃণাল-জাল-জটিলঃ, ক্ষীরোদ ইব স্ফুরিতফেন-লতাকুলঃ, তৎকাল-প্রতিপন্ন-বেত্রদণ্ডেন পিত্রা স্বয়ং পুরঃ-প্রারব্ধ-সমুৎসারণঃ সভামণ্ডপমুপগম্য কাঞ্চনময়ং শশীব মেরু-শৃঙ্গং চন্দ্রাপীড়ঃ সিংহাসনমারুরোহ।

আরূঢ়স্য চাস্য কৃত-যথোচিত-সকল-রাজলোক-সম্মানস্য মুহূর্তং স্থিত্বা দিগ্বিজয়-প্রয়াণ-শংসী প্রলয়ঘন-ঘটা-ঘোষ-ঘর্ঘর-ধ্বনিঃ, উদধিরিব মন্দর-ঘাতৈঃ বসুন্ধরা-পীঠমিব যুগান্ত-নির্ঘাতৈঃ, উৎপাত-জলধর ইব তড়িদ্দণ্ড-পাতৈঃ, পাতাল-কুক্ষিরিব মহাবরাহ-ঘোণাভিঘাতৈঃ কনক-কোণৈঃ অভিহন্যমানঃ প্রস্থান-দুন্দুভিরামন্থরং দধ্বান। যেন ধ্বনতা সমাধ্মাতানীব উন্মীলিতানীব মুখরীকৃতানীব পৃথক্-কৃতানীব বিস্তারিতানীব গর্ভীকৃতানীব প্রদক্ষিণীকৃতানীব বধিরীকৃতানীব রবেণ ভুবনান্তরাণি। বিশ্লেষিতা ইব দিশামন্যোন্য-বন্ধ-সন্ধয়ঃ। যস্য চ ভয়-বশ-বিষম-চলিতোত্তান-ফণা-সহস্রেণালিঙ্গ্যমান ইব রসাতলে শেষেণ, মুহুর্মুহুরভিমুখ-দত্ত-দন্তোধ্ব-ঘাতৈঃ আহূয়মান ইব দিক্ষু দিক্-কুঞ্জরৈঃ, সন্ত্রাস-রচিত-রেচিত-মণ্ডলৈঃ প্রদক্ষিণীক্রিয়মাণ ইব নভসি দিবসকর-রথ-তুরগৈঃ, অপূর্ব-শর্বাট্টহাস-শঙ্কা-হর্ষ-হুঙ্কৃতেন আভাষ্যমাণ ইব কৈলাস-শিখরিণি ত্র্যম্বক-বৃষভেণ, কৃত-গম্ভীর-কণ্ঠ-গর্জিতেন প্রত্যুদ্গম্যমান ইব মেরৌ ঐরাবতেন, অশ্রুতপূর্বরব-রোষাবেশ-তির্যগবনমিত-বিষাণ-মণ্ডলেন প্রণম্যমান ইব যমসদ্মনি কৃতান্তমহিষেণ, সন্ত্রস্ত-সকল-লোকপালাকর্ণিতো বভ্রাম ত্রিভুবনমখিলং নিনাদঃ।

ততো দুন্দুভি-রবমাকর্ণ্য 'জয় জয়ে'তি চ সর্বতঃ সমুদ্ঘুষ্যমাণ-জয়শব্দঃ সিংহাসনাৎ সহ দ্বিষতাং শ্রিয়া সঞ্চাল চন্দ্রাপীড়ঃ।

সমন্তাৎ সসম্ভ্রমোত্থিতৈশ্চ পরস্পর-সংঘট্ট-বিঘটিত-হারসূত্র-বিগলিতান্ অনবরত-মাশা-বিজয়-প্রস্থান-মঙ্গল-লাজানিব মুক্তাফল-প্রকরান্ ক্ষরদ্ভিঃ, পারিজাত ইব সিত-কুসুম-মুকুল-পাতিভিঃ কল্প-পাদপৈঃ, ঐরাবত ইব বিমুক্ত-কর-শীকরৈরাশা-গজৈঃ, গগনাভোগ ইব তারাগণ-বর্ষিভির্দিগন্তরৈঃ, জলদ-কাল ইব স্থূল-জল-লবাসার-স্যন্দিভি-র্জলধরৈঃ, অনুগম্যমানো নরপতি-সহস্রৈরাস্থান-মণ্ডপান্নিরগাৎ।

নির্গত্য চ পূর্বারূঢ়য়া পত্রলেখয়া অধ্যাসিতান্তরাসনাম্, উপপাদিত-প্রস্থান-সমুচিত-মঙ্গল্যালঙ্কারাং সসম্ভ্রমাধোরণোপনীতাং করেণুকামারুহ্য অচল-রেচক-চক্রীকৃত-ক্ষীরোদা-বর্ত-পাণ্ডুরেণ দশবদন-বাহু-দণ্ডাবস্থিত-কৈলাস-কান্তিনা মুক্তাফল-জালিনা শত-শলাকেনাতপত্রেণ নিবার্যমাণাতপো নির্গন্তুমারেভে।

নির্গচ্ছংশ্চ অভ্যন্তরাবস্থিত এব প্রাকারান্তরিত-দর্শনানাং দ্বারাবস্থিতানাং প্রতি-পালয়তাং রাজ্ঞামুন্ময়ূখানাং চূড়ামণীনামলক্তক-দ্রব-দ্যুতি-মুষা বহলেনালোক-বালাতপেন রাজ্যাভিষেকানন্তর-প্রসৃতেন স্ব-প্রতাপ-বহ্নিনেবাত্যর্থং পিঞ্জরীক্রিয়মাণা দশ দিশঃ, যৌবরাজ্যাভিষেক-জন্মনা নিজানুরাগেনেব রজ্যমানমবনি-তলম্, আসন্ন-রিপু-বিনাশ-পিশুনেন দিগ্-দাহেনেব পাটলীক্রিয়মাণমম্বরতলম্, অভিমুখাগত-ভুবনতল-লক্ষ্মী-চরণালক্তক-রসেনেব লোহিতায়মানাতপং দিবসং দদর্শ।

বিনির্গতশ্চ সসম্ভ্রম-প্রচলিত-গজঘটা-সহস্রৈরন্যোন্য-সংঘট্ট-জর্জরিতাতপত্র-মণ্ডলৈ-রাদরাবনত-মৌলি-শিথিল-মণি-মুকুট-পঙ্‌ক্তিভিরাবর্জিত-রত্ন-কর্ণপূরৈঃ কপোলস্থল-স্খলিত-রত্ন-কুণ্ডলৈরাজ্ঞপ্ত-সেনাপতি-নির্দিশ্যমান-নামভিরবনিভুজাং চক্রবালৈঃ প্রণম্যমানঃ, বহল-সিন্দূর-রেণু-পাটলেন ক্ষিতিতল-দোলায়মান-স্থূল-মুক্তাকলাপাবচূলেন সিত-কুসুম-

মালা-জাল-শবল-শিরসা সংলগ্ন-সন্ধ্যাতপেন তির্যগাবর্জিত-শ্বেতগঙ্গা-প্রবাহেণ তারাগণ-দন্তুরিত-শিখর-শিলাতলেন মেরুগিরিণেব গন্ধমাদনেনানুগম্যমানঃ, কনকালঙ্কার-প্রভা-প্রতান-কল্মাষিতাবয়বেন চ দত্ত-কুঙ্কুম-স্থাস-কেনেবাকৃষ্যমাণেনেন্দ্রায়ুধেন সনাথীকৃত-পুরোভাগঃ শনৈঃ শনৈঃ প্রথমমেব শাতক্রতবীমাশামভিপ্রতস্থে।

অথ চলিত-গজঘটা-কম্পিত-ধবলাতপত্র-বনম্, অনেক-কল্লোল-পরম্পরা-পতিত-চন্দ্রমণ্ডল-প্রতিবিম্ব-সহস্রম্, মহাপ্রলয়-জলধি-জলমিব প্লাবিত-মহীতলম্, অদ্ভুতোদ্ভূত-কলকলম্ অখিলং সঞ্চাল বলম্।

উচ্চলিতস্য চাস্য স্বভবাদুপপাদিত-প্রস্থানমঙ্গলো ধবল-দুকূল-বাসাঃ সিত-কুসুমাঙ্গ-রাগো মহতা বল-সমূহেন নরেন্দ্রবৃন্দৈশ্চানুগম্যমানঃ ধৃত-ধবলাতপত্রো দ্বিতীয় ইব যুবরাজস্ত্বরিত-পদ-সঞ্চারিণ্যা করিণ্যা বৈশম্পায়নঃ সমীপমাজগাম। আগত্য চ রজনিকর ইব রবেরাসন্নবর্তী বভূব।

অনন্তরমিতশ্চেতশ্চ 'নির্গতো যুবরাজঃ' ইতি সমাকর্ণ্য প্রধাবতাং বলানাং ভরেণ চলিত-কুলশৈল-কীলিত-জলধি-জল-তরঙ্গ-গতেব তৎক্ষণমাচকম্পে মেদিনী। সম্মুখা-গতৈরন্যৈশ্চান্যৈশ্চ প্রণমদ্ভির্ভূমিপালৈঃ অংশুলতা-জাল-জটিল-চূলিকানাং মণি-মুকুটানামা-লোকেনোন্মিষিত-বহুল-রোচিষাঞ্চ পত্রভঙ্গিনীনাং কেয়ূর-মণ্ডলীনাং প্রভা-সন্তানেন ক্বচিদ্বিকীর্যমাণ-চাষ-পক্ষ-ক্ষোদা ইব, ক্বচিদুৎপতিত-শিখি-কুল-চলচ্চন্দ্রক-শত-শারা ইব, ক্বচিদকাল-জলধর-তড়িত্তরলা ইব, ক্বচিৎ স-কল্পতরু-পল্লবা ইব, ক্বচিৎ স-শতক্রতু-চাপা ইব, ক্বচিৎ স-বালাতপা ইবাক্রিয়ন্ত দশ দিশঃ। ধবলান্যপি বিবিধ-মণি-নিকর-কল্মাষৈরুৎসর্পদ্ভিশ্চূড়ামণি-মরীচিভির্ময়ূরাণীবারাজন্ত রাজ্ঞামাতপত্রাণি।

ক্ষণেন চ তুরগময়মিব মহীতলম্, কুঞ্জরময়মিব দিক্-চক্রবালম্, আতপত্র-মণ্ডলময়-মিবান্তরিক্ষম্, ধ্বজবনময়মিবাম্বরতলম্, ইভ-মদ-গন্ধময় ইব সমীরণঃ, ভূপালময়ীব প্রজা-সৃষ্টিঃ, আভরণাংশুময়ীব দৃষ্টিঃ, কিরীটময় ইবাতপঃ, চামরময় ইব দিবসঃ, জয়-শব্দময়মিব ত্রিভুবনমভবৎ। সর্বতশ্চ কুলপর্বতাকারৈঃ প্রচলদ্ভির্মত্ত-বারণৈঃ, উৎপাত-চন্দ্র-মণ্ডল-নিভৈশ্চ প্রেঙ্খদ্ভিরাতপত্রৈঃ সংবর্তকাম্ভোদ-গম্ভীর-ভীম-নাদেন চ ধ্বনতা দুন্দু-ভিনা, তারকাবর্ষ-সদৃশেন বিসর্পতা গজ-শীকর-নিকরেণ, ধূমকেতু-ধূসরৈশ্চো-ল্লসদ্ভির-বনি-রজো-দন্ডকৈঃ, নির্ঘাত-পাত-পরুষ-গম্ভীর-ঘোষৈশ্চ করি-কণ্ঠ-গর্জিতৈঃ, ক্ষতজ-কর্ণ-বর্ষ-বভ্রুণা চ ভ্রমতা মতঙ্গজ-কুম্ভ-সিন্দূর-রেণুনা, সংক্ষুভিত-জলধি-জল-কল্লোল-চঞ্চলাভিশ্চ বিসর্পন্তীভিঃ তুরঙ্গ-মালাভিঃ, অন্ধকারিত-দিগন্তরেণ চানবরতং ক্ষরতা গজ-মদজল-ধারা-দুর্দিনেন, কলকলেন চ ভুবনান্তর-ব্যাপিনা মহাপ্রলয়-কাল ইব সঞ্জজ্ঞে। বল-বহল-কোলাহল-ভীতা ইব ধবল-ধ্বজ-নিবহ-নিরন্তরাবৃতা যযুঃ ক্বাপি দশ দিশঃ। মলিনাবনি-রজঃ-সংস্পর্শশঙ্কিতমিব সমদ-গজ-ঘটাবচূল-সহস্র-সংরুদ্ধমতিদূর-মম্বরম্ অপসসার। প্রবল-বেত্রি-বেত্রলতা-সমুৎসার্যমাণা ইব তুরগ-খুর-রজো-ধূস-রতা-ভীতার্ককিরণা মুমুচুঃ পুরোভাগম্। ইভ-কর-শীকর-নির্বাপণ-ত্রস্ত ইবাতপত্র-সংচ্ছাদিতাতপো দিবসো ননাশ। বল-ভর-জর্জরীকৃতা মদ-কল-করি-চরণ-শত-তাড়িতা দ্বিতীয়েব প্রয়াণ-ভেরী ভৈরবং ভূমী ররাস। গুলফদ্বয়সে চ তুরঙ্গ-মুখ-বিনিঃসৃত-সিতফেন-পল্লবিতে মদ-পয়সি মদ-স্রুতাং করিণা প্রচস্খলুঃ পদে পদে পদাতয়ঃ। হরিতাল-পরিমল-নিভেন চাতিপটুনা গজ-মদামোদেনানুলিপ্তস্য সামজস্যেবাপযযৌ নিখিলান্যগন্ধগ্রহণসামর্থ্যং ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্য।

ক্রমেণ চ প্রসর্পতো বলস্য প্রঃ-প্রধাবতাং জন-কদম্বকানাং কোলাহলেন, তারতর-ন্দীর্যেন চ কাহলানাং নিনাদেন, খুর-রব-মিশ্রিতেন চ বাজিনাং হেষা-রবেণ, অনবরত-কর্ণতাল-স্বন-সম্পৃক্তেন চ দন্তিনামাড়ম্বর-রবেণ, গ্রৈবেয়ক-কিঙ্কিণী-ক্বণিতানু-সৃতেন চ গতিবশাদ্বিষম-বিরাবিণীনাং ঘণ্টানাং টঙ্কৃতেন, মঙ্গল-শঙ্খ-শব্দ-সংবর্ধিত-ধ্বনীনাঞ্চ প্রয়াণ-পটহানাং নিনাদেন, মুহুর্মুহুরিতস্তত-স্তাড্যমানানাঞ্চ ডিণ্ডিমানাং নিঃস্বনেন, জর্জরীকৃত-শ্রবণ-পুটস্য মূর্চ্ছেবাভবজ্জনস্য।

শনৈঃ শনৈশ্চ বল-সংক্ষোভ-জন্মা ক্ষিতেরনেক-বর্ণতয়া ক্বচিজ্জীর্ণ-শফর-ক্রোড় ধূম্রঃ, ক্বচিৎ ক্রমেলক-সটা-সন্নিভঃ, ক্বচিৎ পরিণত-রল্লক-রোম-পল্লব-মলিনঃ, ক্বচিৎ পত্রোর্ণ-তন্তু-পাণ্ডুরঃ, ক্বচিজ্জরঠ-মৃণালদণ্ড-ধবলঃ, ক্বচিজ্জরৎ-কপি-কেশর-কপিলঃ, ক্বচিৎ-হর-বৃষভ-রোমন্থ-ফেন-পিণ্ড-পাণ্ডুরঃ, ত্রিপথগা-প্রবাহ ইব হরিচরণ-প্রভবঃ, কুপিত ইব মুঞ্চন্ ক্ষমাম্, আরব্ধ-পরিহাস ইব রুন্ধন্নয়নানি, তৃষিত ইব পিবন্ করি-কর-শীকর-জলানি, পক্ষবানিবোৎপতন্ গগনতলম্, অলিনিবহ ইব চুম্বন্ মদলেখাম্, মৃগপতি-রিব রচয়ন্ করিকুম্ভস্থলীষু পদম্, উপাত্ত-বিজয় ইব গৃহ্ণন্ পতাকাঃ, জরাগম ইব পাণ্ডুরীকুর্বন্ শিরাংসি, মুদ্রয়ন্নিব পক্ষ্মাগ্র-সংস্থিতো দৃষ্টিম্, আজিঘ্রন্নিব মকরন্দ-মধু-বিন্দু-পঙ্ক-লগ্নঃ কর্ণোৎপলানি, মদ-কল-করি-কর্ণ-তাল-তাড়ন-ত্রস্ত ইব বিশন্ কর্ণ-শঙ্খোদর-বিবরাণি, পীয়মান ইবোন্মুখীভিরবনিপতি-মুকুট-মণি-পত্রভঙ্গ-মকরিকাভিঃ, অভ্যর্চ্যমান ইব তুরগ-মুখ-বিক্ষেপ-বিপ্লুতৈঃ ফেন-পল্লব-কুসুম-স্তবকৈঃ, অনুগম্যমান ইব মত্ত-গজ-ঘটা-কুম্ভ-ভিত্তি-সম্ভবেন ধাতু-ধূলি-বলয়েন, আলিঙ্গ্যমান ইব চলচ্চামর-কলাপ-বিধুতেন পটবাস-পাংশুনা, প্রোৎসাহ্যমান ইব নরপতি-শেখর-সহস্র-পরিচ্যুতৈঃ কুসুম-কেশর-রজোভিঃ, উৎপাত-রাহুরিব দিবসকর-মণ্ডলম্ অকাণ্ড এব পিবন্, নৃপ-প্রস্থান-মঙ্গল-প্রতিসর-বলয়-মালিকাসু গোরোচনা-চূর্ণায়মানঃ, ক্রকচ-কৃত-চন্দন-ক্ষোদ-ধূসরো রেণুরুৎপপাত। অপরিমাণ-বল-সংঘট্ট-সমুপচীয়মানশ্চ শনৈঃ শনৈঃ সংহর-ন্নিব বিশ্বমশেষম্, অকাল-কাল-মেঘ-পটল-মেদুরো বিস্তারমুপগন্তুমারেভে॥

তেন চ ক্রমেণোপচীয়মান-বহল-মূর্তিনা দিগ্বিজয়-মঙ্গল-ধ্বজেন, রিপু-কুল-কমল-প্রলয়-নীহারেণ, রাজলক্ষ্মী-বিলাস-পটবাস-চূর্ণেন, অহিতাতপত্র-পুণ্ডরীকষণ্ড-তুষারেণ, সেনাভর-পীড়িত-মহীতল-মূর্চ্ছান্ধকারেণ, চলদ্বলজলদকাল-কদম্বকুসুমোদ্গমেন, দিবস-কর-কর-কমল-বনোন্দলন-দ্বিপ-যূথেন, গগন-মহীতল-প্লাবন-প্রলয়-পয়োধি-পূরেণ, ত্রিভুবন-লক্ষ্মী-শিরোঽবগুণ্ঠন-পটেন, মহাবরাহ-কেশর-নিকর-কর্বুরেণ, প্রলয়ানল-ধূম-রাজি-মাংসলেন, পাতাল-তলাদিবোত্তিষ্ঠতা, চরণেভ্য ইব নির্গচ্ছতা, লোচনেভ্য ইব নিষ্পততা, দিগ্‌ভ্য ইবাগচ্ছতা, নভস্তলাদিব পততা, পবনাদিবোল্লসতা, রবিকিরণেভ্য ইব সম্ভবতা, অনপহৃত-চেতনেন নিদ্রাগমেন, অনবগণিত-সূর্যেণ অন্ধকারেণ, অঘর্ম-কালোপস্থিতেন ভূমি-গৃহেণ, অনুদিত-তারাগণ-নিবহেন বহুল-নিশা-প্রদোষেণ, অপতিত-সলিলেন জলধর-সময়েন, অভ্রান্ত-ভুজঙ্গেন রসাতলেন, হরিচরণেনেব সংবর্ধ-মানেন ত্রিভুবনমলঙ্ঘ্যত রজসা।

বিকচ-কুবলয়-বনমিব নবোদকেন গগন-তলমবষ্টভ্যমানমলক্ষ্যত ক্ষীরোদ-ফেন-পাণ্ডুনা ক্ষিতি-ক্ষোদেন। বহুল-রজো-ধূসরিতম্ অশিশিরকিরণ-বিম্বম্ অবচূল-চামরমিব নিষ্প্রভমভবৎ। দুকূলপট-ধবলা কদলিকেব কলুষতামাজগাম গগনাপগা। নরপাল-বলভরম্ অতিগুরুম্ অসহমানা পুনরিব ভারাবতারণার্থম্ অমর-লোকম্

আরুরোহ রজো-মিষেণ মহী। নিঃশেষ-নিপীতাতপম্, অন্তর্দহ্যমানমিব জলধি-জলেষু ধূসরিত-রবি-রথধ্বজ-পটম্ অপতদ্ অবনি-রজঃ। মুহূর্তেন চ গর্ভবাসমিব সংহার-সাগর-জলমিব, কৃতান্ত-জঠরমিব, মহাকাল-মুখমিব, নারায়ণোদরমিব, ব্রহ্মাণ্ডমিব বিবেশ পৃথিবী। মৃন্ময় ইব বভূব দিবসঃ। পুন্তময়্য ইব চকাশিরে ককুভঃ। রেণু-রূপেণেব পরিণত-মম্বরতলম্। একমহাভূতময়মিব ত্রৈলোক্যমাসীত্।

অথ নিজ-মদোষ্ম-সন্তপ্তানাং দন্তিনাং দিশি দিশি কর-বিবর-বিনিঃসৃতৈঃ ক্ষরদ্ভিঃ ক্ষীরোদ-ক্ষোদ-ধবলৈঃ শীকরাসারৈঃ, কর্ণপল্লব-প্রহতি-বিসৃতেন চ বিসর্পতা দানজল-বিন্দু-দুর্দিনেন, হ্রেষারববিপ্রকীর্ণৈশ্চ বাজিনাং লালাজল-লব-জালকৈরুপশমিতে রজসি, পুনরপি জাতালোকাসু দিক্ষু, সাগর-সলিলাদিব উন্মগ্নম্ আলোক্য তদপরি-মাণং বলমুপজাতবিস্ময়ঃ সর্বতো দত্ত-দৃষ্টির্বৈশম্পায়নশ্চন্দ্রাপীড়মাবভাষে—'যুবরাজ, কিং ন জিতং দেবেন মহারাজাধিরাজেন তারাপীড়েন, যজ্জেষ্যসি? কা দিশো ন বশী-কৃতাঃ, যা বশীকরিষ্যসি? কানি দুর্গাণি ন প্রসাধিতানি, যানি প্রসাধয়িষ্যসি? কানি দ্বীপান্তরাণি নাত্মীকৃতানি যান্যাত্মীকরিষ্যসি? কানি রত্নানি নোপার্জিতানি যানু্য-পার্জয়িষ্যসি? কে বা ন প্রণতা রাজানঃ? কৈর্ন বিরচিতঃ শিরসি বাল-কমল-কুট্মল-কোমলঃ সেবাঞ্জলিঃ? কৈর্ন মসৃণীকৃতাঃ প্রতিবন্ধ-হেমপট্টৈর্ললাটৈঃ সভা-ভুবঃ? কৈর্ন ঘৃষ্টাঃ পাদপীঠে চূড়া-মণয়ঃ? কৈর্ন প্রতিপন্না বেত্র-যষ্টয়ঃ? কৈর্নোদ্ধূতানি চাম-রাণি? কৈর্নোচ্চারিতা জয়শব্দাঃ? কেষাং ন পীতাঃ কিরীট-পত্র-মকরৈঃ সলিলধারা ইব নির্মলাস্তচ্চরণ-নখ-ময়ূখ-রাজয়ঃ? এতে হি চতুরুদধি-জলাবগাহ-দুর্ললিত-বল মদাবলিপ্তা দশরথ-ভগীরথ-ভরত-দিলীপালর্ক-মান্ধাতৃ-প্রতিমাঃ কুলাভি-মান-শালিনঃ সোম-পায়িনো মূর্ধাভিষিক্তাঃ পৃথিব্যাং সর্ব-পার্থিবা রক্ষা-ভূতি-মিবাভিষেক-পয়ঃ-পাত-পূতৈশ্চূড়ামণি-পল্লবৈরুদ্বহন্তি মঙ্গল্যাং ভবচ্চরণ-রজঃ-সংহতিম্। এভির্ভিরয়মাদিপর্বতৈরিবাপরৈর্ধৃতা ধরিত্রী। এতানি চাপ্যমীষামা-প্লাবিত-দশ-দিগন্তরালানি সৈন্যানি ভবন্তমুপাসতে। তথাহি পশ্য—যস্যাং যস্যাং দিশি বিক্ষিপ্যতে চক্ষুঃ, তস্যাং তস্যাং রসাতলমিবোদ্গিরতি, বসুধেব সূতে, ককুভ ইব বসন্তি, গগনমিব বর্ষন্তি, দিবস ইব সৃজতি বলানি। অপরিমিত-বল-ভরাক্রান্তা মন্যে স্মরতি মহাভারত-সমর-সংক্ষোভস্য অদ্য ক্ষিতিঃ। এষ শিখর-দেশেষু পরি-স্খলিত-মণ্ডলো ধ্বজান্ গণয়ন্নিব কুতূহলাদ্ ভ্রমতি কদলিকা-বনান্তরেষু ময়ূখমালী। সর্বতশ্চ মদজল-মুচাং করিণাম্ এলা-পরিমল-সুরভিণি বেণিকা-বাহিনি মদ-বারিণি নিরন্তরমুমগ্না নিপতিত-মধুকর-কুল-কলকল-কলিলা কালিন্দী-জল-কল্লোল-কলিতেব ভাতি ভূত-ধাত্রী। সৈন্য-ভর-সংক্ষোভ-ভয়াত্ সরিত ইব গগন-তলম্ উত্পতিতা আচ্ছাদয়ন্তি এতা দিক-চক্রবালমিন্দু-ধবলা ধ্বজ-পঙ্ক্তয়ঃ। সর্বথা চিত্রম্, যন্নাদ্য বিঘটিত-সকল-কুল-শৈল-সন্ধি-বন্ধা সহস্রশঃ শকলীভবতি বল-ভরেণ ধরিত্রী, যদ্বা বল-ভর-পীড়িত-বসুধা-ধারণ-বিধুরা ন চলন্তি ফণিনাং পত্যুঃ ফণা-ভিত্তয়ঃ।

ইত্যেবং বদত এব তস্য, যুবরাজঃ সমুচ্ছ্রিতনেক-তোরণাং তৃণময়-প্রাকার-মন্দির-সহস্রসম্বাধাম্, উল্লসিত-ধবল-পট-মণ্ডপ-শোভিনীম্ আবাস-ভূমিমাবাপ। তস্যাঞ্চাবতীর্য রাজবত্ সর্বাঃ ক্রিয়াশ্চকার। সর্বৈশ্চ তৈঃ সমেত্য নরপতিভিরমাত্যৈশ্চ বিবিধাভিঃ কথাভির্বিনোদ্যমানস্তং দিবসমশেষম্ অভিনব-পিতৃ-বিয়োগ-জন্মনা শোকাবেগেনায়াস্য-মান-হৃদয়ো দুঃখেনাত্যবাহয়ত্। অতিবাহিত-দিবসশ্চ যামিনীমপি স্ব-শয়নীয়স্য নাতি-

দূরে নিহিত-শয়ন-নিষন্নেন বৈশম্পায়নেন, অন্যতশ্চ সমীপে ক্ষিতিতল-বিন্যস্ত-কুথা-প্রসুপ্তয়া পত্রলেখয়া সহ, অন্তরা পিতৃ-সক্তম্, অন্তরা মাতৃ-সম্বন্ধম্, অন্তরা শুকনাস-ময়ং কুর্বন্নালাপং নাত্যুপজাত-নিদ্রঃ প্রায়েণ জাগ্রদেব নিন্যে। প্রত্যুষে চোত্থায় তেনৈব ক্রমেণানবরত-প্রয়াণকৈঃ প্রতি-প্রয়াণকমুপচীয়মানেন সেনা-সমুদায়েন জর্জরয়ন্ বসুন্ধরাম্, আকম্পয়ন্ গিরীন্, উত্সিঞ্চন্ সরিতঃ, রিক্তীকুর্বন্ সরাংসি, চূর্ণয়ন্ কাননানি, সমীকুর্বন্ বিষমাণি, দলয়ন্ দুর্গাণি, পূরয়ন্নিম্নানি, নিম্নয়ন্ স্থলানি প্রাতিষ্ঠত।

শনৈঃ শনৈশ্চ স্বেচ্ছয়া পরিভ্রমন্, নময়ন্নুন্নতান্, উন্নময়ন্নবনতান্, আশ্বাসয়ন্ ভীতান্, রক্ষন্ শরণাগতান্, উন্মূলয়ন্ বিটপকান্, উত্সাদয়ন্ কন্টকান্, অভিষিঞ্চন্ স্থান-স্থানেষু রাজপুত্রান্, সমর্জয়ন্ রত্নানি, প্রতীচ্ছন্নুপায়নানি, গৃহ্নন্ করান্, আদিশন্ দেশ-ব্যবস্থাঃ, স্থাপয়ন্ স্ব-চিহ্নানি, কুর্বন্ কীর্তনানি, লেখয়ন্ শাসনানি, পূজয়ন্নগ্রজন্মনঃ, প্রণমন্ মুনীন্, পালয়ন্নাশ্রমান্, জনয়ন্ জনানুরাগম্, প্রকাশয়ন্ বিক্রমম্, আরোপয়ন্ প্রতাপম্, উপচিন্বন্ যশঃ, বিস্তারয়ন্ গুণান্, প্রখ্যাপয়ন্ সচ্চরিতম্, আমৃদ্নংশ্চ বেলা-বনানি, বল-রেণুভিরাধূসরীকৃত সকল-সাগর-সলিলঃ পৃথিবীং বিচচার। প্রথমং প্রাচীম্, ততস্ত্রিশঙ্কু-তিলকাম্, ততো বরুণ-লাঞ্ছনাম্, অনন্তরঞ্চ সপ্তর্ষি-তারা-শবলাং দিশং বিজিগ্যে। এবং বর্ষ-ত্রয়েণ চাত্মীকৃতাশেষ-দ্বীপান্তরং সকলমেব চতুরম্ভোধি-খাত-বলয়-পরিখা-প্রমাণং বভ্রাম মহীমণ্ডলম্। ততঃ ক্রমেণাবজিত-সকল-ভুবন-তলঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য বসুধাং পরিভ্রমন্, কদাচিত্ কৈলাস-সমীপ-চারিণাং হেমকূট-ধাম্নাং কিরাতানাং সুবর্ণপুরং নাম নিবাসস্থানং নাতি-বিপ্রকৃষ্টং পূর্ব-জলনি র্ধৈর্জিত্বা জগ্রাহ। তত্র চ নিখিল-ধরণিতল-পর্যটন-খিন্নস্য নিজ-বলস্য বিশ্রাম-হেতোঃ কতিপয়ান্ দিবসান তিষ্ঠত্।

একদা তু তত্রস্থ এবেন্দ্রায়ুধমারুহ্য মৃগয়া-নির্গতঃ বিচরন্ কাননং শৈল-শিখরাদ-বতীর্ণং যদৃচ্ছয়া কিন্নরমিথুনমদ্রাক্ষীত্। অ-পূর্বদর্শনতয়া তু সমুপজাত-কুতূহলঃ কৃত-গ্রহণাভিলাষস্তত্সমীপমাদরাদুপসর্পিত-তুরগঃ সমুপসর্পন্, অদৃষ্টপূর্ব পুরুষ-দর্শন-ত্রাস-প্রধাবিতং চ তত্ পলায়মানমনুসরন্, অনবরত-পার্ষ্ণি-প্রহার-দ্বিগুণীকৃত-জবেনেন্দ্রায়ুধেন একাকী নির্গত্য নিজ-বল-সমূহাত্ সুদূরমনুসসার। 'অত্র গৃহ্যতে, অত্র গৃহ্যতে ইদং গৃহীতম্, ইদং গৃহীতম্' ইত্যতিরভসাকৃষ্ট-চেতসা মহা-জবতয়া তুরঙ্গমস্য মুহূর্ত-মাত্রেণৈকপদমিবাসহায়স্তস্মাত্ প্রদেশাত্ পঞ্চদশ-যোজন-মাত্রমধ্বানং জগাম। তচ্চানুবধ্যমানং কিন্নর-মিথুনমালোকয়ত এবাস্য সম্মুখাপতিতম্ অচল-তুঙ্গ-শিখরমারুরোহ। আরূঢ়ে চ তস্মিন্, শনৈঃ শনৈস্তদনুসারিণীং নির্বর্ত্য দৃষ্টিম্, অচল-শিখর-প্রস্তর-প্রতিহত-গতি-প্রসরো বিধৃত-তুরঙ্গঃ চন্দ্রাপীড়স্তস্মিন্ কালে সমারূঢ়-শ্রম-স্বেদার্দ্র-শরীরমিন্দ্রায়ুধমাত্মানঞ্চাবলোক্য ক্ষণমিব বিচার্য স্বয়মেব বিহস্যা-চিন্তয়ত্—কিমিতি নিরর্থকময়মাত্মা ময়া শিশুনেবায়াসিতঃ? কিমনেন গৃহীতেনা-গৃহীতেন বা কিন্নরযুগলেন' প্রয়োজনম্? যদি গৃহীতমিদং, ততঃ কিম্? অথ ন গৃহীতং, ততোঽপি কিম্? অহো মে মূর্খতায়াঃ প্রকারঃ। অহো যত্কিঞ্চন-কারি-তায়ামাদরঃ। অহো নিরর্থকব্যাপারেষ্বভিনিবেশঃ। অহো বালিশ-চরিতেষ্বাসক্তিঃ। সাধু-ফলং কর্ম ক্রিয়মাণং বৃথা জাতম্। অবশ্য-কর্তব্যা ক্রিয়া প্রস্তুতা বিফলীভূতা।

সুহৃত্-কার্যমুপপাদ্যমানং নোপপন্নম্। রাজধর্মঃ প্রবর্তিতো ন নিষ্পন্নঃ। গুর্বর্থঃ প্রারব্ধো ন পরিসমাপ্তঃ। বিজিগীষু-ব্যাপার-প্রযত্নো ন সিদ্ধঃ। কস্মাদহমাবিষ্ট ইবোত্সৃষ্ট-নিজ-পরিবার এতাবতীং ভূমিমায়াতঃ। কস্মাচ্চ ময়া নিষ্প্রয়োজনমিদমনুসৃতম্ অশ্বমুখ-দ্বন্দ্বমিতি বিচার্যমাণে সতি অয়ম্ আত্মৈব মে পর ইব হাসমুপজনয়তি। ন জানে কিয়তাধ্বনা বিচ্ছিন্নমিতো বলমনুযায়ি মে। মহাজবো হি ইন্দ্রায়ুধো নিমেষ-মাত্রেণাতিদূরমতিক্রামতি। ন চাগচ্ছতা ময়া তুরঙ্গ-বেগবশাত্ কিন্নর-মিথুনে বদ্ধ-দৃষ্টিনা অস্মিন্নবিরল-তরু-শত-শাখা-গুল্ম-লতা-সন্তান-গহনে নিরন্তর-নিপতিত-শুষ্ক-পর্ণবিকীর্ণ-তলে মহাবনে পন্থা নিরূপিতঃ, যেন প্রতিনিবৃত্য যাস্যামি। ন চাস্মিন্ প্রদেশে প্রযত্নেনাপি পরিভ্রমতা ময়া মর্ত্য-ধর্মা কশ্চিদাসাদ্যতে, যঃ সুবর্ণপুর-গামিনং পন্থানমুপদেক্ষ্যতি। শ্রুতং হি ময়া বহুশঃ কথ্যমানম্, উত্তরেণ সুবর্ণপুরং সীমান্ত-লেখা পৃথিব্যাঃ সর্ব-জনপদানাম্, ততঃ পরতো নির্মানুষমরণ্যম্, তচ্চাতিক্রম্য কৈলাসগিরিরিতি। অয়ঞ্চ কৈলাসঃ। তদিদানীং প্রতিনিবৃত্যৈকাকিনা স্বয়মুত্প্রেক্ষ্যোত্প্রেক্ষ্য দক্ষিণামাশাং কেবলমঙ্গীকৃত্য গন্তব্যম্॥ আত্ম-কৃতানাং হি দোষাণাং নিয়তমনুভবিতব্যং ফলমাত্মনৈব—ইত্যবধার্য বাম-করতল-বলিত-রশ্মি-পাশস্তুরঙ্গমং ব্যাবর্তয়ামাস।

ব্যাবর্তিত-তুরঙ্গমশ্চ পুনশ্চিন্তিতবান্—অয়মুদ্ভাসিত-প্রভা-ভাস্বরো ভগবান্ ভানুরধুনা দিবস-শ্রিয়ো রশনা-মণিরিব নভস্তল-মধ্যম্ অলঙ্করোতি। পরিশ্রান্তশ্চায়মিন্দ্রায়ুধঃ। তদেনং তাবদাগৃহীত-কতিপয়-দূর্বা-প্রবাল-কবলং কস্মিংশ্চিত্ সরসি শিলা-প্রস্রবণে বা সরিদম্ভসি বা স্নাত-পীতোদকমপনীতশ্রমং কৃত্বা, স্বয়ঞ্চ সলিলং পীত্বা, কস্যচিত্তরোরধশ্ছায়ায়াং মুহূর্ত-মাত্রং বিশ্রম্য, ততো গমিষ্যামি। ইতি চিন্তয়িত্বা সলিলমন্বিষ্যন্ মুহুর্মুহুরিতস্ততো দত্ত-দৃষ্টিঃ পর্যটন্ নলিনী-জলাবগাহোত্থিতস্যাচিরাদপক্রান্তস্য চ মহতো গিরিচরস্য বনগজ-যূথস্য চরণোত্থাপিতৈঃ পঙ্ক-পটলৈরার্দ্রীকৃতম্, করাবকৃষ্টৈশ্চ স-মৃণাল-মূল-নালৈঃ কমল-কলাপৈঃ কল্পাষিতম্, আর্দ্রার্দ্রৈশ্চ শৈবাল-প্রবালৈঃ শ্যামলিতোদ্দেশম্, উদ্দলিতৈশ্চ কুমুদ-কুবলয়-কহ্লার-কুট্মলৈরন্তরান্তরা বিচ্ছুরিতম্, উত্খাতৈশ্চ সকর্দমৈঃ শালূক-কন্দৈরাকীর্ণম্, খণ্ডিতৈশ্চ কুসুমস্তবক-শারৈ-বন-পল্লবৈরাচ্ছাদিতম্ আলুনাভিশ্চ কুসুমোপ-বিষ্টোল্লসত্-ষটপদাভির্বনলতাভিরাকুলিতম্, অভিনবকুসুম-পরিমল-বাহিনা চ তমাল-পল্লব-রস-শ্যামেন মদজলেন সর্বতঃ সিক্তং মার্গমদ্রাক্ষীত্।

উপজাত-জলাশয়-শঙ্কশ্চ তং প্রতীপমনুসরন্, উদ্গ্রীবন্দশ্যৈরুপরি-চ্ছত্রমণ্ডলাকারৈঃ সরল-সাল-সল্লকী-প্রায়ৈরবিরলৈরপি নিঃশাখতয়া বিরলৈরিবোপলক্ষ্যমাণৈঃ পাদপৈরুপেতেন, স্থূল-কপিল-বালুকেন, শিলা-বহুলতয়া বিরলতৃণোলপেন, বন-দ্বিপ-দশন-দলিত-মনঃশিলাধূলি-কপিলেন; আভঙ্গিনীভিরুতকীর্ণাভিরিব পত্রভঙ্গ-কুটিলাভিঃ পাষাণভেদক-মঞ্জরীভির্জটিলীকৃত-শীলাতলেন, অনবরত-গলদ্-গুগ্গুলু-দ্রুম-দ্রবার্দ্রীকৃত-দৃষদা, শিখর-স্রুত-শিলাজতু-রস-পিচ্ছিলোপলেন, টঙ্কন-হয়-খুর-খণ্ডিত-হরিতাল-ক্ষোদ-পাংশুলেন, আখু-নখরোত্খাতী-বিল-বিপ্রকর্ণ-কাঞ্চন-চূর্ণেন, সিকতা-নিমগ্ন-চমর-কস্তুরিকা-মৃগী-খুর-পঙ্ক্তিনা, সংশীর্ণ-রঙ্কু-রল্লক-রোম-প্রকর-নিচিতেন, বিষম-শিলা-চ্ছেদোপবিষ্ট-জীবঞ্জীবক-যুগলেন, বনমানুষ-মিথুনাধ্যাসীত-তট-গুহা-মুখেন, গন্ধপাষাণ-পরিমলামোদিনা, বেত্রলতা-প্রতান-প্ররূঢ়-বেণুনা কৈলাস-তলেন, কঞ্চিদধ্বানং

গত্বা তস্যৈব কৈলাস-শিখরিণঃ পূর্বোত্তরে দিগ্ভাগে জলভারালসং জলধর-ব্যূহমিব বহুলপক্ষ ক্ষপান্ধকারমিব পুঞ্জীকৃতমত্যায়তং তরু-ষণ্ডং দদর্শ। তচ্চ সম্মুখাদাগতেন কুসুমরজঃ-কষায়ামোদিনা জলসংসর্গ-শিশিরেণ শীকরিণা চন্দনরস-স্পর্শেন আলিঙ্গ্যমান ইব জল-তরঙ্গ-মারুতেন, কমল-মধু-পান-মত্তানাঞ্চ শ্রোত্র-হারিভিঃ কলহংসানাং কোলাহলৈরাহূয়মান ইব প্রাবিবেশ।

প্রবিশ্য চ তস্য তরু-ষণ্ডস্য মধ্যভাগে মণিদর্পণমিব ত্রৈলোক্য-লক্ষ্ম্যাঃ, স্ফটিক-ভূমিগৃহমিব বসুন্ধরাদেব্যাঃ, নির্গমন-মার্গমিব সাগরাণাম্, নিস্যন্দমিব দিশাম্, অবতারমিব জলাকারং গগনতলস্য, কৈলাসমিব দ্রবতামাপন্নম্, তুষারগিরিমিব বিলীনম্, চন্দ্রাতপমিব রসতামুপেতম্, হরাট্টহাসমিব জলীভূতম্, ত্রিভুবন-পুণ্যরাশিমিব সরোরূপেণাবস্থিতম্, বৈদূর্যগিরি-জালমিব সলিলাকারেণ পরিণতম্, শরদভ্র-বৃন্দমিব দ্রবীভূয়ৈকত্র নিস্যন্দিতম্, আদর্শ-ভবনমিব প্রচেতসঃ, স্বচ্ছতয়া মুনি-মনোবৃত্তিরিব সজ্জন-গুণৈরিব হরিণলোচনপ্রভাভিরিব মুক্তাফলাংশুভিরিব নির্মিতম্, আপূর্ণ-পর্যন্তমপ্যন্তঃ-স্পষ্ট-দৃষ্ট-সকল-বৃত্তান্ততয়া রিক্তমিবোপলক্ষ্যমাণম্, অনিলোদ্ধূত-জলতরঙ্গ-শীকর-ধূলি-জন্মাভিঃ সর্বতঃ সংস্থিতৈঃ বক্ষ্যমাণমিবেন্দ্রচাপ-সহস্রৈঃ, প্রতিমা-নিভেনান্তঃ-প্রবিষ্টং সকানন-শৈল-নক্ষত্র-গ্রহ-চক্রবালং ত্রিভুবনমুদ্ভিন্ন-পঙ্কজেনোদরেণ নারায়ণমিব বিভ্রাণম্, আসন্ন-কৈলাসাবতীর্ণস্য চ শতশো ভগবতঃ খণ্ডপরশোর্মজ্জনোন্মজ্জন-ক্ষোভ-চলিত-চূড়ামণি-চন্দ্র-খণ্ড-চ্যুতেনামৃত-রসেন জল-ক্ষালিত-বামার্ধ-কপোল-গলিত-লাবণ্য-প্রবাহানুকারিণা সম্মিশ্রিত-জলম্, উপকূল-তমাল-বন-প্রতিবিম্বাকারিতাভ্যাতরৈর্দৃশ্যমান-রসাতল-দ্বারৈরিব সলিল-প্রদেশৈর্গম্ভীরতরম্, দিবাপ্যাপ-জাত-নিশা-শঙ্কৈশ্চক্রবাক্যমিথুনৈঃ পরিহ্রিয়মাণ-নীলোৎপল-বনগহনম্, অসকৃৎ-পিতামহ-পরিপূরিত-কমণ্ডলু-পরিপূত-জলম্, অনেকশো বালখিল্য-কদম্বক-কৃত-সন্ধ্যোপাসনম্, বহুশঃ সলিলাবতীর্ণ-সাবিত্রী-ভগ্ন-দেবতার্চন-কমলম্, সহস্রশঃ সপ্তর্ষিমণ্ডল-স্নান-পবিত্রীকৃতম্, সর্বদা সিদ্ধ-বধূ-ধৌত-কল্পলতা-বল্কল-পুণ্যীকৃতোদকম্, উদক-ক্রীড়া-দোহদাগতানাঞ্চ গুহ্যকেশ্বরান্তঃপুর-কামিনীনাং মকরকেতু-চাপচক্রাকৃতিভিরতিবিকটৈরাবর্তিভির্নাভিমণ্ডলৈরাপীত-সলিলম্, ক্বচিদ্বরুণ-হংসোপাত্ত-কমল-বন-মকরন্দম্, ক্বচিদ্দিগ্-গজ-মজ্জন-জর্জরিত-জরন্মৃণাল-দণ্ডম্, ক্বচিত্ত্র্যম্বক-বৃষভ-বিষাণ-কোটি-খণ্ডিত-তটশিলা-খণ্ডম্, ক্বচিদ্যম-মহিষ-শৃঙ্গ-শিখর-বিক্ষিপ্ত-ফেন-পিণ্ডম্, ক্বচিদৈরাবত-দশন-মুষল-খণ্ডিত কুমুদ-ষণ্ডম্, যৌবনমিবোৎকলিকা-বহুলম্, উৎকণ্ঠিতমিব মৃণালবলয়ালঙ্কৃতম্, মহাপুরুষমিব প্রকট-মীন-মকর-কূর্ম-চক্র-লক্ষণম্, ষন্মুখ-চরিতমিব শ্রূয়মাণ-ক্রৌঞ্চ-বনিতা-প্রলাপম্, ভারতমিব পাণ্ডু-ধার্তরাষ্ট্র-কুল পক্ষ-কৃত-ক্ষোভম্, অমৃতমথন-সময়মিব তীরাবস্থিত-শিতিকণ্ঠ-পীয়মান-বিষম্, কৃষ্ণ-বালচরিতমিব তট-কদম্ব-শাখাবিরূঢ়- হরিকৃত-জল-প্রপাত-ক্রীড়ম্, মদন-ধ্বজমিব মকরাধিষ্ঠিতম্, দিব্যমিবানিমিষ-লোচন-রমণীয়ম, অরণ্যমিব বিজৃম্ভমাণ-পুণ্ডরীকম্, উরগ-কুলমিবানন্ত-শতপত্র-পদ্মোদ্ভাসিতম্, কংস-বলমিব মধুকর-কুলোপগীয়মান-কুবলয়াপীড়ম্, কদ্রু-স্তনযুগলমিব নাগ-সহস্র-পীত-পয়ো-গণ্ডূষম্, মলয়মিব চন্দন-শিশির-বনম্, অসৎ-সাধনমিবাদৃষ্টান্তম্, অতিমনোহর-মাহ্লাদনং দৃষ্টেঃ অচ্ছোদং নাম সরো দৃষ্টবান্।

আলোক-মাত্রেণৈবাপগত-শ্রমো দৃষ্টবা মনস্যেবমকরোৎ—অহো, নিষ্ফলমপি মে তুরগমুখ-মিথুনানুসরণম্ এতদালোকয়তঃ সরঃ সফলতামুপগতম্। অদ্য পরিসমাপ্ত-

মীক্ষণ-যুগলস্য দ্রষ্টব্য-দর্শন-ফলম্। আলোকিতঃ খলু রমণীয়ানামন্তঃ। দৃষ্ট আহ্লাদনীয়ানামবধিঃ। বীক্ষিতা মনোহরাণাং সীমান্ত-লেখা। প্রত্যক্ষীকৃতা প্রীতিজননানাং পরিসমাপ্তিঃ। বিলোকিতা দর্শনীয়ানামবসান-ভূমিঃ। ইদমুৎপাদ্য সরঃ-সলিলম্ অমৃত-রসমুৎপাদয়তা বেধসা পুনরুক্ততামিব নীতা স্ব-সৃষ্টিঃ। ইদমপি খল্বমৃতমিব সর্বেন্দ্রিয়াহ্লাদন-সমর্থম্ অতিবিমলতয়া চক্ষুষঃ প্রীতিমুপজনয়তি, শিশিরতয়া স্পর্শ-সুখমুপহরতি, কমল-সুগন্ধিতয়া ঘ্রাণমাপ্যায়য়তি, হংস-মুখরতয়া শ্রুতিমানন্দয়তি, স্বাদুতয়া রসনামাহ্লাদয়তি। নিয়তঞ্চাস্যৈব দর্শন-তৃষ্ণয়া ন পরিত্যজতি ভগবান্ কৈলাস নিবাস-ব্যসনমুমাপতিঃ। ন খলু সাম্প্রতমাচরতি জলশয়ন-দোহদং দেবঃ রথাঙ্গপাণিঃ, যদিদম্ অমৃতরস-সুরভি-সলিলমপহায় লবণ-রস-পরুষপয়সমুদিন্বতি স্বপিতি। নূনঞ্চেদং ন প্রথমমাসীত্ সরঃ, যেন প্রলয়-বরাহ-ঘোণাভিঘাত-ভীতা ভূত-ধাত্রী কলসযোনি-পান-পরিকলিত-সকল-সলিলং সাগরমবতীর্ণা, অন্যথা যদ্যত্র-অগাধ-পাতাল-গম্ভীরাম্ভসি নিমগ্না ভবেন্মহাসরসি, কিমেকেন, মহাবরাহ-সহস্রৈরপি নাসাদিতা ভবেত্। নূনঞ্চাস্মাদেব সলিল-লেশমাদায়াদায় মহাপ্রলয়েষু প্রলয়-পয়োদাঃ প্রলয়-দুর্দিনান্ধকারিত-দশ-দিশঃ প্লাবয়ন্তি ভুবনান্তরানি। মন্যে চ যত্ সৃষ্টেরর্বাক্ সলিলময়ং ব্রহ্মাণ্ডরূপমাদৌ ভুবনমভূত্, তদিদং পিণ্ডীভূয় সরো-ব্যপদেশেনাবস্থিতম্।

ইতি বিচারয়ন্নেব তস্য শিলা-শকল-কর্কশ-বালুকা-প্রায়ং বিদ্যাধরোদ্ধৃত-সনাল-কুমুদ-কলাপার্চিতানেক-সারু-সৈকত-লিঙ্গম্, অরুন্ধতী-দত্ত-দিনকরার্ঘ্য-পয়ঃ-পর্যস্ত-রক্ত-কমল-শোভিতম্, উপকূল-শিলাতলোপবিষ্ট-জল-মানুষ-নিষেব্যমাণাতপম্, অভ্যর্ণ-তয়া চ কৈলাসস্য স্নানাগত-মাতৃ-মণ্ডল-পদ-পঙ্‌ক্তি-মুদ্রাঙ্কিতম্, অবকীর্ণ-ভস্ম-সূচিত-মগ্নোত্থিত-গণ-বৃন্দোদ্ধূলনম্, অবগাহাবতীর্ণ-গণপতি-গণ্ডস্থল-গলিত-মদ-প্রস্রবণ-সিক্তম্, অতিপ্রমাণ-পাদানুমীয়মান-তৃষিত-কাত্যায়নী-সিংহাবতরণ-মার্গম্, দক্ষিণ-তীর-মাসাদ্য তুরগাদবততার।

অবতীর্য চ ব্যপনীত-পর্যাণমিন্দ্রায়ুধমকরোত্। ক্ষিতিতল-লুঠিতোত্থিতঞ্চ গৃহীত-কতিপয়-যবস-গ্রাসং সরোঽবতার্য পীত-সলিলম্ ইচ্ছয়া স্নাতং চোত্থাপ্যান্যতমস্য সমীপ-বর্তিনস্তরোমূলশাখায়ামপগত-খলীনং হস্ত-পাশ-শৃঙ্খলয়া কনকময়্যা চরণৌ বদ্ধ্বা, কৃপাণিকাবলূনান্ ক্ষিপ্ত্বা চাগ্রতঃ কতিচিত্ সরস্তীর-প্ররূঢ়-দূর্বাপ্রবাল-কবলান্, স্বয়মপি সলিলমবততার। ততশ্চ প্রক্ষালিত-কর-যুগলঃ চাতক ইব কৃত্বা জলময়মা-হারম্, চক্রাহ্বয় ইবাস্বাদ্য মৃণাল-শকলানি শিশিরাংশুরিব করাগ্রৈঃ স্পৃষ্টবা কুমুদানি, ফণীবাভিনন্দ্য জল-তরঙ্গ-বাতান্, অনঙ্গ-শর-প্রহারাতুর ইবোরসি নিধায় নলিনীদলোত্ত-রীয়ম্ অরণ্যগজ ইব শীকরার্দ্র-পুষ্করোপশোভিত-করঃ সরঃ-সলিলাদুদগাত্। প্রত্যগ্র-ভগ্ন-শিশিরৈশ্চ সমৃণালকৈর্জল-কণিকাচিতৈঃ কমলিনী-পলাশৈর্লতামণ্ডপ-পরিক্ষিপ্তে শিলাতলে প্রস্তরম্ আস্তীর্য, নিধায় শিরসি পিণ্ডীকৃতমুত্তরীয়ং নিষসাদ।

মুহূর্তং বিশ্রান্তশ্চ তস্য সরস উত্তরে তীর-প্রদেশে সমুচ্চরন্তম্, উন্মুক্ত-কবলেন নিশ্চল-শ্রবণ-পুটেন তন্মুখীভূতেনোদ্‌গ্রীবেণেন্দ্রায়ুধেন প্রথমমাকর্ণিতং, শ্রুতিসুভগং, বীণাতন্ত্রী-ঝঙ্কার-মিশ্রম্ অমানুষং গীত-শব্দমশৃণোত্। শ্রুত্বা চ 'কুতোঽত্র বিগত-মর্ত্য-সম্পাতে প্রদেশে গীতধ্বনেঃ সম্ভূতিঃ'—ইতি সমুপজাত-কৌতুকঃ কমলিনী-দল-প্রস্তরাত্ উত্থায় তামেব গীত-সম্পাত-সূচিতাং দিশং চক্ষুঃ প্রাহিণোত্। অতি-দবীয়-স্তয়া তু তস্য প্রদেশস্য প্রযত্ন-ব্যাপৃত-লোচনোঽপি বিলোকয়ন্ ন কিঞ্চিদ্দদর্শ, তমেব

কেবলমনবরতং গীতশব্দং শুশ্রাব। কুতূহল-বশাচ্চ গীতধ্বনি-প্রভব-জিজ্ঞাসয়া কৃত-গমন-বুদ্ধির্দত্ত-পর্যাণমিন্দ্রায়ুধমারুহ্য প্রিয়-গীতৈঃ প্রথম-প্রস্থিতৈরপ্রার্থিতৈরপি বন-হরিণৈরুপদিশ্যমান-বর্ত্মা, সপ্তচ্ছদ-বকুলৈলা-লবঙ্গ-লবলী-লোল-কুসুম-সুরভি-পরিমলয়া অলিকুল-বিরুতি-মুখরিতয়া তমাল-নীলয়া দিঙ্নাগ-মদ-বীথ্যেব পশ্চিময়া সরস্তীর-বন-লেখয়া নিমিত্তীকৃত্য তং গীত-ধ্বনিমভিপ্রতস্থে।

ক্রমেণ চ সম্মুখাগতৈঃ, অচ্ছ-নির্ঝর-জল-কণ-জাল-জনিত-জড়িমভিঃ, জর্জরিত-ভূর্জ-বল্কলৈঃ, ধূর্জটি-বৃষভ-রোমন্থ-ফেন-বিন্দু-বাহিভিঃ ষন্মুখ-শিখণ্ড-শিখা-চুম্বিভিঃ, অম্বিকা-কর্ণ-পূরপল্লবোল্লাসন-দুর্ললিতৈঃ, উত্তরকুরু-কামিনী-কর্ণোৎপল-প্রেঙ্খোলন-দোহদিভিঃ, আকম্পিত-কক্কোলৈঃ, নমেরু-কুসুম-পাংশু-পাতিভিঃ, পশুপতি-জটা-বন্ধার্ত-বাসুকি-পরিপীত-শেষৈঃ, আহ্লাদিভিঃ, পুণ্যৈঃ কৈলাস-মারুতৈরভিনন্দ্যমানো গত্বা চ তং প্রদেশম্, সর্বতো মরকত-হরিতৈঃ, হারি-হারীত-রুতি-রমণীয়ৈঃ, ভ্রমদ্ভৃঙ্গ-রাজ-নখর-জর্জরিত-জরঠ-কুট্মলৈঃ, উন্মদ-কোকিল-কুল-কবলীকৃত-সহকার-কোমলাগ্র-পল্লবৈঃ, উন্মদ-ষট্চরণ-চক্রবাল-বাচালিত-বিকচ-চূত-কলিকৈঃ, অচকিত-চকোর-চঞ্চু-চুম্বিত-মরিচাঙ্কুরৈঃ, চম্পক-পরাগ-পুঞ্জ-পিঞ্জর-কপিঞ্জল-জগ্ধ-পিপ্পলী-ফলৈঃ, ফল-ভর-নিকর-নিপীড়িত-দাড়িম-নীড়-প্রসুত-কলবিঙ্কৈঃ, প্রক্রীড়িত-কপিকুল-করতল-তাড়ন-তরলিত-তাড়ীপুটৈঃ, অন্যোন্য-কলহ-কুপিত-কপোত-পোত-পক্ষ-পালী-পাতিত-কুসুমৈঃ, কুসুম-রজো-রাশিশার-সারিকাশ্রিত-শিখরৈঃ, শুক-শত-মুখ-নখ-শিখর-শকলিত-ফল-স্ফীতৈঃ, জলধর-জল-লুব্ধ-বিপ্রলব্ধ-মুগ্ধ-চাতক-ধ্বান-মুখরিত-তমাল-ষণ্ডৈঃ, ইভ-কলভকোল্লুন-পল্লব-বেল্লিত-লবলী-বলয়ৈঃ, আলীয়মান-নব-যৌবন-মদ-মত্ত-পারাবত-পক্ষ-ক্ষেপ-পর্যস্ত-কুসুম-স্তবকৈঃ, তনু-পবন-কম্পিত-কোমল-কদলী-দল-বীজিতৈঃ অবিরল-ফল-নিকরাবনত-নারিকের-বনৈঃ, অকঠোর-পত্র-পুট-পূগ-বিটপি-পরিবৃতৈঃ, অনিবারিত-বিহঙ্গ-তুণ্ড-খণ্ডিত-পিণ্ড-খর্জুর-জালকৈঃ, মদ-মুখর-ময়ূরী-মধুর-রব-বিরাবিতান্তরৈঃ, অকলিত-কলিকা-কলাপ-স্তুরৈঃ, অন্তরান্তরা কৈলাস-তরঙ্গিণী-তরঙ্গিত-সিকতিল-তল-ভূমিভাগৈঃ, বনদেবতা-করতল-নিবহ-নিভম্ অলক্তক-জল-লব-সিক্তমিব কিসলয়-নিকর-মতিসুকুমারমুদ্বহদ্ভিঃ, গ্রন্থিপর্ণ-গ্রাস-মুদিত-চমরীকুল-নিষেবিত-মূলৈঃ, কর্পূরাগুরু-প্রায়ৈঃ, ইন্দ্রায়ুধৈরিব ঘনাবস্থানৈঃ, কুমুদৈরিবাদত্ত-দিনকর-প্রবেশ-শিশিরাভ্যন্তরৈঃ, দাশরথি-বলৈরিবাঞ্জন-নীল-নল-পরিগত-প্রান্তৈঃ, প্রাসাদৈরিব সপারাবতৈঃ, ভবন-তাপসৈরিব সন্নিহিত-বেত্রাসনৈঃ, রুদ্রৈরিব নাগলতা-বদ্ধ-পরিকরৈঃ উদধি-কূল-পুলিনৈরিব 'নিরন্তরোদ্ভিন্ন-প্রবাল-লতাঙ্কুর-জালকৈঃ, অভিষেক-সলিলৈরিব সর্বৌষধি-কুসুম-ফল-কিসলয়-সনাথৈঃ, আলেখ্য-গৃহৈরিব বহু-বর্ণ-চিত্র-পত্র-শকুনি-শত-শোভিতৈঃ, কুরুভিরিব ভারদ্বাজোপসেবিতৈঃ,, মহাসমর-মুখৈরিব পুন্নাগ-সমাকৃষ্ট-শিলীমুখৈঃ, মহা-করিভিরিব প্রলম্ব-বাল-পল্লব-স্পৃষ্ট-ভূতলৈঃ, অপ্রমত্ত-পার্থিবৈরিব পর্যন্তাবস্থিত-বহু-গুল্মকৈঃ, দংশিতৈরিব ভ্রমর-সংঘাত-কবচাবৃত-কায়ৈঃ প্রমাণাভিমুখৈরিব বানর-করাঙ্গুলি-স্পৃষ্ট-গুঞ্জৈঃ অবনিপাল-শয়নৈরিব সিংহপাদাঙ্কিত-তলৈঃ, আরব্ধ-পঞ্চতপঃ-ক্রিয়ৈরিবোচ্ছিখ-শিখি-মণ্ডল-পরিবৃতৈঃ, দীক্ষিতৈরিব কৃত-কৃষ্ণসার-বিষাণ-কণ্ডূয়নৈঃ, জরদ্-গৃহমুনিভিরিব জটাল-বালক-মণ্ডল-ধরৈঃ, ইন্দ্রজালিকৈরিব দৃষ্টি-হারিভিঃ, পাদপৈঃ পরিবৃতং ; চন্দ্রপ্রভ-নাম্নস্তস্য সরসঃ পশ্চিমে তীরে কৈলাসপাদস্য জ্যোৎ-

স্নাবদাতয়া প্রভয়া ধবলয়তস্তং প্রদেশং তল-ভাগসন্নিবিষ্টং ; ভগবতঃ শূলপাণেঃ শূন্যং সিদ্ধায়তনমপশ্যত্।

তচ্চ পবনোদ্ধূতৈঃ ইতস্ততঃ সমাপতদ্ভিঃ কেতকী-গর্ভ-ধূলি-পটলৈঃ ধবলীক্রিয়মাণ-কায়ঃ পশুপতি-দর্শন-হেতোর্বলাদিব প্রতিপাদ্যমানো ভস্ম-ব্রতম্, আয়তন-প্রবেশ-পুণ্যৈরিব পরিগৃহ্যমাণঃ প্রাবিশ্যাদ্রাক্ষীত্—চতুঃস্তম্ভ-স্ফটিক-মণ্ডপিকা-তল-প্রতিষ্ঠিতম্, অচিরোদ্ধৃতৈরার্দ্রার্দ্র-নল-শিখর-গলজ্জলবিন্দুভিঃ উর্ধ্ববিপাটিত-চন্দ্রবিম্বদলৈরিব নিজাট্টহাসাবয়বৈরিব শেষ-ফণা-শকলৈরিব পাঞ্চজন্য-সহোদরৈরিব ক্ষীরোদ-হৃদয়াকারৈরুপপাদিত-মৌক্তিক-মুকুট-বিভ্রমৈঃ শুচিভির্মন্দাকিনী-পুণ্ডরীকৈঃ কৃতার্চনম্, অমল-মুক্তাশিলা-ঘটিত-লিঙ্গম্, অশেষ-ত্রিভুবন-বন্দিত-চরণম্, চরাচর-গুরুং, চতুর্মুখং ভগবন্তং ত্র্যম্বকম্।

তস্য চ দক্ষিণাং মূর্তিমাশ্রিত্যাভিমুখীমাসীনাম্, উপরচিত-ব্রহ্মাসনাম্, অতি-বিস্তারিণা সর্ব-দিঙ্মুখ-প্লাবকেন প্রলয়-পরিপ্লুত-ক্ষীরপয়োধি-পূর-পাণ্ডুরেণ অতি-দীর্ঘকাল-সঞ্চিতেন তপো-রাশিনেব সর্বতো বিসর্পতা পাদপান্তরৈস্ত্রিস্রোতো-জলনিভেন পিণ্ডীভূয় বহতেব দেহ-প্রভা-বিতানেন স-গিরিকাননং দন্তময়মিব তং প্রদেশং কুর্বতীম্, অন্যথৈব ধবলয়তীং কৈলাসগিরিম্, অন্তর্দ্রষ্টুরপি লোচন-পথ-প্রবিষ্টেন শ্বেতিমানমিব মনো নয়ন্তীম্, অতি-ধবল-প্রভা-পরিগত-দেহতয়া স্ফটিকগৃহ-গতামিব দুগ্ধ-সলিল-মগ্নামিব বিমল-চীনাংশুকান্তরিতামিব আদর্শতল-সংক্রান্তামিব শরদভ্র-পটল-তিরস্কৃতামিব অপরিস্ফুট-বিভাব্যমানাবয়বাম্, পঞ্চ-মহাভূত-ময়মপহায় দ্রব্যাত্মকম্ অঙ্গ-নিষ্পাদনোপকরণ-কলাপং ধবলগুণেনেব কেবলেনোত্পাদিতাম্, দক্ষাধ্বর-ক্রিয়ামিবোদ্ধত-গণ-কচ-গ্রহ-ভয়োপসেবিত-ত্র্যম্বকাম্, নিরন্তর-ভস্মোল্লুণ্ঠন-সিতাঙ্গীং রতিমিব মদন-দেহ-নিমিত্তং হর-প্রসাদনার্থমাগৃহীত-হরারাধনাম্, ক্ষীরোদধি-দেবতামিব সহবাস-পরিচিত-হর-চন্দ্রলেখোত্কণ্ঠাকৃষ্টাম্, 'ইন্দুমূর্তিমিব স্বর্ভানু-ভয়-কৃত-ত্রিনয়ন-শরণাগম-নাম্, ঐরাবত-দেহচ্ছবিমিব গজাজিনাবগুণ্ঠনোত্কণ্ঠিত-শিতিকণ্ঠ-চিন্তিতোপনতাম্, পশুপতি-দক্ষিণ-মুখ-হাস-চ্ছবিমিব বহিরাগত্য কৃতাবস্থানাম্, শরীরিণীমিব রুদ্রোদ্ধূলন-ভূতিম্ আবির্ভূতাম্, জ্যোত্স্নামিব হরকণ্ঠান্ধকার-বিঘট্টনোদ্যম-প্রাপ্তাম্, গৌরীমনঃশুদ্ধি-মিব কৃত-দেহ-পরিগ্রহাম্, কার্তিকেয়-কৌমারব্রত-ক্রিয়ামিব মূর্তিমতীম্, গিরীশ-বৃষভ-দেহদ্যুতিমিব পৃথগবস্থিতাম্, আয়তন-তরু-কুসুম-সমৃদ্ধিমিবশঙ্করাভ্যর্চনায় স্বয়মুদ্যতাম্, পিতামহ-তপঃ-সিদ্ধিমিব মহীতলমবতীর্ণাম্, আদি-যুগ-প্রজাপতি-কীর্তিমিব সপ্ত-লোক-ভ্রমণ-খেদ-বিশ্রান্তাম্, ত্রয়ীমিব কলিযুগ-ধ্বস্ত-ধর্ম-শোক-গৃহীত-বনবাসাম্, আগামি-কৃতযুগ-বীজকলামিব প্রমদারূপেণাবস্থিতাম্, দেহবতীমিব মুনিজন-ধ্যান-সম্পদম্, অমর-গজ-বীথিমিবাভ্রগঙ্গাভ্যাগম-বেগ-পতিতাম্, কৈলাসশ্রিয়মিব দশমুখোন্মূলন-ক্ষোভ-নিপতিতাম্, শ্বেতদ্বীপ-লক্ষ্মীমিবান্যদ্বীপাবলোকন-কুতূহলাগতাম্, কাশকুসুমবিকাশ-কান্তিমিব শরত্-সময়মুদীক্ষমাণাম্, শেষ-শরীর-চ্ছায়ামিব রসাতলমপহায় নির্গতাম্, মুষলায়ুধ-দেহ-প্রভামিব মধু-মদ-বিঘূর্ণনায়াস-বিগলিতাম্, শুক্লপক্ষ-পরম্পরামিব পুঞ্জীকৃতাম্, সর্বহংসৈরিব ধবলতয়া কৃত-সংবিভাগাম্, ধর্ম-হৃদয়াদিব বিনির্গতাম্ শঙ্খাদিবোত্কীর্ণাম্, মুক্তাফলাদিবাকৃষ্টাম্ মৃণালৈরিব বিরচিতাবয়বাম্, দন্ত-দলৈরিব ঘটিতাম্, ইন্দুকর-কূর্চকৈরিব প্রক্ষালিতাম্, বর্ণ-সুধা-চ্ছটাভিরিব চ্ছুরিতাম্, অমৃত-ফেন-পিণ্ডৈরিব পাণ্ডুরীকৃতাম্, পারদ-রস-ধারাভিরিব ধৌতাম্,

রজত-দ্রবেণেব নির্মৃষ্টাম্, চন্দ্র-মণ্ডলাদিবোৎকীর্ণাম্, কুটজ-কুন্দ-সিন্ধুবার-কুসুম-
চ্ছবিভিরিবোল্লাসিতাম্, ইয়ত্তামিব ধবলিম্নঃ, স্কন্ধাবলম্বিনীভিরুদয়তটগতাদ্ অর্ক-
বিম্বাদুদ্ধৃত্য বালরশ্মি-প্রভাভিরিব নির্মিতাভিরুন্মিষত্তড়িত্তরল-তেজস্তাম্রাভিরচির-
স্নানাবস্থিত-বিরল-বারি-কণতয়া প্রণাম-লগ্ন-পশুপতি-চরণ-ভস্ম-চূর্ণাভিরিব জটাভি-
রুদ্ভাসিত-শিরোভাগাম্, জটাপাশ-গ্রথিতম্ উত্তমাঙ্গেন মণিময়ং নামাঙ্কম্ ঈশ্বরচরণদ্বয়মুদ্ব-
হন্তীম্, রবি-রথ-তুরগ-খুর-মুখ-ক্ষুণ্ণ-নক্ষত্র-ক্ষোদ-বিশদেন ভস্মনালঙ্কৃত-ললাটপট্টিকাম্,
শিখর-শিলাশ্লিষ্ট-শশাঙ্ক-কলামিব শৈলরাজ-মেখলাম্, অতুল-ভক্তি-প্রসাধিতয়া লক্ষ্যীকৃত-
লিঙ্গয়া দ্বিতীয়মেব পুণ্ডরীক-মালয়া দৃষ্ট্যা সম্ভাবয়ন্তীং ভূতনাথম্, অনবরত-গীত-
পরিস্ফুরিতাধরপুট-বশাৎ অতিশুচিভিঃ শুদ্ধ-হৃদয়-ময়ূখৈরিব গীতগুণৈরিব স্বরৈরিব
স্তুতি-বর্ণৈরিব মূর্তিমদ্ভির্মুখান্নিষ্পতদ্ভির্দশনাংশুভিঃ পুনরিব স্নপয়ন্তীং গৌরী-
পতিম্, অতিবিমলৈশ্চ বেদার্থৈরিব সাক্ষাৎ পিতামহমুখাদাকৃষ্টৈঃ গায়ত্রীবর্ণৈরিব-
গ্রথিততাম্ উপগতৈঃ নারায়ণ-নাভি-পুণ্ডরীক-বীজৈরিবোদ্ধৃতৈঃ, সপ্তর্ষিভিরিব কর-
স্পর্শ-পূতমাত্মানমিচ্ছদ্ভিস্তারকা-রূপেণাগতৈঃ, আমলকী-ফলস্থূলৈর্মুক্তাফলৈরুপর-
চিতেনাক্ষবলয়েনাধিষ্ঠিত-কণ্ঠ-ভাগাম্, পরিবেশ-পরিগত-চন্দ্রমণ্ডলামিব পৌর্ণমাসী-
নিশাম্, অধোমুখ-হর-শিরঃ-কপাল-মণ্ডলাকারেণ মোক্ষ-পুর-দ্বার-কলস-কান্তিনা
স্তনযুগলেন এক-হংস-মিথুন-সনাথামিব গঙ্গাম্, গৌরী-সিংহ-সটাময়েনেব চামর-রুচিরা-
কৃতিনা স্তনযুগল-মধ্য-নিবদ্ধ-গ্রন্থিনা কল্পতরু-লতা-বল্কলেন কৃতোত্তরীয়-কৃত্যাম্,
অযুগ্মলোচন-সকাশাৎ প্রসাদ-লব্ধেন চূড়ামণি-চন্দ্র-ময়ূখ-জালেনেব মণ্ডলীকৃতেন
ব্রহ্ম-সূত্রেণ পবিত্রীকৃত-কায়াম্, আ-প্রপদীনেন চ স্বভাব-সিতেনাপি ব্রহ্মাসন-বন্ধোত্তান-
চরণ-তল-প্রভা-পরিষ্বঙ্গাল্লোহিতায়মানেন দুকূল-পটেন প্রাবৃত-নিতম্বাম্, যৌবনেনাপি
স্বকালোপসর্পিণা নির্বিকার-বিনীতেন শিষ্যেণেবোপাস্যমানাম্, লাবণ্যেনাপি কৃতপু-
ণ্যেনেব স্বচ্ছাত্মনা পরিগৃহীতাম্, রূপেণাপি রুচির-লোচনেন বিগত-চাপলেন আয়তন-
মৃগেণেব নিষেবিতাম্, উৎসঙ্গ-গতাঞ্চ স্ব-সুতামিব সূক্ষ্ম-শঙ্খ-খণ্ডিকাঙ্গুরীয়ক-
পূরিতাঙ্গুলিনা ত্রিপুণ্ড্রকাবশিষ্ট-ভস্ম-পাণ্ডুরেণ প্রকোষ্ঠ-বদ্ধ-শঙ্খ-খণ্ডকেন নখ-ময়ূখ-
দন্তুরতয়া গৃহীত-দন্তকোণেনেব দন্তময়ীং দক্ষিণকরেণ বীণামাস্ফালয়ন্তীম্, প্রত্যক্ষা-
মিব গন্ধর্ব-বিদ্যাম্, মণিমণ্ডপিকা-স্তম্ভ-লগ্নাভিরাত্মানুরূপাভিঃ সহচরীভিরিব স-
বীণাভির্বিলাসবতীভিঃ প্রতিমাভিরুপেতাম্, স্নপনার্দ্র-লিঙ্গ-সংক্রান্ত-প্রতিবিম্বতয়া
অতিপ্রবল-ভক্ত্যারাধিতস্য হৃদয়মিব প্রবিষ্টাং হরস্য ; হারলতয়েব প্রাপ্ত-কণ্ঠযোগয়া, গ্রহ-
পঙ্‌ক্ত্যেব ধ্রুব-প্রতিবদ্ধয়া, ক্রুদ্ধয়েব রক্ত-মুখ-বর্ণয়া, মত্তয়েব ঘূর্ণিত-মন্দ-তারয়া,
উন্মত্তয়েব অনেক-কৃত-তালয়া, মীমাংসয়েব অনেক-ভাবনানুবিদ্ধয়া গীত্যা দেবং
বিরূপাক্ষমুপবীণয়ন্তীম্ ; অতি-মধুর-গীতাবকৃষ্টৈর্ধ্যানমিবাভ্যস্যদ্ভির্নিশ্চল-কর্ণ-
পুটৈর্মৃগ-বরাহ-বানর-বারণ-শরভ-সিংহ-প্রভৃতিভির্বনচরৈরাবদ্ধ-মণ্ডলৈরাকর্ণ্যমান-গীতা-
নুবিদ্ধ-বিপঞ্চী-ঘোষাম্, অমরাপগামিব নভসোঽবতীর্ণাম্, দীক্ষিতবাচমিবাপ্রাকৃতাম্,
ত্রিপুরারি-শর-শলাকামিব তেজোময়ীম্, পীতামৃতামিব বিগত-তৃষ্ণাম্, ঈশান-শিরঃ-শশি-
কলামিবানুপজাত-রাগাম্, অমথিতোদধিজল-সম্পদমিবান্তঃ-প্রসন্নাম্, অ-সমস্ত-পদ-
বৃত্তিমিবাদ্বন্দ্বাম্, বৌদ্ধ-বুদ্ধিমিব নিরালম্বনাম্, বৈদেহীমিব প্রাপ্ত-জ্যোতিঃ-প্রবেশাম্,
দ্যূত-কলা-কুশলামিব বশীকৃতাক্ষ-হৃদয়াম্, মহীমিব জল-ভৃত-দেহাম্, হিম-সময়-দিবস-
মুখ-লক্ষ্মীমিব পরিগৃহীত-ভাস্করাতপাম্, আর্যামিব সমুপাত্ত-যতি-গণোচিত-মাত্রাম্,

আলিখিতমিবাচলাবস্থানাম্, অংশুময়ীমিব তচ্ছায়ানুলিপ্ত-ভূতলাম্; নির্মমাম্, নিরহঙ্কারাম্, নির্মৎসরাম্, অমানুষাকৃতিম্, দিব্যত্বাদপরিজ্ঞায়মান-বয়ঃ-পরিমাণাম্ অপ্যষ্টাদশবর্ষদেশীয়ামিবোপলক্ষ্যমাণাম্, প্রতিপন্ন-পাশুপত-ব্রতাং কন্যকাং দদর্শ।

ততোঽবতীর্য, তরুশাখায়াং বধ্বা তুরঙ্গম্, উপসৃত্য ভগবতে ভক্ত্যা প্রণম্য ত্রিলোচনায়, তামেব দিব্যযোষিতমনিমিষ-পক্ষ্মণা নিশ্চল-নিবদ্ধ-লক্ষ্যেণ চক্ষুষা পুনর্নিরূপয়ামাস। উদপাদি চাস্য তস্যা রূপসম্পদা কান্ত্যা প্রশান্ত্যা চাবির্ভূত-বিস্ময়স্য মনসি—অহো, জগতি জন্তূনামসমর্থিতোপনতান্যাপতন্তি বৃত্তান্তান্তরাণি। তথাহি, ময়া মৃগয়ায়াং যদৃচ্ছয়া নিরর্থকমনুবধ্নতা তুরঙ্গমুখ-মিথুনম্, অয়মতিমনোহরো মানবানামগম্যো দিব্যজন-সঞ্চরণোচিতঃ প্রদেশো বীক্ষিতঃ। অত্র চ সলিলমন্বেষমাণেন হৃদয়হারি সিদ্ধজনোপস্পৃষ্ট-জলং সরো দৃষ্টম্। তন্ত্রীর-লেখা-বিশ্রান্তেন চামানুষং গীতমাকর্ণিতম্। তচ্চানুসরতা মানুষ-দুর্লভ-দর্শনা দিব্যকন্যকেয়মালোকিতা। নহি মে সংশীতিরস্যা দিব্যতাং প্রতি, আকৃতিরেবানুমাপয়ত্যমানুষতাম্। কুতশ্চ মর্ত্যলোকে সম্ভূতিরেবংবিধানাং গান্ধর্ব-ধ্বনিবিশেষাণাম্? তদ্ যদি মে সহসা দর্শনপথান্নাপযাতি, নারোহতি বা কৈলাসশিখরম্, নোৎপততি বা গগনতলম্, ততঃ কা ত্বম্, কিমভিধানা বা, কিমর্থং বা প্রথমে বয়সি প্রতিপন্না ব্রতম্, ইতি সর্বমেবৈতত্ এনামুপসৃত্য পৃচ্ছামি। অতিমহানয়মবকাশ আশ্চর্যাণাম্। ইত্যবধার্য তস্যামেব স্ফটিকমণ্ডপিকায়ামন্যতমং স্তম্ভমাশ্রিত্য সমুপবিষ্টো গীতসমাপ্ত্যবসরং প্রতীক্ষমাণস্তস্থৌ।

অথ গীতাবসানে মূকীভূত-বীণা প্রশান্ত-মধুকর-রুতেব কুমুদিনী সা কন্যকা সমুত্থায় প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতহরপ্রণামা পরিবৃত্য স্বভাব-ধবলয়া তপঃ-প্রভাব-প্রগল্ভয়া দৃষ্ট্যা সমাশ্বাসয়ন্তীব, পুণ্যৈরিব স্পৃশন্তী, তীর্থজলৈরিব প্রক্ষালয়ন্তী, তপোভিরিব পাবয়ন্তী, শুদ্ধিমিব কুর্বাণা, বর-দানম্ ইবোপপাদয়ন্তী, পবিত্রতামিব নয়ন্তী, চন্দ্রাপীড়মাবভাষে—'স্বাগতমতিথয়ে, কথমিমাং ভূমিমনুপ্রাপ্তো মহাভাগঃ? তদুত্তিষ্ঠ। আগম্যতাম্ অনুভূয়তামতিথিসৎকারঃ'—ইতি। এবমুক্তস্তু তয়া সম্ভাষণ-মাত্রেণৈবানুগৃহীতমাত্মানং মন্যমান উত্থায় ভক্ত্যা কৃতপ্রণামো, 'ভগবতি, যথাজ্ঞাপয়সি' ইত্যভিধায় দর্শিতবিনয়ঃ শিষ্য ইব তাং ব্রজন্তীমনুবব্রাজ।

ব্রজংশ্চ সমর্থয়ামাস—হন্ত তাবন্নেয়ং মাং দৃষ্ট্বা তিরোভূতা। কৃতং হি মে কুতূহলেন প্রশ্নাশয়া হৃদি পদম্। যথা চেয়মস্যাস্তপস্বিজন-দুর্লভদিব্য-রূপায়া অপি দাক্ষিণ্যাতিশয়া প্রতিপত্তিরভিজাতা বিভাব্যতে, তথা সম্ভাবয়ামি নিয়তমিয়মখিলমাত্মোদন্তম্ অভ্যর্থ্যমানা কথয়িষ্যতীতি। এবঞ্চ কৃত-মতিঃ পদ-শত-মাত্রমিব গত্বা, নিরন্তরৈর্দিবাপি রজনী-সময়মিব দর্শয়দ্ভিস্তমাল-তরুভিরন্ধকারিত-পুরোভাগাম্, উৎফুল্ল-কুসুমেষু লতা-নিকুঞ্জেষু কূজতাং মন্দং মন্দং মদমত্ত-মধুলিহাং বিরুতিভির্মুখরীকৃত-পর্যন্তাম্, অতি-দূর-পাতিনাঞ্চ ধবল-শিলাতল-প্রতিঘাতোৎপতন-ফেনিলানামপাং প্রস্রবণৈরুৎ-কোটি-গ্রাব-বিটঙ্ক-বিপাট্যমানৈরুচ্চরদ্-ধ্বনিভিরবশীর্যমাণ-তুষার-শিশির-শীকরাসারৈরাবধ্যমান-নীহারাম্, হিম-হার-হরহাস-ধবলৈশ্চোভয়তঃ ক্ষরদ্ভির্নির্ঝরৈর্দ্বারাবলম্বিত-চলচ্চামর-কলাপামিবোপলক্ষ্যমাণাম্, অন্তঃস্থাপিত-মণি-কমণ্ডলু-মণ্ডলাম্, একান্তাবলম্বিত-যোগপট্টিকাম্, বিশাখিকা-শিখর-নিবদ্ধ-নারিকেলী-ফল-বল্কল-ময়-ধৌতোপানদ্-যুগলোপেতাম্, অবশীর্ণাঙ্গ-ভস্ম-ধূসর-বল্কল-শয়নীয়-সনাথৈকদেশাম্, ইন্দু-

মণ্ডলেনেব টঙ্কোত্‌কীর্ণেন শঙ্খময়েন ভিক্ষাকপালেনাধিষ্ঠিতাম্‌, সন্নিহিত-ভস্মালাবুকাং গুহামদ্রাক্ষীত্‌।

তস্যাশ্চ দ্বারি শিলাতলে সমুপবিষ্টো বল্কল-শয়ন-শিরোভাগ-বিন্যস্ত-বীণাং ততঃ পর্ণপুটেন নির্ঝরাদাগৃহীতম্‌ অর্ঘ্য-সলিলম্‌ আদায় তাং কন্যকাং সমুপস্থিতাম্‌ 'অলমলমতিযন্ত্রণয়া, কৃতমতিপ্রসাদেন, ভগবতি, প্রসীদ, বিমুচ্যতাময়মত্যাদরঃ, ত্বদীয়মালোকনমপি সর্ব-পাপ-প্রশমনমঘমর্ষণমিব পবিত্রীকরণায়ালম্‌, আস্যতাম্‌'—ইত্যব্রবীত্‌। অনুরুধ্যমানশ্চ তয়া তাং সর্বাম্‌ অতিথি-সমপর্যামতিদূরাবনতেন শিরসা সপ্রশ্রয়ং প্রতিজগ্রাহ।

কৃতাতিথ্যয়া চ তয়া দ্বিতীয়-শিলাতলোপবিষ্টয়া ক্ষণমিব তূষ্ণীং স্থিত্বা ক্রমেণ পরিপৃষ্টো দিগ্‌বিজয়াদারভ্য কিন্নরমিথুনানুসরণ-প্রসঙ্গেনাগমনমাত্মনঃ সর্বমাচচক্ষে। বিদিত-সকল-বৃত্তান্তা চোত্থায় সা কন্যকা ভিক্ষাকপালমাদায় তেষামায়তন-তরূণাং তলেষু বিচচার। অচিরেণ চ তস্যাঃ স্বয়ং-পতিতৈঃ ফলৈরপূর্যত ভিক্ষা-ভাজনম্‌। আগত্য চ তেষাং ফলানামুপযোগায় নিযুক্তবতী চন্দ্রাপীড়ম্‌।

আসীচ্চ তস্য চেতসি—নাস্তি খল্বসাধ্যং নাম তপসাম্‌। কিমতঃ পরমাশ্চর্যম্‌, যদত্র ব্যপগতচেতনা অপি সচেতনা ইবাস্যৈ ভগবত্যৈ সমতিসৃজন্তঃ ফলান্যাত্মানুগ্রহমুপপাদয়ন্তি বনস্পতয়ঃ। চিত্রমিদমালোকিতমস্মাভিরদৃষ্টপূর্বম্‌। ইত্যধিকতরোপজাতবিস্ময়শ্চোত্থায় তমেব প্রদেশমিন্দ্রায়ুধমানীয় ব্যপনীত-পর্যাণং নাতিদূরে সংযম্য নির্ঝরজল-নির্বর্তিত-স্নান-বিধিস্তান্যমৃত-স্বাদূনি উপযুজ্য ফলানি, পীত্বা চ তুষার-শিশিরং প্রস্রবণ-জলমুপস্পৃশ্য চৈকান্তে তাবদবতস্থে, যাবত্তয়াপি কন্যকয়া কৃতো জল-ফল-মূলময়েষু আহারেষু প্রণয়ঃ।

ইতি পরিসমাপিতাহারাং নির্বর্তিত-সন্ধ্যোচিতাচারাং শিলাতলে বিশ্রব্ধমুপবিষ্টাং নিভৃতমুপসৃত্য নাতিদূরে সমুপবিশ্য চন্দ্রাপীড়ঃ সবিনয়মবাদীত্‌—'ভগবতি, ত্বত্‌-প্রসাদ-প্রাপ্তি-প্রোত্সাহিতেন কুতূহলেনাকুলীক্রিয়মাণো মানুষতা-সুলভো লঘিমা বলাদনিচ্ছন্তমপি মাং প্রশ্ন-কর্মণি নিয়োজয়তি। জনয়তি হি প্রভু-প্রসাদ-লবোঽপি প্রাগল্ভ্যমধীর-প্রকৃতেঃ। স্বল্পাপ্যেকদেশাবস্থানে কাল-কলা পরিচয়মুত্পাদয়তি। অণুরপ্যুপচার-পরিগ্রহঃ প্রণয়মারোপয়তি। তদ্‌ যদি নাতি-খেদ-করমিব ততঃ কথনেনাত্মানমনুগ্রাহ্যম্‌ ইচ্ছামি। অতিমহত্‌ খলু ভবদ্দর্শনাত্‌ প্রভৃতি মে কৌতুকমস্মিন্‌ বিষয়ে। কতরন্মরুতামৃষীণাং গন্ধর্বাণাং গুহ্যকানামপ্‌সরসাং বা কুলমনুগৃহীতং ভগবত্যা জন্মনা? কিমর্থং বাস্মিন্‌ কুসুম-সুকুমারে নবে বয়সি ব্রতগ্রহণম্‌? ক্বেদং বয়ঃ, ক্বেদং তপঃ, ক্বেয়মাকৃতিঃ, ক্ব চায়ং লাবণ্যাতিশয়ঃ, ক্বেয়মিন্দ্রিয়াণামুপশান্তিঃ। তদদ্ভুতমিব মে প্রতিভাতি। কিং নিমিত্তং বা অনেক-সিদ্ধ-সাধ্য-সংবাধানি সুরলোক-সুলভানি অপহায় দিব্যাশ্রমপদানি একাকিনী বনমিদমমানুষমধিবসসি? কশ্চায়ং প্রকারঃ, যত্তেরেব পঞ্চভির্মহাভূতৈরারব্ধমীদৃশীং ধবলতাং ধত্তে শরীরম্‌? নেদমস্মাভিরন্যত্র দৃষ্টশ্রুতপূর্বং বা। অপনয়তু নঃ কৌতুকম্‌। আবেদয়তু ভবতী সর্বমিদম্‌।' ইত্যেবমভিহিতা সা কিমপ্যন্তর্ধ্যায়ন্তী তূষ্ণীং মুহূর্তমিব স্থিত্বা নিঃশ্বস্য স্থূলস্থূলৈরন্তর্গতাং হৃদয়শুদ্ধিমিবাদায় নির্গচ্ছদ্ভিঃ, ইন্দ্রিয়-প্রসাদমিব বর্ষদ্ভিঃ, তপো-রস-নিস্যন্দমিব স্রবদ্ভিঃ, লোচন-বিষয়ং ধবলিমানমিব দ্রবীকৃত্য পাতয়দ্ভিঃ, অচ্ছাচ্ছৈঃ, অমল-কপোল-স্থলস্খলিতৈঃ, অবশীর্ণ-হার-মুক্ত-মুক্তাফল-তরল-পাতৈঃ, অনুবন্ধ-বিন্দুভিঃ, বল্কলাবৃত-

কুচ-শিখর-জর্জরিত-শীকরৈঃ অশ্রুভিরামীলিত-লোচনা নিঃশব্দং রোদিতুমারেভে।

তঞ্চ প্ররুদিতাং দৃষ্ট্বা চন্দ্রাপীড়স্তত্‌ক্ষণমচিন্তয়ত্‌—অহো দুর্নিবারতা ব্যসনোপনিপাতানাম্‌, যদীদৃশীমপ্যাকৃতিমনভিভবনীয়াম্‌ আত্মীয়াং কুর্বন্তি। সর্বথা ন ন কঞ্চন স্পৃশন্তি শরীর-ধর্মাণমুপতাপাঃ। বলবতী হি দ্বন্দ্বানাং প্রবৃত্তিঃ। ইদমপরমধিকতরমুপজনিতম্‌ অতিমহন্মনসি মে কৌতুকমস্যা বাষ্পসলিল-পাতেন। ন হ্যল্পীয়সা শোক-কারণেন ক্ষেত্রীক্রিয়ন্ত এবংবিধা মূর্তয়ঃ। ন হি ক্ষুদ্র-নির্ঘাত-পাতাভিহতা চলতি বসুধা—ইতি। সংবর্ধিত-কুতূহলশ্চ শোক-স্মরণ-হেতুতামুপগতম্‌-অপরাধিনমিব আত্মানমবগচ্ছন্নুত্থায় প্রস্রবণাদঞ্জলিনা মুখ-প্রক্ষালনোদকমুপনিন্যে। সা তু তদনুরোধাদবিচ্ছিন্নবাষ্পজল-ধারা-সন্তানাপি কিঞ্চিত্‌-কষায়িতোদরে প্রক্ষাল্য লোচনে বল্কলোপান্তেন বদনমপমৃজ্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য শনৈঃ শনৈঃ প্রত্যবাদীত্‌—

রাজপুত্র, কিমনেন অতি-নিঘৃণ-হৃদয়ায়া মম মন্দ-ভাগ্যায়াঃ পাপায়া জন্মনঃ প্রভৃতি বৈরাগ্য-বৃত্তান্তেনাশ্রবণীয়েন শ্রুতেন? তথাপি যদি মহত্‌ কুতূহলম্‌, তত্‌ কথয়ামি, শ্রূয়তাম্‌।

এতত্‌ প্রায়েণ কল্যাণাভিনিবেশিনঃ শ্রুতি-বিষয়মাপতিতমেব যথা বিবুধ-সদ্মনি অপ্‌সরসো নাম কন্যকাঃ সন্তীতি। তাসাং চতুর্দশ কুলানি। একং ভগবতঃ কমলযোনের্মনসঃ সমুত্‌পন্নম্‌। অন্যদ্বেদেভ্যঃ সম্ভূতম্‌। অন্যদগ্নেরুদ্ভূতম্‌। অন্যত্‌ পবনাত্‌ প্রসূতম্‌, অন্যদমৃতান্মথ্যমানাদুত্থিতম্‌। অন্যজ্জলাজ্জাতম্‌ অন্যদর্ককিরণেভ্য নির্গতম্‌। অন্যত্‌ সোমরশ্মিভ্যো নিষ্পতিতম্‌। অন্যদ্ভূমেরুদ্ভূতম্‌। অন্যত্‌ সৌদামিনীভ্যঃ প্রবৃত্তম্‌। অন্যন্মৃত্যুনা নির্মিতম্‌। অপরং মকরকেতুনা সমুত্‌পাদিতম্‌। অন্যত্তু দক্ষস্য প্রজাপতেরতিপ্রভূতানাং সুতানাং মধ্যে দ্বে সুতে মুনিররিষ্টা চ বভূবতুস্তাভ্যাং গন্ধর্বৈঃ সহ কুলদ্বয়ং জাতম্‌। এবমেতান্যেকত্র চতুর্দশ কুলানি। গন্ধর্বাণান্তু দক্ষাত্মজা-দ্বিতয়-সম্ভবং তদেব কুলদ্বয়ং জাতম্‌। তত্র মুনেস্তনয়শ্চিত্রসেনাদীনাং পঞ্চদশানাং ভ্রাতৄণামধিকো গুণৈঃ ষোড়শশ্চিত্ররথো নাম সমুত্‌পন্নঃ। স কিল ত্রিভুবনপ্রখ্যাত-পরাক্রমো ভগবতা সমস্ত-সুর-মৌলি-মালা-লালিত-চরণ-নলিনেনাখণ্ডলেন সুহৃচ্ছব্দেনোপবৃংহিতপ্রভাবঃ সর্বেষাং গন্ধর্বাণামাধিপত্যমসিলতা-মরীচি-নিচয়-মেচকিতেন বাহুনা সমুপার্জিতং শৈশব এবাপ্তবান্‌। ইতশ্চ নাতিদূরে তস্যাস্মাদ্ভারতবর্ষাদুত্তরেণানন্তরে কিম্পুরুষ-নাম্নি বর্ষে বর্ষ-পর্বতো হেমকূটো নাম নিবাসঃ। তত্র চ তদ্ভুজযুগল-পরিপালিতান্যনেকানি গন্ধর্ব-শতসহস্রাণি প্রতিবসন্তি। তেনৈব চেদং চৈত্ররথং নামাতিমনোহরং কাননং নির্মিতম্‌, ইদঞ্চাচ্ছোদাভিধানমতিমহত্‌ সরঃ খানিতম্‌, অয়ঞ্চ ভবানীপতিরুপরচিতো ভগবান্‌। অরিষ্টায়াস্তু পুত্রস্তুম্বুরু-প্রভৃতীনাং সোদর্যাণাং ষণ্ণাং জ্যেষ্ঠো হংসো নাম জগদ্বিদিতো গন্ধর্বঃ, তস্মিন্‌, দ্বিতীয়ে গন্ধর্ব-কুলে গন্ধর্বরাজেন চিত্ররথেনৈবাভিষিক্তো বাল এব রাজ্যপদমাসাদিতবান্‌। অপরিমিত-গন্ধর্ব-বলপরিবারস্য তস্যাপি স এব গিরিরধিবাসঃ। যত্তু তত্‌ সোমময়ূখ-সম্ভবমপ্‌সরসাং কুলম্‌ তস্মাত্‌ কিরণজালানুসার-গলিতেন সকলেনেব রজনিকর-কলা-কলাপ-লাবণ্যেন নির্মিতা ত্রিভুবন-নয়নাভিরামা, ভগবতী দ্বিতীয়েব গৌরী, গৌরীতি নাম্না হিমকর-কিরণাবদাত-বর্ণা কন্যকা প্রসূতা। তাঞ্চ দ্বিতীয়-গন্ধর্বকুলাধিপতিঃ হংসো মন্দাকিনীমিব ক্ষীরসাগরঃ প্রণয়িনীমকরোত্‌। সা তু ভগবতা মকরকেতনেনেব রতিঃ, শরত্‌সময়েনেব কমলিনী, হংসেন সংযোজিতা সদৃশ-সমাগমোপজনিতামতিমহতীং মুদমুপগতবতী, নিখিলান্তঃ-

পুর-স্বামিনী চ তস্যাভবত্। তয়োশ্চ তাদৃশয়োর্মহাত্মনোরহমীদৃশী বিগত-লক্ষণা শোকায় কেবলমনেক-দুঃখ-সহস্র-ভাজনমেকৈবাত্মজা সমুত্পন্না। তাতস্ত্বনপত্যতয়া সুত-জন্মাতিরিক্তেন মহোত্সবেন মম জন্মাভিনন্দিতবান্। অবাপ্তে চ দশমেঽহনি কৃত-যথোচিত-সমাচারো মহাশ্বেতেতি যথার্থমেব নাম কৃতবান্। সাহং পিতৃভবনে বালতয়া কল-মধুর-প্রলাপিনী বীণেব গন্ধর্বাণামঙ্কাদঙ্কং সঞ্চরন্তী অবিদিত-স্নেহ-শোকায়াস-মনোহরং শৈশবমতীতবতী। ক্রমেণ চ কৃতং মে বপুষি বসন্ত ইব মধুমাসেন, মধুমাস ইব নবপল্লবেন, নবপল্লব ইব কুসুমেন, কুসুম ইব মধুকরেণ, মধুকর ইব মদেন, নবযৌবনেন পদম্।

অথ বিজৃম্ভমাণ-নব-নলিন-বনেষু, অকঠোর-চূত-কলিকা-কলাপ-কৃত-কামুকোত্-কলিকেষু, কোমল-মলয়-মারুতাবতার-তরঙ্গিতানঙ্গ-ধ্বজাংশুকেষু, মদ-কলিত-কামিনী-গণ্ডূষ-সীধু-সেক-পুলকিত-বকুলেষু, মধুকর-কুল-কলঙ্ক-কালী-কৃত-কালেয়ক-কুসুম-কুট্মলেষু, অশোকতরু-তাড়না-রণিত-রমণী-মণি-নূপুর-ঝঙ্কার-সহস্র-মুখরেষু, বিকসম্মুকুল-পরিমল-পুঞ্জিতালিজাল-মঞ্জু-শিঞ্জিত-সুভগ-সহকারেষু, অবিরল-কুসুম-ধূলি-বালুকা-পুলিন-ধবলিত-ধরাতলেষু, মধু-মদ-বিড়ম্বিত-মধুকরী-কদম্বক-সংবাহ্যমান-লতা-দোলেষু, উত্ফুল্ল-পল্লব-লবলী-বল্লী-লীয়মান-মত্ত-কোকিলোল্লাসিত-মধু-শীকরোদ্দাম-দুর্দিনেষু, প্রোষিতজন-জায়া-জীবোপহার-হৃষ্ট-মন্মথাস্ফালিত-চাপ-রব-ভয়-স্ফুটিত-পথিক-হৃদয়-রুধিরাদ্রীকৃত-মার্গেষু, অবিরত-পতত্-কুসুমশর-পতত্রি-পত্র-সূত্কার-বধিরী-কৃত-দিঙ্মুখেষু, দিবাপি প্রবৃত্তান্তর্মদন-রাগান্ধাভিসারিকা-সার্থ-সঙ্কুলেষু, উদ্বেল-রতি-রস-সাগর-পূর-প্লাবিতেষু, সকল-জীবলোক-হৃদয়ানন্দ-দায়কেষু মধুমাস-দিবসেষু একদাহম্-অম্বয়া সহ মধুমাস-বিস্তারিত-শোভং প্রোত্ফুল্ল-নব-নলিন-কুমুদ-কুবলয়-কহ্লারমিদ-মচ্ছোদং সরঃ স্নাতুমভ্যাগমম্। অত্র চ স্নানার্থমাগতয়া ভগবত্যা পার্বত্যা তট-শিলা-তলেষু বিলিখিতানি স-ভৃঙ্গিরিটীনি পাংশু-নিমগ্ন-কৃশ-পদ-মণ্ডলানুমিত-মুনিজন-প্রণাম-প্রদক্ষিণানি ত্র্যম্বক-প্রতিবিম্বকানি বন্দমানা, 'ভ্রমর-ভর-ভুগ্ন-গর্ভ-কেসর-জর্জর-কুসুমোপ-হার-রম্যোঽয়ং লতামণ্ডপঃ, পরভৃত-নখ-কোটি-পাটিত-কুট্মল-নাল-বিবর-বিগলিত-মধু-ধারঃ সুপুষ্পিতোঽয়ং সহকার-তরুঃ, উন্মদ-ময়ূর-কুল-কলকল-ভীত-ভুজঙ্গ-মুক্ত-তলা শিশিরেয়ং চন্দনবীথিকা, বিকচ-কুসুম-পুঞ্জ-পাত-সূচিত-বনদেবতা-প্রেঙ্খোলন-শোভনেয়ং লতাদোলা, বহল-কুসুম-রজঃ-পটল-মগ্ন-কলহংস-পদ-রেখমতিরমণীয়মিদং তীরতরুতলম্' ইতি স্নিগ্ধ-মনোহরতরোদ্দেশ-দর্শন-লোভাক্ষিপ্ত-হৃদয়া সহ সখীজনেন ব্যচরম্।

একস্মিংশ্চ প্রদেশে ঝটিতি বনানিলেনোপনীতম্, নির্ভর-বিকসিতেঽপি কাননে অভিভূতান্য-কুসুম-পরিমলম্, বিসর্পন্তম্, অতিসুরভিতয়া অনুলিম্পন্তমিব পূরয়ন্তমিব তর্পয়ন্তমিব ঘ্রাণেন্দ্রিয়ম্, অহমহমিকয়া মধুকর-কুলৈরনুবধ্যমানম্, অনাঘ্রাত-পূর্বম্, অমানুষলোকোচিতম্, কুসুমগন্ধমভ্যাজিঘ্রম্। কুতোঽয়মিত্যুপারূঢ়-কুতূহলা চাহং মুকুলিত-লোচনা তেন কুসুমগন্ধেন মধুকরীবাকৃষ্যমাণা কৌতুক-তরলাভ্যধিকতরোপজাত-নূপুর-মণি-ঝঙ্কারাকৃষ্ট-সরঃ-কলহংসানি কতিচিত্ পদানি গত্বা—

হর-নয়ন হুতাশনেন্ধনীকৃত-মদন-শোক-বিধুরং বসন্তমিব তপস্যন্তম্, অখিল-মণ্ডল-প্রাপ্ত্যর্থমীশান-শিরঃ-শশাঙ্কমিব ধৃত-ব্রতম্, অযুগ্মলোচনং বশীকর্তু-কামং কামমিব সনিয়মম্, অতিতেজস্বিতয়া প্রচল-তড়িল্লতা-পঞ্জর-মধ্যগতমিব গ্রীষ্ম-দিবস-দিবসকর-মণ্ডলোদর-প্রবিষ্টমিব জ্বলন-জ্বালা-কলাপ-মধ্য-স্থিতমিব বিভাব্যমানম্, উন্মিষন্ত্যা

বহুল-বহুলয়া দীপিকালোক-পিঙ্গলয়া দেহ-প্রভয়া কপিলীকৃত-কাননং কনকময়মিব তং প্রদেশং কুর্বাণম্, রোচনা-রস-লুলিত-প্রতিসর-সমান-সুকুমার-পিঙ্গল-জটম্, পুণ্যপতাকায়মানয়া সরস্বতী-সমাগমোত্কণ্ঠা-কৃত-চন্দন-রেখয়েব ভস্ম-ললাটিকয়া বাল-পুলিন-লেখয়েব গঙ্গা-প্রবাহমুদ্ভাসমানম্, অনেক-শাপ-ভ্রূকুটি-ভবন-তোরণেন ভ্রূলতাদ্বয়েন বিরাজিতম্, অত্যায়ততয়া লোচনময়ীং মালামিব গ্রথিতামুদ্বহন্তম্, সর্বহরিণৈরিব দত্ত-লোচন-শোভা-সংবিভাগম্, আয়তোত্তুঙ্গ-ঘ্রাণবংশম্, অপ্রাপ্ত-হৃদয়-প্রবেশেন নবযৌবন-রাগেণেব সর্বাত্মনা পাটলীকৃতাধর-রুচকম্, অনুদ্ভিন্ন-শ্মশ্রুত্বাত্ অনাসাদিত-মধুকরাবলী-বলয়-পরিক্ষেপ-বিলাসমিব বাল-কমলমাননং দধানম্, অনঙ্গ-কার্মুক-গুণেনেব কুণ্ডলীকৃতেন তপস্তড়াগ-কমলিনী-মৃণালেনেব যজ্ঞোপবীতেনালঙ্কৃতম্, একেন সনাল-বকুল-ফলাকারং কমণ্ডলুম্, অপরেণ মকর-কেতু-বিনাশ-শোক-রুদিতায়া রতেরিব বাষ্প-জল-বিন্দুভিরারচিতাং স্ফটিকাক্ষ-মালিকাং করেণ কলয়ন্তম্, অনেক-বিদ্যাপগা-সঙ্গমাবর্ত-নিভয়া নাভিমুদ্রয়োপশোভমানম্, অন্তর্জ্ঞান-নিরাকৃতস্য মোহান্ধকারস্যাপযান-পদবীমিবাঞ্জন-রজো-লেখা-শ্যামলাং রোমরাজিমুদরেণ তনীয়সীং বিভ্রাণম্, আত্ম-তেজসা বিজিত্য সবিতারং পরিগৃহীতেন পরিবেষ-মণ্ডলেনেব মৌঞ্জ-মেখলা-গুণেন পরিক্ষিপ্ত-জঘন-ভাগম্, অভ্রগঙ্গা-স্রোতো-জল-প্রক্ষালিতেন জরচ্চকোর-লোচনপুট-পাটল-কান্তিনা মন্দার-বল্কলেনোপপাদিতাম্বর-প্রয়োজনম্; অলঙ্কারমিব ব্রহ্মচর্যস্য, যৌবনমিব ধর্মস্য, বিলাসমিব সরস্বত্যাঃ, স্বয়ংবর-পতিমিব সর্ববিদ্যানাম্, সঙ্কেত-স্থানমিব সর্ব-শ্রুতীনাম্, নিদাঘ-কালমিব আষাঢ়ম্, হিমসময়-কাননমিব স্ফুটিত-প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরী-গৌরম্, মধুমাসমিব কুসুম-ধবল-তিলক-ভূতি-ভূষিত-মুখম্, আত্মানুরূপেণ সবয়সা অপরেণ দেবতার্চন-কুসুমানুচ্চিন্বতা তাপসকুমারেণানুগতম্, অতিমনোহরম্, স্নানার্থমাগতং মুনিকুমারকমপশ্যম্।

তেন চ কর্ণাবতংসীকৃতাং, বসন্ত-দর্শনানন্দিতায়াঃ স্মিত-প্রভামিব বনশ্রিয়ঃ, মলয়-মারুতাগমনার্থ-লাজাঞ্জলিমিব মধুমাসস্য, যৌবনলীলামিব কুসুমলক্ষ্ম্যাঃ, সুরত-পরিশ্রম-স্বেদ-জল-কণ-জালকাবলীমিব রতেঃ, ধ্বজ-চিহ্ন-চামর-পিচ্ছিকামিব মনোভব-গজস্য, মধুকর-কামুকাভিসারিকাম্, কৃত্তিকাতারা-স্তবকানুকারিণীম্, অমৃতবিন্দু-নিস্যন্দিনীম্, অদৃষ্টপূর্বাং কুসুমমঞ্জরীমদ্রাক্ষম্।

'অস্যাঃ পরিভূতান্যকুসুমামোদো নূনময়ং পরিমলঃ'-ইতি মনসা নিশ্চিত্য তং তপোধন-যুবানমীক্ষমাণাহমচিন্তয়ম্—অহো, রূপাতিশয়-নিষ্পাদনোপকরণ-কোশস্য অক্ষীণতা বিধাতুঃ, যত্ত্রিভুবনাদ্ভুত-রূপ-সম্ভারং ভগবন্তং কুসুমায়ুধমুত্পাদ্য তদাকারাতিরিক্ত-রূপরাশিঃ অয়মপরো মুনিমায়াময়ো মকরকেতুরুত্পাদিতঃ। মন্যে চ সকলজগন্নয়না-নন্দকরং শশিবিম্বং বিরচয়তা, লক্ষ্মী-লীলা-বাসভবনানি কমলানি সৃজতা প্রজাপতিনা এতদাননাকার-করণ-কৌশলাভ্যাস এব কৃতঃ, অন্যথা কিমিব হি সদৃশ-বস্তু-বিরচনায়াঃ কারণম্। অলীকঞ্চেদং যথা কিল সকলাঃ কলাঃ কলাবতো বহুলপক্ষে ক্ষীয়মাণস্য সুষুম্না-নাম্না রশ্মিনা রবিরাপিবতীতি। তাঃ খল্বস্য গভস্তয়ঃ সমস্তা বপুরিদমাবি-শন্তীতি। কুতোঽন্যথা রূপাপহারিণি ক্লেশ-বহুলে তপসি বর্তমানস্যেদং লাবণ্যম্? ইতি চিন্তয়ন্তীমেব মাম্ অবিচারিত-গুণ-দোষ-বিশেষো রূপৈকপক্ষপাতী নবযৌবন-সুলভঃ কুসুমায়ুধঃ কুসুমাসব-মদ ইব মধুকরীং পরবশামকরোত্।

উচ্ছ্বসিতৈঃ সহ বিস্মৃত-নিমেষেণ কিঞ্চিদামুকুলিত-পক্ষ্মণা জিহ্মিত-তরলতর-তার-

শারোদরেণ দক্ষিণেন চক্ষুষা সস্পৃহমাপিবন্তীব, কিমপি যাচমানেব, ত্বদায়ত্তাস্মি ইতি বদন্তীব, অভিমুখং হৃদয়মর্পয়ন্তীব, সর্বাত্মনানুপ্রবিশন্তীব, তন্ময়তামিব গন্তুমীহমানা, মনোভবাভিভূতাং ত্রায়স্ব ইতি শরণমিবোপযান্তী, দেহি মে হৃদয়েঽবকাশম্ ইত্যর্থিতামিব দর্শয়ন্তী, হা হা কিমিদম্ অসাম্প্রতম্ অতিহ্রেপণম্ অকুলকুমারীজনোচিতমিদং ময়া প্রস্তুতম্ ইতি জানানাপ্যপ্রভবন্তী করণানাম্, স্তম্ভিতেব, লিখিতেব, উৎকীর্ণেব, সংযতেব, মূর্চ্ছিতেব, কেনাপি বিধৃতেব, নিষ্পন্দ-সকলাবয়বা তৎকালাবির্ভূতেনাবষ্টম্ভেন, অকথিত-শিক্ষিতেন অনাখ্যেয়েন স্ব-সংবেদ্যেন কেবলম্, ন বিভাব্যতে কিং তদ্রূপসম্পদা, কিং মনসা, কিং মনসিজেন, কিমভিনব-যৌবনেন, কিমনুরাগেণ বা উপদিশ্যমানা, কিমন্যেনৈব বা কেনাপি প্রকারেণ, অহমপি ন জানামি কথং কথমিতি তমতিচিরং ব্যলোকয়ম্।

উৎক্ষিপ্য নীয়মানেব তৎসমীপমিন্দ্রিয়ৈঃ, পুরস্তাদাকৃষ্যমাণেব হৃদয়েন, পৃষ্ঠতঃ প্রের্যমাণেব পুষ্পধন্বনা, কথমপি মুক্ত-প্রযত্নমপ্যাত্মানম্ অধারয়ম্। অনন্তরঞ্চ মেঽন্তর্মদনেন অবকাশমিব দাতুমাহিত-সন্তানা নিরীয়ুঃ শ্বাস-মরুতঃ। সাভিলাষং হৃদয়মাখ্যাতুকামমিব স্ফুরিত-মুখমভূত্ কুচযুগলম্। স্বেদ-লব-লেখা-ক্ষালিতেবাগলল্লজ্জা। মকরধ্বজ-নিশিত-শর-নিকর-নিপাত-ত্রস্তেবাকম্পত্ গাত্রযষ্টিঃ। তদ্রূপাতিশয়ং দ্রষ্টুমিব কুতূহলাদালিঙ্গন-লালসেভ্যো ঽঙ্গেভ্যো নিরগাদ্রোমাঞ্চ-জালকম্। অশেষতঃ স্বেদাম্ভসা ধৌতশ্চরণযুগলাদিব হৃদয়মবিশদ্রাগঃ।

আসীচ্চ মম মনসি—শান্তাত্মনি দূরীকৃত-সুরত-ব্যতিকরেঽস্মিন্ জনে মাং নিক্ষিপতা কিমিদমনার্যেণাসদৃশমারব্ধং মনসিজেন? এবঞ্চ নামাতি-মূঢ়ং হৃদয়মঙ্গনা-জনস্য, যদনুরাগ-বিষয়-যোগ্যতামপি বিচারয়িতুং নালম্। ক্বেদমতিভাস্বরং ধাম তেজসাং তপসাঞ্চ, ক্ব চ প্রাকৃতজনাভিনন্দিতানি মন্মথ-পরিস্পন্দিতানি। নিয়তময়ং মামেবং মকরলাঞ্ছনেন বিড়ম্ব্যমানামুপহসতি মনসা। চিত্রঞ্চেদং যদহমেবমবগচ্ছন্ত্যপি ন শক্নোম্যাত্মনো বিকারমুপসংহর্তুম্। অন্যা অপি কন্যাকান্ত্রপাং বিহায় স্বয়মুপযাতাঃ পতীন্। অন্যা অপ্যনেন দুর্বিনীতেন মন্মথেনোন্মত্ততাং নীতা নার্যঃ। ন পুনরহমেকা যথা। কথমনেন ক্ষণেনাকারমাত্রালোকনাকুলীভূতামেবমস্বতন্ত্রতামুপৈত্যন্তঃকরণম্। কালো হি গুণাশ্চ দুর্নিবারতামারোপয়ন্তি মদনস্য সর্বথা। যাবদেব সচেতনাস্মি, যাবদেব চ ন পরিস্ফুটমনেন বিভাব্যতে মে মদন-দুশ্চেষ্টিত-লাঘবমেতত্, তাবদেবাস্মাত্ প্রদেশাদপসর্পণং শ্রেয়ঃ। কদাচিদনভিমত-স্মর-বিকার-দর্শন-কুপিতোঽয়ং শাপাভিজ্ঞাং করোতি মাম্। অদূর-কোপা হি মুনিজন-প্রকৃতিঃ। ইত্যবধার্যাপসর্পণাভিলাষিণ্যহমভবম্। অশেষ-জন-পূজনীয়া চেয়ং জাতিরিতি কৃত্বা তদ্বদনাকৃষ্ট-দৃষ্টি-প্রসরম্, অচলিত-পক্ষ্মমালম্, অদৃষ্ট-ভূতলম্, ঈষদুল্লসিত-কর্ণপল্লবোন্মুক্ত-কপোলমণ্ডলম্, আলোলালক-লতা-লসত্-কুসুমাবতংসম্, অংসদেশ-দোলায়িত-মণিকুণ্ডলম্ অস্মৈ প্রণামমকরবম্।

অথ কৃতপ্রণামায়াং ময়ি দুর্লঙ্ঘ্যশাসনতয়া ভগবতোঃ মনোভুবঃ, মদ-জননতয়া চ মধুমাসস্য, অতিরমণীয়তয়া চ তস্য প্রদেশস্য, অবিনয়-বহুলতয়া চাভিনব-যৌবনস্য, চঞ্চল-প্রকৃতিতয়া চেন্দ্রিয়াণাম্, দুর্নিবারতয়া চাভিলাষাণাম্, চপলতয়া চ মনোবৃত্তেঃ, তথা ভবিতব্যতয়া চ তস্য বস্তুনঃ, কিং বহুনা, মম মন্দভাগ্য-দৌরাত্ম্যাদস্য চেদৃশস্য ক্লেশস্য বিহিতত্বাত্, তমপি মদ্বিকার-দর্শনাপহৃত-ধৈর্যং প্রদীপমিব পবনস্তরলতামনয়দনঙ্গঃ।

তদা তস্যাপ্যভিনবাগতং মদনং প্রত্যুদ্গচ্ছন্নিব রোমোদ্গমঃ প্রাদুরভবত্। মত্স-

কাশমভিপ্রস্থিতস্য মনসো মার্গমিবোপদিশদ্ভিঃ পুরঃ প্রবৃত্তং শ্বাসৈঃ। বেপথু-গৃহীতা ব্রতভঙ্গ-ভীতেবাকম্পত করতলগতাক্ষমালা। দ্বিতীয়েব কর্ণাবসক্ত-কুসুমমঞ্জরী কপোল-তলাসঙ্গিনী সমদৃশ্যত স্বেদ-সলিল-শীকর-জালিকা। মদ্দর্শন-প্রীতি-বিস্তারিতস্য চোত্তান-তারকস্য পুণ্ডরীকময়মিব তমুদ্দেশমুপদর্শয়তো লোচন-যুগলস্য বিসর্পিভিরংশুসন্তানৈর্দৃচ্ছয়াচ্ছোদসলিলমপহায় বিকচকুবলয়বনৈরিব গগনতলমুৎপতিতৈরুরুধ্যন্ত দশ দিশঃ।

তয়া তু তস্যাতিপ্রকটয়া বিকৃত্যা দ্বিগুণীকৃত-মদনাবেশা তৎক্ষণম্ অহম্ অবর্ণন-যোগ্যাং কামপ্যবস্থামন্বভবম্। ইদঞ্চ মনস্যকরবম্—অনেক-সুরত-সমাগম-লাস্য-লীলোপ-দেশোপাধ্যায়ো মকরকেতুরেব বিলাসানুপদিশতি। অন্যথা বিবিধ-রসাসঙ্গ-ললিতেষ্বশেষু ব্যতিকরেষ্বপ্রবিষ্টবুদ্ধেরস্য জনস্য কুত ইবেয়ম্ অনভ্যস্তাকৃতী রতিরস-নিষ্যন্দমিব ক্ষরন্তী, অমৃতমিব বর্ষন্তী, মদমুকুলিতেব, খেদালসেব, নিদ্রাজড়েব, আনন্দভর-মন্মথ-তরত্তার-সঞ্চারিণী, অনিভৃত-ভ্রূলতোল্লাসিনী দৃষ্টিঃ? কুতশ্চেদমতিনৈপুণ্যম্, যচ্চক্ষুষৈবানক্ষরমেবমন্তর্গতো হৃদয়াভিলাষঃ কথ্যতে?

প্রাপ্ত-প্রসরা চোপসৃত্য তং দ্বিতীয়মস্য সহচরং মুনিবালকং প্রণাম-পূর্বকমপৃচ্ছম্—'ভগবন, কিমভিধানঃ, কস্য বায়ং তপোধনযুবা? কিন্নাম্নশ্চ তরোরিয়মনেনাবতংসীকৃতা কুসুমমঞ্জরী? জনয়তি হি মে মনসি মহৎ কৌতুকমস্যাঃ সমুৎসর্পন্নসাধারণসৌরভোহয়মনাঘ্রাতপূর্বো গন্ধঃ—ইতি।

স তু মামীষদ্বিহস্যাব্রবীৎ—বালে, কিমনেন পৃষ্টেন প্রয়োজনম্? অথ কৌতুকম্, আবেদয়ামি। শ্রূয়তাম্—

অস্তি খলু সকল-ত্রিভুবন-প্রখ্যাত-কীর্তিরত্যুদারতপাঃ সুরাসুর-সিদ্ধ-বৃন্দ-বন্দিত-চরণযুগলো মহামুনির্দিব্যলোক-নিবাসী শ্বেতকেতুর্নাম। তস্য চ ভগবতঃ সুরাসুর-লোক-সুন্দরী-হৃদয়ানন্দ-করম্, অশেষ-ত্রিভুবন-সুন্দরম্, অতিশয়িত-নলকূবরং রূপমাসীৎ। স কদাচিদ্দেবতার্চন-কমলানুদ্ধর্তুমৈরাবত-মদ-জল-বিন্দু-বন্ধ-চন্দ্রক-শত-খচিত-জলাম্, হর-হসিত-সিত-স্রোতসম্, মন্দাকিনীমবততার। অবতরন্তঞ্চ তং তদা কমল-বনেষু সতত-সন্নিহিতা বিকচ-সহস্রপত্র-পুন্ডরীকোপবিষ্টা দেবী লক্ষ্মীদর্দর্শ। তস্যাস্তু তমব-লোকয়ন্ত্যাঃ প্রেম-মন্দ-মুকুলিতেনানন্দ-বাষ্প-ভর-তরঙ্গ-তরল-তারেণ লোচনযুগলেন রূপমাস্বাদয়ন্ত্যা জৃম্ভিকারম্ভ-মন্থর-মুখ-বিন্যস্ত-হস্তপল্লবায়া মন্মথ-বিকৃতং মন আসীৎ। আলোকন-মাত্রেণ চ সমাসাদিত-সুরত-সমাগম-সুখায়াস্তস্মিন্নেবাসনীকৃতে পুণ্ডরীকে কৃতার্থতাসীৎ। তস্মাচ্চ কুমারঃ সমুদপাদি। ততস্তমুৎসঙ্গেনাদায়, 'ভগবন্, গৃহাণ তবায়মাত্মজঃ' ইত্যুক্তা তস্মৈ শ্বেতকেতবে দদৌ। অসাবপি বালজনোচিতাঃ সর্বাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা, তস্য পুণ্ডরীকসম্ভবতয়া তদেব পুণ্ডরীক ইতি নাম চক্রে। প্রতি-পাদিত-ব্রতঞ্চ তমাগৃহীত-সকল-বিদ্যা-কলাপম্ অকার্ষীৎ। সোহয়ম্।

ইয়ঞ্চ সুরাসুরৈর্মথ্যমানাৎ ক্ষীরসাগরাদুদ্গতঃ পারিজাতনামা পাদপস্তস্য মঞ্জরী। যথা চৈষা ব্রতবিরুদ্ধমস্য শ্রবণ-সংসর্গমাসাদিতবতী, তদপি কথয়ামি। অদ্য চতুর্দশীতি ভগবন্তমম্বিকাপতিং কৈলাস-গতমুপাসিতুমমরলোকান্ময়া সহ নন্দনবন-সমীপেনায়মনু-সরন্নির্গত্য সাক্ষান্মধুমাসলক্ষ্মী-দত্ত-ললিত-হস্তাবলম্বয়া, বকুলমালিকা-মেখলয়া, কুসুম-পল্লব-গ্রথিতাভিরাজানুলম্বিনীভিঃ কণ্ঠমালিকাভি-র্নিরন্তরাচ্ছাদিতবিগ্রহয়া, নব-চূতাঙ্কুর-কর্ণপূরয়া, পুষ্পাসব-পান-মত্তয়া নন্দনবন-দেবতয়া পারিজাত-কুসুম-মঞ্জরীমিমামাদায়

প্রণম্যাভিহিতঃ—ভগবন্, সকল-ত্রিভুবন-দর্শনাভিরামায়াস্তবা-কৃতেরস্যাঃ সুসদৃশোঽয়ম্ অলঙ্কারঃ প্রসাদীক্রিয়তাম্। ইয়মবতংস-বিলাস-দুর্ললিতা সমারোপ্যতাং শ্রবণ-শিখরম্। ব্রজতু সফলতাং জন্ম পারিজাতস্য।—ইত্যেবমভিধানাঞ্চায়মাত্মরূপ-স্তুতিবাদ-ত্রপাবনমিত-লোচনঃ তামনাদৃত্যৈব গন্তুং প্রবৃত্তঃ। ময়া তু তামনুযান্তীমালোক্য—কো দোষঃ, সখে, ক্রিয়তামস্যাঃ প্রণয়পরিগ্রহ—ইত্যভিধায় বলাদিয়মনিচ্ছতোঽপ্যস্য কর্ণপূরীকৃতা। তদেতত্ কার্ৎস্ন্যেন যোঽয়ম্, যস্য চায়ম্, যা চেয়ম্, যথা চাস্য শ্রবণ-শিখরং সমারূঢ়া, তত্ সর্বমাবেদিতম্।

ইত্যুক্তবতি তস্মিন্ স তপোধন-যুবা কিঞ্চিদুপ-দর্শিত-স্মিতো মামবাদীত্—অয়ি কুতূহলিনি, কিমনেন প্রশ্নায়াসেন। যদি রুচিত-সুরভি-পরিমলা তদা গৃহ্যতামিয়ম্—ইত্যুক্ত্বা সমুপসৃত্যাত্মীয়াত্ শ্রবণাদপনীয় কলৈরলি-কৃণিতৈঃ প্রারব্ধ-রতি-সমাগম-প্রার্থনামিব মদীয়ে শ্রবণপুটে তামকরোত্। মম তু তত্করতল-স্পর্শ-লোভেন তত্ক্ষণমপরমিব পারিজাত-কুসুমমবতংস-স্থানে পুলকম্ আসীত্। স চ মত্-কপোল-স্পর্শ-সুখেন তরলীকৃতাঙ্গুলি-জালকাত্ করতলাদক্ষমালাং লজ্জয়া সহ গলিতামপি নাজ্ঞাসীত্। অথাহং তামসম্প্রাপ্তামেব ভূতলমক্ষমালাং গৃহীত্বা সলীলং তদ্ভুজ-পাশ-মন্দানিত-কণ্ঠগ্রহ-সুখমিবানু ভবন্তী দর্শিতাপূর্ব-হারলতা-লীলাং-কণ্ঠাভরণতাম নয়ম্।

ইত্থম্ভূতে চ ব্যতিকরে ছত্রগ্রাহিণী মামবোচত্—ভর্তৃদারিকে, স্নাতা দেবী, প্রত্যাসীদতি গৃহ-গমন-কালঃ, তত্ক্রিয়তাং মজ্জনবিধিঃ—ইতি। অহন্তু তেন তস্যা বচনেন নবগ্রহা করিণীব প্রথমাঙ্কুশ-পাতেনানিচ্ছয়া কথং কথমপি সমাকৃষ্যমাণা তন্মুখাল্লাবণ্যপঙ্ক-মগ্নামিব কপোল-পুলক-কণ্টক-জালক-লগ্নামিব, মদন-শর-শলাকা-কীলিতামিব, সৌভাগ্যগুণ-স্যূতামিব অতিকৃচ্ছ্রেণ দৃষ্টিমাকৃষ্য স্নাতুমুদচলম্। উচ্চলিতায়াঞ্চ ময়ি দ্বিতীয়ো মুনিদারকস্তথাবিধং তস্য ধৈর্য্য-স্খলিতমালোক্য-কিঞ্চিত্-প্রকটিত-প্রণয়-কোপ ইবাবাদীত্—

সখে পুণ্ডরীক, নৈতদনুরূপং ভবতঃ। ক্ষুদ্র-জন-ক্ষুণ্ণ এষ মার্গঃ। ধৈর্যধনা হি সাধবঃ। কিং যঃ কশ্চিত্ প্রাকৃত ইব বিক্লবীভবন্তমাত্মানং ন রুণত্সি? কুতস্তবাপূর্বোঽয়মদ্যেন্দ্রিয়োপপ্লবঃ, যেনাস্যেবং কৃতঃ? ক্ব তে তদ্ধৈর্যম্? ক্বাসাবিন্দ্রিয়জয়ঃ? ক্ব তদ্বশিত্বং চেতসঃ? ক্ব সা প্রশান্তিঃ? ক্ব তত্ কুলক্রমাগতং ব্রহ্মচর্যম্? ক্ব সা সর্ব-বিষয়-নিরুত্সুকতা? ক্ব তে গুরূপদেশাঃ? ক্ব তানি শ্রুতানি? ক্ব তা বৈরাগ্য-বুদ্ধয়ঃ? ক্ব তদুপভোগ বিদ্বেষিত্বম্? ক্ব সা সুখ-পরাঙ্মুখতা? ক্বাসৌ তপস্যভিনিবেশঃ? ক্ব সা সংযমিতা? ক্ব সা ভোগানামুপরি অরুচিঃ? ক্ব তদ্যৌব নানুশাসনম্? সর্বথা নিষ্ফলা প্রজ্ঞা, নির্গুণো ধর্ম-শাস্ত্রাভ্যাসঃ, নিরর্থকঃ সংস্কারঃ, নিরুপকারকো গুরূপদেশবিবেকঃ, নিষ্প্রয়োজনা প্রবুদ্ধতা, নিষ্কারণং জ্ঞানম্, যদত্র ভবাদৃশা অপি রাগাভিষঙ্গৈঃ কলুষী ক্রিয়ন্তে প্রমাদৈশ্চাভিভূয়ন্তে। কথং করতলাদ্ গলিতামপহৃতামক্ষমালামপি ন লক্ষয়সি? অহো, বিগতচেতনত্বম্। অপহৃতা নামেয়ম্, ইদমপি তাবদপহ্রিয়মাণম্ অনয়া অনার্যয়া নিবার্যতাং হৃদয়ম্।

ইত্যেবম্ অভিধীয়মানশ্চ তেন কিঞ্চিদুপজাত-সঞ্জ ইব প্রত্যবাদীত্—সখে কপিঞ্জল, কিং মামন্যথা সম্ভাবয়সি? নাহমেবমস্যা দুর্বিনীত-কন্যকায়া মর্ষয়ামি অক্ষমালাগ্রহণাপরাধমিমম্ ইত্যভিধায় অলীক-কোপ-কান্তেন প্রযত্ন-বিরচিত-ভীষণ-ভ্রূকুটি ভূষণেন চুম্বনাভিলাষ স্ফুরিতাধরেণ মুখেন্দুনা মামবদত্—চপলে, প্রদেশাদস্মাদিমামক্ষমালা-

মদত্বা পদাত্ পদমপি ন গন্তব্যম্—ইতি। তচ্চ শ্রুত্বাহমাত্মকণ্ঠাদুন্মুচ্য মকরধ্বজ-লাস্যাবম্ভ-লীলা-পুষ্পাঞ্জলিমেকাবলীং ‘ভগবন্, গৃহ্যতামক্ষমালা’ ইতি মন্মুখাসক্তদৃষ্টেঃ শূন্যহৃদয়স্যাস্য প্রসারিতে পাণৌ নিধায় স্বেদসলিল-স্নাতাপি পুনঃ স্নাতুমবাতরম্। উত্থায় চ কথমপি প্রযত্নেন নিম্নগেব প্রতীপং নীয়মানা সখীজনেন বলাদম্বয়া সহ তমেব চিন্তয়ন্তী স্বভবনময়াসিষম্। গত্বা চ প্রবিশ্য কন্যান্তঃপুরং ততঃ প্রভৃতি তদ্বিরহ-বিধুরা কিমাগতাস্মি, কিং তত্রৈব স্থিতাস্মি, কিমেকাকিন্যস্মি, কিং পরিবৃতাস্মি, কিং তূষ্ণীমস্মি, কিং প্রস্তুতালাপাস্মি, কিং জাগর্মি, কিং সুপ্তাস্মি, কিং রোদিমি, কিং ন রোদিমি, কিং দুঃখমিদম্, কিং সুখমিদম্, কিমুত্কণ্ঠেয়ম্, কিং ব্যাধিরয়ম্, কিং ব্যসনমিদম্ কিমুত্সবোঽয়ম্, কিং দিবস এষঃ, কিং নিশেয়ম্, কানি রম্যাণি, কান্য-রম্যাণীতি সর্বং নাবাগচ্ছম্। অবিজ্ঞাত-মদন-বৃত্তান্তা চ ক্ব গচ্ছামি, কিং করোমি, কিং পশ্যামি, কিমালপামি, কস্য কথয়ামি, কোঽস্য প্রতীকার ইতি সর্বঞ্চ নাজ্ঞাসিষম্। কেবলমারুহ্য কুমারীপুর-প্রাসাদং, বিসর্জ্য চ সখীজনং, দ্বারি নিবারিতাশেষপরিজন-প্রবেশা, সর্বব্যাপারানুত্সৃজ্যৈকাকিনী মণিজাল-গবাক্ষ-নিক্ষিপ্তমুখী, তামেব দিশং তত্সনাথতয়া প্রসাধিতামিব কুসুমিতামিব মহারত্ননিধানাধিষ্ঠিতামিব অমৃতরস-সাগর-পূর-প্লাবিতামিব পূর্ণচন্দ্রোদয়ালঙ্কৃতামিব দর্শনসুভগামীক্ষমাণা, তস্মাদ্দিগন্তরাদাগ-চ্ছন্তমনিলমপি বনকুসুম-পরিমলমপি শকুনিধ্বনিমপি তদ্বার্তাং প্রষ্টুমীহমানা, তদ্বল্লভতয়া তপঃক্লেশায়াপি স্পৃহয়ন্তী, তত্প্রীত্যেব গৃহীত-মৌনব্রতা, স্মর-জনিত-পক্ষপাতা চ, তত্পরিগ্রহান্মুনিবেশস্য অগ্রাম্যতাং, তদাস্পদতয়া যৌবনস্য চারুতাং, তচ্ছ্রবণ-সম্পর্কাত্ পারিজাতকুসুমস্য মনোহরতাং, তন্নিবাসাত্ সুরলোকস্য রম্যতাং, তদ্রূপসম্পদা কুসুমায়ুধস্য দুর্জয়তাম্ অধ্যারোপয়ন্তী, দূরস্থস্যাপি কমলিনীব সবিতুঃ, সাগরবেলেব চন্দ্রমসঃ ময়ূরীব জলধরস্য তস্যৈবাভিমুখী, তথৈব তাং তদ্বিরহাতুর-জীবিতোদ্গম-রক্ষাবলীমিবাক্ষাবলীং কণ্ঠেনোদ্বহন্তী, তথৈব চ তয়া প্রস্তুত-তদ্রহস্যালাপয়েব কর্ণ-লগ্নয়া পারিজাতমঞ্জর্যা, তথৈব চ তেন তত্করতলস্পর্শসুখজন্মনা কদম্বমুকুলকর্ণপূরা-য়মাণেন রোমাঞ্চজালেন কণ্টকিতৈককপোলফলকা নিষ্পন্দমতিষ্ঠম্।

অথ তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী মদীয়া তরলিকা নাম ময়ৈব সহ গতা স্নাতুমাসীত্। সা চ পশ্চাচ্চিরাদিবাগত্য তথাবস্থিতাং শনৈঃ শনৈঃ মামবাদীত্—ভর্তৃদারিকে, যৌ তৌ তাপসকুমারকৌ দিব্যাকারৌ অস্মাভিরচ্ছোদসরস্তীরে দৃষ্টৌ, তয়োরেকো যেন ভর্তৃ-দুহিতুরিয়মবতংসীকৃতা সুর-তরু-কুসুম-মঞ্জরী, স তস্মাদ্-দ্বিতীয়াদাত্মনো রক্ষন্ দর্শনম্ অতিনিভৃত-পদঃ কুসুমিত-লতা-সন্তান-গহনান্তরেণাগত্য মামাগচ্ছন্তীং পৃষ্ঠতো ভর্তৃদারিকামুদ্দিশ্যাপ্রাক্ষীত্—বালিকে, কেয়ং কন্যকা, কস্য বাপত্যম্, কিমভিধানা, ক্ব বা গচ্ছতি ? ইতি ময়োক্তম্—এষা খলু ভগবতঃ শ্বেতভানোরংশুসম্ভু-তায়াম্ অপ্সরসি গৌর্যাং সমুত্পন্না, দেবস্য সকল-গন্ধর্ব-মুকুট-মণি-শলাকা-শিখরো-ল্লেখমসৃণিত-চরণ-নখ-চক্রস্য প্রণয়-প্রসুপ্ত-গন্ধর্ব-কামিনী-কপোল-পত্রলতা-লাঞ্ছিত-ভুজ-তরু-শিখরস্য পাদপীঠীকৃতলক্ষ্মী-করকমলস্য গন্ধর্বাধিপতের্হংসস্য দুহিতা মহাশ্বেতা নাম, গন্ধর্বাধিবাসং হেমকূটাচলম্ অভিপ্রস্থিতা—ইতি কথিতে চ ময়া, কিমপি চিন্তয়ন্ মুহূর্তমিব তূষ্ণীং স্থিত্বা, বিগতনিমেষেণ চক্ষুষা চিরমভিবীক্ষমাণো মাং সানুনয়মর্থি-তামিব দর্শয়ন্ পুনরাহ—বালিকে, কল্যাণিনী তবাবিসংবাদিনী অচপলা বালভাবেঽ-প্যাকৃতিরিয়ম্। তত্ করোষি মে বচনমেকমভ্যর্থমানা ? ইতি—ততো ময়া সবিনয়মুপ-

রচিতাঞ্জলিপুটয়া দর্শিতাদরমভিহিতঃ—ভগবন্, কস্মাদেবমভিধৎসে? কাহম্? মহাত্মানঃ সকল-ত্রিভুবন-পূজনীয়াস্ত্বাদৃশাঃ পুণ্যৈর্বিনা নিখিল-কল্মষাপহারিণীমস্মদ্বিধেষু দৃষ্টিমপি ন পাতয়ন্তি, কিং পুনরাজ্ঞাম্। তদ্বিশ্রব্ধমাদিশ্যতাং কর্তব্যম্, অনুগৃহ্যতাময়ং জনঃ ইতি। এবমুক্তশ্চ ময়া, সস্নেহয়া সখীমিবোপকারিণীমিব প্রাণপ্রদামিব দৃষ্ট্যা মামভিনন্দ্য, নিকটবর্তিনস্তমালপাদপাৎ পল্লবমাদায় নিষ্পীড্য তটশিলাতলে, তেন গন্ধগজ-মদ-সুরভি-পরিমলেন রসেন উত্তরীয়বল্কলৈক দেশাদ্বিপাট্য পট্টিকাং স্বহস্তকমল-কনিষ্ঠিকা-নখ-শিখরেণাভিলিখ্য 'ইয়ং পত্রিকা ত্বয়া তস্যৈ কন্যকায়ৈ প্রচ্ছন্নমেকাকিন্যৈ দেয়া' ইত্যভিধায়ার্পিতবান্। ইত্যুক্ত্বা চ সা তাম্বূলভাজনাদাকৃষ্য তামদর্শয়ৎ। অহন্তু তেন তৎসম্বন্ধিনালাপেন শব্দময়েনাপি স্পর্শসুখমিবান্তর্জনয়তা, শ্রোত্রবিষয়েণাপি রোমোদ্গমানুমিত-সর্বাঙ্গানুপ্রবেশেন মদনাবেশ-মন্ত্রেণেবাবেশ্যমানা তস্যাঃ করতলাদাদায় তাং বল্কল-পত্রিকাং তস্যামিমামভিলিখিতামার্যামপশ্যম্—

দূরং মুক্তালতয়া বিসসিতয়া বিপ্রলোভ্যমানো মে।
হংস ইব দর্শিতাশো মানসজন্মা ত্বয়া নীতঃ॥

অনয়া চ মে দৃষ্টয়া দিঙ্মোহ-ভ্রান্ত্যেব প্রনষ্ট-বর্ত্মনঃ, বহুল-নিশয়েবান্ধস্য, জিহ্বোচ্ছিত্ত্যেব মূকস্য, ইন্দ্রজালিক-পিচ্ছিকয়েবাতত্ত্বদর্শিনঃ, জ্বর-প্রলাপ-প্রবৃত্ত্যেবাসম্বদ্ধ-ভাষিণঃ, দুষ্ট-নিদ্রয়েব বিষ-বিহ্বলস্য, লোকায়তিক-বিদ্যয়েবাধর্ম-রুচেঃ মদিরয়েবোন্মত্তস্য, দুষ্টাবেশ-ক্রিয়য়েব পিশাচ-গ্রহস্য দোষ-বিকারোপচয়ঃ সুতরামক্রিয়ত স্মরাতুরস্য মে মনসঃ, যেনাকুলীক্রিয়মানা সরিদিব পূরেণ বিহ্বলতামভ্যগমম্। তাঞ্চ দ্বিতীয়দর্শনেন কৃত-মহাপুণ্যামিব অনুভূত-সুরলোক-বাসামিব দেবতাধিষ্ঠিতামিব লব্ধ-বরামিব পীতামৃতামিব সমাসাদিত-ত্রৈলোক্য-রাজ্যাভিষেকামিব মন্যমানা, সতত-সন্নিহিতামপি দুর্লভ-দর্শনামিব অতিপরিচিতামপ্যপূর্বামিব সাদরমাভাষমাণা, পার্শ্বাবস্থিতামপি সর্বলোকস্যোপর্যবস্থিতামিব পশ্যন্তী, কপোলয়োরলকলতা-ভঙ্গেষু চ সোপগ্রহং স্পৃশন্তী, বিপরীতমিব পরিজন-স্বামি-সম্বন্ধমুপদর্শয়ন্তী, 'তরলিকে, কথয় কথং স ত্বয়া দৃষ্টঃ, কিমভিহিতাসি তেন, কিয়ন্তং কালমবস্থিতাসি তত্র, কিয়দনুসরন্নস্মানসাবাগতঃ' ইতি পুনঃ পুনঃ পর্যপৃচ্ছম্। অনয়ৈব চ কথয়া তয়া সহ তস্মিন্নেব প্রাসাদে তথৈব প্রতিষিদ্ধাশেষপরিজন-প্রবেশা দিবসমত্যবাহয়ম্।

অথ মদীয়েনেব হৃদয়েন কৃত-রাগ-সংবিভাগে লোহিতায়তি গগনতলোপান্তাবলম্বিনি রবি-বিম্বে, সরাগ-দিবসকরানুরক্তায়াং কৃত-কমলশয়নায়ামনঙ্গাতুরায়ামিব পাণ্ডুতাং ব্রজন্ত্যামাতপ-লক্ষ্ম্যাম্, গৈরিক-গিরিসলিল-প্রপাত-পাটলেষু কমলবনেভ্যঃ সমুত্থায় বনগজযূথেষ্বিব পুঞ্জীভবৎসু ভাস্কর-কিরণেষু, গগনাবতার-বিশ্রাম-লালসানাং রবি-রথবাজিনাং হর্ষ-হেষা-রব-প্রতিশব্দকেন সহ বিশতি মেরুগিরি-গহ্বরং বাসরে, মুকুলিত-রক্তপঙ্কজ-পুট-প্রবিষ্ট-মধুকরাবলীষু রবি-বিরহ-মূর্চ্ছান্ধকারিত-হৃদয়াস্বিব প্রারব্ধ-নিমীলনাসু পদ্মিনীষু, গ্রাসীকৃত-সামান্য-মৃণাললতা-বিবর-সংক্রামিতানীব পরস্পর-হৃদয়ান্যাদায় বিঘটমানেষু রথাঙ্গনাম্নাং যুগলেষু, সা ছত্রগ্রাহিণী সমাগত্য অকথয়ৎ—ভর্তৃদারিকে, তয়োর্মুনিকুমারয়োরন্যতরো দ্বারি তিষ্ঠতি, কথয়তি চ 'অক্ষমালামুপযাচিতুমাগতোঽস্মি' ইতি।

অহন্তু মুনিকুমার-নাম-গ্রহণাদেব স্থান-স্থিতাপি গতেব দ্বারদেশং, সমুপজাত-তদাগমনাশঙ্কা সমাহূয়ান্যতমং কঞ্চুকিনং 'গচ্ছ, প্রবেশ্যতাম্' ইত্যাদিশ্য প্রাহিণবম্।

অথ মুহূর্তাদিব তং তস্য রূপস্যেব যৌবনম্, যৌবনস্যেব মকরকেতনম্, মকরকেতনস্যেব বসন্তসময়ম্, বসন্তসময়স্যেব দক্ষিণানিলম্, অনুরূপং সখায়ং মুনিকুমারকং কপিঞ্জল-নামানং জরা-ধবলিতস্য কঞ্চুকিনোঽনুমার্গেণ চন্দ্রাতপস্যেব বালাতপমাগচ্ছন্তম্ অপশ্যম্। অন্তিকমুপাগতস্য চাস্য পর্যাকুলমিব সবিষাদমিব শূন্যমিব অর্থিতমিব অন্তর্গতাকূতম্ আকারমলক্ষয়ম্। উত্থায় চ কৃত-প্রণামা সাদরং স্বয়মাসনমুপাহরম্। উপবিষ্টস্য চ বলাদনিচ্ছতোঽপি প্রক্ষাল্য চরণাবুপসৃজ্য চোত্তরীয়াংশুক-পল্লবেনাব্যবধানায়াং ভূমাবেব তস্যান্তিকে সমুপাবিশম্। অথ মুহূর্তমিব কিমপি বিবক্ষুরিব স তস্যাং মৎসমীপোপবিষ্টায়াং তরলিকায়াং চক্ষুরপাতয়ৎ। অহন্তু বিদিতাভিপ্রায়া দৃষ্ট্যৈব 'ভগবন্, অব্যতিরিক্তেয়মস্মচ্ছরীরাৎ, অশঙ্কিতমভিধীয়তাম্' ইত্যবোচম্।

এবমুক্তশ্চ ময়া কপিঞ্জলঃ প্রত্যবাদীৎ—রাজপুত্রি, কিং ব্রবীমি? বাগেব মে নাভিধেয়-বিষয়মবতরতি ত্রপয়া। ক্ব কন্দ-মূল-ফলাশী শান্তো বনবাস-নিরতঃ মুনিজনঃ ক্ব বায়মশান্ত-জনোচিতো বিষয়োপভোগাভিলাষ-কলুষো মন্মথ-বিবিধ-বিলাস-সঙ্কটো রাগ-প্রায়ঃ প্রপঞ্চঃ। সর্বমেবানুপপন্নমালোকয় কিমারব্ধং দৈবেন। অযত্নেনৈব খলুপহাসাস্পদতামীশ্বরো নয়তি জনম্। ন জানে কিমিদং বল্কলানাং সদৃশম্, উতাহো জটানাং সমুচিতম্, কিং তপসোঽনুরূপম্, আহোস্বিদ্ধর্মোপদেশাঙ্গমিদম্। অপূর্বেয়ং বিড়ম্বনা কেবলম্ অবশ্য-কথনীয়মিদম্। অপর উপায়ো ন দৃশ্যতে। অন্যা প্রতিক্রিয়া নোপলভ্যতে। অন্যচ্ছরণং নালোক্যতে। অন্যা গতির্নাস্তি। অকথ্যমানে চ মহাননর্থোপনিপাতো জায়তে। প্রাণ-পরিত্যাগেনাপি রক্ষণীয়াঃ সুহৃদসব ইতি কথয়ামি। অস্তি ভবত্যাঃ সমক্ষমেব স ময়া তথা নিষ্ঠুরমুপদর্শিত-কোপেনাভিহিতঃ। তথা চাভিধায় পরিত্যজ্য তম্, তস্মাৎ প্রদেশাদুপজাত-মন্যুঃ উৎসৃষ্ট-কুসুমাবচয়োঽন্যপ্রদেশমগমম্। অপযাতাঞ্চ ভবত্যাং, মুহূর্তমিব স্থিত্বা একাকী কিময়মিদানীমাচরতীতি সঞ্জাত-বিতর্কঃ প্রতিনিবৃত্য বিটপান্তরিত-বিগ্রহস্তং প্রদেশং ব্যলোকয়ম্। যাবত্তত্র তং নাদ্রাক্ষম্, আসীচ্চ মে মনস্যেবম্—কিন্নু মদন-পরায়ত্ত-চিত্তবৃত্তিস্তামেবানুসরন্ গতো ভবেৎ। গতায়াঞ্চ তস্যাং লব্ধচেতনো লজ্জয়া ন শক্নোতি মে দর্শনপথমুপগন্তুম্। আহোস্বিৎ কুপিতঃ পরিত্যজ্য মাং গতঃ। উতান্বেষমাণো মামেব প্রদেশমন্যমিতঃ সমাশ্রিতঃ স্যাৎ—ইত্যেবং বিকল্পয়ন্ কঞ্চিৎ কালমতিষ্ঠম্। তেন তু জন্মনঃ প্রভৃত্যনভ্যস্তেন তস্য ক্ষণমপ্যদর্শনেন দূয়মানঃ পুনরচিন্তয়ম্—স কদাচিদ্ধৈর্য-স্খলনবিলক্ষঃ কিঞ্চিদনিষ্টমপি সমাচরেৎ। নহি কিঞ্চিন্ন ক্রিয়তে হ্রিয়া। তন্ন যুক্তমেনমেকাকিনং কর্তুম্—ইত্যবধার্যান্বেষ্টুমাদরমকরবম্। অন্বেষমাণশ্চ যথা যথা নাপশ্যং তং, তথা তথা সুহৃৎ-স্নেহ-কাতরেণ মনসা তত্তদ্ অশোভনম্ আশঙ্কমানস্তরুলতা-গহনানি, চন্দন-বীথিকাঃ, লতামণ্ডপান্, সরঃ-কূলানি চ বীক্ষমাণো নিপুণমিতস্ততো দত্ত-দৃষ্টিঃ সুচিরং ব্যচরম্।

অথৈকস্মিন্ সরঃ-সমীপবর্তিনি নিরন্তরতয়া কুসুমময় ইব মধুকরময় ইব পরভৃতময় ইব ময়ূরময় ইবাতিমনোহরে বসন্ত-জন্ম-ভূতে লতা-গহনে কৃতাবস্থানম্, উৎসৃষ্ট-সকল-ব্যাপারতয়া লিখিতমিবোৎকীর্ণমিব স্তম্ভিতমিবোপরতমিব প্রসুপ্তমিব যোগসমাধিস্থমিব, নিশ্চলমপি স্ববৃত্তাচ্চলিতম্, একাকিনমপি মন্মথাধিষ্ঠিতম্, সানুরাগমপি পাণ্ডুতামাবহন্তম্, শূন্যান্তঃকরণমপি হৃদয়-নিবাসি-দয়িতম্, তূষ্ণীকমপি কথিত-মদনবেদনাতিশয়ম্,

শিলাতলোপবিষ্টমপি মরণে ব্যবস্থিতম্, শাপপ্রদান-ভয়াদিবাদর্শনেন কুসুমায়ুধেন সন্তাপ্যমানম্, অতিনিষ্পন্দতয়া হৃদয়নিবাসিনীং প্রিয়াং দ্রষ্টুমন্তঃপ্রবিষ্টৈরিবাসহ্য-সন্তাপ-সন্ত্রাস-প্রলীনৈরিব মনঃক্ষোভ-প্রকুপিতৈরিব উন্মুচ্য গতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শূন্যীকৃত-শরীরম্, নিষ্পন্দনিমীলিতেনান্তর্জ্বলন্মদন-দহন-ধূমাকুলিতাভ্যন্তরেণেব পক্ষ্মান্তর-বিবর-বান্তানেক-ধারম্, অনবরতমীক্ষণযুগলেন বাষ্পজল-দুর্দিনমুৎসৃজন্তম্, আলোহিনীম্ অধর-প্রভাম্ অনঙ্গাগ্নেঃ প্রদহতো হৃদয়ম্ ঊর্ধ্ব-সংসর্পিণীং শিখামিবাদায় নিষ্পতদ্ভিরুচ্ছ্বাসৈস্তরলীকৃতাসন্ন-লতা-কুসুম-কেশরম্, বাম-কপোল-শয়নীকৃত-করতল-তয়া সমুৎসর্পদ্ভিরমলৈর্নখাংশুভির্বিমলীকৃতম্ অচ্ছাচ্ছ-চন্দন-রস-রচিত-ললাটিকমিব ললাটদেশম্ উদ্বহন্তম্, অচিরাপনীত-পারিজাত-কুসুম-মঞ্জরী-কর্ণপূরতয়া সশেষ-পরিমলামোদ-লোভোপসর্পিণা কল-বিরুত-চ্ছলেন মদন-সম্মোহন-মন্ত্রমিব জপতা মধুকর-কুলেন স-নীলোৎপলমিব স-তমালপল্লবমিব শ্রবণ-দেশং দধানম্, উৎকণ্ঠা-জ্বর-রোমাঞ্চ-ব্যাজেন প্রতিরোম-কূপ-নিপতিতানাং মদনশরাণাং কুসুম শর-শল্য-শকল-নিকরমিবাঙ্গ-লগ্নং বিভ্রাণম্, দক্ষিণকরেণ চ স্ফুরিত-কিরণ-নিকরাং করতল-স্পর্শ-সুখ-কণ্টকিতামিব মুক্তাবলীমবিনয়পতাকাম্ উরসি ধারয়ন্তম্, মদনবশীকরণ-চূর্ণেনেব কুসুম-রেণুনা তরুভিরাহন্যমানম্, আত্ম-রাগমিব সংক্রাময়দ্ভিরাসন্নৈরনিল-চলিতৈঃ অশোক-পল্লবৈঃ স্পৃশ্যমানম্, সুরতাভিষেক-সলিলৈরিবাভিনব-পুষ্প-স্তবক-মধু-শীকরৈর্বনশ্রিয়াভিষি-চ্যমানম্, অলি-নিবহ-নিপীয়মান-পরিমলৈরুপরি-পতদ্ভি-শ্চম্পক-কুটমলৈস্তপ্ত-শর-শল্যকৈরিব সধূমৈঃ কুসুমশরেণ তাড্যমানম্, অতিবহল-বনামোদ-মত্ত-মধুকর-নিকর-ঝঙ্কার-নিস্বনৈঃ হুঙ্কারৈরিব দক্ষিণানিলেন নির্ভৎস্যমানম্, মদকল-কোকিল-কুল-কোলাহলৈ-র্বসন্ত-জয়-শব্দ-কলকলৈরিব মধুমাসেনাকুলীক্রিয়মাণম্, প্রভাত-চন্দ্রমিব পাণ্ডুতয়া পরিগৃহীতম্, নিদাঘ-গঙ্গাপ্রবাহমিব ক্লশিমানমাগতম্, অন্তর্গতানলং চন্দনবিটপমিব ম্লায়ন্তম্, অন্যমিব, অদৃষ্ট-পূর্বমিব, অপরিচিতমিব, জন্মান্তরমিবোপগতম্, রূপান্তরেণেব পরিণতম্, আবিষ্টমিব, মহাভূতাধিষ্ঠিতমিব, গ্রহগৃহীতমিব, উন্মত্তমিব, ছলিতমিব অন্ধমিব, বধিরমিব, মূকমিব, বিলাসময়মিব, মদনময়মিব, পরায়ত্তচিত্ত-বৃত্তিম্, পরাং কোটিমধিরূঢ়ং মন্মথাবেশস্য, অনভিজ্ঞেয়-পূর্বাকারং তমহমদ্রাক্ষম্।

অপগত-নিমেষেণ চক্ষুষা তদবস্থং চিরমুদ্বীক্ষ্য সমুপজাত-বিষাদো বেপমানেন হৃদয়েন চিন্তয়ম্—এবং নামায়ম্ অতিদুর্বিষহ-বেগঃ মকরকেতুঃ যেনানেন ক্ষণেনায়মী-দৃশমবস্থান্তরম্ অপ্রতীকারমুপনীতঃ। কথমেবমেকপদে ব্যর্থীভবেদেবংবিধো জ্ঞানরাশিঃ। অহোবত মহচ্চিত্রম্ তথা নামায়মাশৈশবাদ্ধীর-প্রকৃতিরস্খলিতবৃত্তিঃ মম চান্যেষাঞ্চ মুনি-কুমারকাণাং স্পৃহণীয়-চরিত আসীত্। অদ্য তু ইতর ইব পরিভূয় জ্ঞানম্, অবগণয্য তপঃ-প্রভাবম্, উন্মূল্য গাম্ভীর্যম্ মন্মথেন জড়ীকৃতঃ। সর্বথা দুর্লভং যৌবনম্ অস্খলিতম্—ইতি।

উপসৃত্য চ তস্মিন্নেব শিলাতলৈকপার্শ্বে সমুপবিশ্য অংসদেশাবসক্ত-পাণিঃ তমনুন্মীলিত-লোচনমেব 'সখে পুণ্ডরীক, কথয় কিমিদম্' ইত্যপৃচ্ছম্। অথ সুচির-সম্মীলনাল্লগ্নমিব কথমপি প্রযত্নেন অনবরত-রোদন-বশাৎ সমুপজাতারুণ-ভাবমশ্রুজল-পূরপ্লাবিতম্ উৎকুপিতমিব সবেদনমিব স্বচ্ছাংশুকান্তরিত-রক্তকমলবন-চ্ছায়ং চক্ষু-রুন্মীল্য, মন্থর-মন্থরয়া দৃষ্ট্যা সুচিরং বিলোক্য মাম্, আয়ততরং নিশ্বস্য লজ্জা-বিশীর্যমাণ-বিরলাক্ষরং 'সখে, কপিঞ্জল, বিদিতবৃত্তান্তোঽপি কিং মাং পৃচ্ছসি' ইতি

কৃচ্ছেণ শনৈঃ শনৈঃ অবদত্। অহন্তু তদাকর্ণ্য তদবস্থয়ৈবাপ্রতীকার-বিকারোহয়ম্, তথাপি সুহৃদা সুহৃদ্ অসন্মার্গ-প্রবৃত্তো যাবচ্ছক্তিতঃ সর্বাত্মনা নিবারণীয় ইতি মনসাবধার্যৈবম্— সখে পুণ্ডরীক, সুবিদিতমেতত্ মম, কেবলমিদমেব পৃচ্ছামি—ষদেতদারব্ধং ভবতা, কিমিদং গুরুভিরুপদিষ্টম্, উত ধর্মশাস্ত্রেষু পঠিতম্, উত ধর্মার্জনোপায়োহয়ম্, উতাপরস্তপসাং প্রকারঃ, উত স্বর্গগমন-মার্গোহয়ম্, উত ব্রতরহস্যমিদম্, উত মোক্ষ-প্রাপ্তি-যুক্তিঃ, আহোস্বিদন্যো নিয়ম-প্রকারঃ ? কথমেতদ্ যুক্তং ভবতো মনসাপি চিন্তয়িতুম্, কিং পুনরাখ্যাতুমীক্ষিতুং বা ? কথয় কিম্ অপ্রবুদ্ধ ইবানেন মন্মথ-হতকেনোপহাসাস্পদতাং নীয়মানমাত্মানং নাববুধ্যসে ? মূঢ়ো হি মদনেনায়াস্যতে। কা বা সুখাশা সাধুজন-নিন্দিতেষু এবংবিধেষু প্রাকৃতজন-বহুমতেষু বিষয়েষু ভবতঃ ? স খলু ধর্মবুদ্ধ্যা বিষলতা-বনং সিঞ্চতি, কুবলয়মালেতি নিস্ত্রিংশ-লতামালিঙ্গতি, কৃষ্ণাগুরু-ধূমলেখেতি কৃষ্ণসর্পমবগূহতে, রত্নমিতি জ্বলন্তমঙ্গারমভিস্পৃশতি, মৃণালমিতি দুষ্ট-বারণ-দন্ত-মুষলম্ উন্মূলয়তি মূঢ়ো, বিষয়োপভোগেষ্বনিষ্টানুবন্ধিষু যঃ সুখ-বুদ্ধি-মারোপয়তি। অধিগত-বিষয়-তত্ত্বোহপি কস্মাত্ খদ্যোত ইব জ্যোতির্নির্বীর্যমিদং জ্ঞান-মুদ্বহসি, ষতো ন নিবারয়সি প্রবলরজঃ-প্রসর-কলুষিতানি স্রোতাংসীবোন্মার্গ-প্রস্থিতানীন্দ্রিয়াণি, ন নিয়ময়সি বা ক্ষুভিতং মনঃ ? কোহয়মনঙ্গো নাম ? ধৈর্যমবলম্ব্য নির্ভৎস্যতামযং দুরাচারঃ—ইত্যেবং বদত এব মে বচনমাক্ষিপ্য প্রতিপক্ষ্মান্তরাল-প্রবৃত্ত-বাষ্প-বেণিকং প্রমৃজ্য চক্ষুঃ, করতলেন পাণৌ মামবলম্ব্যাবোচত্—সখে, কিং বহুনোক্তেন ? সর্বথা সুস্থোহসি আশীবিষ-বিষ-বেগ-বিষমাণামেতেষাং কুসুমচাপ-সায়কানাং পতিতোহসি ন গোচরে। সুখমুপদিশ্যতে পরস্য। যস্য চেন্দ্রিয়াণি সন্তি, মনো বা বর্ততে, যঃ পশ্যতি বা শৃণোতি বা শ্রুতমবধারয়তি বা, যো বা শুভমিদং ন শুভমিদমিতি বিবেক্তু-মলম্, স খলূপদেশমর্হতি। মম তু সর্বমেবেদমতিদূরাপেতম্। অবষ্টম্ভো জ্ঞানং ধৈর্যং প্রতিসংখ্যানমিতি অস্তমিতৈষা কথা। কথমপ্যেবমেবাযত্ন-বিধৃতাস্তিষ্ঠন্ত্যসবঃ। দূরাতীতঃ খলূপদেশ-কালঃ। সমতিক্রান্তো ধৈর্যাবসরঃ। গতা প্রতিসংখ্যান-বেলা। অতীতো জ্ঞানাবষ্টম্ভ-সময়ঃ। কেন বান্যেনাস্মিন্ সময়ে ভবন্তমপহায়োপদেষ্টব্যম্, উন্মার্গ-প্রবৃত্তি-নিবারণং বা করণীয়ম্ ? কস্যান্যস্য বচসি ময়া স্থাতব্যম্ ? কো বাহপরস্ত্বত্সমো মে জগতি বন্ধুঃ ? কিং করোমি যন্ন শক্নোমি নিবারয়িতুমাত্মানম্। ইয়মনেনৈব ক্ষণেন ভবতা দৃষ্টা দুষ্টাবস্থা। তদ্ গত ইদানীমুপদেশ-কালঃ। যাবত্ প্রাণিমি তাবদস্য কল্পান্তোদিত-দ্বাদশ-দিনকর-কিরণাতপ-তীব্রস্য মদন-সন্তাপস্য প্রতি-ক্রিয়াং ক্রিয়মাণম্ ইচ্ছামি। পচ্যন্ত ইব মেহঙ্গানি। উত্ক্বথ্যত ইব হৃদয়ম্। প্লুষ্যত ইব দৃষ্টিঃ। জ্বলতীব শরীরম্। অত্র যত্ প্রাপ্ত-কালং তত্ করোতু ভবান্। ইত্যভি-ধায় তুষ্ণীমভবত্।

এবমুক্তোহপি অহমেনং প্রাবোধয়ং পুনঃ পুনঃ। যদা শাস্ত্রোপদেশ-বিশদৈঃ সনি-দর্শনৈঃ সেতিহাসৈশ্চ বচোভিঃ সানুনয়ং সোপগ্রহঞ্চাভিধীয়মানোহপি নাকরোত্ কর্ণে, তদাহমচিন্তয়ম্—অতিভূমিময়ং গতো ন শক্যতে নিবর্তয়িতুমিতি ইদানীং নিরর্থকাঃ খলূপদেশাঃ। তত্ প্রাণ-পরিরক্ষণেহপি তাবদস্য যত্নমাচরামি ইতি কৃতমতিরুত্থায় গত্বা, তস্মাত্ সরসঃ সরসা মৃণালিকাঃ সমুদ্ধৃত্য, কমলিনী-পলাশানি জল-লব-লাঞ্ছিতান্যাদায়, গর্ভ-ধূলি-কষায়-পরিমল-মনোহরাণি চ কুমুদ-কুবলয়-কমলানি গৃহীত্বাগত্য তস্মিন্নেব লতাগৃহ-শিলাতলে শয়নমস্যাকল্পয়ম্। তত্র চ সুখনিষণ্ণস্য প্রত্যাসন্নবর্তিনাং চন্দনবিট-

পিনাং মৃদূনি কিসলয়ানি নিষ্পীড্য তেন স্বভাব-সুরভিণা তুষার-শিশিরেণ রসেন ললাটিকামকল্পয়ম্, আ-চরণাদঙ্গচর্চাঞ্চারচয়ম্। অভ্যর্ণ-পাদপ-স্ফুটিত-বল্কল-বিবর-শীর্ণেন চ কর-সঞ্চূর্ণিতেন কর্পূর-রেণুনা স্বেদ-প্রতীকারম্ অকরবম্। উরো-নিহিত-চন্দন-দ্রবাদ্রবল্কলস্য স্বচ্ছ-সলিল-শীকর-স্রাবিণা কদলী-দলেন ব্যজন-ক্রিয়ামন্বতিষ্ঠম্। এবঞ্চ মুহুর্মুহুরন্যদন্যন্নলিনীদল-শয়নমুপকল্পয়তঃ, মুহুর্মুহুশ্চন্দনচর্চামারচয়তঃ, মুহুর্মুহুশ্চ স্বেদ-প্রতিক্রিয়াং কুর্বতঃ, কদলী-দলেন চানবরতং বীজয়তঃ সমুদভূন্মে মনসি চিন্তা—নাস্তি খল্বসাধ্যং নাম ভগবতো মনোভুবঃ। ক্বায়ং হরিণ ইব বনবাস-নিরতঃ স্বভাব-মুগ্ধো জনঃ, ক্ব চ বিবিধ-বিলাস-রস-রাশির্গন্ধর্বরাজপুত্রী মহাশ্বেতা। সর্বথা নহি কিঞ্চিদস্য দুর্ঘটং দুষ্করমনায়ত্তমকর্তব্যং বা জগতি। দুরুপপাদেষ্বপ্যর্থেষু অয়মবজ্ঞয়া বিচরতি। ন চায়ং কেনাপি প্রতিকূলয়িতুং শক্যতে। কা বা গণনা সচেতনেষু, অপগত-চেতনান্যপি সংঘটয়িতুমলম্। যদ্যস্মৈ রোচতে, কুমুদিন্যপি দিনকর-করানুরাগিণী ভবতি। কমলিন্যপি শশিকর-দ্বেষমুজ্ঝতি! নিশাপি বাসরেণ সহ মিশ্রতামেতি। জ্যোৎস্নাপ্যন্ধকারমনুবর্ততে। ছায়াপি প্রদীপাভিমুখমবতিষ্ঠতে। তড়িদপি জলদে স্থিরতাং ব্রজতি। জরাপি যৌবনেন সঞ্চারিণী ভবতি। কিং বা তস্য দুঃসাধ্যমপরম্, এবংবিধো যেনায়মগাধ-গাম্ভীর্য-সাগরস্তৃণবল্লঘুতাম্ উপনীতঃ? ক্ব তত্ তপঃ, ক্বেয়মবস্থা? সর্বথা নিষ্প্রতীকারেয়মাপদুপস্থিতা। কিমিদানীং কর্তব্যম্, কিং বা চেষ্টিতব্যম্, কাং দিশং গন্তব্যম্; কিং শরণম্, কো বা উপায়ঃ, কঃ সহায়ঃ, ক প্রকারঃ, কা যুক্তিঃ, কঃ সমাশ্রয়ঃ, যেনাস্যাসবঃ সন্ধার্যন্তে? কেন বা কৌশলেন, কতময়া বা যুক্ত্যা, কতরেণ বা প্রকারেণ, কেন বাবষ্টম্ভেন, কয়া প্রজ্ঞয়া, কতমেন বা সমাশ্বাসনেনায়ং জীবেত্?—ইত্যেতে চান্যে চ মে বিষণ্ণ-হৃদয়স্য সঙ্কল্পাঃ প্রাদুরাসন্। পুনশ্চাচিন্তয়ম্—কিমনয়া অত্যন্তায়তয়া নিষ্প্রয়োজনয়া চিন্তয়া। প্রাণাস্তাবদস্য যেন কেনচিদুপায়েন শুভেনাশুভেন বা রক্ষণীয়াঃ। তেষাঞ্চ তত্-সমাগমমেকমপহায় নাস্ত্যপরঃ সংরক্ষণোপায়ঃ॥ বালভাবাদপ্রগল্ভতয়া চ তপোবিরুদ্ধমনুচিতমুপহাসমিব আত্মনো মদন-ব্যতিকরং মন্যমানো নিয়তমেকোচ্ছ্বাসাবশেষ-জীবিতোঽপি নায়ং তস্যাঃ স্বয়মভিগমনেন পূরয়তি মনোরথম্। অ-কালান্তর-ক্ষমশ্চায়মস্য মদন-বিকারঃ। সততম্ অতিগর্হিতেনাকৃত্যেনাপি রক্ষণীয়ান্ মন্যন্তে সুহৃদসূন্ সাধবঃ। তদতিহেয়পণমকর্তব্যমপ্যেতদস্মাকমবশ্যকর্তব্যতামাপতিতম্। কিঞ্চান্যত্ ক্রিয়তে? কা চান্যা গতিঃ? সর্বথা প্রয়ামি তস্যাঃ সকাশম্। আবেদয়াম্যেতামবস্থাম্। ইতি চিন্তয়িত্বা চ কদাচিদনুচিত-প্রবৃত্তং মাং বিজ্ঞায় সঞ্জাত-লজ্জো নিবারয়েদিত্যনিবেদ্যৈব তস্মৈ তত্-প্রদেশাত্ সব্যাজমুত্থায়াগতোঽহম্। তদেবমবস্থিতে যদত্রাবসরপ্রাপ্তম্, ঈদৃশস্য চানুরাগস্য সদৃশম্, অস্মদাগমনস্য চানুরূপম্, আত্মনো বা সমুচিতম্, তত্র প্রভবতি ভবতী—ইত্যভিধায় কিময়ং বক্ষ্যতীতি মন্মুখাসক্তদৃষ্টিস্তূষ্ণীমাসীত্।

অহন্তু তদাকর্ণ্য সুখামৃতময়ে হ্রদ ইব নিমগ্না, রতি-রস-ময়মুদধিমিবাবতীর্ণা, সর্বানন্দানামুপরি বর্তমানা, সর্বমনোরথানামগ্রমিবাধিরূঢ়া, সর্বোত্সবানামতিভূমিমিবাধিশয়ানা, তত্কালোপজাতয়া লজ্জয়া কিঞ্চিদবনম্যমান-বদনত্বাদ্ অস্পৃষ্ট-কপোলোদরৈঃ গ্রথিতৈরিবোপর্যুপরি পতনানুবন্ধ-দর্শিত-মালাক্রমৈঃ, অপ্রাপ্ত-পক্ষ্ম-সংশ্লেষতয়া উপজাত-প্রথিম-ভরৈরমলৈরানন্দ-বাষ্প-জল-বিন্দুভিঃ স্রবদ্ভিরাবেদ্যমান-প্রহর্ষ-প্রসরা, তত্-

ক্ষণমচিন্তয়ম্—দিষ্ট্যা তাবদয়মনঙ্গো মামিব তমপ্যনুবধ্নাতি। যত্সত্যমনেন মে সন্তাপয়তাপ্যংশেন দর্শিতানুকূলতা। যদি চ সত্যমেব তস্যেদৃশী দশাবর্ততে, ততঃ কিমিব নোপকৃতমনেন? কিং বা নোপপাদিতম্? কো বানেনাপরঃ সমানো বন্ধুঃ? কথং বা কপিঞ্জলস্য স্বপ্নেঽপি বিতথা ভারতী প্রশান্তাকৃতেরস্মাদ্বদনান্নিষ্ক্রামতি? ইত্থম্ভূতে কিং ময়াপি প্রতিপত্তব্যম্? তস্য বা পুরঃ কিমভিধাতব্যম্?

ইত্যেবং বিচারয়ন্ত্যা এব প্রবিশ্য সসম্ভ্রমা প্রতীহারী মামকথয়ত্—ভর্তৃদারিকে, ত্বমসুস্থশরীরেতি পরিজনাদুপলভ্য মহাদেবী প্রাপ্তা ইতি। তচ্চ শ্রুত্বা কপিঞ্জলো মহাজন-সম্মর্দ-ভীরুঃ সত্বরমুত্থায়, 'রাজপুত্রি, মহানয়মুপস্থিতঃ কালাতিপাতঃ। ভগবাংশ্চ ভুবনত্রয়-চূড়ামণিরস্তমুপগচ্ছতি দিবসকরঃ। তদ্ গচ্ছামি। সর্বথাভিমত-সুহৃত-প্রাণ-রক্ষা-দক্ষিণার্থময়মুপরচিতোঽঞ্জলিঃ। এষ মে পরমো বিভবঃ'—ইত্যভিধায় প্রতিবচন-কালমপ্রতীক্ষ্যেব, পুরোযায়িনা অম্বায়াঃ প্রবিশতা কনক-বেত্রলতা-করেণ প্রতীহারীজনেন কঞ্চুকি-লোকেন গৃহীত-তাম্বূল-কুসুম-পটবাসাঙ্গরাগেণ চামর-ব্যগ্র-পাণিনা কুব্জ-কিরাত-বধির-বামন-বর্বর-বিকলমূকানুগতেন পরিজনেন সর্বতঃ সংরুদ্ধে দ্বারদেশে কথমপ্যবাপ্ত-নির্গমঃ প্রযযৌ। অম্বা তু মত্সমীপমাগত্য সুচিরং স্থিত্বা স্বভবনমযাসীত্। তয়া তু তত্রা গত্য কিং কৃতং, কিমভিহিতং কিমাচেষ্টিতমিতি শূন্যহৃদয়া সর্বং নালক্ষয়ম্।

গতায়াঞ্চ তস্যাম্, অস্তমুপগতে ভগবতি হারীত-হরিত-বাজিনি সরোজিনী-জীবিতেশ্বরে চক্রবাকসুহৃদি সবিতরি, লোহিতায়মানে পশ্চিমাশামুখে, হরিতায়মানেষু কমলবনেষু, নীলায়মানে পূর্বদিগ্-বিভাগে, পাতাল-পঙ্ক-কলুষেণ মহাপ্রলয়-জলধি-পয়ঃপূরণেব তিমিরেণাবষ্টভ্যমানে জীব-লোকে, কিং-কর্তব্যতা-মূঢ়া তামেব তরলিকামপৃচ্ছম্—অয়ি তরলিকে, কথং ন পশ্যসি, দৃঢ়মাকুলং মে হৃদয়ম্, অপ্রতিপত্তি-বিহ্বলানি চেন্দ্রিয়াণি। ন স্বয়মণ্বপি কর্তব্যমলমস্মি জ্ঞাতুম্। উপদিশতু মে ভবতী যদত্র সাম্প্রতম্। অয়মেবং ত্বত্-সমক্ষমেবাভিধায় গতঃ কপিঞ্জলঃ। যদি তাবদিতর-কন্যকেব বিহায় লজ্জাম্, উত্সৃজ্য ধৈর্যম্, উন্মুচ্য বিনয়ম্, অচিন্তয়িত্বা জনাপবাদম্, অতিক্রম্য সদাচারম্, উল্লঙ্ঘ্য শীলম্, অবগণয্য কুলম্, অঙ্গীকৃত্যাযশঃ, রাগান্ধবৃত্তিঃ, অননুজ্ঞাতা পিত্রা, অননুমোদিতা মাত্রা, স্বয়মুপগম্য গ্রাহয়ামি পাণিম্, এবং গুরুজনাতিক্রমাদ্ অধর্মো মহান্। অথ ধর্মানুরোধাদ্ ইতরপক্ষাবলম্বন-দ্বারেণ মৃত্যুমঙ্গীকরোমি, এবমপি প্রথমং তাবত্ স্বয়মাগতস্য প্রথম-প্রণয়িনস্তত্রভবতঃ কপিঞ্জলস্য প্রণয়প্রসরভঙ্গঃ। পুনরপরং যদি কদাচিত্তস্য জনস্য মত্-কৃতাদাশাভঙ্গাত্ প্রাণ-বিপত্তিরুপজায়তে, তদপি মুনি-জনবধজনিতং মহদেনো ভবেত্।

ইত্যেবমুচ্চারয়ন্ত্যামেব ময়ি, আসন্ন-চন্দ্রোদয়-জন্মনা বিরল-বিরলেন আলোকেন বসন্ত-বনরাজিরিব কুসুম-রজসা ধূসরতাং বাসবী দিগযাসীত্।

ততঃ শশি-কেশরি-কর-নখর-বিদার্যমাণতমঃ-করি-কুম্ভ-সম্ভবেন মুক্তাফল-ক্ষোদেনেব ধবলতামুপনীয়মানম্, উদয়গিরি-সিন্ধসুন্দরী-কুচ-চ্যুতেন চন্দন-চূর্ণ-রাশিনেব পাণ্ডুরীক্রিয়মাণম্, চলিত-জলধি-জল-কল্লোলানিলোল্লাসিতেন বেলাপুলিন-সিকতোদ্গমেনেব পাণ্ডুতামাপাদ্যমানম্, পশ্চিমেতরদ্ ইন্দু-ধাম্না দিগন্তরমদৃশ্যত। শনৈঃশনৈশ্চন্দ্রদর্শনান্মন্দমন্দ-স্মিতায়া দশন-প্রভেব জ্যোত্স্না নিষ্পতন্তী নিশায়া মুখ-শোভামকরোত্। তদনু রসাতলাদবনীমবদার্য উদ্গচ্ছতা শেষ-ফণামণ্ডলেনেব রজনীকর-বিম্বেন অরাজত

রজনী। ক্রমেণ চ সকল-জীবলোকানন্দকেন কামিনীজন-বল্লভেন কিঞ্চিদুন্মুক্ত-বালভাবেন মকরধ্বজ-বন্ধু-ভূতেন সমুপারূঢ়-রাগেণ সুরতোত্সবোপভোগৈক-যোগ্যেন অমৃতময়েন যৌবনেনেবারোহতা শশিনা রমণীয়তামনীয়ত যামিনী।

অথ তং প্রত্যাসন্ন-সমুদ্র-বিদ্রুম-প্রভা-পাটলিতমিব উদয়-গিরি-সিংহ-করতলাহত-নিজ-হরিণ-শোণিত-শোণীকৃতমিব রতি-কলহ-কুপিত-রোহিণী-চরণালক্তক-রস-লাঞ্ছিতমিব অভিনবোদয়-রাগ-লোহিতং রজনীকরম্ উদিতং বিলোক্য অন্তর্জ্বলিত-মদনানলাপ্যন্ধ-কারিতহৃদয়া, তরলিকোত্সঙ্গ-বিধৃত-শরীরাপি মন্মথ-হস্ত-বর্তিনী, চন্দ্রগতনয়নাপি মৃত্যুমালোকয়ন্তী তত্ক্ষণমচিন্তয়ম্—একত্র খলু মধুমাস-মলয়মারুত-প্রভৃতয়ঃ সমস্তাঃ, একত্র চায়ং পাপকারী চন্দ্র-হতকো ন শক্যতে সোঢ়ুম্। ইদমতিদুর্বিষহ-মদন-বেদনাতুরঞ্চ মে হৃদয়ম্। অস্য চোদ্গমনমিদং স-দাহজ্বরস্য অঙ্গারবর্ষঃ, শীতার্তস্য তুষার-পাতঃ, বিষস্ফোট-মূর্ছিতস্য কৃষ্ণসর্প-দংশঃ—ইত্যেবং চিন্তয়ন্তীমেব চন্দ্রোদয়োপনীতা কমলবন-ম্লানি-নিদ্রেব মূর্ছা মাং নিমীলিতলোচনামকার্ষীত্। অচিরেণ চ সম্ভ্রান্ত-তরলিকোপনীতাভিশ্চন্দন-চর্চাভিস্তালবৃন্তানিলৈশ্চোপলব্ধ-সংজ্ঞা তামেবাকুলাকুলাং, মূর্তেনেবাধিষ্ঠিতাং বিষাদেন, মল্ললাটবিধৃত-স্রবচ্চন্দ্রকান্ত-মণি-শলাকাম্, অবিচ্ছিন্ন-বাষ্পজল-ধারান্ধকারিত-মুখীং রুদতীং তরলিকামপশ্যম্। উন্মীলিত-লোচনাঞ্চ মাং সা কৃত-পাদ-প্রণামা চন্দন-পঙ্কার্দ্রেণ করযুগলেন বদ্ধাঞ্জলিরবাদীত্—ভর্তৃদারিকে, কিং লজ্জয়া, গুরুজনাপেক্ষয়া বা? প্রসীদ, প্রেষয় মাম্, আনয়ামি তে হৃদয়-দয়িতং জনম্। উত্তিষ্ঠ, স্বয়ং বা তত্র গম্যতাম্। অতঃপরমসমর্থাসি সোঢ়ুমিমং প্রবলচন্দ্রোদয়-বিজৃম্ভ-মাণোত্কলিকা-শতমুদধিমিব মকরচিহ্নম ইত্যেবংবাদিনীং তামহমবোচম্—উন্মত্তে, কিং মন্মথেন? নন্বয়ং সর্ববিকল্পানপহরন্, সর্বোপায়-দর্শনানুত্সারয়ন, সর্বানন্তরায়ান্ অন্তরয়ন্, সর্বশঙ্কাস্তিরস্কুর্বন্, লজ্জামুন্মূলয়ন্, স্বয়মভিগমন-লাঘব-দোষমাবৃণ্বন্, কালাতিপাতং পরিহরন্ আগত এব মৃত্যোস্তস্যৈব বা সকাশং নেতা কুমুদবান্ধবঃ। তদুত্তিষ্ঠ। যথাকথঞ্চিদনুগমনেন জীবিতা সম্ভাবয়ামি হৃদয়দয়িতমায়াসকারিণং জনম্—ইত্যভিদধানা মদন-মূর্ছা-খেদ-বিহ্বলৈরঙ্গৈঃ কথঞ্চিদবলম্ব্য তামেবোদতিষ্ঠম্। উচ্চলিতায়াশ্চ মে দুর্নিমিত্ত-নিবেদকম্ অস্পন্দত দক্ষিণং লোচনম্। উপজাত-শঙ্কা চাচিন্তয়ম্—ইদমপরং কিমপ্যুপক্ষিপ্তং দেবেন ইতি।

অথ নাতিদূরোদ্গতেন ত্রিভুবন-প্রাসাদ-মহাপ্রণালানুকারিণা সুধা-সলিল-প্রবানিব বহতা চন্দন-রস-নির্ঝর-নিকরানিব ক্ষরতা অমৃতসাগর-পূরানিবোদ্গিরতা শ্বেতগঙ্গা-প্রবাহ-সহস্রাণীব বমতা চন্দ্রমণ্ডলেন প্লাব্যমানে জ্যোত্স্নয়া ভুবনান্তরালে, শ্বেতদ্বীপ-নিবাসমিব সোমলোক-দর্শন-সুখমিবানুভবতি জনে, মহাবরাহ-দংষ্ট্রামণ্ডলনিভেন শশিনা ক্ষীরসাগরোদরাদিবোদ্ধ্রিয়মাণে মহীমণ্ডলে, প্রতিভবনমঙ্গনাজনেন বিকচ-কুমুদ-গন্ধৈশ্চন্দনোদকৈরুপাহ্রিয়মাণেষু চন্দ্রোদয়ার্ঘ্যেষু, কামিনী-প্রহিত-সুরত-দূতী-সহস্র-সঙ্কুলেষু রাজমার্গেষু, নীলাংশুকাবগুণ্ঠনাসু চন্দ্রালোক-ভয়-চকিতাসু কমলবন-লক্ষ্মীষ্বিব নীলোত্পল-প্রভা-পিহিতাসু ইতস্ততঃ পলায়মানাস্বভিসারিকাসু, প্রতি-কুমুদমাবন্ধ-মধুকর-মণ্ডলাসু প্রবুধ্যমানাসু ভবনদীর্ঘিকা-কুমুদিনীষু, স্ফুটিত-কুমুদবন-বহল-ধূলি-ধবলিতোদরে নিশা-নদী-পুলিনায়মানে অন্তরিক্ষে, চন্দ্রোদয়ানন্দ-নির্ভরে মহোদধাবিব রতি-রসময় ইব উত্সবসময় ইব বিলাসময় ইব প্রীতিময় ইব জীবলোকে, শশিমণি-প্রণাল-নির্ঝরে প্রমোদ-মুখর-ময়ূর-রব-রম্যে প্রদোষসময়ে, গৃহীত-বিবিধ-কুসুম-

তাম্বূলাঙ্গরাগ-পটবাস-স্পর্শয়া তরলিকয়ানুগম্যমানা, তেনৈব মূর্চ্ছা-নিহিতেন কিঞ্চিদা-শ্যান-চন্দন-ললাটিকা-লগ্নধূসরাকুলালকেন চন্দনরস-চর্চাঙ্গরাগ-বেশেনার্দ্রেণ, তথৈব চ ভয়া কণ্ঠ-স্থিতয়াক্ষমালয়া শ্রবণ-শিখর-চুম্বিন্যা চ পারিজাত-মঞ্জর্যা, পদ্মরাগ-রত্ন-রশ্মি-নির্মিতেনেব রক্তাংশুকেন কৃত-শিরোঽবগুণ্ঠনা কেনাচিদাত্মীয়েনাপি পরিজনেনানুপ-লক্ষ্যমাণা তস্মাৎ প্রাসাদ-শিখরাদবাতরম্।

অবতীর্য চ পারিজাতকুসুম-মঞ্জরী-পরিমলাকৃষ্টেন রিক্তীকৃতোপবনেন কুমুদ-বনা-ন্যপহায় ধাবতা মধুকর-জালেন নীলপটাবগুণ্ঠন-বিভ্রমমিব সম্পাদয়তানুবধ্যমানা প্রমদ-বন-পক্ষদ্বারেণ নির্গত্য তৎসমীপমুদচলম্।

প্রয়ান্তী চ তরলিকা-দ্বিতীয়মপরিজনম্ আত্মানমালোক্য অচিন্তয়ম্—প্রিয়তমাভি-সরণ-প্রবৃত্তস্য জনস্য কিমিব কৃত্যং বাহ্যেন পরিজনেন। নন্বেত এব পরিজন-লীলা-মুপদর্শয়ন্তি। তথাহি, সমারোপিত-শরাসনাসক্ত-সায়কোঽনুসরতি কুসুমায়ুধঃ। দূর-প্রসারিত-করঃ করমিব কর্ষতি শশী। প্রস্খলনভয়াৎ পদে পদেঽবলম্বতে রাগঃ। লজ্জাং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা পুরঃ সহেন্দ্রিয়ৈর্ধাবতি হৃদয়ম্। নিশ্চয়মারোপ্য নয়ত্যুৎকণ্ঠা ইতি। প্রকাশঞ্চাবদম্—অয়ি তরলিকে, অপি নাম মামিবায়মিন্দু-হতকস্তমপি করেন কচগ্রহা-কৃষ্টমভিমুখমানয়েৎ? ইত্যেবংবাদিনীঞ্চ মামসৌ বিহস্যাব্রবীৎ—ভর্তৃদারিকে, মুগ্ধাসি। কিমস্য তেন জনেন? অয়মাত্মনৈব তাবন্মদনাতুর ইব ভর্তৃদারিকায়াং তাস্তাশ্চেষ্টাঃ করোতি। তথাহি, প্রতিবিম্বচ্ছলেন স্বেদ-সলিল-কণিকাচিতং চুম্বতি কপোলযুগলম্। লাবণ্যবতি পয়োধরভারে নিপততি। প্রস্ফুরিতকরঃ স্পৃশতি রশনা-বলি-মণীন্। নির্মল-নখ-লগ্ন-মূর্তিঃ পাদয়োঃ পততি। কিঞ্চাস্য মদনাতুরস্যেব বপুস্তাপাচ্ছুষ্ক-চন্দনানুলেপ-পাণ্ডুতাং বহতি, মৃণালবলয়-ধবলান্ করান্ ধত্তে, প্রতিমা-ব্যাজেন স্ফটিকমণি-কুট্টিমেষু নিপততি, কেতকী-গর্ভ-কেসর-ধূসর-পাদঃ কুমুদসরাংস্যবগাহতে, সলিলশীকরার্দ্রান্ শশিমণীন্ করৈরামৃশতি দ্বেষ্টি বিঘটিত-চক্রবাক-মিথুনানি কমলবনানি। এতৈশ্চান্যৈশ্চ তৎকালোচিতৈরালাপৈস্তয়া সহ তমুদ্দেশমভ্যুপাগমম্।

তত্র চ মার্গ-লতা-কুসুম-রজোধূসরং চরণযুগলং কৈলাসতটাচ্চন্দ্রোদয়-প্রসৃত-চন্দ্র-কান্ত-মণি-প্রস্রবণে প্রক্ষালয়ন্তী, যস্মিন্ প্রদেশে স আস্তে তস্মিন্নেব চাস্য সরসঃ পশ্চিমে তটে পুরুষস্যেব রুদিত-ধ্বনিং বিপ্রকর্ষান্নাতিব্যক্তমুপালক্ষয়ম্। দক্ষিণেক্ষণ-স্ফুরণেন চ প্রথমমেব মনস্যাহিতশঙ্কা, তেন সুতরামবদীর্ণহৃদয়েব, কিমপ্যনিষ্টমন্তঃ কথয়তেব বিষণ্ণেনান্তরাত্মনা 'তরলিকে, কিমিদম্' ইতি সভয়মভিদধানা বেপমান-গাত্র-যষ্টিস্তদভিমুখম্ অতিত্বরিতমগচ্ছম্।

অথ নিশীথ-প্রভাবাদ্ দূরাদেব বিভাব্যমান-স্বরমুন্মুক্তার্তনাদম্—হা হতোঽস্মি। হা দগ্ধোঽস্মি। হা বঞ্চিতোঽস্মি। হা কিমিদমাপতিতম্। কিং বৃত্তম্। উৎসন্নো-ঽস্মি। দুরাত্মন্ মদনপিশাচ, পাপ, নির্ঘৃণ, কিমিদমকৃত্যমনুষ্ঠিতম্? আঃ পাপে দুষ্কৃতকারিণি দুর্বিনীতে মহাশ্বেতে, কিমনেন তেঽপকৃতম্? আঃ পাপ দুশ্চরিত চন্দ্র চাণ্ডাল, কৃতার্থোঽসি? ইদানীমপগত-দাক্ষিণ্য দক্ষিণানিল-হতক, পূর্ণাস্তে মনোরথাঃ, কৃতং যৎ কর্তব্যম্, বহেদানীং যথেষ্টম্। হা ভগবন্ শ্বেতকেতো, পুত্রবৎসল, ন বেৎসি মুষিতমাত্মানম্। হা ধর্ম, নিষ্পরিগ্রহোঽসি। হা তপঃ, নিরাশ্রয়মসি। হা সরস্বতি, বিধবাসি। হা সত্য, অনাথমসি। হা সুরলোক, শূন্যোঽসি। সখে, প্রতি-

পালয় মাম্‌। অহমপি ভবন্তমনুযাস্যামি। ন শক্নোমি ভবন্তং বিনা ক্ষণমপ্যবস্থাতু মেকাকী। কথমপরিচিত ইবাদৃষ্টপূর্ব ইবাদ্য মামেকপদে উৎসৃজ্য প্রয়াসি? কুতস্ত বেয়মতিনিষ্ঠুরতা? কথয় ত্বদৃতে ক্ব গচ্ছামি? কং যাচে? কং শরণমুপৈমি? অন্ধোঽস্মি সংবৃত্তঃ। শূন্যা মে দিশো জাতাঃ। নিরর্থকং জীবিতম্‌। অপ্রয়োজনং তপঃ। নিঃসুখাশ্চ লোকাঃ। কেন সহ পরিভ্রমামি? কমালপামি? উত্তিষ্ঠ। দেহি মে প্রতিবচনম্‌। ক্ব তন্মমোপরি সুহৃৎ-প্রেম? ক্ব সা স্মিতপূর্বাভিভাষিতা চ? ইত্যেতানি চান্যানি চ বিলপন্তং কপিঞ্জলমশ্রৌষম্‌।

তচ্চ শ্রুত্বা পতিতৈরিব প্রাণৈর্দূরাদেব মুক্তৈকতারাক্রন্দা সরস্তীর-লতাসক্তি-ত্রুট্যমানাংশুকোত্তরীয়া যথাশক্তি-ত্বরিতৈরজ্ঞাত-সম-বিষম-ভূমি-ভাগ-বিন্যস্তৈঃ পাদ-প্রক্ষেপৈঃ প্রস্খলন্তী পদে পদে, কেনাপ্যুৎক্ষিপ্য নীয়মানেব তং প্রদেশং গত্বা—

সরস্তীর-সমীপ-বর্তিনি শিশির-শীকরাসার-স্রাবিণি শশিমণি-শিলাতলে বিরচিতং কুমুদ-কুবলয়-কমল-বিবিধ-বনকুসুম-সুকুমারং মৃণালময়ং কুসুমশর-সায়কময়মিব শয়নমধিশয়ানম্‌, অতিনিষ্পন্দতয়া মৎ-পদ-শব্দমিবাকর্ণয়ন্তম্‌, অন্তঃকোপশমিত-মদনসন্তাপতয়া তৎক্ষণ-লব্ধ-সুখ-প্রসুপ্তমিব, মনঃক্ষোভ-প্রায়শ্চিত্ত-প্রাণায়ামাবস্থিতমিব, অতিপ্রস্ফুরিত-প্রভেণ 'ত্বৎকৃতে মমেয়মবস্থা' ইতি কথয়ন্তমিবাধরেণ, ইন্দু দ্বেষ-পরিবর্তিত-দেহতয়া পৃষ্ঠভাগ-নিপাতিতৈর্মদন-দহন-বিহ্বল-হৃদয়-ন্যস্ত-হস্ত-নখ-ময়ূখ-চ্ছলেন ছিদ্রিতমিব শশি-কিরণৈঃ, উচ্ছুষ্ক-পাণ্ডুরয়া স্ব-বিনাশোৎপন্নয়া মদন-চন্দ্রকলয়েব চন্দন-লেখিকয়া রচিত-ললাটিকম্‌ 'মত্তঃ প্রিয়তরঃ তবাপরো জনো জাতঃ' ইতি কুপিতেনেব জীবিতেন পরিত্যক্তম্‌, মন্মথ-ব্যথয়া সহৈতানসূন্‌ স্বয়মিবোৎসৃজ্য নিশ্চেতনতাসুখম্‌ অনুভবন্তম্‌, অনঙ্গ-যোগ-বিদ্যামিব ধ্যায়ন্তম্‌, অপূর্ব-প্রাণায়মমিবাভ্যস্যন্তম্‌, উপপাদিতাস্মদাগমনেন প্রণয়াদিবাপহৃত-প্রাণ-পূর্ণপাত্রম্‌ অনঙ্গেন, রচিত-চন্দন-ললাটিকাত্রিপুণ্ড্রকম্‌; ধৃত-সরস বিস-সূত্র-যজ্ঞোপবীতম্‌, অংসাবসক্ত-কদলী-গর্ভপত্র-চারু-চীরম্‌, একাবলী-বিশালাক্ষমালম্‌, অবিরলামল-কর্পূর-ক্ষোদ-ভস্ম-ধবলম্‌, আবন্ধ মৃণাল-বলয়রক্ষা-প্রতিসর-মনোহরম্‌, মনোভব-ব্রত-বেশমাস্থায় মৎসমাগম-মন্ত্রমিব সাধয়ন্তম্‌ অবিরত-রোদনাতাম্রেণ অশ্রু-ক্ষয়াৎ আগত-রুধিরেণেব মদন-শর-শল্য-বেদনা-কূণিতত্রিভাগেণ 'কঠিনহৃদয়ে, দর্শনমাত্রকেণাপি ন পুনরনুগৃহীতোঽয়মনুগতো জনঃ' ইতি সপ্রণয়ং মামুপলভমানমিব চক্ষুষা, কিঞ্চিদ্‌-বিবৃতাধরতয়া জীবিতমপহর্তুমন্তঃ প্রবিষ্টৈরিবেন্দু-কিরণৈর্নির্গচ্ছন্তিদশনাংশুভির্ধবলিত-পুরোভাগম্‌, মন্মথ-ব্যথয়া বিঘটমানহৃদয়-নিহিতেন বাম-পাণিনা, 'প্রসীদ, প্রাণৈঃ সমং প্রাণসমে ন গন্তব্যম্‌' ইতি হৃদয়স্থিতাং মামিব ধারয়ন্তম্‌, ইতরেণ চ নখ-ময়ূখ-দন্তুরতয়া চন্দনমিব 'স্রবতোত্তানীকৃতেন চন্দ্রাতপমিব নিবারয়ন্তম্‌, অন্তিক-স্থিতেন চ অচিরোদ্‌গত-জীবিত-মার্গমিবোদ্‌গ্রীবেণ বিলোকয়তা তপঃ-সুহৃদা কমণ্ডলুনা সমুপেতম্‌, কণ্ঠাভরণীকৃতেন চ মৃণাল-বলয়েন রজনীকর-কিরণ-পাশেনেব সংযম্য লোকান্তরমুপনীয়মানম্‌, কপিঞ্জলেন মদ্দর্শনাৎ 'অব্রহ্মণ্যম্‌' ইত্যূর্ধ্বহস্তেন দ্বিগুণীভূতব্যাষ্পোদ্‌গমেনাক্রোশতা কণ্ঠে পরিষ্বক্তম্‌, তৎক্ষণ-বিগত-জীবিতং তমহং পাপকারিণী মন্দভাগ্যা মহাভাগমদ্রাক্ষম্‌।

উদ্ভূত-মূর্চ্ছান্ধকারা চ পাতালতলমিবাবতীর্ণা তদা ক্বাহমগমম্‌, কিমকরবম্‌, কিং ব্যলপম্‌, ইতি সর্বমেব নাজ্ঞাসিষম্‌। অসবশ্চ মে তস্মিন্‌ ক্ষণে কিমতিকঠিনতয়া অস্য মূঢ়হৃদয়স্য, কিমনেক-দুঃখ-সহস্র-সহিষ্ণুতয়া হত-শরীরকস্য, কিং বিহিততয়া দীর্ঘশোকস্য,

কিং ভাজনতয়া জন্মান্তরোপাত্তস্য দুষ্কৃতস্য, কিং দুঃখদান-নিপুণতয়া দগ্ধ-দৈবস্য, কিমেকান্ত-বামতয়া দুরাত্মনো মন্মথ-হতকস্য, কেন হেতুনা নোদ্‌গচ্ছন্তি স্ম তদপি ন জ্ঞাতবতী। কেবলমতিচিরাল্লব্ধ-চেতনা দুঃখভাগিনী বহ্নাবিব পতিতম্ অসহ্য-শোক-দহ্যমানমাত্মানমবনৌ বিচেষ্টমানমপশ্যম্। অশ্রদ্দধানা চ অসম্ভাবনীয়ং তত্তস্য মরণমাত্মনশ্চ জীবিতম্, উত্থায় হা হা কিমিদমুপনতম্ ইতি মুক্তার্তনাদা 'হা অম্ব, হা তাত, হা সখ্যঃ', ইতি ব্যাহরন্তী—

হা নাথ, জীবিত-নিবন্ধন, আচক্ষ্ব, ক্ব মামেকাকিনীমশরণাম্ অকরুণ বিমুচ্য যাসি? পৃচ্ছ তরলিকাম্, ত্বত্‌কৃতে ময়া যানুভূতাবস্থা। যুগসহস্রায়মাণঃ কৃচ্ছ্রেণ নীতো দিবসঃ? প্রসীদ। সকৃদপ্যালপ। দর্শয় ভক্তবত্‌সলতাম্। ঈষদপি বিলোকয়। পূরয় মে মনোরথম্। আর্তাস্মি। ভক্তাস্মি। অনুরক্তাস্মি। অনাথাস্মি। বালাস্মি। অগতিকাস্মি। দুঃখিতাস্মি। অনন্যশরণাস্মি। মদনপরিভূতাস্মি। কিমিতি ন করোষি দয়াম্? কথয়, কিমপরাদ্ধম্? কিংবা নানুষ্ঠিতং ময়া? কস্যাং বা নাজ্ঞায়ামাদৃতম্? কস্মিন্ যা ত্বদনুকূলে নাভিরতম্?—যেন কুপিতোঽসি? দাসীজনম্ অকারণাত্ পরিত্যজ্য ব্রজন্ ন বিভেষি কৌলীনাত্? অলীকানুরাগ-প্রতারণ-কুশলয়া কিং বা ময়া বাময়া পাপয়া। আঃ অহমদ্যাপি প্রাণিমি, হা হতাস্মি মন্দভাগিনী। কথং মে ন ত্বম্, ন বিনয়ঃ ন বন্ধুবর্গঃ ন পরলোকঃ। ধিঙ্ মাং দুষ্কৃতকারিণীম্, যস্যাঃ কৃতে তবেয়মীদৃশী দশা বর্ততে। নাস্তি মত্-সদৃশী নৃশংস হৃদয়া, যাহমেবংবিধং ভবন্তমুত্সৃজ্য গৃহং গতবতী। কিং মে গৃহেণ, কিমম্বয়া, কিং বা তাতেন, কিং বন্ধুভিঃ, কিং পরিজনেন? হা কমুপযামি শরণম্? অয়ি দৈব, দর্শয় দয়াম্, বিজ্ঞাপয়ামি ত্বাং দেহি দয়িত-দক্ষিণাম্। ভগবতি ভবিতব্যতে, কুরু কৃপাম্, পাহি বনিতামনাথাম্। ভগবত্যো বনদেবতাঃ, প্রসীদত, প্রযচ্ছতাস্য প্রাণান্। অম্ব বসুন্ধরে, সকল-লোকানুগ্রহ-জননি, কিমর্থং নানুকম্পসে? তাত কৈলাসেশ, শরণাগতাস্মি তে, দর্শয় দয়ালুতাম্—ইত্যেতানি চান্যানি চ ব্যাক্রোশন্তী, কিয়দ্বা স্মরামি, গ্রহ-গৃহীতেব আবিষ্টেব উন্মত্তেব ভূতোপহতেব ব্যলপম্। উপর্যুপরি পতিত-নয়নজল-ধারা-নিকরচ্ছলেন বিলীয়মানেব দ্রবতামিব নীয়মানা জলাকারেণাত্মীক্রিয়মাণা, প্রলাপাক্ষরৈরপি দশনময়ূখ-শিখানুগততয়া সাশ্রুধারৈরিব নিষ্পতদ্ভিঃ শিরোরুহৈরপ্যবিরল-বিগলিত-কুসুমতয়া মুক্তা-বাষ্পজল-বিন্দুভিরিবাভরণৈরপি প্রসৃত-বিমল-মণি-কিরণাশ্রুতয়া প্ররুদিতৈরিবোপেতা, তজ্জীবিতায়েবাত্ম-মরণায় স্পৃহয়ন্তী, মৃতস্যাপি সর্বাত্মনা হৃদয়ং প্রবেষ্টুমিবেচ্ছন্তী, করতলেন কপোলয়োরাশ্যান-চন্দন-শ্বেত-জটামূলে চ ললাটে নিহিত-সরস-বিসয়োশ্চাংসয়োর্মলয়জ-রস-লব-লুলিত-কমলিনী-পলাশাবগুণ্ঠিতে চ হৃদয়ে পরামৃশন্তী 'পুণ্ডরীক, নিষ্ঠুরোঽসি, এবমপ্যার্তাং ন গণয়সি মাম্' ইত্যুপালভমানা মুহুর্মুহুরেনমন্বনয়ম্। মুহুর্মুহুঃ পর্যচুম্বম্। মুহুর্মুহুঃ কণ্ঠে গৃহীত্বা ব্যাক্রোশম্। 'আঃ পাপে, ত্বয়াপি মত্-প্রত্যাগমন-কালং যাবদস্যাসবো ন রক্ষিতাঃ' ইতি তামেকাবলীমগর্হয়ম্। 'অয়ি ভগবন্, প্রসীদ, প্রত্যুজ্জীবয়েনম্' ইতি মুহুর্মুহুঃ কপিঞ্জলস্য পাদয়োরপতম্। মুহুর্মুহুশ্চ তরলিকাং কণ্ঠে গৃহীত্বা প্রারুদম্।

অদ্যাপি চিন্তয়ন্তী ন জানামি, তস্মিন্ কালে কুতস্তান্যচিন্তিতান্যশিক্ষিতান্যনুপদিষ্ট্যান্যদৃষ্টপূর্বাণি মে হত-পুণ্যায়াঃ কৃপণানি চাটু-সহস্রাণি প্রাদুরভবন্। কুতস্তে সংলাপাঃ? কুতস্তান্যতিকরুণানি বৈক্লব্যরুদিতানি? অন্য এব স প্রকারঃ। প্রলয়োর্ময়

ইবোদতিষ্ঠন্নন্ত-বাষ্প-বেগানাম্‌। জলযন্ত্রাণীবামুচ্যন্তাশ্রুপ্রবাহাণাম্‌। প্ররোহা ইব নিরগচ্ছন্‌ প্রলাপানাম্‌। শিখর-শতানীবাবর্ধন্ত দুঃখানাম্‌। প্রসূতয় ইবোদপদ্যন্ত মূর্চ্ছানাম্‌।

ইত্যেবম্‌ আত্ম-বৃত্তান্তম্‌ আবেদয়ন্ত্যা এব তস্যাঃ সমতিক্রান্তং কথমপ্যাতিকষ্টমবস্থান্তরমনুভবন্ত্যা ইব চেতনাং জহার মূর্চ্ছা। বেগান্নিষ্পতন্তীঞ্চ শিলা-তলে তাং সসম্ভ্রমং প্রসারিত-করঃ পরিজন ইব জাত-পীড়শ্চন্দ্রাপীড়ো বিধৃতবান্‌। অশ্রুজলার্দ্রেন চ তদীয়েনৈবোত্তরীয়-বল্কল-প্রান্তেন শনৈঃ শনৈর্বীজয়ন্‌ সংজ্ঞাং গ্রাহিতবান্‌। উপজাত-কারুণ্যশ্চ বাষ্প-সলিলোত্‌পীড়েন প্রক্ষাল্যমান-কপোলযুগলঃ। লব্ধ-চেতনাম্‌ অবাদীত্‌—ভগবতি, ময়া পাপেন তবায়ং পুনরভিনবতামুপনীতঃ শোকঃ, যেনেদৃশীং দশামুপনীতাসি। তদলমনয়া কথয়া। সংহ্রিয়তামিয়ম্‌। অহমপ্যসমর্থঃ শ্রোতুম্‌। অতিক্রান্তান্যপি হি সঙ্কীর্ত্যমানানি অনুভবসমাং বেদনামুপজনয়ন্তি সুহৃজ্জনস্য দুঃখানি। তন্নার্হসি কথমপি বিধৃতানিমানসুলভানসূন্‌ পুনঃ পুনঃ স্মরণ-শোকানলেন্ধনতামুপনেতুম্‌ - ইতি।

এবমুক্তা দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বস্য বাষ্পায়মান-লোচনা সনির্বেদমবাদীত্‌—রাজপুত্র, যা তস্যামতিদারুণায়াং হত-নিশায়ামেভিরতিনৃশংসৈরসুভির্ন পরিত্যক্তা, সেদানীং পরিত্যজ্যত ইতি দূরাপেতম্‌। নূনমপুণ্যোপহতায়াঃ পাপায়া মম ভগবানন্তকোঽপি পরিহরতি দর্শনম্‌। কুতশ্চ মে কঠিন-হৃদয়ায়াঃ শোকঃ? সর্বমিদমলীকমস্য দুরাত্মনঃ শঠহৃদয়স্য। সর্বথাহমমেন ত্যক্ত-ত্রপেণ নিরপত্রপাণামগ্রেসরীকৃতা। যয়া চাধিগতমদনবেদনয়া বজ্রময্যেবেদমনুভূতম্‌, তস্যাঃ কা গণনা কথনং প্রতি? কিং বা পরমতঃ কষ্টতরমাখ্যেয়মন্যদ্ভবিষ্যতি, যন্ন শক্যতে শ্রোতুমাখ্যাতুং বা? কেবলমস্য বজ্রপাতস্যানন্তরমাশ্চর্যং যদভূত্তদাবেদয়ামি, আত্মনশ্চ প্রাণধারণ-কারণ-লব ইব অব্যক্তো যঃ সমুত্পন্নঃ, তঞ্চ কথয়ামি। যয়া দুরাশা-মৃগতৃষ্ণিকয়া গৃহীতাহমিদমুপরতকল্পং পরকীয়মিব ভারভূতমপ্রয়োজনমকৃতজ্ঞঞ্চ হত-শরীরং বহামি তদলং শ্রূয়তাম্‌।

ততশ্চ তথাভূতে তস্মিন্নবস্থান্তরে মরণৈকনিশ্চয়া বহু বিলপ্য তরলিকামব্রবম্‌—অয়ি উত্তিষ্ঠ নিষ্ঠুরহৃদয়ে, কিয়দ্রোদিষি? কাষ্ঠান্যাহৃত্য বিরচয় চিতাম্‌, অনুসরামি জীবিতেশ্বরম্‌—ইতি।

অত্রান্তরে ঝটিতি চন্দ্রমণ্ডল-বিনির্গতঃ গগনাদবতীর্য কেয়ূর-কোটি-লগ্নম্‌ অমৃত-ফেন-পিণ্ড-পাণ্ডুরং পবনতরলমংশুকোত্তরীয়ম্‌ আকর্ষন্‌ উভয়-কর্ণান্দোলিত-কুণ্ডল-মণি-প্রভা-রক্ত-গণ্ডস্থলঃ, স্থূল-মুক্তাফলতয়া তারাগণমিব গ্রথিতম্‌ অতিতারং হারম্‌ উরসা দধানঃ, ধবল-দুকূল-পল্লব-কল্পিতোষ্ণীষ-গ্রন্থিঃ, অলি-কুল-নীল-কুটিল-কুন্তল-নিকর-বিকট-মৌলিঃ, উত্‌ফুল্ল-কুমুদ-কর্ণপুরঃ, কামিনী-কুচ-কুঙ্কুম-পত্রলতা-লাঞ্ছিতাংস-দেশঃ, কুমুদ-ধবল-দেহঃ, মহাপ্রমাণঃ পুরুষো মহাপুরুষলক্ষণোপেতো, দিব্যাকৃতিঃ, স্বচ্ছ-বারি-ধবলেন দেহ-প্রভা-বিতানেন ক্ষালয়ন্নিব দিগন্তরাণি, আমোদিনা চ শরীরতঃ ক্ষরতা শিশিরেণ শীতজ্বরমিব জনয়তা অমৃত-শীকর-নিকর-বর্ষেণ তুষার-পটলেনেবানুলিম্পন্‌, গোশীর্ষ-চন্দন-রস-ছটাভিরিবাসিঞ্চন্‌, ঐরাবত-কর-পীবরাভ্যাং বাহুভ্যাং মৃণাল-ধবলাঙ্গুলিভ্যামতিশীতলস্পর্শাভ্যাং তামুপরতমুত্‌ক্ষিপন্‌, দুন্দুভি-নাদ-গম্ভীরেণ স্বরেণ 'বত্‌সে মহাশ্বেতে, ন পরিত্যাজ্যাঃ ত্বয়া প্রাণাঃ। পুনরপি তবানেন সহ ভবিষ্যতি সমাগমঃ'—ইত্যেবমাদৃতঃ পিতেবাভিধায় সহৈবানেন গগনতলমুদপতত্‌।

অহন্তু তেন ব্যতিকরেণ সভয়া সবিস্ময়া সকৌতুকা চোন্মুখী কিমিদমিতি কপিঞ্জলমপৃচ্ছম্। অসৌ তু সসম্ভ্রমম্ অদত্ত্বৈবোত্তরমুদতিষ্ঠত্। 'দুরাত্মন্, ক্ব মে বয়স্যমপহৃত্য গচ্ছসি' ইত্যভিধায়োন্মুখঃ, সঞ্জাত-কোপো, বধ্নন্ সবেগম্ উত্তরীয়বল্কলেন পরিকরম্, উত্পতন্তং তমেবানুসরন্নন্তরিক্ষমুদগাত্। পশ্যন্ত্যা এব চ মে সর্ব এব তে তারাগণ-মধ্যম্ অবিশন্।

মম তু তেন দ্বিতীয়েনেব প্রিয়তম-মরণেন কপিঞ্জল-গমনেন দ্বিগুণীকৃত-শোকায়াঃ সুতরামদীর্যত হৃদয়ম্। কিংকর্তব্যতা-মূঢ়া চ তরলিকামব্রবম্—'অয়ি, জানাসি? কথয় কিমেতদ্ ইতি। সা তু তদবলোক্য স্ত্রীস্বভাব-কাতরতয়া তস্মিন্ ক্ষণে শোকাভিভাবিনা ভয়েনাভিভূতা বেপমানাঙ্গযষ্টির্মম মরণ-শংকয়া চ বরাকী বিষণ্ণ-হৃদয়া সকরুণমবাদীত্—ভর্তৃদারিকে, ন জানামি পাপকারিণী। কিন্তু মহদিদমাশ্চর্যম্। অমানুষাকৃতিরেষ পুরুষঃ, সমাশ্বাসিতা চানেন গচ্ছতা সানুকম্পং পিত্রেব ভর্তৃদারিকা। প্রায়েণ চৈবংবিধা দিব্যাঃ স্বপ্নেঽপ্যবিসংবাদিন্যো ভবন্ত্যাকৃতয়ঃ, কিমুত সাক্ষাত্। ন চাল্পমপি বিচারয়ন্তী কারণমস্য মিথ্যাভিধানে পশ্যামি। অতো যুক্তং বিচার্যাত্মানমস্মাত্ প্রাণ-পরিত্যাগ-ব্যবসায়ান্নিবর্তয়িতুম্। অতিমহত্ খল্বিদমাশ্বাস-স্থানমস্যামবস্থায়াম্। অপি চ তমনুসরন্ গত এব কপিঞ্জলঃ। তস্মাচ্চ কুতোঽয়ম্, কো বায়ম্, কিমর্থঞ্চ অনেনায়মপগতাসুরুত্ক্ষিপ্য নীতঃ, ক্ব বা নীতঃ, কস্মাচ্চাসম্ভাবনীয়েনামুনা পুনঃসমাগমাশা-প্রদানেন ভর্তৃদারিকা সমাশ্বাসিতা ইতি সর্বমুপলভ্য জীবিতং বা মরণং বা সমাচরিষ্যসি। অদুর্লভং হি মরণমধ্যবসিতম্, পশ্চাদপ্যেতদ্ভবিষ্যতি। ন চ জীবন্ কপিঞ্জলো ভর্তৃদারিকামদৃষ্টবা স্থাস্যতি, তেন তত্প্রত্যাগমনকালাবধয়োঽপি তাবদ্ধ্রিয়ন্তামমী প্রাণাঃ—ইত্যভিদধানা পাদয়োর্মে ন্যপতত্।

অহন্তু সকল-লোক-দুর্লঙ্ঘ্যতয়া জীবিত-তৃষ্ণায়াঃ, ক্ষুদ্রতয়া চ স্ত্রী-স্বভাবস্য, তয়া চ তদ্বচনোপনীতয়া দুরাশা-মৃগতৃষ্ণিকয়া, কপিঞ্জলস্য প্রত্যাগমনকাঙ্ক্ষয়া চ, তস্মিন্কালে তদেব যুক্তং মন্যমানা নোত্সৃষ্টবতী জীবিতম্। আশয়া হি কিমিব ন ক্রিয়তে।

তাঞ্চ পাপকারিণী কালরাত্রি-প্রতিমাং বর্ষসহস্রায়মাণাং যাতনাময়ীমিব দুঃখময়ীমিব নরকময়ীমিব অগ্নিময়ীমিব উত্সন্ন-নিদ্রা তথৈব ক্ষিতিতলে বিচেষ্টমানা রেণু-কণধূসরৈরশ্রুজলার্দ্র-কপোল-সন্দানিতৈর্বিমুক্ত-ব্যাকুলৈঃ শিরোরুহৈরুপরুদ্ধ-মুখী নির্দয়াক্রন্দ-জর্জর-স্বর-ক্ষয়-ক্ষামেণ কণ্ঠেন তস্মিন্নেব সরস্তীরে তরলিকা-দ্বিতীয়া ক্ষপাং ক্ষপিতবতী।

প্রত্যুষসি তূত্থায় তস্মিন্নেব সরসি স্নাত্বা, কৃতনিশ্চয়া, তত্প্রীত্যা তমেব কমণ্ডলুমাদায় তান্যেব চ বল্কলানি তামেবাক্ষমালাং গৃহীত্বা, বুদ্ধ্বা নিঃ সারতাং সংসারস্য, জ্ঞাত্বা চ মন্দপুণ্যতামাত্মনঃ, নিরূপ্য চাপ্রতীকার-দারুণতাং ব্যসনোপনিপাতানাম্, আকলয্য দুর্নিবারতাং শোকস্য, দৃষ্টবা চ নিষ্ঠুরতাং দৈবস্য, চিন্তয়িত্বা চাতিবহুলদুঃখতাং স্নেহস্য, ভাবয়িত্বা চানিত্যতাং সর্ব-ভাবানাম্, অবধার্য চাকাণ্ড-ভঙ্গুরতাং সর্বসুখানাম্, অবিগণয্য তাতমম্বাঞ্চ, পরিত্যজ্য সহ পরিজনেন সকল-বন্ধুবর্গম্, নিবর্ত্য বিষয়সুখেভ্যো মনঃ, সংযম্যেন্দ্রিয়াণি, গৃহীত-ব্রহ্মচর্যা, দেবং ত্রৈলোক্যনাথমনাথ-শরণম্ ইমং শরণার্থিনী স্থাণুমাশ্রিতা।

অপরেদ্যুশ্চ কুতোঽপি সমুপলব্ধ-বৃত্তান্তস্তাতঃ সহাম্বয়া সহ বন্ধুবর্গেণাগত্য সুচিরং কৃতাক্রন্দস্তৈস্তৈরুপায়ৈঃ, অভ্যর্থনাভিশ্চ বহ্বীভিঃ, উপদেশৈশ্চানেক-প্রকারৈঃ,

সান্ত্বনৈশ্চ নানাবিধৈঃ গৃহ-গমনায় মে মহান্তং যত্নমকরোত্‌। যদা চ নেয়মস্মাদ্ব্যবসায়াত্‌ কথঞ্চিদপি শক্যতে ব্যাবর্তয়িতুমিতি নিশ্চয়মধিগতবান্‌, তদা নিরাশোঽপি দুস্ত্যজতয়া দুহিতৃ-স্নেহস্য, পুনঃ পুনর্ময়া বিসৃজ্যমানোঽপি বহূন্‌ দিবসান্‌ স্থিত্বা, সশোক এবান্তর্দহ্যমান-হৃদয়ো গৃহানযাসীত্‌।

গতে চ তাতে, ততঃ প্রভৃতি তস্য জনস্যাশ্রু-মোক্ষ-মাত্রেণ কৃতজ্ঞতাং দর্শয়ন্তী, তদনুরাগ-কৃশম্‌ ইদমপুণ্যবহুলম্‌ অস্তমিত-লজ্জম্‌ অমঙ্গল-ভূতম্‌ অনেক-ক্লেশায়াস সহস্র-নিবাসং দগ্ধশরীরকং বহুবিধৈর্নিয়মশতৈঃ শোষয়ন্তী, বন্যৈশ্চ ফলমূল-বারিভির্বর্তমানা জপ-ব্যাজেন তদ্‌-গুণ-গণানিব গণয়ন্তী, ত্রিসন্ধ্যমত্র সরসি স্নানমুপস্পৃশন্তী, প্রতিদিনমর্চয়ন্তী দেবং ত্র্যম্বকম্‌, অস্যামেব গুহায়াং তরলিকয়া সহ দীর্ঘং শোকমিমমনুভবন্তী সুচিরং ন্যবসম্‌।

সাহমেবংবিধা পাপকারিনী নির্লক্ষণা নির্লজ্জা ক্রূরা চ নিঃস্নেহা চ নৃশংসা চ গর্হণীয়া নিষ্প্রয়োজনোত্পন্না নিস্ফলজীবিতা নির্নাথা নিরবলম্বনা নিঃসুখা চ। কিং ময়া দৃষ্টয়া পৃষ্টয়া বা কৃত-ব্রহ্ম-বধ-মহাপাতকয়া করোতি মহাভাগঃ—ইত্যুক্ত্বা পান্ডুনা বল্কলোপান্তেন শশিনমিব শরন্মেঘ-শকলেনাচ্ছাদ্য বদনং দুর্নিবারবাষ্পবেগমপারয়ন্তী নিবারয়িতুমুন্মুক্ত-কণ্ঠমতিচিরমুচ্চৈঃ সাঽরোদীত্‌।

চন্দ্রাপীড়স্তু প্রথমমেব তস্যা রূপেণ বিনয়েন দাক্ষিণ্যেন চ মধুরালাপতয়া চ নিঃসঙ্গতয়া চাতিতপস্বিতয়া চ প্রশান্তত্বেন চ নিরভিমানতয়া চ মহানুভাবত্বেন চ শুচিতয়া চোপারূঢগৌরবোঽভুত্‌। তদানীন্তু তেনাপরেণ দর্শিত সদ্ভাবেন স্ব বৃত্তান্ত-কথনেন তয়া চ কৃতজ্ঞতয়া হৃত-হৃদয়ঃ সুতরামারোপিত-প্রীতিরভবত্‌। আর্দ্রীকৃত-হৃদয়শ্চ শনৈঃ শনৈরেনামভাষত—ভগবতি, ক্লেশ-ভীরুরকৃতজ্ঞঃ সুখাসঙ্গ-লুব্ধো লোকঃ স্নেহ-সদৃশং কর্মানুষ্ঠাতুম্‌ অশক্তো নিস্ফলেনাশ্রুপাত্‌-মাত্রেণ স্নেহমুপদর্শয়ন্‌ রোদিতি। ত্বয়া তু কর্মণৈব সর্বমাচরন্ত্যা কিমিব ন প্রেমোচিতমাচেষ্টিতম্‌, যেন রোদিষি ? তদর্থম্‌ আজন্মনঃ প্রভৃতি সমুপচিত-পরিচয়ঃ প্রেয়ানপ্যসংস্তুত ইব পরিত্যক্তো বান্ধবজনঃ। সন্নিহিতা অপি তৃণাবজ্ঞয়াবধীরিতা বিষয়াঃ। মুক্তানি অতিশয়িত-সুনাসীর-সমৃদ্ধীন্যৈশ্বর্যসুখানি। মৃণালিনীব অতিতনীয়সী অপি নিতরাং তনিমান-মনুচিতৈঃ সংক্লেশৈরুপনীতা তনুঃ। গৃহীতং ব্রহ্মচর্যম্‌। আযোজিতস্তপসি মহতি আত্মা। বনিতাজন-দুষ্করমপ্যঙ্গীকৃতম্‌ অরণ্যাবস্থানম্‌। অপি চ, অনায়াসেনৈবাত্মা দুঃখাভিভূতৈঃ পরিত্যজ্যতে। মহীয়সা তু যত্নেন গরীয়সি ক্লেশে নিক্ষিপ্যতে কেবলম্‌। যদেতদনুমরণং নাম, তদতিনিষ্ফলম্‌। অবিদ্বজ্জনাচরিত এষ মার্গঃ, মোহ-বিলসিত-মেতত্‌, অজ্ঞানপদ্ধতিরিয়ম্‌; রভসাচরিতমিদম্‌, ক্ষুদ্রদৃষ্টিরেষা, অতিপ্রমাদোঽয়ম্‌, মৌর্খ্য-স্খলিতমিদম্‌ যদ্‌ উপরতে পিতরি ভ্রাতরি সুহৃদি ভর্তরি বা প্রাণাঃ পরিত্যজ্যন্তে। স্বয়ঞ্চেন্ন জহতি, ন পরিত্যাজ্যাঃ। অত্র হি বিচার্যমাণে স্বার্থ এব প্রাণ-পরিত্যাগোঽয়ম্‌, অসহ্যশোকবেদনাপ্রতীকারত্বাদাত্মনঃ। উপরতস্য তু ন কমপি গুণমাবহতি। ন তাবত্তস্যায়ং প্রত্যুজ্জীবনোপায়ঃ। ন ধর্মোপচয়-কারণম্‌। ন শুভলোকো-পার্জন-হেতুঃ। ন নিরয়-পাত-প্রতীকারঃ। ন পরস্পর-সমাগম-নিমিত্তম্‌। অন্যামেব স্ব-কর্মফল-পরিপাকোপচিতাম্‌ অসৌ অবশঃ নীয়তে ভূমিম্‌। অসৌ অপ্যাত্মঘাতিনঃ কেবলমেনসা সংযুজ্যতে। জীবংস্তু জলাঞ্জলি-দানাদিনা বহূপকরোত্যুপরতস্যাত্মনশ্চ। মৃতস্তু নোভয়স্যাপি। স্মর তাবত্‌ প্রিয়ামেকপত্নীং রতিং ভগবতি ভর্তরি মকরকেতৌ

সকলাবলাজন-হৃদয়-হারিনি হর-নয়ন-হুতভুজা দগ্ধেঽপ্যবিরহিতামসুভিঃ। পৃথাঞ্চ বাণ্ডেয়ীং শূরসেন-সুতামভিরূপে যাবজ্জ-বিজিত-সকল-রাজক-মৌলি-কুসুম-বাসিত-পাদ-পীঠে পত্যৌ অখিল-ভুবন-বলি-ভাগ-ভুজি পাণ্ডৌ কিন্দম-মুনি-শাপানলেন্ধনতামুপগতেঽপ্যপরিত্যক্ত-জীবিতাম্। উত্তরাঞ্চ বিরাট-দুহিতরং বালাং বাল-শশিনীব নয়নানন্দ-হেতৌ বিনয়বতি বিক্রান্তে চ পঞ্চত্বমভিমন্যাবুপগতেঽপি ধৃতদেহাম্। দুঃশলাঞ্চ ধৃতরাষ্ট্র দুহিতরং ভ্রাতৃশতোতসঙ্গ-লালিতাম্ অতিমনোহরে হর-বর-প্রদান-বর্ধিত-মহিম্নি সিন্ধুরাজে জয়দ্রথে অর্জুনেন লোকান্তরমুপনীতেঽপ্যকৃতপ্রাণপরিত্যাগাম্। অন্যাশ্চ রক্ষঃ-সুরাসুর-মুনি-মনুজ-সিদ্ধ-গন্ধর্ব-কন্যকা ভর্তৃ-রহিতাঃ শ্রূয়ন্তে সহস্রশো বিধৃত-জীবিতাঃ।

প্রোন্মুচ্যেতাপি জীবিতং, সন্দিগ্ধোঽপ্যস্য সমাগমো যদি স্যাত্। ভগবত্যা তু ততঃ পুনঃ স্বয়মেব সমাগম-সরস্বতী সমাকর্ণিতা। অনুভবে চ কো বিকল্পঃ? কথঞ্চ তাদৃশানামপ্রাকৃতাকৃতীনাং মহাত্মনাম্ অবিতথ-গিরাং গরীয়সাপি কারণেন গিরি বৈতথ্যমাস্পদং কুর্যাত্? উপরতেন চ সহ জীবন্ত্যাঃ কীদৃশী সমাগতিঃ? অতো নিঃসংশয়ম্ অসৌ উপজাত-কারুণ্যো মহাত্মা পুনঃ-প্রত্যুজ্জীবনার্থমেবৈনমুতক্ষিপ্য সুরলোকং নীতবান্। অচিন্ত্যো হি মহাত্মনাং প্রভাবঃ বহুপ্রকারাশ্চ সংসারবৃত্তয়ঃ। চিত্রঞ্চ দৈবম্। আশ্চর্যাতিশয়যুক্তাশ্চ তপঃসিদ্ধয়ঃ। অনেকবিধাশ্চ কর্মণাং শক্তয়ঃ। অপি চ সুনিপুণমপি বিমৃশদ্ভিঃ কিমিবান্যত্তদপহরণে কারণমাশঙ্ক্যেত, জীবিতপ্রদানাদৃতে। ন চাসম্ভাব্যমিদমবগন্তব্যং ভগবত্যা। চিরপ্রবৃত্ত এষ পন্থাঃ। তথাহি, বিশ্বাবসুনা গন্ধর্বরাজেন মেনকায়ামুতপন্নং প্রমদ্বরাং নাম কন্যকামাশীবিষ-বিলুপ্ত-জীবিতাং স্থূলকেশাশ্রমে ভার্গবস্য চ্যবনস্য নপ্তা প্রমতি-তনয়ো মুনিকুমারকো রুরুর্নাম স্বায়ুষোঽর্ধেন যোজিতবান্। অর্জুনঞ্চাশ্বমেধ-তুরগানুসারিণম্ আত্মজেন বভ্রুবাহন-নাম্না সমর-শিরসি শরাপহৃত-প্রাণম্, উলূপী নাম নাগকন্যকা সোচ্ছ্বাসমকরোত্। অভিমন্যু-তনয়ঞ্চ পরীক্ষিতম্ অশ্বত্থামাস্ত্র-পাবক-পরিপ্লুষ্টম্, উদরাদুপরতমেব বিনির্গতম্, উত্তরা-প্রলাপোপজনিত-কৃপো ভগবান্ বাসুদেবো দুর্লভানসূন্ প্রাপিতবান্। উজ্জয়িন্যাঞ্চ সান্দীপনি-দ্বিজ-তনয়মন্তক-পুরাদপহৃত্য ত্রিভুবন-বন্দিত-চরণঃ স এবানীতবান্। অত্রাপি কথঞ্চিদেবমেব ভবিষ্যতি। তথাপি কিং ক্রিয়তে? ক উপালভ্যতে? প্রভবতি হি ভগবান্ বিধিঃ। বলবতী চ নিয়তিঃ। আত্মেচ্ছয়া ন শক্যমুচ্ছ্বসিতুমপি। অতি-পিশুনানি চাস্যৈকান্ত-নিষ্ঠুরস্য দৈব-হতকস্য বিলসিতানি ন ক্ষমন্তে দীর্ঘকালম্ অব্যাজ-রমণীয়ং প্রেম। প্রায়েণ চ নিসর্গত এবানায়ত-স্বভাব-ভঙ্গুরাণি সুখানি, আয়ত-স্বভাবানি চ দুঃখানি। তথাহি, কথমপ্যেকস্মিন্ জন্মনি সমাগমঃ, জন্মান্তর-সহস্রাণি চ বিরহঃ প্রাণিনাম্। অতো নার্হস্যনিন্দ্যমাত্মানং নিন্দিতুম্। আপতন্তি হি সংসার-পথমতিগহনমবতীর্ণানামেতে বৃত্তান্তাঃ। ধীরাঃ হী তরন্ত্যাপদম্—ইত্যেবংবিধৈরন্যৈশ্চ মৃদুভিরুপসান্ত্বনৈঃ সংস্থাপ্য তাং, পুনরপি নির্ঝরজলেনাঞ্জলিপুটোপনীতেনানিচ্ছন্তীমপি বলাত্ প্রক্ষালিতমুখীমকারয়ত্।

অত্রান্তরে চ শ্রুত-মহাশ্বেতা-বৃত্তান্তোপজাত-শোক ইব সমুতসৃষ্ট-দিবস-ব্যাপারো রবিরপি ভগবানধোমুখতামযাসীত্। অথ ক্ষীণে দিবসে, পরিণত-প্রিয়ঙ্গুমঞ্জরী-রজোনিভেন পিঞ্জরিম্না রজ্যমানে বিলম্বিনি ব্রধ্নমণ্ডলে, অবিরল-কুসুম্ভ-কুসুম-রস-রক্ত-দুকূল-কোমলেন চাস্তাতপেন মুচ্যমানেষু দিঙ্মুখেষু, চকোর-নয়ন-তারকা-কান্তিনা চ পিঙ্গলিম্না

বিলপ্যমানে তিরোহিত-নীলিম্নি ব্যোম্নি, কোকিল-বিলোচন-চ্ছবি-বভ্রূণি চারুণয়তি সান্ধ্যে ভুবনম্ অর্চিষি, যথা-প্রধানমুন্মিষৎসু গ্রহগ্রামেষু, বনমহিষমলীমস-বপুষি চ লোচন-মুষি মুষিত-তারকাপথপ্রথিম্নি কালিমানমাতন্বতি শার্বরে তমসি, অতনু-তিমির-তিরোহিত-হরিত-ভাসু গহনতাং যান্তীষু তরুরাজিষু, রজনি-জল-বিন্দু-জাল-জনিত-জাড্যিম্নি বহল-বন-কুসুম-পরিমলানুমিত-গমনে চলিত-লতা-বিটপ-গহনে প্রবৃত্তে চ পবনে, নিদ্রা-নিভৃত-পতত্রিণি ত্রিযামা-মুখে, মহাশ্বেতা মন্দং মন্দমুত্থায় ভগবতীমুপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাম্, কমণ্ডলু-জলেন প্রক্ষালিত-চরণা বল্কল-শয়নীয়ে সখেদমুষ্ণং নিঃশ্বস্য নিষসাদ। চন্দ্রাপীড়োঽপ্যুত্থায় সকুসুমং প্রস্রবণ-জলাঞ্জলিমবকীর্য কৃত-সন্ধ্যা-প্রণাম-স্তস্মিন্ দ্বিতীয়ে শিলাতলে মৃদুভির্লতা-পল্লবৈঃ শয্যামকল্পয়ৎ। উপবিষ্টশ্চ তস্যাং পুনঃ পুনঃ তমেব মনসা মহাশ্বেতা-বৃত্তান্তমন্বভাবয়ৎ। আসীচ্চাস্য মনসি—এবং নামায়ম্ অপ্রতীকার-দারুণো দুর্বিষহ-বেগঃ কষ্টঃ কুসুমায়ুধঃ, যদনেনাভিভূতা মহান্তোঽন্যোবমনপেক্ষিত-কাল-ক্রমাঃ সমুৎসারিত-ধৈর্যাঃ সদ্যো জীবিতং জহতি। সর্বথা নমো ভগবতে ত্রিভুবনাভ্যর্চিত-শাসনায় মকরকেতনায়েতি।

পুনঃ পপ্রচ্ছ চৈনাম্—ভগবতি, সা তব পরিচারিকা বনবাস-ব্যসন-মিত্রং দুঃখ-সব্রহ্মচারিণী তরলিকা ক্ব গতা? ইতি।

অথ সাঽকথয়ৎ—মহাভাগ, যত্তন্ময়া কথিতমমৃত-সম্ভবমপ্সরসাং কুলম্, তস্মান্ম-দিরেতি নাম্না মদিরায়তেক্ষণা কন্যাভূৎ। তস্যাশ্চাসৌ সকল-গন্ধর্ব-কুল-মুকুট-কুট্মল-পীঠ-প্রতিষ্ঠিত-চরণো দেবশ্চিত্ররথঃ পাণিমগ্রহীৎ। অপরিমিত-গুণাকৃষ্ট-হৃদয়শ্চান্য-বনিতা-দুর্লভেন অধঃকৃতাশেষান্তঃপুরেণ হেমপট্ট-লাঞ্ছনেন ছত্র-চামর-চিহ্নেন মহাদেবী-শব্দেন পরং প্রীতঃ প্রসাদমকরোৎ। অন্যোন্য-প্রেম-সংবর্ধন-পরয়োশ্চ তয়োর্যৌবন-সুখানি সেবমানয়োঃ কালেনাশ্চর্যভূতমেকজীবিতমিব পিত্রোঃ, অথবা সর্বস্যৈব গন্ধর্ব-কুলস্য জীবলোকস্য বা, দুহিতৃরত্নমুদপাদি কাদম্বরীতি নাম্না। সা চ মে জন্মতঃ প্রভৃত্যেকাসন-শয়ন-পানাশনা পরং প্রেমস্থানমখিল-বিশ্রম্ভধাম দ্বিতীয়মিব হৃদয়ং বাল-মিত্রম্। একত্র তয়া ময়া চ নৃত্য-গীতাদি-কলাসু কৃতাঃ পরিচয়াঃ, শিশুজনোচিতাভিশ্চ ক্রীড়াভিরনিয়ন্ত্রণ-নির্ভরমপনীতো বাল-ভাবঃ। সা চামুনৈব মদীয়েন হত-বৃত্তান্তেন সমুপজাত-শোকা নিশ্চয়মকার্ষীৎ—নাহং কথঞ্চিদপি সশোকায়াং মহাশ্বেতায়ামাত্মনঃ পাণিং গ্রাহয়িষ্যামি ইতি। সখীজনস্য পুরতঃ সশপথমভিহিতবতী চ—যদি কথমপি মামনিচ্ছন্তীমপি বলাত্তাতঃ কদাচিৎ কস্মৈচিদ্দাতুমিচ্ছতি, তদাহমনশনেন বা হুতাশনেন বা রজ্জ্বা বা বিষেণ বা নিয়তমাত্মানমুৎস্রক্ষ্যামি ইতি। সর্বঞ্চ তদ্ আত্ম-দুহিতুঃ কৃতনিশ্চয়ং নিশ্চল-ভাষিতং কর্ণ-পরম্পরয়া পরিজন-সকাশাদ্ গন্ধর্বরাজশ্চিত্ররথঃ স্বয়ম-শৃণোৎ। গচ্ছতি কালে, সমুপারূঢ়নির্ভরযৌবনামালোক্য সুতাং, বলবদুপতাপ-পরবশঃ ক্ষণমপি ন ধৃতিমলভত। একাপত্যতয়া চাতিপ্রিয়তয়া চ ন শক্তঃ কিঞ্চিদপি তামভিধাতুম্। অপশ্যংশ্চান্যদুপায়ান্তরম্, ইদমত্র প্রাপ্তকালমিতি মত্বা, তয়া মহাদেব্যা মদিরয়া সহাবধার্য ক্ষীরোদ-নামানং কঞ্চুকিনং 'বৎসে মহাশ্বেতে, ত্বদ্ব্যতিকরেণৈব দগ্ধ-হৃদয়ানামিদমপরমস্মাকমুপস্থিতম্ ইদানীন্তু কাদম্বরীমনুনেতুং ত্বং শরণম্' ইতি সন্দিশ্য মৎসমীপমদ্যৈব প্রত্যুষসি প্রেষিতবান্। ততো ময়া গুরুবচন-গৌরবেণ সখী-প্রেম্না চ ক্ষীরোদেন সার্ধং সা তরলিকা 'সখি কাদম্বরি, কিং দুঃখিতমপি জনমতিতরাং দুঃখয়সি। জীবন্তীমিচ্ছসি চেন্মাং তৎ কুরু গুরু-বচনমবিতথম্' ইতি সন্দিশ্য বিসর্জিতা।

নাতিচিরং গতায়াঞ্চ তস্যামনন্তরমেবেমাং ভূমিমনুপ্রাপ্তো মহাভাগঃ—ইত্যভিধায় তূষ্ণীমভবত্ ।

অত্রান্তরে লাঞ্ছন-চ্ছলেন বিড়ম্বয়ন্নিব শোকানল-দগ্ধ-মধ্যং মহাশ্বেতা-হৃদয়ম্, উদ্বহন্নিব মুনিকুমার-বধ-মহাপাতকম্, দর্শয়ন্নিব চিরকাল-লগ্নং দক্ষশাপানল-দাহ-চিহ্নম্, অবিরল-ভস্মাঙ্গরাগ-ধবলঃ কৃষ্ণমৃগাজিন-প্রাবৃতার্ধো বামস্তন ইবাম্বিকায়াঃ, ধূর্জটি-জটামণ্ডল-চূড়ামণির্ভগবানুদগাত্তারকারাজঃ ।

ক্রমেণ চোদ্গতে গগন-মহাপয়োধি-পুলিনে সপ্তলোক-নিদ্রামঙ্গলকলসে কুমুদ-বান্ধবে বিঘটিত-কুমুদবনে ধবলিত-দশদিশি শঙ্খশ্বেতে শ্বেতাতপত্রায়মাণে মানিনী-মান-শত্রৌ শুচি-শোচিষি শশাঙ্ক-মণ্ডলে, শশিকর-কলাপ-কলিতাসু ব্রজন্তীষু ক্রশিমানমোড়বীষু প্রভাসু, প্রস্রবত্সু চ কৈলাস-শশিমণি-শিলানাং সর্বতঃ স্রোতঃ-স্রাবিষু প্রস্রবণেষু, মৃণাল-কন্দলিনি চাবস্কন্দপতিত-চন্দ্রকর ইব বিলুপ্ত-কমলবন-শোভে ভাত্যচ্ছোদসরঃ-পয়সি, সমুপোঢ়-মোহ-নিদ্রে চ দ্রাঘীয়ো-বীচি-বিচলিত-বপুষি বিরুবতি বিরহিণি চক্রবাক-চক্রবালে, নিবৃত্তে চ চন্দ্রোদয়ে, বিদ্রুতে হর্ষ-নয়নজল-কর্ণ-নীহারিণি বিয়দ্বিহারিণি মনোহারিণি বিদ্যাধরাভিসারিকা-জনে, চন্দ্রাপীড়ঃ সুপ্তামালোক্য মহাশ্বেতাং পল্লব-শয়নে শনৈঃ শনৈঃ সমুপাবিশত্ । অস্যাং বেলায়াং কিং নু খলু মামন্তরেণ চিন্তয়তি বৈশম্পায়নঃ, কিং বা বরাকী পত্রলেখা, কিং বা রাজপুত্র-লোকঃ ইতি চিন্তয়ন্নেব নিদ্রাং যযৌ ।

অথ ক্ষীণায়াং ক্ষপায়ামুষসি সন্ধ্যামুপাস্য শিলাতলোপবিষ্টায়াং পবিত্রাণ্যঘমর্ষণানি জপন্ত্যাং মহাশ্বেতায়াম্, নির্বর্তিত-প্রাভাতিক-বিধৌ চন্দ্রাপীড়ে, তরলিকা ষোড়শবর্ষ-বয়সা, সাবষ্টম্ভাকৃতিনা, মদ-খেদালস-গজরাজ-গমন-গুরুণি পদানি নিক্ষিপতা, পর্যুষিত-চন্দনাঙ্গরাগ-ধূসরোরুদণ্ডদ্বয়েন, কুঙ্কুমরাগ-পিঞ্জরারুণেন, চামীকর-শৃঙ্খলা-কলাপানিবিড়-নিয়মিতং কক্ষাবন্ধাতি-রিক্ত-প্রেঙ্খত্-পল্লবমধরবাস এব কেবলং বসানেন, নিরুদরতয়া বিভক্ত-মধ্যেন, বিপুল-বক্ষসা, দীর্ঘানুবৃত্ত-পীন-বাহুনা, বাম-প্রকোষ্ঠ-দোলায়মান-মাণিক্য-বলয়েন, কর্ণাভরণ-মণের্বিপ্রকীর্যমাণমধো-মুখ-কিরণেন্দ্রায়ুধ-জালং বর্ণাংশুকোত্তরীয়-মিবৈক-স্কন্ধ-ক্ষিপ্তমুদ্বহতা, চূতপল্লব-কোমলমনবরত-তাম্বূল-বন্ধ-রাগান্ধকারমধরং দধতা, কর্ণান্তায়তস্য স্বভাব-ধবলস্য ধবলিম্না লোচনযুগলস্য ধবলয়তেব দিগন্তরাণি, কুমুদ-বনানীব বর্ষতা, পুণ্ডরীকময়মিব দিবসং কুর্বতা, কনকপট্ট-পৃথু-ললাটেন, অলি-কুল-নীল-সরল-শিরসিজেন, অগ্রাম্যাকৃতিনা, রাজকুল-সম্পর্ক-চতুরেণ, গন্ধর্ব-দারকেণ কেয়ূ-রকনাম্নানুগম্যমানা প্রত্যুষস্যেব প্রাদুরাসীত্ । আগত্য চ কোঽয়মিত্যুপজাতকুতূহলা চন্দ্রাপীড়ং সুচিরমালোক্য মহাশ্বেতায়াঃ সমীপমুপসৃত্য কৃত-প্রণামা সবিনয়মুপাবিশত্ ।

অনন্তরঞ্চাতিদূরানতেনোত্তমাঙ্গেন প্রণম্য কেয়ূরকোঽপি মহাশ্বেতা-দৃষ্টি-নিসৃষ্টং নাতিসমীপবর্তি-শিলাতলং ভেজে । সমুপবিষ্টশ্চ তমদৃষ্টপূর্বমধঃকৃত-কুসুমায়ুধ-মুপহসিত-সুরাসুর-গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-রূপং রূপাতিশয়ং চন্দ্রাপীড়স্য দৃষ্টবা বিস্ময়-মাপেদে ।

পরিসমাপ্ত-জপা তু মহাশ্বেতা পপ্রচ্ছ তরলিকাম্—কিং ত্বয়া দৃষ্টা প্রিয়সখী কাদম্বরী কুশলিনী ? করিষ্যতি বা তদস্মদ্বচনম্ ? ইতি ।

অথ সা তরলিকা বিনয়াবনত-মৌলিরীষদালম্বিত-কর্ণপাশমতিমধুরয়া গিরা ব্যজিজ্ঞ-পত্—ভর্তৃদারিকে, দৃষ্টা খলু ময়া ভর্তৃদারিকা কাদম্বরী সর্বতঃ কুশলিনী । বিজ্ঞাপিতা

চ নিখিলং ভর্তৃ-দুহিতুঃ সন্দেশম্। আকর্ণ্য চ যত্তয়া সন্ততমুক্ত-মুক্তা স্থূলাশ্রু-বিন্দু-বর্ষং রুদিত্বা প্রতিসন্দিষ্টম্, তদেষ তয়ৈব বিসর্জিত স্তস্যা এব বীণাবাহকঃ কেয়ূরকঃ কথয়িষ্যতি—ইত্যুক্ত্বা বিররাম।

বিরত-বচসি তস্যাং কেয়ূরকোঽব্রবীত্—ভর্তৃদারিকে মহাশ্বেতে, দেবী কাদম্বরী দৃঢ়দত্ত-কণ্ঠগ্রহা ত্বাং বিজ্ঞাপয়তি—যদিয়মাগত্য মামবদত্তরলিকা, তত্ কথয় কিময়ং গুরুজনানুরোধঃ? কিমিদং মচ্চিত্ত-পরীক্ষণম্? কিং গৃহনিবাসাপরাধ-নিপুণোপালম্ভঃ? কিং প্রেম-বিচ্ছেদাভিলাপঃ? কিং ভক্তজন-পরিত্যাগোপায়ঃ? কিং বা প্রকোপঃ? জানাস্যেব মে সহজ-প্রেম-নিস্যন্দ-নির্ভরং হৃদয়ম্ এবমতিনিষ্ঠুরং সন্দিশন্তী কথমসি ন লজ্জিতা? তথা মধুরভাষিণী কেনাসি শিক্ষিতা বক্তুমপ্রিয়ং, পরুষমভিধাতুং বা? স্বস্থোঽপি তাবত্ ক ইব সহৃদয়ঃ কনীয়স্যবসানবিরসে কর্মণীদৃশে মতিমুপসর্পয়েত্? কিমুতাতিদুঃখাভিহত-হৃদয়োঽস্মদ্বিধো জনঃ। সুহৃদ্-দুঃখ খেদিতে হি মনসি কৈব সুখাশা? কৈব নিবৃতিঃ? কীদৃশাঃ সম্ভোগাঃ? কানি বা হসিতানি? যেনেদৃশীং দশামুপনীতা প্রিয়সখী কথমতিদারুণং তমহং বিষমিবাপ্রিয়কারিণং কামং সকামং কুর্যাম্? দিবসকরাস্তময়-বিধুরাসু নলিনীষু সহবাস-পরিচয়াচ্চক্রবাকযুবতিরপি পতি-সমাগম-সুখানি পরিত্যজতি। কিমুত নার্যঃ? অপি চ যত্র ভর্তৃ-বিরহ-বিধুরা পরিহৃত-পরপুরুষদর্শনা দিবানিশং নিবসতি প্রিয়সখী, কথমিব তন্মম হৃদয়মপরঃ প্রবিশেজ্জনঃ? যত্র চ ভর্তৃ-বিরহ-বিধুরা তীব্র-ব্রত-কর্শিতাঙ্গী প্রিয়সখী মহত্-কৃচ্ছমনুভবতি, তত্রাহমবগণয্যৈতত্ কথমাত্মসুখার্থিনী পাণিং গ্রাহয়িষ্যামি? কথং বা মম সুখং ভবিষ্যতি? ত্বত্-প্রেম্ণা চাস্মিন্ বস্তুনি ময়া কুমারিকাজন-বিরুদ্ধং স্বাতন্ত্র্যমালম্ব্যাঙ্গীকৃতমযশঃ, সমবধীরিতো বিনয়ঃ, গুরুবচনমতিক্রান্তম্, ন গণিতো লোকাপবাদঃ, বনিতাজনস্য সহজমাভরণমুত্সৃষ্টা লজ্জা। সা কথয় কথমিব পুনরত্র প্রবর্ততে? তদয়মঞ্জলিরুপরচিতঃ। প্রণামোঽয়ম্। ইদঞ্চ পাদগ্রহণম্। অনুগৃহাণ মাম্। বনমিতো গতাসি মে জীবিতেন সহেতি মা কৃথাঃ স্বপ্নেঽপি পুনরিমমর্থং মনসি—ইত্যভিধায় তূষ্ণীমভূত্।

মহাশ্বেতা তু তচ্ছ্রুত্বা সুচিরং বিচার্য 'গচ্ছ, স্বয়মেবাহমাগত্য যথার্হমাচরিষ্যামি' ইত্যুক্ত্বা কেয়ূরকং প্রাহিণোত্। গতে চ কেয়ূরকে চন্দ্রাপীড়মুবাচ—রাজপুত্র, রমণীয়ো হেমকূটঃ। চিত্রা চ চিত্ররথ-রাজধানী। বহু কুতূহলঃ কিম্পুরুষ-বিষয়ঃ। পেশলো গন্ধর্বলোকঃ। সরল-হৃদয়া মহানুভাবা চ কাদম্বরী। যদি নাতিখেদকরমিব গমনং কলয়সি, নাবসীদতি বা গুরু-প্রয়োজনম্, অদৃষ্টচর-বিষয়-কুতূহলি বা চেতঃ, মদ্বচনমনুরুধ্যতে বা ভবান্, সুখ-দায়ি বা আশ্চর্য-দর্শনম্, অর্হামি বা প্রণয়ম্, ইমম্ অপ্রত্যাখ্যানযোগ্যং বা জনং মন্যসে, সমারূঢ়ো বা পরিচয়-লেশঃ, অনুগ্রাহ্যো বায়ং জনঃ, ততো নার্হসি নিষ্ফলাং কর্তুমভ্যর্থনামিমাম্। ময়ৈব সহ গত্বা হেমকূটমতি-রমণীয়তা-নিধানম্, তত্র দৃষ্টবা চ মন্নির্বিশেষাং কাদম্বরীম্, অপনীয় তস্যাঃ কুমতি-মনো-মোহ-বিলসিতম্, একমহো বিশ্রম্য শ্বোভূতে প্রত্যাগমিষ্যসি। মম হি নিষ্কারণ-বান্ধবং ভবন্তমালোক্যৈব দুঃখান্ধকার-ভারাক্রান্তেন মহতঃ কালাদুচ্ছ্বসিতমিব চেতসা। শ্রাবয়িত্বা স্ব-বৃত্তান্তমিমং সহ্যতামিব গতঃ শোকঃ। দুঃখিতমপি জনং রময়ন্তি সজ্জন সমাগমাঃ। পরসুখোপপাদন-পরাধীনশ্চ ভবাদৃশাং গুণোদয়ঃ। ইত্যুক্তবতীমেনাং চন্দ্রাপীড়োঽব্রবীত্—ভগবতি দর্শনাত্ প্রভৃতি পরবানয়ং জনঃ কর্তব্যেষু যথেষ্টম-

শঙ্কিতয়া নিযুজ্যতাম্ ইত্যভিধায় তয়া সহৈবোদচলত্।

ক্রমেণ চ গত্বা হেমকূটমাসাদ্য গন্ধর্বরাজকুলম্, সমতীত্য কাঞ্চন-তোরণানি সপ্ত কক্ষান্তরাণি, কন্যান্তঃপুর-দ্বারমবাপ। মহাশ্বেতা-দর্শন-প্রধাবিতেন দূরাদেব কৃত-প্রণামেন কনক-বেত্রলতা-হস্তেন প্রতীহার-জনেনোপদিশ্যমান-মার্গঃ প্রবিশ্য, অসংখ্যের-নারী শতসহস্র-সম্বাধম্, স্ত্রীময়মপরমিব জীবলোকম্, ইয়ত্তাং গ্রহীতুম্ একত্র ত্রৈলোক্য-স্ত্রৈণমিব সংগৃহীতম্, অপুরুষমিব সর্গান্তরম্ অঙ্গনা-দ্বীপমিবাপূর্বমুৎপন্নম্, পঞ্চমমিব নারীযুগাবতারম্, অপরমিব পুরুষদ্বেষি-প্রজাপতি-নির্মাণম্ অনেক-কল্প-কল্পনার্থমুৎপাদ্য স্থাপিতমিবাঙ্গন-কোষম্, অতিবিস্তারিণা ষুবতি-জন-লাবণ্য-প্রভা-পূরেণ প্লাবিত-দিগন্তরেণ সিঞ্চতেবামৃত-রস-বিসরেণ দিবসমাদ্রীকুর্বতেব ভুবনান্তরালং বহুল-প্রভা-বর্ষিণা মরকত-মণিময়েন ভূষণেন চ সর্বতঃ পরিগততয়া তেজোময়মিব, চন্দ্রমণ্ডল-সহস্রৈরিব নির্মিত-সংস্থানম্, জ্যোৎস্নয়েব ঘটিত-সন্নিবেশম্, আভরণ-প্রভাভিরিব নিষ্পাদিত দিগন্তরম্, বিভ্রমৈরিব কৃত-সর্বোপকরণম্, যৌবন-বিলাসৈ-রিবোৎপাদিতাবয়বম্, রতি-বিলাসৈরিব রচিত-সঞ্চয়ম্, মন্মথাচরিতৈরিব কল্পিতাব-কাশম্, অনুরাগেণেবানুলিপ্ত-সকল-জন-প্রদেশম্, শৃঙ্গারময়মিব, সৌন্দর্য-ময়মিব, সুরতাধিদৈবতময়মিব, কুসুমশরময়মিব, কুতূহলময়মিব, আশ্চর্যময়মিব, সৌকুমার্যময়মিব কুমারঃ কুমারীপুরাভ্যন্তরং দদর্শ।

অতিবহলতয়া চ তস্য কন্যকা-জনস্য সমন্তাদ্ আননদ্যুতিভিরিন্দুবিম্ব-বৃষ্টিমিব পতন্তীম্, অপাঙ্গ-বিক্ষেপৈশ্চলিত-কুবলয়-বনময়ীমিব ক্রিয়মাণামবনীম্, অনিভৃত-ভ্রূলতা-বিভ্রমৈঃ কামকার্মুক-বিলাস শতানীব প্রচলিতানি, শিরসিজ-কলাপান্ধকারৈ-র্বহুল-পক্ষ-প্রদোষ-সার্থানিব সম্বধ্নতঃ, স্মিত-প্রভাভিরুৎফুল্ল-কুসুম-ধবলানিব বসন্ত-দিবসান্ সঞ্চরতঃ, শ্বসিতানিল-পরিমলৈর্মলয়মারুতানিব পরিভ্রমতঃ, কপোলমণ্ডলা-লোকৈর্মাণিক্য-দর্পণ-সহস্রাণীব স্ফুরিতানি, করতল-রাগেণ রক্তকমল-বন-বর্ষিণমিব জীব-লোকম্, কররুহ-কিরণ-স্ফুরণেন কুসুমায়ুধ-শর-সহস্রৈরিব সংচ্ছাদিতানি দিগন্ত-রাণি, আভরণ-কিরণেন্দ্রায়ুধ-জালকৈরুড্ডীয়মানানীব ভবন-ময়ূর-বৃন্দানি, যৌবন-বিকারৈরুৎপাদ্যমানানীব মন্মথ-সহস্রাণ্যদ্রাক্ষীত্।

উচিত-ব্যপার-ব্যপদেশেন কুমারিকাণাং সখী-হস্তাবলম্বেষু পাণি-গ্রহণানি, বেণু-বাদ্যেষু চুম্বন-ব্যতিকরান্, বীণাসু কররুহ-ব্যাপারান্, কন্দুক-ক্রীড়াসু করতল-প্রহারান্, ভবন-লতা-সেক-কলস-কণ্ঠেষু ভুজলতা-পরিষ্বঙ্গান, লীলা-দোলাসু নিতম্ব-স্থল-প্রেঙ্খিতানি, তাম্বূলবীটিকাবখণ্ডনেষু দশনোপচারান্, বকুল-বিটপেষু মধু-গণ্ডূষ-প্রচারান্, অশোকতরু-তাড়নেষু চরণাভিঘাতান্, উপহারকুসুমস্খলনেষু সীৎ-কারান্, অতিরিক্তং সুরতমিবাভ্যস্যন্তীনামপশ্যত্।

যত্র চ কন্যকা-জনস্য কপোলতলালোক এব মুখ-প্রক্ষালনম্। লোচনান্যেব কর্ণোৎ-পলানি। হসিতচ্ছবয় এবাঙ্গরাগাঃ। নিশ্বাসাঃ এবাধিবাস-গন্ধ-প্রযুক্তয়ঃ। অধর-দ্যুতিরেব কুঙ্কুমানুলেপনম্। আলাপা ইব তন্ত্রী-নিনাদাঃ। ভুজলতা এব চম্পক-মালাঃ। করতলান্যেব লীলাকমলানি। স্তনা এব দর্পণাঃ। নিজ-দেহ-প্রভৈবাংশুকাব-গুণ্ঠনম্। জঘনস্থলান্যেব বিলাস-মণি-শিলাতলানি। কোমলাঙ্গুলি-রাগ এব চরণা-লক্তকরসঃ। নখ-মণি-মরীচয় এব কুট্টিমোপহার-কুসুম-প্রকরাঃ।

যত্র চ—অলক্তকরসোঽপি চরণাতিভারঃ। বকুলমালিকা-মেখলা-কলনমপি গমন-

বিঘ্নকরম্। অঙ্গরাগ-গৌরবমপ্যধিক-শ্বাস-নিমিত্তম্। অংশুকভারোঽপি গ্লানি-কারণম্,
মঙ্গল-প্রতিসর-বলয়-বিধৃতিরপি করতল-বিধুতি-হেতুঃ। অবতংস-কুসুম-ধারণমপি
শ্রমঃ। কর্ণপূর-কমল-মধুকর-পক্ষ পবনোঽপ্যায়াসকরঃ।

তথা চ যত্র—সখীদর্শনেষ্বকৃত-হস্তাবলম্বনমুত্থানমতিসাহসম্। প্রসাধনেষু
হারভার-সহিষ্ণুতা স্তন-কার্কশ্য-প্রভাবঃ। কুসুমাবচয়েষু দ্বিতীয়-কুসুমগ্রহণমপ্যযুবতি-
জনোচিতম্। কন্যকা-বিজ্ঞানেষু মাল্য-গ্রথনম্ অসুকুমার-জন-ব্যাপারঃ। দেবতা-
প্রণামেষু মধ্যভাগ-ভঙ্গো নাতিবিস্ময়করঃ।

তস্য চৈবংবিধস্য কিঞ্চিদভ্যন্তরমতিক্রম্য ইতশ্চেতশ্চ পরিভ্রমতঃ কাদম্বরীপ্রত্যাসন্নস্য
পরিজনস্য শুশ্রাব তাংস্তানতিমনোহরানালাপান্। তথাহি—

লবলিকে, কল্পয় কেতকী-ধূলিভির্লবলী-লতালবাল-মণ্ডলানি। সাগরিকে,
গন্ধোদক-কনক-দীর্ঘিকাসু বিকির রত্ন-বালুকাম্। মৃণালিকে, কৃত্রিম-কমলিনীষু কুঙ্কুম-
রেণু-মুষ্টিভিশ্ছুরয় যন্ত্র-চক্রবাকমিথুনানি। মকরিকে, কর্পূর-পল্লব-রসেনাধিবাসয়
গন্ধ-পাত্রাণি। রজনিকে, তমাল-বীথিকান্ধকারেষু নিধেহি মণি-প্রদীপান্। কুমুদিকে,
স্থগয় শকুনি-কুল-রক্ষণায় মুক্তাজালৈর্দাড়িমীফলানি। নিপুণিকে, লিখ মণি-শালভঞ্জিকা-
স্তনেষু কুঙ্কুমরস-পত্রভঙ্গান্। উৎপলিকে, পরামৃশ কনক-সম্মার্জনীভিঃ কদলী-গৃহ-
মরকত-বেদিকাম্। কেসরিকে, সিঞ্চ মদিরা-রসেন বকুল-কুসুমমালা-গৃহাণি। মালতিকে,
পাটলয় সিন্দূর-রেণুনা কামদেব-গৃহ-দন্তবলভিকাম্। নলিনিকে, পায়য় কমল-মধু-
রসং ভবন-কলহংসান্। কদলিকে, নয় ধারা-গৃহং গৃহ-ময়ূরান্। কমলিনিকে, প্রযচ্ছ
চক্রবাক-শাবকেভ্যো মৃণাল-ক্ষীর-রসম্। চূত-লতিকে, দেহি পঞ্জর-পুংস্কোকিলেভ্যশ্চূত-
কলিকাঙ্কুরাহারম্। পল্লবিকে, ভোজয় মরিচাগ্রপল্লব-দলানি ভবন-হারীতান্। লবঙ্গিকে,
বিক্ষিপ চকোর-পঞ্জরেষু পিপ্পলী-তণ্ডুল-শকলানি। মধুকরিকে, বিরচয় কুসুমাভরণ-
কানি। ময়ূরিকে, সঙ্গীতশালায়াং বিসর্জয় কিন্নর-মিথুনানি। কন্দলিকে, সমারোহয়
ক্রীড়াপর্বত-শিখরং জীবঞ্জীব-মিথুনানি। হরিণিকে, দেহি পঞ্জর-শুক-সারিকাণামুপ-
দেশম্ ইত্যেতানি অন্যানি চ পরিহাসজল্পিতান্যশ্রৌষীত্। তথাহি—

চামরিকে, মিথ্যা-মুগ্ধতাং প্রকটয়ন্তী কমভিসন্ধাতুমিচ্ছসি? অয়ি যৌবন-বিলাসে-
রুন্মত্তীকৃতে, বিজ্ঞাতাসি, যা ত্বং স্তন-কলস-ভারাবনম্যমান-মূর্তির্মণি-স্তম্ভ-ময়ূরানা-
লম্বসে পরিহাস-কাঙ্ক্ষিণি, রত্ন-ভিত্তি-পতিতমাত্ম-প্রতিবিম্বমালপসি। পবনহৃতোত্তরী-
য়াংশুকে, হার-প্রভামায়াসিত-করতলা সঙ্কলয়সি। মণিকুট্টিমেষূপহার-কমল-স্খলন-ভীতে,
নিজ-মুখ-প্রতিবিম্বকানি পরিহরসি। নিজ-সৌকুমার্য-গর্ব-খর্বিত-বিস-প্রসূন-সৌভাগ্যে,
জাল-বাতায়ন-পতিত-পদ্মরাগালোকং প্রতি বালাতপ-শঙ্কয়া করতলমাতপত্রীকরোষি।
খেদ-স্রস্ত-হস্ত-গলিত-চামরে, নখমণি-ময়ূখ-কলাপমাধুনোষি ইত্যেতান্যন্যানি চ
শৃণ্বন্নেব কাদম্বরী-ভবন-সমীপমুপযযৌ।

পুলিনায়মানম্ পবন-লতা-গলিত-কুসুমরেণু-পটলৈঃ, দুর্দিনায়মানমনিভৃত-পরভৃত-
নখ-ক্ষতাঙ্গন-সহকার-ফল-রস-বর্ষৈঃ, নীহারায়মাণমনিল-বিপ্রকীর্ণৈর্বকুল-সেক-সীধু-
ধারা-ধূলিভিঃ, কাঞ্চনদ্বীপায়মানং চম্পক-দলোপহারৈঃ, নীলাশোক-বনায়মানং কুসুম-প্রকর-
পতিত-মধুকর-বৃন্দান্ধকারৈঃ, তথা চ সঞ্চরতঃ স্ত্রীজনস্য রাগ-সাগরায়মাণং চরণালক্তক-
রস-বিসরৈঃ, অমৃতোৎপত্তি-দিবসায়মানমঙ্গরাগামোদৈঃ, চন্দ্রলোকায়মানং দন্তপত্র-প্রভা-
মণ্ডলৈঃ, প্রিয়ঙ্গুবনায়মানং কৃষ্ণাগুরু-পত্রভঙ্গৈঃ, লোহিতায়মামং কর্ণপূরাশোক-পল্লবৈঃ,

ধবলায়মানং চন্দন-রস-বিলেপনৈঃ, হরিতায়মানং শিরীষ-কুসুমাভরণৈঃ, অথ সেবার্থমাগতেনোভয়ত ঊর্ধ্বস্থিতেন স্ত্রীজনেন প্রাকারেণেব লাবণ্যময়েন কৃত-দীর্ঘ-রথ্যামুখাকারং মার্গমদ্রাক্ষীত্। তেন চান্তর্নিপতন্তম্ আভরণ-কিরণালোকং সম্পিণ্ডিতং নদী-বেণিকা-জল-প্রবাহমিব বহন্তমপশ্যত্। তন্মধ্যে চ প্রতিস্রোত ইব গত্বা প্রতীহারীমণ্ডলাধিষ্ঠিত-পুরোভাগং শ্রীমণ্ডপং দদর্শ।

তত্র চ মধ্যভাগে পর্যন্ত-রচিত-মণ্ড়লেনাধ উপবিষ্টেন চানেক-সহস্র-সংখ্যেন, পরিস্ফুরদাভরণসমূহেন, কল্পলতা-নিবহেনেব কন্যকা-জনেন পরিবৃতাম্; নীলাংশুক-প্রচ্ছদপট-প্রাবৃতস্য, নাতিমহতঃ, পর্যঙ্কস্যোপাশ্রয়ে ধবলোপধান-ন্যস্ত-দ্বিগুণ ভুজলতা-বষ্টম্ভেনাবস্থিতাম্; মহাবরাহ-দংষ্ট্রাবলম্বিনীমিব মহীম্, বিস্তারিণি দেহ-প্রভা-জাল-জলে ভুজলতা-বিক্ষেপ-পরিভ্রমৈঃ প্রতরন্তীভিরিব চামর-গ্রাহিণীভিরুপবীজ্যমানাম্; নিপতিত-প্রতিবিম্বতয়াধস্তান্মণি-কুট্টিমেষু নাগৈরিবাপহ্রিয়মাণাম্; উপান্তে চ রত্ন-ভিত্তিষু দিক্পালৈরিব পৃথক্ পৃথক্ নীয়মানাম্; উপরি মণিমণ্ডপেষ্বমরৈরিবোত্-ক্ষিপ্যমাণাম্; হৃদয়মিব প্রবেশিতাং মহা-মণি-স্তম্ভৈঃ; আপীতামিব ভবন-দর্পণৈঃ; অধোমুখেন শ্রীমণ্ডপ-মধ্যোত্কীর্ণেন বিদ্যাধর-লোকেন গগনতলমিবারোপ্যমাণাম্; চিত্রকর্ম-চ্ছলেনাবলোকন-কুতূহল-সম্পুঞ্জিতেন ত্রিভুবনেনেব পরিবৃতাম্; ভূষণ-রব-প্রনৃত্ত-শিখি-শত-বিতত-চিত্র-চন্দ্রকেণ ভবনেনাপি কৌতুকোত্পাদিত-লোচন-সহস্রেণেব দৃশ্যমানাম্; আত্ম-পরিজনেনাপি দর্শন-লোভাদুপার্জিত-দিব্য-চক্ষুষেবানিমিষ-নয়নেন নির্বর্ণ্যমানাম্; লক্ষণৈরপি রাগাবিষ্টৈরিবাধিষ্ঠিত-সর্বাঙ্গীম্; অকৃতপুণ্যামিব মুঞ্চ-ন্তীং বাল-ভাবম্; অদত্তামপি মন্মথাবেশ-পরবশেনেব গৃহ্যমাণাং যৌবনেন; অবিচলিত-চরণ-রাগ-দীধিতিভিরিব নির্গতাভিঃ, অলক্তক-রস-পাটলিত-লাবণ্য-জল-বেণিকা-ভিরিব গলিতাভিঃ, নিবসিত-রক্তাংশুকদশা-শিখাভিরিব অবলম্বিতাভিঃ, পাদাভরণ-রক্তাংশু-লেখা-সন্দেহদায়িনীভিঃ, অতিকোমলতয়া নখবিবরেণ বমন্তীভিরিব রুধির-ধারবর্ষমঙ্গুলীভিরুপেতাভ্যাং, ক্ষিতিতলতারাগণমিব নখমণিমণ্ডলমুদ্বহদ্ভ্যাং, বিদ্রুম-রস-নদীমিব চরণাভ্যাং প্রবর্তয়ন্তীম্; নূপুর-মণি-কিরণ-চক্রবালেন গুরু-নিতম্ব ভর-খিন্নোরুযুগল-সহায়তামিব কর্তুমুদ্গচ্ছতা স্পৃশ্যমান-জঘনভাগাম্; প্রজাপতি-কর-দৃঢ়-নিপীড়িত-মধ্যভাগ-গলিতং জঘন-শিলাতল-প্রতিঘাতাল্লাবণ্যস্রোত ইব দ্বিধাগত-মুরু-দ্বয়ং দধানাম্, সর্বতঃ প্রসারিত-দীর্ঘ-ময়ূখ-মণ্ডলেনের্ষ্যয়া পর-পুরুষ-দর্শনমিব নিরুন্ধতা, কুতূহলেন বিস্তারমিব তন্বতা, স্পর্শসুখেন রোমাঞ্চমিব মুঞ্চতা কাঞ্চীদাম্না নিতম্ববিম্বস্য বিরচিতপরিবেষাম্; নিপতিত-সকল-লোক-হৃদয়-ভরেণেবাতিগুরু-নিতম্বাম্; উন্নতকুচান্তরিত-মুখ-দর্শন-দুঃখেনেব ক্ষীয়মাণ-মধ্যভাগাম্; প্রজাপতেঃ স্পৃশতোঽতিসৌকুমার্যাত্ অঙ্গুলী-মুদ্রামিব নিম্নাং নাভি-মণ্ডলীম্ আবর্তনীমুদ্ব-হন্তীম্; ত্রিভুবন-বিজয়-প্রশস্তি-বর্ণাবলীমিব লিখিতাং মন্মথেন রোমরাজি-মঞ্জরীং বিভ্রাণাম্; অন্তঃ-প্রবিষ্ট-কর্ণ-পল্লব-প্রতিবিম্বেনাতিভর-খিদ্যমান-হৃদয়-করতল প্রের্যমাণেনেব নিষ্পততা মকরকেতু-পাদপীঠেন স্তনভরেণ ভূষিতাম্; অধোমুখ-কর্ণাভরণ-ময়ূখাভ্যামিব প্রসৃতাভ্যামমল-লাবণ্য-জল-মৃণালকাণ্ডাভ্যাং বাহুভ্যাং, নখ-কিরণ-বিসর-বর্ষিণা চ মাণিক্য-বলয়-গৌরব-শ্রম-বশাত্ স্বেদজল-ধারা-জালকমিব মুঞ্চতা করযুগলেন সমুদ্ভাসিতাম্, স্তনভারাবনম্যমানমাননমিবোন্নময়তা হারেণোচ্চৈঃ করৈর্গৃহীত-চিবুক-দেশাম্; অভিনব-যৌবন-পবন-ক্ষোভিতস্য রাগ-সাগরস্য তরঙ্গাভ্যামিবোদ্গতাভ্যাং

বিদ্রুমলতা লোহিতাভ্যামধরাভ্যাং রক্তাবদাত-স্বচ্ছ-কান্তিনা চ মদিরারস-পূর্ণ-মাণিক্য-
শুক্তি-সম্পুট চ্ছবিনা কপোল-যুগলেন, রতি-পরিবাদিনী-রক্তকোণ-চারুণা নাসাবংশেন
চ বিরাজমানাম্ ; গতি-প্রসর-নিরোধি-শ্রবণ-কোপাদিব কিঞ্চিদারক্তাপাঙ্গেন নিজ-মুখ-
লক্ষ্মী-নিবাস দুগ্ধোদধিনা লোচন যুগলেন লোচনময়মিব জীবলোকং কর্তুমুদ্যতাম্ ;
উন্মদ-যৌবন-কুঞ্জর-মদ-রাজিভ্যাং ভ্রূলতাভ্যাং মনঃশিলা-পঙ্ক-লিখিতেন চ রাগাবিষ্টেন
মন্মথ-হৃদয়েনেব বদন-লগ্নেন তিলক-বিন্দুনা বিদ্যোতিত-ললাট-পট্টাম্ ; উৎকৃষ্ট-
হেম-তালীপট্টাভরণময়মামুক্ত-কর্ণোৎপল-চ্যুত-মধুধারা-সন্দেহ-কারিণং কর্ণপাশং দোলা-
য়মান-পত্র-মরকত-মাণিক্য-কুণ্ডলং দধতীম্ ; পাটলীকৃত ললাটেন সীমন্ত-চুম্বিনশ্চূড়া-
মণেঃ ক্ষরতাংশুজালেন মদিরা-রসেনেব প্রক্ষাল্যমান-দীর্ঘ-কেশ-কলাপাম্ ; দেহার্ধ-
প্রবিষ্ট-হর-গর্বিত-গৌরী-বিজিগীষয়েব সর্বাঙ্গানুপ্রবিষ্ট-মন্মথ-দর্শিত-সৌভাগ্য-বিশে-
ষাম্ ; উরঃ-সমারোপিতৈকলক্ষ্মী-মুদিত-নারায়ণাবলেপ-হরণায় প্রতিবিম্বকৈর্নিজ-
রূপতো লক্ষ্মী-শতানীব সৃজন্তীম্ ; উত্তমাঙ্গ-নিহিতৈক-চন্দ্র-বিস্মিত-হরাভিমান-
নাশায় বিলাস-স্মিতৈশ্চন্দ্র-সহস্রাণীব দিক্ষু বিক্ষিপন্তীম্ ; নির্দয়-দগ্ধৈকমন্মথ-প্রমথ-
নাথ-রোষেণেব প্রতিদ্বয়ং মন্মথাযুতানুৎপাদয়ন্তীম্ ; রজনী-জাগরখিন্নস্য পরি-
চিত-চক্রবাক-মিথুনস্য স্বপ্তুং ক্রীড়া-নদিকাসু কমল-ধূলি-বালুকাভির্বালপুলিনানি
কারয়ন্তীম্ ; পরিজন-নূপুর-রব-প্রস্থিতং বল্লভগু হংসমিথুনং মৃণাল-নিগড়েন বন্ধবানয়
ইতি হংসপালীমাদিশন্তীম্ ; আভরণ-মরকত-ময়ূখান্ লিহতে ভবনহরিণ-শাবকায়
সখী-শ্রবণাদপনীয় যবাঙ্কুর-প্রসবং প্রযচ্ছন্তীম্ ; আত্মসংবর্ধিত লতা-প্রথম-কুসুম-
নির্গম-নিবেদনাগতামুদ্যান-পালীমশেষাভরণদানেন সম্মানয়ন্তীম্ ; উপনীত-বিবিধ-
বন-কুসুম-ফল-পূর্ণ-পত্রপুটামবিজ্ঞায়মানালাপতয়া হাস-হেতুং পুনঃ পুনঃ ক্রীড়াপর্বত-
পাতৃ-শবরীমালা-পয়ন্তীম্ ; করতল-বিনিহতৈঃ মুহুর্মুহুরুৎপতদ্ভিশ্চ মুখ-পরিম
লান্ধৈর্নীল-কন্দুকৈরিব মধুকরৈঃ ক্রীড়ন্তীম্ ; পঞ্জর-হারীতক-রুত-শ্রবণ-কৃত-দুষ্ট-
স্মিতাং চামর-গ্রাহিণীং বিহস্য লীলাকমলেন শিরসি বিঘট্টয়ন্তীম্ ; মুক্তাফল-খচিত-
চন্দ্রলেখিকা-সংক্রান্ত-প্রতিমাং স্বেদজল-বিন্দু-জাল-চিত-নখ-পদাভিপ্রায়েণ তাম্বূল-
করঙ্কবাহিনীং পয়োধরে পটবাস-মুষ্টিনা তাড়য়ন্তীম্ ; রত্ন-কুণ্ডল-প্রতিবিম্ব-সান্দ্র-দত্ত-
নব-নখপদ-মণ্ডল শঙ্কয়া চামরগ্রাহিণীং বিহস্য কপোলে প্রসাদ-ব্যাজেন দত্তেন আত্ম-
কর্ণপূর-পল্লবেনাচ্ছাদয়ন্তীম্ ; পৃথিবীমিব সমুৎসারিত-মহাকুলভূভৃদ্বরব্যাতিকর-
শেষ-ভোগ-নিষণ্ণাম্ ; মধু-মাস-লক্ষ্মীমিব ষট্পদ-পটলাপহ্রিয়মাণ-কুসুম-রজো-ধূসর-
পাদপরাগাম্ । শরদমিবোৎপাদিত-মানসজন্ম-পক্ষি-রবাপনীত-নীলকণ্ঠ-মদাম্ ;
গৌরীমিব শ্বেতাংশুকরচিতোত্তমাঙ্গাভরণাম্ ; উদধি-বেলা-বন-লেখামিব মধু-
কর কুল-নীলতমালকাননাম্ ; ইন্দু-মূর্তিমিবোদ্দাম-মন্মথ-বিলাস-গৃহীত-গুরু-কল-
ত্রাম্, বনরাজিমিব পাণ্ডু-শ্যামলবলীলতালঙ্কৃত-মধ্যাম্ ; দিন-মুখ লক্ষ্মীমিব ভাস্ব-
ন্মুক্তাংশু-ভিন্ন-পদ্মরাগপ্রসাধনাম্ ; আকাশ-কমলিনীমিব স্বচ্ছাম্বরদৃশ্যমান-মৃণাল-
কোমলোরুমূলাম্ ; ময়ূরাবলীমিব নিতম্ব-চুম্বি-শিখণ্ড-ভার-বিস্ফুরচ্চন্দ্রকান্তাম্ ;
কল্পতরু-লতামিব কাম-ফল-প্রদাম্ ; শয়ন-সমীপে সম্মুখোপবিষ্টম্—কোঽসৌ ? কস্য
বা পত্যম্ ? কিমভিধানো বা ? কীদৃশমস্য রূপম্ ? কিয়দ্বা বয়ঃ ? কিমভিধত্তে ?
ভবতা কিমভিহিতঃ ? কিয়চ্চিরং দৃষ্টস্ত্বয়া ? কথঞ্চাস্য মহাশ্বেতয়া সহ পরিচয় উপ
জাতঃ ? কিময়মত্রাগমিষ্যতি ? ইতি মুহুর্মুহুশ্চন্দ্রাপীড়-সম্বন্ধমেবালাপং তদ্রূপ-বর্ণনা-

মুখরং কেয়ূরকং পৃচ্ছন্তীং কাদম্বরীং দদর্শ।

তস্য তু দৃষ্টকাদম্বরী-বদন-চন্দ্র-লেখা-লক্ষ্মীকস্য সাগরস্যেবামৃতমুল্ললাস হৃদয়ম্। আসীচ্চাস্য মনসি—শেষেন্দ্রিয়াণ্যপি ম বেধসা কিমিতি লোচনময়ান্যেব ন কৃতানি? কিং বানেন কৃতমবদাতং কর্ম চক্ষুষা, যদনিবারিতমেনাং পশ্যতি? অহো চিত্রমেতদুৎপাদিতং বেধসা সর্বরমণীয়ানামেকং ধাম। কুত এতে রূপাতিশয়-পরমাণবঃ সমাসাদিতাঃ? তন্নূনমেনামুৎপাদয়তো বিধেঃ কর-তল-পরামর্শ-ক্লেশেন যে বিগলিতা লোচন-যুগলাদ্ অশ্রুবিন্দবস্তেভ্য এতানি জগতি কুমুদ-কমল-কুবলয়-সৌগন্ধিক-বনান্যুৎপন্নানি। ইত্যেবং চিন্তয়ত এবাস্য তস্যা নয়নযুগলে নিপপাত চক্ষুঃ। তদা তস্যা অপি 'নূনময়ং স কেয়ূরকেণাবেদিতঃ' ইতি চিন্তয়ন্ত্যা রূপাতিশয়-বিলোকন-বিস্ময়-স্মেরং নিশ্চল-নিবন্ধ-লক্ষ্যং চক্ষুস্তস্মিন্ সুচিরং পপাত। লোচন-প্রভা-ধবলিতস্তু কাদম্বরী-দর্শন-বিহ্বলো বল ইব তৎক্ষণমরাজত চন্দ্রাপীড়ঃ। দৃষ্টবা চ তং প্রথমং রোমোদ্গমঃ, ততো ভূষণ-রবঃ, তদনু কাদম্বরী সমুত্তস্থৌ।

অথ তস্যাঃ কুসুমায়ুধ এব স্বেদমজনয়ৎ, সসম্ভ্রমোত্থানশ্রমো ব্যপদেশোঽভবৎ। উরুকম্প এব গতিং রুরোধ, নূপুর-রবাকৃষ্ট-হংসমণ্ডলম্ অযশো লেভে। নিশ্বাস-প্রবৃদ্ধিরেব অংশুকং চলং চকার, চামরানিলো নিমিত্ততাং যযৌ। অন্তঃ-প্রবিষ্ট-চন্দ্রাপীড়-স্পর্শ লোভেনৈব নিপপাত হৃদয়ে হস্তঃ, স এব স্তনাবরণ-ব্যাজো বভূব। আনন্দ এবাশ্রুজলমপাতয়ৎ, চলিত-কর্ণাবতংস-কুসুমরজো ব্যপদেশতামথাসীৎ। লজ্জৈব বক্তুং ন দদৌ, মুখকমল-পরিমলাগতালিবৃন্দং দ্বারতামগাৎ। মদনশর-প্রথম-প্রহার-বেদনৈব সীৎকারম্ অকরোৎ, কুসুমপ্রকর-কেতকী-কণ্টক-ক্ষতিঃ সাধারণতামবাপ। বেপথুরেব করতলমকম্পয়ৎ, নিবেদনোদ্যত-প্রতীহারী-নিবারণং কপটমভূৎ।

তদা চ কাদম্বরীং বিশতো মন্মথস্যাপি মন্মথ ইবাভূদ্ দ্বিতীয়ঃ, তয়া সহ যো বিবেশ চন্দ্রাপীড়হৃদয়ম্। তথাহি—অসাবপি তস্যা রত্নাভরণ-দ্যুতিমপি তিরোধানমমংস্ত। হৃদয়-প্রবেশমপি পরিগ্রহমগণয়ৎ ভূষণ-রবমপি সম্ভাষণমমন্যত, সর্বেন্দ্রিয়াহরণমপি প্রসাদমচিন্তয়ৎ দেহ-প্রভা-সম্পর্কমপি সুরতসমাগম-সুখমকল্পয়ৎ।

কাদম্বরী তু কৃচ্ছাদিব দত্ত-কতিপয়-পদা মহাশ্বেতাং স্নেহ-নির্ভরং চির-দর্শন-জাতোৎকণ্ঠা সোৎকণ্ঠং কণ্ঠে জগ্রাহ। মহাশ্বেতাপি দৃঢ়তর-দত্ত-কণ্ঠগ্রহা তামবাদীৎ—সখি কাদম্বরি, ভারতে বর্ষে রাজা অনেক-বর-তুরগ-খুর-মুখোল্লেখ-দন্ত-চতুঃ-সমুদ্র-মুদ্রো রক্ষিত-প্রজা-পীড়স্তারাপীড়ো নাম। তস্যায়ং নিজ-ভুজ-শিলাস্তম্ভ-বিশ্রান্ত-বিশ্ব-বিশ্বম্ভরাপীড়ঃ চন্দ্রাপীড়ো নাম সুনুর্দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গেনাগতঃ ভূমিমিমাম্। এষ চ দর্শনাৎ প্রভৃতি প্রকৃত্যা মে নিষ্কারণ-বন্ধুতাং গতঃ, পরিত্যক্ত-সকলাসঙ্গ-নিষ্ঠুরামপি মে সবিশেষ-স্বভাব-সরলৈর্গুণৈরাকৃষ্য চিত্তবৃত্তিং বর্ততে। দুর্লভো হি দাক্ষিণ্য-পরবশো নির্নিমিত্ত-মিত্রম্ অকৃত্রিম-হৃদয়ো বিদগ্ধজনঃ। যতো দৃষ্টবা চেমম্, অহমিব ত্বমপি নির্মাণ-কৌশলং প্রজাপতেঃ, নিঃসপত্নতাঞ্চ রূপস্য, স্থানাভিনিবেশিতত্বঞ্চ লক্ষ্ম্যাঃ, সম্ভর্তৃতা-সুখঞ্চ পৃথিব্যাঃ, সুরলোকাতিরিক্ততাঞ্চ মর্ত্যলোকস্য, সফলতাঞ্চ মানুষী-লোচনানাম্, একস্থান-সমাগমঞ্চ সর্বকলানাম্, ঐশ্বর্যঞ্চ সৌভাগ্যস্য, অগ্রাম্যতাঞ্চ মনুষ্যাণাং জ্ঞাস্যসীতি বলাদানীতোঽয়ম্। কথিতা চাস্য ময়া বহুপ্রকারং প্রিয়সখী। তদ্-অপূর্বদর্শনোঽয়মিতি বিমুচ্য লজ্জাম্, অনুপজাত-পরিচয় ইত্যুৎসৃজ্য অবিশ্রম্ভতাম্, অবিজ্ঞাতশীল ইত্যপহায় শঙ্কাম্, যথা ময়ি তথা-

ত্রাপি বর্তিতব্যম্। এষ তে মিত্রঞ্চ বান্ধবশ্চ পরিজনশ্চ ইত্যাবেদিতে তয়া, চন্দ্রাপীড়ঃ প্রণামমকরোত্।

কৃতপ্রণামঞ্চ তং তদা কাদম্বর্যাস্তির্যগ্-বিলোকয়ন্ত্যাঃ সস্নেহমতিদীর্ঘলোচনাপাঙ্গ-ভাগং গচ্ছতস্তারকস্য শ্রম-সলিল-লব-বিসর ইবানন্দ-বাষ্প-জল-বিন্দু-নিকরো নিপপাত। ত্বরিতমভিপ্রস্থিতস্য হৃদয়স্য ধূলিরিব সুধা-ধবলা স্মিত-জ্যোৎস্না বিসসার। 'সম্মান্যতাময়ং হৃদয়-রুচিরো জনঃ প্রতিপ্রণামেনে'তি শিরো বক্তুমিবৈকা বিভ্রম-ভ্রূলতা সমুন্ননাম। অঙ্গুলি বিবর-বিনিঃসৃত-মরকতাঙ্গুলীয়ক-ময়ূখ-লেখো গৃহীত-তাম্বূলবীটিক ইব করো জৃম্ভারম্ভ-মন্থরং মুখমুৎসসর্প। স্রবৎ-স্বেদ-জল-ধৌত-লাবণ্য-নির্মলেষু চাস্যাঃ সংক্রান্ত-প্রতিবিম্বতয়া সঞ্চরন্মূর্তির্মকরকেতুরিবা-য়বেষ্বদৃশ্যত চন্দ্রাপীড়ঃ। তথাহি—শিঞ্জন্মণি-নূপুর-পুটেন ভুবম্ আলিখতাঙ্গুষ্ঠেনাহৃত ইব চরণ-নখেষু নিপপাত। দর্শনাতিরভস-প্রধাবিতেন গত্বা হৃদয়েনানীত ইব স্তনাভ্যন্তরে সমদৃশ্যত। বিকচ-কুবলয়-দাম-দীর্ঘয়া চ দৃষ্ট্যা নিপীত ইব কপোলতলে সমলক্ষ্যত। সর্বাসামেব চ তদা তাসাং কন্যকানাং তির্যক্ পশ্যন্তীনাং তং কুতূহলাদপাঙ্গ-চুম্বিন্যো নির্গন্তুকামা ইব কর্ণপূর-মধুকরৈঃ সমং বভ্রমুস্তরলাস্তারকাঃ।

কাদম্বরী তু সবিভ্রম-কৃত-প্রতিপ্রণামা মহাশ্বেতয়া সহ পর্যঙ্কে নিষসাদ। সসম্ভ্রমং পরিজনোপনীতায়াঞ্চ শয়ন-শিরোভাগ-নিবেশিতায়াং ধবলাংশুক-প্রচ্ছদপটায়াং হেমপাদাঙ্কিতায়াং পীঠিকায়াং চন্দ্রাপীড়ঃ সমুপাবিশত্। মহাশ্বেতানুরোধেন চ বিদিত-কাদম্বরী-চিত্তাভিপ্রায়াঃ সংবৃত্ত-মুখ-ন্যস্ত-হস্ত-দত্ত-শব্দ-নিবারণ-সংজ্ঞা প্রতীহার্যো বেণুরবান্ বীণাঘোষান্ গীতধ্বনীন্ মাগধী-জয়শব্দাংশ্চ সর্বতো নিবারয়াঞ্চক্রুঃ। ত্বরিত-পরিজনোপনীতেন চ সলিলেন কাদম্বরী স্বয়মুত্থায় মহাশ্বেতায়াশ্চরণৌ প্রক্ষাল্যোত্তরীয়াংশুকেনাপমৃজ্য পুনঃ পর্যঙ্কমারুরোহ। চন্দ্রাপীড়স্যাপি কাদম্বর্যাঃ সখী রূপানুরূপা জীবিত-নির্বিশেষা সর্ব-বিশ্রম্ভ-ভূমির্মদলেখেতি নাম্না বলাদনিচ্ছতোঽপি প্রক্ষালিতবতী চরণৌ। মহাশ্বেতা তু কর্ণাভরণ-প্রভা-বর্ষিণ্যংস-দেশে সপ্রেম পাণিনা স্পৃশন্তী, মধুকর-ভর-পর্যস্তঞ্চ কর্ণাবতংসমুৎক্ষিপন্তী, চামর-পবন-বিধূতি-পর্যস্তাঞ্চ অলক-বল্লরীম্ অনুষ্বজমানা কাদম্বরীমনাময়ং পপ্রচ্ছ। সা তু সখীপ্রেম্ণা গৃহ-নিবাসেন কৃতাপরাধে-বানাময়েনৈব লজ্জমানা কৃচ্ছ্রাদিব কুশলমাচচক্ষে। সমুপজাত-শোকাপি চ তস্মিন্ কালে মহাশ্বেতা-মুখ-নিরীক্ষণ-তৎপরাপি মুহুর্মুহুরপাঙ্গ-বিক্ষেপ-প্রচলিত-তরলতর-তার·
শারোদরং চক্ষুর্মণ্ডলিত-চাপেন ভগবতা কুসুমধন্বনা বলান্নীয়মানং .চন্দ্রাপীড়-পীড়নায়েব ন শশাক নিবারয়িতুম্। তেনৈব ক্ষণেন তেনাসন্ন-সখী-কপোল-সংক্রান্তেনের্ষ্যাম্, রোমাঞ্চ-ভিদ্যমান-কুচ-তট-নশ্যৎ-প্রতিবিম্বেন বিরহব্যথাম্, স্বেদার্দ্র-বক্ষঃস্থল-ঘটিত-শালভঞ্জিকা-প্রতিমেন সপত্নীরোষং, নিমিষতা দৌর্ভাগ্য-শোকম্, আনন্দজল-তিরোহিতেনান্ধতা-দুঃখমভজত সা।

মুহূর্তাপগমে চ তাম্বূল-দানোদ্যতাং মহাশ্বেতা তামভাষত—সখি কাদম্বরি, সম্প্রতি-পন্নমেব সর্বাভিরেবাস্মাভিঃ অয়মভিনবাগতশ্চন্দ্রাপীড় আরাধনীয়ঃ তদস্মৈ তাবদ্দীয়তাং তাম্বূলম্। ইত্যুক্তা চ কিঞ্চিদ্-বিবর্তিতাবনমিত-মুখী শনৈরব্যক্তমিব—প্রিয়সখি, লজ্জেঽহমনুপজাত-পরিচয়া প্রাগল্ভ্যনানেন, গৃহাণ, ত্বমেবাস্মৈ প্রযচ্ছ—ইত্যুবাচ। পুনঃ-পুনরভিধীয়মানা চ তয়া কথমপি গ্রাম্যেব চিরাদ্দানাভিমুখং মনশ্চক্রে। মহাশ্বেতা-মুখাদনাকৃষ্টদৃষ্টিরেব বেপমানাঙ্গযষ্টিরাকুল-লোচনা স্থূল-স্থূলং নিশ্বসতী নিজ-শর-

প্রহার-মূর্চ্ছিতা মন্মথেন স্নাপিতেব স্বেদ-জল-বিসরৈঃ, স্বেদ-জল-বিসর-নিমজ্জন-ভয়েন চ হস্তাবলম্বনমিব যাচমানা, সাধ্বস-পরবশা পতামীতি লগিতুমিব কৃত-প্রযত্না প্রসারয়ামাস তাম্বূল-গর্ভং হস্ত-পল্লবম্। চন্দ্রাপীড়স্তু জয়কুঞ্জর-কুম্ভস্থলাস্ফালন-সংক্রান্ত-সিন্দূরমিব স্বভাব-পটলম্, ধনুর্গুণাকর্ষণ-কৃত-কিণ-শ্যামলম্, কচগ্রহাকৃষ্ট-রুদিতারিলক্ষ্মী-লোচন-পরামর্শ-সংনাঞ্জন-বিন্দুমিব, বিসর্পন্নখাকিরণতয়া অতিরভসেন প্রধাবিতাভিরিব বিবর্ধিতা-ভিরিব প্রহসিতাভিরিবাঙ্গুলীভিরুপেতম্, স্পর্শলোভাচ্চ তত্কাল-কৃত-সন্নিবেশাঃ সরাগাঃ পঞ্চাপীন্দ্রিয়বৃত্তীরপরা ইবাঙ্গুলীরুদ্বহন্তং প্রসারিতবান্ পাণিম্। তত্র চ সা তত্কাল-সুলভ-বিলাস-দর্শন-কুতূহলাভিরিব কুতোঽপ্যাগত্য সর্ব-রসৈরধিষ্ঠিতা তেনাভিনবস্পর্শলক্ষ্যতয়া শূন্য-প্রসারিতেন, চন্দ্রাপীড়-হস্তান্বেষণায়েব পুরঃ-প্রবর্তিত-নখাংশু-নিবহেন, বেপথু-চলিত-বলয়াবলী-বাচালেন সম্ভাষণমিব কুর্বতা হস্তেন, স্বেদ-সলিল-পাত-পূর্বকং 'গৃহ্যতাময়ং মন্মথেন দত্তো দাসজনঃ' ইত্যাত্মানমিব প্রতিগ্রাহয়ন্তী, 'অদ্য প্রভৃতি ভবতো হস্তে বর্ততে' ইতি জীবিতমিব স্থাপয়ন্তী তাম্বূলমদাত্। আকর্ষন্তী চ কর-কিশলয়ং ভূজলতানুসারেণ স্পর্শ-তৃষ্ণা-গতমনঙ্গ-শর-ভিন্ন-মধ্যং হৃদয়মিব পতিতমপি রত্নবলয়ং নাজ্ঞাসীত্। গৃহীত্বা চাপরং তাম্বূলং মহাশ্বেতায়ৈ প্রাযচ্ছত্।

অথ সহসৈব ত্বরিত-গতিঃ, ত্রিবর্ণ-রাগমিন্দ্রায়ুধমিব কুণ্ডলীকৃতং কণ্ঠেন বহতা বিদ্রুমাঙ্কুরানুকারি-চঞ্চুপুটেন মরকত-দ্যুতি-পক্ষতিনা মন্থর-গতেন শুকেনানুবধ্যমানা, কুমুদ-কেসর-পিঞ্জরতয়া চরণযুগলস্য, চম্পক-কলিকাকারতয়া চ মুখস্য, কুবলয়-দল-নীলতয়া চ পক্ষ-দ্যুতীনাম্, কুসুমময়ীব আগত্য সারিকা সক্রোধমবাদীত্—ভর্তৃদারিকে কাদম্বরি, কস্মান্ন নিবারয়স্যেনমলীক-সুভগাভিমানিনম্ অতিদুর্বিনীতং মামনুবধ্নন্তং বিহঙ্গাপসদম্? যদি মামনেন পরিভূয়মানামুপেক্ষসে, ততোঽহং নিয়তমাত্মানমুত্সৃজামি। সত্যং শপামি তে পাদপঙ্কজ-স্পর্শেন। ইত্যেবমভিহিতা চ তয়া কাদম্বরী স্মিতমকরোত্। অবিদিত-বৃত্তান্তা তু মহাশ্বেতা 'কিমিয়ং বদতি' ইতি মদলেখাং পপ্রচ্ছ। সা চাকথয়ত্—এষা ভর্তৃদুহিতুঃ সখী কাদম্বর্যাঃ কালিন্দীতি নাম্না সারিকা। এতস্য পরিহাসনাম্নঃ শুকস্য ভর্তৃদারিকয়ৈব পাণি-গ্রহণ-পূর্বকং জায়াপদং গ্রাহিতা। অদ্য চায়মনয়া প্রত্যুষসি কাদম্বর্যাস্তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীমিমাং তমালিকামেকাকিনীং কিমপি পাঠয়ন্ দৃষ্টঃ। যতঃ প্রভৃতি সঞ্জাতের্ষ্যা কোপ-পরাঙ্মুখী নৈনমুপসর্পতি, নালপতি ন স্পৃশতি, ন বিলোকয়তি, সর্বাভিরস্মাভিঃ প্রসাদ্যমানাপি ন প্রসীদতীতি।

এতদাকর্ণ্য স্ফুট-স্ফুরিত-কপোলাদরশ্চন্দ্রাপীড়ো মন্দং মন্দং বিহস্যাব্রবীত্—অস্ত্যেষা কথা। শ্রূয়ত এবৈতদ্রাজকুলে কর্ণপরম্পরয়া। পরিজনোঽপ্যেবং মন্ত্রয়তে। বহিরপি জনাঃ কথয়ন্তি। এবং দিগন্তরেষ্বপ্যয়মালাপো বর্তত এব। অস্মাভিরপ্যে-তদাকর্ণিতমেব—যথা কিল দেব্যা কাদম্বর্যাস্তাম্বূলদায়িনীং তমালিকাং কাময়মানঃ পরিহাসনামা শুকো মদন-পরবশো গতান্যপি দিনানি ন বেত্তীতি। তদয়মাস্তাং তাব-দ্বামাচারঃ পরিত্যক্তনিজকলত্রোনি নিস্ত্রপঃ অনয়া সহ। দেব্যাস্তু কাদম্বর্যা কথমেতদ্যুক্তং যন্ন নিবারয়তীমাং চপলাং দুষ্টদাসীম্? অথবা দেব্যাপি কথিতৈব নিঃস্নেহতা প্রথমমেব বরাকীমিমাং কালিন্দীমীদৃশায় দুর্বিনীতায় বিহঙ্গায় প্রযচ্ছন্ত্যা। কিমিদানীমিয়ং করোতু? যদেতত্ সাপত্ন্য-করণং নারীণাং প্রধানং কোপকারণম্, অগ্রণীর্বিরাগহেতুঃ, পরং পরিভবস্থানম্। ইয়মেব কেবলমতিধীরা, যদনয়ানেন দৌর্ভাগ্যগ্যরিম্ণা জাত-বৈরাগ্যয়া বিষং বা নাস্বাদিতম্, অনলো বা নাসাদিতঃ, অনশনং বা নাঙ্গীকৃতম্। ন

হ্যেবংবিধম্ অপরমস্তি যোষিতাং লঘিম্নঃ কারণম্। যদি চেয়মীদৃশেঽপ্যপরাধে অনু-
নীয়মানা অনেন প্রত্যাসত্তিমম্ এষ্যতি, তদা ধিগিমাম্। অলমনয়া দূরতো বর্জনীয়ে-
য়ম্। অভিভব-নিরাস্যা। ক এনাং পুনরালাপয়িষ্যতি? কো বাবলোকয়িষ্যতি?
কো বাস্যা নাম গ্রহীষ্যতি? ইত্যেবমভিহিতবতি তস্মিন্ সর্বাস্তাঃ সহ কাদম্বর্যা ক্রীড়া-
লাপ-ভাবিতাঃ জহসুরঙ্গনাঃ।

পরিহাসস্তু তস্য নর্ম-ভাষিতমাকর্ণ্য জগাদ – ধূর্ত রাজপুত্র, নিপুণেয়ম্। ন
ত্বয়ান্যেন বা লোলাপি প্রতারয়িতুং শক্যতে। এষাপি বুধ্যত এবৈতাবতীর্বক্রোক্তীঃ।
ইয়মপি জানাত্যেব পরিহাসজল্পিতানি। অস্যা অপি রাজকুল-সম্পর্ক-চতুরা মতিঃ।
বিরম্যতাম্। অভূমিরেষা ভুজঙ্গ-ভঙ্গি-ভাষিতানাম্। ইয়মেব হি বেত্তি মঞ্জুভাষিণী
কালঞ্চ কারণঞ্চ প্রমাণঞ্চ বিষয়ঞ্চ প্রস্তাবঞ্চ কোপপ্রসাদয়োঃ ইতি।

অত্রান্তরে চাগত্য কঞ্চুকী মহাশ্বেতামবোচত্—আয়ুষ্মতি, দেবশ্চিত্ররথো দেবী চ
মদিরা ত্বাং দ্রষ্টুমাহ্বয়তে। এবমভিহিতা চ গন্তুকামা 'সখি, চন্দ্রাপীড়ঃ ক্বাস্তাম্' ইতি
কাদম্বরীমপৃচ্ছত্। অসৌ তু 'ন পর্যাপ্তমনেক-স্ত্রী-হৃদয়-সহস্রাবস্থানেন? ইতি মনসা
বিহস্য প্রকাশমবদত্—সখি মহাশ্বেতে, কিং ত্বমেবমভিদধাসি? দর্শনাদারাভ্য শরীর-
স্যাপ্যয়মেব প্রভুঃ, কিমুত ভবনস্য বিভবস্য পরিজনস্য বা। যত্রাস্মৈ রোচতে প্রিয়সখী-
হৃদয়ায় বা, তত্রায়মাস্তাম্ ইতি। তচ্ছ্রুত্বা মহাশ্বেতাবদত্—অত্রৈব ত্বত্প্রাসাদসমীপ-
বর্তিনি প্রমদবনে ক্রীড়াপর্বতকমণিবেশ্মন্যাস্তাম্। ইত্যভিধায় গন্ধর্বরাজং দ্রষ্টুং যযৌ।
চন্দ্রাপীড়োঽপি তয়ৈব সহ নির্গত্য, বিনোদনার্থং বীণাবাদিনীভিশ্চ বেণুবাদ্য-নিপুণা-
ভিশ্চ গীতকলাকুশলাভিশ্চ দুরোদর-ক্রীড়া-রাগিণীভিশ্চ অষ্টাপদ-পরিচয়-চতুরাভিশ্চ চিত্র-
কর্ম-কৃত-শ্রমাভিশ্চ সুভাষিত-পাঠিকাভিশ্চ কাদম্বরী-সমাদিষ্ট-প্রতীহারী-প্রেষিতাভিঃ
কন্যাভিরনুগম্যমানঃ, পূর্ব-দৃষ্টেন কেয়ূরকেণোপদিশ্যমান-মার্গঃ ক্রীড়াপর্বত-মণি-
মন্দিরমগাত্।

গতে চ তস্মিন্, গন্ধর্বরাজপুত্রী বিসর্জ্য সকলং সখীজনং পরিজনঞ্চ পরিমিত-
পরিচারিকাভিরনুগম্যমানা প্রাসাদমারুরোহ। তত্র চ শয়নীয়ে নিপত্য, দূর-স্থিতা-
ভির্বিনয়নিভৃতাভিঃ পরিচারিকাভির্বিনোদ্যমানা, কুতোঽপি প্রত্যাগতচেতনা চৈকাকিনী
তস্মিন্ কালে 'চপলে, কিমিদমারব্ধম্?' ইতি নিগৃহীতেব লজ্জয়া, 'গন্ধর্বরাজপুত্রি,
কথমেতদ্ যুক্তম্'? ইত্যুপালব্ধেব বিনয়েন, 'অয়মসাববুত্পন্নো বালভাবঃ ক্ব গতঃ?'
ইত্যুপহসিতেব মুগ্ধতয়া, 'স্বৈরিণি, মা কুরু যথেষ্টমেকাকিন্যাবিনয়ম্' ইত্যামন্ত্রিতেব
কুমারভাবেন, 'ভীরু, নায়ং কুলকন্যকানাং ক্রমঃ' ইতি গর্হিতেব মহত্ত্বেন, 'দুর্বিনীতে,
রক্ষাবিনয়ম্' ইতি তর্জিতেবাচারেণ, 'মূঢ়ে, মদনেন লঘুতাং নীতাসি' ইত্যনুশাসিতে-
বাভিজাত্যেন, 'কুতস্তবেয়ং তরলহৃদয়তা' ইতি ধিক্কৃতেব ধৈর্যেণ, 'স্বচ্ছন্দচারিণি
অপ্রমাণীকৃতাহং ত্বয়া' ইতি নিন্দিতেব কুলস্থিত্যা, অতিগুর্বীং লজ্জামুবাহ।

সমচিন্তয়চ্চৈবম্—অগণিত-সর্ব-শঙ্কয়া তরল-হৃদয়তাং দর্শয়ন্ত্যা অদ্য ময়া কিং কৃত-
মিদং মোহান্ধয়া? তথাহি, অদৃষ্টপূর্বোঽয়মিতি সাহসিকয়া ময়া ন শঙ্কিতম্। লঘু-
হৃদয়াং মাং লোকঃ কলয়িষ্যতীতি নির্হ্রীকয়া নাকলিতম্। কাস্য চিত্তবৃত্তিরিতি মূঢ়য়া
ন পরীক্ষিতম্। দর্শনানুকূলাহমস্য নেতি বা তরলয়া ন কৃতো বিচারক্রমঃ। প্রত্যা-
খ্যানবৈলক্ষ্যান্ন ভীতম্। গুরুজনান্ন ত্রস্তম্। লোকাপবাদান্নোদ্বিগ্নম্। তথা চ
মহাশ্বেতাতিদুঃখিতেতি নির্দাক্ষিণ্যয়া নাপেক্ষিতম্। আসন্নবর্তি-সখীজনোঽপ্যুপল-

ক্ষয়তীতি মন্দয়া ন লক্ষিতম্। পার্শ্বস্থিতঃ পরিজনঃ পশ্যতীতি নষ্ট-চেতনয়া ন দৃষ্টম্। স্থূল-বুদ্ধয়োঽপি তাদৃশীং বিনয়-চ্যুতিং বিভাবয়েয়ুঃ কিমুতানুভূত-মদন-বৃত্তান্তা মহাশ্বেতা সকল-কলা-কুশলাঃ সখ্যো বা রাজকুল-সঞ্চার-চতুরো বা নিত্যমিঙ্গিতজ্ঞঃ পরিজনঃ। ঈদৃশেষ্বতিনিপুণতর-দৃষ্টয়োঽন্তঃপুর-দাস্যঃ। সর্বথা হতাস্মি মন্দ-পুণ্যা। মরণং মেঽদ্য শ্রেয়ো, ন লজ্জাকরং জীবিতম্। শ্রুত্বৈতং বৃত্তান্তং কিং বক্ষ্যত্যম্বা, তাতো বা গন্ধর্বলোকো বা? কিং করোমি? কোঽত্র প্রতীকারঃ? কেনোপায়েন স্খলিতমিদং প্রচ্ছাদয়ামি? কস্য বা চাপলমিদমেতেষাং দুর্বিনীতানামিন্দ্রিয়াণাং কথয়ামি? ক্ব বানেন দগ্ধ-হৃদয়েন পঞ্চবাণেন ন খলু জানামি গৃহীতা গচ্ছামি। তথা মহাশ্বেতা-ব্যতিকরেণ প্রতিজ্ঞা কৃতা। তথা প্রিয়সখীনাং পুরো মন্ত্রিতম্। তথা চ কেয়ূরকস্য হস্তে সন্দিষ্টম্। ন খলু জানামি মন্দভাগিনী শঠবিধিনা বা, উৎসন্ন-মন্মথেন বা, পূর্বকৃতাপুণ্যসঞ্চয়েন বা, মৃত্যুহতকেন বা, অন্যেন বা কেনাপ্যয়মানীতো মম বিপ্রলম্ভকশ্চন্দ্রাপীড়ঃ। কোঽপি বা ন কদাচিদ্দৃষ্টো, নানুভূতো, ন শ্রুতো, ন চিন্তিতো, নোৎপ্রেক্ষিতো, মাং বিড়ম্বয়িতুমুপাগতঃ। যস্য দর্শনমাত্রেণৈব সংযম্য দত্তেবেন্দ্রিয়ৈঃ। শরপঞ্জরে নিক্ষিপ্য সমর্পিতেব মন্মথেন, দাসীকৃত্যোপনীতেবানুরাগেণ, গৃহীত-গুণ-পণেন বিক্রীতেব হৃদয়েন উপকরণীভূতাস্মি। ন মে কার্যং তেন চপলেনেতি ক্ষণমিব সঙ্কল্পমকরোৎ। কৃতসঙ্কল্পা চ, অন্তর্গতেন 'মিথ্যাবিনীতে, যদি ময়া ন কৃতাম্, এব গচ্ছামি' ইতি হৃদয়োৎকম্প-চলিতেন পরিহসিতেব চন্দ্রাপীড়েন। তৎ-পরিত্যাগ সঙ্কল্প-সমকাল-প্রস্থিতেন কণ্ঠলগ্নেন পৃষ্টেব জীবিতেন 'অবিশেষজ্ঞে, পুনরপি প্রক্ষালিত-লোচনয়া দৃশ্যতামসৌ জনঃ প্রত্যাখ্যানযোগ্যো ন বা' ইতি তৎকালাগতেনাভিহিতেব বাষ্পেণ 'অপনয়ামি তে সহাস্থৈভির্ধৈর্যাবলেপম্' ইতি নির্ভৎসিতেব মনোভুবা।—পুনরপি তথৈব চন্দ্রাপীড়াভিমুখ-হৃদয়া বভূব।

তদেবস্তমিত-প্রতিসমাধান-বলা বলাৎ প্রেমাবেশেনাস্বতন্ত্রীকৃতা পরবশেবোত্থায় জাল-বাতায়নেন তমেব ক্রীড়াপর্বতম্ অবলোকয়ন্ত্যতিষ্ঠৎ। তত্রস্থা চ সা তমানন্দ-জল-ব্যবধানোদ্বিগ্নেব স্মৃত্যা দদর্শ, ন চক্ষুষা। অঙ্গুলী-গলিত-স্বেদ-পরামর্শ-ভীতেব চিন্তয়া লিলেখ, ন চিত্রতূলিকয়া। রোমাঞ্চ-তিরোধান-শঙ্কিতেব হৃদয়েনালিলিঙ্গ, ন বক্ষসা। তৎসঙ্গম-কালাতিপাতাসহেব মনো গমাগমায় নিযুক্তবতী, ন পরিজনম্।

চন্দ্রাপীড়োঽপি প্রবিশ্য স্বচ্ছন্দং কাদম্বরী-হৃদয়মিব দ্বিতীয়ং মণিগৃহম্, শিলাতলাস্তীর্ণয়ামুভয়ত উপর্যুপরি নিবেশিত-বহুপধানায়াং কুথায়াং নিপত্য, কেয়ূরকেণোৎসঙ্গে গৃহীতচরণযুগলঃ, তাভির্যথাদিষ্টেষু ভূমিভাগেষূপবিষ্টাভিঃ কন্যকাভিঃ পরিবৃতো, দোলায়মানেন চেতসা চিন্তাং বিবেশ। কিং তাবদস্যা গন্ধর্বরাজদুহিতুঃ কাদম্বর্যাঃ সহভুব এতে বিলাসা এবেদৃশাঃ সকললোকহৃদয়হারিণঃ? আহোস্বিদনারাধিত-প্রসন্নেন ভগবতা মকরকেতুনা ময়ি নিযুক্তাঃ? যেন মাং সাস্রেণ সরাগেণাকুণিত-ত্রিভাগেণ হৃদ-য়ান্তঃপতৎ-স্মর-শর-কুসুম-রজো-রূষিতেনেব চক্ষুষা তির্যক্ বিলোকয়তি? মদ্বিলোকিতা ধবলেন স্মিতালোকেন দুকূলেনেব লজ্জয়াত্মানমাবৃণোতি? মলজ্জা-বিবর্ত-মান-বদনা চ প্রতিবিম্ব-প্রবেশ-লোভেনেব কপোল-দর্পণমর্পয়তি? মদবকাশ-দায়িনো হৃদয়স্য প্রথমাবিনয়-লেখামিব কররুহেণ শয়নাঙ্কে লিখতি? মত্তাম্বূল-বীটিকোপনয়ন-খেদ-বিধুতেন রক্তোৎপল-ভ্রম-ভ্রমদ-ভ্রমরবৃন্দেন করতলেন স্বিন্নং মুখমিব গৃহীত-তমাল-পল্লবেনেব বীজয়তি। পুনশ্চাচিন্তয়ৎ—প্রায়েণ মানুষ্যক-সুলভা লঘুতা মিথ্যা-

সঙ্কল্প-সহস্রৈরেবং মাং বিপ্রলভতে, লুপ্ত-বিবেকো যৌবনমদো মদয়তি, মদনো বা। যত-স্তিমিরোপহতেব যূণাং দৃষ্টিরল্পমপি কালুষ্যং মহত্ পশ্যতি! স্নেহ-লবোঽপি বারিণেব যৌবনমদেন দূরং বিস্তার্যতে। স্বয়মুত্পাদিতানেকচিন্তা-শতাকুলা কবি-মতিরিব তরলতা ন কিঞ্চিন্নোত্প্রেক্ষতে। নিপুণ-মন্মথ-গৃহীতা চিত্রবর্তিকেব তরুণ-চিত্তবৃত্তির্ন কিঞ্চিন্নালিখতি। সঞ্জাত-রূপাভিমানা কুলটেবাত্ম-সম্ভাবনা ন ক্বচিন্নাত্মানম-র্পয়তি। স্বপ্ন ইবাননুভূতমপি মনোরথো দর্শয়তি। ইন্দ্রজাল-পিচ্ছিকেবাসম্ভাব্য-মপি প্রত্যাশা পুরঃ স্থাপয়তি। ভূয়শ্চ চিন্তিতবান্—কিমনেন বৃথৈব মনসা খেদিতেন? যদি সত্যমেবেয়ং ধবলেক্ষণা ময্যেবং জাতচিত্তবৃত্তিঃ, তদা ন চিরাত্ স এবৈনামপ্রার্থি-তানুকূলো মন্মথঃ প্রকটীকরিষ্যতি, স এবাস্য সংশয়স্য ছেত্তা ভবিষ্যতি। ইত্যবধা-র্যোত্থায়োপবিশ্য চ, তাভিঃ কন্যকাভিঃ সহাক্ষৈর্গেয়ৈশ্চ বিপঞ্চীবাদ্যৈশ্চ পাণবিকৈশ্চ স্বর-সন্দেহ-বিবাদৈশ্চ সুভাষিত-গোষ্ঠীভিশ্চান্যৈশ্চ তৈস্তৈরালাপৈঃ সুকুমারৈঃ কলাবিলাসৈঃ ক্রীড়ন্নাসাঞ্চক্রে। মুহূর্তঞ্চ স্থিতা নির্গম্যোপবনালোকন-কুতূহল-ক্ষিপ্ত-চিত্তঃ ক্রীড়া-পর্বতক-শিখরমারুরোহ।

কাদম্বরী তু তং দৃষ্টা. চিরয়তীতি মহাশ্বেতায়াঃ কিল বর্ত্মাবলোকয়িতুং, বিমুচ্য তং গবাক্ষম্, অনঙ্গ-ক্ষিপ্ত-চিত্তা সৌধস্যোপরিতনং শিখরমারুরোহ। তত্র চ বিরল-পরিজনা সকল-শশিমণ্ডল-পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ হেম-দণ্ডেন নিবার্যমাণাতপা, চতুর্ভির্বাল-ব্যজনৈশ্চ ফেন-শুচিভিরুদ্ধূয়মানৈরুপবীজ্যমানা, শিরসি কুসুম-গন্ধ-লুব্ধেন ভ্রমতা ভ্রমর-কুলেন দিবাপি নীলাবগুণ্ঠনেনেব চন্দ্রাপীড়াভিসরণ-বেশাভ্যাসমিব কুর্বতী, মুহুশ্চামরশিখাং সমাসজ্য, মুহুশ্ছত্রদণ্ডমবলম্ব্য, মুহুস্তমালিকা স্কন্ধে করৌ বিন্যস্য. মুহুর্মদলেখাং পরিষ্বজ্য. মুহুঃ পরিজনান্তরিত-সকল-দেহা নেত্র-ত্রিভাগেণাবলোক্য, মুহুরাবলিত-ত্রিবলী-বলয়া পরিবৃত্য, মুহুঃ প্রতীহারীবেত্রলতা-শিখরে কপোলং নিধায়, মুহু-র্নিশ্চলকর-বিধৃতামধরপল্লবে বীটিকাং বিনিবেশ্য, মুহুরুদ্গীর্ণোত্পল-প্রহার-পলায়মান-পরিজনানুসরণ-দত্ত-কতিপয়-পদা বিহস্য, তং বিলোকয়ন্তী, তেন চ বিলোক্যমানা, মহান্তমপি কালমতিক্রান্তং নাজ্ঞাসীত্। আরূহ্য চ প্রতীহার্যা নিবেদিত-মহাশ্বেতা-প্রত্যাগমনা তস্মাদবততার। স্নানাদিষু মন্দাদরাপি মহাশ্বেতানুরোধেন দিবস-ব্যাপারমকরোত্। চন্দ্রা-পীড়োঽপি তস্মাদবতীর্য প্রথম বিসর্জিতেনৈব কাদম্বরী-পরিজনেন নির্বর্তিত-স্নান-বিধির্নিরুপহত-শিলাতলার্চিতাভিমত-দৈবতঃ ক্রীড়াপর্বতক এব সর্বমাহারাদিকম্ অহঃ-কর্ম চক্রে।

ক্রমেণ চ কৃতাহারঃ ক্রীড়াপর্বতক-প্রাগ্ভাগ-ভাজি মনোহারিণি, হারীত-হরিতে, হরিণী-রোমন্থ-ফেন-শীকরাসারে, সীরায়ুধ-হল-ভয়-নিশ্চল-কালিন্দী-জল-ত্বিষি, তরুণী-চরণালক্তক-রস-শোণ-শোচিষি, কুসুম-রজঃ-সিকতিল-তলে, লতামণ্ডপোপগূঢ়ে, শিখণ্ডি-তাণ্ডব-সঙ্গীতগৃহে. মরকত-শিলাতলে সমুপবিষ্টঃ দৃষ্টবান্ সহসৈবাতিবহলধাম্না ধবলেনালোকেন জলেনেব নির্বাপ্যমাণং দিবসম্, মৃণালবলয়েনেব পীয়মানমাতপম্, ক্ষীরোদেনেব প্লাব্যমানাং মহীম্, চন্দনরস-বর্ষেণেব সিচ্যমানান্ দিগন্তান্, সুধয়েব বিলিপ্যমানমম্বরতলম্। আসীচ্চাস্য মনসি—কিমু খলু ভগবানোষধিপতিরকাণ্ড এব শীতাংশুরুদিতো ভবেত্? উত যন্ত্র-বিক্ষেপ-বিশীর্যমাণ-পাণ্ডুর-জলধারা-সহস্রাণি ধারা-গৃহাণি মুক্তানি? আহোস্বিদনিল-বিকীর্যমাণ-শীকর-ধবলিত-ভুবনা অম্বরসিন্ধু-র্ধরাতলমবতীর্ণা? ইতি।

কুতূহলাচ্চ আলোকানুসার-প্রহিত-চক্ষুরদ্রাক্ষীদ্ অনল্প-কন্যকা-কদম্ব-পরিবৃতাং, ধ্রিয়মাণ-ধবলাতপত্রাম্, উদ্ধূয়মান-চামর-দ্বয়াং, কাদম্বরী-প্রতিহার্যা বাম-পাণিনা বেত্রলতা-গর্ভেণার্দ্র-বস্ত্র-শকলাবচ্ছন্ন-মুখং চন্দনানুলেপন-সনাথং নারিকেল-সমুদ্গক-মুদ্বহন্ত্যা দক্ষিণকরেণ দত্তহস্তাবলম্বাম্, কেয়ূরকেণ চ নিশ্বাস-হার্যে নির্মোক-শুচিনী ধৌতে কল্পলতা-দুকূলে দধতা নিবেদ্যমানমার্গাম্, মালতী-কুসুম-দামাধিষ্ঠিত-করতলয়া চ তমালিকয়ানুগম্যমানাম্ আগচ্ছন্তীং মদলেখাং, তস্যাশ্চ সমীপে তরলিকাম্, তয়া চ সীতাংশুকোপচ্ছদে পটলকে গৃহীতং, ধবলতা-কারণমিব ক্ষীরোদস্য, সহভুবমিব চন্দ্রমসঃ, মৃণালদণ্ডমিব নারায়ণ-নাভি-পুণ্ডরীকস্য, মন্দর-ক্ষোভ-বিক্ষিপ্তমিবামৃতফেন-পিণ্ড-নিকরম্, বাসুকি-নির্মোকমিব মন্থন-শ্রমোজ্ঝিতম্, হাসমিব শ্রিয়ঃ কুলগৃহ-বিয়োগ-গলিতম্, মন্দর-মথন-বিখণ্ডিতাশেষ-শশিকলা-খণ্ড-সঞ্চয়মিব সংহৃতম্, প্রতিমা-গত-তারাগণমিব জলধি-জলাদুদ্ধৃতম্, দিগ্গজ-কর-শীকরাসারমিব পুঞ্জীভূতম্, নক্ষত্রমালাভরণমিব মদন-দ্বিপস্য শরন্মেঘ-শকলৈরিব কল্পিতম্, কাদম্বরী-রূপ-বশীকৃত-মুনিজন-হৃদয়ৈরিব নির্মিতম্, গুরুরিব সর্ব-রত্নানাম্, যশোরাশিমিবৈকত্র-ঘটিতং সর্বসাগরাণাম্, প্রতিপক্ষমিব চন্দ্রমসঃ, জীবিতমিব জ্যোৎস্নায়াঃ, লক্ষ্মী-হৃদয়মিব নলিনী-দল-গলজ্জল-বিন্দু-বিলাস-তরলম্, উৎকণ্ঠিতমিব মৃণালবলয়-ধবল-করম্, শরচ্ছশিনমিব ঘন-মুক্তাংশু-নিবহ-ধবলিত-দিঙ্মুখম্, মন্দাকিনী-প্রবাহমিব সুর-যুবতি-কুচ-পরিমল-বাহিনম্, প্রভা-বর্ষিণমতিতারং হারম্।

দৃষ্ট্বা চায়মস্য চন্দ্রাপীড়শ্চন্দ্রাতপ-দ্যুতি-মুষঃ ধবলিম্নঃ কারণমিতি মনসা নিশ্চিত্য দূরাদেব প্রত্যুত্থানাদিনা সমুচিতোপচার-ক্রমেণ মদলেখামাপতন্তীং প্রতিজগ্রাহ। সা তু তস্মিন্নেব মরকত-গ্রাবণি মুহূর্তমুপবিশ্য, স্বয়মুত্থায়, তেন চন্দনাঙ্গরাগেণানু-লিপ্য, তে চ দ্বে দুকূলে পরিধাপ্য, তৈশ্চ মালতী-কুসুম-দামভিরারচিত-শেখরং কৃত্বা, তং হারমাদায় চন্দ্রাপীড়মুবাচ—

কুমার, তবেয়মপহসিততাহঙ্কার-কান্তা পেশলতা প্রীতিপরবশং জনং কমিব ন কারয়তি? প্রশ্রয় এব তে দদাত্যবকাশমেবংবিধানাম্। অনয়া আকৃত্যা কস্যাসি ন জীবিত-স্বামী? অনেন চাকারণাবিষ্কৃতবাৎসল্যেন চরিতেন কস্য ন বন্ধুত্বমধ্যারো-পয়সি? এষা চ তে প্রকৃতিমধুরা ব্যবহৃতিঃ কস্য ন বয়স্যতামুৎপাদয়তি? কং বা ন সমাশ্বাসয়ন্ত্যমী স্বভাব-সুকুমার-বৃত্তয়ো ভবদ্গুণাঃ? ত্বম্মূর্তিরেবাত্রোপালম্ভ-মর্হতি, যা প্রথমদর্শন এব বিশ্রম্ভমুপজনয়তি। ইতরথা হি ত্বদ্বিধে সকল-ভুবন-প্রথিত-মহিম্নি প্রযুজ্যমানং সর্বমেবানুচিতমিবাভাতি। তথাহি—সম্ভাষণমপ্যধঃ-করণমিবাপততি। আদরোঽপি প্রভুতাভিমানমিবানুমাপয়তি। স্তুতিরপ্যাত্মোৎ-সেকমিব সূচয়তি। উপচারোঽপি চপলতামিব প্রকাশয়তি। প্রীতিরপ্যনাত্মজ্ঞতামিব জ্ঞাপয়তি। বিজ্ঞাপনাপি প্রাগল্ভ্যমিব জায়তে। সেবাপি চাপলমিব দৃশ্যতে। দানমপি পরিভব ইতি ভবতি। অপি চ, স্বয়ংগৃহীত-হৃদয়ায় কিং দীয়তে? জীবিতে-শ্বরায় কিং প্রতিপাদ্যতে? প্রথম-কৃতাগমন-মহোপকারস্য কা তে প্রত্যুপক্রিয়া? দর্শন-দত্ত-জীবিত-ফলস্য সফলমাগমনং কেন তে ক্রিয়তে? প্রণয়িতাঞ্চানেন ব্যপদেশেন দর্শয়তি কাদম্বরী, ন বিভবম্। অপ্রতিপাদ্যা হি পরস্বতা সজ্জন-বিভবানাম্। আস্তাং তাবদ্বিভবঃ, ভবাদৃশস্য দাস্যমপ্যঙ্গীকুর্বাণা নাকার্যকারিণীতি নিযুজ্যতে। দত্ত্বাত্মানমপি বঞ্চিতা ন ভবতি। জীবনমপ্যর্পয়িত্বা ন পশ্চাত্তপ্যতে। প্রণয়িজন-প্রত্যা-

খ্যান-পরাঙ্মুখী চ দাক্ষিণ্যপরবতী মহত্তা সতাম্। ন চ তাদৃশী ভবতি যাচমানানাম্, যাদৃশী দদতাং লজ্জা। যত্ সত্যম্, অমুনা ব্যতিকরেণ কৃতাপরাধামিব ত্বয্যাত্মনমবগচ্ছতি কাদম্বরী। তদয়ম্ অমৃত-মথন-সমুদ্ভূতানাং সর্বরত্নানামেকঃ শেষ ইতি শেষনামা হারোঽমুনৈব হেতুনা বহুমতো ভগবতা অম্ভসাংপত্যা গৃহমুপগতায় প্রচেতসে দত্তঃ। পাশভৃতাপি গন্ধর্বরাজায়। গন্ধর্বরাজেনাপি কাদম্বর্যৈ। তয়াপি ত্বদ্বপুরস্যানুরূপমাভরণস্যেতি বিভাবয়ন্ত্যা 'নভস্তলমেবোচিতং সুধাসুতেধর্মি ন ধরা' ইত্যবধার্য অনুপ্রেষিতঃ। যদ্যপি নিজগুণ-গুণাভরণ-ভূষিতাঙ্গযষ্টয়ো ভবাদৃশাঃ ক্লেশ-হেতুমিতরজন-বহুমতম্ আভরণ-ভারমঙ্গেষু নারোপয়ন্তি, তথাপি কাদম্বরীপ্রীতিরত্র কারণম্। কিং ন কৃতমুরসি শিলাশকলং কৌস্তুভাভিধানং, লক্ষ্ম্যাঃ সহজমিতি বহুমানমাবিষ্কুর্বতা ভগবতা শার্ঙ্গপাণিনা? ন চ নারায়ণোঽত্রভবন্তমতিরিচ্যতে। নাপি কৌস্তুভমণিরণুনাপি গুণলবেন শেষমতিশেতে। ন চাপি কাদম্বরীমাকারানুকৃতি-কলয়াপ্যল্পীয়স্যা লক্ষ্মীরনুগন্তুমলম্। অতোঽর্হতীয়মিমং বহুমানং ত্বত্তঃ। ন চাভূমিরেষা প্রীতিএসরস্য। নিয়তঞ্চ ভবতা ভগ্ন-প্রণয়া মহাশ্বেতামুপালম্ভ-সহস্রৈঃ খেদয়িত্বাত্মানমৃত্স্রক্ষ্যতি। অতএব মহাশ্বেতা তরলিকামপীমং হারমাদায় ত্বত্সকাশং প্রেষিতবতী। তয়াপি কুমারস্য সন্দিষ্টমেব 'ন খলু মহাভাগেন মনসাপি কার্যঃ কাদম্বর্যাঃ প্রথম-প্রণয়-প্রসর-ভঙ্গঃ' ইত্যুক্ত্বা চ তারাচক্রমিব চামীকরাচলস্য তটে তং তস্য বক্ষঃস্থলে ববন্ধ।

চন্দ্রাপীড়স্তু বিস্ময়মানঃ প্রত্যবাদীত্—মদলেখে, কিমুচ্যতে? নিপুণাসি। জানাসি গ্রাহয়িতুম্। উত্তরাবকাশমপহরন্ত্যা কৃতং বচসি কৌশলম্। অয়ি মুগ্ধে, কে বয়মাত্মনঃ? কে বা বয়ং গ্রহণস্য অগ্রহণস্য বা? গতা খল্বিয়মস্তং কথা। সৌজন্যশালিনীভির্ভবতীভিরুপকরণীকৃতোঽয়ং জনো যথেষ্টমিষ্টেষ্বনিষ্টেষু বা ব্যাপারেষু বিনিযুজ্যতাম্। অতিদাক্ষিণ্যায়াঃ খলু দেব্যাঃ কাদম্বর্যাঃ নির্দাক্ষিণ্যমপি গুণা ন কঞ্চিন্ন দাসীকুর্বন্তি। ইত্যুক্ত্বা চ কাদম্বরী-সম্বন্ধাভিরেব কথাভিঃ সুচিরং স্থিত্বা বিসর্জয়াম্বভূব মদলেখাম্।

অনতিদূরং গতায়াঞ্চ তস্যাং, ক্রীড়া-পর্বতক-গতম্ উদয়গিরি-গতমিব চন্দ্রমসং চন্দনদুকূলহার-ধবলং চন্দ্রাপীড়ং দ্রষ্টুং, সমুত্সারিত-বেত্রচ্ছত্র-চামর-চিহ্না নিষিদ্ধাশেষ-পরিজনানুগমনা তমালিকা-দ্বিতীয়া চিত্ররথ-সুতা পুনরপি তদেব সৌধশিখরমারুরোহ। তত্রস্থা চ পুনস্তথৈব বিবিধ-বিলাস-তরঙ্গৈর্বিকারি-বিলোকিতৈঃ জহারাস্য মনঃ। তথাহি—মুহুর্নিতম্ব-বিম্বন্যস্ত-বামহস্ত-পল্লবা প্রাবৃতাংশুকানুসার-প্রসারিত-দক্ষিণকরা নিশ্চল-তারকা লিখিতেব, মুহুর্জৃম্ভিকারম্ভ-দত্তোত্তান-করতলতয়া তদ্গোত্রস্খলন-ভিয়া নিরুদ্ধ-বদনেব, মুহুরংশুক-পল্লব-তাড়িত-নিশ্বাসামোদ-লুব্ধ-মধুকরমুখরতয়া প্রস্তুতাহ্বানেব, মুহুরনিল-গলিতাংশুক-সম্ভ্রম-দ্বিগুণীকৃত-ভুজযুগল-প্রাবৃতপয়োধরতয়া দত্তালিঙ্গন-সংজ্ঞেব, মুহুঃ কেশপাশাকৃষ্ট-কুসুম-পূরিতাঞ্জলি-সমাঘ্রাণলীলয়া কৃত-নমস্কারেব, মুহুরুভয়-তর্জনী-ভ্রমিত-মুক্তাফল-প্রালম্বতয়া নিবেদিতহৃদয়োত্কলিকোদ্গমেব, মুহুরুপহার-কুসুমস্খলনবিধুত-করতলতয়া কথিত-কুসুমায়ুধশর-প্রহার-বেদনেব, মুহুর্গলিত-রশনা-নিগড়-নিয়মিত-চরণতয়া সংযম্যার্পিতেব মন্মথেন, মুহুশ্চলিতোরুবিধৃত-দুকূলা ক্ষিতিতল-দোলায়মানাংশুকৈকদেশাচ্ছাদিত-কুচা, চকিত-পরিবর্তন-ত্রুট্যত্ত্রিবলী-লতা, অংস-স্রস্ত-চিকুরকলাপ-সঙ্কলনাকুল-কর-কমলা,

কটাক্ষ-ক্ষেপ-ধবলীকৃত-কর্ণোত্পলং বিলক্ষ-স্মিত-সুধাধূলি-ধূসরিত-কপোলং সাচীকৃতং বদনম্, অনেক-রস-ভঙ্গি-ভঙ্গুরং বিলোকয়ন্তী তাবদবতস্থে যাবদুপসংহৃতালোকো দিবসো বভূব।

অথ হৃদয়স্থিত-কমলিনী-রাগেণেব রাজ্যমানে রাজীব-জীবিতেশ্বরে সকল-লোক-চক্রবাল-চক্রবর্তিনি ভগবতি পূষ্ণি, ক্রমেণ চ দিন-পরিলম্বন-রোষ-রক্তাভিঃ কামিনী-দৃষ্টিভিরিব সংক্রমিত-শোণিম্নি ব্যোম্নি, সংহৃত-শোচিষি জাতে জরঠ-হারীত-হরিত-হয়ে হরিত-বাজিনি, রবি-বিরহ-মীলিত-সরোজ-সংহতিষু হরিতায়মানেষু কমলবনেষু, শ্বেতায়মানেষু কুমুদ-ষণ্ডেষু, লোহিতায়মানেষু দিঙ্মুখেষু, নীলায়মানে শর্বরীমুখে, শনৈঃ শনৈশ্চ পুনর্দর্শনশ্রী-সমাগমাশাভিরিবানুরাগিণীভিঃ সহৈব দীধিতিভিরদর্শনতামুপগতে ভগবতি গভস্তিমালিনি, তত্-কাল-বিজৃম্ভিতেন চ কাদম্বরী-হৃদয়-রাগ-সাগরেণেব আপূরিতে সন্ধ্যারাগেণ জীবলোকে, কুসুমায়ুধানল-দহ্যমান-হৃদয়-সহস্র-ধূম ইব জনিত-মানিনী-নয়ন-বারিণি বিস্তীর্যমানে তরুণ-তমাল-ত্বিষি তিমিরে, দিক্করি-করাবকীর্ণ-শীকরাসার ইব শ্বেতায়মান-তারাগণে গগনে, জাতায়াঞ্চাদর্শন-ক্ষমায়াং বেলায়াং, সৌধ-শিখরাদবততার কাদম্বরী। ক্রীড়াপর্বতক-নিতম্বাচ্চ চন্দ্রাপীড়ঃ। ততোঽচিরাদিব গৃহীতপাদঃ প্রসাদ্যমান ইব কুমুদিনীভিঃ, কলুষ-মুখীঃ কুপিতা ইব প্রসাদয়ন্নাশাঃ, প্রবোধাশঙ্কয়েব পরিহরন্ সুপ্তাঃ কমলিনীঃ, লাঞ্ছন-স্থলেন নিশামিব হৃদয়েন সমুদ্বহন্, রোহিণী-চরণ-তাড়ন-লগ্নম্ অলক্তক-রসমিবোদয়-রাগং দধানঃ, তিমির-নীলাম্বরাং দিবমভিসারিকামিবোপসর্পন্, অতিবল্লভতয়া বিকিরন্নিব সৌভাগ্যম্, উদগাদ্ভগবান্ ঈক্ষণোত্সবঃ সুধাসূতিঃ। উচ্ছ্রিতে চ কুসুমায়ুধাধিরাজ্যৈকাতপত্রে কুমুদিনী-বধূ-বরে বিভাবরী-বিলাস-দন্তপত্রে শ্বেতভানৌ ধবলিত-দিশি, দন্তদন্তাদিবোত্কীর্ণে ভুবনে, চন্দ্রাপীড়শ্চন্দ্রাতপ-নিরন্তরতয়ৈব কুমুদময্যা ইব গৃহকুমুদিন্যাঃ কল্লোল-ধৌত-সুধা-ধবল-সোপানে তনু-তরঙ্গ-তালবৃন্ত-বাত-বাহিনি সুপ্ত-হংসমিথুনে, বিরহ-বাচাল-চক্রবাকযুগলে তীরে, কুমুদ-দলাবলীভিঃ পর্যন্ত-লিখিত-পত্র-লতা-দন্তুরম্, অবদাত-সিন্দুবার-দামোপহারম্, হরিচন্দন-রসৈঃ প্রক্ষালিতম্, কাদম্বরীপরিজনোপদিষ্টম্, মুক্তাশিলা-পট্টং চন্দ্র-শীতলমধিশিশ্যে। তত্রস্থস্য চাস্যাগত্য অকথয়ত্ কেয়ূরকঃ—দেবী কাদম্বরী দেবং দ্রষ্টুমাগতা ইতি।

অথ চন্দ্রাপীড়ঃ সসম্ভ্রমমুত্থায়াগচ্ছন্তীম্, অল্প-সখীজন-পরিবৃতাম্, অপনীতাশেষ-রাজ-চিহ্নাম্, ইতরামিব, একাবলী-মাত্রাভরণাম্, অচ্ছাচ্ছেন, চন্দন-রসেন ধবলীকৃত-তনু-লতাম্, এককর্ণাবসক্ত-দন্তপত্রাম্, ইন্দুকলা-কলিকা-কোমলং কর্ণপূরীকৃতং কুমুদ-দলং দধানাম্, জ্যোত্স্না-শুচিনী কল্পদ্রুম-দুকূলে বিভ্রতীম্, তত্কাল-রমণীয়েন বেশেন সাক্ষাদিব চন্দ্রোদয়-দেবতাম্, মদলেখয়া দত্তহস্তাবলম্বাং কাদম্বরীমপশ্যত্। আগত্য চ সা প্রীতি-পেশলতাং দর্শয়ন্তী প্রাকৃতেব পরিজনোচিতে ভূতলে সমুপাবিশত্। চন্দ্রাপীড়োঽপি 'কুমার, অধ্যাস্যতাং শিলাতলমেব' ইত্যসকৃদনুবধ্যমানোঽপি মদলেখয়া ভূমিমেবাভজত।

অথ সর্বাসু চাসীনাসু তাসু, মুহূর্তমিব স্থিত্বা বক্তুমুপচক্রমে চন্দ্রাপীড়ঃ—দেবি, দৃষ্টিপাতমাত্র-প্রীতে দাসজনে সম্ভাষণাদিকস্যাপি প্রসাদস্য নাস্ত্যবকাশঃ। কিমুতৈতাবতোঽনুগ্রহস্য? ন খলু চিন্তয়ন্নপি নিপুণং তমাত্মনো গুণ-লবমবলোকয়ামি, যস্যায়মনুরূপোঽনুগ্রহাতিরেকঃ। অতিসরলা তবেয়মপগতাভিমান-মধুরা চ সুজনতা,

যদভিনব-সেবকজনেঽপ্যেবমনুরুধ্যতে। প্রায়েণ মামুপচার-হার্যম্ অদাক্ষিণ্যং দেবী মন্যতে। ধন্যাঃ খলু পরিজনেষু, যেষ্বেবোপরি নিয়ন্ত্রণা স্যাত্। আজ্ঞা-সংবিভাগ-করণোচিতে ভৃত্যজনে ক ইবাদরঃ। পরোপকারোপকরণং শরীরম্, তৃণ-লব-লঘু চ জীবিতম্ অপত্রপে ত্বত্-প্রতিপত্তিভিরুপায়নীকর্তুমাগতায়াস্তে। বয়মেতে। শরীরমিদম্। এতজ্জীবিতম্। এতানীন্দ্রিয়াণি। এতেষামন্যতরদারোপয় পরিগ্রহেণ গরীয়স্তম্—ইতি।

অথৈবংবাদিনোঽস্য বচনমাক্ষিপ্য মদলেখা সস্মিতমবাদীত্—কুমার, ভবতু অতি-যন্ত্রণয়া খিদ্যতে খলু সখী কাদম্বরী। কিমর্থমেবমুচ্যতে? সর্বমিদমন্তরেণাপি বচনমনয়া পরিগৃহীতম্। কিং পুনরমুনোপচার-ফল্গুনা বচসা সন্দেহ-দোলামারোপ্যতে? ইতি। স্থিত্বা চ কঞ্চিত্ কালং, কৃতপ্রস্তাবা, কথং রাজা তারাপীড়ঃ, কথং দেবী বিলাসবতী, কথমার্যঃ শুকনাসঃ, কীদৃশী চোজ্জয়িনী, কিয়ত্যধ্বনি সা চ, কীদৃগ্ ভারতং বর্ষম্, রমণীয়ো বা মর্ত্যলোকঃ—ইত্যশেষং পপ্রচ্ছ। এবংবিধাভিশ্চান্যাভিঃ কথাভিঃ সুচিরং স্থিত্বোত্থায় কাদম্বরী, কেয়ূরকং চন্দ্রাপীড়-সমীপ-শায়িনং সমাদিশ্য, পরিজনঞ্চ, শয়ন-সৌধ-শিখরমারুরোহ। তত্র চ সিত-দুকূল-বিতান-তলাস্তীর্ণং শয়নীয়মলঞ্চকার। চন্দ্রাপীড়োঽপি তস্মিন্নেব শিলাতলে নিরভিমানতামভিরূপতামতিগম্ভীরতাঞ্চ কাদম্বর্যাঃ, নিষ্কারণ-বত্সলতাঞ্চ মহাশ্বেতায়াঃ, সুজনতাঞ্চ মদনলেখায়াঃ, মহানুভাবতাঞ্চ পরিজনস্য, অতিসমৃদ্ধিঞ্চ গন্ধর্বরাজলোকস্য, রম্যতাঞ্চ কিম্পুরুষদেশস্য মনসা ভাবয়ন্, কেয়ূরকেণ সংবাহ্যমানচরণঃ ক্ষণাদিব ক্ষণদাং ক্ষপিতবান্।

অথ ক্রমেণ কাদম্বরী-দর্শন-প্রজাগর-খিন্নঃ স্বপ্তুমিব তাল-তমাল-তালী-কদলী-কন্দলিনীং প্রবিরল-কল্লোলানিল-শীতলাং বেলা-বন-রাজিমবততার তারাপতিঃ। অভ্যর্ণ-বিরহ-বিধুরস্য চ কামিনীজনস্য নিশ্বসিতৈরিব উষ্ণৈর্ম্লানিমনীয়ত চন্দ্রিকা। চন্দ্রাপীড়-বিলোকনারূঢ়-মদনেব কুমুদ-দলোদর-নীত-নিশা পঙ্কজেষু নিপপাত লক্ষ্মীঃ। ক্ষণদাপগমে চ স্মৃত্বা কামিনী-কর্ণোত্পল-প্রহারাণাম্ উত্কণ্ঠিতেষ্বিব ক্ষামতাং ব্রজত্সু পাণ্ডু-তনুষু বাসগৃহ-প্রদীপেষু, অনবরত-শর-ক্ষেপ-খিন্নানঙ্গ-নিশ্বাস-বিভ্রমেষু বহত্সু তরুলতা-কুসুম-পরিমলেষু প্রভাত-মাতরিশ্বসু, মন্দর-গিরি-লতাগৃহ-গহনানি চ ভিয়েব ভজন্তীষ্বরুণোদয়োপপ্লাবিনীষু তারকাসু, ক্রমেণ চ সমুদ্গতে চক্রবাক-হৃদয়-নিবাস-লগ্নানুরাগমিবালোহিতং মণ্ডলমুদ্বহতি সবিতরি, চন্দ্রাপীড়ঃ শিলাতলাদুত্থায় প্রক্ষালিতমুখকমলঃ কৃতসন্ধ্যানমস্কৃতিগৃহীততাম্বূলঃ 'কেয়ূরক, বিলোকয় দেবী কাদম্বরী প্রবুদ্ধা ন বা, ক্ব বা তিষ্ঠতি' ইত্যবোচত্।

গত-প্রতিনিবৃত্তেন চ তেন 'মন্দর-প্রাসাদস্যাধস্তাদঙ্গন-সৌধ-বেদিকায়াং মহাশ্বেতয়া সহাবতিষ্ঠতে' ইত্যাবেদিতে, গন্ধর্বরাজ-তনয়ামালোকয়িতুমাজগাম। দদর্শ চ ধবল-ভস্ম-কৃত-ললাটিকাভিঃ অক্ষমালিকাপরিবর্তন-প্রচল-করতলাভিঃ পাশুপতব্রতচারিণীভির্ধাতু-রাগারুণাম্বরাভিশ্চ পরিব্রাজিকাভিঃ, পরিণততালফল-বল্কল-লোহিত-বস্ত্রাভিশ্চ রক্তপট-ব্রতবাহিনীভিঃ, সিত-বসন-নিবিড়-নিবদ্ধ-স্তন-পরিকরাভিশ্চ শ্বেতপটব্যঞ্জনাভিঃ জটা-জিন-মৌঞ্জী-বল্কলাষাঢ়-ধারিণীভিবর্ণি-চিহ্নাভিস্তাপসীভিঃ, সাক্ষাদিব মন্ত্রদেবতাভিঃ পঠন্তীভির্ভগবতস্ত্র্যম্বকস্যাম্বিকায়াঃ কার্তিকেয়স্য বিষ্টরশ্রবসঃ জিনস্য আর্যবিলোকিতেশ্বরস্যার্হতো বিরিঞ্চস্য পুণ্যাঃ স্তুতীরুপাস্যমানাম্, অন্তঃ পুরাভ্যর্হিতাশ্চ সাদরং নমস্কারৈরাভাষণৈরভ্যুত্থানৈরাসন্ন-বেত্রাসন-দানৈশ্চ দর্শনাগত-গন্ধর্বরাজ-বান্ধব-বৃদ্ধাঃ

সম্মানয়ন্তীং মহাশ্বেতাম্ ; পৃষ্ঠতশ্চ সমুপবিষ্টেন কিন্নরমিথুনেন মধুকর-মধুরাভ্যাং বংশাভ্যাং দত্তে তানে, কলগিরা গায়ন্ত্যা নারদদুহিত্রা পঠ্যমানে চ সর্বমঙ্গলমহীয়সি মহাভারতে দত্তাবধানাম্, পুরোধৃতে চ মণিদর্পণে তাম্বূল-রাগ-বন্ধ-কৃষ্ণিকান্ধকারিতা ভ্যন্তরং দশন-জ্যোৎস্না-সিক্তমুন্মৃষ্ট-মধুচ্ছিষ্ট-পট্ট-পাটলমধরং বিলোকয়ন্তীম্, শৈবল-তৃষ্ণয়া কর্ণ-পূর-শিরীষ-প্রেষিতোত্তান-বিলোচনেন বদ্ধ-মণ্ডলং ভ্রমতা ভবন-কলহংসেন প্রভাতশশি-নেব ক্রিয়মাণ-গমন-প্রণাম-প্রদক্ষিণাং কাদম্বরীঞ্চ। সমুপসৃত্য কৃত-নমস্কারস্তস্যামেব সুধা-বেদিকায়াং বিন্যস্তমাসনং ভেজে। স্থিত্বা চ কঞ্চিৎ কালং, মহাশ্বেতায়া বদনং বিলোক্য স্ফুরিত-কপোলোদরং মন্দস্মিতমকরোত্। অসৌ তু তাবতৈব বিদিতাভি-প্রায়া কাদম্বরীমব্রবীত্—সখি, ভবত্যা গুণৈশ্চন্দ্রাপীড়শ্চন্দ্রকান্ত ইব চন্দ্র-ময়ূখৈরাদ্রীকৃতো ন শক্নোতি বক্তুম্। জিগমিষতি খলু কুমারঃ। পৃষ্ঠতো দুঃখম্ অবিদিত-বৃত্তান্তং রাজচক্রমাস্তে। অপি চ যুবয়োদূর-স্থিতয়োরপি স্থিতেয়মিদানীং কমলিনী-কমলবান্ধবয়োরিব কুমুদিনী-কুমুদনাথয়োরিব প্রীতির্ আপ্রলয়াত্। তদেহভ্যনু-জানাতু ভবতী—ইতি।

অথ কাদম্বরী—সখি মহাশ্বেতে, স্বাধীনোঽয়ং সপরিজনো জনঃ কুমারস্য স্ব ইবান্তরাত্মা। ক ইবাত্রানুবোধঃ? ইত্যভিধায় গন্ধর্বকুমারানাহূয়, প্রাপয়ত কুমারং স্বাংভূমিম্—ইত্যাদিদেশ। চন্দ্রাপীড়োঽপ্যুত্থায় প্রণম্য প্রথমং মহাশ্বেতাম্, ততঃ কাদম্বরীম্, তস্যাশ্চ প্রেমস্নিগ্ধেন চক্ষুষা মনসা চ গৃহ্যমাণঃ—দেবি, কিং ব্রবীমি? বহু-ভাষিণঃ ন শ্রদ্দধাতি লোকঃ। স্মর্তব্যোঽস্মি পরিজনকথাসু—ইত্যভিধায় কন্যাকান্তঃ-পুরান্নির্জগাম। কাদম্বরীবর্জম্ অশেষঃ কন্যাকাজনো গুণ-গৌরবাকৃষ্টঃ পরবশ ইব তং ব্রজন্তম্ আ বহিস্তোরণাদনুবব্রাজ।

নিবৃত্তে চ কন্যাকাজনে কেয়ূরকেণোপনীতং বাজিনমারুহ্য গন্ধর্বকুমারকৈস্তৈরনু-গম্যমানো হেমকূটাত্ প্রবৃত্তো গন্তুম্। গচ্ছতশ্চাস্য চিত্ররথ-তনয়া ন কেবলমন্তর্বহি-রপি সৈব সর্বাশানিবন্ধনমাসীত্। তথাহি, তন্ময়েন মানসেনাসহ্য-বিরহ-দুঃখানুশয়-লগ্নামিব পৃষ্ঠতঃ, কৃত-মার্গ-গমন-নিরোধামিব পুরস্তাত্, বিয়োগাকুল-হৃদয়োত্-কলিকাবেশোৎক্ষিপ্তামিব নভসি, সম্যগালোকয়িতুং বদনং বিরহাতুরমানসামিবাবস্থিতা-মুরঃস্থলে, তামেব মৃগলোচনাং দদর্শ। ক্রমেণ চ প্রাপ্য মহাশ্বেতাশ্রমম্, অচ্ছোদ-সর-স্তীরে সন্নিবিষ্টমিন্দ্রায়ুধখুরপুটানুসারেণৈবাগতমাত্মস্কন্ধাবারমপশ্যত্। নিবর্তি-তাশেষ-গন্ধর্বকুমারশ্চ সানন্দেন সকুতূহলেন সবিস্ময়েন চ স্কন্ধাবারবর্তিনা জনেন প্রণম্যমানঃ স্ব-ভবনং বিবেশ। সম্মানিতাশেষ-রাজ-লোকশ্চ বৈশম্পায়নেন পত্রলেখয়া চ সহ 'এবং মহাশ্বেতা, এবং কাদম্বরী, এবং মদলেখা, এবং তমালিকা এবং কেয়ূরকঃ' ইত্যনয়ৈব কথয়া প্রায়ো দিবসমনৈষীত্। কাদম্বরী-রূপ -দর্শন-বিদ্বিষ্টেব নাস্য পুরেব প্রীতিমকরোত্ রাজলক্ষ্মীঃ। তামেব চ ধবলেক্ষণামাবদ্ধ-রণরণকেন চেতসা চিন্তয়তো জাগ্রত এবাস্য সা জগাম রাত্রিঃ। অপরেদ্যুশ্চ সমুত্থিতে ভগবতি রবৌ, আস্থানমণ্ডপ-গতস্তদ্গতেনেব মনসা সহসৈব প্রতীহারেণ সহ প্রবিশন্তং কেয়ূরকং দদর্শ। দূরাদেব চ ক্ষিতিতলস্পর্শিনা মৌলিনা, কৃতপাদপতনম্ এহ্যেহি' ইত্যুক্ত্বা, প্রথসমপাঙ্গ-বিসর্পিণা চক্ষুষা, ততো হৃদয়েন, ততো রোমোদ্গমেন, পশ্চাদ্ভুজাভ্যাং প্রধাবিতঃ প্রসৃতম্ আলিলিঙ্গ গাঢ়ম্। উপাবেশয়চ্চৈনমাত্মনঃ সমীপ এব। পপ্রচ্ছ চ স্মিত-সুধা-ধবলীকৃতাক্ষরং ক্ষরত্ প্রীতি-দ্রবময়মিব বচনমাদৃতঃ—কেয়ূরক, কথয় কুশ-

লিনী দেবী সসখীজনা সপরিজনা কাদম্বরী, ভগবতী মহাশ্বেতা চ ? ইতি। অসৌ তু তেন রাজসূনোঃ প্রীতি-প্রকর্ষজন্মনা স্মিতেনৈব স্নপিত ইবানুলিপ্ত ইব সদ্য এবাপগতাধ্বখেদঃ প্রণম্যাদৃততরমবোচত্—অদ্য কুশলিনী, যামেবং দেবঃ পৃচ্ছতি। ইত্যভিধায়াপনীয়ার্দ্র-বস্ত্রাবগুণ্ঠিতং বিস-সূত্র-সংযত-মুখমার্দ্রচন্দন-পঙ্ক-ন্যস্ত-বাল-মৃণাল-মুদ্রং নলিনী-পত্র-পুটমদর্শয়ত্। উদ্ঘাট্য চ তত্র কাদম্বরী-প্রহিতান্যভিজ্ঞানান্য-দর্শয়ত্। তদ্যথা—মরকত-হরিন্তি ব্যপনীত-ত্বগ্‌চারু-মঞ্জরী-ভাঞ্জি ক্ষীরীণি পূগী-ফলানি, শুক-কামিনী-কপোল-পাণ্ডূনি তাম্বূলী-দলানি, হরচন্দ্র-খণ্ডস্থূল-শকলঞ্চ কর্পূরম্, অতিবহল-মৃগমদামোদ-মনোহরঞ্চ মলয়জ-বিলেপনম্। অব্রবীচ্চ—চূড়ামণি-চুম্বিনা কোমলাঙ্গুলি-বিবর-বিনির্গত-লোহিতাংশু-জালেনাঞ্জলিনা দেবমর্চয়তি দেবী কাদম্বরী। মহাশ্বেতা চ সকণ্ঠগ্রহেণ কুশলবচসা॥ পর্যস্ত-শিখণ্ড-মাণিক্য-জ্যোত্স্না-স্নপিত-ললাটেন চ নমস্কারেণ মদলেখা। ক্ষিতিতল-ঘটিত-সীমন্ত-মকরিকা-কোটি-কোণেন সকল-কন্যালোকশ্চ। সচরণ-রজঃ-স্পর্শেন চ পাদ-প্রণামেন তমালিকা। সন্দিষ্টঞ্চ তব মহাশ্বেতয়া—ধন্যাঃ খলু তে যেষাং ন গতোঽসি চক্ষুষোর্বিষয়ম্। তথা নাম সমক্ষং ভবতস্তে তুহিনশীতলাশ্চন্দ্রময়া ইব গুণা বিরহে বিবস্বন্ময়া ইব সংবৃত্তাঃ। স্পৃহয়ন্তি খলু জনাঃ কথমপি দৈবোপপাদিতায় মৃতোত্পত্তি অবাসরায়েব-অতীতদিবসায়। ত্বয়া বিযুক্তং-নিবৃত্ত-মহোত্সবালসমিব বর্ততে গন্ধর্বরাজ-নগরম্। জানাসি চ মাং কৃত-সকল-পরিত্যাগাম্। তথাপ্যকারণপক্ষপাতিনং ভবন্তং দ্রষ্টুমিচ্ছত্যনিচ্ছন্ত্যা অপি মে বলাদিব হৃদয়ম্। অপি চ বলবদস্বস্থশরীরা কাদম্বরী স্মরতি চ স্মেরাননং স্মরকল্পং ত্বাম্। অতঃ পুনরাগমন-গৌরবেণার্হসীমাং গুণবদভিমানিনীং কর্তুম্। উদারাজনাদরো হি বহুমানমারোপয়তি। অবশ্যং সোঢ়ব্য চেয়মস্মদ্বিধজন-পরিচয়-কদর্থনা কুমারেণ। ভবত্-সুজনতৈব জনয়ত্যনুচিত-সন্দেশ-প্রাগল্ভ্যম্। এষ দেবস্য শয়নীয়ে বিস্মৃতঃ শেষো হারঃ প্রহিতঃ। ইত্যুত্তরীয়-পটান্ত-সংযতং সূক্ষ্ম-সূত্র-বিবর-নিঃসৃতৈরংশু-সন্তানৈঃ সংসূচ্যমানং বিমুচ্য চামরগ্রাহিণ্যাঃ করে সমর্পিতবান্।

অথ চন্দ্রাপীড়ঃ 'মহাশ্বেতা-চরণারাধন-তপঃফলমিদং, যদেবং পরিজনেঽপ্যনুস্মরণাদিকং প্রসাদ-ভারমতিমহান্তমারোপয়তি দেবী কাদম্বরী' ইত্যুক্ত্বা তত্সর্বং শিরসি কৃত্বা স্বয়মেব জগ্রাহ। তেন চ কাদম্বর্যাঃ কপোল-লাবণ্যেনেব গলিতেন, স্মিতালোকেনেব রসতামুপনীতেন, হৃদয়েনেব দ্রুতেন, গুণগণেনেব নিস্যন্দিতেন, স্পর্শবতা হ্লাদিনা সুরভিণা চ বিলেপনেন বিলিপ্য, তমেব কণ্ঠে হারমকরোত্। আগৃহীত-তাম্বূলশ্চ মুহূর্তাদিবোত্থায় বাম-বাহুনা স্কন্ধদেশে সমবলম্ব্য কেয়ূরকম্, উধর্বস্থিত এব কৃত-যথাক্রিয়মাণ-সম্মান-মুদিতং প্রধান-রাজলোকং বিসৃজ্য শনৈঃ শনৈর্গন্ধমাদনং করিণং দ্রষ্টুমযাসীত্। তত্র চ স্থিত্বা ক্ষণমিব তস্মৈ স্বয়মেব নিজ-নখাংশু-জাল-জটিলং সমৃণালমিব শুষ্ক-কবলমবকীর্য বল্লভ-তুরঙ্গ-মন্দুরাভিমুখঃ প্রতস্থে। গচ্ছংশ্চোভয়তঃ কিঞ্চিত্ কিঞ্চিদিব তির্যগ্-বলিত-বদনঃ পরিজনং বিলোকয়াম্বভুব।

অথ চিত্তজ্ঞৈঃ প্রতীহারৈঃ প্রতিষিদ্ধানুগমনে নিখিলে সমুত্সারিতে পরিজনে, কেয়ূরক-দ্বিতীয় এব মন্দুরাং প্রবিবেশ। উত্সারণ-ভয়-সম্ভ্রান্ত-লোচনেষু প্রণম্যাপসৃতেষু মন্দুরাপালেষু, ইন্দ্রায়ুধস্য পৃষ্ঠাবগুণ্ঠন-পটং কিঞ্চিদেকপার্শ্বে গলিতং সমীকুর্বন্নুত্সারয়ংশ্চ কূণিত-নেত্র-ত্রিভাগস্য দৃষ্টি-নিরোধিনীং কুঙ্কুম-কপিলাং কেসর-সটাং খুরধারিণী-বিন্যস্ত-চরণো লীলামন্দং মন্দুরা-দারু-দত্ত-দেহ-ভরঃ সকুতূহলমুবাচ—

কেয়ূরক, কথয়, মন্নির্গমাদারভ্য কো বা বৃত্তান্তো গন্ধর্বরাজকুলে ? কেন বা ব্যাপারেণ বাসরমতিনীতবতী গন্ধর্বরাজপুত্রী ? কিং বাকরোন্মহাশ্বেতা ? কিমভাষত বা মদলেখা ? কে বাভন্নালাপাঃ পরিজনস্য ? ভবতো বা কো ব্যাপার আসীত্ ? আসীদ্বা কাচিদস্মদাশ্রয়িণী কথা ?

কেয়ূরকস্তু সর্বমাচচক্ষে—দেব, শ্রূয়তাম্। নির্গতে ত্বয়ি, হৃদয়-সহস্র-প্রয়াণ-পটহ-কলকলমিব নূপুর-চক্র-ক্বণিতেন কন্যকান্তঃপুরে কুর্বতি, দেবী কাদম্বরী সপরিজনা সৌধশিখরমারুহ্য তুরগ-ধূলি-রেখা-ধূসরং দেবস্যৈব গমন-মার্গমালোকিতবতী। তিরোহিত-দর্শনে চ দেবে, মদলেখা-স্কন্ধ-নিক্ষিপ্ত-মুখী প্রীত্যা তং দিগন্তং দুগ্ধোদধি-ধবলৈঃ প্লাবয়ন্তীব দৃষ্টি-পাতৈঃ, সিতাতপত্রাপদেশেন শশিনের্ষ্যয়া নিবার্যমান-রবি-কর-স্পর্শা সুচিরং তত্রৈব স্থিতবতী। তস্মাচ্চ কথমপি সখেদমবতীর্য, ক্ষণমিব অবস্থানমণ্ডপে স্থিত্বোত্থায়, স্খলনভিয়েব নিবেদ্যমানোপহার-কুসুমা শব্দায়মানৈর্মধুকরৈঃ, জলধারা-ধবল-নখ-ময়ূখোন্মুখানামনুগলং গলদ্ভির্বলয়ৈঃ কণ্ঠবন্ধানিবোপপাদয়ন্তী কেকারবোদ্বিগ্না ভবন-শিখণ্ডিনাম্, পদে পদে চ কুসুম-ধবলান্ করেণ গৃহ-লতা-পল্লবান্ মনসা চ দেবস্য গুণগণানবলম্বমানা, তমেব ক্রীড়াপর্বতকমাগতবতী, যত্র স্থিতবান্ দেবঃ। তমুপেত্য চ 'দেবেনাত্র মরকত-শিলা-মকরিকা-প্রণাল-প্রস্রবণ-সিচ্যমান-হরিত-লতামণ্ডপে শীকরিণি শিলাতলে স্থিতম্। অত্র গন্ধোদক-পরিমল-লীনালিজাল-জটিল-শিলা-প্রদেশে স্নাতম্। অত্র কুসুমধূলি-সিকতিলে গিরিনদিকা-তটে ভগবানর্চিতঃ শূলপাণিঃ। অত্র হ্রেপিত-শশধর-রোচিষি স্ফটিকশিলাতলে ভুক্তম্। অত্র সংক্রান্ত-চন্দন-রস-লাঞ্ছনে মুক্তাশৈল-শিলাপট্টে সুপ্তম্' ইতি পরিজনেন পুনরুক্তং নিবেদ্যমানানি দেবস্যৈব স্থান-চিহ্নানি পশ্যন্তী ক্ষপিতবতী দিবসম্। দিবসাবসানে চ কথমপি মহাশ্বেতা-প্রযত্নাদনভিমতমপি তস্মিন্নেব স্ফটিকমণি-শিলা-বেশ্মন্যাহারমকরোত্। অস্তমুপগতে ভগবতি রবৌ, উদিতে চন্দ্রমসি, তত্রৈব কঞ্চিত্ কালং স্থিত্বা, চন্দ্রকান্তময়ীব চন্দ্রোদয়ে প্রত্যার্দ্রীকৃততনুশ্চন্দ্রাবিম্ব-প্রবেশ-ভয়েনেব করৌ কপোলয়োঃ কৃত্বা কিমপি চিন্তয়ন্তী মুকুলিতেক্ষণা ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা, উত্থায়, বিমল-নখ-নিপতিত-শশি-প্রতিমা-ভর-গুরুণীব কৃচ্ছ্রাদুত্ক্ষিপন্তী লীলা-মন্থরগমন-পটূনি পদানি, শয্যাগৃহমগাত্। শয়ন-নিক্ষিপ্ত-গাত্রযষ্টিশ্চ, ততঃ প্রভৃতি প্রবলয়া শিরো-বেদনয়া বিচেষ্টমানা, দারুণেন চ দাহ-রূপিণা জ্বরেণাভিভূয়মানা, কেনাপ্যাধিনা মঙ্গল-প্রদীপৈঃ কুমুদাকরৈশ্চক্রবাকৈশ্চ সার্ধম্ অনিমীলিত-লোচনা দুঃখ-দুঃখেন ক্ষণদামনৈষীত্। উষসি চ মামাহূয় দেবস্য বার্তা-ব্যতিকরোপলম্ভায় সোপালম্ভম্ আদিষ্টবতী।

চন্দ্রাপীড়স্তদাকর্ণ্য জিগমিষুঃ 'অশ্বোঽশ্বঃ' ইতি বদন্ ভবনান্নির্যযৌ। আরোপিত-পর্যাণঞ্চ ত্বরিত-তুরগপরিচারকোপনীতমিন্দ্রায়ুধমারুহ্য, পশ্চাদারোপ্য পত্রলেখাম্, স্কন্ধাবারে স্থাপয়িত্বা বৈশম্পায়নম্, অশেষং পরিজনং নিবর্ত্য চ, অন্য-তুরগারূঢ়েনৈব কেয়ূরকেণানুগম্যমানো হেমকূটং যযৌ।

আসাদ্য চ কাদম্বরী-ভবন-দ্বারমবততার। অবতীর্য চ দ্বারপালার্পিত-তুরঙ্গঃ, কাদম্বরী-প্রথম-দর্শন-কুতূহলিন্যা চ পত্রলেখয়ানুগম্যমানঃ, প্রবিশ্য 'ক্ব দেবী কাদম্বরী তিষ্ঠতি' ইতি সম্মুখাগতমন্যতমং বর্ষবরম্ অপ্রাক্ষীত্। কৃত-প্রণামেন চ তেন—দেব, মত্তময়ূরস্য ক্রীড়াপর্বতকস্যাধস্তাত্ কমলবন-দীর্ঘিকা-তীরে বিরচিতং হিমগৃহমধ্যাস্তে —ইত্যাবেদিতে কেয়ূরকেণোপদিশ্যমান-বর্ত্মা, প্রমদবন-মধ্যেন গত্বা কিঞ্চিদধ্বানম্, মরকত-

হরিতানাং কদলীবনানাং প্রভয়া শষ্পীকৃত-রবিকিরণং হরিতায়মানং দিবসং দদর্শ। তেষাঞ্চ মধ্যে নিরন্তর-নলিনীদল-চ্ছন্নং হিমগৃহমপশ্যত্। তস্মাচ্চ নিষ্পতন্তমার্দ্রাংশুক-চ্ছলেন অচ্ছোদ-জলেনেব সংবীতম্, বাহুলতা-বিধৃতৈর্মৃণাল-বলয়ৈরাভরণকৈরিব ধবলিতাবয়বম্, আপাণ্ডুভিশ্চৈক-শ্রবণাশ্রয়ৈস্তাড়ঙ্কীকৃতৈঃ কেতকী-গর্ভদলৈরুপহসিত-দন্তপত্রম্ আলিখিত-চন্দন-ললাটিকানি মুখারবিন্দানি বন্ধ-সৌভাগ্য-পদানীব দধানম্, কৃত-চন্দন-বিন্দু-বিশেষকাংশ্চ দিবাপি স্পর্শলোভ-স্থিতেন্দুপ্রতিবিম্বানিব কপোলানুদ্বহন্তম্, অপহৃতাশেষ-শিরীষ-সৌভাগ্যাভিঃ শৈবল-মঞ্জরীভিঃ কৃত-কর্ণপূরম্, কর্পূর-ধূলি-ধূসরেষু মলয়জ-রস-লব লুলিতেষু বকুলাবলী-বলয়েষু স্তনেষু ন্যস্ত-নলিনীপত্র-প্রাবরণম্, অনবরত-চন্দনচর্চা-প্রণয়ন-পাণ্ডুরৈঃ সন্তাপ-রোষ-মৃদিত-চন্দ্র-করৈরিব করৈঃ কল্পিত-মৃণাল-দণ্ডানি বিসতন্তুময়ানি চামরাণি বিভ্রাণম্, উন্নালৈশ্চ কমলৈঃ কুমুদৈঃ কুবলয়ৈঃ কিসলয়ৈঃ কদলী-দলৈঃ কমলিনী-পলাশৈঃ কুসুম-স্তবকৈশ্চাত-পত্রীকৃতৈ নির্বারিতাতপম্, জলদেবতানামিব সমূহম্, বরুণ-শ্রিয়ামিব সমাগমম্, শরদামিব সমাজম্, সরসীনামিব গোষ্ঠীবন্ধম্, শিশিরোপচার-নিপুণং কাদম্বর্যাঃ শরীর-পরিচারকং শরীর-প্রায়ং পরিজনমদ্রাক্ষীত্।

তেন চ প্রণম্যমানঃ পাদনখ-পতন-ভয়াদিব ত্বরিতাপসৃতেন দীয়মান-মার্গঃ চন্দন-পঙ্ক-কৃত-বেদিকানাং পুণ্ডরীক-কলিকা-ঘটিত-ঘণ্টিকানাং বিকসিত-সিন্ধুবারকুসুম-মঞ্জরী-চামরাণাং লম্বিত-স্থূল-মল্লিকা-মুকুল-হারাণামাবদ্ধ-লবঙ্গপল্লব-চন্দনমালিকানাং দোলায়মান-কুমুদদাম-ধ্বজানাং মৃণাল-বেত্রহস্তাভিগৃহীত-রুচির-কুসুমাভরণাভির্মধু-লক্ষ্মী-প্রতিকৃতিভিরিব দ্বারপালিকাভিরধিষ্ঠিতানাং কদলী-তোরণানাং তলেন প্রবিশ্য সর্বতো নিসৃষ্ট-দৃষ্টির্দৃষ্টবান্। ক্বচিদুভয়-তট-নিখাত-তমালপল্লব-কৃত-বনলেখাঃ কুমুদ-ধূলি-বালুকা-পুলিন-মালিনীশ্চন্দনরসেন প্রবর্ত্যমানা গৃহনদিকাঃ, ক্বচিন্নিচুল-মঞ্জরী-রচিত-রক্তচামরাণাং জলার্দ্র-বিতানকানাং তলেষু সসিন্দূর-কুট্টিমেষু আস্তীর্যমাণানি রক্তপঙ্কজ-শয়নানি, ক্বচিদেলারসেন সিচ্যমানানি স্পর্শানুমেয়-রম্য-ভিত্তীনি স্ফটিকভবনানি, ক্বচিচ্ছিরীষ-পক্ষ্ম-কৃত-শাদ্বলানাং মৃণাল-ধারাগৃহাণাং শিখরমারোপ্যমাণানাং ধারাকদম্ব-ধূলি-ধূসরিতানাং যন্ত্র-ময়ূরকাণাং কদম্বকানি, ক্বচিত্ সহকার-রস-সিক্তৈঃ জম্বু-পল্লবৈরাচ্ছাদ্যমানাভ্যন্তরাঃ পর্ণশালাঃ ক্বচিত্ ক্রীড়িত-কৃত্রিম-করি-কলভ-যূথকাকুলীক্রিয়মাণাঃ কাঞ্চন-কমলিনিকাঃ, ক্বচিদ্-গন্ধোদক-কূপেষু বদ্ধ-কাঞ্চন-সুধা-পঙ্ক-কামপীঠেষু, স্থূল-বিসলতা-দণ্ড-ঘটি-তারকাণি, কৃতক-কেতকদল-জলদ্রোণিকানি কুবলয়াবলী-রজ্জুভিগ্রর্থ্যমানানি পত্রপুট-ঘটী-যন্ত্রকাণি, ক্বচিত্ স্ফটিক-বলাকাবলী-বান্ত-বারিধারা-লিখিতেন্দ্রায়ুধাঃ সঞ্চার্যমাণা মায়া-মেঘমালাঃ, ক্বচিদুপান্ত-প্ররূঢ়-পাণ্ডু-যবাঙ্কুরাসু তরুণ-মালতী-কুট্মল-দন্তুরিত-তরঙ্গাসু হরিচন্দন-দ্রব-বাপিকাসু শিশিরীক্রিয়মাণা হারযষ্টীঃ, ক্বচিন্মুক্তাফল-ক্ষোদ-রচিতালবালকান্ অনবরত-স্থূল-জলবিন্দু-দুর্দিনমুত্সৃজতো যন্ত্র-বৃক্ষকান্ ক্বচিদ্বিধূত-পক্ষ-নিক্ষিপ্ত-শীকরানীত-নীহারা ভ্রমন্তীর্যন্ত্রময়ীঃ পত্র-শকুনি-শ্রেণীঃ, ক্বচিন্মধুকর-কিঙ্কিণী-পঙ্‌ক্তি-পটুতর-রবাবধ্যমানাঃ কুসুমদাম-দোলাঃ, ক্বচিদুদরারূঢ়-নির্গতোন্নাল-নলিনীচ্ছদাচ্ছাদিত-মুখান্ প্রবেশ্যমানান্ শাতকুম্ভ-কুম্ভান্, ক্বচিদ্-ঘটিত-কদলী-গর্ভস্তম্ভদণ্ডানি বধ্যমানানি চারুবংশাকৃতীনি কুসুম-স্তবকাতপত্রাণি, ক্বচিত্ কর-মৃদিত-কর্পূরপল্লব-রসেনাধিবাস্যমানানি বিসতন্তুময়ান্যংশুকানি, ক্বচিল্লবলীফল-দ্রবেণার্দ্রীক্রিয়মাণান্ তৃণশূন্য-মঞ্জরী-কর্ণপূরান্, ক্বচিদম্ভোজিনী-দল-ব্যজনৈ বীজ্যমানান্ উপল-

ভাজনভাজঃ শীতৌষধি-রসান্, অন্যাংশ্চৈবংপ্রকারান্ শিশিরোপচারোপকরণ-কল্পনা-ব্যাপারান্ পরিজনেন কৃতান্ ক্রিয়মাণাংশ্চ বীক্ষ্যমাণঃ, হিমগৃহকস্য মধ্যভাগং।

হৃদয়মিব হিমবতঃ, জলক্রীড়া-গৃহমিব প্রচেতসঃ, জন্মভূমিমিব সর্ব-চন্দ্রকলানাম্, কুলগৃহমিব সর্ব-চন্দনবন-দেবতানাম্, প্রভবমিব সর্ব-চন্দ্রমণীনাম্, নিবাসমিব সর্ব-মাঘমাস-যামিনীনাম্, সঙ্কেতসদনমিব সর্ব-প্রাবৃষাম্, গ্রীষ্মোষ্মাপনোদনোদ্দেশমিব সর্ব-নিম্নগানাম্, বড়বানল-সন্তাপাপনোদন-নিবাসমিব সর্ব-সাগরাণাম্, বৈদ্যুত-দহন-দাহ-প্রতীকার-স্থানমিব সর্ব-জলধরাণাম্, ইন্দু-বিরহ-দুঃসহ-দিবসাতিবাহন-স্থানমিব কুমুদিনীনাম্, হর-হুতাশন-নির্বাপণ-ক্ষেত্রমিব মকরধ্বজস্য, দিনকর-করৈরপি সর্বতো জল-যন্ত্র-ধারা-সহস্র-সমুৎসারিতৈরতি-শীত-স্পর্শ-ভয়-নিবৃত্তৈরিব পরিহৃতম্, অনিলৈরপি কদম্ব-কেসরোৎকর-বাহিভিঃ কণ্টকিতৈরিবানুগতম্, কদলী-বনৈরপি পবন-চলিত-দলৈ-র্জাড্য-জনিত-বেপথুভিরিব পরিবারিতম্, অলিভিরপি কুসুমামোদ-মদ-মুখরাবন্ধ-দন্ত-বীণৈরিব বাচালিতম্, লতাভিরপি নিরন্তর-মধুকর-পটল-জটিলাভিগৃহীত-নীল-প্রাব-রণকাভিরিব বিরাজিতমাসসাদ।

ক্রমেণ চ তত্রান্তর্বহিশ্চাতিবহলেন পিণ্ড-হার্যেণেবোপলিপ্যমানোঽতিশীতলেন স্পর্শেনামন্যতাত্মনো মনশ্চন্দ্রময়ম্, কুমুদময়ানীন্দ্রিয়াণি, জ্যোৎস্নাময়ান্যঙ্গানি, মৃণা-লিকাময়ীং ধিয়ম্। অগণয়চ্চ হারময়ান্ অর্ক-কিরণান্, চন্দনময়মাতপম্, কর্পূরময়ং পবনম্, উদকময়ং কালম্, তুষারময়ং ত্রিভুবনম্।

এবংবিধস্য চ তস্যৈকদেশে সখী-কদম্ব-পরিবৃতাম্, অশেষ-সরিৎ-পরিবারমিব ভগ-বতীং গঙ্গাং হিমবতো গুহাতলগতাম্, কুল্যা-ভ্রমি-ভ্রমিতেন কর্পূররস-স্রোতসা কৃত-পরি-বেশায়া মৃণাল-দণ্ড-মণ্ডপিকায়াস্তলে কুসুমশয়নমধিশয়ানাম্, হারাঙ্গদ-বলয়-রশনা-নূপুরৈর্মৃণালময়ৈর্নিগড়ৈরিব সংযতামীর্ষ্যয়া মন্মথেন, চন্দনধবলে স্পৃষ্টামিব ললাটে শশলাঞ্ছনেন, বাষ্পবারি-বাহিনি চুম্বিতামিব চক্ষুষি বরুণেন, বর্ধিত-নিশ্বাস-মরুতি দষ্টামিব মুখে মাতরিশ্বনা, সন্তাপ-প্রতপ্তেষ্বধ্যাসিতামিবাঙ্গেষু পতঙ্গেন, কন্দর্প-দাহদী-পিতে গৃহীতামিব হৃদয়ে হুতভুজা, স্বেদিনি পরিষ্বক্তামিব বপুষি জলেন, দৈবতৈরপি বিলুপ্যমান-সৌভাগ্যামিব সর্বশঃ, হৃদয়েন সহ প্রিয়তম-সমীপমিবোপগতৈরঙ্গৈরুপজনিত-দৌর্বল্যাম্, আশ্যান-চন্দন-পাণ্ডুরঞ্চ রোমাঞ্চমনবরত-হার-স্পর্শ-লগ্নং মুক্তাফল-কিরণ-পুঞ্জম্ ইবোদ্বহন্তীম্, স্বেদ-শীকরিণীঞ্চ কপোল-পালীং পক্ষ-পবনেন বীজয়দ্ভিরনু-কম্প্যমানামিবাবতংস-কুসুম-মধুকরৈঃ, অবতংস-কুসুম-মধুকর-রব-দহন-দগ্ধামিব শ্রোত্রম-পাঙ্গ-নির্গতেনাশ্রু-স্রোতসা সিঞ্চন্তীম্, অতি-প্রবৃত্তস্য চাশ্রুণো নির্বাহ-প্রণালিকামিব কর্পূরকেতকী-কালকাং কর্ণে কলয়ন্তীম্, আয়ত-শ্বাস-বিধুত-তরলিতেন চ সন্তাপ-ভয়-পলায়মানেন দেহ-প্রভা-বিতানেনেবাংশুকেন বিমুচ্যমান-কুচ-কলসাম্, আপতৎ-প্রচল-চামর-প্রতিবিম্বঞ্চ কুচ-কলস-যুগলং প্রিয়ান্তিক-গমনোৎসুক্য-কৃত-পক্ষমিব কর-তলেন নিরুন্ধতীম্, মুহুর্মুহুর্ভুজলতয়া তুষারশিলা-শালভঞ্জিকামালিঙ্গন্তীম্, মুহুঃ কপোলফলকেন কর্পূর-পুত্রিকামাশ্লিষ্যন্তীম্, মুহুশ্চরণারবিন্দেন চন্দনপঙ্ক-প্রতিযাতনা-মামৃশন্তীম্, স্তন-সংক্রান্তেনাত্ম মুখেনাপি কুতূহলিনেব পরিবৃত্য বিলোক্যমানাম্, কর্ণপূর-পল্লবেনাপি স্ব-প্রতিবিম্ব-পল্লব-শায়িনা সোৎকণ্ঠেনেব চুম্ব্যমান-কপোল-ফল-কাম্, হারৈরপি মুক্তাত্মভির্মদন-পরবশৈরিব প্রসারিত-করৈরালিঙ্গ্যমানাম্, মণিদর্পণম্ উরসি নিহিতং 'নোদেতব্যমদ্য ত্বয়া' ইতি জীবিত-স্পর্শময়ং শপথং শশিনমিব কারয়-

ন্তীম্, করিণীমিব সম্মুখাগত-মদবন-গন্ধ-বারণ-প্রসারিত-করাম্, প্রস্থিতামিবানভীষ্ট-দক্ষিণবাতমুগাগমনাম্, মদনাভিষেক-বেদিকামিব কমলাবৃত-চন্দনধবল-পয়োধর-কলসাবষ্টব্ধ-পার্শ্বাম্, আকাশ-কমলিনীমিব স্বচ্ছাম্বর-তল-দৃশ্যমান-মৃণাল-কোমলোরু-মূলাম্,-কুসুম-চাপ-লেখামিব মদনারোপিত-গুণ-কোটি-কান্ততরাম্, মধুমাস-দেবতামিব শিশির-হারিণীম্, মধুকরীমিব কুসুমমার্গণাকুলাম্; চন্দন-বিলেপনামনঙ্গরাগিণীঞ্চ, বালাং মন্মথ-জননীঞ্চ, মৃণালিনীমভ্যর্থিত-তুষার-স্পর্শাঞ্চ কাদম্বরীং ব্যালোকয়ত্।

অথ সা যথাদর্শনমাগত্যাগত্য চন্দ্রাপীড়াগমনমাবেদয়ন্তং পরিজনমুত্তরল-তারকেণ চক্ষুষা বিলোক্য 'কথয়, কিং সত্যমাগতো দৃষ্টস্ত্বয়া ? কিয়ত্য ধ্বনি ? ক্বাসৌ ?' ইতি প্রতিমুখং নিক্ষিপ্তেন অনক্ষরং পপ্রচ্ছ। প্রবর্ধমান-ধবলিম্না চক্ষুষা দৃষ্টবা চ সম্মুখমাপতন্তং তং দূরাদেব বরারোহা, নবগ্রহা কারিণীবোরুস্তম্ভ-বিধৃতা বিচেষ্টমানাঙ্গী, কুসুমশয়ন-পরিমলোপগতৈঃ পরবশা মুখরৈর্মধুকরকুলৈরিবোত্থাপ্যমানা, সম্ভ্রম-চ্যুতোত্তরীয়া হারকিরণানুরসি কর্তুমিচ্ছন্তী, মণিকুট্টিম-নিহিতেন বাম-করতলেন হস্তাবলম্বনং নিজ-প্রতিমামিব যাচমানা, স্রস্ত-কেশকলাপ-সংযমন-শ্রমিতেণ গলত্-স্বেদ-সলিলেন দক্ষিণকরেণাভ্যুক্ষ্যেব আত্মানমর্পয়ন্তী, বলিতত্রিক-তাম্যত্-ত্রিবলী-তরঙ্গিত-রোমরাজিতয়া নিষ্পীড্যমানেব সর্বরসান্ অনঙ্গেন, অন্তঃপ্রবিষ্ট-ললাটিকা-চন্দনরস-মিশ্রমিব চক্ষুষা ক্ষরন্তী শিশিরমানন্দ-জলম্, আনন্দ-বারি-বিন্দু-বেণিকয়া চলিতাবতংস-ধূলিধূসরং প্রিয়-প্রতিমা-প্রবেশ-লোভেনেব কপোলফলকং প্রক্ষালয়ন্তী, ললাটিকা-চন্দন-ভরেণেব কিঞ্চিদধোমুখী তত্ক্ষণমপাঙ্গ-ভাগ-পুঞ্জিত-তারকয়া তন্মুখ-লগ্নয়েব দীর্ঘয়া দৃষ্ট্যাকৃষ্যমাণা কুসুম-শয়নাদুত্তস্থৌ।

চন্দ্রাপীড়স্তু সমুপসৃত্য পূর্ববদেব তাং মহাশ্বেতা-প্রণাম-পুরঃসরং দর্শিত-বিনয়ঃ প্রণনাম। কৃত-প্রতিপ্রণামায়াঞ্চ তস্যাং পুনস্তস্মিন্নেব কুসুম-শয়নে সমুপবিষ্টায়াং প্রতীহার্যা সমুপনীতাং জাম্বূনদময়ীমাসন্দিকাং রোচিষ্ণু-রত্ন-প্রত্যুপ্ত-পাদাং পাদেনৈবোত্সার্য ক্ষিতৌ এবোপাবিশত্। অথ কেয়ূরকঃ 'দেবি, দেবস্য চন্দ্রাপীড়স্য প্রসাদভূমিরেষা পত্রলেখা নাম তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী' ইত্যভিধায় পত্রলেখামদর্শয়ত্। অথ কাদম্বরী দৃষ্টবা তাম্ 'অহো, মানুষীষু পক্ষপাতঃ প্রজাপতেঃ' ইতি চিন্তয়াম্বভূব। কৃত-প্রণামাঞ্চ তাং সাদরম্ 'এহ্যেহি' ইত্যভিধায়াত্মনঃ সমীপে সকুতুহল-পরিজন-দৃশ্যমানাং পৃষ্ঠতঃ সমুপাবেশয়ত্। দর্শনাদেব-পারূঢ়-প্রীত্যাতিশয়া চ মুহুর্মুহুরেনাং সোপগ্রহং কর-কিসলয়েন পস্পর্শ।

চন্দ্রাপীড়স্তু সপদি কৃত-সকলাগমনোচিতোপচারস্তদবস্থাং চিত্ররথ-তনয়ামালোক্যাচিন্তয়ত্—অতি-দুর্বিদগ্ধং হি মে হৃদয়মদ্যাপি ন শ্রদ্দধাতি। ভবতু, পৃচ্ছামি তাবদেনাং নিপুণালাপেনৈতি। প্রকাশমব্রবীত্—দেবি, জানামি কামরতিং নিমিত্তীকৃত্য প্রবৃত্তোঽয়মবিরল-সন্তাপ-তীব্রো ব্যাধিঃ। সুতনু, সত্যং ন তথা ত্বামেষ ব্যথয়তি যথাস্মান্। ইচ্ছামি দেহদানেনাপি স্বস্থামত্রভবতীং কর্তুম্। উত্কম্পিনীমনুকম্পমানস্য কুসুমেষু-পীড়য়া পতিতামবেক্ষমাণস্য পততীব মে হৃদয়ম্। অনঙ্গদে তনুভুতে তে ভুজলতে। গাঢ়-সন্তাপয়া চ দৃষ্ট্যা বহসি স্থলকমলিনীমিব রক্তামরসাম্। দুঃখিতায়াঞ্চ ত্বয়ি পরিজনেঽপি চানবরত-কৃতাশ্রুবিন্দু-পাতেন বর্তেতে মুক্তাভরণতা। গৃহাণ স্বয়ং বরার্হানি মঙ্গল-প্রসাধদানি। সকুসুমশিলীমুখা হি শোভতে নবা লতা ইতি।

অথ কাদম্বরী বালতয়া স্বভাবমুগ্ধাপি কন্দর্পেণোপদিষ্টয়েব প্রজ্ঞয়া তমশেষমস্যা-

ব্যক্ত-ব্যাহার-সূচিতম্ অর্থং মনসা জগ্রাহ। মনোরথানান্তু তাবতীং ভূমিমসম্ভাবয়ন্তী শালীনতাঞ্চাবলম্বমানা তূষ্ণীমেবাসীত্। কেবলমুৎপাদিতান্য-ব্যপদেশা তত্ক্ষণং তম্ আননামোদ-মধুকর-পটলান্ধকারিতং দ্রষ্টুমিব স্মিতালোকমকরোত্।

ততো মদলেখা প্রত্যবাদীত্—কুমার, কিং কথয়ামি? দারুণোঽয়মকথনীয়ঃ খলু সন্তাপঃ। অপি চ কুমারভাবোপেতায়া কিমিবাস্যা যন্ন সন্তাপায়। তথাহি, মৃণালিন্যাঃ শিশির-কিসলয়মপি হুতাশনায়তে, জ্যোত্স্নাপ্যাতপায়তে, ননু কিসলয়-তালবৃন্ত-বাতৈর্মনসি জায়মানং কিং ন পশ্যসি খেদম্? ধীরত্বমেব প্রাণ-সন্ধারণ-হেতুরস্যাঃ—ইতি। কাদম্বরী তু হৃদয়েন তমেব মদলেখালাপমস্য প্রত্যুত্তরীচকার। চন্দ্রাপীড়োঽপ্যুভয়থা ঘটমানার্থতয়া সন্দেহ-দোলারূঢ়েনৈব চেতসা মহাশ্বেতয়া সহ প্রীত্যুপচয়-চতুরাভিঃ কথাভিঃ মহান্তং কালং স্থিত্বা তথৈব মহতা যত্নেন মোচয়িত্বাত্মানং স্কন্ধাবার-গমনায় কাদম্বরী-ভবনান্নির্যযৌ।

নির্গতঞ্চ তং তুরঙ্গমমারুরুক্ষন্তং পশ্চাদাগত্য কেয়ূরকোঽভিহিতবান্—দেব মদলেখা বিজ্ঞাপয়তি, 'দেবী কাদম্বরী প্রথম-দর্শন-জনিত-প্রীতিঃ পত্রলেখাং নিবর্তমানামিচ্ছতি, পশ্চাদ্যাস্যতি।' ইতি শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণম্। ইত্যাকর্ণ্য চন্দ্রাপীড়ঃ 'কেয়ূরক, ধন্যা স্পৃহণীয়া চ পত্রলেখা, যামেবমনুবধ্নাতি দুর্লভো দেবীপ্রসাদঃ। প্রবেশ্যতাম্' ইত্যভিধায় পুনঃ স্কন্ধাবারমেবাজগাম। প্রবিশন্নেব পিতুঃ সমীপাদাগতমভিজ্ঞাততরম্ আলেখ-হারকমদ্রাক্ষীত্। ধৃত-তুরঙ্গমশ্চ প্রীতি-বিস্ফারিতেন চক্ষুষা দূরাদেবাপৃচ্ছত্—অঙ্গ, কচ্চিত্ কুশলী তাতঃ সহ সর্বেণ পরিজনেন, অম্বা চ সর্বান্তঃপুরৈঃ? ইতি। অথাসাবুপসৃত্য প্রণামানন্তরং—'দেব, যথাজ্ঞাপয়সি' ইত্যভিধায় লেখ-দ্বিতয়মর্পয়াম্বভূব। যুবরাজস্তু শিরসি কৃত্বা স্বয়মেব চ তদুন্মুচ্য ক্রমশঃ পপাঠ—

স্বস্তি। উজ্জয়িনীতঃ সকল-রাজন্য-শিখণ্ডশেখরীকৃত-চরণারবিন্দঃ পরম-মাহেশ্বরো মহারাজাধিরাজো দেবস্তারাপীড়ঃ সর্বসম্পদামায়তনং চন্দ্রাপীড়মুদঞ্চচ্চারু-চূড়ামণি-মরীচি-চক্র-চুম্বিনি উত্তমাঙ্গে চুম্বনন্দয়তি—কুশলিন্যঃ প্রজাঃ। কিন্তু কিয়ানপি কালো ভবতোঽদৃষ্টস্য গতঃ। বলবদুত্কণ্ঠিতং নো হৃদয়ম্। দেবী চ সহান্তঃপুরৈর্গ্লানিমুপনীতা। অতো লেখবাচন-বিরতিরেব প্রয়াণকালতাং নেতব্যা—ইতি। শুকনাস-প্রেষিতে দ্বিতীয়েঽপ্যমুমেবার্থং লিখিতমবাচয়ত্। অস্মিন্নেবাবসরে সমুপসৃত্য বৈশম্পায়নোঽপি লেখ-দ্বিতয়মপরমাত্মীয়মস্মাদভিন্নার্থমেবাদর্শয়ত্।

অথ 'যথাজ্ঞাপয়তি তাতঃ' ইত্যুক্ত্বা তথৈব তুরগাধিরূঢ়ঃ প্রয়াণ-পটহমবাদয়ত্। সমীপে স্থিতঞ্চ মহতাশ্বীয়েন পরিবৃতং মহাবলাধিকৃতং বলাহক-পুত্রং মেঘনাদ-নামানমাদিদেশ—ভবতা পত্রলেখয়া সহাগন্তব্যম্। নিয়তঞ্চ কেয়ূরকস্তামাদায়ৈতাবতীং ভূমিমাগমিষ্যতি। তন্মুখেন বিজ্ঞাপ্যা প্রণম্য দেবী কাদম্বরী—'নন্বিয়ং সা ত্রিভুবন-নিন্দনীয়া নিরনুরোধা নিষ্পরিচয়া চ দুর্গ্রহা প্রকৃতির্মর্ত্যানাম্, যেষামকাণ্ড-বিসংবাদিন্যঃ প্রীতয়ো ন গণয়ন্তি নিষ্কারণ-বত্সলতাম্। এবং গচ্ছতা ময়াত্মনো নীতঃ স্নেহঃ কপট-কূটজালিকতাম্। প্রাপিতা ভক্তিরলীক-কাকু-করণ-কুশলতাম্। পাতিত-মুপচারমাত্র-মধুরং ধূর্ততায়ামাত্মার্পণম্। প্রকটিতং বাঙ্মনসয়োর্ভিন্নার্থত্বম্। আস্তাং তাবদাত্মা, অস্থানাহিত-প্রসাদা দিব্য-যোগ্যা দেব্যপি বক্তব্যতাং নীতা। জনয়ন্তি হি পশ্চাদ্বৈলক্ষ্যম্ অভূমি-পাতিতাঃ ব্যর্থাঃ প্রসাদামৃত-দৃষ্টয়ো মহতাম্। ন খলু দেবীং প্রতি প্রবল-লজ্জাতিভার-মন্থরং মে হৃদয়ং যথা মহাশ্বেতাং প্রতি। নিয়তমেনামলীকাধ্যারোপণ-

বর্ণিতাস্মদ্-গুণ-সম্ভারাম্ অস্থান-পক্ষপাতিনীম্ অসদুপালপ্স্যতে দেবী। তত্ কিং করোমি ? গরীয়সী গুরোরাজ্ঞা প্রভবতি দেহমাত্রকস্য। হৃদয়েন তু হেমকুট-নিবাস-ব্যসনিনা লিখিতং জন্মান্তর-সহস্রস্য দাস্য-পত্রং দেব্যাঃ। ন দত্তমস্যাটবিকস্য গোলাম্মি-কেনেব দেবী-প্রসাদেন গন্তুম্। সর্বথা গতোহস্মি পিতুরাদেশাদুজ্জয়িনীম্। প্রসঙ্গ-তোহসজ্জন-কথাকীর্তনেষু স্মর্তব্যঃ খলু চন্দ্রাপীড়-চণ্ডালঃ। মা চৈবং সংস্থাঃ, যথা জীবন্ পুনর্দেবী-চরণারবিন্দ-বন্দনানন্দমননুভূয় স্থাস্যতি চন্দ্রাপীড়ঃ' ইতি। মহা-শ্বেতায়াশ্চ সপ্রদক্ষিণং শিরসা পাদৌ বন্দনীয়ৌ। মদলেখায়াশ্চ কথনীয়ঃ প্রণামপূর্বম্ অশিথিলঃ কণ্ঠগ্রহঃ। গাঢ়মালিঙ্গনীয়া চ তমালিকা। অস্মদ্বচনাদশেষঃ প্রষ্টব্যঃ কুশলং কাদম্বরী-পরিজনঃ। রচিতাঞ্জলিনা চ ভগবানামন্ত্রণীয়ো হেমকুটঃ—ইতি।

এবমাদিশ্য তম্—'সুহৃদাদি-সাধনম্ অক্লেশয়তা শনৈঃ শনৈরাগন্তব্যম্' ইত্যুক্ত্বা বৈশম্পায়নং স্কন্ধাবারভারে ন্যযুঙ্ক্ত। স্বয়মপি চ তথারূঢ় এব গমন-হেলা-হর্ষ-হেষা-রব-কম্পিত-কৈলাসেন খুর-তাণ্ডব-খণ্ডিত-ভুবা কান্ত-কুন্তলতা-বন-বাহিনা তরুণতুরগ-প্রায়েণ অশ্বসৈন্যেনানুগম্যমানস্তমেব লেখ-হারকং পর্যাণ-লগ্নম্ অভিনব-কাদম্বরী-বিয়োগ-শূন্যেনাপি হৃদয়েনোজ্জয়িনীবার্তাং পৃচ্ছন্ প্রতস্থে।

ক্রমেণ চাতিপ্রবৃদ্ধ-প্রকাণ্ড-পাদপ-প্রায়য়া, মালিনী-লতা-মণ্ডপৈঃ মণ্ডলিত-তরু-ষণ্ডয়া, গজপতি-পাতিত-পাদপ-পরিহার-বক্রীকৃত-মার্গয়া, জল-জনিত-তৃণ-পর্ণ-কাষ্ঠ-কোটি-কূট-প্রকটিত-বীরপুরুষ-ঘাত-স্থানয়া, মহাপাদপ-মূলোত্কীর্ণ-কান্তার-দুর্গয়া, তৃষিত-পথিক-খণ্ডিত-দলোজ্ঝিতামলকীফল-নিকরয়া, বিকসিত-করঞ্জ-মঞ্জরী-রজো-বিচ্ছুরিত-তটৈস্তট-তরু-বদ্ধ-পটচ্চর-কর্পট-ধ্বজ-চিহ্নৈরিষ্টকাস্থিত-শুষ্ক-পল্লব-বিষ্টরানু-মিত-পথিক-বিশ্রান্তৈর্বিশ্রান্ত-কার্পটিক-প্রস্ফোটিত-চরণধূলি-ধূসর-কিসলয় -লাঞ্ছিতোপ-কণ্ঠৈঃ পত্রসঙ্করাসুরভীকৃতাশিশির-পঙ্কিল-বিবর্ণস্বাদু-জলৈর্বৃতীত-গ্রন্থি-গ্রথিত-পর্ণপুট-তৃণপূলী-চিহ্নানুমেয়ৈর্জরত্-কান্তার-কূপৈরসুলভ-সলিলতয়া অনভিলষিতোদ্দেশয়া, মধুবিন্দু-স্যন্দি-সিন্দুবার-বনরাজি-রজো-ধূসরিত-তীরাভিশ্চ কুঞ্জক-লতাজালকৈর্জটিলী-কৃত-সৈকতাভিঃ অধ্বগোত্খাত-বালুকা-কূপিকোপলভ্যমান-কলুষ-স্বল্প-সলিলাভিঃ শুষ্ক-গিরিনদিকাভির্বিষমীকৃতান্তরালয়া, কুক্কুট-কৌলেয়ক-রটিতানুমীয়মান-গুল্ম-গহন-গ্রামটিকয়া শূন্যয়া দিবসমটব্যা গত্বা, পরিণতে রবিবিম্বে, বিস্বারুণাতপ-বিসরে বাসরে নিঃশাখীকৃত-কদম্ব-শাল্মলী-পলাশ-বহুলৈঃ, শিখরশেষৈক-পল্লব-বিড়ম্বিতাতপত্রৈঃ পাদপৈঃ, ঊর্ধ্বস্থিত-প্ররোহ-স্থূল-স্থাণুমূল-গ্রন্থি-জটিলৈশ্চ হরিতাল-কপিল-পক্কবেণু-বিটপ-পটল-রচিত-বৃতিভিমৃগ-ভয়-কৃত-তৃণপুরুষকৈর্বিপাক-পাণ্ডুভিঃ ফলিনৈঃ প্রিয়ঙ্গু-প্রায়ৈরটবীক্ষেত্রৈর্বিরলীকৃতে বনপ্রদেশে চির-প্ররূঢ়স্য রক্তচন্দন-তরোরুপরি বদ্ধম্, সরস-পিশিত-পিণ্ড-নিভৈরলক্তকৈঃ অভিনব-শোণিতারুণেন রক্তচন্দন-রসেন চার্দ্রম্, জিহ্বালতা-লোহিনীভী রক্তপতাকাভিঃ, কেশকলাপ-কান্তিনা চ কৃষ্ণচামরাবচূলেন প্রত্যগ্র-বিশসিতানাং জীবানামিবাবয়বৈরুপরচিত-দণ্ড-মণ্ডনম্, পরিণদ্ধ-বরাটক-ঘটিত-বুদ্বুদা-র্ধচন্দ্র-খণ্ড-খচিতং সুত-মহিষ-রক্ষণাবতীর্ণ-দিনকরাবতারিত-শশিনেব বিরাজিত-শিখরম্, দোলায়িত-শৃঙ্গ-সঙ্গি-লোহ-শৃঙ্খলাবলম্বমান-ঘর্ঘর-রব-ঘোর-ঘণ্টয়া চ ঘটিত-কেসরি-সটা-রুচির-চামরয়া কাঞ্চন-ত্রিশূলিকয়া লিখিত-নভস্তলম্, ইতস্ততঃ পথিক-পুরুষোপহার-মার্গমিবাবলোকয়ন্তং মহান্তং রক্তধ্বজং দূরত এব দদর্শ।

তদভিমুখশ্চ কঞ্চিদধ্বানং গত্বা, কেতকী-সূচি-খণ্ড-পাণ্ডুরেণ বনদ্বিরদ-দন্ত-কপাটেন

পরিবৃতাম্, লোহ-তোরণেন চ রক্তচামর-পরিকরাং কালায়স-দর্পণ-মণ্ডল-মালাং শবর-মুখ-মালামিব কপিল-কেশ-ভীষণাং বিভ্রাণেন সনাথীকৃত-দ্বারদেশাম্, অভিমুখ-প্রতিষ্ঠিতেন চ বিনিহিত-রক্ত-চন্দন-হস্তকতয়া রুধিরারুণ-যম-করতলাস্ফালিতেনেব শোণিত-লব-লোভ-লোল-শিবা-লিহ্যমান-লোহিত-লোচনেন লোহ-মহিষেণাধ্যাসিতাঞ্জনশিলা-বেদিকাম, ক্বচিদ্-রক্তোৎপলৈঃ শবর-নিপাতিতানাং বনমহিষাণামিব লোচনৈঃ, ক্বচিদ্ অগস্তিকুসুম-কুড্মলৈঃ কেসরিণাম্ ইব করজৈঃ, ক্বচিৎ কিংশুক-কুসুম-কুড্মলৈঃ শার্দূলানামিব সরুধিরৈর্নখরৈঃ কৃত-পুণ্যপুষ্প-প্রকরাম্, অল্যত্রাঙ্কুরিতামিব কুটিল-হরিণ-বিষাণ-কোটিকূটৈঃ পল্লবিতামিব সরস-জিহ্বা-চ্ছেদ-শতৈঃ, কুসুমিতামিব রক্তনয়ন-সহস্রৈঃ ফলিতা-মিব মুণ্ড-মণ্ডলৈরুপহার-হিংসাং দর্শয়ন্তীম্, শাখান্তরাল-নিরন্তর-নিলীন-রক্তকুক্কুট-কুলৈঃ স্ব-ভয়াদ্ অকাল-দর্শিত-কুসুমস্তবকৈরিব রক্তাশোক-বিটপৈর্বিভূষিতাঙ্গনাম্, বলি-রুধির-পান-তৃষ্ণয়া সমাগতৈশ্চ বেতালৈরিব তালৈর্দীয়মান-ফল-মুণ্ডোপহারাম্, শঙ্কা-জ্বর-কম্পিতৈরিব কদলিকা-বনৈর্ভয়োৎকণ্টকিতৈরিব শ্রীফল-তরু-ষণ্ডৈস্ত্রাসোর্ধ্ব-কেশৈরিব খর্জুরবনৈঃ সমন্তাদ্ গহনীকৃতাম্, বিদলিত বন-করি-কুম্ভ-বিগলিত-মুক্তাফলানি রুধিরা-রুণানি বলি-সিক্থ-লুব্ধ-মুগ্ধ-কৃকবাকু-গ্রস্ত-মুক্তানি বিকিরদ্ভিরম্বিকা-পরিগ্রহ-দুর্ললিতৈঃ ক্রীড়দ্ভিঃ কেসরিকিশোরকৈরশূন্যোদ্দেশাম্, প্রভূত-রুধির-দর্শনোদ্ভূত-মূর্চ্ছা-পতিতেনেব প্রতিবিম্বিতেনাস্ত-তাম্রেণ সবিত্রা তাম্রতরীকৃতৈঃ ক্ষতজ-জল-প্রবাহৈঃ পিচ্ছিলীকৃতাজিরাম্, অবলম্বমান-দীপ-ধূপ-রক্তাংশুকেন গ্রথিত-শিখি-গল-বলয়াবলিনা পিষ্ট-পিণ্ড-পাণ্ডুরিত-ঘন-ঘণ্টা-মালভারিণা ত্রাপুষ-সিংহ-মুখ-মধ্যস্থিত-স্থূল-লোহ-কণ্টকং দত্ত-দন্ত-দণ্ডার্গলং লসৎ-পীত-নীল-লোহিত-দর্পণ-স্ফুরিতবুদ্বুদমালং কপাটপট্ট-দ্বয়ং দধানেন গর্ভগৃহ-দ্বারদেশেন দীপ্যমানাম্, অন্তঃ-পিণ্ডিকা-পীঠ-পাতিভিশ্চ সর্বপশু-জীবিতৈরিব শরণমুপাগতৈরলক্তক-রস-রক্ত-পটৈরবিরহিত-চরণ-মূলাম্, পতিত-কৃষ্ণচামর-প্রতিবিম্বানাঞ্চ শিরশ্ছেদ-লগ্ন-কেশ-জালকানামিব পরশু-পট্টিশ-প্রভৃতীনাং জীব-বিশসন-শস্ত্রাণাং প্রভাভির্বদ্ধ-বহলান্ধকারতয়া পাতাল-গৃহ-বাসিনীমিবোপলক্ষ্যমানাম্, রক্তচন্দন-খচিত-স্ফুরৎ-ফল-পল্লব-কলিতৈশ্চ বিল্বপত্র-দামভির্বালক-মুণ্ড-প্রালম্বৈরিব কৃত-মণ্ডনাম্, শোণিত-তাম্র-কদম্ব-স্তবক-কৃতার্চনৈশ্চ পশূপহার-পটহ-পটু-রটিত-রসোল্লসিত-রোমাঞ্চৈরিব-বাঙ্গৈঃ ক্রূরতামুদ্বহন্তীম্, চারু-চামীকর-পট্ট-প্রাবৃতেন চ ললাটেন শবরসুন্দরী-রচিত-সিন্দূর-তিলক-বিন্দুনা দাড়িম-কুসুম-কর্ণপূর-প্রভা-সেক-লোহিতায়মান-কপোলভিত্তিনা রুধির-তাম্বূলারুণিতাধরপুটেন ভ্রূকুটি-কুটিল-বভ্রু-নয়নেন মুখেন কুসুম্ভ-পাটলিত-দুকূল-কলিতয়া চ দেহলতয়া মহাকালাভিসারিকা-বেশ-বিভ্রমং বিভ্রতীম্, সং-পিণ্ডিত-নীল-গুগ্গুলু-ধূপ-ধূমারুণীকৃতাভিশ্চ প্রচলন্তীভির্গর্ভগৃহ-দীপিকালতাভির জ্বলীভিরিব মহিষাসুর-শোণিত-লবালোহিনীভিঃ স্কন্ধপীঠ-কণ্ডূয়ন-চলিত-ত্রিশূলদণ্ড-কৃতাপরাধং বনমহিষমিব তর্জয়ন্তীম্, প্রলম্ব-কূর্চ-ধরৈশ্ছাগৈরপি ধৃত-ব্রতৈরিব স্ফুরদধরপুটৈরাখুভিরপি জপ-পরৈরিব কৃষ্ণাজিন-প্রাবৃতাঙ্গৈঃ কুরঙ্গৈরপি প্রতিশয়িতৈরিব জ্বলিত-লোহিত-মূর্ধ-রত্ন-রশ্মিভিঃ কৃষ্ণসর্পৈরপি শিরো-ধৃত-মণিদীপকৈরিবারাধ্যমনাম্, সর্বতঃ কঠোর-বায়স-গণেন চ রটতা স্তুতি-পরেণেব স্তূয়মানাম্,—

স্থূলস্থূলৈঃ শিরাজাল-কৈর্গোধা-গোধিকা-কৃকলাস-কুলৈরিব দগ্ধ-স্থাণু-শঙ্কয়া সমারু-ঢৈর্গবাক্ষিতেন, অলক্ষ্মী-সমুৎখাত-লক্ষণ-স্থানৈরিব বিস্ফোট-ব্রণ-বিন্দুভিঃ কল্মাষিত-সকল-শরীরেণ, কর্ণাবতংস-সংস্থাপিতয়া চ চূড়য়া রুদ্রাক্ষমালিকামিব দধানেন, অম্বিকা-

পাদ-পতন-শ্যাম-ললাট-বর্ধমানার্বুদেন, কুবাদি-দত্ত-সিদ্ধাঞ্জন-দান-স্ফুটিতৈক-লোচনতয়া
ত্রিকালমুইতর-লোচনাঞ্জন-দানাদর-শ্লক্ষ্ণীকৃত-দারু শলাকেন, প্রত্যহং কুটকালাবু-স্বেদ-
প্রারব্ধ-দন্তুরতা-প্রতীকারেণ, কথঞ্চিদস্থান-দত্তেষ্টকা-প্রহারতয়া শুষ্কৈক-ভুজোপশান্ত-
মর্দন-ব্যসনেন, উপর্যুপরি-বিশ্রান্ত-কটুক-বর্তি-প্রয়োগ-বর্ধিত-তিমিরেণ, অশ্ম-ভেদ-
সংগৃহীত-বরাহ-দংষ্ট্রেণ, ইঙ্গুদী-কোষ-কৃতৌষধাঞ্জন-সংগ্রহেণ, সূচী-স্যূত-শিরা-সঙ্কোচিত-
বামকরাঙ্গুলিনা, কৌশেয়ক-কোষাবরণ-ক্ষতি-ব্রণিত-চরণাঙ্গুষ্ঠকেন, অসম্যক্-কৃত-
রসায়নানীতাকাল-জ্বরেণ, জরাং গতেনাপি দক্ষিণাপথাধিরাজ্য-বর-প্রার্থনা-কদর্থিত-
দুর্গেণ, দুঃশিক্ষিত-শ্রমণাদিষ্ট-তিলকাবদ্ধ-বিভব-প্রত্যাশেন, হরিত-পত্র-রসাঙ্গার-মসী-
মলিন-শম্বুকবাহিনা, পট্টিকা-লিখিত-দুর্গাস্তোত্রেণ, ধূম-রক্তালক্তকাক্ষর-তালপত্র-কুহক-
তন্ত্র-মন্ত্র-পুস্তিকা-সংগ্রাহিণা, জীর্ণ-পাশুপতোপদেশ-লিখিত-মহাকাল-মতেন, আবি-
র্ভূত-নিধি-বাদ-ব্যাধিনা, সঞ্জাত-ধাতুবাদ-বায়ুনা, লগ্নাসুর-বিবর-প্রবেশ-পিশাচেন,
প্রবৃত্ত-যক্ষকন্যকা-কামিত্ব-মনোরথ-ব্যামোহেন, বর্ধিতান্তর্ধান-মন্ত্র-সাধন-সংগ্রহেণ, শ্রী-
পর্বতাশ্চর্য-বার্তা-সহস্রাভিজ্ঞেন, অসকৃদভিমন্ত্রিত-সিদ্ধার্থক-প্রহতি-প্রধাবিতৈঃ পিশাচ-
গৃহীতকৈঃ করতল-তাড়ন-চিপিটীকৃত-শ্রবণপুটেন, অবিমুক্ত-শৈবাভিমানেন, দুর্গৃহীতা-
লাবুবীণা-বাদনোদ্বেজিত-পথিক-পরিহৃতেন দিবসমেব মশক-ক্বণিতানুকারি কিমপি কম্পি-
তোত্তমাঙ্গং গায়তা, স্বদেশভাষা-নিবদ্ধ-ভাগীরথী-ভক্তি-স্তোত্র-নর্তকেন, গৃহীত-তুরগ-
ব্রহ্মচর্যতয়া অন্য-দেশাগতোষিতাসু জরত্-প্রব্রজিতাসু বহুকৃত্বঃ সম্প্রযুক্ত-স্ত্রী-বশীকরণ-
চূর্ণেন, অতিরোষণতয়া কদাচিদ্-দুর্দান্তাষ্টপুষ্পিকা-পাতোত্পাদিত-ক্রোধেন চণ্ডিকা-
মপি মুখভঙ্গ-বিকারৈর্ভৃশমুপহসতা, কদাচিন্নিবার্যমাণবাস-রুষিতাধ্বগারব্ধ-বহু-বাহু-
যুদ্ধ-পাত-ভগ্ন-পৃষ্ঠকেন, কদাচিত্ কৃতাপরাধ-বালক-পলায়নামর্শ-পশ্চাত্-প্রধাবিত-
স্খলিতাধোমুখ-পাত-স্ফুটিত-শিরঃ-কপাল-ভুগ্ন-গ্রীবেণ, কদাচিজ্জানপদ-কৃত-নবাগতাপর-
ধার্মিকাদর-মত্সরোদ্বদ্ধাত্মনা, নিঃসংস্কারতয়া যত্কিঞ্চন-কারিণা, খঞ্জতয়া মন্দমন্দ-
সঞ্চারিণা, বধিরতয়া সংজ্ঞাব্যবহারিণা, রাত্র্যন্ধতয়া দিবা-বিহারিণা, লম্বোদরতয়া প্রভূতা-
হারিণা, অনেকশঃ ফল-পাতন-কুপিত-বানর-নখোল্লেখ-চ্ছিদ্রিত-নাসাপুটেন, বহুশঃ
কুসুমাবচয়-চলিত-ভ্রমর-সহস্র-দংশন-শূনীকৃত-শরীরেণ, সহস্রশঃ শয়নীকৃতাসংস্কৃত-শূন্য-
দেবকুল-কালসর্প-দষ্টেন, শতশঃ শ্রীফল-তরুশিখর-চ্যুতি-চূর্ণিতোত্তমাঙ্গেন, অসকৃদ্-
উত্সন্ন-দেবমাতৃ-গৃহবাসি-ঋক্ষ-নখ-জর্জরিত-কপোলেন, সর্বদা বসন্ত-ক্রীড়না জনে-
নোত্ক্ষিপ্ত-খণ্ডখট্বারোপিত-বৃদ্ধদাসী-বিবাহ-প্রাপ্ত-বিড়ম্বনেন, অনেকায়তন-প্রতিশায়িত-
নিষ্ফলোত্থানেন, দোঃস্থিত্যমপি বিবিধ-ব্যাধি-পরিবৃতং স্বকুটুম্বমিবোদ্বহতা, মূর্খতা-
মপি বহু-ব্যসনানুগতাং প্রসূতানেকাপত্যামিব দর্শয়তা, ক্রোধমপ্যনেক-দণ্ড-ঘাত-নির্মিত-
বহু-গাত্র-গণ্ডকং ফলিতমিব প্রকাশয়তা, ক্লেশমপি সর্বাবয়ব-জ্বলিত-দীপিকা-দাহ-ব্রণ-
বিভাবিতং বহুমুখমিব প্রকটয়তা, পরিভবমপি নিষ্কারণ-ক্রুষ্ট-জনপদ-দত্ত-পদাকৃষ্টি-শতং
প্রবাহমিব দধানেন, শুষ্ক-বনলতা-বিনির্মিত-বৃহত্-কুসুম-করণ্ডকেন, বেণুলতা-রচিত-
পুষ্প-পাতনাঙ্কুশিকেন, ক্ষণমপ্যমুক্ত-কাল-কম্বল-খণ্ড-খোলেন, জরদ্-দ্রাবিড়-
ধার্মিকেণাধিষ্ঠিতাং চণ্ডিকামপশ্যত্। তস্যামেব চ বাসমরোচয়ত্।

অথাবতীর্য তুরগাত্ প্রবিশ্য ভক্তিপ্রবণেন চেতসা তাং প্রণনাম। কৃত-প্রদক্ষিণশ্চ
পুনঃ প্রণম্য প্রশান্তোদ্দেশ-দর্শন-কুতুহলেন পরিভ্রমন্নুচ্চৈরারটন্তম্ আক্রোশন্তঞ্চ কুপিতং
দ্রবিড়-ধার্মিকমেকদেশে দদর্শ। দৃষ্ট্বা চ কাদম্বরী-বিরহোত্কণ্ঠোদ্বেগ-দূয়মানোঽপি

সুচিরং জহাস। ন্যবারয়চ্চ তেন সার্ধং প্রারব্ধ-কলহান্ উপহসতঃ স্ব-সৈনিকান্। উপসান্ত্বনৈশ্চ কথমপি প্রিয়ালাপ-শতানুনয়ৈঃ প্রশমন্ উপনীয়-ক্রমেণ জন্মভূমিং জাতিং বিদ্যাঞ্চ কলত্রম্ অপত্যানি বিভবং বয়ঃপ্রমাণং প্রব্রজ্যায়াশ্চ কারণং স্বয়মেব পপ্রচ্ছ। পৃষ্টশ্চাসৌঅবর্ণয়দাত্মানম্ অতীত-স্ব-শৌর্য-রূপ-বিভব-বর্ণন-বাচালেন তেন সুতরাম্ অরজ্যত রাজপুত্রঃ। বিরহাতুর-হৃদয়স্য বিনোদনতামিবাগাত্। উপজাত-পরিচয়শ্চাস্মৈ তাম্বূলম্ অদাপয়ত্। অস্তমুপগতে চ ভগবতি সপ্তসপ্তৌ, আবাসিতেষু যথাসম্পন্ন-পাদপ-তলেষু রাজ-সূনুষু, শাখাবসক্তাপনীত-পর্যাণেষু ক্ষিতিতল-লুণ্ঠন-পাংশুল-সটাবধূননানুমিতোত্সাহেষু গৃহীত-কতিপয়-শষ্প-কাবলেষু পীতোদকেষু স্নানাদ্র-পৃষ্ঠতয়া বিগত-শ্রমেষু পুরো-নিখাত-কুন্তযষ্টিষু সংযতেষু বাজিষু, বাজি-সমীপ-বিরচিত-পর্ণ-সংস্তরে চ দিবস-গমন-খিন্ন-পরিকল্পিত-যামিকে সুষুপ্সতি সৈনিকজনে, কৃত-বহু-পাবক-প্রভাপীত-তমসি দিবস ইব বিরাজমানে সেনানিবেশে, চন্দ্রাপীড়ঃ পরিজনেন একদেশে সংযতস্যেন্দ্রায়ুধস্য পুরঃ পরিকল্পিতং প্রতিহার-নিবেদিতং শয়নীয়মগাত্। নিষণ্ণস্য চাস্য তত্ক্ষণমেব পস্পর্শ দুঃখামিকা হৃদয়ম্। অরতি-গৃহীতশ্চ বিসর্জয়াম্বভূব রাজ-লোকম্। অতিবল্লভানপি নাললাপ পার্শ্বস্থান্। নিমীলিত-লোচনো মুহুর্মুহুর্মনসা জগাম কিম্পুরুষ-বিষয়ম্। অনন্যচেতাঃ সস্মার হেমকুটস্য নিষ্কারণ-বান্ধবতামচিন্তয়ন্মহাশ্বেতাপাদানাম্। জীবিত-ফলমভিললাষ পুনঃ পুনঃ কাদম্বরী-দর্শনম্। অপগতাভিমান-পেশলায় নিতরামস্পৃহয়ন্মদলেখা-পরিচয়ায়। তমালিকাং দ্রষ্টুমাচকাঙ্ক্ষ। কেয়ূরকাগমনমুত্প্রৈক্ষত। হিমগৃহকমপশ্যত্। উষ্ণমায়তং পুনরুক্তং নিশশ্বাস। ববন্ধ চাধিকাং প্রীতিং শেষহারে। পশ্চাত্ স্থিতাং পুণ্যভাগিনীমমন্যত পত্রলেখাম্। এবঞ্চানুপজাত-নিদ্র এব তামনয়ন্নিশাম্। উষসি চোত্থায় তস্য জরদ্-দ্রাবিড়ধার্মিক-স্যেচ্ছয়া বিসৃষ্টৈর্ধন-বিসরৈঃ পূরয়িত্বা মনোরথম্, অভিমতম্ অভিরমণীয়েষু প্রদেশেষু নিবসন্নৈপরেবাহোভিরুজ্জয়িনীমাজগাম।

আকস্মিকাগমন-প্রহৃষ্ট-সম্ভ্রান্তানাং পৌরাণামর্ঘকমলানীব নমস্কারাঞ্জলি-সহস্রাণি প্রতীচ্ছন্অতর্কিত এব বিবেশ নগরীম্। অহমহমিকয়া চ প্রধাবিতাদতিহর্ষরস-বিহ্বলাত্ পরিজনাত্ 'দেব, দ্বারি চন্দ্রাপীড়ো বর্ততে' ইত্যুপলভ্যাস্য পিতা নির্ভরানন্দ-মন্দগমনো মন্দর ইব ক্ষীরোদজলম্ উত্তরীয়াংশুকম্অমলম্আগলিতম্ আকর্ষন্, প্রহর্ষ-নেত্রজল-বিন্দু-বর্ষী মুক্ত-মুক্তাফলাসার ইব কল্প-পাদপঃ, প্রত্যাসন্নবর্তিভির্জরা-পাণ্ডু-মৌলিভিশ্চন্দন-বিলেপনৈরনুপহত-ক্ষৌমধারিভিঃ কেয়ূরিভিরুষ্ণীষিভিঃ কিরীটিভিঃ শেখরিভির্বহু-কৈলাসমিব বহু-ক্ষীরোদামিব ক্ষিতিং দর্শয়দ্ভিঃ প্রতিপন্নাসি-বেত্রচ্ছত্র-কেতু-চামরৈরনুগম্যমানো রাজসহস্রৈশ্চরণাভ্যামেব প্রত্যুজ্জগাম। চন্দ্রাপীড়োঽপি দৃষ্টা পিতরং দূরাদেবাবতীর্য বাজিনশ্চূড়ামণি-মরীচি-মালিনা মৌলিনা মহীমগচ্ছত্। অথ প্রসারিত-ভুজেন 'এহোহি' ইত্যাহূয় পিত্রা গাঢ়মুপগূঢ়ঃ, সুচিরং পরিষ্বজ্য, তত্কাল-সন্নিহিতানাঞ্চ মাননীয়ানাং কৃতনমস্কারঃ, করে গৃহীত্বা বিলাসবতীভবনমনীয়ত রাজ্ঞা। তয়াপি তথৈব সর্বান্তঃ পুর-পরিবারয়া প্রত্যুদ্গম্যাভিনন্দিতাগমনঃ, কৃতাগমন-মঙ্গলাচারো, দিগ্বিজয়-সম্বন্ধাভিরেব কথাভিঃ কঞ্চিত্ কালং স্থিত্বা শুকনাসং দ্রষ্টুমাযযৌ। তত্রাপ্যমুনৈব ক্রমেণ সুচিরং স্থিত্বা, নিবেদ্য বৈশম্পায়নং স্কন্ধাবার-বর্তিনং কুশলিনম্, আলোক্য চ মনোরমাম্, আগত্য বিলাসবতী-ভবন এব সর্বাঃ স্নানাদিকাঃ পরবশ ইব ক্রিয়া নিরবর্তয়ত্। অপরাহ্ণে নিজমেব ভবনম্ অয়াসীত্। তত্র চ রণরণক-খিদ্যমান-মানসঃ

কাদম্বর্যা বিনা ন কেবলমাত্মানং স্ব-ভবনমবন্তীনগরং বা, সকলমেব মহীমণ্ডলং শূন্যম্ অমন্যত। ততো গন্ধর্ব-রাজপুত্রী বার্তা-শ্রবণোৎসুকশ্চ মহোৎসবমিব ঈপ্সিত-বর-প্রাপ্তি-কালমিব অমৃতোৎপত্তি-সময়মিব পত্রলেখাগমনং প্রত্যপালয়ত্।

ততঃ কতিপয়-দিবসাপগমে মেঘনাদঃ পত্রলেখামাদায়াগচ্ছৎ উপানয়চ্চৈনাম্। কৃত-নমস্কারাঞ্চ দূরাদেব স্মিতেন প্রকাশিত-প্রীতিশ্চন্দ্রাপীড়ঃ প্রকৃতি-বল্লভামপি কাদম্বরী-সকাশাৎ প্রসাদ-লব্ধাপর-সৌভাগ্যামিব বল্লভতরতামুপাগতামুত্থায়াতিশয়-দর্শিতাদর-মালিলিঙ্গ পত্রলেখাম্। মেঘনাদঞ্চ প্রণতং পৃষ্ঠে কর-কিশলয়েন পস্পর্শ। সমুপবিষ্টশ্চ অব্রবীৎ—পত্রলেখে, কথয়, তত্রভবত্যা মহাশ্বেতয়াঃ মদলেখায়া দেব্যাঃ কাদম্বর্যাশ্চ কুশ-লম্? কুশলো বা সকলঃ তমালিকা-কেয়ূরকাদি-পরিজনঃ? ইতি। সাব্রবীৎ—দেব, যথাজ্ঞাপয়সি, ভদ্রম্। ত্বামর্চয়তি শেখরীকৃতাঞ্জলিনা সসখীজনা সপরিজনা দেবী কাদম্বরী ইতি। এবমুক্তবতীং পত্রলেখামাদায় মন্দিরাভ্যন্তরং বিসর্জিত-রাজলোকো বিবেশ। তত্র চোত্তাম্যতা-মনসা ধারায়িতুমপারয়ন্ কুতূহলম্, অতিপ্রীত্যা দূরমুৎ-সারিত-পরিজনঃ, প্রবিশ্যাগার-প্ররূঢ়ায়াঃ স্থল-কমলিন্যাঃ পৃথুভিরুন্নালৈঃ পলাশৈরু-পরচিতাতপত্র-কৃত্যায়াঃ অধ্যাস্য মধ্যভাগম্, অন্যতরস্য মরকত-পতাকায়মানস্য পত্র-মণ্ডপস্য তলে চরণারবিন্দেন সমুৎসার্য সুখ-প্রসুপ্তং হংসমিথুনম্, উপবিশ্যাপ্রাক্ষীৎ—পত্রলেখে, কথয়, আগতে ময়ি কথমসি স্থিতা? কিয়ন্তি বা দিনানি? কীদৃশো বা দেবীপ্রসাদঃ? কা বা গোষ্ঠ্যঃ সমভবন্? কীদৃশো বা কথাঃ সমজায়ন্ত? কো বাতিশয়ে-নাস্মান্ স্মরতি? কস্য বা গরীয়সী প্রীতিঃ? ইতি। এবং পৃষ্টা চ ব্যজিজ্ঞপৎ—দেব, দত্তাবধানেন শ্রূয়তাম্—যথা স্থিতাস্মি। যাবন্তি বা দিনানি। যাদৃশো বা দেবীপ্রসাদঃ। যথা বা গোষ্ঠ্যঃ সমভবন্। যাদৃশ্যশ্চকথাঃ সমজায়ন্ত। যো বাতিশয়েন তব স্মরতি। যস্য বা ত্বয়ি গরীয়সী প্রীতিরস্তীতি।

ততঃ খল্বাগতো দেবে কেয়ূরকেণ সহ প্রতিনিবৃত্যাহং তথৈব কুসুম-শয়নীয়-সমীপে সমুপাবিশম্। অতিষ্ঠঞ্চ সুখং নবনবাননুভবন্তী দেবীপ্রসাদান্। কিং বহুনা, প্রায়েণ মম চক্ষুষি চক্ষুঃ, বপুষি বপুঃ, করে করপল্লবঃ, নামাক্ষরেষু বাণী, প্রীতৌ হৃদয়ং দেব্যাঃ সকলমেব তং দিবসমভবত্। অপরাহ্নে চ মামেবাবলম্ব্য নিষ্ক্রম্য হিমগৃহকাৎ সঞ্চরন্তী যদৃচ্ছয়া নিষিদ্ধ-পরিজনা বল্লভবালোদ্যানং জগাম। তত্র সুধা-ধবলাং কালিন্দী-জল-তরঙ্গময্যেব মরকত-সোপান-মালয়া প্রমদবন-বেদিকামধ্যারোহৎ। তস্যাঞ্চ মণিস্তম্ভা-বষ্টম্ভ-স্থিতা, স্থিত্বা চ মুহূর্তমিব হৃদয়েন সহ দীর্ঘকালমবধার্য, কিমপি ব্যাহর্তু-মিচ্ছন্তী, নিশ্চল-ধৃত-তারকেণ নিষ্পন্দ-পক্ষ্মণা চক্ষুষা মুখং মে সুচিরং ব্যালোকয়ৎ। বিলোকয়ন্ত্যেব চ কৃত-সঙ্কল্পা মদনাগ্নিং প্রবেষ্টুমিচ্ছন্তী সস্নাবিব স্বেদাম্ভসঃ স্রোতসি, স্রোতসেব তরলীকৃতা সমকম্পত, কম্পিতাঙ্গী চ পতনভিয়েবাগৃহ্যত বিষাদেন।

অথ ময়া বিদিতাভিপ্রায়য়া তন্মুখ-বিনিবেশিত-নিষ্কম্প-নয়ন-দত্তাবধানয়া 'আজ্ঞাপয়' ইতি বিজ্ঞাপিতে, নিজাবয়বৈরপি বেপথুমদ্ভির্নিবার্যমাণেব, রহস্য-শ্রবণ-লজ্জয়া আত্ম-প্রতিমামপি লিখিত-মণি-কুট্টিমেন চরণাঙ্গুষ্ঠেনাপক্রমায়েবামৃশন্তী, ভবন-কলহংস সানু কুট্টিমোল্লেখ-মুখর-নূপুরেণ চরণারবিন্দেন বিসর্জয়ন্তী, কর্ণোৎপল-মধুকরানপি স্বিদ্যদ্-বদন-ব্যজনীকৃতেন অংশুক-পল্লবেনোৎসারয়ন্তী, তাম্বূল-বীটিকা-শকলমুৎ-কোচমিব দন্ত-খণ্ডিতং শিখণ্ডিনে দদতী, বনদেবতা-শ্রবণ-শঙ্কিতেব মুহুর্মুহুরিতস্ততো বিলোকয়ন্তী, বক্তুকামাপি ন শক্নোতি স্ম কিঞ্চিদপি লজ্জা-কলিত-গদ্গদা গদিতুম্।

প্রযত্নতোঽপি চাস্যা নিঃশেষং জ্বলতা মদনানলেনেব দগ্ধা, প্রবহতা নয়নোদকেনেবোঢ়া, প্রবিশদ্ভির্দুঃখৈরিবাক্রান্তা, পতদ্ভিঃ কুসুমচাপ-শরৈরিব শকলীকৃতা, নিষ্পতদ্ভির্নিশ্বসিতৈরিব নির্বাসিতা, হৃদয়-বর্তিভিশ্চিন্তাশতৈরিব বিধৃতা, নিশ্বাস-পায়িভিঃ মধুকর-কুলৈরিব নিপীতা ন প্রাবর্তত বাণী। কেবলং দুঃখ-সহস্র-গণনায় মুক্তাক্ষমালিকামিব কল্পয়ন্তী গলদ্ভিরস্পৃষ্ট-কপোলস্থলৈঃ শুচিভিরধোমুখী নয়নজল-বিন্দুভির্দুর্দিনম-দর্শয়ত্।

তদা চ তস্যাঃ সকাশাদশিক্ষতেব লজ্জাপি লজ্জালীলাম্, বিনয়োঽপি বিনয়াতিশয়ম্, মুগ্ধতাপি মুগ্ধতাম্, বৈদগ্ধ্যমপি বৈদগ্ধ্যম্, ভয়মপি ভীরুতাম্, বিভ্রমোঽপি বিভ্রমিতাম্, বিষাদোঽপি বিষাদিতাম্, বিলাসোঽপি বিলাসম্।

তথাভূতা চ, 'দেবি, কিমিদম্?' ইতি বিজ্ঞাপিতা ময়া, প্রমৃজ্য লোহিতায়মানোদরে লোচনে, দুঃখ-প্রকর্ষেণাত্মনঃ সমুদ্বন্ধনায়েব মৃণাল-কোমলয়া বাহুলতয়া বেদিকা-কুসুম-পালিকা-গ্রথিত-কুসুমমালামবলম্ব্য, সমুন্নতৈকভ্রূলতা মৃত্যু-মার্গম্ ইবাবলোকয়ন্তী দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিশ্বসিতবতী। তদ্ দুঃখমুৎপ্রেক্ষমাণয়া চ কথনায় পুনঃ পুনরনুবধ্য-মানা, ব্রীড়য়া নখ-মুখ-বিলিখিত-কেতকী-দলা লিখিত্বেব বক্তব্যমর্পয়ন্তী, বিবক্ষা-স্ফুরিতাধরা নিশ্বাস-মধুকরানিবোপাংশু সন্দিশন্তী ক্ষিতিতল-নিহিত-নিশ্চল-নয়না সুচিরমতিষ্ঠত্।

ক্রমেণ চ ভূয়ো মম্মুখে নিধায় দৃষ্টিং, পুনঃ পুনরপ্যাপূর্যমাণ-লোচন-চ্যুতৈর্মদনা-নল-ধূম-ধূসরাং বাচমিব প্রক্ষালয়ন্তী বাষ্পজল-বিন্দুভিঃ, বাষ্পজল-বিন্দু-ব্যাজেন চ বিলক্ষ-স্মিত-স্ফুরিতৈর্দশনাংশুভিঃ সাধ্বস-বিস্মৃতান্ অপূর্বান্ অভিধেয়-বর্ণানিব গ্রথ্নতী কথমপি ব্যাহারাভিমুখমাত্মানমকরোত্। অব্রবীচ্চ মাম্—

পত্রলেখে, বল্লভতয়া তস্মিন্ স্থানে ন তাতো নাম্বা ন মহাশ্বেতা ন মদলেখা ন জীবিতম্, যত্র মে ভবতী দর্শনাত্ প্রভৃতি প্রিয়াসি। ন জানে কেনাপি কারণেনাপ-হস্তিত-সকল-সখীজনং ত্বয়ি বিশ্বসিতি মে হৃদয়ম্। কমপরমুপালভে? কস্য বান্যস্য কথয়ামি পরিভবম্? কেন বান্যেন সাধারণীকরোমি দুঃখম্? দুঃখভারমিমমসহ্যমদ্য নিবেদ্য ভবত্যাস্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্। জীবিতেনৈব শপামি তে, স্ব-হৃদয়েনাপি বিদিত-বৃত্তান্তেনামুনা জিহ্রেমি, কিমুতান্যহৃদয়েন। কথমিব মাদৃশী রজনিকর-কিরণাবদাতং কৌলীনেন কলঙ্কয়িষ্যতি কুলম্? কুলক্রমাগতাঞ্চ লজ্জাং পরিত্যক্ষ্যতি? অকন্যকোচিতে বা চাপলে চেতঃ প্রবর্তয়িষ্যতি? সাহং ন সঙ্কল্পিতা পিত্রা। ন দত্তা মাত্রা। নানু-মোদিতা গুরুভিঃ। ন কিঞ্চিত্ সন্দিশামি। ন কিঞ্চিত্ প্রেষয়ামি। নাকারং দর্শয়ামি। কাতরেব অনাথেব নীচেব বলাদবলিপ্তেন গুরু-গর্হণীয়তাং নীতা কুমারেণ চন্দ্রাপীড়েন। কথয়, মহতাং কিময়মাচারঃ, কিং পরিচয়স্যেদং ফলম্, যদেবমভিনব-বিস-কিসলয়-তন্তু-সুকুমারং মে মনঃ পরিভূয়তে? অপরিভবনীয়ো হি কুমারিকাজনো যূনাম্। প্রায়েণ প্রথমং মদনানলো লজ্জাং দহতি, ততো হৃদয়ম্। আদৌ বিনয়াদিকং কুসুমেষু-শরাঃ খণ্ডয়ন্তি, পশ্চান্মর্মাণি। তদামন্ত্রয়ে ভবতীং পুনর্জন্মান্তর-সমাগমায়, ন হি মে ত্বত্তোঽন্যা প্রিয়তরা। প্রাণ-পরিত্যাগ-প্রায়শ্চিত্তেন প্রক্ষালয়াম্যাত্মনঃ কলঙ্কম্। ইত্যভিধায় তূষ্ণীমভূত্।

অহন্তু যত্সত্যম্ অবিদিত-বৃত্তান্ততয়া হ্রীতেব ভীতেব বিলক্ষেব বিসংজ্ঞেব সবিষাদং বিজ্ঞাপিতবতী—দেবি, শ্রোতুমিচ্ছামি, আজ্ঞাপয়, কিং কৃতং দেবেন চন্দ্রাপীড়েন? কো বাঽপরাধঃ সমজনি? কেন বা খল্ববিনয়েন খেদিতমখেদনীয়ং দেব্যাঃ কুমুদ-

কোমলং মনঃ? শ্রুত্বা প্রথমমুৎসৃষ্টজীবিতায়াং ময়ি, পশ্চাৎ সমুৎস্রক্ষ্যতি দেবী জীবিতম্ ইতি। এবমভিহিতা চ পুনরবদৎ—আবেদয়ামি তে, অবহিতা শৃণু—স্বপ্নেষু প্রতিদিবসম্ আগত্যাগত্য মে রহস্য-সন্দেশেষু নিপুণ-ধূর্তঃ পঞ্জর-শুক-সারিকা দূতীঃ করোতি। সুপ্তায়াঃ শ্রবণ-দন্তপত্রোদরেষু ব্যর্থ-মনোরথ-মোহিত-মানসঃ সঙ্কেত-স্থানানি লিখতি। স্বেদ-প্রক্ষালিতাক্ষরানপি নিপতিত-সাঞ্জনাশ্রুবিন্দু-পঙ্‌ক্তি-কথিতাত্মাবস্থান্ মনোহরান্ সম্মোহাশানুবর্তিনো মদন-লেখান্ প্রেষয়তি। নিজানুরাগেণেব বলাদ্রঞ্জয়তি অলক্তক-রসেন চরণৌ। অবিনয়-নিশ্চেতনো নখ-প্রতিবিম্বিতমাত্মানং বহু মন্যতে। উপবনেষ্বেকাকিন্যা গ্রহণ-ভয়-পলায়মানায়াঃ পল্লব-লগ্নাংশুক-দশা-প্রতিহত-গমনায়া গৃহীতেব লতাসখীভিঃ অর্পিতায়া মিথ্যা-প্রগল্‌ভঃ পরাঙ্‌মুখায়াঃ পরিষ্বঙ্গম্ আচরতি। স্তনস্থলে মে লিখন্ পত্রলতাং কুটিলতামিবানৃজু-প্রকৃতিঃ প্রকৃতি-মুগ্ধং মনঃ শিক্ষয়তি। হৃদয়োৎকলিকা-তরঙ্গ-বাতৈরিব শীতলৈর্মুখমরুদ্ভিঃ শ্রমজল-শীকর-তারকিতৌ অলীক-চাটুকারঃ কপোলৌ বীজয়তি। স্বেদসলিল-শিথিলিত-গ্রহণ-গলিতোৎপল-শূন্যেনাপি করেণ যবাংকুরানিব নখ-কিরণান্ শুদ্ধান্ দুর্বিদগ্ধঃ কর্ণপূরীকরোতি। বল্লভতর-বাল-বকুল-সেক-কাল-কবলীকৃতান্ সুরা-গণ্ডূষান্ সকচগ্রহম্ অসকৃদ্‌ধৃষ্টো মাং পায়য়তি। ভবনাশোকতরু-তাড়নোদ্যতান্ পাদ-প্রহারান্ দুর্বুদ্ধি-বিড়ম্বিতঃ শিরসা প্রতীচ্ছতি। মন্মথ-মূঢ়-মানসশ্চ, কথয় হে পত্রলেখে, কেন প্রকারেণ নিশ্চেতনো নিষিধ্যতে? প্রত্যাখ্যানমপীর্ষ্যাং সম্ভাবয়তি। আক্রোশমপি পরিহাসমাকলয়তি। অসম্ভাষণমপি মানং মন্যতে। দোষ-সঙ্কীর্তনমপি স্মরণোপায়মবগচ্ছতি। অবজ্ঞানমপ্যনিয়ন্ত্রণং প্রণয়মুৎপ্রেক্ষতে। লোকাপবাদমপি যশো গণয়তি ইতি।

তামেবং-বাদিনীমাকর্ণ্য প্রহর্ষ-রস-নির্ভরা মনসি অকরবম্—অহো, চন্দ্রাপীড়মুদ্দিশ্য সুদূরমাকৃষ্টা খল্বিয়ং মকরকেতুনা। যদি চ সত্যমেব কাদম্বরীব্যাজেন সাক্ষান্মনোভব-চিত্তবৃত্তিঃ প্রসন্না দেবস্য চন্দ্রাপীড়স্য, ততঃ সহজৈঃ সাদরং সংবর্ধিতৈঃ প্রত্যুপকৃতমস্য গুণৈঃ। যশসা ধবলিতাঃ ককুভঃ। যৌবনেন রতি-রস-সাগর-তরঙ্গৈঃ পাতিতা রত্ন-বৃষ্টিঃ। যৌবন-বিলাসৈর্লিখিতং নাম শশিনি। সৌভাগ্যেন প্রকাশিতা নিজ-শ্রীঃ। লাবণ্যেনৈন্দবীভিরিব বৃষ্টমমৃতং কলাভিঃ। তথা চ চিরাল্লব্ধঃ কালো মলয়ানিলেন। সমাসাদিতোঽবসরশ্চন্দ্রোদয়েন। প্রাপ্তমনুরূপং ফলং মধুমাস-কুসুম-সমৃদ্ধ্যা। গতো মদিরা-মদ-দোষো গুণতাম্। দর্শিতং মুখং মন্মথযুগাবতারেণেতি।

তথাহং প্রকাশং বিহস্যাব্রবম্—দেবি যদ্যেবম্, উৎসৃজ কোপম্। প্রসীদ। নার্হসি কামাপরাধেন দেবং দূষয়িতুম্। এতানি খলু কুসুমচাপস্য চাপলানি শঠস্য, ন দেবস্য। ইত্যেবমুক্তবতীং মাং পুনঃ সকুতূহলা সা প্রত্যভাষত—যোঽয়ং কামো বা কোঽপি বা, কথয় কানি কান্যস্য রূপাণীতি। তামহং ব্যজিজ্ঞপম্—দেবি, কুতোঽস্য রূপম্? অতনুরেষ হুতাশনঃ। তথাহি—অপ্রকাশয়ন্ জ্বালাবলীঃ সন্তাপং জনয়তি। অপ্রকটয়ন্ ধূম-পটলম্ অশ্রু পাতয়তি। অদর্শয়ন্ ভস্ম-রজো-নিকরং পাণ্ডুতামাবির্ভাবয়তি। ন চ তদ্ভূতমেতাবতি ত্রিভুবনে, অস্য শর-শরব্যতাং যন্ন যাতং, যাতি, যাস্যতি বা। কো বাঽস্মান্ন ত্রস্যতি? গৃহীত-কুসুম-কার্মুকো বাণৈর্বলবন্তমপি বিধ্যতি। অপি চানেনাধিষ্ঠিতানাং কামিনীনাং পশ্যন্তীনাং চিন্তয়া প্রিয়মুখ-চন্দ্র-সহস্রাণি সঙ্কটমম্বরতলম্, লিখন্তীনাং দয়িতাকারানবিস্তীর্ণং মহীমণ্ডলম্, গণয়ন্তীনাং বল্লভগুণানল্পীয়সী সংখ্যা, শৃণ্বতীনাং প্রিয়তমকথাম্-বহুভাষিণী সরস্বতী, ধ্যায়ন্তীনাং প্রাণ-

সম-সমাগম-সুখানি হ্রসীয়ান্ কালো হৃদয়স্যাপততি ইতি।

এতদাকর্ণ্য চ ক্ষণং বিচিন্ত্য প্রত্যবাদীত্—পত্রলেখে, যথা কথয়সি তথা জনোঽয়ং কারিতঃ কুমারে পক্ষপাতং পঞ্চেষুণা। যান্যস্যোতানি রূপাণি সমধিকানি বা, তানি ময়ি বর্তন্তে। হৃদয়াদব্যতিরিক্তাসি। ইদানীং ভবতীমেব পৃচ্ছামি। উপদিশ ত্বম্, যদত্র মে সাম্প্রতম্। এবং বিধানাং বৃত্তান্তানামনভিজ্ঞাস্মি। অপি চ মে গুরুজন-বক্তব্যতাং নীতায়া নিতরাং লজ্জিতায়া জীবিতান্মরণমেব শ্রেয়ঃ পশ্যতি হৃদয়ম্ ইতি।

এবংবাদিনীং ভূয়স্তামহমেবমবোচম্—অলমলমিদানীং দেবি। কিমনেনাকারণমরণানুবন্ধেন? অনারাধিত-প্রসন্নেন কুসুমশরেণ ভগবতা তে বরো দত্তঃ। কা চাত্র গুরুজন-বক্তব্যতা, যদা খলু কন্যকাং গুরুরিব পঞ্চশরঃ সঙ্কল্পয়তি, মাতেবানুমোদতে, ভ্রাতেব দদাতি, সখীবোত্কণ্ঠাং জনয়তি, ধাত্রীব তরুণতায়াং রত্যুপচারং শিক্ষয়তি? কতি বা কথয়ামি তে, যাঃ স্বয়ং বৃতবত্যঃ পতীন্। যদি চ নৈবম্, অনর্থক এব তর্হি ধর্মশাস্ত্রোপদিষ্টঃ স্বয়ংবর-বিধিঃ। তত্ প্রসীদ, দেবি, অলমমুনা মরণানুবন্ধেন। শপে তে পাদপঙ্কজস্পর্শেন। সন্দিশ, প্রেষয় মাম্। যামি, আনয়ামি দেবি তে হৃদয়দয়িতম্।

ইত্যেবমুক্তে ময়া প্রীতি-দ্রবার্দ্রয়া দৃষ্ট্যা পিবন্তীব মাং নিরুধ্যমানৈরপি মকরকেতুশর-শত-জর্জরিতাং ভিত্ত্বেব লজ্জাং লব্ধান্তরৈর্নিপতদ্ভিঃ অনুরাগ-বিভ্রমৈরাকুলীক্রিয়মাণা, প্রিয়বচন-শ্রবণ-প্রীত্যা চ স্বেদাশ্লিষ্টম্ উত্ক্ষিপ্য রোমাঞ্চ-জালকেন দধতীবোত্তরীয়াংশুকম্, প্রেঙ্খত্-কুণ্ডল-মাণিক্য-পত্র-মকর-কোটি-লগ্নঞ্চ শশি-কিরণময়ং মরণপাশমিব মকরকেতুনা নিহিতং কণ্ঠে হারমুন্মোচয়ন্তী, প্রহর্ষ-বিহ্বলান্তঃ কারণাপি কন্যাকাজন-সহজাং লজ্জামিবাবলম্ব্য, শনৈঃ শনৈরবদত্ জানামি তে গরীয়সীং প্রীতিম্। কেবলম্-অকঠোর-শিরীষ-পুষ্প-মৃদু-প্রকৃতেঃ কুতঃ প্রাগল্ভ্যমেতাবন্নারীজনস্য? বিশেষতো বালভাব-ভাজঃ কুমারীলোকস্য? সাহস-কারিণ্যস্তাঃ, যাঃ স্বয়ং সন্দিশন্তি, সমুপসর্পন্তি বা। স্বয়ং সাহসং সন্দিশন্তী বালা জিহ্রেমি। কিং বা সন্দিশামি? অতিপ্রিয়োঽসীতি পৌনরুক্ত্যম্। তবাহং প্রিয়াস্মেতি জড়-প্রশ্নঃ। ত্বয়ি গরীয়াননুরাগ ইতি বেশ্যালাপঃ। ত্বয়া বিনা ন জীবামীত্যনুভব-বিরোধঃ। পরিভবতি মামনঙ্গ ইত্যাত্মদোষোপালম্ভঃ। মনোভবেনাহং ভবতে দত্তেত্যুপসর্পণোপায়ঃ। বলান্ধৃতোঽসি ময়েতি বন্ধকী-ধার্ষ্ট্যম্। অবশ্যমাগন্তব্যমিতি সৌভাগ্য-গর্বঃ। স্বয়মাগচ্ছামীতি স্ত্রী-চাপলম্। অনন্যরক্তোঽয়ং পরিজন ইতি স্বভক্তি-নিবেদন-লাঘবম্। প্রত্যাখ্যানশঙ্কয়া ন সন্দিশামীত্যপ্রবুদ্ধ-বোধনম্। অনপেক্ষিতানুজীবিত-দুঃখ-দারুণা স্যাম্-ইত্যতিপ্রণয়িতা। জ্ঞাস্যসি মরণে প্রীতিমিত্যসম্ভাব্যমেব।

ইতি শ্রীবাণভট্টবিরচিতঃ কাদম্বরীপূর্বভাগঃ।

সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার